যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, প্রেম ও প্রতিশোধের অনবদ্য কাহিনী

ওয়ারলক

উইলবার স্মিথ

অনুবাদ
শাহ্‌জাহান মানিক

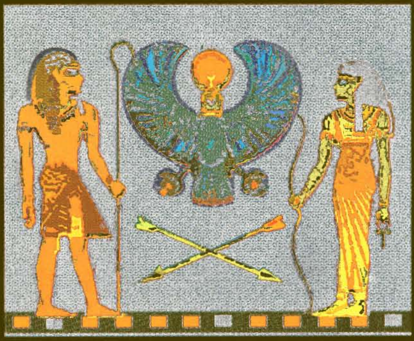

প্রাচীন মিশরের উপর ভিত্তি করে লেখা উপন্যাস রিভার গড এবং দ্য সেভেন স্ক্রৌল-এর ধারাবাহিকতায় ওয়ারলক একটি অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

প্রিয়তমা রাণী লসট্রিসের মৃত্যুর পর টাইটা ধর্মীয় আচার রীতি শেষে তাকে সমাহিত করে। তারপর দুঃখে ও শোকে অসুস্থ হয়ে পড়ল, নিজেকে সে আফ্রিকার নিষিদ্ধ মরুভূমিতে নির্বাসিত করে পুরোপুরি সন্ন্যাসী হয়ে যায়। বছরের পর বছর সে অতিপ্রাকৃতিক রহস্যের সাধনায় নিজেকে নিবেদিত করে এবং পর্যায়ক্রমে নিজেকে পরিণত করে ওয়ারলক-এ।

এখন টাইটা অসীমের রহস্য সমাধানকারী। বিশাল মরুর নির্বাসিত জীবন থেকে মানব জগতে ফিরে এসে ভয়াবহ একটি ষড়যন্ত্র ও পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় সে, যা মিশরের রাজ সিংহাসন ঘিরে বিরাজ করছে। রাজকুমার নেফারকে ধ্বংস করে দিতে চায়–যে কিনা রাণী লসট্রিসের নাতি।

যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, প্রেম এবং লোভের আবরণে ঢাকা শুভ-অশুভের আবর্তে চরিত্রসমূহকে উইলবার স্মিথ আপন রঙ-এ রাঙ্গিয়েছেন প্রাচীন মিশরের আলোকে।

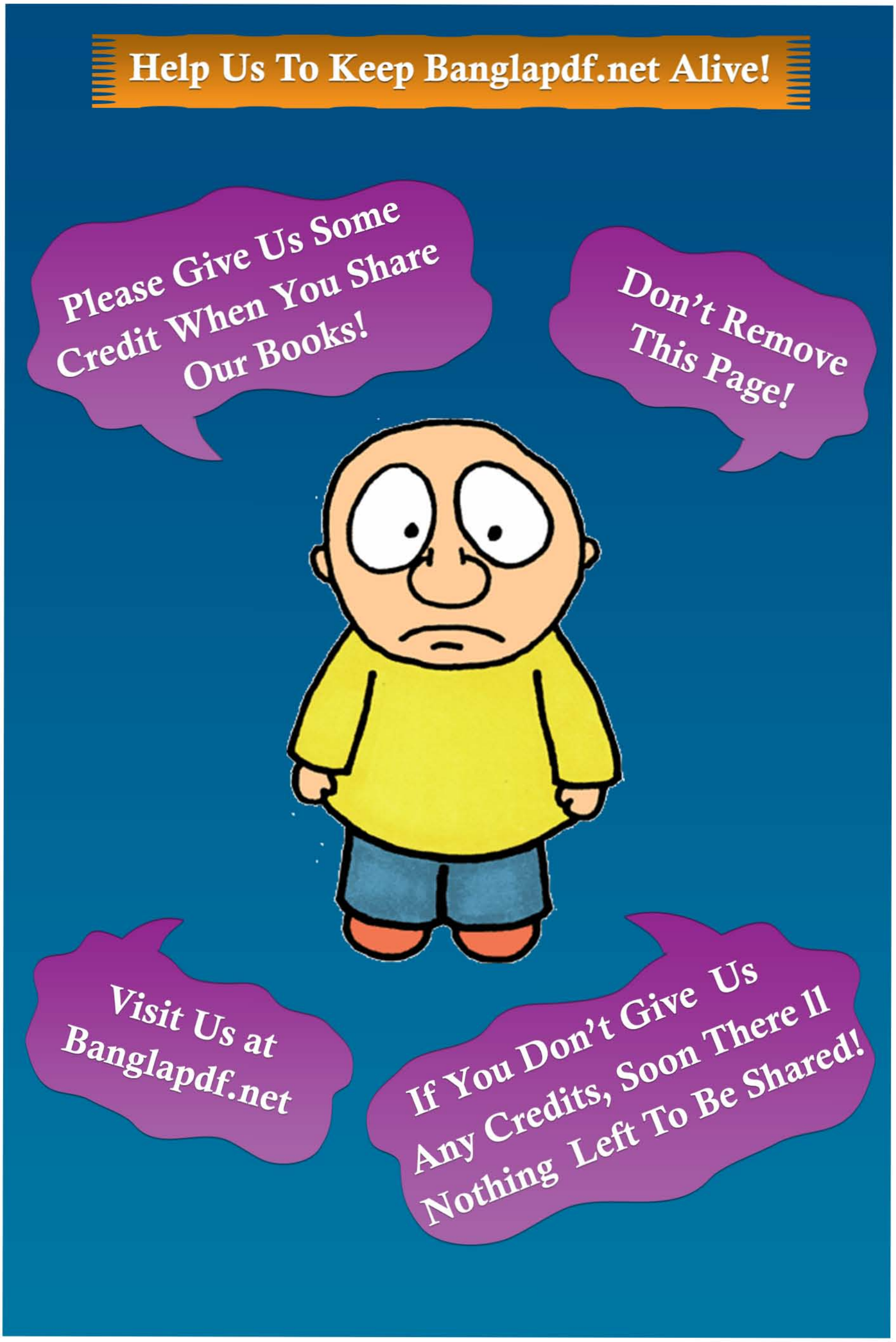
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ওয়ারলক

মূল : উইলবার স্মিথ
অনুবাদ : শাহ্‌জাহান মানিক

অনুবাদ সহযোগী
পপি আখ্‌তার

রোদেলা

ওয়ারলক
মূল : উইলবার স্মিথ
অনুবাদ : শাহ্জাহান মানিক
অনুবাদ স্বত্ব : প্রকাশক
প্রথম সংস্করণ
একুশে বইমেলা ২০১২
প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১১
রোদেলা ১৭৭

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
সুদীপ্ত আকাশ

মেকআপ
খোরশেদ আলম সবুজ

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

Warlock by Wilbur Smith. Translated by Shajahan Manik.
First Published Ekushe Boimela 2011
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail : rodela.prokashani@gmail.com

Price : Tk. 500.00 only US $ 15.00
ISBN : 978 984 8975 06 0 Code : 177

উৎসর্গ

রাজিব ও লন্ডন প্রবাসী রিয়াদ কে

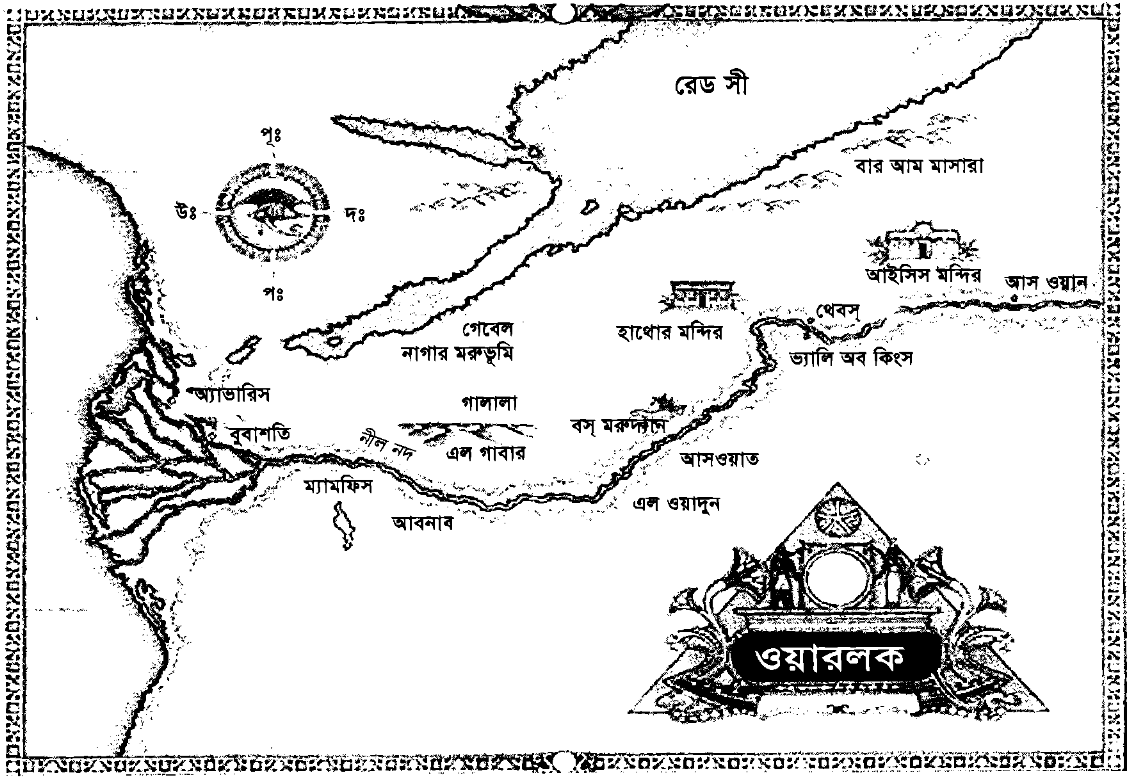
রেড সী
পূঃ
উঃ
দঃ
পঃ
বার আম মাসারা
আইসিস মন্দির
আস ওয়ান
হাথোর মন্দির
থেবস্
ভ্যালি অব কিংস
গেবেল
নাগার মরুভূমি
অ্যাভারিস
গালালা
বুবাশতি
নীল নদ
এল গাবার
বস্ মরুদ্যান
আসওয়াত
ম্যামফিস
আবনাব
এল ওয়াদুন
ওয়ারলক

একটা দীর্ঘ সোজা সর্পের ন্যায় এক সারি যুদ্ধ রথ উপত্যকাটির বুক চিঁড়ে খুব দ্রুত বেগে এগিয়ে চলছিল। অগ্রবর্তী রথ চালকের ঠিক পিছনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটি তাদের চারপাশে ঘিরে থাকা পর্বতমালার দিকে চোখ তুলে তাকাল। উঁচু শৃঙ্গগুলো বৃদ্ধ মানুষের সমাধিতে পূর্ণ; আর তাদের নিরেট প্রস্তর গহ্বরগুলো যেন সমাধিগুলোর উন্মুক্ত প্রবেশ দ্বার। প্রাচীন রোমের নির্দয় সৈন্যবাহিনী জিনদের ন্যায় কৃপাহীন দৃষ্টি নিয়ে সেই কালো গহ্বরসমূহ বুঝি তার দিকে চেয়ে আছে। ভয়ে রাজপুত্র নেফার মেমনন কেঁপে উঠল এবং দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিল। সবার অলক্ষ্যে বাঁ হাত দিয়ে শূন্যে শয়তান তাড়ানোর পবিত্র চিহ্নটা সে আঁকল।

ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে পিছনের সারিবদ্ধ রথগুলোর উদ্দেশ্যে সে দৃষ্টি বুলাল এবং দেখল ধুলোর মেঘের মধ্য দিয়ে ঠিক পিছনের রথে দাঁড়িয়ে টাইটা তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। বৃদ্ধ লোকটিকে ধুলোর কুন্ডলী ঘিরে আছে; তার যানের উপর পাতলা একটা ধুলোর ধূসর আস্তর পড়েছে আর যে এক ফালি সূর্য-রশ্মি এই গভীর উপত্যকার গভীরে প্রবেশ করছে তাতেই ধুলোর ধূসর কণাগুলো চমকাচ্ছিল, যেন কোন দেবদূতের মতোই দীপ্যমান। অপরাধীর ন্যায় নেফার মাথা নিচু করল। বৃদ্ধ লোকটি তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয়টা প্রত্যক্ষ করেছে ভেবে সে লজ্জা পেল। ট্যামোস হাউজের কোন রাজপুত্রকে এরকম দুর্বলতা দেখানো উচিত নয়, আর যৌবনের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়েতো অবশ্যই আরো না। কিন্তু অন্য সবার চাইতে টাইটা তাকে খুব বেশি জানে, নেফারের শিশুকাল থেকে সে তার শিক্ষক; বাবা-মা, ভাইবোনদের চেয়েও আরো বেশি কাছের। টাইটার অভিব্যক্তি কখনোই পরিবর্তিত হয় না, এমনকি এতো দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও তার প্রাচীন দৃষ্টি যেন নেফারের সত্তার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। দেখেই সব বুঝে ফেলে।

নেফার ঘুরে তার পিতার পাশে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তার পিতা তখন ঘোড়ার লাগাম ধরে চাবুক পিটিয়ে ঘোড়াগুলো ছুটাতে ব্যস্ত। হঠাৎ করে উপত্যকার মাঝে গালালা শহরের ভগ্ন-কঠিন সমতল ভূমিটা তাদের সামনে উন্মোচিত হল। প্রথম দর্শনেই এই বিখ্যাত রণক্ষেত্র নেফারকে শিহরিত করল। যৌবনে এখানে টাইটা যুদ্ধ করেছিল। তখন নরদেবতা দেবতা ট্যানোস, লর্ড হারাব অপ শক্তিকে ধ্বংস করেছিল যা কিনা তখন মিশরের জন্যে চরম হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাও তা প্রায় ষাট বছর আগের কথা, কিন্তু এখনো টাইটার কাছে সব জীবন্ত, আর সে এতো সুনিপুণভাবে সেই যুদ্ধের গল্প নেফারকে শোনায় যে মনে হয় যেন সে নিজেই দুর্দশার ঐসব দিনে সেখানে ছিল।

নেফারের পিতা, প্রভু ফারাও ট্যামোস, ভগ্ন প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে ঘোড়ার লাগাম টেনে রথ থামালেন। তাদের পিছনে একশ রথও ঠিক একই ভাবে থামাল এবং রথ আরোহীরা পাদানী থেকে নেমে ঘোড়াগুলোকে পানি পান করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কথা বলার জন্যে মুখ খুলতেই ফারাও-এর চিবুক থেকে ধুলোর আস্তর গড়িয়ে তার বুকের উপর ঝরে পড়ল।

'মাই লর্ড!' ফারাও মিশরের মহান সিংহ লর্ড নাজা, তার সেনাপতি ও প্রিয় সহচরকে সম্ভাষণ করে বললেন, 'সূর্য ঐ পর্বত চূড়া স্পর্শ করার পূর্বেই আমরা পুনরায় যাত্রা শুরু করতে চাই। আমি আশা করছি রাতের মধ্যেই আমরা এল গাবারের বালিয়াড়িটা পাড়ি দিতে পারবো।'

লালচে ধুলোর আস্তর পড়া সত্ত্বেও ট্যামোসের মাথায় পরিহিত যুদ্ধের নীল মুকুটটা চকচক করছিল। সে নেফারের দিকে তাকাল, তার চোখের কোনায় অশ্রুর ফোঁটা আর ধুলোর কাদা মিলে রক্তাভ একটা পিন্ড তৈরি করেছে। 'তোমাকে আমি এখানে টাইটার কাছে রেখে যাচ্ছি।'

যদিও জানে প্রতিবাদ করাটা বৃথা তবুও সে মুখ খুলতে চাইল। অশ্বারোহী দল শত্রুর বিরুদ্ধে চলছে। ফারাও ট্যামোসের যুদ্ধ পরিকল্পনা হচ্ছে দক্ষিণ থেকে চক্রাকারে বৃহৎ বালিয়াড়িটির মধ্য দিয়ে এবং তিক্ত ন্যাট্রন হ্রদের মাঝে একটা পথ তৈরি করে শত্রুদের অতর্কিতে তাড়িয়ে আনরাব-এর পূর্বে নীল নদের তীরে নিয়ে আসা, যেখানে মিশরীয় সৈন্যবাহিনী জড়ো হয়ে অপেক্ষা করছে। পুনরায় শত্রুরা সজ্জিত হওয়ার পূর্বেই ট্যামোস তখন সৈন্যদল দুটিকে একত্রিত করে তেল-আল-দাবার বাইরে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে এভারিসের শত্রু দুর্গটা দখল করে নেবেন।

এটি একটি দৃঢ় এবং অসাধারণ পরিকল্পনা। যদি পরিকল্পনা সফল হয় তাহলে এক ঢিলে দুই প্রজন্ম ধরে চলে আসা হিকস্‌দের সাথে লড়াইটা সহজ হয়ে যাবে। নেফার শিখেছে যুদ্ধ ও যশ হচ্ছে পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উপায়। কিন্তু, এই চৌদ্দ বছর বয়সেও তারা তাকে দূরে সরিয়ে রাখছে। মনে-প্রাণে সে চাচ্ছে পিতার পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়ে বিজয় ও অমরত্বটা অর্জন করতে।

নেফার কিছু বলার পূর্বেই ফারাও তাকে থামিয়ে দিলেন। 'একজন যোদ্ধার প্রথম কর্তব্য কি?' তিনি ছেলের কাছে জানতে চাইলেন।

নেফার চোখ নামিয়ে নরম ও বিষণ্ন কণ্ঠে উত্তর দিল, 'বাধ্যবাধকতা, মহানুভব!'

'তাহলে কখনো তা ভুলবে না', তিনি মাথা নেড়ে ঘুরে চলে গেলেন।

নিজেকে নেফারের প্রত্যাক্ষিত ও অবাঞ্ছিত মনে হল। তার চোখ জ্বলছিল এবং উপরের ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল। কিন্তু টাইটার চাহনি তাকে শক্ত করল। চোখ কচলে চোখের জল মুছে নিজেকে সহজ করতে সে রথের পাশে ঝুলে থাকা পানির থলে থেকে এক চুমুক পানি খেল। তারপর বৃদ্ধ ম্যাগোস, যার লম্বা দোল খাওয়া

ঝাঁকড়া চুলগুলো ভারি ধুলোয় একাকার হয়ে আছে, তার দিকে ফিরে আদেশের সুরে বলল, 'আমাকে সেই ভাস্কর্যটা দেখাও, টাটা।'

ভগ্ন শহরটির সরু রাস্তায় দাঁড়ানো সারিবদ্ধ রথ, মানুষ ও এলোমেলোভাবে রাখা ঘোড়াগুলোর মধ্যকার খালি স্থানটুকু দিয়ে তারা এগিয়ে চলল। ইতোমধ্যে বিশ জন সৈন্য কাপড় খুলে খালি গায়ে প্রাচীন কূপগুলোর নিচে নেমে পড়েছে; নিচের সামান্য তিতা পানি উপরে তোলার ব্যবস্থা তারা করছিল। একদা এই কূপগুলো নীল ও লোহিত সাগরের বাণিজ্য পথে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধশালী জনবহুল এলাকার লোকদের জল যোগান দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল। তারপর, বহু শতাব্দী পূর্বে, এক ভয়ংকর ভূমিকম্প পানি ধারণের স্তরগুলো উলট-পালট করে দেয়, যার ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। জল তৃষ্ণায় গালালা শহর মৃত্যুবরণ করে। এখন এখানে দু'শ ঘোড়ার তৃষ্ণা নিবারণ ও পানির থলেগুলো পূর্ণ করার পক্ষে খুব কমই জল অবশিষ্ট রয়েছে।

যতোক্ষণ পর্যন্ত না তারা পরিত্যক্ত চতুষ্কোণ স্থানটির মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, টাইটা নেফারকে সরু গলিটা ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। তারা মন্দির ও রাজপ্রাসাদ অতিক্রম করে এগিয়ে চলল, এখন যা কেবল টিকটিকি আর বিচ্ছুদের আবাসস্থল। ঠিক মাঝ খানে দাঁড়িয়ে আছে লর্ড ট্যানোস এবং দস্যুবাহিনীর বিরুদ্ধে তার জয়ের প্রতীক ভাস্কর্যটি, যারা কিনা পৃথিবীর সবচাইতে ধনী ও ক্ষমতাধর জাতিকে প্রায় দমিত করে ফেলেছিল। ভাস্কর্যটি একসাথে জোড়া লাগানো মানুষের খুলির এক অদ্ভুত পিরামিড যা একটা লাল পাথরের পুরু বেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত। পাথরে খোদাই করা স্তরগুলো যখন সে জোরে জোরে পড়ছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন হাজার হাজার খুলি তার দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসছে।

'আমাদের ছিন্ন মস্তকসমূহ সেই যুদ্ধের সাক্ষ্য বহন করে যা এখানে সংগঠিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধে ট্যানোস লর্ড হারাব এর তলোয়ারের নিচে আমাদের মৃত্যু হয়েছিল। এ মহান লর্ডের অমর কীর্তি, যা দেবতাদের মহিমা এবং নীতিবানদের ক্ষমতা থেকে উৎসারিত– সকল প্রজন্ম তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। এরূপে দেবতা ফারাও ম্যামোসের শাসনামলের চৌদ্দতম বছর স্মরণীয় হয়ে রইল।'

রাজপুত্র ভাস্কর্যটির চারপাশ ঘুরে ঘুরে হেঁটে দেখছিল। আর ভালোভাবে সব দেখতে প্রতিটি পদক্ষেপে সে থামছিল। টাইটা ভাস্কর্যটির ছায়ায় আসন পেতে একমনে এসব দেখছিল। যদিও টাইটার অভিব্যক্তি বোঝা যাচ্ছিল না তবে তার চোখ দুটো ছিল স্নেহপূর্ণ। বালকটির প্রতি তার বীজ বপন করা অন্য দুটি জীবনে। প্রথমজন হলেন লসট্রিস, মিশরের রাণী। টাইটা ছিল খোজা, কিন্তু বয়ঃসন্ধির পরে তাকে খোজা করা হয় এবং একদা সে এক মেয়েকে ভালোবাসত। শারীরিক অক্ষমতার কারণে টাইটার ভালোবাসা ছিল পবিত্র এবং এর পুরোটাই সে বিলিয়ে

দিয়েছে নেফারের দাদী, রাণী লসট্রিসকে। সে ভালোবাসা এতোই প্রবল যে আজও রাণীর মৃত্যুর বিশ বছর পর তা তার অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে বাস করছে।

অন্য জন যার জন্যে সে নেফারকে ভালোবাসে সে হচ্ছে ট্যানোস, লর্ড হারাব, যার উদ্দেশ্যে এ ভাস্কর্যটি নির্মিত। নিজের ভাইয়ের চাইতেও সে টাইটার কাছে প্রিয় ছিল। তারা দু'জনেই আজ চলে গেছেন অসীমে; লসট্রিস এবং ট্যানোস, কিন্তু তাদের রক্তের শক্তিশালী ধারা এ শিশুর শিরায় শিরায় বইছে। অনেক আগে তাদের অবৈধ প্রণয় জন্ম দিয়েছিল যে শিশুটিকে সে হচ্ছে ফারাও ট্যামোস, আজ যে এই রথবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে; রাজপুত্র নেফারের পিতা।

'টাটা, আমাকে সেই স্থানটি দেখাও যেখানে তুমি দুস্যু দলের সর্দারটিকে কব্জা করেছিলে,' বয়ঃসন্ধি কালের উদ্যম, উচ্ছ্বলতা তার কণ্ঠে ঝড়ে পড়ল। 'এটা কি এখানে?' চতুষ্কোণের দক্ষিণ পাশে ভাঙা দেয়ালের দিকে সে ছুটে গেল। 'আমাকে গল্পটা আবার বল'।

'না, তা এখানে, এই পাশে', টাইটা দাঁড়িয়ে তার সরু পা দু'টো দিয়ে লম্বা পদক্ষেপে পূর্ব পাশের দেয়ালের নিকট এগুতে এগুতে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল। সে ভেঙে পড়া চূড়ারটির দিকে তাকাল। 'দস্যুটার নাম ছিল শূফতি। সে ছিল এক-চোখা এবং প্রভু সেথ-এর ন্যায় কুৎসিত। সে এ দেয়ালের উপর উঠে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালানোর চেষ্টা করছিল।' টাইটা থামল এবং পাথরের টুকরো থেকে একখণ্ড অর্ধ শুকনো মাটির ইট তুলে নিল এবং হঠাৎ উপরের দিকে ছুঁড়ে মারল। যা উঁচু দেয়ালের উপর দিয়ে উড়ে গেল। 'কেবলমাত্র একটা পাথর ছুঁড়ে আমি তার খুলিতে আঘাত করে তাকে ধরাশয়ী করেছিলাম।'

যদিও প্রথম থেকেই বৃদ্ধ লোকটির শক্তি সম্পর্কে নেফারের একটা ধারণা ছিল এবং এও জানত যে তার সহ্য ক্ষমতা লোকগাঁথা সম পর্যায়ের, তবুও তার এই লক্ষ্যভেদী নিক্ষেপে সে অবাক না হয়ে পারল না। সে পর্বতের চেয়েও বয়স্ক, আমার দাদির চাইতে বড়। কারণ সে আমাকে যেমন করে লালন-পালন করছে দাদিকেও সেভাবেই করেছে, নেফার বিস্মিত হল। লোকে বলে সে নীল নদের দু'শ বন্যা দেখেছে, পিরামিডগুলো নিজ হাতে তৈরি করেছে। নেফার উচ্চঃস্বরে জানতে চাইল, 'তুমি কি তার মাথাটা কেটে ঐ স্তূপের মধ্যে রেখেছিলে, টাটা?' সে বীভৎস নিদর্শনটি নির্দেশ করল।

'সে গল্পটা তুমি খুব ভালোই জানো, কম হলেও শতবার তোমাকে তা বলেছি,' নিজ কাজের প্রশংসা নিজে না করার বিনীত ভান করল টাইটা। 'আমাকে তা আবার বল', নেফার আদেশ করল।

টাইটা একটা পাথরের উপর এসে বসল, আর নেফার আনন্দিত হয়ে ভালোভাবে গল্পটা শোনার জন্যে তার পায়ের কাছটায় আসন নিল, যতোক্ষণ না সৈন্যবাহিনী ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে ফিরে যাওয়ার সংকেত দিল। ঘণ্টার শব্দ

প্রতিধ্বনি তুলে কালো উঁচু পাহাড় শৃঙ্গের আড়ালে হারিয়ে গেল। 'ফারাও আমাদের ফিরে যাবার নির্দেশ দিচ্ছেন।' টাইটা বলল। সবাই দাঁড়িয়ে ফিরতি পথে হাঁটা শুরু করে।

দেয়ালের বাইরে তখন সবাই ব্যস্ত, হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে; সৈন্যবাহিনী বালিয়াড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যাত্রার পূর্বে পানির মশকগুলো পুনরায় ভরা হচ্ছিল এবং সৈন্যরা তাদের রথ, ঘোড়া ও অন্যান্য সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা শেষবারের জন্যে পরখ করে নিচ্ছে।

তোরণ দিয়ে যখন তারা দু'জন বের হয়ে এল, ফারাও ট্যামোস লোকজনের মাথার উপর দিয়ে তাদের দিকে তাকালেন এবং মাথা নেড়ে মৃদু ইশারায় টাইটাকে পাশে এসে দাঁড়াতে বললেন। যতো দূর পর্যন্ত সেনাধ্যক্ষরা তাদের পদধ্বনি শুনতে না পায়, ততো দূর তারা একত্রে এগিয়ে গেলেন। লর্ড নাজা তাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য এগোল। টাইটা ফারাওকে ফিস্‌ফিস্‌ করে একটা কিছু বলল, তারপরই ট্যামোস ঘুরে নাজাকে কঠোর কথা বলে ফেরত পাঠালেন। আহত লর্ড লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল এবং টাইটার দিকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের শরের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

'তুমি নাজার বিরক্তের কারণ হয়েছো, একদিন হয়তো তোমাকে রক্ষা করতে আমি থাকবো না', ফারাও সর্তকবাণী উচ্চারণ করলেন।

'কাউকেই আমাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়', টাইটা আশঙ্কা প্রকাশ করল। 'যতোক্ষণ না আমরা আপনার প্রাসাদের চারপাশের পিলারগুলোতে পেঁচিয়ে থাকা ষড়যন্ত্রকারী সার্পসমূহের মাথা কাটতে পারছি। আর যতোদিন না আপনি উত্তরের এই যাত্রা শেষ করে ফিরছেন ততোদিন আমরা দু'জন ছাড়া কেউ জানবে না আমি রাজপুত্রকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু নাজা!' ফারাও অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসলেন। নাজা তার একজন ভাইয়ের মতো। তারা এক সাথে রেড রোড দৌড়িয়েছে।

'এমনকি নাজাও।' টাইটা আর কিছু বলল না। শেষ পর্যন্ত তার সন্দেহ নিশ্চিত হতে চলেছে। কিন্তু তার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ নেই যে সে ফারাওকে তা বিশ্বাস করাতে পারে।

'রাজপুত্র কি জানে কেন তুমি মরুভূমির মধ্য দিয়ে এতো দ্রুত চলছো?' ফারাও জিজ্ঞেস করলেন।

'সে শুধু জানে আমরা তার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে অজানার উদ্দেশ্যে চলেছি. তার গড বার্ড বা প্রভু পতঙ্গটা ধরতে যাচ্ছি।'

'বেশ, টাইটা।' ফারাও মাথা নাড়লেন। 'সর্বদাই তুমি গোপনীয়তা পছন্দ করো, তবে তুমি সত্য। আর কিছু বলার নেই, যা বলার বলেছি। এখন যাও, হুরাস তোমার আর নেফারের উপর তার আশীর্বাদের ডানা মেলে রাখুক।'

'নিজের পিছন দিকটা লক্ষ্য রাখবেন, মহানুভব! কেননা শত্রু এখন কেবল আপনার সম্মুখেই শুধু নয়, পিছনেও অবস্থান করছে।'

ফারাও ম্যাগোসের হাতটা টেনে নিলেন ও জোরে চাপ দিলেন। তার আঙুলের নিচের বাহুটি সরু কিন্তু একাসিয়া গাছের শুকানো ডালের ন্যায় শক্ত। তারপর তিনি নেফারের কাছে ফিরে গেলেন, সে রাজকীয় রথের চাকার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। আহত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে ছিল, এখনও আশা করছে হয়তো লর্ড তার নিষ্ঠুর আদেশ ফিরিয়ে নেবেন।

'মহামান্য! আমার চাইতেও কম বয়সী অনেক লোকওতো এই সৈন্য বাহিনীতে আছে।' রাজকুমার তার পিতাকে মানানোর শেষ চেষ্টা করল যে রথ বহরের সাথে তার যাওয়া উচিত। ফারাও জানেন ছেলেটি নিঃসন্দেহে ঠিকই বলছে। ম্যারন, বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ ক্রাতাস এর নাতি, যে তার চেয়ে তিন দিনের ছোট সেও আজ তার বাবার সাথে পিছনের কোন রথে লেন্স-বাহক হিসেবে যাচ্ছে। 'পিতা, কবে আপনি আমাকে আপনার সাথে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিবেন?'

'সম্ভবত, তুমি যখন রেড রোড দৌড়াতে পারবে। এমন কি তখন আমিও আপত্তি জানাব না।'

এটা একটা অস্বাভাবিক প্রতিজ্ঞা এবং তারা দু'জনেই জানে যে রেড রোড দৌড়ানো ঘোড়সওয়ার ও অস্ত্র চালনার মধ্যে সবচাইতে কষ্ট সাধ্য পরীক্ষা, যা শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়জন যোদ্ধার পক্ষে সম্ভব। এটা একটা অগ্নি পরীক্ষা যা একজন যুবককে নিঃশেষিত করে ফেলে, এমনকি কেউ কেউ মারাও যায় এবং তা অনেকটা নিজেকে বলি দেয়ার মতোই। নেফার এখনও সে দিন থেকে বহু দূরে।

এবার ফারাও এর নিষেধাজ্ঞা নরম হল এবং তার সৈন্য বাহিনীর সামনে যতোটুকু স্নেহ প্রকাশ করা যায় ততটুকু দিয়ে তিনি তার ছেলেকে বাহু বদ্ধ করে জড়িয়ে ধরলেন। 'এখন আমার আদেশ হচ্ছে তুমি টাইটার সাথে এই মরুভূমির মধ্য দিয়ে তোমার গড বার্ড ধরতে যাবে এবং প্রমাণ করবে যে রাজরক্ত ও অধিকার দুটোই তোমার দ্বৈত মুকুট ধারণের ক্ষেত্রে রয়েছে।'

গালালার ভগ্ন দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে নেফার ও বৃদ্ধলোকটি রথের দীর্ঘ সারিকে তাদের অতিক্রম করতে দেখল। এগুলোর নেতৃত্বে রয়েছেন স্বয়ং ফারাও নিজে। লাগাম কব্জিতে পেঁচিয়ে, পিছনে হেলে তিনি টান দিলেন। তার বক্ষ নগ্ন, পেশীবহুল পায়ের চারপাশে লিনেন স্কার্ট ছড়িয়ে আছে, মাথায় শোভা পাচ্ছে নীল যুদ্ধ মুকুট, সব কিছু মিলিয়ে তাকে মনে হচ্ছিল লম্বা– একজন দেবতার মতন।

তার পিছনেই লর্ড নাজা অবস্থান করছিল, তার মতই লম্বা এবং প্রায় তার মতই সুদর্শন। চেহারায় তার উদ্ধতা ও দাম্ভিকতা ঝরে পড়ছে। কাঁধে ঝুলছে বিখ্যাত সেই বাঁকানো ধনুক। নাজা মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং তার নামটা তার সম্মানের প্রতীক রূপে দেওয়া হয়েছে। নাজা রাজকীয় ইউরেয়াস মুকুটধারী দলের একজন ভয়ংকর কোবরা। ফারাও ট্যামোস তাকে সেদিন এ উপাধি দিয়েছেন যেদিন তারা একত্রে রেড রোড এর অগ্নি পরীক্ষায় জয়ী হয়েছিলেন।

নাজা নেফারের দিকে কটু দৃষ্টিতে এক ঝলক তাকাল। শেষ রথটা যখন নেফারকে অতিক্রম করল ততোক্ষণে ফারও-এর রথ গিরিখাতের কালো মুখে প্রবেশ করেছে। ম্যারন, তার ছেলেবেলার বন্ধু ও সাথী, অনেক দুষ্টুমির সঙ্গী, হাসি দিয়ে তার উদ্দেশ্যে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করল। তারপর স্বর উঁচিয়ে নেফারকে উপহাস করে বলল, 'আমি অ্যাপেপির মাথাটা তোমার জন্যে খেলনা হিসেবে নিয়ে আসব।' সে ওয়াদা করল, এবং তাতে নেফারের মনটা ঘৃণায় ভরে গেল। অ্যাপেপি হিকস্‌দের রাজা, আর নেফারের কোন খেলনারও দরকার নেই। সে এখন পুরুষ, কোন ছোট শিশু নয়। যদিও তার পিতা তা মানতে নারাজ।

ম্যারনের রথ অদৃশ্য হবার পর অনেকক্ষণ তারা দু'জন নিঃশ্চুপ রইল। ধুলোগুলোও শান্ত হয়ে গেছে। টাইটা কিছু না বলে ঘুরে যেখানে তাদের ঘোড়াগুলো বাঁধা সেখানে গেল। আলখেল্লাটা এমনভাবে উঁচিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে চড়ল যেন এখনো সে একজন তরুণ। একবার ঘোড়ার পিঠে চড়ার পর সে ঘোড়ার সাথে একাত্ম হয়ে যায়। নেফারের মনে পড়ল, লোকগাঁথা অনুসারে সে-ই মিশরের প্রথম ঘোড়াসওয়ার বিদ্যার মাস্টার। এখনও সে দশ হাজার রথের খেতাব প্রাপ্ত মাস্টার যা দুই রাজ্যের ফারাওরা তাকে দিয়েছেন।

এটা ঠিক যে হাতে গুণা কয়েকজনের মধ্যে সে একজন যারা ঘোড়ার পিঠে দু'পা ছড়িয়ে চড়ার সাহস দেখাতে পারে।

অধিকাংশ মিশরীয় মনে মনে এটাকে ঘৃণা করে, অশ্লীল ও অসম্মানের কাজ মনে করে, যদিও ঝুঁকির প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়। তবে নেফারের এ নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা নেই এবং তার প্রিয় ঘোড়া স্টারগেজের এর পিঠে চড়তেই তার মন ভালো হয়ে গেল। ভগ্ন শহরের উপরের পাহাড়ের চূড়ায় পৌছবার আগেই সে তার স্বাভাবিক উচ্ছলতায় ফিরে এল। দূরে উত্তরের দিগন্তে সৈন্যবাহিনীর রেখে যাওয়া ধুলোর মেঘের দিকে সে তার দৃষ্টি ফেরাল। তারপর দৃঢ়তার সাথে পিছন ফিরল। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, টাটা?' নেফার জানতে চাইল। 'যখন আমরা পথে ছিলাম তখন কিন্তু তুমি আমাকে একবার ওয়াদা করেছিলে যে বলবে।'

টাইটা সর্বদা গুরু-গম্ভীর ও দৃঢ় প্রকৃতির। সে তাদের এই যাত্রার বিষয়ে কোন কিছু বলতে নিরুচ্ছুক। তবে সে শুধু এটুকুই বলল, 'গেবেল নাগার যাচ্ছি।'

নেফার আগে কখনও এই নাম শোনেনি। তবে সে আস্তে করে নামটা উচ্চারণ করল। এটা ছিল রোমাঞ্চকর স্মৃতি বিজড়িত যাত্রা। উত্তেজনায় তার ঘাড়ের পিছন

দিক শিরশির করে উঠল। সে সামনের মরুভূমির দিকে তাকাল। একটা খাঁজ কাটা অসীম বন্ধুর পাহাড় শ্রেণী নীল দিগন্ত পর্যন্ত বাড়ানো এবং হালকা তাপের জাল চারদিকে ছড়ানো। ছড়িয়ে থাকা পাথরের রঙে চোখ ঝলসে উঠে; কোনটি ঘন কালো মেঘের ফাঁকের বিমর্ষ নীলের মতো, কোনটা বাবুই পাখির হলদে পাখার ন্যায়, কোনটা মাংসের ক্ষতের মতো লাল, আবার কোনটা ক্রিস্টালের মতন উজ্জ্বল। তাপ দাহের ফলে যেন তারা কাঁপছে ও নাচছে।

অতীত স্মৃতি নিয়ে টাইটা এই ভয়ংকর স্থানটির দিকে তাকাল এবং নষ্টালজিক হল। এই জায়গাতেই সে তার প্রিয়তমা রাণী লসট্রিসের মৃত্যুর পর একটা আহত প্রাণীর ন্যায় চলে এসেছিল। তারপর সময়ের ব্যবধানে যখন সেই কষ্ট কিছুটা ম্লান হয়ে আসে তখন সে আবার নিজেকে হুরাসের পথে পরিচালিত করে। শারীরিক শল্য বিজ্ঞানের সকল বিষয় তারা জানা। একা এই অসীম মরুভূমিতে সে খুঁজে পেয়েছিল মনের দরজা খোলার চাবি এবং আধ্যাত্মিক এক জগৎ। সে গিয়েছিল শুধু একজন মানুষ হিসেবে কিন্তু ফিরে আসে হুরাসের সু-ভাজন রূপে এবং একজন দক্ষ যাদুকর হয়ে– যা শুধু কিছুমাত্র লোকের পক্ষেই সম্ভব।

যখন রানী লসট্রিস তার স্বপ্নে এল, তখনই শুধু টাইটা মানুষের সমাজে ফিরেছে। তখন সে গেবেল নাগারের সাধুদের গুহায় ঘুমাচ্ছিল। পনের বছরের কুমারী, সতেজ এবং আবেদনময়ী, সদ্য প্রস্ফুটিত মরু-গোলাপ যার পাপড়িতে শিশির বিন্দু দৃশ্যমান তেমন মনে হচ্ছিল তাকে। যদিও সে ঘুমাচ্ছিল তবু তার হৃদয় ভালোবাসায় ভরে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল তার বুক ফেটে তা বেরিয়ে আসবে।

'প্রিয় টাইটা', লসট্রিস তার গাল স্পর্শ করে জাগিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'তুমি হচ্ছ সেই দু'জনের মধ্যে একজন যাদের আমি ভালোবাসি। এখন ট্যানোস আমার সাথে রয়েছে, কিন্তু তোমাকে আমার কাছে আসার আগে আরো একটা দায়িত্ব পালন করতে হবে যা আমি তোমাকে দিতে যাচ্ছি। আমি জানি তুমি আমাকে নিরাশ করবে না, করবে কি, টাইটা?'

'আমি তোমার আজ্ঞাধারী, মিসট্রেস', তার কণ্ঠস্বর তার নিজের কানেই অদ্ভুত শোনাল।

'থেবস্-এ, আমার শতদ্বারের শহরে, এই রাতে একটি শিশু জন্মেছে। সে আমার নিজ পুত্রের পুত্র। তার নাম হবে নেফার, যার অর্থ হচ্ছে মনে ও প্রাণে পবিত্রতা ও পূর্ণতা। আমার ইচ্ছা সে আমার আর ট্যানোসের রক্ত মিশরের উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করুক। কিন্তু বিশাল ও নানান সমস্যা শিশুটিকে ঘিরে ধরেছে। তোমার সাহায্য ছাড়া সে সফল হতে পারবে না। শুধুমাত্র তুমিই পার তাকে রক্ষা করতে ও পথ দেখাতে। এই বছরগুলো তুমি প্রকৃতির মাঝে ব্যয় করেছ। যে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করেছ তার উদ্দেশ্য এখানেই। নেফারের কাছে যাও। এখনই

যাও, তাড়াতাড়ি এবং ততোদিন তার সাথে অবস্থান করো যতোদিন তোমার দায়িত্ব শেষ না হয়। তারপর আমার কাছে ফিরে এসো, প্রিয় টাইটা। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো। এবং তোমার পৌরুষত্বও তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তুমি আমারই পাশে থাকবে। হাতে হাত রেখে একমাত্র তুমিই হবে একজন যে আমার পাশে থাকবে সেদিন। আমায় নিরাশ করোনা, টাইটা।'

'কখনো না!' টাইটা স্বপ্নের মধ্যেই চিৎকার করে ওঠে। 'জীবিত থাকতে আমি তোমাকে নিরাশ করেনি আর মরণে তো অবশ্যই না।'

'আমি জানি তুমি করবে না', লসট্রিস হাসল এবং তারপর তার অবয় মরুর সে রাতে হারিয়ে গেল। সে জেগে উঠে। তার চেহারা কান্নায় ভেজা ছিল। সে দ্রুত তার প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহ গুছিয়ে নিল। তারপর গুহার প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে তারা দেখে সে তার চলার রাস্তা ঠিক করে নিল। সহজাত কারণেই সে দেবীর উজ্জ্বল তারাটা খুঁজল। রানীর মৃত্যুর সতের তম দিনে, যে রাতে রানীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠান শেষ হল, ঐ তারাটা হঠাৎ করে আকাশে দেখা দেয়, বড় লাল তারাটা সেখানে উঠল যেখানে আগে কোন তারা ছিল না। টাইটা তারাটা খুঁজে অভিবাদন জানাল। তারপর পশ্চিম মরুভূমি দিয়ে চলা শুরু করে নীলের তীরে ফিরে চলল। সেখান থেকে থেবস্ শহর, সুন্দর শতদ্বারের থেবস্-এ।

প্রায় চৌদ্দ বছর আগের ঘটনা এটা এবং এখন সে শুধু একটা নির্জন জায়গার সন্ধানে রয়েছে সেখানে সে তার সমস্ত কিছু একত্রিত করতে পারবে যাতে লসট্রিস যে দায়িত্ব তাকে দিয়েছে তা সে পালন করতে পারে। এখন শুধুমাত্র কিছুটা শক্তি সে রাজকুমারকে দিতে পারে। কেননা সে জানে চারদিক থেকে অনেক কালো শক্তি তাকে ঘিরে রয়েছে যে ব্যাপারে লসট্রিস তাকে সর্তক করেছিল।

'এসো' সে বালটিকে বলল, 'চলো নিচে যাই এবং তোমার গড বার্ডটা ধরি।'

পালালা ছাড়ার তৃতীয় রাতে যখন মকর রাশির নক্ষত্রপুঞ্জ উত্তর আকাশের ঠিক মাথার উপর এল, ফারাও তার সৈন্যবাহিনী থামালেন। ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজেরা রোদে শুকানো মাংস, খেজুর ও ঠাণ্ডা রুটির একটি নিরস ভোজ সারলেন। তারপর পুনরায় চলার নির্দেশ দিলেন। বাদ্যযন্ত্র বাজছে না, কোন শব্দ নেই কারণ তারা এখন এমন জায়গা দিয়ে যাচ্ছেন যেখানে হিকস্‌দের আনাগোনা রয়েছে।

ছোট দুলকি পায়ে রথ সারি এগিয়ে চলল। যতোই তারা এগোচ্ছিল চার-পাশের পরিবেশ ততোই বদলে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তারা ঐ বিপদ-সঙ্কুল স্থান

থেকে বেরিয়ে এল এবং নদীর ধারে পাহাড়ের উপর এসে পৌঁছল। শূন্যে ঘন কালো বন-বনানী এবং দূরে চন্দ্রালোকের আলো-আঁধারির মাঝে মহান মাতা নীলের গতিপথ দেখা যাচ্ছিল। তারা আবনাব এর প্রশস্ত পথ পাড়ি দিয়েছে এসেছে এবং এখন নদীর ওপারে হিকস্‌সাইনদের প্রধান সৈন্যবাহিনীর নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করছে। যদিও অ্যাপেপির বিশাল সৈন্যবাহিনীর তুলনায় তারা নগণ্য তবুও তারা হচ্ছে ট্যামোসের সব চাইতে ভালো রথী যারা শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে। তদুপরি, তারা একটি বিস্ময়কর জিনিস ধারণ করে আছে।

ফারাও যখন প্রথম এই যুদ্ধ পরিকল্পনাটা তাদের বললেন এবং জানালেন যে একাই তিনি এ অভিযান চালাবেন, তার যুদ্ধ বিষয়ক কাউন্সিলররা তখন ততোখানি জোড়ালোভাবে প্রতিবাদ করল যতোখানি শক্তি নিয়ে দেবতার বিরুদ্ধে কথা বলা যায়। এমন কি বৃদ্ধ ক্রাতাস যে ছিল সমগ্র মিশরীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সবচাইতে ভয়ঙ্কর ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, সেও অবাক হয়ে গেল। 'সেথের দোহাই এবং তার শরীরের দুর্গন্ধের কসম, আমি আপনার নোংরা কাপড় পরিবর্তন করবো না, যাতে আমি সোজা আপনাকে অ্যাপেপির ভালোবাসার বাহুবন্ধনে পাঠাতে পারি।' সেই একমাত্র লোক যে দেব-সম রাজাকে এভাবে কথা বলার সাহস করতে পারে। 'এই কাজে যোগ্য অন্য কাউকে পাঠান। যদি আপনার তা পছন্দ না হয় তবে সবকিছু আবার ঢেলে সাজান, কিন্তু জ্বিন ও পিশাচদের খাদ্য হতে অন্তত এই মরুভূমিতে হারিয়ে যাবেন না। আপনিই মিশর। যদি অ্যাপেপি আপনাকেই নিয়ে যায় তাহলে সে আমাদের সবাইকেও নিয়ে গেল।'

সমস্ত সভাসদের মধ্যে একমাত্র নাজাই তাকে সমর্থন করল, কিন্তু নাজা সবসময়ই বাধ্য ও সঠিক ছিল। তারা এখন মরুভূমি পাড়ি দিয়েছে এবং শত্রুদের পিছনে। কাল সকাল নাগাদ এমন ভাবে তাদের তারা আঘাত হানবে যার ফলে অ্যাপেপির সৈন্যবাহিনী ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যাবে। এবং আরো পাঁচটি সৈন্যদল ও এক হাজার রথ আসছে তাদের সাথে যোগ দিতে। ইতোমধ্যে সে বিজয়ের সুমধুর স্বাধ পেয়ে গেছে। পরবর্তী পূর্ণিমার পূর্বেই সে অ্যাপেপির অ্যাভারিস প্রাসাদে ভোজন করবে।

প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ মিশরের নিম্ন ও উচ্চ রাজ্য আলাদা হয়ে আছে। তখন থেকে হয় কোন জুলুমবাজ কিংবা কোন দখলবাজ উত্তরের অংশ শাসন করেছে। ট্যামোসের লক্ষ্য হচ্ছে হিকস্‌দের তাড়িয়ে দু'রাজ্যকে আবারো একত্রিত করা। আর শুধুমাত্র তখনই সে ন্যায়সঙ্গত ভাবে দেবতাদের ইচ্ছায় দুই রাজ্যের হয়ে দ্বৈত-মুকুট পড়তে পারবে।

রাতের হাওয়া তার মুখে এসে ঝটকা দিল, গাল অবশ করার মতো যথেষ্ট ঠাণ্ডা, তার বর্শা বাহক নিজেকে রক্ষা করতে নিচু হয়ে ঢালের আড়াল নিল। আওয়াজ বলতে একমাত্র রথের চাকার ঘূর্ণন শব্দ আর বর্শাগুলো খাপের মধ্য থেকে

ঝনঝন শব্দ তুলছিল। 'সাবধান! গর্ত!' রথ সারির পেছনের দিক থেকে একটা সতর্ক বাণী উচ্চারিত হল।

হঠাৎ তার সামনে গেবেল ওয়াদুন এর প্রশস্ত পাথুরে নদী খাত উন্মোচিত হল এবং ফারাও ট্যামোস তার দলবল নিয়ে এগিয়ে চললেন। নদী খাতটি মসৃণ রাস্তা যা তাদের নদীর একটা সমতল পাললিক ভূমিতে নিয়ে গেল। ফারাও ঘোড়ার লাগাম টেনে বর্শা বাহকের দিকে তা ছুঁড়ে দিয়ে নিচে নামলেন। শক্ত হয়ে যাওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যথায় টনটন করছে। পিছনে না ঘুরেই শুনতে পেল নাজার রথ আসছে। হালকা শব্দে রথ থামল। ক্ষীণ কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে নাজা তার পাশে এসে দাঁড়াল। 'এখান থেকে আমাদের বিপদ আরো শক্তিশালী হচ্ছে', নাজা বলল। 'ঐ দিকে দেখুন,' ফারাও এর কাঁধের উপর দিয়ে সে তার লম্বা পেশীবহুল হাত দিয়ে নির্দেশ করল। নদীখাত যেখানে গিয়ে সমতলে মিশেছে তার নিচে একটা আলো দেখা গেল, তেলের বাতির হালকা হলুদ একটা আভা। 'ওটা আল ওয়াদুন গ্রাম। ঐখানে আমাদের গুপ্তচরেরা আমাদের অপেক্ষায় আছে। তারা আমাদের হিকস্‌দের সীমানায় নিয়ে যাবে। সব নিরাপদ কিনা দেখতে আমি এগোচ্ছি। মহামান্য, আপনি কি এখানেই অপেক্ষা করবেন এবং আমি সরাসরি এখানেই ফিরব।'

'আমিও তোমার সাথে যাব।'

'ক্ষমা চাচ্ছি। সেখানে বিশ্বাসঘাতকেরা থাকতে পারে, মেম।' সে রাজার ছোটবেলার নাম ধরে বলল। 'আপনি মিশর এবং কোন ঝুঁকি নেওয়া পক্ষে একটু বেশিই মূল্যবান।'

ফারাও তার প্রিয় বন্ধুর দিকে ঘুরে তাকালেন, সরু ও সুন্দর। হাসতেই তারার আলোয় নাজার শুভ্র দাঁতগুলো চমকালো এবং ফারাও তার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলেন, বিশ্বস্ততা ও স্নেহার্দ্রতার প্রতিফলন স্বরূপ। 'তাড়াতাড়ি যাও এবং দ্রুত ফিরে এসো।' তিনি সম্মতি দিলেন।

নাজা আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ বুকে হাত রাখল এবং রথের কাছে দৌড়ে গেল। তারপর রাজার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে রাজাকে সালাম জানাল। ট্যামোসও হাসিমুখে অভিবাদন ফিরিয়ে দিলেন এবং দেখলেন সে নদীখাতের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। নদীর শক্ত বালি ভূমির উপর পৌঁছেই নাজা ঘোড়াগুলোর পিঠে চাবুক চালালো এবং তার রথ দ্রুত আল-ওয়াদুন গ্রামের দিকে ছুটল। নদীরখাতের প্রথম বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে রথটি রূপালি বালির উপর গভীর দাগ এঁকে চলল। রথটা অদৃশ্য হতেই ফারাও অপেক্ষারত তার রথ সারির নিকট গিয়ে সৈন্যদের সাথে শান্ত স্বরে কথা বলতে লাগলেন, কারো কারো নাম ধরে ডাকলেন, হাসি-তামাশা করলেন, তাদেরকে উজ্জীবিত করলেন ও সাহস দিলেন।

তারা তাকে ভালোবাসে এবং সেখানেই তারা যেতে প্রস্তুত যেখানে সে তাদের নিয়ে যাবে।

নদী তটের দক্ষিণ তীর ধরে নাজা যোদ্ধার মতো এগিয়ে চলল। প্রতি পদক্ষেপে সে পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাচ্ছিল, যতোক্ষণ না সে বাঁকানো পাথরের চূড়াটার দেখা পেল যা আকাশের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা সন্তুষ্টির শব্দ তার গলা থেকে বের হল। আর একটু এগিয়ে সে এমন একটা জায়গায় পৌঁছুল যেখানটায় নদীখাতের বাঁ দিক দিয়ে একটা হালকা পায়ে হাঁটা পথ বেরিয়ে পুরাতন একটা পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের দিকে বেঁকে চলে গেছে। বর্শা বাহককে একটা ধমক দিয়ে থামতে বলে সে রথের পাদানি থেকে নেমে দাঁড়াল এবং বাঁকানো ধনুকটা তাঁর কাঁধে ঠিক করে নিল। তারপর রথের সাথে ঝোলানো মাটির প্রদীপটা তুলে নিয়ে চলতে লাগল। রাস্তাটা এতোই গোলক ধাঁধায় পূর্ণ যে যদি সমস্ত বাঁক ও গলি তার আগেই মুখস্থ না থাকত তবে মিনারে পৌঁছানোর আগে অন্তত ডজন খানেকবার সে রাস্তা হারাত।

অবশেষে সে ওয়াচ-টাওয়ারের সবচেয়ে উঁচু স্থানটায় এসে পৌঁছল। এটি অনেক শতাব্দী আগে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন প্রায় ধ্বংস হবার উপক্রম। সে কিনারে গেল না কারণ ওপাশে পর্বতের শূন্যে খাড়া গর্ত রয়েছে। দেয়ালের ফাঁকে যেখানে সে এক আঁটি লাঠি লুকিয়ে রেখেছিল তা খুঁজে বের করল। সেগুলো দিয়ে সে দ্রুত একটা ছোট পিরামিড তৈরি করে ফেলল। তারপর মাটির প্রদীপ থেকে কাঠ কয়লা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে কিছু শুকনো ঘাস ফেলে দিল। ফলে আগুন খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল এবং সে একটা আলোর সংকেত পাঠাল। নিজেকে না লুকিয়ে সে এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যাতে নিচ থেকে কেউ আর আলোকিত চেহারাটা এবং টাওয়ারের উপরাংশ দেখতে পায়। একসময় লাকড়ি পুড়ে শেষ হয়ে আগুনের শিখা নিভে গেল। অগ্যতা নাজা অন্ধকারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর নিচের পাথুরে পথে নুড়ি গড়ানোর আওয়াজ সে শুনল। সাথে সাথে সে একটা স্পষ্ট-তীক্ষ্ণ শীষ বাজাল। কেউ তার সংকেতের প্রতি-উত্তর দিল এবং সে উঠে দাঁড়াল। সে তার ব্রোঞ্জের তৈরি বাঁকানো তলোয়ারটা খাপ থেকে একটু বের করে রাখল এবং একটা তীর ধনুকের বানে প্রস্তুত রাখল যাতে তৎক্ষণাৎ সে তা ছুঁড়তে পারে। অল্পক্ষণ পরেই হিকস্ ভাষায় একটা কর্কশ কণ্ঠ তাকে ডাকল। সে খুব দ্রুত ও স্বাভাবিকভাবে একই ভাষায় জবাব দিল এবং কমপক্ষে দু'জন লোকের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল।

এমনকি ফারাও জানেন না যে নাজার মা হিকস্ ছিল। সময়ের সাথে দখলদাররা মিশরের অনেক কিছুই গ্রহণ করেছে। তাদের নিজেদের মাঝে স্ত্রী-

লোকের সংখ্যা কম থাকায় অনেক হিকস্‌ই মিশরীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছে এবং এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মে রক্তের ধারা সংরক্ষিত হয়েছে।

একজন লম্বা লোক দুর্গের ভেতর প্রবেশ করল। সে মানুষের খুলি খচিত বাজু পরিধান করে আছে এবং তার দাঁড়িতে রং-বিরঙের ফিতা বাঁধা। হিকস্‌রা উজ্জ্বল রঙ খুব ভালোবাসে।

লোকটি তার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল, 'সেথের আশীর্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হোক, হে আমার চাচাত ভাই', তারপর নাজা এগিয়ে যেতেই সে তাকে জড়িয়ে ধরল।

'এবং তোমার উপরও তার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, ভাই টর্ক, কিন্তু আমাদের হাতে সময় কম,' নাজা তাকে সর্তক করল এবং ভোরের প্রথম আভার দিকে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করল যা পূর্ব দিগন্তে ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

'তুমি ঠিক বলেছো'। হিকস্‌ প্রধান তাকে ছেড়ে দিয়ে পিছনে দাঁড়ানো তার সহযোগীর নিকট হতে লিলেন কাপড়ে মোড়ানো একটা আঁটি নিল। তারপর নাজার হাতে তা তুলে দিল আর নাজা এমনভাবে তা খুলল যেন সে কোন কামান দাগাতে যাচ্ছে। সে আগুনের শিখায় তীরের খাপটি পরীক্ষা করল। খাপটা খুব হালকা কিন্তু মজবুত কাঠ দিয়ে তৈরি এবং খুব সুন্দরভাবে চামড়া দিয়ে সেলাই করা। কারুকাজটা অসাধারণ। এটি কোন উচ্চপদস্থ যোদ্ধার অস্ত্র। নাজা ঢাকনা খুলে একটা তীর বের করল। সে তীরটিকে আঙ্গুলের ফাঁকে নিয়ে তার স্থায়ীত্ব ও উপযুক্তটা দেখে খুশীতে বাহবা ধ্বনি দিল।

হিকস্‌দের তীর কখনো লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। তীরের শেষাংশে স্থাপিত পালক উজ্জ্বল রঙের এবং তাতে একটা বিশেষ চিহ্ন অংকিত রয়েছে। প্রাথমিক আঘাতটা মারাত্মক না হলেও যে পাথরটি তীরের আগায় বক্রাকারে স্থাপন করা আছে, তা শরীরের মাংসের মধ্যে এমনভাবে ঢুকবে যে কোন শল্যবিদ যদি তীরটা বের করে নিয়েও আসে তবুও সেই ধারালো মাথাটি ভেতরে রয়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে তীর বিদ্ধ লোকটির যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হবে। ধারালো, সূঁচালো অংশটি ব্রোঞ্জ-এর চেয়েও শক্ত এবং হাড়ে আঘাত করার পরও এর মসৃণতা কমবে না। নাজা তীরটা খাপের মধ্যে রেখে ঢাকনা লাগিয়ে দিল। এই ভয়ানক অস্ত্রটি সাথে নিয়ে রথে ফেরার কোন সুযোগ নেই। যদি তার বর্শা বাহক কিংবা সৈন্যদের কেউ তা দেখে ফেলে তাহলে ব্যাখ্যা করা কষ্ট সাধ্য হবে।

'আমাদের এখনো আলোচনা করার অনেক কিছু রয়েছে'। নাজা গোড়ালিতে ভর করে বসে পড়ল। টর্কও তার দেখাদেখি একইভাবে বসল। যতোক্ষণ না নাজা উঠে দাঁড়াল, দু'জনে খুব নিচু ও শান্ত স্বরে প্রয়োজনীয় কথা সারল। 'যথেষ্ট! এখন দু'জনেই আমরা জানি আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে। অবশেষে আঘাত করার সঠিক সময় এসেছে।'

'ঈশ্বর আমাদের এই উদ্যোগে প্রসন্ন হোক।' নাজা ও টর্ক আবার আলিঙ্গন করল। তারপর কিছু না বলে নাজা ফিরতি পথ ধরল এবং দৌড়ে টাওয়ারের নিচে চলে এল। সরু পথ ধরে পাহাড় থেকে নামতে লাগল।

নিচে ফেরার পূর্বে সে একটা গোপন জায়গায় তীরের খাপটি লুকাল। লুকানোর জন্যে তা ছিল আদর্শ স্থান। একটা কন্টক বৃক্ষের গোড়া এবং একটা পাথর বেড়িয়ে রয়েছে। খাপটির উপর একটা পাথর চাপা দিতেই তা একটা ঘোড়ার মাথার অবয় পেল। গাছটির উপরের দিকে ডালপালাগুলো রাতের আকাশে দূর থেকেই এক অন্যরকম আড়াআড়ি চিহ্ন তৈরি করেছে। আবার জায়গাটা চিনতে তার এতোটুকু কষ্ট হবে না।

তারপর ওয়াদি অর্থাৎ নদী উপত্যকার সেখানটায় তার রথ রাখা সেই পথে সে চলল।

ফারাও ট্যামোস রথটাকে ফিরে আসতে দেখলেন; আর যে দ্রুততার সাথে নাজা আসছিল তাতে তার মনে হল কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটেছে। তিনি দ্রুত তার বাহিনীকে উঠে দাঁড়িয়ে অস্ত্র হাতে যে কোনো ঘটনা মোকাবেলার জন্য তৈরি থাকতে বললেন।

নাজার রথ ঝনঝন শব্দ করে ওয়াদির নিচ থেকে পথ বেয়ে উপরে উঠল। ফারাও এর কাছে আসতেই সে লাফিয়ে নামল। 'কি সমস্যা?' ট্যামোস জানতে চাইল। 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলতে পারেন', নাজা তাকে বলল, তার গলা কাঁপছিল, উত্তেজনাটা সে লুকিয়ে রাখতে পারল না। 'আমাদের শক্তির তুলনায় তারা অ্যাপেপিকে অসুরক্ষিতই রেখেছে।'

'তা কি করে সম্ভব?'

'আমার গুপ্তচরেরা আমাকে শত্রু প্রধানের ক্যাম্পের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল, আর এখন আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি তা থেকে ওটা খুব দূরে নয়। তার তাঁবু পাহাড়গুলোর প্রথম সারির পিছনেই। ঐখানে।' সে তার খোলা তরবারি দিয়ে পিছন দিকটা নির্দেশ করল।

'তুমি কি নিশ্চিত এটা অ্যাপেপি?' ট্যামোস তার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না।

'ক্যাম্পের আলোয় আমি তাকে পরিষ্কার দেখেছি। তার পুরো অবয়ব। তার বাঁকানো নাক ও আগুনের শিখায় চকচক করা রূপালি দাঁড়ি। এমন দৈহিক গঠন ভুল হতে পারে না। তার চারপাশে যতো লোক ছিল তাদের সবার চাইতে সে লম্বা এবং মাথায় শকুনের মুকুটটাও সে পড়ে ছিল।

'তার শক্তির পরিমাণ কতটুকু?' ফারাও জানতে চাইলেন।

'তার স্বাভাবিক দাম্ভিকতার তুলনায় তার সাথে পঞ্চাশ জনের কম দেহরক্ষী রয়েছে। আমি গুনেছি এবং অর্ধেকের মতো ঘুমিয়ে ছিল। তাদের বর্শাগুলো সাজানো ছিল। সে কিছুই সন্দেহ করনি এবং তার মশালগুলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল। ইচ্ছে করলে একটা তড়িৎ আক্রমণ দ্বারা অন্ধকারে আমরা তাকে সহজেই ধরে ফেলতে পারি।'

'যেখানটায় অ্যাপেপি অবস্থান করছে সেখানে আমাকে নিয়ে চল,' ফারাও নির্দেশ দিয়ে লাফ দিয়ে রথে চড়লেন।

নাজা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, এবং নদী খাতের নরম রূপালি বালি চাকার আওয়াজকে চেপে ধরল, ফলে একটা ভূতুরে নিরবতায় সৈন্যবাহিনী শেষ বাঁকটা অতিক্রম করল। বাঁত পেরোতেই নাজা বাহু উঁচিয়ে থামার নির্দেশ দিল। ফারাও তার পাশ থেকে সরে এসে আড়াআড়ি দাঁড়াল।

'অ্যাপেপির ক্যাম্প কোথায়?'

'পাহাড়ের ওপাশে। আমি আমার গুপ্তচরদের ওটার উপর নজর রাখতে বলেছি,' নাজা পাহাড়ের চূড়ার ওয়াচ-টাওয়ারে যাবার রাস্তার দিকে নির্দেশ করে বলল। 'ওপাশে দূরে একটা লুকায়িত মরুদ্যান রয়েছে। সেখানে একটা সুপেয় পানির কূপ এবং খেজুর গাছ রয়েছে। তারা গাছের মধ্যে তাঁবু খাটিয়েছে।'

'আমরা একটা ছোট অগ্রবর্তী দল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে সুবিধাজনক স্থানে ক্যাম্প করবো। তারপর কিভাবে আক্রমণ করা যায় তা পরিকল্পনা করব।'

নাজা আদেশ মেনে নিল এবং পাঁচজনের একটা দলকে জায়গা খোঁজার জন্য পাঠাল। এরা প্রত্যেকে তার ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কীয়। মনে-প্রাণে তারা তার একান্ত নিজস্ব লোক।

'নিজেদের তরবারির খাপ চেপে ধর', নাজা আদেশ করল, 'কোন শব্দ করবে না'। তারপর বাঁ হাতের ইশারা করে সে আগে বাড়ল। পিছনে ফারাও তার খুব কাছাকাছি রইল। খুব দ্রুত তারা উপরে পৌঁছে যায় এবং হাঁটতে থাকল যতোক্ষণ না নাজা সেই আড়াআড়ি কণ্টক বৃক্ষটির কালো ছায়ার নিকট উপস্থিত হল যা ভোরের আকাশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ সে থেমল এবং ডান হাত উঠিয়ে ইশারায় চুপ থাকতে বলল। বাতাসে সে কান পাতল।

'কি বিষয়?' ফারাও তার খুব কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে জানতে চাইল।

'মনে হল পাহাড়ের চূড়ায় কোন আওয়াজ শুনতে পেলাম।' নাজা বলল, 'হিকস্‌দের ভাষায়। আপনি একটু এখানেই অপেক্ষা করুন, মহামান্য! আমি সামনের পথ পরিষ্কার করে আসছি।' ফারাও এবং সৈন্য পাঁচজন ঘোড়া থেকে নেমে রাস্তার পাছে নিচু হয়ে বসে পড়ল, আর নাজা নিঃশব্দে সামনে এগিয়ে গেল। সামনে একটা বড় শিলাখন্ডের আড়ালে নাজা হারিয়ে গেল। এদিকে ধীরে ধীরে

সময় যতোই গড়াতে লাগল ফারাও ততো অস্থির হয়ে উঠলেন। আলো ছড়িয়ে খুব দ্রুত ভোর হয়ে যাচ্ছে। হিকস্ রাজা সহসাই সব গুছিয়ে নিয়ে তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। একটা মৃদু সংকেত পেয়ে সে তাড়াতাড়ি পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। সংকেতটা হল দক্ষভাবে নাটিংগেইল পাখির ভোরের ডাকে অনুকরণ।

ফারাও তার নীল তরবারি উঁচিয়ে ধরলেন। 'পথ পরিষ্কার', সে বিড়বিড় করে বলল, 'আমাকে অনুসরণ কর'। তিনি উপরের দিকে চললেন এবং একটা লম্বা পাথরের সামনে এসে ফারাও উপস্থিত হলেন যা পথ রোধ করে রয়েছে। তিনি এর চারদিকে ঘুরে হঠাৎ থেমে গেলেন। লর্ড নাজা বিশ কদম দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু তারা দু'জন এখানে আর বাকিরা পাথরে আড়ালে রয়ে গেছে। নাজার ধনুকে তীর লাগানো আর সেটা ফারাও এর উন্মুক্ত বক্ষ বরাবর লক্ষ্য স্থির করা। সে তা ছুঁড়ার আগেই, তিনি কিসের সম্মুখীন হচ্ছেন তার পুরোপুরি অর্থ ফারাও এর বোধগম্য হল। এটাই সে জঘন্য ও ঘৃণিত জিনিস যার গন্ধ টাইটা তার অলৌকিক শক্তি দিয়ে অনুভব করেছিল।

তার শত্রুর পূর্ণ অবয়ব দেখার জন্যে ভোরের স্মিত আলোই যথেষ্ট ছিল, যাকে কিনা এতোদিন সে বন্ধু ভেবে এসেছে। খুব শক্ত করে তীরের ধনুকটা টানা, নাজার ঠোঁটে একটা ভয়ঙ্কর বক্র হাসি ফুটে উঠেছে এবং রক্তিম চোখে নিষ্ঠুর শিকারী চিতার ন্যায় সে ফারাও এর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তীরের গোড়া লাল, সবুজ ও হলুদ রঙের পালকে সজ্জিত এবং ওটার মাথায় হিকস্দের ধাচে ধারালে ও তীক্ষ্ণ হালকা পাথর লাগানো যা শত্রুর হেলমেট ও বর্ম পর্যন্ত ভেদ করতে সক্ষম।

'আপনি দীর্ঘজীবী হউন।' নাজা এমনভাবে কথাটা বলল যেন অভিশাপ দিল, এবং তারপর সে তীরটা ছেঁড়ে দিল। একটা টুং টাং ছন্দ তুলে ধনুক থেকে ওটা বেরিয়ে এল। একটা বিষাক্ত উড়ন্ত পোকার ন্যায় ধীরে ধীরে তীরটটা এগুল। পালকগুলো তীরটাকে ঘুড়াচ্ছিল এবং এটা যখন বিশ কদম দূরত্ব অতিক্রম করল তখন যেন হঠাৎ ওটার মাঝে কিছু একটা জন্ম দিল। যদিও ফারাও এর দৃষ্টি শক্তি যথেষ্ট ভালো ছিল এবং সে কি অবস্থায় রয়েছে অন্য ইন্দ্রিয়গুলোও সে বিষয়ে পূর্ণ সচেতন ছিল তবু সে সামান্যই নড়তে পারল, যা তীরটার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার জন্যে যথেষ্ট ছিল না। তীরটি তার ঠিক বুকের মাঝে যেখানটাতে রাজকীয় হৃদপিন্ডটা পাজরের মধ্যে রক্ষিত ছিল সে জায়গায় আঘাত হানল। এমন শব্দে তীরটা ঢুকল যেন একটা পাথর খুব উঁচু থেকে নীলের পুরু কাদার মধ্যে পতিত হল এবং অর্ধেকটা তীর তার বুকের ভেতর ঢুকে গেল। সে আঘাতের ধাক্কায় ঘুরে একটা লাল পাথরের উপর গিয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্যে সে হাতের আঙুল দিয়ে রুক্ষ পাথরটা ধরে রইল। তীরের মাথার তীক্ষ্ণ পাথর খন্ড ভেতরটা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। রক্তমাখা তীরটা মাংসপেশীতে অসাধারণভাবে গেঁথে রয়েছে আর রক্তের একটা ধারা মেরুদন্ডের ডানদিক দিকে বয়ে চলল।

তার নীল তরবারি হাতের মুঠো থেকে পড়ে গেল এবং একটা মৃদু চিৎকার তার মুখ দিয়ে বেড়িয়ে এল। আওয়াজটা তার উজ্জ্বল ফুসফুসের রক্তে চাপা পড়ে গেল। সে হাঁটু ভর দিয়ে বসার চেষ্টা করল। কিন্তু পাগুলো কোন শক্তি পেল না। সে পড়ে গেল এবং নখগুলো তার লাল পাথরের গায়ে আঁচড় কেটে গেল।

নাজা একটা হিংস্র চিৎকার দিয়ে সামনে লাফিয়ে গেল, 'ফাঁদ! সাবধান!' এবং যেখানে ফারাও এর বুকে তীর লেগেছে সে স্থানটায় সে তার একটা হাত রাখল।

মৃত্যু পথযাত্রী রাজাকে সাহায্য করতে সে নিচু হল, 'রক্ষীরা আমি এখানে!' এবং সাথে সাথে নাজার চিৎকারে সাড়া দিয়ে দু'জন সৈন্য পাথরের ওপাশ থেকে উদয় হল। মুহূর্তেই তারা দেখল কিভাবে ফারাও আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে এবং পালকের উজ্জ্বল গুচ্ছ যা তীরে গোড়ায় লাগালো তা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'হিকস্'! একজন চিৎকার করে উঠল এবং তারা ফারাওকে নাজার আলিঙ্গন থে'কে মুক্ত করে পাথরের ছায়ায় নিয়ে গেল।

'ফারাওকে তার রথে নিয়ে যাও, ততক্ষণে আমি শত্রুদের দেখে আসছি।' নাজা আদেশ দিল এবং চারপাশে শত্রুদের খুঁজতে বেরিয়ে গেল, খাপ থেকে অন্য একটি তীর বের করে ধনুকে লাগিয়ে সেটাকে চূড়ার দিকে শূন্যে ছেড়ে দিল। চিৎকার করে কাল্পনিক শত্রুর উদ্দেশ্যে যুদ্ধের আহ্বান করল এবং নিজেই হিকস্দের ভাষায় তার উত্তর দিতে লাগল।

ট্যামোসের ফেলে রাখা নীল তরবারিটা কুড়িয়ে নিল ও লাফিয়ে পথে নামল এবং ছোট রথ বাহিনীতে যোগ দিতে চলল যেটি রাজাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। নিচে পুরো রথ বাহিনীকে ওয়াদিতে তাদের অপেক্ষা করছে।

'এটা একটা ফাঁদ ছিল।' নাজা তাদেরকে জরুরি কণ্ঠে বলল। 'পর্বতচূড়া শত্রুতে ছেয়ে আছে। আমারা অবশ্যই ফারাওকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাব।' কিন্তু সে দেখল রাজার মাথা তার কাঁধে দুর্বলভাবে গড়াগড়ি খাচ্ছে এবং সে সমস্ত সাহায্যের উর্ধ্বে চলে গেছে। নাজার বুকটা বিজয় গর্বে ফুলে উঠল। যুদ্ধের নীল মুকুট ফারাও এর মাথা থেকে খসে পড়ল এবং পথের উপর গড়াল। দ্রুত নাজা এটা কুড়িয়ে নিল এবং নিজের মাথায় পড়ার প্রবল ইচ্ছাকে সে খুব কষ্টে দমন করল।

'ধৈর্য ধর। এখনো সময় আসেনি।' সে নিরবে নিজেকে ধিক্কার দিল, 'কিন্তু ইতোমধ্যে মিশর আমার হয়ে গেছে, তার সকল মুকুট এবং যশ এবং শক্তি আমার হতে যাচ্ছে। আমিই মিশর, আমিই এর প্রতিপালক হবো।' সে সাবধানে মুকুটটি তার বাহুর নিচে রাখল এবং চিৎকার করে বলল, 'তাড়াতাড়ি কর, শত্রুরা আমাদের পিছনে ধেয়ে আসছে। রাজাকে অবশ্যই তাদের হাতে পড়তে দেওয়া যাবে না।'

বাহিনীটির নিচে সকলের বন্য কান্নার আওয়াজ শুনা গেল এবং তাদের বাহিনীর শল্যবিদ ফারাও-এর রথের পাশের তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সে টাইটার

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং যদিও টাইটার মত তার যাদুর ক্ষমতা নেই তবুও সে একজন দক্ষ ডাক্তার এবং হয়তোবা এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে যখন ফারাও এর বুক চিরে যে রক্তের ধারা বইছে তা বন্ধ করতে পারবে। কিন্তু লর্ড নাজা আর শিকারকে মৃত্যু পথ থেকে ফিরিয়ে আনার ঝুঁকি নিল না। সে রূঢ়ভাবে শল্যবিদকে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিল। 'শত্রুরা এগিয়ে আসছে। তোমার হাঁতুড়ে ডাক্তারীর সময় নেই। ধ্বংস হবার আগেই আমাদের অবশ্যই নিরাপদ স্থানে ফিরতে হবে।'

যারা রাজাকে বহন করছিল তাদের কাছ থেকে সে রাজাকে নিয়ে আন্তরিকভাবে নিয়ে নিজের রথে শুইয়ে দিল। সে রাজার বুক থেকে তীরটা বের করে উঁচিয়ে ধরল যাতে সবাই দেখতে পায়। 'এই ভয়ংকর, বিভৎস হাতিয়ার আমাদের ফারাওকে পরাস্ত করেছে। আমাদের প্রভু এবং আমাদের রাজা। যে শূয়রের বাচ্চা হিকস্ এটা করেছে তাকে সেথ্ ধ্বংস করুক এবং অনন্ত কাল আগুনে পোড়াক।' তার লোকেরা যুদ্ধের মতো প্রতিধ্বনি করে সম্মতি জানাল। সতর্কতার সাথে নাজা তীরটাকে একটা লিনেনের কাপড়ে জড়িয়ে রথে পার্শ্বস্থ একটা চোঙের মধ্যে রাখল। সে এটা ফারাও এর মৃত্যু প্রমাণ হিসেবে থেবস্ এর সভা পরিষদে পেশ করবে।

'এখানে এমন কেউ কি আছে সে রাজাকে ধরে রাখবে,' নাজা আদেশ দিল। 'খুব আলতো করে।'

যখন রাজার বর্শা বাহক এগিয়ে এল তখন নাজা ফারাও এর কোমর থেকে তরবারি বন্ধনীটা খুলে ফেলল এবং নীল তরবারিটা কোষবদ্ধ করে সাবধানে নিজের অস্ত্রের সাথে রেখে দিল। বর্শা-বাহক লাফ দিয়ে পাদানিতে উঠে ট্যামোসের মাথা ধরে রাখল দু'হাতে। যখন রথ ঘুরে শুকনো ওয়াদির উপর দিয়ে দ্রুত চলতে লাগল তখন সতেজ লাল রক্তের একটা ধারা ফারাও এর মুখের কিনারা দিয়ে বেয়ে নেমে এল। অন্য রথগুলোকে এটার সাথে তাল রাখতে যথেষ্ট কসরত করতে হচ্ছে। যদিও তাকে তার শক্তিশালী বর্শাবাহক ধরে আছে তারপরও তার শরীরের নিম্নাংশ ভয়ংকরভাবে নড়াচড়া করতে লাগল।

সামনের দিকে তাকিয়ে নাজা মৃদু হাসল, যা কেউ দেখল না। তার হাসির আওয়াজ রথের চাকার আওয়াজ ও পাথরের ঘর্ষণের শব্দে ঢাকা পড়ে গেল। তারা ওয়াদি পেরিয়ে বালিয়াড়ি ও ন্যাট্রোন হ্রদের দিকে ছুটল।

সময়টা ছিল মধ্য সকাল এবং সূর্যটা আকাশের অর্ধাংশে পৌঁছার পূর্বে নাজা রথের সারিকে থামার নির্দেশ দিল এবং রাজাকে দেখতে শল্যবিদ আবার এগিয়ে এল। রাজার সমস্ত শক্তি, স্পৃহা যে অনেক আগেই তার শরীর ছেড়ে অসীমে যাত্রা করেছে তা বলে দেয়ার জন্য তার বিশেষ দক্ষতার দরকার নেই।

'ফারাও মৃত', কব্জি পর্যন্ত ভেজা রাজ রক্ত নিয়ে শল্যবিদ উঠে দাঁড়াল এবং শান্ত স্বরে বলল। সারির মাথায় ভয়াবহ কান্নার রোল পড়ে গেল এবং তা দ্রুত শেষ

মাথা অবধি ছড়িয়ে পড়ল। নাজা তাদেরকে শোক পালন করতে দিল এবং তারপর সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কদের ডেকে পাঠাল।

'সাম্রাজ্য তার প্রধানকে হারিয়েছে', সে তাদের বলল। 'মিশর ভয়ঙ্কর সময়ের সম্মুখীন। সবচাইতে দ্রুতগামী দশটি রথ ফারাওকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব থেবস্ নিয়ে যাবে। আমিই নিয়ে যাব। আমার মনে হয় সভাসদগণ চাইবে যেন এই রেজিমেন্টটা আমি প্রিন্স নেফারের কাছে নিয়ে যাই।'

সে আর প্রথম বীজ বপন করল এবং দেখল তাদের ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধায় সে বীজগুলোতে শিকড় গজাতে শুরু করেছে। সে করুণ শোকাবহ কণ্ঠে তাদেরকে মোহিত করে রাখতে পারল এবং বলে গেল, 'আমি রাজকীয় মৃত দেহকে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে শল্যবিদ অবশ্যই তা ঢেকে দিবে। কিন্তু এরমধ্যে আমাদেরকে অবশ্যই প্রিন্স নেফারকে খুঁজে বের করতে হবে। তাকে অবশ্যই তার বাবার মৃত্যুর সংবাদ দিতে হবে এবং তার শাসনের সময় এবার হয়েছে। এখন রাজ্যের জন্যে এটাই একমাত্র জরুরি বিষয় এবং সেই সাথে রাজ-প্রতিনিধি হিসেবে তা আমার কর্তব্যও বটে।' সে সহজভাবে তার খেতাবটা বলল এবং কেউ কোন প্রশ্ন করল না– এমনি কেউ সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল না। সে একটি প্যাপিরাসের স্ক্রোল খুলল, যা ছিল একটা মানচিত্র, থেবস্ থেকে মেমফিস পর্যন্ত এবং তা ড্যাশবোর্ডের উপর ছড়িয়ে দিল। সে এটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

'তোমাকে তোমার বাহিনীকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করতে হবে এবং প্রিন্সের খোঁজে সীমান্তে পাঠাতে হবে। আমার বিশ্বাস যে ফারাও তাকে খোঁজাটার সাথে মরুভূমির মধ্যে মানবিক গুণাবলী শিক্ষা গ্রহণে পাঠিয়েছেন, তাই আমরা তাকে এখানে খুঁজব, গালালা হতে– যেখানে আমরা তাকে শেষ দেখেছিলাম, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যেতে।' নাজা একটা জায়গা নির্দেশিত করল এবং প্রিন্সকে খুঁজতে রথের জাল বিছিয়ে অধিনায়কদের ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিল।

পুরোবাহিনী বাহন যোগে নাজার সাথে গালালায় ফিরে এল? তারপর লাইন ধরে এল সে বহনগুলো যা ফারাও এর মৃত দেহ বহন করছে। ন্যাট্রন হ্রদের তীরে শল্যবিদ ওয়েইফ্রা শবদেহ শুইয়ে দিল এবং রীতি অনুযায়ী দেহের বাম পাশ কর্তন করল। তারপর সে ভেতরের সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো বের করে আনল। ন্যাট্রনের ভারি লবণাক্ত পানি দিয়ে পাকস্থলী ও অন্ত্রের সমস্ত ময়লা আবর্জনা ধুয়ে নিল। তারপর সব অঙ্গগুলো ন্যাট্রনের পানি থেকে বাষ্পীভূত লবণ মেখে একটা মাটির মদের জারের মধ্যে রাখল। রাজার দেহাভ্যন্তর ন্যাট্রোনের লবণ দ্বারা পূর্ণ করা হল এবং লিনেনের কাপড়ে শক্ত লবণ মেখে দিয়ে রাজার দেহ মুড়িয়ে দেওয়া হল। যখন তারা থেবস্

পৌঁছবে তখন সে এটা রাজকীয় পুরোহিতের নিকট হস্তান্তর করবে আর তারা তখন সত্তর দিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করবে। নাজা রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে চেঁচাতে লাগল। সে রাজার মৃত্যুর খবর পৌঁছনোর আগেই থেবসে পৌঁছতে চায়। এরমাঝে ভগ্ন শহরের তোরণের নিকট সেনাদলের অধিনায়কে ডেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল, যে কিনা রাজপুত্রকে খুঁজতে যাচ্ছে।

'পূর্বের সব রাস্তা তন্নতন্ন করে খুঁজবে। খোঁজাটা একটা ধূর্ত বৃদ্ধ পাখি এবং হয়তো তার চলার পথের সব নিশানা মুছে দেবে কিন্তু তার গন্ধ শুঁকে তাকে খুঁজে বের করবে', সে তাদেরকে আদেশ দিল। 'সাটাম ও লাকারা মরুদ্যানগুলোর মধ্যে কতক গ্রাম রয়েছে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করবে, প্রয়োজনে চাবুক চালাবে এবং গরম লোহার স্যাঁক দিবে যাতে তারা কোনকিছু না লুকায়। বন-জঙ্গলের সব লুকানো জায়গা খুঁজে দেখবে। প্রিন্স ও খোঁজাটাকে খুঁজে বের কর। যতো কষ্টই হোক ব্যর্থ হওয়া চলবে না।' অবশেষে যখন দলপতি পানির ব্যাগগুলো পূর্ণ করল এবং যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হল তখন সে তাদের একটা শেষ আদেশ দিল। আর তারা তার হলুদ হিংস্র চোখ ও কণ্ঠের আওয়াজ থেকে বুঝল যে এটা হল সবচাইতে ভয়ংকর আদেশ এবং এর অবাধ্যতা মানে মৃত্যু। 'যখন তোমরা তাকে পাবে তখন তাকে কেবল আমার হাতেই তুলে দেবে, অন্য কারো হাতে নয়।'

তাদের সাথে নুবিয়ান বাহিনী ছিল, যারা হচ্ছে দক্ষিণের বন্য দ্বীপের কালোদাস। মানুষ ও জীব-জন্তু ট্রাকিং-এ তারা অসম্ভব দক্ষ। তাদের রথ যখন জনহীন প্রান্তরে বেড়িয়ে এল এবং সামনে তাদের গতি ধীর হল, লর্ড নাজা আরো কিছু মূল্যবান সময় তাদের দেখে কাটাল। তার বিজয়ানন্দটা একটা অস্বস্তিকর অনুভূতিতে ছেয়ে গেল। সে জানত যে বৃদ্ধ খোঁজা, টাইটা খুব ধূর্ত প্রকৃতির এবং তার কিছু অদ্ভুত ও অতি চমৎকার অলৌকিক শক্তি রয়েছে। 'যদি একটাই মাত্র লোক থাকে যে আমাকে এখন হারাতে পারে ছ টাইটা। অন্যদের ওয়ারলকের কৌশলে বিরুদ্ধে না পাঠিয়ে যদি আমি নিজে ওদেরকে ধরে হত্যা করতে পারতাম, খোঁজা আর বাচ্চা ছেলেটাকে! কিন্তু আমার ঠিকানা, থেবস্ আমাকে ডাকছে এবং আমি বিলম্ব করার সাহস দেখাতে চাই না।'

সে দৌড়ে রথে ফিরে গেল এবং লাগাম টেনে ধরল। 'চলো!' সে তার দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে এগুবার নির্দেশ দিল । 'থেবস্-এর দিকে।'

খুব দ্রুত তারা ঘোড়া ছুটাল, ফলে যখন তারা পুব পাহাড়ের ঢাল অতিক্রম করে নদীর প্রশস্ত পলিময় স্থানে পৌঁছল তখন তাদের বুকের চামড়া শুকিয়ে সাদা হয়ে গেছে এবং চোখ লাল ও হিংস্র হয়ে উঠেছে।

আগেরবার যাবার সময় আবনাবের সামনে ক্যাম্প করার পূর্বে সৈন্যবাহিনীকে থেকে নাজা একটা পূর্ণ 'ফেট গার্ড' বাহিনী বাছাই করে রেখে গিয়েছিল। সে তখন ফারাওকে বলেছিল যে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে সে তাদের সংরক্ষিত রাখছে যারা

প্রয়োজনে শূন্যস্থান পূরণ করবে এবং কোন কারণে হিকস্‌রা যদি অতর্কিত হামলা চালায় তা প্রতিহত করবে। এরা সবাই তার নিজের লোক। এর অধিনায়ক তার কাছে শপথে বাঁধা ছিল। এখন তারা তার গোপন আদেশ পালন করে আবনাব থেকে ফিরে এসেছে এবং তার জন্যে মরুদ্যানে বসে অপেক্ষা করছে যা কিনা থেবস্‌ থেকে মাত্র দুই ক্রোশ দূর। প্রহরীরা রথের ধূলি সামনে এগিয়ে আসতে দেখল এবং অস্ত্র নিয়ে তৈরি হল। কর্নেল আসমর এবং তার অফিসাররা লর্ড নাজার সাথে সাক্ষাতের জন্যে পূরোপুরি সামরিক সাজে সজ্জিত ছিল। আর তাদের পেছনে সৈন্যবাহিনী অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত।

'লর্ড আসমর!' নাজা রথ থেকেই তার নাম ধরে অভিবাদন জানাল। 'থেবসের জন্যে আমি এক ভয়ংকর খবর নিয়ে এসেছি। ফারাও হিকস্‌দের হাতে নিহত হয়েছেন।'

'লর্ড নাজা, আমি আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত।'

'মিশরের অবস্থা এখন পিতৃ-হারা সন্তানের ন্যায়।' সৈন্যদের সারির সামনে এসে নাজা তার রথ থামাল। এবার সে তার কণ্ঠস্বর বাড়াল যেন সৈন্যরা স্পষ্ট শুনতে পায়। 'প্রিন্স নেফার এখনো শিশু এবং শাসন-কার্য পালনের জন্য প্রস্তুত নয়। এখন প্রয়োজনীয় দিক নির্দর্শনা দেবার জন্যে মিশরের একজন শাসক অতি প্রয়োজন, নইলে হিকস্‌রা আমাদের দুঃসময়ের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।' সে থামল এবং আসমর দিকে গুরুত্ব সহকারে তাকাল। আসমর তার চেইনটা হালকা ভাবে উঠাল এবং সম্মতি জানাল যা নাজা তার কাছে আশা করেছিল। কেননা তার স্বপ্নের চেয়েও বেশি কিছু তাকে পুরস্কার দেবার ওয়াদা করা হয়েছে।

নাজা এবার তার কণ্ঠ নিচুতে নামিয়ে বলল, 'যদি ফারাও যুদ্ধে মারা যায় তবে আর্মিদের সে অধিকার রয়েছে যে প্রয়োজনে তারা যুদ্ধ ময়দানে একজন রাজ-প্রতিভূ নিয়োগ দিতে পারবে।' সে শান্ত হল এবং এক হাতে মুষ্টি শক্ত করে বুকের উপর রাখল এবং অন্য হাতে বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আসমর তখন এক কদম সামনে এগিয়ে এল এবং ভারি অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। নাটকীয় ভঙ্গিমায় সে তার হেলমেটটা খুলল। তার চেহারাটা কালো এবং কঠিন। নাকের এক পাশে তার তলোয়ারে কাটা লম্বা চিকন গাঢ় দাগ পাকানো। টেকো মাথায় ঘোড়ার চুলের বিনুনি করা পরচুলা সে পরিধান করে আছে। সে তার খোলা তরবারি আকাশের দিকে উঠাল এবং চিৎকার দিল। আর এমন কণ্ঠে চিৎকার করল যা কিনা যুদ্ধে হট্টগোলের মধ্যেও শোনার জন্য প্রশিক্ষিত। 'লর্ড নাজা! জয় মিশরের রাজ প্রতিভূ! জয় লর্ড নাজা।"

দীর্ঘ একটা নিরবতা বয়ে গেল যতোক্ষণ না সৈন্যবাহিনী একত্রে হুংকার দিয়ে উঠে তাতে সায় দিল, একটা শিকারী সিংহের ন্যায়। 'জয় লর্ড নাজা! জয় রাজ প্রতিভূর!'

চিৎকার ও জয়োধ্বনি চলল যতোক্ষণ না লর্ড নাজা তার মুষ্ঠিবদ্ধ হাত আবার উঠালো। এবং সবাই নিরব হতেই সে স্পষ্টভাবে বলল : 'আপনারা আমাকে অনেক বড় সম্মান দেখিয়েছেন। আমি গ্রহণ করলাম সে দায়িত্ব যা আপনারা আজ অর্পণ করলেন।'

'বাক-হার!' তারা চিৎকার করে উঠল এবং তরবারি এবং বর্শা দিয়ে তারা তাদের ঢালের আঘাত করতে লাগল যা দূরের পাহাড়ের ঢালে বাজের ন্যায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেঙে পড়ল।

এই হট্টগোলের মধ্যে নাজা আসমরের সামনে এসে দাঁড়াল। 'রাস্তায় প্রহরী নিযুক্ত কর। আমি এ স্থান ত্যাগ করার পূর্বে এখানকার কোন কথা যেন এই জায়গা ত্যাগ না করে। একটা কথাও যেন থেবস্ এ আমার আগে না পৌঁছায়।'

গালালা থেকে যাত্রাটা ছিল তিনদিনের কঠোর সওয়ার। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত, এমনকি নাজাও নিঃশেষিত প্রায়। তবু সে মাত্র এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিল, গোসল করল এবং পরিচ্ছেদ বদলে নিল। তারপর তার দাঁড়ি কামানো চোয়াল, তৈলাক্ত চুল এবং আচড়ানো মাথা নিয়ে সে অনুষ্ঠানের জন্য সাজানো রথে উপবিষ্ট হল, যা আসমর তার জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছে। রথটি তাঁবুর নিকট অপেক্ষা করছিল। স্বর্ণের পাতা দিয়ে রথের ড্যাশবোর্ড সাজানো যা সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করছে।

নাজা একটা লিনেনের সাদা আলখেল্লা পরিধান করেছে এবং বুকে স্বর্ণের প্লেট আর বাহুটা তার মূল্যবান পাথরের বাজুবন্ধে সজ্জিত। কটিতে তার ঝুলছিল সোনালি খাপের মধ্যে অসাধারণ সুন্দর নীল তলোয়ারটা, যা সে ফারাও-এর মৃত দেহ থেকে তুলে নিয়েছে। যার ফলাটা অসাধারণ এক ধাতু পিটিয়ে বানানো হয়েছে, যা ছিল ব্রোঞ্জের চাইতে ভারি, শক্ত ও ধারালো। সমগ্র মিশরে এর মত আর একটিও নেই। এক সময় এটি ট্যানোস, লর্ড হারাব-এর অধিকারে ছিল এবং পরবর্তীতে ফারাওকে তিনি এটা অর্পণ করে গেছেন। তার বেশ-ভূষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হচ্ছে তার ডান বাহুর কুনুই-এর উপর পরিহিত বাজ পাখির মোহরাঙ্কিত স্বর্ণের মসৃণ বন্ধনি অথচ তা কিনা সবচাইতে কম দৃষ্টি নন্দনীয় অবস্থায় রয়েছে। তলোয়ারের মত এটাও সে নাজা ট্যামোসের শব দেহ থেকে নিয়ে নিয়েছে। মিশরের রাজ-প্রতিভূ হিসেবে নাজা এখন থেকে এই বিশেষ ক্ষমতাধারী ব্যাজ পরার ক্ষমতা রাখে।

তার দেহরক্ষীরা তাকে ঘিরে রয়েছে আর পুরো বাহিনী তার পিছন চলছিল। প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে মিশরের নতুন রাজ প্রতিভূ থেবসের দিকে যাত্রা শুরু করল।

আসমর তার বর্শা-বাহক হিসেবে রথে উঠল। পুরো বাহিনীকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে সে হয়তো অনভিজ্ঞ কিন্তু হিকস্‌দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ্য রূপে সে নিজেকে প্রমাণ করেছে এবং সে নাজার একজন বিশ্বস্ত সহযোগী। তাছাড়া তার দেহে হিকস্‌দের রক্ত বইছে। একসময় আসমর ভাবত একটা রেজিমেন্ট নেতৃত্ব দিতে পারাটাই হবে তার সফলতার চূড়ান্ত কিন্তু এখান সে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেছে এবং হঠাৎ করেই তার সামনে অসীম ক্ষমতার রাস্তা আজ উন্মোচিত। আর যা সে একসময় ভাবতেও ভয় পেতো সে পদমর্যাদার সর্বোচ্চ পর্যায়ে এখন সে পদোন্নতি প্রাপ্ত। এমন কিছু নেই যা সে আজ করতে পরবে না। আর তার পৃষ্ঠপোষক লর্ড নাজকে মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করাতে এমন কোন অসংঙ্গত বা হীন কাজ নেই যা সে আজ করতে দ্বিধা করবে।

'আমাদের সামনে এখন কি অবশিষ্ট, আসমর আমার পুরনো কমরেড?' সঠিক সময়ে নাজা এমন ভাবে সঠিক প্রশ্নটা করল যেন সে তার চিন্তাগুলো পড়তে পারছে।

'ইয়েলো ফ্লাওয়ার ট্যামোস হাউজের একজন প্রিন্স ছাড়া সবাইকে সরিয়ে দিয়েছে,' আসমর উত্তর দিল এবং বর্শা দিয়ে পলিবাহিত ধূসর রঙের নীলের পারের পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে নির্দেশ করল। 'উপত্যকার গহীন কবরে তারা শুয়ে আছে।'

তিন বছর আগে হলুদ ফুলের প্লেগ বা ইয়েলো ফ্লাওয়ার দু'ই রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত রোগীর প্রচন্ড জ্বর সহ সারা দেহে ও মুখে হলুদ রঙের ভয়ংকর ক্ষতের সৃষ্টি হয় বলে এর উপর ভিত্তি করে এ রোগের এমন নামকরণ করা হয়েছে। এ রোগ বাছ-বেছে হয়নি। সমাজের প্রতিটি স্তর ও পর্যায়ের লোকদের এটি আক্রমণ করেছে। কাউকে ছাড় দেয়নি– না মিশরীয়, না হিকস্; না পুরুষ, না মহিলা; না বাচ্চা, কোন কৃষক; না কোন প্রিন্সকে। কাস্তে দিয়ে যেভাবে গাছ বাছা হয় সে ভাবে এটা সবাইকে কচুকাটা করেছে।

ট্যামাস হাউজের আটজন রাজকুমারী ও ছয়জন রাজকুমার মার যায়। ফারাও সন্তানদের মধ্যে শুধুমাত্র দুটি মেয়ে ও প্রিন্স নেফার মেমনন বেঁচে আছে। আর তা যেন ঈশ্বর স্বয়ং মিশরের সিংহাসন দখল করার জন্যে লর্ড নাজার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। লোকজন বলাবলি করে যদি বৃদ্ধ যাদুকর ম্যাগোস টাইটা তার যাদু বলে তাদের রক্ষা না করতো তবে তারাও মারা যেত। তাদের বাম হাতের বাহুর উপরের দিকে সে কাটার দাগ এখনো আছে যেখান দিয়ে টাইটা তার আলৌকিক ওষুধ তাদের রক্তে প্রবেশ করিয়ে তাদের ইয়েলো ফ্লাওয়ার বিরুদ্ধে টিকিয়ে রেখেছিল।

এখন নাজা তার এই অবিস্মরণীয় জয়ের মুহূর্তে বৃদ্ধ যাদুকর টাইটার আলৌকিক ক্ষমতার কথা ভাবছে। কারো অস্বীকার করার কারণ নেই সে সে জীবনের রহস্য খুঁজে পেয়েছে। তার বয়স কত হয়েছে কেউ জানে না; কেউ বলে

১০০ বছর কেউ বলে ২০০ বছর। এখানো তার হাঁটাচলা, রথ চালানো, দৌড়ানো একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের মতই। রথ দৌড়ে কেউ তার সাথে পারে না; জ্ঞানে কেউ তাকে অতিক্রম করতে পারে নি। অবশ্যই প্রভু তাকে ভালোবাসেন এবং তাকে অনন্ত জীবনের রহস্য দান করেছেন।

একদা সে ফারাও ছিল– শুধুমাত্র এ কথাটা নাজা জানে না। সে কি টাইটা- ওয়ারলক এর রহস্যময় ক্ষমতাকে দুমড়ে মুচড়ে দিতে পারবে? প্রথমে তাকে অবশ্যই প্রিন্স নেফারের সাথে ধরে আনতে হবে, তবে তার কোন ক্ষতি করা যাবে না। সে খুবই মূল্যবান। যে রথগুলো নাজা পূর্বে পাঠিয়েছে সেগুলো প্রিন্স নেফারের সাথে সাথে তার জন্যে রাজ সিংহাসনও বয়ে আনবে এবং টাইটার ন্যায় অনন্ত জীবনও।

আসমর তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল। 'একমাত্র আমারই, এই রাজকীয় ফেট গার্ডরা আবনাবের দক্ষিণে যাত্রাকারী বহর। অন্যরা উত্তরে হিকস্‌দের সাথে যুদ্ধে নিয়োজিত। আর থেবস্‌কে পাহারা দিচ্ছে একদল বাচ্চা, খোঁড়া ও বৃদ্ধ লোকেরা। আপনার উদ্দেশ্য পূরণে আর কোন বাধা নেই, রাজ-প্রতিভূ।'

শহরের প্রবেশের যে সশস্ত্র বাধার ভয় তাদের মনে ছিল তা ভিত্তিহীন প্রমাণ হল। প্রহরীরা যখনই নীল বাহিনীকে চিনতে পারল সাথে সাথে প্রধান ফটক পুরোপুরি খুলে দিল এবং অধিবাসীরা তাদের সাথে মিলিত হতে ছুটে এল। তারা নাজাকে বরণ করতে হাতে করে পদ্ম ফুলের মালা নিয়ে এসেছে, কারণ শহর জুড়ে রটে গিয়েছিল যে লর্ড নাজা অ্যাপেপি তথা হিকস্‌দের বিরুদ্ধে বিশাল জয় পেয়েছে।

কিন্তু এই অভিবাদন শীঘ্রই শোকে পরিণত হল যখন তারা রথের মেঝেতে রাজার মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখল এবং যখন শুনল সামনের রথ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে, 'ফারাও মারা গেছেন! হিকস্‌রা তাকে হত্যা করেছে। তিনি অমর হউন।'

শোকাহত জনতা রথের পিছন পিছন মন্দির পর্যন্ত গেল যেখানে রাজার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান হবে। তারা কেউ খেয়াল করল না যে আসমরের সৈন্যরা শহরের প্রতিটি কোনে প্রতিটি স্থানে তাদের অবস্থান দৃঢ় করছে।

যে রথটা ট্যামোসের মৃত দেহ বহন করছিল তা যেন জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেল। পুরো শহরের লোক এখানে জড়ো হয়েছে। নাজা তার রথ বহর শহরে শীর্ণ রাস্তা দিয়ে দ্রুত নদী তীরবর্তী প্রাসাদ পানে ছুটাল। সে জানে যখন কাউন্সিলের সভ্যগণ রাজার মৃত্যুর খবর শুনবে তখন তারা দ্রুত মিটিং এ বসবে। তারা বাগানের প্রবেশ দ্বারে রথগুলো থামাল এবং আসমর ও পঞ্চাশ জন দেহ রক্ষী নাজার চার পাশ ঘিরে রাখল। তারা প্রাসাদের ভেতর আঙ্গিনা দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে

হাঁটতে লাগল। হাইসন্থি ফুল ভর্তি ওয়াটার গার্ডেন, যার পুকুরের স্বচ্ছ পানির নিচে নদীর মাছ ঝলমল করছিল সে সব পিছন ফেলে তারা এগুতে লাগল।

এ রকম অস্ত্রধারী লোকজনের আসার ব্যাপারে কাউন্সিলের কোন ধারণা ছিল না। দরজায় কোন রক্ষী ছিল না এবং চারজন সভাসদ মাত্র জড়ো হয়েছিল। নাজা ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল এবং দ্রুত তাদের উপর চোখ বুলাল। তাদের মধ্যে মেনসেট ও টালা ছিল বৃদ্ধ এবং একসময়ের দুর্দান্ত শক্তির এতোটুকুও তাদের মঝে অবশিষ্ট নেই; আর সিনকা সর্বদা দুর্বল ও দ্বিধান্বিত প্রকৃতির। একমাত্র একজন ব্যক্তিই এখানে রয়েছে যাকে তার বিবেচনা করতে হবে।

ক্রাতাস ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে বড় কিন্তু ঐ রকম একজন বৃদ্ধ ঠিক একটা আগ্নেয়গিরি যেমন। তার গায়ের জামা এলোমেলো– পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে সে তার বিছানা থেকে সরাসরি এখানে এসেছে, তবে ঘুম থেকে নয়। লোকজন বলা বলি করে এখনো সে তার দু'জন যুবতী স্ত্রী ও সকল উপপত্নীদের সন্তুষ্ট রাখার সামর্থ রাখে, আর নাজারও এতো কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধ ও প্রণয় এই দুই ব্যাপারেই সে দক্ষ, আর সেসব লোক-গাঁথা পর্যায়ের। নাজা এই দূর থেকেও তার গায়ে স্ত্রী-লোকের সুগন্ধির ঘ্রাণ পাচ্ছে। বাহুর ও নগ্ন বুকের কালো গাঢ় দাগগুলো তার শত যুদ্ধ জয়ের প্রমাণ বহন করে। এই বুড়ো লোকটি কখনো কোন স্বর্ণের অলংকার পরিধান করেনি, কেননা তার ধারণা ওগুলো মানুষকে ষাঁড়ের মত ভারি করে তোলে।

'মহামান্য লর্ডগণ!' নাজা কাউন্সিলের সদস্যদের অভিবাদন জানাল। 'আমি আপনাদের জন্যে একটা ভয়ংকর দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি।' সে লম্বা পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করল এবং মেনসেট এবং টালা গুঁটিসুটি মেরে গেল। তারা তার দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল যেন দুটি খরগোশ একটা কোবরার সর্পিল আগমনের দিকে চেয়ে আছে। 'ফারাও মৃত। তিনি যখন এল ওয়াদুন দুর্গে শত্রুদের খুঁজে বেরোচ্ছিলেন তখন হিকস্‌রা তাকে তীর নিক্ষেপে ধরাশায়ী করে।'

ক্রাতাস ব্যতীত আর সবাই তার দিকে হত-বিহ্বল ভাবে চেয়ে রইল। সেই প্রথম এ দুঃসংবাদের আঘাত সামলে উঠল। তার দুঃখ ক্রোধে পরিণত হল। সে ধীরে ধীরে তার পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াল এবং নাজা ও তার দেহরক্ষীদের পানে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল, ঠিক যেভাবে কাদায় নিমজ্জিত একটা ষাঁড়ের বাচ্চা একটা অর্ধবয়স্ক সিংহের বাচ্চা দেখে অবাক হয়। 'কোন ধৃষ্টতায় বাজপাখির মোহর তুমি তোমার বাহুতে পরিধান করেছো? নাজা, টিমলাট এর পুত্র; যে কিনা একজন হিকস্ এর গর্ভে জন্মেছো। আর যার তলোয়ার তুমি কোমরে ঝুলিয়েছ তার পায়ের নখের যোগ্যওতো তুমি নও।' ক্রাতাসের টেকো মাথা রাগে লাল হয়ে উঠল।

মুহূর্তের জন্যে নাজা হতভম্ভ হয়ে পড়ল। আশ্চর্য! এই বৃদ্ধ দানবটা তার মায়ের গোপন ব্যাপারটা জানল কি করে! খুব গোপন ছিল বিষয়টা। টাইটা ছাড়া এই একজন ব্যক্তি আছে যে তার কাছ থেকে দ্বৈত মুকুট ছিনিয়ে নেবার যোগ্যতা রাখে।

নিজের অজান্তে সে এক পা পিছিয়ে গেল। 'আমি প্রিন্স নেফারের রাজ-প্রতিভূ এবং সে অধিকার বলে এই নীল বাজপাখির সীল মোহর পড়েছি।' সে উত্তর দিল।

'না।' ক্রাতাসের কণ্ঠে বজ্রপাত হল। 'তোমার সে অধিকার নেই। শুধু মাত্র মহান ও মহৎ ব্যক্তিদেরই এই নীল বাজপাখির সীল মোহর পরার অধিকার রয়েছে। ফারাও ট্যামোসের সে অধিকার ছিল, ট্যানোস, লর্ড হারাব-এরও তা ছিল এবং তাদের পূর্বোক্ত মহান রাজাদেরও। কিন্তু তুমি, ছিঁচকে চোর, অবিশ্বস্ত কুকুর, তোমার কোন অধিকার নেই।'

'যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যরা আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছে। আমি প্রিন্স নেফারের রাজ-প্রতিভূ।'

ক্রাতাস এবার এগিয়ে এল। 'তুমি কোন সৈন্য নও, তুমি হচ্ছ ঐ বেজন্মা হিকস্‌দের রক্তধারী। এমনকি তুমি কোন নাগরিক নও, কোন দার্শনিকও নও, তুমি শুধু ফারাও-এর সুদৃষ্টির কারণে একটি স্থান অর্জন করেছো। আমি ফারাওকে তোমার ব্যাপারে অন্তত ১০০ বার সাবধান করেছিলাম।'

'পিছু হট, বৃদ্ধ বোকা!' নাজা তাকে সর্তক করল। 'আমি ফারাও-এর স্থানে দাঁড়িয়ে। তুমি যদি আমাকে অপদস্ত কর তবে তা মিশর ও তার মুকুটকে অপমান করার সমান হবে।'

'আমি তোমার কাছ থেকে সীল মোহর ও তলোয়ার কেড়ে নিচ্ছি।' ক্রাতাস নিজের অবস্থানের কথা ভুলে গেল। 'তারপর আমি মনের স্বাদ মিটিয়ে তোমার পিঠের ছাল চাবকে তুলে নেব।'

ডান পাশে দাঁড়ানো আসমর তখন নাজার কানে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদন্ড।'

তৎক্ষনাৎ নাজা তার সুযোগটা কাজে লাগাল। বৃদ্ধের জলন্ত চোখের দিকে সে সরাসরি তাকাল। 'তুমি একটা পুরোনো বাতাস ও গোবর দলা।' সে তাকে চ্যালেঞ্জ করল, 'তোমার দিন শেষ, ক্রাতাস, বুড়ো হাদারাম। মিশরের রাজপ্রতিভূর দিকে আঙ্গুল তোলার সাহস দেখানো ঠিক নয় তা তোমার জানা উচিত।'

সে যেরূপ আশা সে করেছিল, অপমানটা ক্রাতাসের জন্যে ভারি হয়ে পড়ল। সে ছুটে তার দিকে তেড়ে এল। বয়সের তুলনায় সে আশ্চর্য রকম ক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী ছিল। সে নাজাকে ঝাপটে ধরে দু'হাতে শূন্যে তুলে ধরল এবং বাজপাখির মোহরটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করল।

'তুই এটার যোগ্য না।'

'থামাও!' নিজের চার পাশে না তাকিয়ে নাজা আসমরকে বলল, যে তার পিছনে এক পা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। 'এবং চিরতরে থামিয়ে দাও!'

আসমর এক পাশে এগিয়ে এল এবং তার খোলা তরবারি দিয়ে ক্রাতাসের ঠিক কিডনি বরাবর আঘাত চালাল। তার প্রশিক্ষিত হাতে আঘাতটা ছিল শক্তিশালী। ব্রোঞ্জের ব্লেড এমনভাবে চালাল যেন একটা সুঁচ সিল্কের কাপড়ের ভিতর দিয়ে চলে গেল। তারপর আসমর তলোয়ারটাকে ঘুরিয়ে ক্ষতটা আরো বড় করল।

ক্রাতাসের দেহ কেঁপে উঠল এবং চোখগুলো বড় হয়ে এল। তার হাতের জোর কমে গেল এবং নাজাকে ছেড়ে দিতেই সে নিজের পায়ে দাঁড়াল। আসমর তলোয়ারটা বের করে নিল, অনেকটা নিরাসক্তভাবে ক্ষতের মাংস দিয়ে ওটা বেড়িয়ে এল। উজ্জ্বল ব্রোঞ্জের ব্লেডটা রক্তে লাল হয়ে গেছে এবং রক্তের একটা ধারা ক্রাতাসের সাদা আলখেল্লার মধ্যে দিয়ে বেরুতে লাগল। আসমর আবার তার তলোয়ার চালাল। এবার আরো শক্তি দিয়ে। পেট থেকে পাজরের দিকে সে ওটা টেনে তুলল। ক্রাতাস বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তার সিংহের ন্যায় মাথাটা এমনভাবে নাড়াতে লাগল যেন কোন বাচ্চা ছেলের দুষ্টুমিতে সে রেগে গেছে। সে ঘুরে চেম্বারের দরজার দিকে হাঁটতে লাগল। আসমর দৌড়ে তার পিছনে গেল এবং পিছন দিকে আঘাত করল। কিন্তু ক্রাতাস হাঁটতেই থাকল। 'আমার প্রভু, আমাকে সাহায্য করুন এবং কুকুরটাকে হত্যা করতে দিন।' আসমর নাজার উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত করল এবং নাজা সাথে সাথে নীল তলোয়ারটা বের করে তার সাথে যোগ দিল। নাজার আঘাতটা অন্য আঘাতের চাইতে অনেক গভীরে গিয়ে আঘাত করল। ক্রাতাস দরজা দিয়ে আঙ্গিনায় বেড়িয়ে গেল, সারাদেহ তার রক্তে মাখামাখি। পিছু পিছু কাউন্সিলের বাকি সদস্যরা বেড়িয়ে এল এবং চিৎকার করতে লাগল, 'খুন! মহান ক্রাতাসকে ছেড়ে দাও।'

আসমরও তেমন করে চিৎকার করে বলল, 'বিশ্বাস ঘাতক। সে মিশরের রাজ-প্রতিভূর উপর হাত তুলেছে।' এবং সে আবার অস্ত্র তুলে ক্রাতাসের হৃদপিন্ড বরাবর নিশানা করল কিন্তু ক্রাতাস ততোক্ষণে মাছের পুকুরের নিকটস্থ দেয়ালটার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। যদিও সে দেয়াল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছল কিন্তু নিজের রক্তে তার হাত লাল ও পিচ্ছিল হয়েছিল এবং মসৃণ পাথরের দেয়ালে কোন কিছু আঁকড়ে ধরতে সে পারল না। সে পানিতে পড়ে গেল এবং তলিয়ে গেল।

'ঈশ্বরের দোহাই! বৃদ্ধ জারজটা কি মরবে না?' আসমরের কণ্ঠ বিস্ময় ও হতাশা মিশ্রিত।

নাজা দেয়াল ধরে পানিতে কোমর সমান নামল। সে তার একটা পা ক্রাতাসের গলার উপর রেখে চাপ দিয়ে পানির নিচে তার মাথাটা চেপে ধরল। ক্রাতাস তার

পায়ের নিচে সংগ্রাম করছিল, পানি তার রক্তে লাল হয়ে গেল এবং নদীর কাদা তার সাথে মিশে গেল। নাজা তার সমস্ত ভর দিয়ে তাকে চেপে ধরে রাখল। 'ছোট বাচ্চার ঘোড়ায় চড়ার আনন্দের মতো মজা লাগছে!' সে দম ফাটা একটা অট্ট হাসি হাসল। সাথে সাথে পাড়ে দাঁড়ানো সৈন্যরাও তাতে যোগ দিল। তারা হাসির গর্জন তুলল।

'জীবনের শেষ তৃষ্ণা মিটিয়ে নে, বৃদ্ধ বোকা ক্রাতাস।'

বৃদ্ধ লোকটি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ল এবং তার ফুসফুসের শেষ বাতাসটুকু কতগুলো বুদবুদ তুলে পানির উপর হারিয়ে গেল এবং অবশেষে সে স্থির হল। নাজা তখন পানি থেকে উঠে এল। ক্রাতাসের দেহটা ধীর লয়ে পানির উপরে ভেসে উঠল এবং নিচের দিকে মুখ করে তা ভেসে রইল।

'একে নিয়ে যাও।' নাজা আদেশ করল। একে সম্মান জনক ভাবে মমি না করে অন্যান্য দেশাদ্রোহীদের সাথে ভেলি অফ দ্য জ্যাকেল এ ফেলে দাও। 'তার কবরের কোন চিহ্ন দেবে না। আর এভাবে ক্রাতাস স্বর্গ গমন থেকে বঞ্চিত হবে। অন্তত কাল অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবে আর এটাই তার শাস্তি।'

এরই মধ্যে অন্য সকল সভ্যগণ চলে এসেছে। তারা সবাই ক্রাতাসের করুণ ভাগ্য নিজের চোখে দেখেছে। যখন নাজা তাদের সামনে নীল তরবারিটা খুলে দাঁড়াল তখন তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং ভয়ে কাঁপছিল। 'হে আমার মহান লর্ডগণ! বিদ্রোহের পরিণাম মৃত্যু। আপনাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কারো কোন প্রশ্ন আছে?' সে একে একে সবার দিকে তাকাল এবং তারা সকলে চোখ নামিয়ে নিল। ফেট গার্ডরা দেয়ালের কাছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেহেতু ক্রাতাস চলে গেছে সেহেতু তাদের নির্দেশনা দেবার কেউ রইল না।

'হে লর্ড মেনসেট,' নাজা কাউন্সিলের সভাপতিকে বলল। 'আপনার কি মনে হয় না যে ক্রাতাসের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।'

দীর্ঘক্ষণ মেনসেট চুপ করে রইল। মনে হল যেন সে নাজার কথার প্রতিবাদ করবে। কিন্তু অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে ফিস্ ফিস্ করে বলল। 'সঠিক শাস্তি হয়েছে।'

'কাউন্সিল কি নাজার নিয়োগ ও তাকে মিশরের রাজ-প্রতিভূ হিসেবে মেনে নিয়েছে?' নাজা নরম সুরে জিজ্ঞেস করল কিন্তু তার কথা কক্ষের মধ্যে ভয়ংকর এক নিরবতা এনে দিল।

মেনসেট চোখ তুলে অন্য সদস্যদের দিকে তাকাল কিন্তু কেউ তার দৃষ্টি অনুসরণ করল না। 'সভাপতি ও অন্য সদস্যগণ রাজ প্রতিভূকে স্বীকার করে নিল।' অবশেষে মেনসেট নাজার দৃষ্টি বরাবর সরাসরি তাকাল কিন্তু সেখানে সে একটা ভয়ংকর তিক্ত ও নিষ্ঠুর দৃষ্টি খুঁজে পেল। আগামী ভরা পূর্ণিমার আগেই নিশ্চিত তাকে তার বিছানায় মৃত দেখা যাবে। কিন্তু এখন নাজা শুধু মাথা নাড়ল।

'আমি সে গুরু দায়িত্ব যা আপনারা আমার উপর ন্যস্ত করেছেন তা গ্রহণ করলাম।' সে তার তরবারি খুলে সিংহাসনের দিকে তুলে ধরল। 'আর রাজ-প্রতিভূ হিসেবে আমার এখন প্রথম দায়িত্ব হল কিভাবে ফারাও ট্যামোস খুন হলেন তা কাউন্সিলের কাছে বর্ণনা করা।' সে তাৎপর্য সহকারে এক মুহূর্ত থামল এবং পরবর্তী এক ঘণ্টা রাজার মৃত্যুর কাহিনী বর্ণনা করে গেল। 'যখন আমি তাকে পাহাড়ের নিচে নিয়ে আসছিলাম তখন তার শেষ কথা যা তিনি আমাকে বলেছিলেন তা হল- আমার একমাত্র পুত্রের খেয়াল রেখো। যতোদিন সে এই দ্বৈত মুকুট পড়ার যোগ্যতা অর্জন না করবে ততোদিন তুমি নেফারের দেখ-ভালো ও ওকে রক্ষা করো। আমার দুই কন্যাকে তোমার ছায়ায় রেখো এবং দেখো যাতে তাদের কোনো ক্ষতি না হয়।'

তার অসীম দুঃখ লুকানোর জন্যে লর্ড নাজা একটু ভনিতা করল। তারপর আবার বলে গেল, 'আমি আমার প্রভু ও বন্ধু ফারাওকে হারতে দেবো না। ইতোমধ্যে প্রিন্স নেফারকে থেবসে ফিরিয়ে আনার জন্যে রথ পাঠিয়ে দিয়েছি। সে থেবসে পৌছা মাত্রই তাকে সিংহাসনে বসিয়ে সমস্ত দায়িত্ব আমি বুঝিয়ে দেবো।'

এতোক্ষণে সভাসদগণ গুঞ্জন করলেন এবং লর্ড নাজা বলে চলল, 'এখন রাজ কন্যাদের আমার কাছে দ্রুত নিয়ে আসা হোক।'

যখন তারা দ্বিধা-গ্রস্থ ভাবে দরজা দিয়ে ঢুকল তখন বড় মেয়ে হেজারেট তার ছোট বোন মেরিকারার হাত ধরা ছিল। মেরিকারা তার বন্ধুদের সাথে খেলা করছিল। সে ক্লান্ত এবং তার পুরো শরীর ঘামে ভিজে আছে। তার পাগুলো লম্বা, যেখানে মেয়েলি ভাব এখনো ফুটে উঠেনি এবং বুক এখনো বালকদের ন্যায় সমতল। সে তার কালো লম্বা চুলগুলো একপাশ করে বেঁধেছে এবং তার লিনেন স্কার্টটি এমন এলোমেলা ভাবে পরিধান করা যে এর এক পাশ কোমর থেকে নিচ দিকে নেমে আছে। সে এই গুরুগম্ভীর পরিবেশে সভাসদগণের সামনে লাজুক হাসি হাসল এবং নিজের হাতের উপর তার বোনের হাতের তার চাপ অনুভব করল।

হেজারেট মাত্র প্রথমবারের মত ঋতুবতী হয়েছে এবং একটা স্কার্ট ও পরচুলা পরিধান করেছে, যার ফলে তাকে একজন বিবাহ যোগ্য মহিলার ন্যায় দেখাচ্ছিল। বৃদ্ধ লোকগুলো তাকে অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগল কেননা সে তার দাদী রাণী লস্ট্রিসের সৌন্দর্য ধারণ করেছে। দুধে আলতা ত্বক তার। নিতম্বটা মসৃণ ও সুঠাম গড়নের এবং তার উন্মুক্ত বুক যেন চাঁদের ন্যায়। তার অভিপ্রায় শান্ত ছিল কিন্তু তার ঠোঁটের কোণায় এক বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠেছে এবং তার বড় বড় গাঢ় নীল চোখে সন্দেহের ছায়া স্পষ্টত।

'এদিকে এসো, প্রিয়তমগণ।' নাজা তাদের ডাকল, আর তখনি শুধু তারা লোকটিকে চিনতে পারল যে তাদের পিতার খুব ঘনিষ্ঠ ও কাছের মানুষ ছিল। তারা হাসল ও বিশ্বাসের সাথে এগিয়ে গেল। নাজা সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াল ও তাদের সাথে মিলিত হতে নিচে নেমে এল এবং তাদের কাঁধের উপর হাত রাখল।

তার কণ্ঠ ও অভিব্যক্তিতে করুণ অনুভূতি ফুটে উঠল। 'তোমাদের এখন শক্ত হতে হবে এবং মনে রাখবে যে তোমরা রাজকন্যা। কারণ আমি তোমাদের জন্যে একটা দুঃখের সংবাদ নিয়ে এসেছি। তোমাদের পিতা ফারাও নিহত হয়েছেন।' মুহূর্তের জন্য তারা কিছু বুঝতে পারল না। তারপর হেজারেট করুণ তীক্ষ্ণ চিৎকারে ফেটে পড়ল সেই সাথে মেরিকারা।

আলতো করে নাজা তাদের জড়িয়ে ধরল এবং সিংহাসনের পায়ের কাছে বসিয়ে দিল। তারা সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে একে অপরকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

'রাজকন্যাদের এই দুঃখ ও দুর্দশায় সময় সাহায্য করাটা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য।' নাজা সাদস্যদের বলল। 'যেভাবে আমি প্রিন্স নেফারকে আমার দায়িত্বে নিয়েছি সেভাবে এই দু'রাজ কন্যা, হেজারেট ও মেরিকারাও আমার অধীনে থাকবে।'

'এখন পুরো রাজ-গোত্র তার হাতে। প্রিন্স নেফার কোথায় ও কত শক্তিশালী এটা কোন ব্যাপার না।' টালা তার পাশের জনকে ফিস্ ফিস্ করে বলল। 'আমার মনে হয় সে ইতোমধ্যে মৃত্যু পথযাত্রী। আর নতুন রাজ-প্রতিভূ তার শাসন পদ্ধতির ধারণাটা পরিষ্কার সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে।'

গেবেল নগরের সুউচ্চ পাহাড়ের ছায়ায় নেফার বসেছিল। যতোক্ষণ না সূর্য তার প্রথম রশ্মি উপত্যকার উপর প্রসারিত করল ততক্ষণ সে নড়ল না। প্রথমে এই ভাবে স্থির হয়ে বসে থাকাটা তার স্নায়ুতন্ত্রে জ্বালা ধরিয়ে দিত এবং তার শরীরের চামড়ার মধ্যে এমন অনুভূত হতো যে যেন কোন পোকা এর উপর দিকে হেঁটে গেল। কিন্তু সে জানে যে টাইটা তাকে দেখছে তাই সে তার দেহকে জোর করে ধরে রাখল। এখন অবশেষে তার অনুভূতিগুলো চরম সীমায় পৌছে গেছে। সে পাহাড়ের গভীর থেকে উঠে আসা পানির গন্ধ অনুভব করতে পারে। এটা ধীরে উঠে এসে পাথরের বেসিনটার মধ্যে পড়ে যা তার দুই হাতের তালু একসাথে করে কাপ আকৃতি দিলে যতোখানি হবে তার চাইতে বড় নয়। তারপর পরের বেসিনে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে, পিচ্ছিল শেওলার সবুজ লাইন ধরে। সেখান থেকে এটা নিচের দিকে বয়ে চলে উপত্যকার শুকনো বালির মধ্যে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার জন্যে। তারপরও অনেক জীবন এই পানির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। প্রজাপতি ও শুয়ো-পোকা, নাগিন ও টিকটিকি, মনোহরী গজলা-হরিণ, সহজ সাবলীলভাবে তারা নেচে বেড়ায়, ঠিক যেন তাপে কম্পিত ভূমির উপর জাফরণের গন্ধে সুরভিত ধুলির দমকা বাতাস; গায়ে ফুটকি আঁকা ওয়াইন রঙের গলকণ্ঠের পায়রাগুলো– যেগুলো পানির কাছের পর্বত শ্রেণীতে বসবাস করে সবাই এখানে এসে পানি পান করে।

এই মূল্যবান জলাশয়গুলোর কাছে টাইটা তাকে নিয়ে এসেছে তার গড-বার্ড ধরার জন্যে।

গেবেল নাগার পৌঁছবার পর থেকেই তারা জাল বুনা শুরু করেছে। থেবসের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাইটা সুতা কিনে এনেছিল। সুতার দাম একটু বেশি পড়েছিল কেননা এটা পূর্বের সে সুদূর ইনডাস নদীর দেশ থেকে আনা হয়েছে যা কিনা নিয়ে আসতে এক জন লোকের কয়েক বছর লেগে যায়। সুন্দর সুতা দিয়ে কিভাবে জাল বুনতে হয় টাইটা নেফারকে শিখিয়ে দিয়েছে। লিনেনের সুতার গুচ্ছ বা চামড়ার ফালির চাইতেও জালের খোপের গিরাগুলো- গাটগুলো বেশি শক্তিশালী, কিন্তু খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না।

যখন জ্বালা বুনা শেষ হল, টাইটার ইচ্ছে ছিল নেফার নিজে ফাঁদগুলো পাতুক। 'এটা তোমার গডবার্ড। নিজেকেই তোমার সব করতে হবে।' সে ব্যাখ্যা করল। 'আর ঐভাবে প্রভু হুরাসের কাছে তোমার চাওয়ার অধিকারটা বেশি গুরুত্ব পাবে।'

তাই ছ্যাকা দেয়ার মতো দিনের আলোতে উপত্যকার মেঝেতে বসে টাইটা ও নেফার ঐ পার্বত্য এলাকাটা অবলোকন করছিল। যখন আঁধার নামল টাইটা পাহাড়ের পাদদেশে ছোট আগুনের কুন্ডলির পাশে এসে বসল এবং নরম সুরে তার যাদুমন্ত্র পাঠ শুরু করল। মাঝে মাঝে বিরতিতে একমুঠো করে হার্ব সে আগুনে ফেলছিল। যখন মাঝরাতের অন্ধকারকে আলোকিত করার জন্য আকাশে অর্ধ বাঁকা চাঁদ উঠল, নেফার পানির কাছের পাহাড়টায় চড়ার অভিযান শুরু করল, যেখানে পায়রাগুলো তাদের বাসা বেঁধেছে। সে দুটি বড় ডানা ওয়ালা পাখি ধরল, সেগুলো অন্ধকারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিল এবং ডানা ঝাপটাচ্ছিল। তাছাড়া তাদের উপর টাইটার যাদুরও কিছুটা প্রভাব ছিল। কাঁধে ঝুলানো চামড়ার ব্যাগে করে সে ওগুলো নামিয়ে আনল।

টাইটার নির্দেশনা অনুযায়ী নেফার প্রতিটি পাখির ডানা থেকে পালক ছিঁড়ে ফেলল যাতে ওগুলো আর উড়তে না পারে। তারপর তারা পাহাড়ের পাদদেশে ও ঝর্ণার কাছাকাছি একটা জায়গা পছন্দ করল। স্থানটা এতোটুকু খোলামেলা যে পাখিগুলোকে উপরের আকাশ থেকে দেখা যাবে। পায়রাগুলোর পা ঘোড়ার লেজের চুলের তৈরি সুতা দিয়ে বাঁধল এবং মাটি পোঁতে কাঠের খুঁটির সাথে বেঁধে দিল। তারপর তাদের উপর হালকা জালটা ছড়িয়ে দিল এবং বড় বড় ঘাসের উপর তা নিয়ে রেখে এল যা সহজে গড-বার্ডগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে।

'জালটাকে আলতো করে বাধো,' টাইটা তাকে দেখিয়ে দিল, 'খুব শক্ত করেও না আবার ঢিলা করেও না। এটাকে পাখিটার ঠোঁট ও পায়ের নখকে ছুঁতে হবে এবং তাকে অবশ্যই জড়াতে হবে যাতে আমরা তাকে অবমুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত ওটা ধস্তাধস্তি করে নিজেকে না জখম করে।'

যখন সবকিছুতে টাইটা সন্তুষ্ট হল তখন থেকে তাদের অপেক্ষার পালা শুরু হল। শীঘ্রই পায়রাগুলো নিজেদের বন্দীদশায় অভ্যস্ত হয়ে গেল এবং নেফারের দেওয়া খাবার লোভীর ন্যায় খেতে লাগল। তারপর তারা রেশমি জালের নিচে আনন্দ চিত্তে গায়ে সূর্যের আলো ও ধুলা মাখতে লাগল। একটার পর একটা সূর্য স্নাত গরম দিন অতিবাহিত হতে লাগল এবং তারা অপেক্ষায় রইল।

বিকেলের ঠাণ্ডায় তারা পায়রাগুলোকে খাবার দিয়ে আসত। টাইটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে কিনারায় বজ্রাসনে বসে সুদীর্ঘ উপত্যকা অবলোকন করত। আর নিচে নেফার ওত পেতে অপেক্ষা করত, কখনো একই স্থানে সে তা করত না। তাই খেলাটা সবসময়ই ছিল বিস্ময়কর, বিশেষ করে যখন প্রাণীগুলো ঝর্ণায় পানি খেতে আসত। টাইটা তার ধ্যান মগ্ন অবস্থায় থেকে যাদু চালনা করত যা কদাচিৎ গজলা হরিণগুলোর বেলায় ব্যর্থ হতো, আর নেফার পানি বরাবর তীর তাক করে বসে থাকতো। প্রতি সন্ধ্যায় তারা গুহার প্রবেশ মুখে বসে হরিণের মাংস আগুনে পুড়ে খেতো।

রানী লসট্রিসের মৃত্যুর পর টাইটা এ গুহায় সাধুর জীবন কাটিয়েছে। এটা তার শক্তির স্থান। যদিও নেফার একজন শিক্ষানবিস এবং বৃদ্ধ মানুষটির যাদুর শক্তি সম্পর্কে তার কোন গভীর জ্ঞান নেই, তবে এ ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ নেই, কারণ প্রতিদিন ঐ ক্ষমতাগুলো তাকে বিমোহিত করছিল।

তারা যে শুধু গড বার্ড ধরতে আসে নি তা নেফারের বুঝতে বুঝতে গেবেল নাগারে তাদের অনেক দিন অতিক্রান্ত হল। নেফারের যতোদূর মনে হয় এই মধ্য বিরতিটা প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনার একটা অংশ, যা টাইটা তার পিছনে ব্যয় করছে। এমনকি ফাঁদের পাশে অপেক্ষার দীর্ঘ ঘণ্টাগুলোও পাঠের একটা অংশ। টাইটা তাকে তার দেহ ও সত্তার উপর নিয়ন্ত্রণ শিখাচ্ছে, মনের দরজা খোলার দীক্ষা দিচ্ছে, এমনকি গভীর ভাবে নিজেকে দেখার শিক্ষাও। নিরবতার পাঠোদ্ধার ও ফিসফিসানি শুনা শিখাচ্ছিল যা অন্যরা শুনতে পায় না।

অবশেষে একদিন সে নীরবতার ঐ স্থিরতায় পৌঁছল। এখন নেফার আরো গভীরজ্ঞান ও শিক্ষায় দীক্ষিত, যা টাইটা তাকে দিতে চায়। মরু রাতে তারা একসাথে বসে থাকত, ঘূর্ণায়মান তারার জটিল নকশার নিচে, যা অনাদি কিন্তু মহাসাগরের বাতাস ও স্রোতের ন্যায় অবর্তিত এবং তাকে সে সেই বিস্ময় বর্ণনা করত যার কোন ব্যাখ্যা নেই, যা শুধু খোলা ও প্রসারিত মন দিয়ে অনুধাবন করা যায়। সে অনুভব করত যে সে এই অলৌকিক জ্ঞানের ছায়াময় পরিধিতে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেই সাথে সে তার নিজের ভেতরে জ্ঞানের বর্ধিত ক্ষুধাও অনুভব করত।

একদিন সকালে নেফার যখন ভোরের পূর্বাহ্নে ধূসর আলোতে বাইরে গেল, দেখল ঝর্ণার অপর পাশে মরুভূমির মধ্যে এক গাদা লোক অন্ধকারে নীরবে বসে

আছে। সে টাইটাকে তা জানালে বৃদ্ধটি শুধু মাথা নাড়াল। 'তারা সারা রাত ধরে অপেক্ষা করছে।' টাইটা তার কাঁধে একটা পশমি চাদর জড়িয়ে তাদের নিকট গেল।

লোকগুলো যখন আধো আলোতে টাইটার রোগা দেহ চিনতে পারল, তখন তারা করুন অনুনয়ে ফেটে পড়ল। তারা মরুর আদিবাসী এবং তাদের বাচ্চাদের সাথে নিয়ে এসেছে। বাচাগুলো ইয়েলো ফ্লাওয়ার-এ আক্রান্ত । আগুন জ্বর এবং সারা শরীর রোগের হলুদ ক্ষতে তাদের ঢেকে গেছে।

ঝর্ণার অপর পাশে রেখে টাইটা তাদের চিকিৎসা করল। কোন শিশুই মারা গেল না এবং দশ দিন পর আদিবাসীরা গুহার মুখে জওয়ার, লবণ ও অজিন রেখে গেল। তারপর তারা জঙ্গলে চলে গেল। ঐ ঘটনার পর যারা মানুষ ও পশু দ্বারা সৃষ্ট রোগ ও ঘা-এর ক্ষতে ভুগছিল যা তারা আসল। টাইটা তাদের সবার কাছেই গেল এবং কাউকে ফিরিয়ে দিল না। নেফার তার পাশে থেকে কাজ করল এবং যা দেখল ও শুনল তা থেকে আরো অনেক বেশি সে শিখল।

অসুস্থ বেদুইনকে সেবা-শশ্রুষা বা খাবার সংগ্রহ বা নির্দেশনা বা শিক্ষা যা তাকে দেয়া হচ্ছিল এগুলোর পরেও তারা প্রতি সকালে রেশমী জালের নিচে ফাঁদ পাততো ও তার পাশে অপেক্ষা করত।

সম্ভবত তারা টাইটার শান্ত শক্তি বলে বশীভূত হয়েছিল কেননা একদা বন্য পায়রাগুলো এখন শান্তশিষ্ট ও গৃহপালিত মুরগির বাচ্চার মতো হয়ে গেছে। আগের মতো কোন ভয়ের চিহ্ন ছাড়াই তারা নিজের কাছে ঘেঁষতে দেয় এবং যখন তাদের পা খোপের মধ্যে আটকে যেতো তখন জানান দিতে মৃদু কু-কু শব্দ করত ও ডানা ঝাপটাত ।

তাদের অবস্থানের বিশতম সকালে, প্রতিদিনের মতই নেফার যখন ফাঁদের কাছে তার অবস্থান নিয়েছে তখন এমনকি সরাসরি টাইটার দিকে না তাকিয়ে নেফার গভীরভাবে তার উপস্থিতি বুঝতে পারল। বৃদ্ধলোকটির চোখ বন্ধ এবং সে পায়রাগুলোর মতই সূর্যালোকে ঝিমাচ্ছে। তার ত্বকে অসংখ্য সুন্দর আঁকা-বাঁকা বলি রেখা। প্যাপিরাসের চমৎকার পার্চমেন্টের মতো এটাকে পাঠ করা যাবে বলে মনে হল। তার চেহারায় কোন লোম নেই, ভ্রু বা দাড়ির কোন চিহ্ন নেই; শুধুমাত্র চোখের চারপাশে সুন্দর কাচের মত স্বচ্ছ পাপড়ি বিরাজমান। নেফার তার পিতার কাছে শুনেছে খোজা করার ফলে টাইটার চেহারায় দাড়ি গজায়নি আর কিছুটা সময়ের স্রোতের জন্যে। কিন্তু সে নিশ্চিত তার দীর্ঘায়ু এবং এই অনঢ় দৈহিক ও জীবনী শক্তির পেছনে আরো কোন গভীর রহস্য রয়েছে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে, একজন যুবতীর চুলের ন্যায় টাইটার চুল ঘন ও শক্ত কিন্তু রূপালি বার্ণিশ এর ন্যায় চকচকে। এটা নিয়ে টাইটা গর্বিত ও ঘাড়ের নিচে সে এটাকে পুরু বেণী করে রাখে

ও নিয়মিত পরিষ্কার করে। তার শিক্ষা ও বয়স সত্ত্বেও বৃদ্ধ ম্যাগোসের মাঝে এতোটুকু অহমিকা নেই ।

মানবিকতার এই একটু ছোয়া তার প্রতি নেফারের ভালোবাসাটা আরো বাড়িয়ে দিল যা তার বুকের মাঝে ব্যথা অনুভব জাগাল। তার ইচ্ছে হল যদি সে তা কোনভাবে প্রকাশ করতে পারত। কিন্তু সে জানে টাইটা তা বুঝতে পারে কারণ টাইটা সব জানে। টাইটার বাহু সে স্পর্শ করতে যাবে এমন সময় টাইটা জেগে উঠল। নেফার জানে যে টাইটা প্রকৃতপক্ষে ঘুমাচ্ছিল না, বরং তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সে গড বার্ড কে ফাঁদে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। যে বুঝতে পারল যে তার এলোমেলো চিন্তা ও চলাফেরা বৃদ্ধ লোকটির কাজে কোন না কোনভাবে সমস্যা করছে, কারণ একটা বিরক্তির ভাব টাইটার মুখে দেখা গেল যা স্পষ্টত: বিষয়টা বুঝিয়ে দিল।

টাইটা যেভাবে তাকে শিখিয়েছে সেভাবে সে লম্বা দম নিয়ে নিজের দেহ ও মনের উপর নিয়ন্ত্রণ নিল। ব্যাপারটা এমন যেন কোন গোপন রাস্তা দিয়ে শক্তির স্তরে পৌছানো। কোন কিছু বোঝার আগেই সময় দ্রুত চলে যাচ্ছিল। সূর্যটা তার সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌছে গেল এবং মনে হল যেন দীর্ঘক্ষণ ওটা সেখানে অবস্থান করল। হঠাৎ করে, নেফারের মাঝে একটা অতিন্দ্রিয় ক্ষমতা ভর করল। তার মনে হল যেন সে পৃথিবীর উপর শূন্যে ঝুলে আছে এবং নিচে যা ঘটছে তার সবকিছু সে দেখতে পাচ্ছে। সে দেখল টাইটা ও সে গেবেল নাগারের একটা কূপের পাশে বসে আছে এবং তাদের পাশে মরুভূমিটা প্রসারিত হয়ে গেল। সে নদীটা দেখল যেটা মরুভূমিকে এটা বিশাল বাধের ন্যায় ধারণ করে আছে এবং যা মিশরের সীমা নির্দেশ করছে। সে শহর, রাজ্য, ভূমি যা দ্বৈত মুকুট দ্বারা বিভক্ত, সৈন্যবাহিনী, দুষ্ট মানুষের অপকর্ম এবং ন্যায় ও সৎ লোকের কষ্ট এবং আত্মত্যাগ দেখল। মুহূর্তেই সে তার গন্তব্য সম্পর্কে সচেতন হল যা তাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলল ও সাহস জোগাল। একই সাথে সে জানল যে আজ তার গড-বার্ড আসবে। কারণ এখন অবশেষে সে তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। 'পাখিটা এখানে!'

শব্দগুলো এতো স্পষ্ট ছিল যে মুহূর্তের জন্যে নেফারের মনে হল টাইটা কথাটা বলছে, কিন্তু সে লক্ষ্য করে দেখল তার ঠোঁট নড়ছে না, টাইটা অলৌকিকভাবে চিন্তাটা নেফারের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এটা যে তারই সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত, আর একটু পরেই ফাঁদের পায়রাগুলো দিয়ে তা নিশ্চিত হল।

সে যে শুনেছে এবং বুঝতে পেরেছে তার কোন কিছুই নেফার প্রকাশ করল না। সে মাথা ঘুরিয়ে দেখল না কিংবা আকাশের দিকে চোখও তুলল না। সে উপরে তাকানোর সাহস দেখাল না কারণ এতে করে পাখিটা সচেতন হয়ে যেতে পারে অথবা টাইটা রাগান্বিত হতে পারে। কিন্তু সে তার অস্তিত্বের পুরোটা অনুভব করতে পারল।

রাজকীয় বাজপাখি এমন একটা দুর্লভ প্রাণী যাকে খুব কম লোকই মুক্ত ও বন্য অবস্থায় দেখতে পেয়েছে। পেছনের হাজার বছর ধরে প্রত্যেক ফারাও-এর শিকারীরা পাখিগুলোকে খুঁজেছে, ফাঁদ পেতেছে এবং রাজত্বকে পূর্ণ করার জন্যে উড়তে শেখার আগেই ছোট ছানাদের তাদের বাসা থেকে নিয়ে এসেছে। এই পাখি অধিকারে থাকার অর্থ হচ্ছে ফারাও-এর মিশরে রাজত্ব করার প্রতি প্রভু হুরাসের অনুমতি রয়েছে।

বাজ পাখি প্রভুর আরেক রূপ, বাজ পাখির মাথা দ্বারা তিনি তার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করেন। ফারাও নিজেই একজন প্রভু তাই সে এটা ধরতে পারেন, জয় করতে পারেন এবং শিকার করতে পারেন কিন্তু অন্য কেউ করলে নির্ঘাত মৃত্যু।

এখন পাখিটা এখানে। তার একান্ত নিজের পাখি। টাইটা এটা স্বর্গ থেকে নামিয়ে এনেছে। উত্তেজনায় নেফারের দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হল এবং ফুসফুসে বাতাসটা মনে হচ্ছে বুক ফেটে বেড়িয়ে যাবে। কিন্তু তবুও সে উপরে তাকানোর সাহস করল না।

সে বাজ পাখিটার আওয়াজ শুনল। এটার চিৎকার একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ মনে হল, যা আকাশ ও মরুভূমির অসীমত্বে হারিয়ে গেল। কিন্তু এটা নেফারের অন্তরে শিহরণে সৃষ্টি করল যেন প্রভু সরাসরি তার সাথে কথা বলছেন। মাথার ঠিক উপরে পাখিটা যখন দ্বিতীয় বার ডাকল এটার কণ্ঠ আরো কম্পিত ও বন্য শোনাল।

পায়রাগুলো ভয়ে বন্য হয়ে উঠল, জালের নিচে লাফালাফি করতে লাগল। এমনভাবে পাখা ঝাপটাতে লাগল যে তাদের থেকে পালক খসে পড়তে লাগল এবং তাদের চারপাশে বিবর্ণ ধুলার মেঘ সৃষ্টি হল।

মাথার অনেক উপরে নেফার শুনল বাজপাখিটা ফাঁদের দিকে নামতে শুরু করেছে এবং বাতাস তার ডানায় উর্ধ্বমুখী গান গাইতে লাগল। অবশেষে নেফার মাথা তুলল এবং নিরাপদ মনে করে ওটার দিকে তাকাল। কারণ সে জানত যে সব বাজ পাখির ধ্যান তার শিকারের দিকেই থাকে।

সে উপরের দিকে তাকাল এবং দেখল যে পাখিটা মরুর নীল আকাশ থেকে নেমে আসছে। একটা স্বগীয় সৌন্দর্য! একটা অর্ধবাহিরকৃত তলোয়ারের ন্যায় পাখিটার পাখা অর্ধ-গুটানো এবং মাথা সামনের দিকে ঝুকে আছে। এর শক্তি ও ক্ষমতা নেফারকে জোরে আওয়াজ করতে বাধ্য করল। সে তার বাবার কাছে একটা বাজপাখি দেখেছে, তবে এটার মতন আগে কখনও দেখেনি- এটা যেমন বন্য তেমনি রাজকীয়। সে যেখানে বসে আছে সেদিকে যখন পাখিটা নেমে আসছিল তখন মনে হল যেন অলৌকিকভাবে বাজপাখিটার আকার বড় হল এবং এটার রং গাঢ় হল।

বাঁকানো ঠোঁটের চঞ্চুটা তীক্ষ্ণ ও গাঢ় হলুদ বর্ণের এবং দেখতে আগ্নেয় শিলার মত কালো। চোখগুলো হিংস্র এবং ভেতরের কোনায় কান্নার মতো সোনালি রঙের

দাগ, গলাটা ক্রীম রঙের ও আরমাইনের ন্যায় ছোপ-ছোপ। ডানাগুলো কর্পিল ও কালো। প্রতিটি অংশের সমষ্টিতে প্রাণীটা এমন এক অপরূপ সৃষ্টি যে এটা যে প্রভুর প্রতিমূর্তি এ ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ রইল না। সে এটাকে পেতে চায়, তবে তা কি করে সম্ভব হবে তা সে বুঝতে পারছে না।

বাজপাখিটা যখন রেশমি জালের উপর এসে নামবে এবং ফাঁদে আটকা পড়বে সে সময়ের জন্য সে নিজেকে শক্ত করল। সে অনুভব করল পাশে থাকা টাইটাও একই কাজ করল। তারপর দু'জনেই একসাথে সামনে দৌড়ে গেল। আর ঠিক তখন এমন কিছু একটা ঘটল যা সম্ভব হবে তা তার বিশ্বাস ছিল না। বাজপাখিটা পূর্ণবেগে নিচে নেমে এল, তার বেগ এতো ছিল যে পায়রাগুলোর নরম পালকের দেহ ছাড়া কোন কিছুই তাকে থামাতে পারত না। কিন্তু সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বাজটা তার পথ পরিবর্তন করল এবং আকাশের নীলে একটা ছোট কালো বিন্দুর ন্যায় হারিয়ে গেল।

'সে প্রত্যাখান করল!' নেফার ফিস্ ফিস্ করে বলল। 'কেন, টাইটা কেন?'

'প্রভুদের মর্জি আমাদের বোঝার বাইরে।' যদিও কয়েক ঘণ্টা ধরে সে স্থির হয়ে বসে ছিল। তারপর ঠিক একজন দৌড়বিদের মত শক্ত ভঙ্গিমায় টাইটা উঠে দাঁড়াল।

'সে কি ফিরে আসবে না?' নেফার জানতে চাইল। 'সে আমার পাখি। আমি তাকে আমার হৃদয়ে অনুভব করেছি। সে আমার পাখি। তাকে অবশ্যই ফিরতে হবে।'

'সে প্রভুর মাথার অংশ।' টাইটা মৃদু স্বরে বলল। 'সে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের অধীন নয়।'

'কিন্তু সে কেন প্রত্যাখান করল ? নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।' নেফার জোর দিল। টাইটা তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না। সে পায়রাগুলো মুক্ত করতে চলে গেল। এরই মধ্যে তাদের পালক আবার গজিয়েছে কিন্তু টাইটা তাদের মুক্ত করার পরও তারা উড়ে যাবার চেষ্টা করল না। একটা উড়ে এসে তার কাঁধে বসল। তারপর যখন টাইটা হাল্কাভাবে দু'হাতে ধরে উড়িয়ে দিল তখনই ওটা পাহাড়ের দিকে উড়ে গেল।

সে ওটার উড়ে যাওয়া দেখল এবং তারপর ঘুরে গুহার প্রবেশ দ্বারে হেঁটে ফিরে এল। নেফার ধীরে ধীরে তাকে অনুসরণ করল। তার হৃদয় ও পা হতাশায় ভারি হয়ে গেছে। গুহার অন্ধকারে টাইটা পিছনের দেয়ালের পাথরটার উপর বসল এবং সামনের দিকে ঝুঁকে রইল যতোক্ষণ না গাছের কণ্টক-ডাল ও ঘোড়ার শুকনো গোবর ধোঁয়া ছেড়ে আগুনে পরিণত হল। দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নেফার তার বিপরীতে বসল।

দীর্ঘক্ষণ দুজন কোন কথা বলল না। বাজ পাখিটা হারানোর ব্যথা নেফারের হৃদয়ে এতোটাই গভীর হয়ে বাজল যেন সে তার হাত আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছে। সে জানত টাইটা তখনই কথা বলবে যখন সে প্রস্তুত হবে। অবশেষে টাইটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল এবং মৃদুভাবে বলল, 'আমাকে অবশ্যই আমন রা-এর ধাঁধা অনুশীলন করতে হবে।'

নেফার চমকে উঠল, সে এটা আশা করেন নি। যতোদিন ধরে তারা এক সাথে আছে এর মধ্যে নেফার তাকে দু'বার তা করতে দেখেছে। সে জানত এটা একটা ক্ষুদ্র মৃত্যুর মতই যা বৃদ্ধ লোকটি জীবনী শক্তি শোষণ করে নেবে। যখন আর কোন রাস্তা খোলা না থাকে তখন সে ঐ অতি প্রাকৃতিক পন্থা অবলম্বন করে।

নেফার চুপ করে রইল এবং ভয়ের সাথে দেখল যে টাইটা ধাঁধার জন্যে প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছে। প্রথমে সে ঔষধি গাছগুলোকে পাত্রে নিয়ে পিষল এবং মাটির পাত্রে পরিমাপ করল। তারপর তামার কেটলি থেকে তার মধ্যে পানি ঢালল। বাষ্পসমূহ যা মেঘের কুন্ডলীর ন্যায় ওখান হতে উদ্‌গরিত হচ্ছিল তাতে এতো ঝাঁঝ ছিলো যে নেফারের চোখে পানি এসে গেল।

মিশ্রণটা ঠাণ্ডা হতেই টাইটা গুহার পিছনের লুকানো জায়গা থেকে ধাঁধার রাখার চামড়ার থলেটা নিয়ে এল। আগুনের পাশে বসে সে আইভরি পাতগুলোকে তার এক হাতে নিল ও আঙুল দিয়ে আলতোভাবে ঘষতে লাগল এবং সুর করে আমন রা-এর মন্ত্র পাঠ করে যেতে লাগল।

মন্ত্রসমূহ বা ধাঁধাগুলো দশটা আইভরি পাতের সমষ্টি যা টাইটা নিজে খোদাই করে তৈরি করেছে। প্রতিটি খোদাই করা চিহ্ন দশটি ক্ষমতার প্রতীক এবং ক্ষুদ্রতম শৈল্পিক প্রয়াস। মন্ত্রগুলো পড়ার সাথে সাথে সে পাতের খোদাই করা চিহ্নগুলোকে আঙুল বুলিয়ে স্পর্শ করে গেল। প্রতিটি স্তব পাঠ করার মাঝে সে পাতগুলাতে ফুঁ দিল যাতে তারা তার জীবনি শক্তি পায়। যখন ওগুলো তার শরীরের তাপ নিয়ে নিত, তখন সেগুলো সে নেফারকে দিত। 'এগুলো ধরে রাখ এবং এ থেকে দম নাও।' সে বলল এবং নেফার তার নির্দেশমত কাজ করে যেতে লাগল। টাইটা সুর করে তার ঐন্দ্রজালিক স্তবগুলো পড়ে যেতে লাগল এবং তার সাথে তালে তালে দুলতে লাগলো। ধীরে ধীরে তার চোখ দুটোকে মনে হল বুঝি উজ্জ্বল হয়ে মনের কোন গুপ্ত জায়গা দেখল। যখন নেফার ধাঁধাগুলোকে দুই সারিতে সাজিয়ে তার সামনে রাখল, তখন সে এ পার্থিব জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন।

তারপর টাইটা যেভাবে তাকে শিখিয়েছে সেভাবে সে মাটির পাত্রে রাখা মিশ্রণের তাপমাত্রাটা আঙুল দিয়ে পরখ করে দেখল। যখন একে যথেষ্ট ঠাণ্ডা মনে হল যা মুখ পুড়িয়ে দেবে না তখন নতজানু হয়ে সে বৃদ্ধ লোকটির সামনে বসল এবং দুই হাতে ধরে তাকে তা দিল।

টাইটা এর শেষ ফোঁটা পর্যন্ত পান করল এবং আগুনের আলোতে তার চেহারা আসোয়ানের খনির চকের ন্যায় সাদা দেখাল। অনেকক্ষণ মন্ত্র পাঠ করার পর ক্রমশ তার কণ্ঠ ফিস্‌ফিসানির মত শোনাল এবং একসময় চুপ হয়ে গেল। তখন শুধু তার জোরে শ্বাস টানার শব্দ শুনা গেল। সে ওষুধ ও যাদুর মন্ত্রে বিভোর হল। সে গুহার মেঝেতে পড়ে গেল এবং আগুনের পাশে একটা ঘুমন্ত বিড়ালের ন্যায় কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল। নিজের পশমি চাদর দিয়ে নেফার তখন তাকে ঢেকে দিল এবং তার পাশে বসে রইল যতোক্ষণ না সে গোঙানো শুরু করল এবং তার চেহারা বেয়ে ঘাম মাটিতে ঝরে পড়ল।

নেফার জানত বৃদ্ধ লোকটির জন্যে এখন তার আর কিছু করার নেই। সে ছায়াময় জগতের অনেক দূরে চলে গেছে, যেখানে পৌঁছানো নেফারের দ্বারা সম্ভব না এবং এই ধাঁধার ভয়ংকর জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করতেও সে পারবে না যা এই বৃদ্ধ মনীষী সহ্য করছে। নিরবে সে উঠে দাঁড়াল। গুহার পিছন থেকে তীর ও ধনুক নিয়ে ঝুকে গুহার প্রবেশ দ্বার দিয়ে বাইরে বেড়িয়ে গেল। পাহাড়ের বিপরীতে সূর্য ততক্ষণে নিচে নেমে গেছে এবং দিগন্তের শেষে হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। সে পশ্চিমের বালিয়াড়ির উপর উঠে এলো এবং যখন সে শীর্ষে পৌঁছে উপত্যকার দিকে তাকাল তখন পাখিটা হারানো দুঃখ তার মনে এতোটাই প্রবল হল যে সে টাইটার কথা, তার আমন রা-এর ধাঁধার কথা ভুলে গেল এবং দৌড়াতে শুরু করল। যেন পালাতে চাইছে কোন ভয়ংকর শিকারীর হাত থেকে। তার পায়ের নিচে বালি হিসহিস শব্দ তুলল। অনুভব করল তার চোখের কোণে ভয়ের অশ্রু জমেছে এবং তার গাল বেয়ে গড়িয়ে তা বাতাসে শুকাতে লাগল। সে দৌড়াতেই লাগল যতোক্ষণ না ঘামে তার শরীর ভিজে উঠল ও সূর্য পটে অস্ত গেল। অবশেষে সে গেবেল নগরের দিকে ফিরতি পথ ধরল এবং শেষ কয়েক মাইল অন্ধকারে হাঁটল।

টাইটা তখনো আগুনের পাশে চাদরের নিচে কুঁকড়িয়ে ছিল, তবে এখন অনেকটা আরাম করে ঘুমাচ্ছে। নেফার তার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং শীঘ্রই ঘুমের অতলে হারিয়ে গেল যা স্বপ্ন দ্বারা অস্থির এবং দুঃস্বপ্ন দ্বারা তাড়িত ছিল।

যখন সে জাগল দেখল গুহার প্রবেশ মুখে ঊষা ঝলমল করছে। আর টাইটা আগুনের পাশে বসে হরিণের মাংস কয়লায় ঝলসাচ্ছিল। তাকে অসুস্থ ও বিবর্ণ দেখাল কিন্তু সে তার ব্রোঞ্জের ছুরির এক পাশে এক টুকরো মাংস গেঁথে নেফারের দিকে বাড়িয়ে দিল। হঠাৎ করে ক্ষিধেয় বালকটির পেট চনমন করে উঠল এবং সে দ্রুত উঠে বসে হাড্ডি থেকে মাংস খুলে খেতে লাগল। সুস্বাদু মাংসের তৃতীয় টুকরাটা যখন সে মুখে পুড়ছিল তখন সে প্রথম বারের মতো কথা বলল। 'তুমি কি দেখলে, টাইটা?' সে জিজ্ঞেস করল। 'কেন গড বার্ড প্রত্যাখ্যান করল?'

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।' টাইটা তাকে বলল এবং নেফার জানে নিশ্চয়ই ভবিষ্যদ্বাণীটা অশুভ তাই টাইটা তাকে বলতে চাইছে না।

তারপর কিছুক্ষণ তারা নীরবে খেল, তবে নেফার আর এখন খাবারে কোন মজা পেল না এবং অবশেষে সে নরম স্বরে বলল, 'তুমি তো ফাঁদগুলো মুক্ত করে দিয়েছ। তো কি ভাবে আমরা কাল জাল টানাবো?'

'গড বার্ড গেবেল নাগারে আর আসবে না।' টাইটা সহজভাবে কথাটা বলল।

'তাহলে কি আর আমি আমার পিতার স্থলে কখনো ফারাও হতে পারব না?' নেফার জানতে চাইল।

নেফারের কণ্ঠে গভীর কষ্ট ছিল তাই টাইটা তার উত্তরটা নরম স্বরে দিল। 'তোমার পাখি আমরা তার নীড় থেকে তুলে আনবো।'

'কিন্তু আমরা তো জানি না গড বার্ডের বাসা কোথায়।' নেফার তার খাওয়া থামিয়ে দিয়েছে। একটা করুণ আবেদন নিয়ে সে টাইটার দিকে তাকিয়ে রইল।

বৃদ্ধ লোকটি তার মাথা হ্যাঁ সূচক করে নাড়ল। 'বাসাটা কোথায় আমি জানি। এটা ধাঁধা থেকে পেয়েছি। কিন্তু তোমার শক্তি ধরে রাখার জন্য তোমাকে খেতে হবে। আগামীকাল প্রথম আলো ফোটার আগেই আমরা এই স্থান ত্যাগ করব। সেখানে পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে।'

'বাসায় কি ছানা আছে?'

'হ্যাঁ', টাইটা বলল, 'বাজ পাখি বাচ্চা তুলেছে। বাচ্চাগুলো উড়ার জন্যে প্রায় প্রস্তুত। আমরা সেখান থেকে তোমার পাখিটা নেবো।' তারপর নীরবে সে নিজে নিজে বলল, 'অথবা প্রভু আমাদের জন্যে হয়তো অন্য আরো কোন রহস্য উন্মোচন করবেন।'

ভোরের আগে অন্ধকার থাকতেই তারা পানির থলে ও ঘোড়ার পিঠের থলেগুলো পূর্ণ করে নিল। টাইটা রাস্তা দেখাল, তারা পাহাড়ের মুখের কিনারার দিয়ে সহজ রাস্তা বেছে নিল। এরই মধ্যে সূর্য দিগন্তের উপরে উঠে এসেছে। গেবেল নাগার তারা অনেক পিছনে ফেলে এল। যখন নেফার সামনে তাকাল সে অবাক হয়ে গেল। তাদের সামনে পাহাড়ের ক্ষীণ সীমারেখা, নীল দিগন্তের বিপরীতে আরেক নীল, এখনো এতো দূরে যে ওটাকে পৃথিবীর কোন পর্বত মনে না হয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন বায়বীয় কোন বস্তু মনে হচ্ছে। নেফারের এমন অনুভূতি হল যেন সে পূর্বে এটা দেখেছে এবং সে বলল, 'ঐ পাহাড়টা।' সে হাত তুলে নির্দেশ করল। 'ঐ পাহাড়ে যেখানে আমরা যাচ্ছি, তাই না টাইটা?' সে এতোটাই নিশ্চিত হয়ে বলল যে টাইটা পিছন ফিরে তার দিকে তাকাল।

'তুমি কিভাবে জানলে?'

'গতরাতে আমি এটা স্বপ্নে দেখলাম'– নেফার উত্তর দিল।

টাইটা ঘুরে গেল যাতে বালকটি তার অভিব্যক্তি দেখতে না পারে। অবশেষে ভোরের আলোয় যেভাবে মরুভূমি প্রস্ফুটিত হয় সেভাবে তার মন খুলছে। কালো পর্দা যা ভবিষ্যৎকে আমাদের থেকে লুকিয়ে রাখে তার মধ্য দিয়ে উঁকি মারতে সে শিখছে। প্রাপ্তির এক গভীর আত্মতৃপ্তি টাইটা অনুভব করল। একশ বার সে হুরাসের নাম নিল, তার চেষ্টা বিফল হয়নি।

'অর্থাৎ আমরা কোথায় যাচ্ছি তা আমি জানি,' নেফার খুব জোর দিয়ে আবার বলল।

'হ্যাঁ', অবশেষে টাইটা সম্মতি জানাল। 'আমার বার-আম-মাসারায় যাচ্ছি।'

দিনের সবচাইতে উত্তপ্ত ভাগের পূর্বেই টাইটা একাসিয়া কণ্টক গাছের গভীর একটা ঝোপের পাশে আস্তানা গাড়ল যাদের শিকড় মাটির গভীরে পানির কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত। যখন তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে সবকিছু নামাল এবং তাদের পানি খাওয়াল, নেফার বনের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল এবং মিনিটের মধ্যে সে অন্যদের চিহ্ন আবিষ্কার করল যারা এ স্থান দিয়ে চলে গেছে। উত্তেজিতভাবে সে টাইটাকে ডাকল এবং রথের ছোট ভাগের চাকার দাগ দেখাল, গুনে দেখল দশটা যান; সেই সাথে রান্নার ছাই এবং মসৃণ ভূমির চিহ্ন– যেখানে ঘোড়াগুলোকে একাসিয়ার গুঁড়ির সাথে বেঁধে তারা ঘুমিয়েছে, সব খুঁজে পেল।

'হিকস্?' সে চিন্তিত স্বরে বলল। ঘোড়ার বিষ্ঠাগুলো এখনও তাজা, মাত্র কিছু দিনের পুরানো। এগুলোর উপরের দিক শুকিয়ে গেছে কিন্তু যখন সে একটা দলা ভাঙ্গল ভেতরটা তখনো নরম খুঁজে পেল।

'আমাদের বাহিনীর-ই।' টাইটা রথের চলার চিহ্নগুলো চিনতে পারল। সর্বোপরি, অনেক দশক আগে সে-ই প্রথম এই স্পোক দিয়ে তৈরি চাকার নক্সা তৈরি করেছিল। হঠাৎ সে থামল এবং একটা তামার ছোট্ট পাতলা ব্যাজ মাটি থেকে তুলে নিল যা ড্যাশবোর্ড থেকে পড়েছে এবং নরম মাটিতে অর্ধেক ঢুকে ছিল। 'আমাদের হালকা যানের ডিভিশন, সম্ভবত ফেট রেজিমেন্টের অংশ। যা লর্ড নাজার কমান্ডের অধীন।'

'তারা এখানে কি করছিল, নিজেদের বহর থেকে এতো দূরে?' নেফার জিজ্ঞেস করল, দ্বিধান্বিত, কিন্তু টাইটা কাঁধ উঁচিয়ে ভঙ্গি করল এবং নিজের অস্বস্তি লুকানোর জন্যে ঘুরে চলে গেল।

বৃদ্ধটি বিশ্রামের জন্যে খুব অল্প সময় নিল এবং সূর্য অনেক উপরে থাকতেই যাত্রা শুরু করল। ক্রমশ বার-আম-মাসার স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং মনে হল তাদের সামনে আকাশের অর্ধেক আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা পর্বত শ্রেণীর পাদদেশের পাহাড়ের প্রথম সারির কাছে পৌঁছতেই, টাইটা তার ঘোড়াটা পরীক্ষা করল এবং পিছনে তাকাল। দূরের নড়াচড়া তার মনোযোগ আকর্ষণ করল এবং চোখের উপর হাত রেখে তা দেখার চেষ্টা করল। মরুর নিচে ধুলার বিবর্ণ একটা

আস্তর তার নজরে এল। বেশ কিছু সময় নিয়ে সে ওটা পর্যবেক্ষণ করল এবং দেখল ওটা পূর্ব দিকে যাচ্ছে, রেড-সী'র দিকে। এটা কোন ওরেক্স-এর পাল অথবা যুদ্ধ রথের সারি হবে। সে নেফারকে খুলে কিছু বলল না যে কিনা রাজকীয় বাজপাখি ধরার জন্যে সামনের পর্বত থেকে চোখ সরাচ্ছে না। টাইটা পা দিয়ে ঘোড়ার পেটে আঘাত করল এবং বালকটির পাশে চলে গেল। ঐ রাতে যখন তারা বার-আম-মাসার এর অর্ধেক পথ গিয়ে ক্যাম্প করল, টাইটা তখন শান্তভাবে বলল, 'আজ আমরা আগুন জ্বালব না।'

'কিন্তু খুব ঠাণ্ডা,' নেফার প্রতিবাদ করল।

'এবং আমরা এখানে এতো উন্মুক্ত যে মরুর দশ ক্রোশ দূর থেকে তা স্পষ্ট দেখা যাবে।'

'কোন শত্রু?' নেফারের ভাব পরিবর্তন হয়ে গেল, 'সচকিত হয়ে আঁধার নেমে আসা চারপাশে তাকাল। 'দেশদ্রোহী? বেদুইনদের আক্রমণ?'

'সব সময়ই শত্রু বিরাজমান', টাইটা তাকে বল। 'মরার চাইতে ঠাণ্ডা ভালো', মাঝ রাতের পর ঠাণ্ডা বাতাস যখন নেফারকে জাগিয়ে দিল এবং তার ঘোড়া স্টারগেজার পা দাপাল ও ডেকে উঠল, সে তার ভেড়ার চামড়ার কম্বলের নিচ থেকে গড়াগড়ি দিয়ে বের হল এবং তাকে শান্ত করতে গেল। সে দেখল টাইটাও ইতোমধ্যে জেগে গেছে এবং একটু দূরে বসে আছে।

'ও দিকে তাকিয়ে দেখো', সে আদেশ দিল এবং নিচু এলাকার দিকে নির্দেশ করল। 'দূরে আলোর একটা উজ্জ্বল দীপ্তি দেখা যাচ্ছে। ক্যাম্প ফায়ার', টাইটা বলল।

'মনে হয় তারা আমাদের ডিভিশনের একটা অংশ। যারা ঐ দাগগুলো রেখে গেছে যা আমরা কাল দেখেছি।'

'আসলে তারাই', টাইটা সম্মত হল। 'কিন্তু তারপরও তারা অন্য লোক হতে পারে।'

চিন্তা-মগ্ন অনেক সময় পর নেফার বলল, 'আমি যথেষ্ট ঘুমিয়েছি। খুব ঠাণ্ডা, যাই হোক। আমাদের আবার উঠতে হবে এবং চলতে হবে। পর্বতের পাদদেশে পৌঁছার আগেই এখানে সকাল হোক তা চাই না।'

ঘোড়ার উপর সব তুলে নিয়ে তারা চাঁদের আলোয় বন্য ছাগলের তৈরি একটা রুক্ষ পথ ধরে এগোতে লাগল যা তাদেরকে বার-আম-মাসারার পূর্ব দিকে নিয়ে গেল। ফলে যখন সূর্য উঠে যাবে তখন দূর ক্যাম্পের লোকেরা তাদের দেখতে পাবে না।

সূর্যের দেবতা, আমন-রা এর রথ হিংস্রভাবে পূবে ফেটে পড়ছে এবং পর্বত সোনালি আলোয় ঝলমল করছিল। গিরিখাদটা ছায়ার অন্ধকার এবং আলো-আঁধারির পার্থক্যে আরো গম্ভীর দেখাচ্ছে এবং অনেক নিচে জঙ্গলটা আরো বৃহৎ ও ঘন মনে হল।

নেফার পিছনে তাকাল এবং আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'দেখ!' এবং পর্বত চূড়ার দিকে নির্দেশ করল। টাইটা নির্দেশিত পথে তাকাল এবং দুটো কালো দাগ দেখল, যা একটা বড় বৃত্ত তৈরি করে আকাশের দিকে মুখ তুলে আছে। একটার উপর সূর্যালোক পড়ছিল ফলে ওটাকে মনে হচ্ছিল যেন একটা ছুটন্ত তারা।

'রাজকীয় বাজ পাখি,' টাইটা হাসল । 'এক জোড়া পাখি।' তারা ঘোড়া থেকে সব নামাল এবং এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করল যেখান থেকে পাখি দুটোর উপর চোখ রাখা যায়। এতোদূর থেকেও তাদের খুব সুন্দর দেখাল যা-নেফার বর্ণনা করতে পারল না। হঠাৎ করে ছোট পুরুষ পাখিটা বাতাসের বিপরীতে উড়তে লাগল, যেন তার অলস ডানায় হিংস্রতা ভর করেছে।

'সে দেখে ফেলেছে', নেফার চিৎকার করে উঠল, একজন প্রকৃত বাজ শিকারীর ন্যায়। 'ওটাকে এখন দেখ।'

এটা যখন নামতে শুরু করল তখন এর গতি এতো দ্রুত হল যে মুহূর্তের জন্যে শিকারটা লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হবার নয়। বাজটা একটা বর্শার মতো আকাশ থেকে নেমে এল। একটা পায়রা পাহাড়ের পাদদেশে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দূর থেকেই নেফার বুঝতে পারল পাখিটা অনাগত বিপদের আভাস পেয়েছে এবং বাজটাকে এড়ানোর চেষ্টা করল। ওটা প্রায় গড়াগড়ি দিয়ে পাগলের মতো উড়ে ভয়ংকর ভাবে নিরাপদ স্থান পাথরটার নিচে যাওয়ার চেষ্টা করল। এক মুহূর্তের জন্যে তার পেটটা বেড়িয়ে ছিল। বাজটা তার থাকু ঐ স্থানটায় ঢুকিয়ে দিল এবং মনে হল বড় পাখিটা রক্তিম ও নীল ধূঁয়া ছড়িয়ে সব শেষ করে দিল। কবুতরের পালকগুলো সকালের বাতাসে দীর্ঘ মেঘ হয়ে ভেসে চলল এবং বাজটা তার শিকার নিয়ে গিরিখাদের দিকে উড়ে চলে গেল। নেফার যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার কিছু দূরে খুনীটা তার শিকার সহ এসে বসল। তাদের পতনের আওয়াজ পর্বতের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলল এবং গিরিখাদে বারবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

এরই মাঝে নেফার আনন্দে নাচতে লাগল এবং এমনকি টাইটাও, যে কিনা সবসময় বাজ পাখি শিকার করতে ভালোবাসে।

যখন বাজটা পায়রাটিকে মেরে ডানা মেলে নিজের বলে শব্দ করে ঘোষণা দিল তখন সে চিৎকার করে বলে উঠল 'বাক-হারা'। স্ত্রী বাজটা নেমে এসে তার সাথীর সাথে যোগ দিল। ডানা গুটিয়ে পুরুষটা তাকে জায়গা করে দিল ভাগ নেবার জন্যে এবং তাদের ধারালো ঠোঁট দিয়ে মাংস খুবলাবার ফাঁকে ফাঁকে তারা নেফারের দিকে তাকাতে লাগল। মানুষ দুটো ও ঘোড়াগুলোর ব্যাপারে তারা যথেষ্ট সচেতন ছিল, কিন্তু যেহেতু তারা নিরাপদ দূরত্বে ছিল তাই তাদের মেনে নিল।

তারপর যখন পাথরের উপর শুধু পায়রাটার রক্তের দাগ ও কিছু পালক কেবল অবশিষ্ট রইল এবং বাজ দুটির পেট পরিপূর্ণ হল তখনই তারা আবার উড়ে চলে

গেল। ডানাগুলোর কষ্ট হল তাদের উড়িয়ে নিতে, তারা পর্বতের চূড়ায় গিয়ে বসল। 'তাদের অনুসরণ কর', টাইটা তার ঝোলা তুলে নিল এবং রুক্ষ পর্বতের খাঁজ দিয়ে চলা শুরু করল। 'তাদের হারিয়ে ফেলো না।'

নেফারের গতি বেশি দ্রুত এবং দীপ্ত ছিল, সে পাখিগুলোর প্রতি নজর রেখে পর্বতের শিরদাঁড়া বরাবর চলতে লাগল।

চূড়ার নিচে পাহাড়টা সুঁচের ন্যায় দু'ভাগে বিভক্ত, কালো তীক্ষ্ণ পাথর বেষ্টিত, যা এই নিচে থেকেও ভয়ংকর মনে হয়। তারা বাজ পাখিগুলোকে এ প্রাকৃতিক বৃহৎ পাহাড়ে উঠতে দেখল যতোক্ষণ না নেফার বুজতে পারল যে তারা কোথায় গেল। যেখানটায় পাথর ঝুলে আছে, পূর্বের চূড়ার মাঝামাঝি সেখানে V-আকৃতির মত পাথর আকার নিয়েছে ওখানে একটা শুকনো ডালপালা ও খড়-কুটার দলা দেখা গেল।

'নীড়!', নেফার উত্তেজিত ভাবে বলল। 'ঐ যে বাসা।'

একই সাথে তারা দাঁড়াল মাথা পিছনে হেলে। বাজ দুটাকে প্রফুল্ল দেখাল, একটার পিছনে আরেকটা, নীড়ের কিনারে দাঁড়ানো এবং তারা মুখের ভেতর থেকে খাবার উগলে বের করছিল। পাহাড়ের বাতাসে নেফার আরেকটা ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেল, ছানাগুলো চিৎকার করে খাবার চাইছে। এই দিক থেকে সে এবং টাইটা বাজ পাখির বাচ্চাগুলোকে দেখতে পাচ্ছিল না। নেফার হতাশ হল। 'যদি আমরা পশ্চিম দিকের চূড়াটায় উঠতাম, ঐখানে,' সে নির্দেশ করল, 'তাহলে আমরা পাখির নীড়টা স্পষ্ট দেখতে পেতাম।'

'আগে আমাকে ঘোড়াগুলো বাঁধতে সাহায্য কর,' টাইটা আদেশ করল। তারা ঘোড়াগুলোর পা বেঁধে দিল এবং পাহাড়ের পাদদেশে দূর রেড-সী' হতে ভেসে আসা বাতাসের শিশিরে ভেজা ঘাস খেতে রেখে গেল।

পর্বতের পশ্চিম চূড়ায় উঠতে তাদের সকালের বাকি সময়টা লেগে গেল। যাহোক টাইটা চূড়ার অন্য পাশে নির্ভুলভাবে সবচাইতে সহজ রাস্তাটা খুঁজে নিল। নিচের দিকে তাকিয়ে নেফারের প্রায় দম আটকে যাবার অবস্থা। অবশেষে তারা শীর্ষ চূড়ার শূন্যে একটা সরু জায়গায় এল। সেখানে তারা কিছু সময় বিশ্রাম নিল এবং দূর সাগর ও চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করল। তাদের মনে হল যে সমগ্র সৃষ্টি তাদের নিচে ছড়িয়ে আছে। আর বাতাস তাদের ঘিরে আর্তনাদ করছে, নেফারে ঝোলটাকে যা দোলাচ্ছিল এবং তার কোঁকড়া চুলগুলো এলোমেলো করে দিল।

'নীড়টা কোথায়?' সে জিজ্ঞেস করল। এমনকি এই উপরে এবং অদ্ভুত স্থানটায় দাঁড়িয়ে, পৃথিবীর অনেক উপরে থেকেও তার মনটা শুধু একটাই বস্তুর উপর স্থির হয়ে আছে।

'এসো!', টাইটা উঠল এবং একটু ঘুরে তারা তাদের চলার পথটা কৌণিক বরাবর করে নিল এবং ধীরে ধীরে পর্বতের পূর্বের চূড়া দেখতে পেল। তারা উলম্ব পর্বত মুখের দিকে তাকাল যা মাত্র ১০০ কিউবিট দূরে কিন্তু তাদের থেকে এমন গভীর খাদ দ্বারা বিচ্ছিন্ন যে নেফারের মাথা ঘুরে গেল।

খাদের এই পাশে তারা নীড়টা থেকে একটু উপরে রয়েছে এবং নিচে তাকাতেই তারা ওটা দেখতে পেল। মা পাখিটা কিনারে বসে ডানা মেলে বাচ্চাগুলোকে ঢেকে রেখেছে।

তারা যখন পাহাড়ের চূড়া জড়িয়ে দাঁড়াল, পাখিটা তখন মাথা উঠাল এবং এক দৃষ্টে তাদের দেখতে লাগল, যেভাবে একটা সিংহ রাগে তার কেশর ফুলায় সেভাবে পাখিটা তার ঘাড়ের পালক ফুলিয়ে রাগ দেখাল। তারপর পাখিটা জোরে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিল এবং তাদের উপর চোখ রেখে উড়তে লাগল। পাখিটা তাদের এতো কাছে চলে এল যে এর সব পালকগুলো পরিষ্কার দেখা গেল এবং ছেড়ে আসা নীড়টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেখানে এক জোড়া বাচ্চা খাবার খাচ্ছে এবং বন্য ছাগলের পশমের ন্যায় তাদের গায়ে পালক উঠেছে। ইতিমধ্যে তাদের প্রায় পূর্ণতা চলে এসেছে এবং লম্বায় প্রায় তাদের মায়ের সমান হয়ে গেছে। নেফার ভয়ে ও শ্রদ্ধায় তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। একটা পাখি উঠে দাঁড়াল এবং ডানা ছড়িয়ে ভয়ংকর রকম করে ঝাপটাল।

'খুব সুন্দর', নেফার আনমনে বলে উঠল। 'আমার দেখা এ পর্যন্ত সবচাইতে সুন্দর।'

'সে উড়ার জন্যে অনুশীলন করছে।' টাইটা নরম স্বরে তাকে সতর্ক করল। 'দেখ ওটা কতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কয়দিনের মধ্যেই সে উড়বে।'

'আমি আজই তাদের ধরতে নামব।' নেফার প্রতিজ্ঞা করল এবং শেষ প্রান্তে ফিরে যেতে লাগল, কিন্তু টাইটা কাঁধে হাত রেখে তাকে থামাল।

'এটা কোন সহজ বা হালকা কাজ নয়। কিছু মূল্যবান সময় আমাদের পরিকল্পনা করে ব্যয় করতে হবে। এসো, আমার পাশে এসে বসো।' নেফার কাঁধের উপর দিয়ে তার দিকে তাকাতেই টাইটা তাদের বিপরীতে থাকা শিলাটা ইঙ্গিতে দেখাল। 'নীড়টার নিচের পাথর কাচের ন্যায় মসৃণ। আর ৫০ কিউবিটের মধ্যে ধরার কিংবা পা রাখার মত কোন জায়গা নেই।'

নেফার বাচ্চাগুলোর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিচে উঁকি দিল। তার পেট গুলিয়ে উঠল কিন্তু বিষয়টাকে সে কোন পাত্তা দিল না। টাইটা যেমন বলেছে আসলে তাই। 'তাহলে কিভাবে আমি নীড়টার কাছে যাব, টাইটা? আমি বাচ্চাগুলো চাই।'

'নীড়টার উপরে তাকাও!' টাইটা তাড়াতাড়ি তাকে দেখাল। 'দেখ কিভাবে চূড়াগুলো উপরের দিকে উঠেছে, পর্বতের খুব উপরে।'

নেফার মাথা নোয়াল– টাইটা যে ভয়ংকর পথটা তাকে দেখাল সে দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সে কিছু বলল না।

'আমরা নীড়টার উপরে উঠার একটা পথ খুঁজে বের করবোই। সাথে করে আমরা দড়ি নেব। উপর থেকে ধীরে ধীরে আমি তোমাকে নিচে নামিয়ে দেব। তুমি যদি খালি পায়ে গিঁট ধরে হাতের মুঠো নীড়ের খোলা দিকে নিতে পার তবে তুমি তাদের ধরতে পারব। আর এদিকে রশি টেনে ধরে আমি তোমাকে সোজা করে রাখব।'

এখনও নেফার কিছু বলল না। টাইটার কথায় তার বমি বমি ভাব লাগছিল। কোন জীবিত ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চিত এভাবে চড়া ও টিকে থাকা অসম্ভব। টাইটা তার মনের অবস্থা বুঝল তাই কোন জবাবের জন্যে জোর করল না।

'আমার মনে হয়...' নেফার ইতস্তত করে অস্বীকার করতে লাগল, তারপর চুপ হয়ে গেল এবং নীড়ের বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। সে জানে এটাই তার লক্ষ্য। সেগুলোর একটা তার গড-বার্ড এবং এটাই তার পিতার মুকুট অর্জনের একমাত্র পথ। এখন ফিরে যাওয়া মানে ঐ সব কিছুকে অস্বীকার করা যার জন্য প্রভু তাকে পছন্দ করেছেন। সে অবশ্যই যাবে।

টাইটা বালকটির এই মুহূর্তটা অনুভব করল ও যে বুঝল তারপাশে থাকা নেফার বাজটাকে গ্রহণ করল এবং অবশেষে সে সত্যিকারের পুরুষে পরিণত হতে পেরেছে। মনে মনে সে খুব খুশি হল কারণ এটাই তার লক্ষ্য।

'আমি কাজটা করব', নেফার সহজভাবে বলল এবং পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'চল নিচে যাই ও নিজেদের প্রস্তুত করি।'

পরদিন সকালে তারা অস্থায়ী ক্যাম্প গুটিয়ে অন্ধকার থাকতেই পর্বতে উঠা শুরু করল। কোন রকমে পা রাখার জন্যে টাইটা একটা পথ পেয়েছিল যা নেফারের তরুণ চোখও দেখেনি। তারা প্রত্যেকে রশির ভারি গোছা বহন করছে যা লিনেন ও ঘোড়ার চুল দ্বারা তৈরি। এগুলো ঘোড়া বাধতে ব্যবহার করা হয়। তারা একটা ছোট পানির থলেও এনেছে। টাইটা সতর্ক করে দিয়েছে যে সূর্য উপরে উঠলে পর্বত চূড়া উত্তপ্ত হয়ে উঠবে।

পূর্ব পাশের চূড়ার দূরবর্তী অংশ দিয়ে উপরে যখন তারা উঠতে লাগল ততক্ষণে আলো ফুটতে শুরু করেছে এবং সে আলোয় তারা পর্বতের সম্মুখ ভাগ দেখতে পেল। এক ঘণ্টা সময় নিয়ে টাইটা উপরে উঠার একটা রাস্তা তৈরি করে নিল। অবশেষে সে সন্তুষ্ট হল। 'হুরাসের নামে, যিনি সর্ব ক্ষমতার অধিকারী, চলো শুরু করি।' সে বলল এবং শূন্যে প্রভুর নামে চিহ্ন আঁকল। তারপর নেফারকে সে তার পছন্দের ঐ স্থানে নিয়ে গেল যেখান থেকে বেয়ে সে উপরে উঠবে।

'আমি রাস্তা দেখাব', রশির এক মাথা নিজের কোমরে বাঁধতে বাঁধতে সে বালকটিকে বলল। 'যখন আমি এগুতে থাকবো তখন রশি ছাড়বে। লক্ষ্য করো আমি কি করি এবং যখন আমি বলবো তখন নিজেও এটা কোমরে বাঁধবে এবং আমাকে অনুসরণ করবে। যদি পিছলে যাও আমি তোমাকে টেনে ধরবো।'

প্রথমে ভয়ে ভয়ে নেফার টাইটার পথ অনুসরণ করে উঠতে লাগল। তার অভিব্যক্তি স্থবির এবং ভয়ে মুখখানা বরফের মতন সাদা হয়ে গেছে। টাইটা উপর থেকে তাকে উৎসাহ জোগাল এবং উপরে উঠতে প্রতি পদক্ষেপে বালকটির আত্মবিশ্বাস বাড়তে লাগল। তারপর একসময় সে টাইটার পাশে চলে এল এবং দাঁত বের করে হাসল। 'সহজই তো।'

'সামনে একটু কঠিন হবে', টাইটা তাকে নিশ্চিত করল এবং পরের শিলাভাগে উঠা শুরু করল। এবার নেফার তার পিছনে বানরের ন্যায় এগিয়ে চলল, উত্তেজনায় ও আনন্দে বিচিত্র শব্দ পর্যন্ত করতে লাগল। তারা একটা পাথরের চিমনির নিচে দাঁড়াল যা একটা সরু খাঁজের চূড়ার দিকে সরু হয়ে শেষ হয়েছে।

'এখন যেভাবে উঠব সেভাবে তোমাকে নীড়ের কাছে নামতে হবে। দেখ কিভাবে আমি হাত ও পা খাঁজের মধ্যে রাখি।' টাইটা চিমনি থেকে বেড়িয়ে এল এবং ধীরে চলতে লাগল কিন্তু কোন বিরতি দিল না। যখন সে চূড়ার সরু প্রান্তটায় পৌঁছে থামল, তাকে নিচ থেকে মনে হচ্ছিল যেন কোন মইয়ের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে আছে। তার সরু পায়ে তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

উপর থেকে টাইটা তাকে ডাকল এবং অনেকটা নাচতে নাচতে ছন্দের তালে নেফার পাথর বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

'কেন? এটাও তো ওরকম হবে?' টাইটা তার অহংকারকে নির্দিষ্ট সীমায় রাখার চেষ্টা করল। আর ধমনীতে যুদ্ধ ও মহান দৌড়বিদদের রক্ত বয়ে চলে। সে হাসল এবং তার চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল যেন সে আবার তরুণ হয়ে গেছে। শিক্ষা গুরু হিসেবে সে আমাকে পেয়েছে– অবশ্যই সে সব অতিক্রম করে যাবে।

যখন তারা পূব পাশের পর্বত-চূড়ায় এক সাথে দাঁড়াল তখন সূর্য মাত্র অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে।

'আমরা এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেব!' টাইটা তার কাঁধ থেকে পানির থলেটা নিল এবং বসে পড়ল।

'আমি ক্লান্ত নই, টাইটা।'

'তবুও, আমরা বিশ্রাম নেব,' টাইটা তাকে পানির থলেটা দিল এবং দেখল অন্তত ডজন বার সে পানি গিলল। 'নীড়ের কাছে নামাটা আরো কঠিন হবে।' নেফার যখন দম নিচ্ছিল তখন সে তাকে বলল।

'তোমাকে সেখানে পথ দেখানোর কেউ থাকবে না এবং একটা স্থান আছে যেখানে তুমি তোমার পা পর্যন্ত দেখতে পারবে না, যেখানে পাথর হেলে তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে।'

'আমি পারব, টাইটা।'

'যদি প্রভুদের ইচ্ছে হয়,' টাইটাও সম্মতি জানাল এবং মাথা ঘুরিয়ে নিল যেন বালকটি ভাবে সে পর্বত, সাগর ও মরু যা তাদের শূন্যে ছড়িয়ে তাদের প্রশংসা করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার ঠোঁটের নড়া-চড়াটা সে ওকে দেখাতে চাচ্ছে না যে সে প্রার্থনা করছে। 'মহান হুরাস! আপনার আশীর্বাদের পাখা ছড়িয়ে দিন, কারণ এই একজন যাকে আপনি পছন্দ করেছেন। সাজিয়ে দিন তাকে, আমার মিসট্রেস লসট্রিস, যে এখন একজন দেবী, কারণ এটা আপনার গর্ভের ফল এবং আপনার রক্ত। খারাপ সেথ্, তুমি তোমার হাত সরিয়ে নাও এবং তাকে ছোবে না কারণ যারা বাচ্চাটাকে রক্ষা করছে তাদের দলে তুমি নও।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং বুঝল যে অন্ধকার ও অশুভ দেবতাকে সে চ্যালেঞ্জ করেছে। একটা শংকা তাকে পেয়ে বসল। তারপর সে তাদের খুশি করতে নরম স্বরে বলল: 'ভালো সেথ্, তাকে সফল করো এবং কথা দিচ্ছি পরবর্তীতে যখন আমি তোমার মন্দির অ্যাবিডোসের পথ দিয়ে যাবো তখন একটা ষাঁড় আমি তোমার উদ্দেশ্যে বলি দেবো।'

সে উঠে দাঁড়াল। 'চল যাত্রা শুরু করা যাক।'

সে চূড়ার আড়াআড়ি পথ বরাবর চলতে লাগল এবং দাঁড়িয়ে দূর নিচে ক্যাম্পের দিকে দেখল এবং ঘাস খাওয়ারত ঘোড়াগুলো দেখল। ওগুলোকে এতো ছোট দেখাল যেন মনে হচ্ছিল ইঁদুরের সদ্য জন্মানো ছানা। মা-বাজটা গিরিখাদের উপর আভিজাত্যের সাথে চক্কর দিচ্ছিল। তার আচরণ কিছুটা অন্যরকম মনে হল বিশেষ করে যখন ওটা জোড়ে চিৎকার করল এবং যতোদূর মনে পড়ে সে আগে কখনো এমন শোনেনি। আশপাশে পুরুষ পাখিটার কোন চিহ্ন নেই যদিও সে আকাশ পর্যন্ত খুঁজে দেখল।

তারপর সে নিচে দৃষ্টি নামাল এবং প্রধান চূড়ার অতল গহ্বরে দিকে তাকাল। এবং ঐ তাকটা যেটার উপর গতকাল তারা দাঁড়িয়েছিল তা দেখল। এটা তার মধ্যে শক্তি জোগাল। পাথরে শূন্যে থাকায় নীড়টা দেখা যাচ্ছে না। সে ধীরে কিনারা বরাবর চলতে লাগল যতোক্ষণ না সে খাজের দেখা পেল। খাজটা নিচের দিকে নেমে পাথরের খোলা মুখে গিয়ে শেষ হয়েছে। আর বাজ পাখিটা ওখানেই তার বাসা তৈরি করেছে।

সে একটা পাথর তুলে কিনারা দিয়ে নিচে ফেলে দিল। যখন এটা দেয়ালের নিচে এবং দৃশ্যের বাইরে চলে গেল তখনই তা আওয়াজ করল। সে আশা করল নীড়টা ওখানেই আছে এবং ওটার সঠিক অবস্থান বুঝতে চাইল, কিন্তু নীড়ের কোন চিহ্ন তার চোখে পড়ল না। শুধু মা-পাখিটাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ও নিঃসঙ্গভাবে চিৎকার করতে শুনল।

টাইটা নেফারকে তার কাছে ডাকল এবং দড়ির এক প্রান্ত তার কোমরে বেঁধে দিল। তারপর সতর্কতার সাথে সে বাঁধনটা পরীক্ষা করল এবং ইঞ্চি ইঞ্চি করে দড়িটা পরীক্ষা করে দেখল তাতে কোন দুর্বল জায়গা আছে কিনা। 'স্যাডল ব্যাগে

বয়ে পাখির বাচ্চাটা আনতে পারবে।' সে স্যাডল ব্যাগের গিটটা পরীক্ষা করল এবং নেফারের কাঁধে ঝুলালো যাতে চড়ার সময় এটা তার কোন সমস্যা না করে।

'অস্থিরতা বন্ধ করো, টাইটা। আমার পিতা ঠিকই বলতো যে মাঝে মাধ্যে তুমি বৃদ্ধা মহিলার মত আচরণ করো।'

'তোমার পিতার আমাকে আরও একটু বেশি সম্মান দেখানো উচিত ছিল। আমি তাকে তার জন্মের পর থেকে লালন-পালন করেছি, যেমন এখন তোমাকে করছি।' টাইটা নাক দিয়ে আওয়াজ করল এবং আবার গিটগুলো পরখ করতে লাগল ও তার কোমরের গিটটা দেখল। নেফারের মনে হচ্ছিল যেন সে তাকে তার সৌভাগ্যের দিকে যাওয়াটাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে। তারপর নেফার কিনারা বরাবর হেঁটে গেল এবং কোন অস্বস্তি ছাড়াই ওখানে গিয়ে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াল।

'সারাটা দিন আমরা এখানে নষ্ট করতে পারি না।' নেফার তার বাবার একটা বিখ্যাত কথা লর্ডের ন্যায় উচ্চারণ করল।

টাইটা নিচে বসল এবং এমন একটা অবস্থায় বসল যেন সে তার গোড়ালি কোন খাঁজের সাথে আটকে নিতে পারে এবং পিছনে হেলে কাঁধের উপর দিকে দড়িটা ধরে রাখতে পারে। সে নেফারের উদ্দেশ্যে মাথা নাড়াল এবং বালকটির মুখে হাসি দেখল। সে খাদের কিনারে নামল। আর যখন নেফার নামতে লাগল টাইটা ধীরে ধীরে দড়ি ছাড়তে লাগল।

এভাবে নেফার দেয়ালের চওড়া অংশটায় পৌঁছে গেল এবং দুই হাতে রশি ধরে ভয়ংকর রকম ঝুলতে থাকল। তার পা-গুলো নিচের কোন খাঁজ খুঁজতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে পায়ের পাতার নিচে একটা খাঁজ খুঁজে পেল এবং খালি পায়ে তার উপর ভর করে দাঁড়াল। তারপর কব্জি ঘুরিয়ে ভালো করে রশিটা ধরে গড়িয়ে নামতে লাগল। শেষবারের মতো একবার সে টাইটার দিকে তাকাল, হাসার চেষ্টা করল; কিন্তু হাসিটা দুর্বল মনে হল। তারপর সে ঝুলে পড়ল। আরেকটা খোল পাবার পূর্বে খাঁজের মধ্যে তার পাটা পিছলে গেল এবং সে দড়ির উপর আংটায় ঝুলে সে ঘুরতে লাগল। পা রাখার কোন জায়গা খুঁজে না পাওয়ায় সে শূন্যে অসহায়ভাবে ঝুলে ঘুরতে লাগল। তার সন্দেহ হল উপরের বৃদ্ধ মানুষটি তাকে উঠানোর শক্তি রাখে কিনা। সে পাগলের মত খাঁজের উপর আচড় কাটল এবং তার আঙুল আটকে গেল। অন্য হাত দিয়ে ঝুকে পরের খোলটা ধরল। সে স্ফিত অংশের চারপাশে ছিল। তার হৃদপিন্ড হাঁতুড়ির মতো পিটাচ্ছিল এবং তার কণ্ঠে হিস হিস আওয়াজ হচ্ছিল।

'তুমি ঠিক আছ তো?' সে টাইটার কণ্ঠ শুনতে পেল।

'ঠিক আছি।' সে চিৎকার করে উত্তর দিল। দুই হাঁটুর মাঝখান দিয়ে সে নিচে তাকাল এবং নীড়ের উপরের পর্বতের খাঁজের চওড়া অংশটা দেখতে পেল। তার বাহুগুলো ক্লান্তিতে কাঁপছিল। সে তার ডান পা নিচে নামাল এবং আরেকটা খাঁজ খুঁজে পেল।

টাইটার কথাই ঠিক: উপরে উঠার চাইতে নিচে নামা বেশি কঠিন। ডান হাতটা সরাতেই সে দেখল তার আঙ্গুলের গাঁটগুলি কেটে গেছে এবং পাথরের উপর তার রক্তের ছোপ লেগে আছে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে নিচে নেমে সে ঐ জায়গায় পৌছে গেল যেখানে খাঁজটা প্রধান খাঁজের দিকে উন্মুক্ত হয়েছে। আবার তাকে বাধ্য হয়ে ঘুরে কিনারায় পৌছতে হল এবং লুকানো খাঁজ খুঁজতে হল।

গতকাল সে আর টাইটা যখন খাদের অন্য পাশে বসে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছিল তখন এই কাজটি অনেক সহজ মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন খাঁদের কিনারে তার দু'পা করুণভাবে ঝুলছে এবং অতল গহ্বরটাকে মনে হচ্ছে যেন তাকে দানবের মুখের ন্যায় গ্রাস করে নেবে। সে একটা ছোট আর্তনাদ করল এবং দুই হাতে ঝুলে পর্বতের মুখের সাথে লেগে রইল। একটা ভয় তাতে পেয়ে বসল, উদ্যমতার শেষ চিহ্নটা তার উষ্ণ বাতাসের এক ঝটকায় উবে গেল, যেন ওটা তাকে পর্বত থেকে সরে যাওয়ার হুমকি দিল। সে নিচের দিকে তাকাল, চোখের জল গালের ঘামের সাথে তার মিশে তার এক হল। খাদটা যেন তাকে ইশারা করছে, ভীত থাবাসহ তার দিকে এগিয়ে এল। তার সাহস দুর্বল হয়ে এল। 'এগুতে থাক,' টাইটার গলা তার কানে এসে পৌছল, ক্ষীণ কিন্তু উত্তেজনায় পূর্ণ। 'তোমাকে অবশ্যই পৌছতে হবে।'

অনেক কষ্টে নেফার আরেকটা ধাপ এগোনোর জন্যে নিজেকে তুলল। তার পায়ের পাতাগুলো নিচে অন্ধের মতো খাঁজ খুঁজল এবং একটা তাক খুঁজে পেল যা তাকে ধারণ করার মত যথেষ্ট চওড়া। ব্যথায় সে নিজেকে নামিয়ে নিল। বাহুর কাঁপুনির শব্দ যেন সে শুনতে পাচ্ছিল। হঠাৎ করে তাক থেকে তার পা পিছলে গেল এবং বাহুগুলো তাকে আর ধরে রাখার জন্যে যথেষ্ট দুর্বল ছিল। সে পড়ে গেল এবং একটা করুণ আর্তনাদ করল। সে শুধুমাত্র তার দুই বাহু ধরে রাখতে পরল এবং রশিটা তার মাংসের ভেতর নিষ্ঠুরভাবে ঢেবে গেল। পাজরের নিচে তা তাকে বেঁধে রাখল এবং তার দম বন্ধ হবার মতো অবস্থা হল। সে খাদের উপর ঝুলে রইল, রশিটি ও তার উপরে থাকা বৃদ্ধ লোকটি তাকে ধরে রাখল।

'নেফার তুমি কি আমাকে শুনতে পারছ?' তাকে ধরে রাখায় টাইটার কণ্ঠ রুক্ষ শুনাল। উত্তরে বালকটি কুকুরের বাচ্চার মতো একটা কুঁই কুঁই আওয়াজ করল। 'তোমাকে অবশ্যই একটা খাঁজ ধরতে হবে, এভাবে তুমি এখানে ঝুলে থাকতে পারবে না।' টাইটার কণ্ঠ তাকে শান্ত করল, সে চোখ থেকে পানি মুছল এবং এক হাত দূরে থাকা পাথরটা তার দৃষ্টিগোচর হল।

'আঁকড়ে ধর', টাইটা তাকে তাগাদা দিল এবং নেফার দেখল যে সে পর্বতের বিপরীতে ঝুলছে। খোলা মুখটা যাওয়ার জন্য যথেষ্ট বড়, ঢালু তাকটা এতোটা চওড়া যে যদি সে সেখানে যেতে পারে তাহলে সেখানটায় সে দাঁড়াতে পারবে। সে কম্পিত হাতটা বাড়াল এবং আঙুলের ডগা দিয়ে দেয়াল স্পর্শ করল এবং দুলতে লাগল।

মনে হচ্ছিল যেন এটা এক অসীম সংগ্রাম এবং প্রানান্ত চেষ্টা। অবশেষে সে খোলা মুখ পর্যন্ত যেতে পারল এবং তার খালি পা তাকের উপরে দাঁড়ানোর একটা জায়গা খুঁজে পেল এবং সে গুটিসুটি মেরে সেখানটায় বসল। তারপর সে শক্ত হয়ে দাঁড়াল এবং বাতাসের জন্য হা-হুতাশ করতে লাগল।

উপরে থাকা টাইটা তার ওজন অনুভব করল ও দড়ি ছাড়তে লাগল এবং তাকে উৎসাহ দিল। 'বাক-হারা, নেফার, বাক-হারা! তুমি কোথায়।'

'আমি নীড়ের উপর পর্বতের খাঁজের মধ্যে।'

'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ?' টাইটা ছেলেটার মন অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইল যাতে সে তার পায়ের নিচের শূন্যস্থান দেখতে না পায়।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে সে চোখের ঘাম মুছে উঁকি মেরে নিচে তাকাল, 'আমি নীড়টির কিনারা দেখতে পারছি।'

'কতটা দূরে?'

'কাছেই।'

'তুমি কি ওটা ধরতে পারবে?'

'চেষ্টা করব।'

নেফার সরু খাঁজের খাদের বিপরীতে পিছনে ঝুকে খাড়া মেঝের ঢালু দিয়ে ধীরে ধীরে নামতে থাকল। নিচে সে শুধু শুকনো ডালপালা দেখল যেগুলো নীড়টির চারপাশে বেরিয়ে ছিল। আরেকটু যখন সে নিচে নামল তখন তার সামনে নীড়টি ইঞ্চি ইঞ্চি করে ক্রমশ উন্মোচিত হতে লাগল। তারপর সে চিৎকার করে উঠল। তার কণ্ঠ আরো উত্তেজিত ও শক্তিশালী শোনা গেল।

'আমি পুরুষ পাখিটা দেখতে পাচ্ছি, সে এখনো বাসায়।'

'সে কি করছে?' টাইটা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল।

'গুটি সুটি মেরে আছে, মনে হয় ঘুমাচ্ছে।' নেফারের কণ্ঠ দ্বিধান্বিত। 'আমি শুধু তার পিঠ দেখছি।'

পুরুষ পাখিটা নিশ্চল, অপরিষ্কার বাসার উঁচু দিকটায় শুয়েছিল। কিন্তু এমনভাবে সে ঘুমাচ্ছে যে তার অচেতন অবস্থান সম্পর্কে নেফার বুঝতে পারল না।

বাজ পাখিটাকে এতো কাছে এবং নীড়টা স্পর্শ করার মতো সীমার মধ্যে পেয়ে উত্তেজনায় নেফার তার নিজের ভয়ের কথা ভুলে গেল।

সে আরো দ্রুত এগুল, আরো অধিক আত্মবিশ্বাস সহকারে এবং তার পায়ের নিচের খাঁজটা মসৃণ হল এবং দাঁড়ানোর মত একটা জায়গা সে পেল।

'আমি ওটার মাথা দেখতে পাচ্ছি।' তার ডানা দুটো এমনভাবে ছড়ানো যেন একটা মৃত জীব ওটা। সে পাখিটার এতো নিকটে যে হাত বাড়ালেই সে ওটাকে স্পর্শ করতে পারে, কিন্তু তবুও পাখিটার মধ্যে ভয়ের লেশ মাত্র নেই– নেফার ভাবল।

হঠাৎ তার বোধোদয় হল যে ইচ্ছে করলে ঘুমন্ত পাখিটিকেই তো সে ধরতে পারে। সে কাজটি করার জন্য নিজেকে শক্ত করে আটকালো। ধীরে ধীরে সে পাখিটির দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু পরক্ষণেই তার হাত থেমে গেল। পিছনের পালকে সে হালকা রক্তের দাগ দেখতে পেল। মসৃণ রুবি পাথরের ন্যায় উজ্জ্বল, সূর্যের আলোতে তা ঝিকিমিকি করে উঠল এবং হঠাৎ করে নেফারের পেট গুলিয়ে উঠল। নেফার বুঝল পাখিটা মৃত। হারানোর একটা হাহাকার অনুভূতি তার মাঝে ছড়িয়ে পড়ল, যেন মহা মূল্যবান কোন কিছু তার থেকে চিরতরে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হল। যা বাজ পাখিটার মৃত্যুর চাইতেও বেশি কিছু। রাজকীয় পাখিটা একটু বেশি কিছুর প্রতিনিধি; এটা প্রভু ও রাজার প্রতীক। যখন সে মৃত পাখিটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, ওটাকে মনে হল পরিবর্তিত হয়ে স্বয়ং মৃত ফারাও-এর দেহে পরিণত হল। একটা চাপা কান্না নেফারকে শুষে নিল এবং সে হাত সরিয়ে নিল।

ঠিক সময়েই সে সরে এসেছিল, কারণ তখন সাথে সাথে সে একটা শুষ্ক, তীক্ষ্ণ ও ভয়ংকর হিস্‌হিস্‌ আওয়াজ বাতাসে শুনতে পেল। বড় ও চকচকে একটা কালো কিছু, যেখানে কিছুক্ষণ আগে সে হাত রেখেছিল সেখানে চাবুকের মত পিটাচ্ছে এবং এমনভাবে আওয়াজ তুলল যে পুরো নীড়টা নড়তে লাগল। পাহাড়ের খাঁজের মধ্যে যতোটা সম্ভব পিছনে সরে নেফার গুটি সুটি মেরে রইল এবং ভূতুড়ে জন্তুটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তার চোখ তীক্ষ্ণ ও বড় হয়ে গেল এবং দুঃস্বপ্নের মতো সময় অতিবাহিত হল। সে মৃত পাখিটার পাশে বাচ্চা দুটোর মৃত দেহও দেখল যাদের দেহ পেঁচিয়ে রয়েছে একটা কালো কোবরা। সাপটা মাথা তুলল। ওটার ফনাটা কালো-সাদা দাগ কাটা।

চিকন পাতলা ঠোঁটের মাঝ দিয়ে পাতলা দ্বি-খন্ডিত জিহ্বাটা একবার বের করছে আবার ভেতরে ঢুকাচ্ছে। চোখ দুটো অসীম কালো এবং প্রতিটি চোখে আলোর প্রতিফল দেখা যাচ্ছে যা দিয়ে ওটা নেফারের দিকে নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

নেফার চিৎকার করে টাইটাকে সর্তক করতে চাইল কিন্তু তার গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হল না। কোবরাটার ভয়ংকর সম্মোহিত দৃষ্টি থেকে নেফার তার চোখ সরাতে পারল না। সাপটা তার মাথা আলতো ভাবে ঘোরাতে লাগল, সেই সাথে তার ভারি দেহের ধাক্কায় নীড়টা যার মধ্যে ওটা পাকিয়ে আছে কেঁপে উঠল। কোবরার দেহটা মসৃণ অলংকারের মতো। প্রতিটি কুন্ডলী নেফারের বাহুর সমান পুরু এবং ওটা একসময় কুন্ডলীর উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

মাথাটা পিছনে হেলে মুখ হা করল এবং নেফার তার মুখ গহ্বরের বিবর্ণ লাইন পর্যন্ত দেখতে পেল। সে স্বচ্ছ বিষ দাঁতগুলোকে ওটার দু'পাশের খোল থেকে বের হতে দেখল : প্রতিটি দাঁতের আগায় বর্ণহীন বিষের ফোঁটা। সাপটার ভয়ংকর মাথা নেফারের চেহারার দিকে তেড়ে এল।

নেফার চিৎকার করে উঠল এবং এক পাশে সরে গেল, ফলে সে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। যদিও টাইটা যে কোন হঠাৎ টানের জন্যে প্রস্তুত ছিল, তবুও যখন নেফারের ওজন দড়ির ওপর পড়ল তখন সে প্রায় দড়ির ওপর ঝুকে পড়ল। ঘোড়ার চুলের রশির একটা কুন্ডলী তার হাত থেকে মাংস ছিড়ে পিছলে গেল, তবুও সে শক্ত করে ধরে রাখল। নিচে বালকটির চিৎকার সে শুনতে পেল এবং অনুভব করল দড়ির অপর প্রান্তে সে দোল খাচ্ছে।

নেফার পর্বতের খাঁজ থেকে সোজা পাখির নীড় বরাবর দোলাতে লাগল। কোবরাটা আবার আক্রমণের জন্য ছুটে এল। এটার দৃষ্টি বালকটির উপর নির্দিষ্ট করা এবং তাকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত। একই সাথে সাপটা মুখ দিয়ে হিস্ হিস্ শব্দ করছে। নেফার আবার চিৎকার করল এবং যখন কোবরাটার দিকে সে উড়ে গেল তখন সাপটাকে ভয়ংকর এক লাথি মারল সে। টাইটা তার চিৎকারের ভয়টা অনুভব করল। সে সজোরে দড়ি উপরে টানল এবং যতোক্ষণ তার বৃদ্ধ মাংসপেশিতে কুলাল সে তা টানতেই থাকল।

তার আয়ত্তের মধ্যে আসা মাত্রই কোবরাটা নেফারের চোখের বরাবর ছোবল মারল। কিন্তু ততোক্ষণে টাইটা নেফারকে রশির অন্য প্রান্ত ধরে টেনে তুলেছে। সাপটির উন্মুক্ত চোয়াল নেফারের কানের এক আঙুল দূর দিয়ে চলে গেল এবং তারপর রথের চাবুকের ন্যায় সাপটির ভারি দেহ তার কাঁধের উপরে দিয়ে এগিয়ে এল। নেফার চিৎকার দিল, জানত সে মারাত্মক কামড় খেতে যাচ্ছে।

আবার যখন সে খাদের উপর ঝুলল তখন সে তার কাঁধের উপরে যেখানে সাপটি ছোবল মেরেছে সে স্থানে এক নজর তাকাল এবং দেখল মলিন হলুদ বর্ণের বিষ তার স্যাডল ব্যাগের উপর ছড়িয়ে আছে। বিপদজনক ভাবে সে ব্যাগটা খুলে আনল এবং আবারো যখন সে যেখানে কোবরটা বিপদজনক ভাবে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে দুলে গেল তখন সে ব্যাগটাকে ঢাল রূপে ব্যবহার করল।

যে মুহূর্তে সে ওটার আয়ত্তের মধ্যে গেল কোবরাটা আবার ছোবল মারল কিন্তু নেফার এবার স্যাডল ব্যাগ দিয়ে ছোবল থেকে নিজেকে রক্ষা করল। একটা দাঁত ব্যাগের মধ্যে ঢেবে গেল। ফলে যখন নেফার পিছিয়ে এল তখন আটকে থাকা সাপটিও তার সাথে নীড় থেকে বেড়িয়ে এলো। এটা নেফারের পা জড়িয়ে ধরতে চাইল। ভারি লেজটা তাকে ধরতে গেল এবং ভয়ংকরভাবে হিস্হিস্ শব্দ করতে লাগল। খোলা মুখ থেকে বিষের মেঘ স্যাডেল ব্যাগ বেয়ে পড়ল। এর দেহ এতো ভারি যে এর ভারে নেফার ভয়ংকর ভাবে কাঁপতে লাগল।

প্রায় কোন কিছু না ভেবেই নেফার ব্যাগটা খাদে ছুড়ে মারল। ব্যাগটা শুদ্ধ সাপটা এক সাথে শূন্যে পড়ে গেল। তখনও সাপটার দাঁত ব্যাগে গেঁথে ছিল আর হিস্হিস্ করছিল। খাদের নিচে তা হারিয়ে যেতেই ধীরে ধীরে তার হিস্হিস্ আওয়াজও ক্ষীণ হয়ে এল। মনে হল যেন এক অনন্ত পতন। অবশেষে নিচে পাথরের উপর পতনের শব্দ সে শুনল। এ পতনের আঘাতে সাপটি মরল কিনা বুঝা

গেল না তবে পাথরে বাড়ি খেয়ে একটা কালো বলের ন্যায় লাফিয়ে উঠে ওটা পাথরের নিচে হারিয়ে গেল এবং নেফারের দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল।

মেঘের ভীত গর্জনের মতো টাইটার কণ্ঠ তার কানে পৌছাল। কষ্টে ও চিন্তায় তার কণ্ঠ রুক্ষ শোনাল। 'আমার সাথে কথা বল। আমাকে কি শুনতে পাচ্ছ?'

'আমি এখানে, টাইটা', নেফারের কণ্ঠ দুর্বল এবং কাঁপছিল।

'আমি তোমাকে উপরে টেনে তুলছি।'

ধীরে ধীরে, একটু একটু করে সে নেফারকে টেনে তুলল। এমনকি এই দুঃসময়েও নেফার বৃদ্ধ লোকটির শক্তির প্রশংসা না করে পারল না। যখন পাথর তার হাতের নাগালের মধ্যে এল, সে রশি থেকে ভর কমিয়ে দ্রুত বেয়ে উঠতে লাগল। অবশেষে সে টাইটাকে দেখতে পেল, স্বস্তি নিয়ে বৃদ্ধটি পর্বতের চূড়া থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে, অনেকটা জ্ঞানী, স্ফিংস-এর মতো করে।

শেষ টানে নেফার উপরে উঠে এল এবং বৃদ্ধ লোকটির বাহুতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সেখানে শুয়ে সে হুস-হুস করে দম নিতে লাগল। ঠিকভাবে কথা বলতে পারল না। টাইটা তাকে জড়িয়ে ধরে রাখল। সে নিজেও আবেগে ও পরিশ্রান্তিতে কাঁপছিল। ধীরে ধীরে তারা শান্ত হল এবং পুনরায় তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হল। টাইটা নেফারের দিকে পানির থলে এগিয়ে ধরল। তা থেকে সে পানি নিল, গিলল এবং আবার নিল। তারপর সে টাইটার মুখের দিকে এমন করুণভাবে তাকাল যে টাইটা তাকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে নিল।

'এটা ভয়ংকর।' নেফারের শব্দগুলো অল্পই বোঝা গেল। 'ওটা নীড়ের মধ্যে ছিল। ওটা বাজ পাখিগুলোকে মেরে ফেলেছে, সবগুলোকে ওহ্, ঈশ্বর! টাইটা, ওটা ভয়ানক।'

'ওটা কি ছিল, নেফার?' টাইটা শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল।

'ওটা আমার গড বার্ড মেরে ফেলেছে।'

'আরাম করে বসো। আরো একটু পানি খাও।' সে তাকে পানির থলেটা আবার দিল।

নেফার আবার পানি খেল এবং তাড়াহুড়োয় সে ভীমড়ি খেল। তারপর কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়ে বলল। 'ওটা আমাকেও খুন করতে চেয়েছিল। খুব বড় ও খুব কালো।'

'ওটা কি ছিল, বালক? স্পষ্ট করে আমাকে বল।'

'একটা কোবরা, একটা বড় কোবরা, পাখির নীড়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। এটা বাচ্চাগুলোকে কামড়ে হত্যা করেছে এবং সে সাথে পুরুষ পাখিটাকেও। যেই আমাকে দেখল আমাকে মারতে এল। আমি কল্পনায়ও কখনো ভাবি নি যে একটা কোবরা এতো বড় হতে পারে।'

'তোমাকে কি কামড় দিয়েছে?' টাইটা ভয়ে জানতে চাইল এবং টেনে নেফারকে তার পায়ের উপর দাঁড় করাল পরীক্ষা করার জন্যে।

'না, টাইটা, আমি ব্যাগটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছি। ওটা আমাকে ছুতে পারেনি।' নেফার প্রতিবাদ করল, কিন্তু টাইটা তার স্কার্ট খুলে ফেলল এবং নগ্ন করে দাড় করিয়ে সারা শরীরের আঘাতের চিহ্ন খুঁজল। তার আঙুলের একটা গাঁট এবং উভয় হাঁটু একটু কেটে গিয়েছে। এর বাহিরে তার শক্ত তরুণ দেহে শুধুমাত্র ফারও বিশেষ চিহ্ন অঙ্কিত যা ভিতরের উরুর মধ্যে আঁকা তা দেখতে পেল। টাইটা নিজে এই নকশা এঁকেছে। এটা একটা ক্ষুদ্র শিল্প-কর্ম যা চিরদিন নেফারের দ্বৈত মুকুটের দাবির প্রমাণ বহন করে।

'ঐ প্রভুকে ধন্যবাদ যে তোমাকে রক্ষা করেছে।' টাইটা বিড়বিড় করে বলল। 'এই কোবরার মাধ্যমে হুরাস তোমাকে বিপদের সংকেত পাঠিয়েছেন।' তার মুখটা গম্ভীর দেখাল ও তাতে দুঃখের ছায়া স্পষ্ট। 'ওটা কোন সাধারণ সাপ নয়।'

'হ্যাঁ, টাইটা, আমি এটাকে কাছ থেকে দেখেছি। বৃহৎ কিন্তু এটা একটা সত্যিকারের সাপ।'

'কিন্তু কি করে ওটা পাখির নীড়টায় পৌঁছল? কোবরা তো আর উড়তে পারে না, এবং খাঁজে উঠার আর কোন রাস্তা নেই।'

নেফার অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। 'এটা আমার গড বার্ড হত্যা করেছে।' সে জোরে বলল। 'এবং রাজকীয় পুরুষ বাজ পাখিটাও মেরে ফেলেছে যা ফারাও এর প্রতিমূর্তি।' টাইটা গম্ভীরভাবে সম্মত হল, এখন তার চোখে দুঃখের ছায়া। 'এখানে কোন রহস্য লুকায়িত। আমি আমার স্বপ্নে তাদের ছায়া দেখেছি। কিন্তু তোমার সাথে আজ যা ঘটল তা দ্বারা আরো নিশ্চিত হলাম। ব্যাপারটা স্বাভাবিক ঘটনার বাইরে।'

'আমাকে খুলে বলো, টাইটা।' নেফার জোর করল।

টাইটা তার স্কার্ট ফিরিয়ে দিল। 'প্রথমে আমাদের এখান থেকে নামতে হবে এবং যে বিপদ আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে তার থেকে দূরে সরে যেতে হবে।'

সে এক মুহূর্ত থামল এবং আকাশের দিকে চিন্তিত ভাবে তাকাল। তারপর চোখ নামিয়ে নেফারের মুখের দিকে তাকাল। 'তোমার জামাটা পড়ে নাও।' এটুকুই শুধু সে বলল।

সে তৈরি হতেই টাইটা তাকে চূড়ার অন্য পাশে নিয়ে গেল এবং দ্রুত নামতে লাগল। এবার তাদের পথ জানা ছিল এবং টাইটা বারবার তাড়াতাড়ি নামতে তাগিদ দিল। ঘোড়াগুলো সেখানেই আছে যেখানে তারা রেখে গিয়ে ছিল। কিন্তু ঘোরায় চড়ার পূর্বে নেফার বলল, 'কোবরাটা যেখানে পড়েছে সে জায়টা এখান থেকে দূরে নয়।' সে হাত দিয়ে পর্বতের খাজের উপরে যেখানটায় নীড়টা এখনো রয়েছে তার নিচের জায়গাটা দেখাল। 'চল আমরা মৃত দেহটা খুঁজে দেখি। হয়তো আমরা ওটার কোন অংশ পেতে পারি যার উপর তুমি কাজ করে ওটার ক্ষমতা ধ্বংস করতে পারবে।'

'তা হবে মূল্যবান সময়ের অপচয়। কোন মৃত দেহ নেই।' টাইটা তার মাদি ঘোড়ার পিঠে চড়ল। 'চলো, নেফার। কোবরাটা ছায়াময় সেই জায়গায় ফিরে গেছে যেখান থেকে ওটা এসেছিল।'

'কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয়ে নেফার কেঁপে উঠল এবং দ্রুত ঘোড়ার পিঠে চড়ল।'

তারা উপরের ঢাল পেরিয়ে এগিয়ে গেল এবং পূর্বের ভাঙা ছোট পাহাড়ের পাদদেশে যাবার পূর্ব পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলল না। নেফার জানে টাইটা যখন এমন শূন্যের মুহূর্তে থাকে তখন তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করা বৃথা। সে তার ঘোড়াটা টাইটার পাশে নিয়ে গেল এবং সম্মানের সাথে নির্দেশ করল। 'টাইটা এটা তো গেবেল নাগারে যাওয়ার রাস্তা নয়।'

'আমরা যেখানে ফিরে যাচ্ছি না।'

'কেননা?'

'বেদুঈনরা জানে আমরা সেখানে বসন্তে ছিলাম। তারা তাদের তা বলবে যারা আমাদের খুঁজছে।' টাইটা ব্যাখ্যা করল।

নেফার হতভম্ব হয়ে গেল। 'কারা আমাদের খুঁজছে?'

টাইটা তার মাথা ঘুরাল এবং এমন করুণ দৃষ্টিতে বালকটির দিকে চাইল যে সে চুপ হয়ে গেল। 'আমি তোমাকে সব বলব। আগে আমরা এই অভিশপ্ত পর্বত থেকে বেড়িয়ে একটা নিরাপদ স্থানে যাই তারপর।'

টাইটা পাহাড়ের চূড়াগুলো এড়িয়ে গেল যেন দূর থেকে আকাশ সীমায় তাদের ছায়ামূর্তির কারো চোখে ধরা না পড়ে এবং উপত্যকা ও গিরিখাদের মধ্য দিকে একটা পথ ধরে এগিয়ে চলল। সে সব সময় পূর্বদিক বরাবর এগুতে থাকল, মিশর ও নীল নদ থেকে দূরে সাগরের দিকে।

তাদের লাগাম টানার আগেই সূর্য অস্ত গেল এবং সে বলল, 'প্রধান বহরটা ঠিক পরবর্তী পাহাড়ের সারির পরেই রয়েছে। আমাদের অবশ্যই এটা পার হতে হবে, কিন্তু শত্রুরা হয়তো সেখানে আমাদের খুঁজছে।'

একটা লুকানো ওয়াদির মধ্যে তারা ঘোড়াগুলোকে বাঁধল এবং যথেষ্ট পরিমাণ ঘাস তাদের জন্যে রেখে গেল। তারপর তারা সাবধানে পাহাড়ের চূড়ায় উঠল এবং একটা আড়াল খুঁজে পেল যা ছিল রক্তাক্ত বর্ণের এক সারি কোমল শিলার পিছন দিক এবং সেখান থেকে নিচের রাস্তার গাড়ির বহর তারা দেখতে পারবে।

'অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানে থাকব,' টাইটা ব্যাখ্যা করল। 'তারপর পার হব।'

'আমি বুঝতে পারছিনা তুমি কি করছ, টাটা। আমরা কেন পূর্ব দিকে যাচ্ছি? আমরা কেন থেবসে ফিরছি না, এবং আমার পিতার ফারাও-এর নিরাপত্তায়?'

টাইটা একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং চোখ বন্ধ করল। আমি কিভাবে তাকে বলি? আমি আর বেশিক্ষণ এটা লুকিয়ে রাখতে পারব না। এখনও সে একটা বাচ্চা এবং আমাকে তাকে রক্ষা করতে হবে।

নেফার যেন তার ভাবনা পাঠ করতে পারল। সে তার হাত টাইটার বাহুতে রাখল এবং শান্তস্বরে বলল, 'আজ পর্বতের উপর আমি প্রমাণ দিয়েছি যে আমি একজন যুবক পুরুষ। আমাকে প্রাপ্ত বয়স্ক মনে কর।'

টাইটা মাথা নাড়ল। 'প্রকৃতই, তুমি তা করেছ।' পুনরায় কিছু বলার পূর্বে সে একবার নিচের রাস্তার দিকে আরেকবার তাকাল এবং তৎক্ষণাৎ তার মাথা নামাল, 'কিছু আসছে!' সে সতর্ক করল।

শিলার পিছনে নেফার নিজেকে দেয়ালের সাথে সেঁটে দিল এবং দেখল ধুলার সারি দ্রুত পশ্চিম দিক থেকে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। এরই মধ্যে পুরো উপত্যকায় গভীর ছায়া নেমে এসেছে এবং আকাশ সূর্যাস্তের সোনালি স্রোতে ভেসে যাাচ্ছে।

'তারা দ্রুত আসছে। মনে হচ্ছে কোন বণিক দল নয়, যুদ্ধ রথের সারি।' নেফার বলল। 'হ্যাঁ, আমি তাদের এখন দেখতে পারছি।' তার তরুণ উজ্জ্বল চোখগুলো প্রথম রথটা দেখল যার জোড়া ঘোড়াগুলো উঁচু বাহনে বসা রথীকে নিয়ে দুলকি চালে চলছে। 'তারা হিকস্ নয়।' সে বলল। আরো কাছে এলে তা স্পষ্ট হল, 'এগুলো তো আমাদের। দশটা রথের একটা বহর। হ্যাঁ! প্রথম রথের পতাকা দেখো। ফেট গার্ডের একটা দল। আমরা নিরাপদ। টাইটা!'

নেফার পায়ের উপর দাঁড়াল এবং দুই হাত মাথার উপর উঠিয়ে নাড়তে লাগল। 'এখানে!' সে চেঁচাল। 'এখানে, নীলেরা। এখানে আমি। আমি প্রিন্স নেফার।'

টাইটা তার হাড্ডিসার হাতটা উঠিয়ে ভয়ংকর ভাবে টান দিয়ে তাকে বসিয়ে দিল। 'বসে পড়ো, বোকা কোথাকার। তারা কোবরার দাস।'

সে তীরের দিকে আর এক ঝলক তাকাল এবং দেখল যে আগের রথ ঠিকই তাদের দেখতে পেয়েছে কারণ ওটার রথ চালক জোড়া ঘোড়াগুলো পিটিয়ে তাদের দিয়ে ঘুরিয়ে দিল।

'এসো!' সে নেফারকে বলল। 'দ্রুত! তারা যেন আমাদের ধরতে না পারে।'

বালকটিকে টেনে সে অপর প্রান্তে নিয়ে এল এবং ঢাল বেয়ে নিচে নামতে লাগল। প্রথম দিকে নেফার নারাজ থাকলেও, পরে সে টাইটার সাথে দ্রুত চলল। সে নিজের ইচ্ছায় দৌড়াতে শুরু করল, পাথরের পর পাথরে লাফ দিতে লাগল, তবুও বৃদ্ধ লোকটির নাগাল ধরতে পারল না। টাইটার হাড্ডিসার সরু পাগুলো যেন উড়ে চলছিল এবং তার পিছনের রূপালি চুল ঝর্ণার ন্যায় ঢেউ খেলে দুলতে লাগল। সর্বাগ্রে সে ঘোড়ার নিকট পৌঁছে এক লাফে নিজের মাদী ঘোড়াটার উপর চেপে বসল।

'আমি বুঝতে পারছি না কেন আমরা আমাদের নিজেদের লোকজন থেকে দূরে ভাগছি।' নেফার হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল। 'কি হচ্ছে, টাটা?'

'আগে ঘোড়ায় চাপো। এখন কথা বলার সময় নেই। আমাদের আগে এখান থেকে সরে যেতে হবে।'

তারা ওয়াদির মুখ দিয়ে বেড়িয়ে যখন খোলা স্থানে এল, নেফার তার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকাল। প্রথম রথটা পবর্তের উঁচু স্থান পেরিয়ে দ্রুত আসছে এবং চালক জোড়ে চিৎকার করছে। কিন্তু দূরত্ব ও চাকার আওয়াজে তার কণ্ঠ চাপা পড়ল।

টাইটা সামনে থেকে একটা ভাঙা আগ্নেয় পাথরের মধ্য দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলল যেখান দিয়ে কোথ রথের পক্ষে এগুনো সম্ভব নয়। ঘোড়াগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লম্বা পা ফেলে দ্রুত চলতে লাগল।

'যদি আমারা পাথরের মধ্যে থাকি তাহলে রাতের মধ্যেই আমরা তাদের হারাবো। দিনের আর অল্প আলোই বাকি আছে।' টাইটা সূর্যের শেষ রশ্মির দিকে তাকাল যা ইতোমধ্যে পশ্চিমের পাহাড়ের পিছনে ডুব দিয়েছে।

'সবসময় একজন ঘোড়া চালক একটাই রথ চালায়।' নেফার বলল আত্ম বিশ্বাসের সাথে, যা সে প্রকৃতপক্ষে অনুভব করে না। কিন্তু যখন সে তার কাঁধের উপর দিয়ে আবার পিছনে তাকাল সে দেখল তা সত্যি। তারা রথগুলো থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

নেফার ও টাইটা ভগ্ন প্রান্তরটায় পৌঁছানোর পূর্বে রথগুলো এতো পিছনে পড়ে গেল নিজেদের ধুলো আর সন্ধ্যার নীলে তাদের আর ঠিকমতো দেখা গেল না।

পাথরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ঘোড়াগুলোকে তারা সতর্কতার সাথে চালাতে বাধ্য হল। কিন্তু পদক্ষেপ এতো বিপদ সংকুল এবং আলো এতো কম যে তাদের হাঁটতে হল। আলোর শেষ ঝলকে টাইটা পিছন তাকাল এবং দেখল জঘন্য রাস্তার প্রান্তে অগ্রবর্তী রথের গাঢ় মূর্তি দাঁড়িয়ে। সে চালকের কণ্ঠ চিনতে পারল। লোকটি তার উদ্দেশ্যে চেঁচাচ্ছিল, শব্দগুলো ক্ষীণ শোনাল।

'প্রিন্স নেফার, কেন পালিয়ে যাচ্ছেন? আমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। আমরা ফেট গার্ড। আপনাকে থেবস্-এ নিতে যেতে এসেছি।'

নেফার তার মাথা ঘুরাল। 'ওটা হিলটো। আমি তার কণ্ঠ ভালো করে চিনি। সে একজন ভালো মানুষ। সে আমার নাম ধরে ডাকছে।'

হিলটো একজন বিখ্যাত যোদ্ধা। সে ভেলোর এর স্বর্ণের ব্যাজ পরিধান করে। কিন্তু টাইটা নেফারকে কাঠোর ভাবে সামনে চলতে বলল, 'প্রতারিত হয়ো না। কাউকে বিশ্বাস করো না।'

বাধ্য হয়ে নেফার ভাঙা পাথরের জঙ্গল দিয়ে চলল। তাদের পিছনের ক্ষীণ চিৎকার আরো ক্ষীণ হয়ে গেল এবং ধীরে মরুভূমির ন্যায় অসীম শান্ত হয়ে গেল। বেশি দূর যাওয়ার পূর্বেই অন্ধকার তাদের ঘোড়া থেকে নামতে বাধ্য করল এবং বন্ধুর পথটা দিয়ে তাদের হাঁটতে হল। এখানে মোড়গুলো সরু হয়ে গেছে এবং পাথরের কালো পিলারগুলো অসতর্কভাবে চলমান ঘোড়াকে পঙ্গু অথবা রথের

চাকাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারে যদি রথগুলো তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করে! অবশেষে ঘোড়াকে বিশ্রাম ও পানি পান করাতে তাদের থামতে হল। খুব কাছাকাছি তারা বসল। ছুরি দিয়ে টাইটা রুটি ভাগ করল এবং কড়মড় করে তা চিবাতে চিবাতে নিরবে তারা কথা বলল।

'তোমার উদ্দেশ্যটা আমাকে বল, টাটা। তুমি আসলে কি দেখেছো যখন তুমি আমান রা-এর ধাঁধা অনুশীলন করেছিলে।'

'আমি তোমাকে বলেছি। তারা বোধগম্য ছিল না।'

'আমি জানি তা সত্য নয়।' নেফার তার মাথা নাড়ল। 'তুমি আমার কাছ থেকে লুকানোর জন্যে তা বলেছ।' রাতের ঠাণ্ডায় এবং বিপদের অনুভূতি যা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী যা সে পাখির বাসায় অনুভব করেছ তা ভেবে সে কেঁপে উঠল। 'তুমি ভয়ানক কিছু দেখেছ। আমি জানি তুমি কিছু একটা দেখেছো। আর ঐ কারণে আমরা এখন পালাচ্ছি। আমাকে তোমার স্বপ্ন সম্পর্কে সব বলতে হবে। আমাকে বুঝতে হবে আমাদের কি ঘটছে।'

'হ্যাঁ তুমি ঠিক।' টাইটা শেষ পর্যন্ত রাজি হল। 'তোমার সময় হয়েছে জানার। সে তার একটা সরু হাত বের কল এবং নেফারকে তার চাদরের নিচে আরো কাছে টেনে নিল। বালকটি বৃদ্ধ লোকটির কংকালসার শরীরের উ'তায় অবাক হল। টাইটা তার সব চিন্তা একত্রিত করল এবং তারপর কথা বলল।

'আমার স্বপ্নে আমি একটা বড় বৃক্ষকে চিরমাতা নীলের কিনারে বড় হতে দেখলাম। আরো দেখলাম অনেক বড় গাছ এবং তাতে নীল রঙের ফুল ফুটেছে অনেকটা সুন্মুল এর মতন এবং এর উপরে উচ্চ ও নিম্ন রাজ্যের দ্বৈত মুকুট ঝুলে ছিল। এর ছায়ায় মিশরের সব লোক : পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা, বৃদ্ধ, ব্যবসায়ী, কৃষক, যাজক ও যোদ্ধারা ছিল। বৃক্ষটি সবাইকে রক্ষা করছে এবং তারা অনেক উন্নতি করছে এবং তারা সন্তুষ্ট ছিল।'

'এটাতো একটা ভালো স্বপ্ন', নেফার আন্তরিকভাবে অনুবাদ করল, যেভাবে টাইটা তাকে শিক্ষা দিয়েছে। 'গাছটা অবশ্যই ফারাও, আমার পিতা। ট্যামোস হাউজের রং নীল এবং আমার পিতা দ্বৈত মুকুট ধারণ করেন।'

'এই অর্থ যা আমিও পাই।'

'তারপর তুমি কি দেখলে, টাটা?'

'নীলের ঘোলা পানিতে আমি একটা সাপ দেখলাম যা গাছটার দিকে সাঁতরে এগোচ্ছে। সাপটা আকৃতিতে অনেক বড়।'

'একটা কোবরা?' নেফার অনুমান করল এবং তার কণ্ঠ ক্ষীণ ও ভয়ার্ত শোনাল।

'হ্যাঁ', টাইটা সম্মতি সূচক উত্তর দিল, 'এটা খুব বড় কোবরা। ওটা পানি থেকে বেরিয়ে গাছের উপরে উঠল এবং গাছের গুড়ি ও শাখা-প্রশাখায় নিজেকে পেঁচিয়ে

নিল যতোক্ষণ না এটাকে গাছের অংশ মনে হল। নিজেকে গাছটির সাথে মানিয়ে নিল এবং শক্তি নিল।'

'আমি তা বুঝলাম না,' নেফার ফিস্‌ফিস্ করে বলল।

'তারপর কোবরাটা গাছের সবচেয়ে উপরের ডালে আসন নিল এবং ফণা তুলে সব ঢেকে দিল।'

'হায় হুরাস!' নেফার থরথর করে কেঁপে উঠল। 'ওটা কি সেই সাপ যা আমাকে কামড়াতে চেয়েছিল, তোমার কি মনে হয়?' সে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না। দ্রুত আবার জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কি দেখেছ, টাটা?'

'আমি দেখলাম গাছটা ক্রমশ শুকিয়ে গেল, পড়ে গেল এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তারপর দেখলাম কোবরাটা এখন বিজয়ের সাথে সিংহাসনে বসে আছে। তার চোখে এখনও শয়তানি এবং সে একটা দ্বৈত মুকুট পরিধান করে আছে। মৃত গাছটা সবুজ অংকুর ছড়াল কিন্তু যখনই তারা বের হল সাপটা তাদের ছোবল মারতে লাগল। এবং তার বিষে তারা মারা গেল।'

নেফার নীরব হয়ে গেল। যদিও অর্থটা পরিষ্কার ছিল কিন্তু সে তা ব্যাখ্যা করতে পারল না। 'গাছটির সবগুলো সবুজ অংকুরই কি ধ্বংস হয়ে গেল?' সে জিজ্ঞেস করল।

'শুধু একটা বাদে যেটি মাটির শূন্যে গোপনে বেড়ে উঠল যতোক্ষণ না এটা শক্তিশালী হল। তারপর ওটা দক্ষতার সাথে প্রস্ফুটিত হল এবং কোবরার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হল। যদিও কোবরাটা তার সব বিষ ও শক্তি দিয়ে আঘাত করল তবুও এটা বেঁচে রইল এবং নিজের মতো একটা জীবন পেল।'

'এই যুদ্ধের শেষ কি, টাটা? তাদের কে জিতল? তাদের কে দ্বৈত মুকুট অবশেষে পড়েছিল?'

'আমি যুদ্ধের শেষটা দেখতে পাই নি কারণ যুদ্ধের ধুয়া ও ধুলায় ওটা ঢাকা ছিল।'

দীর্ঘক্ষণ নেফারকে চুপ থাকতে দেখে টাইটা ভাবল সে ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু যখন বালকটি কাঁপতে লাগল বুঝল সে কাঁদছে। শেষে নেফার অনেক নিশ্চয়তা ও শেষ সীমা নিয়ে বলল। 'ফারাও মৃত। আমার পিতা মৃত। এটাই তোমার স্বপ্নের অর্থ। বিষে আক্রান্ত গাছটা ফারাও। পাখির নীড়টারও অর্থ কি একই নয়? মৃত পুরুষ বাজটা ফারাও। আমার পিতা মৃত, কোবরাটা তাকে হত্যা করেছে।'

টাইটা তাকে কোন উত্তর দিতে পারল না। যা সে করল তা হল নেফারের কাঁধে তার হাতের জোড় বাড়াল এবং তাকে শক্তি ও শান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল।

'আমি কি গাছটির সবুজ অংকুর?' নেফার বলে গেল। 'তুমি তা দেখেছ। তুমি জান যে কোবরাটা আমাকে ধ্বংস করার জন্য অপেক্ষা করছে যেমনটা সে আমার বাবাকে করেছে। তাই তুমি আমাকে সৈন্যদের সাথে থেবসে যেতে দাও নি। তুমি জান কোবরাটা আমার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করছে।'

'তুমি ঠিক নেফার। আমরা ততোক্ষণ থেবস্ ফিরতে পারব না যতোক্ষণ না তুমি নিজেকে রক্ষা করার মত শক্তিশালী হও। আমাদের এই মিশর থেকে চলে যেতে হবে। পূর্বে অনেক জায়গা ও ক্ষমতাবান রাজা আছে। আমার উদ্দেশ্য তাদের কাছে যাওয়া এবং তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া। তাদের সহায়তায় কোবরাটাকে ধ্বংস করতে হবে।'

'কিন্তু কে এই কোবরা? তুমি কি তোমার স্বপ্নে তার চেহারা দেখেছ?'

'আমরা জানি সে তোমার বাবার সিংহাসনের নিকটে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ স্বপ্নের মধ্যে ওটা গাছটাকে জড়িয়ে ছিল এবং তাকে সমর্থন দিচ্ছিল।' সে একমুহূর্ত থামল এবং তারপর যেন সিদ্ধান্ত নিল এমনভাবে বলল। 'ঐ কোবরাটার নাম নাজা।'

নেফার তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। 'নাজা!' সে ফিসফিসিয়ে বলল। 'নাজা! এখন আমি বুঝতে পারছি কেন আমরা থেবস্ ফিরে যাই নি।' এক মুহূর্তের জন্যে সে থামল, তারপর বলল, 'পূর্বের রাজ্যে ঘুরে আমরা দুজন সমাজ ছাড়া, ভিক্ষুক হয়ে যাব।'

'স্বপ্ন দেখিয়েছে যে তুমি শক্তিশালী হবে। আমাদের অবশ্যই আমন-রা-এর ধাঁধার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।'

বাবার মৃত্যু-শোকের পরও অবশেষে নেফার ঘুমাল, কিন্তু ভোর হবার আগে অন্ধকার থাকতেই টাইটা তাকে জাগাল।

তারা আবার ঘোড়ায় চড়ল এবং পূর্ব দিকে চলল যতোক্ষণ না খারাপ ভূমিটা অনেক পিছনে পড়ল এবং নেফার ভোরের বাতাসে সমুদ্রের লোনা গন্ধ পেল।

'জেদ এর বন্দরে আমরা একটা জাহাজ জোগাড় করে হুরিয়ান পার হব।' টাইটার মনে হল তার মনের কথাটাই সে পড়ল। 'ব্যাবিলিয়নের ও অ্যাশিরিয়ার রাজা সারগন এবং যে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস-এর মধ্যবর্তী বিশাল রাজ্যসমূহের রাজাও, তোমার পিতার প্রিয়ভাজন। সে হিকস্ ও আমাদের অন্য সব শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য প্রদানে তোমার পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি মনে করি সে তার ওয়াদা রাখবে কারণ সে একজন সম্মানি ব্যক্তি। আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করব যে সে আমাদের গ্রহণ করবে এবং সংযুক্ত মিশরের সিংহাসন অধিকারে সে তোমাকে সাহায্য করবে।'

তাদের সম্মুখে সূর্যটা জ্বলন্ত চুল্লির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত এবং তারা যখন পরবর্তী চূড়াটা অতিক্রম করল দেখল নিচে সমুদ্রটা সদ্য গড়া ব্রোঞ্জের যুদ্ধ ঢালের ন্যায় জ্বলজ্বল করছে। টাইটা দূরত্বটা পরিমাপ করল। 'আমরা আজ বিকেলের সূর্যাস্তের পূর্বেই উপকূলে পৌঁছে যাব।' তারপর সে চোখ সরু করে পিছনের দিকে তাকাল। নাক দিকে সে একটা বিতৃষ্ণ শব্দ তুলল এবং দেখল একটা নয় চারটি হলুদ ধুলার পুচ্ছ ভূমির উপর তাদের পিছু আসছে।

'হিলটো, আবার', সে বিরক্ত হল। সে ঘোড়া থেকে নামল এবং একটা উঁচু জায়গা খুঁজে নিল দেখার জন্যে, 'রাতে নিশ্চয়ই সে পাথুরে জায়গাটা ঘুরে এসেছে। এখন সে আমাদের চাকার দাগ খোঁজার জন্যে রথগুলোকে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে দিয়েছে। আমরা যে পূর্ব দিকে যাচ্ছি এটা তাকে বলে দেয়ার জন্য কোন কালো যাদুকরের দরকার নেই।'

দ্রুত সে লুকানোর জন্যে চারপাশে তাকাল। যদিও পাথুরে এ জায়গাটা লুকানোর জন্য যথেষ্ট নয় তবু সে একটা স্থান খুঁজে নিল যেখানে তারা চলে আসলে লুকাতে পারে। 'নেমে এসো', সে নেফারকে আদেশ করল। 'আমাদের যতোটা সম্ভব মাথা নিচু করে রাখতে হবে এবং যাতে তারা আমাদের চিহ্নিত না করতে পারে সে জন্যে কোন ধুলা উড়ানো যাবে না।' সে মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল কেন সে রাতে তাদের দাগগুলো মুছে দেবার ব্যাপারে সতর্ক ছিল না। আর তাই এখন যখন তারা লুকানোর স্থানের দিকে যাচ্ছে তখন যতোটা সম্ভব নরম মাটি এড়িয়ে যাচ্ছে এবং শক্ত পাথরের উপর দিয়ে এগোচ্ছে যাতে কোন দাগ না পড়ে। তারা লুকানোর জায়গায় পৌঁছে দেখল জায়গাটা ঘোড়া লুকানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

চিন্তিত নেফার পিছনে তাকাল। তাদের পিছনে সবচাইতে কাছের রথটা মাত্র আধক্রোশ দূরে এবং খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। বাকিগুলো অর্ধ বৃত্তাকারে ছড়িয়ে আছে।

'এখানে লুকানোর কোন জায়গা নেই আর পালানোর জন্যেও যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। তারা আমাদের ঘিরে ফেলেছে।' টাইটা তার মাদি ঘোড়াটার পিঠ থেকে পিছলে নামল, নরম সুরে জন্তুটার সাথে কথা বলতে লাগল এবং নিচু হতে তার সামনের পাগুলো আদরে আদরে স্পর্শ করল। মাদিটা পা দাপালো এবং নাক দিয়ে আওয়াজ করল। কিন্তু টাইটা জোর করতেই ওটা অনীহা সত্ত্বেও নিচু হল এবং তার পাশে টান হয়ে শুয়ে পড়ল। প্রতিবাদে তখনো জন্তুটা নাক দিয়ে শব্দ করছিল। এরপর টাইটা নিজের স্কার্ট খুলে ওটার চোখ বেঁধে দিল যাতে জীবটা আবার উঠার চেষ্টা না করে।

তারপর সে দ্রুত নেফারের বাচ্চা ঘোড়াটার কাছে গেল এবং একই কৌশল অবলম্বন করল। যখন দুটো ঘোড়াই বসে পড়ল তখন সে নেফারকে পরিষ্কারভাবে বলল, 'স্টার-গেজারটার মাথার উপর বস এবং যদি ওটা উঠতে চায় তবে তাকে নিচের দিকে চেপে রাখবে।'

পিতার মৃত্যুর খবর শুনার পর এই প্রথম নেফার হাসল। পশুদের সাথে টাইটার ভাব কখনো তাকে আনন্দ দিতে ব্যর্থ হয় না। 'কি করে তুমি জীবগুলোকে বাধ্য করাও, টাইটা?'

'যদি তুমি তাদের কথা বলে বুঝাতে পারো তবে তুমিও তাদের যা বলবে তা-ই তারা করবে। এখন, জন্তুটার পাশে বসো এবং তাকে শান্ত রাখো।'

তারা ঘোড়াগুলোর পিছনে শুয়ে পড়ল এবং সমতল ভূমির দিক থেকে বৃত্তাকারে রথের কলামকে দ্রুত ধুলো ছড়িয়ে এগিয়ে আসতে দেখল।

'পাথুরের ভূমিতে তারা আমাদের চিহ্ন খুঁজে পাবে না, পাবে কি তারা?' নেফার আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

টাইটা নাক দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করল। সে কাছের রথটির আগমন দেখছিল। মরীচিকার নড়াচড়ায় তাদের প্রতিবিম্বগুলোকে অলীক, কম্পমান ও ভগ্ন দেখাচ্ছে ঠিক যেমন পানির নিচে কোন কিছু দেখায়। ওটা ধীর গতিতে এগোচ্ছিল আর যখন তাদের ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন খুঁজছিল তখন রথটা এপাশ-ওপাশ দুলছিল। হঠাৎ রথটা অরো অধিক আত্মবিশ্বাস ও উদ্দেশ্য নিয়ে সামনে এগিয়ে এল এবং টাইটা দেখতে পেল যে রথি তাদের নিশানা খুঁজে পেয়েছে এবং তা অনুসরণ করছে।

আরো এগুতেই তারা পাদানিতে দাঁড়ানো রথিদের পরিষ্কারভাবে চিনতে পারল। ড্যাশবোর্ডের উপর ঝুঁকে সবাই মাটির উপর তাদের চিহ্ন খুঁজছে। হঠাৎ টাইটা অস্বস্তি সহকারে বিড়বিড় করে উঠল। 'সেথের দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাসের কসম, তাদের সাথে নুবিয়ানদের একটা দল রয়েছে।'

বকের তৈরি মুকুট পরিধান করায় লম্বা কালো লোকটা যেন আরো বেশি লম্বা হয়ে গেছে। তারা যেখানে লুকিয়ে আছে তার থেকে ৫০০ কিউবিট দূরে নুবিয়ান লোকটি চলমান যান থেকে লাফিয়ে থামল এবং ঘোড়ার আগে দৌড়াতে লাগল। 'তারা এখন সেই জায়গায় আছে যেখান থেকে আমরা বাক নিয়েছিলাম।' টাইটা ফিস্‌ফিস্ করে বলল। 'হে হুরাস! আমাদের প্রাণীগুলোর পায়ের চিহ্ন ঐ কালো জংলিটার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখো।' বলা হয়ে থাকে যে নুবিয়ানরা বাতাসে একটা শালিকের চিহ্নও খুঁজে বের করতে পারে।

নুবিয়ান লোকটি হাত দিয়ে ইশারায় রথ থামাল। যেখানে তারা পাথুরে রাস্তায় বাঁক নিয়েছিল সেখানে সে চিহ্ন হারিয়ে ফেলেছে। একাধিকবার সে খালি মাটির উপর বৃত্তাকারে ঘুরল। এ দূরত্ব থেকে তাকে একটা শিকারী পাখির ন্যায় লাগছে যা সাপ ও ইঁদুর শিকার করতে ব্যস্ত।

'তুমি কি যাদু বলে আমাদের লুকাতে পারো না, টাটা?' নেফার অস্বস্তিতে ফিস্ ফিস্ করে বলল। যখন তারা গজলা হরিণ শিকার করত তখন টাইটা মাঝে মাঝে তা করত। টাইটা উত্তর দিল না কিন্তু যখন নেফার তার দিকে তাকাল সে দেখল যে বৃদ্ধ লোকটি ইতোমধ্যে তার হাতে শক্তিশালী মায়া, অসাধারণ কারুকাজ খচিত সোনালি পাঁচ কোনাওয়ালা তারা, লসট্রিসের মাদুলিটি ধরে আছে। নেফার জানত এর ভেতরে এক গোছা চুল আছে যা সে রাণী লসট্রিসের মাথা থেকে সে নিয়েছে। তার দেবীত্বে পরিণত হওয়ার আগে যখন লসট্রিস মমি করার টেবিলের উপর শুয়ে ছিল তখন সে তা সংগ্রহ কছে। টাইটা নীরবে শত্রুর চোখ থেকে লুকানোর মন্ত্র পড়তে পড়তে এটা ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করল।

বাইরে সমতলে নুবিয়ান লোকটা তার উদ্দেশ্য ঠিক করল এবং তাদের বরাবর সরাসরি তাকাল।

'সে আমাদের চিহ্নের মোড় খুঁজে পেয়েছে।' নেফার বলল। তারপর সে দেখল রথটা তার পিছু আসছে এবং তারা পাথুরে ভূমি দিয়ে তাদের বরাবর আসতে শুরু করল।

টাইটা নরম স্বরে বলল, 'আমি ঐ শয়তানকে ভালো করে জানি। তার নাম বে, এবং সে উসবাক উপজাতির একটা ভণ্ড।'

যখন রথ এবং রথি সরাসরি আসতে লাগল নেফার উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রথি পাদানির উপর উঁচুতে দাঁড়িয়েছিল। নিশ্চিত সে সেখানে থেকে নিচে তাদের দেখতে পাবে। কিন্তু সে তাদের দেখার কোন চিহ্ন দেখল না।

কাছে আসতেই টাইটা রথিকে চিনতে পাল, হিলটো, এমনকি তার ডান গালের নিচের যুদ্ধের সাদা দাগটাও সে দেখতে পেল।

'নড়ো না।' টাইটার কণ্ঠ ঠিক মৃদু বাতাস যেভাবে উজ্জ্বল সমতলের উপর দিয়ে বয়ে যায় ঐ রকম নরম লাগল।

বে, নুবিয়ানটা এখন এতো কাছাকাছি যে নেফার তার নগ্ন বুকে ঝুলানো নেকলেসের সব মনোরম অলংকার দেখতে পেল।

বে হঠাৎ থেমে গেল এবং তার কুৎসিত চেহারাটা কুচকে গেল। সে তার মাথা ঘুরিয়ে শিকারী কুকুরের গন্ধ শুকার মতন চারদিকে ধীরে ধীরে তাদের খুঁজল।

'এখনও!' টাইটা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'সে আমাদের গন্ধ পাচ্ছে।'

বে ধীর পায়ে কিছু কদম এল তারপর আবার থামল এবং তার হাত তুলল। রথটা তার পিছু পিছু এল। এদিকে ঘোড়াগুলো অশান্ত ও অস্থির হয়ে উঠল। হিলটো তার হাতের বর্ষার অগ্রভাগ দিয়ে ড্যাশবোর্ড স্পর্শ করল। একটা ছোট ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দ নিরবতার মধ্যে আরো বেশি শোনাল।

বে এখন সরাসরি নেফারের চেহারার দিকে চেয়ে আছে। নেফার অন্ধকার দিয়ে ঐ নিষ্করুণ চোখের অপলক দৃষ্টিকে ঢাকার চেষ্টা করল। কিন্তু এতে তার চোখে পানি এসে গেল। বে সামনে এগোল এবং তার নেকলেসটা তুলে ধরল। নেফার বুঝল এটা একটা মানুষ-খাদক সিংহের বুকের ভাসমান হাড়, টাইটারও এমন একটা আছে যা তার বাজুর তাবিজ ও যাদুর মাদুলির মধ্যে থাকে।

বে তার আফ্রিকান গুরুগম্ভীর করুণ সুরে মন্ত্র পড়তে লাগল। তারপর একটা খালি পা দিয়ে শক্ত মাটিতে আঘাত করল এবং নেফারের দিকে নির্দেশ করল।

'সে আমার পর্দা ভেদ করছে,' টাইটা সহজভাবে বলল কথাটা। হঠাৎ বে দাঁত বের করে হাসল এবং তার সিংহের মন্ত্র কবজটা দিয়ে সরাসরি তাদের দিকে নির্দেশ করল। তার পিছনে হিলটো অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল। তার থেকে মাত্র ১০০ কিউবিট দূরে খোলা ভূমিতে যেখানে নেফার ও টাইটা শুয়েছিল এবং যা হঠাৎ প্রকাশিত হল সেদিকে সে তাকাল।

'প্রিন্স নেফার! আমরা আপনাকে গত ত্রিশ দিন ধরে খুঁজছি। ধন্যবাদ মহান হুরাস ও ওশিরিশকে। অবশেষে আমরা আপনাকে পেয়েছি।'

নেফার দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং উঠে দাঁড়াল। হিলটো গাড়ি চালিয়ে সামনে এল ও রথ থেকে লাফ দিয়ে নামল এবং তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। মাথা থেকে সে তার ব্রোঞ্জের হেলমেট খুলে ফেলল এবং যুদ্ধের ময়দানে কমান্ড করার মতন করে বলল, 'ফারাও ট্যামোস মৃত! ফারাও নেফার সেটির জয়। আপনি চিরঞ্জীবী হউন।'

সেটি নেফারের পবিত্র নাম, পাঁচটা ক্ষমতার একটা যা তার জন্মের সময় তাকে দেয়া হয়েছিল, যা তার সিংহাসনে আরোহণের অনেক পূর্বেই ঠিক করা হয়। এই সময়ের আগে যতোক্ষণ না সে ফারাও হয় তার পূর্বে এই পবিত্র নাম কারো ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না।

'ফারাও! মহান শক্তিশালী! আমরা আপনাকে পবিত্র শহরে নিয়ে যেতে এসেছি যাতে আপনি থেবস্-এ হুরাসের স্বর্গীয় প্রতীক রূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন।'

'আমি যদি আপনাদের সাথে যেতে রাজি না হই তবে কি হবে, কর্নেল হিলটো?' নেফার জানতে চাইল।

হিলটোকে হতাশ দেখাল। 'সমস্ত ভালোবাসা ও আনুগত্যের সহকারে, এটা মিশরের রাজ-প্রতিভূর কঠোর আদেশ যেন আপনাকে থেবস্ নিয়ে যাই। আমাকে ঐ আদেশ মানতে হবে এমনকি আপনি অসন্তুষ্ট হলেও।'

নেফার পাশে টাইটার দিকে এক নজর তাকাল এবং মুখটা এগিয়ে নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল; 'আমার কি করা উচিত?'

'আমাদের তাদের সাথে যেতেই হবে।'

হিলটোর নেতৃত্বে ৫০টি যুদ্ধ রথের বহর যোগে তারা থেবসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। কঠিন নির্দেশ থাকার ফলে রথের কলামকে প্রথমে থেবস-এর মরুদ্যান দিয়ে যেতে হবে। দ্রুতগামী ঘোড়া সওয়ারীদের থেবস-এ উদ্দেশ্যে পাঠানো হল সংবাদটা দিতে। যাতে লর্ড নাজা, মিশরের রাজ প্রতিভূ শহর থেকে বেড়িয়ে এগিয়ে মরুদ্যানে এসে নতুন ফারাও নেফার সেটির সাথে সাক্ষাৎ করেন।

পঞ্চাশতম দিনে রথের বহরটি দীর্ঘ এক মাসের অধিক সময়ের ধুলোয় মাখামাখি ও বিধ্বস্ত হয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে মরুদ্যানে প্রবেশ করল। যখন তারা তাল গাছের ছায়ায় ঘেরা বনে প্রবেশ করল একটা পুরো ফেট গার্ড বাহিনী প্যারড সহকারে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। সৈন্যরা তাদের অস্ত্র খাপে ভরে রেখেছিল এবং এর পরিবর্তে তাল গাছের পাখাযুক্ত ডাল তারা হাতে ধরে ছিল। সেগুলো দোলাতে দোলাতে তারা তাদের শাসকের উদ্দেশ্যে স্তুতি ধ্বনি দিচ্ছিল।

'সেটি, মহান শক্তিশালী। সত্য প্রিয়সী। স্বর্ণের হুরাস যে জীবন বাঁচিয়ে রাখে তার প্রতিনিধি। সে এরকা ও মৌমাছি। রা-এর পুত্র সেটি, সূর্যের দেবতা, চিরজীব ও শাশ্বত।'

সামনের রথে হিলটো ও টাইটার মাঝে নেফার দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাপড় ছেড়া ও ধুলায় মাখা এবং ঘন চুল ধুলোয় আবৃত। সূর্যের তাপে তার চেহারা ও ত্বক পুড়িয়ে কাঠ বাদামের রং করে দিয়েছে। হিলটো রথটাকে সৈন্যেদের মাঝ দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেল এবং নেফার উচ্চপদস্থ লোকদের যাদের সে চেনে সেদিকে তাকিয়ে লাজুকভাবে হাসল। তারাও তাকে স্বতঃস্ফুর্ত উৎসাহ দিল। তারা সবাই তার পিতাকে ভালোবাসত এবং এখন তাকে ভালোবাসে। উদ্যানের মাঝে কুয়ার পাশে নানান রঙের তাঁবু টানানো হয়েছে। রাজকীয় তাঁবুর বাইরে লর্ড নাজা দাঁড়িয়ে আছে আর তাকে ঘিরে রয়েছে সভাসদ, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও যাজকেরা। সবাই রাজাকে গ্রহণের প্রতীক্ষারত। নাজাকে দেখে মনে হচ্ছিল মহান শক্তিশালী কেউ ও রাজকীয় জ্যোতিতে বিরাজমান। উজ্জ্বল দামী পাথর ও স্বর্ণের অলংকার এবং সুন্দর, মিষ্টি প্রলেপন ও সুগন্ধি গায়ে মেখে সে দাঁড়িয়েছিল।

তার দুই পাশে রাজকীয় ট্যামোস হাউজের রাজকুমারী হেজারেট ও মেরিকারা দাঁড়ানো। মেক-আপ এর দরুণ তাদের মুখ মুক্তার ন্যায় সাদা এবং চোখগুলো বড় ও কালো দেখাচ্ছে। ঘোড়ার চুলের তৈরি পরচুলাটা তাদের মাথার তুলনায় বেশি বড় এবং তাদের স্কার্টটা মুক্তা ও স্বর্ণের ওজনে এতো ভারি যে বাঁকানো পুতুলের মত তারা দাঁড়িয়ে আছে। হিলটো তাদের সামনে রথটা থামাতেই লর্ড নাজা সামনে এগিয়ে এল এবং ধুলো-ময়লায় ঢাকা ছেলেটাকে নামাল। গেবেল নগর ত্যাগ করার পর থেকে সে আর গোসল করার সুযোগ পায় নি এবং তার শরীর থেকে এখন পাঠার ন্যায় গন্ধ বেরুচ্ছে।

'আপনার রাজ-প্রতিভূ হিসেবে আমি আপনাকে স্যালুট জানাচ্ছি। আমি আপনার দাস এবং রাজকীয় সাথী। আপনি হাজার বছর বাঁচুন।' সে বিশেষ ভাবে শব্দ করে বলল যাতে কাছে দাঁড়ানো উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ প্রতিটি শব্দ শুনতে পায়। লর্ড নাজা নেফারকে কাউন্সিলের বেদীর দিকে নিয়ে গেল যা আফ্রিকা মহাদেশের গভীর বনের কালো মূল্যবান কাঠ দ্বারা তৈরি এবং আইভরি ও মুক্তা খচিত। তাকে সে তার উপর বসাল। তারপর হাঁটুগেড়ে বসে নেফারের ময়লা ও নোংরা পা কোন রকম অস্বস্তি ছাড়াই চুম্বন করল। তার পায়ের আঙুল ভাঙ্গা ও কালো ময়লার ঢেকে আছে।

সে দাঁড়াল এবং নেফারকেও দাঁড় করাল। তারপর তার ছেড়া স্কার্টটা এক পাশে সরাল যাতে তার উরুতে থাকা ফারাও-দের চিহ্নটা উন্মুক্ত হয়। ধীরে ধীরে সে তাতে ঘোরাল যাতে সবাই চিহ্নটা দেখতে পায়।

'জয় ফারাও সেটি। প্রভু ও প্রভুদের পুত্র। সবাই চিহ্নটা দেখুন। এ চিহ্নের দিকে তাকাও পৃথিবীর সব জাতি এবং রাজার ক্ষমতায় কেঁপে ওঠো। মহান ফারাও-

এর সামনে সবাই নত হও।' সৈন্যদের মাঝে আওয়াজ বয়ে গেল এবং দরবারে লোকজন বেদীর চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল। 'জয়, ফারাও! তার মহত্ত্ব ও মহানুভবতা নিয়ে চিরদিন বেঁচে থাকুন।'

তারপর নাজা রাজকুমারীদের সামনে নিয়ে এল এবং হাঁটুগেড়ে বসে তারাও তাদের ভাইয়ের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করল। তাদের কণ্ঠ শোনা গেল না যতোক্ষণ না ছোট রাজকুমারী মেরিকারা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল এবং লাফ দিয়ে বেদির উপর উঠল। সে দৌড়ে তার ভাইয়ের কাছে গেল। 'নেফার', সে চিৎকার করে উঠল, 'তোমাকে আমার খুব মনে পরেছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ।'

নেফার ইতঃস্ততভাবে তাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু সে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরাল এবং ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'তোমার গায়ে ভয়ংকর গন্ধ'।

লর্ড নাজা একজন রাজ সেবিকাকে ডেকে নেফারকে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে নির্দেশ দিল। তারপর মিশরের মহান লর্ড ও কাউন্সিলের সদস্যরা এক এক করে সামনে এল এবং রাজকীয় শপথ করল। সেখানে একটা মুহূর্তের জন্যে অস্বস্তির সৃষ্টি হল যখন সে জড়ো হওয়া সদস্যদের জিজ্ঞেস করল তীক্ষ্ণ ও পরিষ্কার কণ্ঠে, 'কোথায় আমার প্রিয় ক্রাতাস চাচা? আমাকে অভিবাদন জানাতে সবার সাথে তারও তো আসার কথা।'

টালা মিন মিন করে একটা আশ্বস্ত জনক ব্যাখ্যা দিল। 'লর্ড ক্রাতাস এখানে যোগ দিতে অসমর্থ। আপনাকে পরে এর ব্যাখ্যা করা হবে, মহামান্য।' টালা বৃদ্ধ ও ক্ষীণ, এখন সে রাজ্যের কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট। সে নাজার পুতুলে পরিণত হয়ে গেছে।

যখন নাজা হাততালি দিল তখন অনুষ্ঠানটি শেষ হল। 'ফারাও অনেক পথ অতিক্রম করে এসেছেন। শহরে রওনা দেবার পূর্বে তার বিশ্রামের প্রয়োজন।' নিজের সত্ত্বাধিকারীর ন্যায় সে নেফারের হাত তুলে নিল এবং রাজকীয় কাবাকোর দিকে তাকে নিয়ে গেল, যা একটা পুরো ফেট্‌ গার্ড দ্বারা পাহারারত। সেখানে কাপড়ওয়ালা, সুগন্ধিওয়ালা ও নাপিত, রাজ-গহনার রক্ষক, ভেলভেট, নখ পরিচর্যাকারী, অঙ্গ সংবহনকারী এবং দাসীরা সবাই তাকে গোসল করানোর জন্যে অপেক্ষা করছে।

টাইটা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে বালকটির পাশে থাকবে যাতে তাকে রক্ষা করতে পারে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করল এই সব সফর-সঙ্গীদের দলে ভিড়তে। কিন্তু তার লম্বা কৃশ দেহ ও রূপালি চুলে সহজেই তাকে চেনা যায়, আর তার সুনাম ও সম্মান এই দেশে এমন যে সে কখনো লুকিয়ে কোথাও যেতেও পারবে না। প্রায় সাথে সাথে একজন সার্জেন্ট অস্ত্র হাতে তার সামনে এসে দাঁড়াল। 'অভিবাদন, লর্ড টাইটা, প্রভু সব সময় আপনার উপর খুশি থাকুন।' যদি ফারাও ট্যামোস তার

মুক্তির দিনে তাকে এ সম্মান প্রদান করেছিলেন, এখন এই উপাধিতে তাকে ডাকলে টাইটার অস্বস্তি লাগে।

'মিশরের রাজ-প্রতিভূ আপনাকে ডেকেছেন।' সে বৃদ্ধ জ্ঞানী লোকটির ময়লা কাপড় ও ধুলো মাখা পুরানো স্যান্ডেলের দিকে তাকাল। 'আপনার বর্তমান অবস্থায় তার সাথে দেখা না করাই ভালো। লর্ড নাজা নোংরা পোশাক ও দুর্গন্ধ পছন্দ করেন না।'

ফারাও-এর তাঁবুর চেয়ে লর্ড নাজার তাঁবুটা বড় ও বেশি বিলাস বহুল। সে একটা অবলুস কাঠ ও হাতির দাঁতের তৈরি স্বর্ণ দিয়ে সজ্জিত অপ্রতুল ও দামি রৌপ্য খচিত মিশরের প্রধান প্রভুদের চিত্র আঁকা সিংহাসনে বসল। হুরিয়া থেকে আনা পশমি মাদুর দিয়ে বালির মেঝে ঢাকা, যা বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত এবং তার মধ্যে উজ্জ্বল সবুজ রং ছিল যা নীলের দুই তীরের সু-শ্যামল চিত্রকে নির্দেশ করে। যখন সে রাজ প্রতিভূ হিসেবে প্রকাশিত হল তখন নাজা সবুজ রং-টা তার হাউজের রং হিসেবে বেছে নিয়েছে।

নাজার বিশ্বাস সুগন্ধি প্রভুদের কাছে আসতে উৎসাহ দেয়। আর তাই তাঁবুর খুঁটির চেইনের সাথে ঝুলানো সিংহাসনের পাশে নিচু টেবিলটার উপর খোলা কাচ পাত্রে সুগন্ধি রেখেছে। রাজপ্রতিভূ তার পরচুলা খুলে রেখেছে এবং একজন ভৃত্য তার ন্যাড়া মাথার উপর মোমের তৈরি একটা সুগন্ধি পাখা ধরে আছে। মোমটা গলতেই এটা তার গাল ও ঘাড় বেয়ে নেমে এল যা তাকে একটা শীতল অনুভূতি ও প্রশান্তি এনে দিল।

তাঁবুর ভেতরটায় বাগানের মতই ফুলেল সুবাস। এমনকি দরবারের উচ্চপদস্থ লোকগণ, রাষ্ট্রদূতেরা এবং অন্য যারা সিংহাসনের দিকে মুখ করে বসে আছে তাদেরও রাজ প্রতিভূ-র সামনে আসার আগে গোসল করে সুগন্ধি মেখে আসতে হয়। টাইটা সার্জনের উপদেশ অনুসরণ করল। তার চুলের ধুলো পরিষ্কার করল ও ঘাড়ের উপর দিয়ে তা আচড়াল এবং ধোয়া ও ইস্ত্রি করা এবং সূর্যালোর মতো নির্মল তার সাদা লিলেন জামাটা পড়ল। তাঁবুর প্রবেশ মুখে সে রাজ-প্রতিভূকে অভিবাদন জানানোর জন্যে হাঁটুগেড়ে বসল। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই, সেখানে এটা মন্তব্য ও অনুমানের গুঞ্জন উঠল। বিদেশি রাষ্ট্র দূতেরা তার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল এবং ফিস্ ফিসিয়ে বলতে লাগল যে, তারা তার নাম শুনেছে। এমনকি সৈন্যরা ও যাজকেরা মাথা নাড়তে লাগল এবং একে অপরের সাথে কথা বলতে কাছাকাছি এল। 'এই সে বিখ্যাত ম্যাগোস।' 'পবিত্র টাইটা, ধাঁধা বিশেষজ্ঞ।' 'টাইটা, হুরাসের আঘাত প্রাপ্ত চোখ।'

লর্ড নাজা প্যাপিরাস থেকে চোখ তুলল যা সে পরখ করছিল এবং সামনের দিকে চেয়ে হাসল। প্রকৃতই সে একজন সুদর্শন লোক, ভাস্কর্যের মত দেহ এবং অনুভূতিপ্রবণ ঠোঁট তার। তার নাক সোজা ও সরু এবং তার চোখটা সোনালি মনকা-পাথরের ন্যায়– জীবন্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত। তার নগ্ন বুকে কোন চর্বি নেই এবং তার বাহু সরু ও শক্ত পেশীবহুল।

দ্রুত টাইটা সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, যারা সিংহাসনের কাছাকাছি বসে আছে তাদের অভিবাদন জানাল। ফারাও ট্যামোস-এর মৃত্যুর অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে রাজ-ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষমতার একটা বড় রদ-বদল হয়েছে। অনেক পরিচিত মুখকে দেখা যাচ্ছে না এবং অনেকে রাজ প্রতিভূ-র আশীর্বাদে অন্ধকার থেকে হঠাৎ করে সূর্যালোকে চলে এসেছে। তাদের মধ্যে ফেট গার্ডের আসমর একজন।

'এগিয়ে আসুন, লর্ড টাইটা', নাজার কণ্ঠ সুখকর ও নিচু। টাইটা সিংহাসনের দিকে এগোল এবং রাজ-সদস্যগণ সরে তাকে স্থান করে দিল। রাজ-প্রতিভু টাইটার উদ্দেশ্যে একটা হাসি দিল। 'আপনি জানেন যে আপনি আমাদের অনুগ্রহের অনেক উপরে অবস্থান করছেন। আপনি আপনার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন যা ফারাও ট্যামোস বিশেষভাবে আপনার উপর অর্পণ করেছিলেন। আপনি প্রিন্স নেফারকে অমূল্য নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।' এ রকম উচ্চ অভ্যর্থনায় টাইটা অবাক হয়ে গেল কিন্তু সে তা প্রকাশ করল না। 'আর এখন যখন প্রিন্স নেফার যখন ফারাও সেটি হয়েছেন তখন তার আপনাকে আরো বেশি প্রয়োজন।'

'সে চিরঞ্জীব হোক', টাইটা বলল এবং বাকিরা তার প্রতিধ্বনি তুলল।

'তিনি চিরঞ্জীব হোন।'

লর্ড নাজা হাত উঠাল। 'আপনি এখানে বসুন, আমার সিংহাসনের ছায়ায়। যখন আমি ফারাও-এর বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করব তখন আমারও আপনার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন পড়বে।'

'আমার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সম্মান রাজ-প্রতিভূ আমাকে দেখালেন।' টাইটা একটা নিরীহ দৃষ্টিতে নাজার দিকে তাকাল। তার চেহারায় গোপন ষড়যন্ত্রের ছায়াটা সে স্পষ্ট খুঁজে পেল না। তাকে যে আসন দেওয়া হল সেখানে সে বসল কিন্তু সিল্কের কুশানটা সরিয়ে পশমি•মাদুরে সে আসন নিল। তার পিঠ সোজা ও কাঁধটা চারকোনা।

দরবারের কাজ শুরু হল। তারা জেনারেল ক্রাতাসের দায়িত্ব ভাগ করছিল: একজন দেশদ্রোহী হিসেবে তার সব কিছু বাজেয়াপ্ত করা হল এবং রাজকোষের অধীনে নেওয়া হল। 'ক্রাতাসের অধীনে থাকা হাপি মন্দির ও রহস্যের যাজকগণ', নাজা প্যাপিরাস থেকে পড়ল, 'যাবতীয় ভূমি ও স্থাপনা যা নদীর পূর্ব পারে ডেনডেরা ও আবনাবের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, সবকিছু।'

ঘোষণাটা শুনে তার পুরোনো বন্ধুর জন্যে টাইটা দুঃখ পেল কিন্তু এসবের কিছুই সে তার চেহারায় প্রকাশ করল না। মরুভূমি থেকে আসার সময় হিলটো ক্রাতাসের মৃত্যুর ঘটনা তাকে বলছে এবং তাকে আরো জানায় যে সবাই, এমনকি সম্মানী ও মহৎ লোকেরা পর্যন্ত মিশরের নতুন রাজ-প্রতিভূর সামনে নরমভাবে চলা ফেরা করে। মেনসেট মৃত, সে রাজ্য কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ছিল। ঘুমের মধ্যে তিনি মারা যান কিন্তু কেউ কেউ বলে যে তার মরণ যাত্রায় সে সামান্য সাহায্য পেয়েছিল। সিনকাও মৃত, রাজ-দ্রোহীতার জন্যে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। যদিও তার প্রতারণা করার কোন প্রমাণ নেই। তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া আরো পঞ্চাশ জনেরও বেশি লোক মহান ক্রাতাসের সাথে তার পরোলোকের যাত্রায় সঙ্গী হয়েছে। আর বর্তমান কাউন্সিলের সদস্যরা নাজার পোষা কুকুর সব।

ক্রাতাস ছিল টাইটার সেই সব সোনালি দিনের শেষ বন্ধন, যখন ট্যানোস, লসট্রিস ও সে যুবক ছিল। সে তাকে অনেক ভালোবাসত।

'দেশদ্রোহী ক্রাতাসের সমস্ত শস্য যা তার নামে অ্যাথরিবিসে মজুদ ছিল তা বাজেয়াপ্ত করে রাজ-প্রতিভূকে দেয়া হল,' লর্ড নাজা প্যাপিরাস থেকে পড়ল।

পঞ্চাশটি পরিপূর্ণ বজরা, টাইটা হিসেব করে দেখল, ক্রাতাস এ ব্যাপারে দক্ষ ও সুচতুর বিনিয়োগকারী ছিল। গুপ্তচর বৃত্তির গুরুভার লর্ড নাজা আন্তরিকভাবেই নিজের কাছে রাখল।

'এ সবকিছু জনসাধারণের ভালো এর জন্য ব্যবহার করা হবে।' দখল বাজটা যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন। টাইটা অভিব্যাক্তি ব্যাক্ত না করে অবাক হয়ে ভাবল জনসাধারণের ভালোটা আসলে কে করবে!

যাজক এবং অনুলেখনগণ ব্যস্তভাবে মাটির টেবিলের উপর সব কিছু রেকর্ড করে নিচ্ছে। এগুলো মন্দিরের আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হবে। সবকিছু দেখা ও শুনার পরও তার রাগ ও দুঃখগুলো টাইটা তার হৃদয়ে কপাট বন্ধ করে রাখল।

'এখন আমরা অন্য রাজকার্য প্রণালি শুরু করতে যাচ্ছি,' নাজা বলল। যখন ক্রাতাসের উত্তরাধিকারীরা সব কিছু থেকে বঞ্চিত হবে হিসেব মতো তখন সে তিন লক্ষ স্বর্ণের অধিকারী ও আরো ধনী হবে। 'এবার আমি রাজকন্যা হেজারেট ও মেরিকারার ভবিষ্যৎ ভালোর জন্য আমি চিন্তিত। রাজ্য কাউন্সিলের সদস্যদের সাথে আমি আন্তরিকভাবে আলোচনা করেছি। সবাই সম্মত হয়েছে যে তাদের ভালোর জন্য আমাকে তাদের বিয়ে করা উচিত। আমরা পত্নী হিসেবে তারা আমার পূর্ণ সুরক্ষায় থাকবে। দেবী আইসিস রাজ কুমারীদের রক্ষক। আমি দেবীর যাজিকাদের আদেশ করেছিলাম গণনা করার জন্যে এবং তারা জানিয়েছে দেবীদের নিকটও এই বিবাহ গ্রহণযোগ্য। ফারাও ট্যামোসকে সমাহিত করার এবং প্রিন্স নেফার সেটির রাজ্যাভিষেক হওয়ার পরবর্তী পূর্ণিমায় এ বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।'

টাইটা নড়ল না, তার চেহারা নিস্প্রভ কিন্তু এই ঘোষণায় তার চারপাশে একটা মরমর ধ্বনি উঠল। রাজনৈতিক কারণে এমন দ্বৈত বিবাহের নিদর্শন রয়েছে। উপস্থিত সবাই জানত এই বিবাহের মাধ্যমে লর্ড নাজার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজকীয় ট্যামোস হাউজের একজন সদস্য হওয়া এবং সিংহাসনের দাবিদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।

টাইটার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শীতল শিহরণ বয়ে গেল। যেন এইমাত্র সে থেবস্ নগরের মধ্যস্থানে অবস্থিত হোয়াইট টাওয়ার থেকে ফারাও নেফার সেটির মৃত্যুর ঘোষণা শুনল। ফারাওকে সমাহিত করার পূর্বের ৭০ দিনের আর মাত্র ১২ দিন বাকি। নীলের পশ্চিম তীরে ভ্যলি অব কিংস-এ ফারাওকে সমাহিত করার পর তার উত্তরাধিকারের রাজাভিষেক হবে এবং তার কন্যাদের বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। তারপর কোবরাটা আবার আঘাত হানবে। টাইটা এ ব্যাপারে নিশ্চিত। তারপর মনে বিপদের শঙ্কা, যা নেফারকে ঘিরে আছে তা নিয়ে সবার সাথে সেও উঠল এবং বুঝল যে রাজ-প্রতিভূত মজলিস ভেঙে দিয়েছে। নাজা উঠে সিংহাসনের পিছন দিয়ে বেড়িয়ে গেল। আর টাইটা অন্যদের সাথে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে এগুল।

কর্নেল আসমর তাকে থামানোর জন্য সামনে বাড়ল এবং হাসি দিয়ে ভদ্রভাবে বলল, 'লর্ড নাজা, মিশরের রাজ-প্রতিভূ আপনাকে যেতে নিষেধ করেছেন। তিনি আপনার সাথে একান্তে কথা বলতে চান।'

আসমর এখন রাজ-প্রতিভূ-র বডিগার্ডের কর্নেল, সবচাইতে ভালো দশ হাজার সৈন্যের প্রধান। এ অল্প সময়ে সে একজন ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। মানা করার কোন কারণ বা সম্ভাবনা ছিল না এবং টাইটা সম্মতি সূচক মাথা নাড়াল। 'আমি ফারাও-এর দাস এবং তার রাজ-প্রতিভূরও। তারা দুজনেই হাজার বছর বেঁচে থাকুক।'

আসমর তাকে তাঁবুর পিছনে দিকে নিয়ে গেল এবং ভেতরে প্রবেশের জন্যে পর্দা তুলে ধরল। টাইটা নিজেকে পাম বনের মধ্য খুঁজে পেল এবং অসমর তাকে গাছের ভেতর দিয়ে একটা ছোট ও এক কক্ষের তাঁবুর দিকে নিয়ে গেল। এই প্যাভেলিয়নটার চারপাশে গোল হয়ে এক ডজন সৈন্য পাহাড়া দিচ্ছে কারণ এটা গোপন বৈঠকের স্থান যেখানে রাজ-প্রতিভূ-র অনুমুতি ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারে না।

আসমরের নির্দেশ দিতেই সৈন্যরা এক পাশে সরে দাঁড়াল এবং কর্নেল টাইটাকে তাঁবুর ভেতরের রাস্তাটা দেখিয়ে নিয়ে গেল। নাজা ব্রোঞ্জের বোল থেকে মাথা তুলে তাকাল, সে হাত ধুচ্ছিল। 'ম্যাগোস, আপনাকে স্বাগতম।' সে উষ্ণভাবে হাসল এবং ইশারায় গালিচা বিছানো মেঝের মাঝখানের কুশানের স্তূপটা দেখাল। টাইটা আসন নিতেই নাজা আসমরের উদ্দেশ্যে মাথা নাড়ল এবং যে তাঁবুর দরজার সামনে তার তলোয়ার খুলে পাহাদার হিসেবে নিজে দাঁড়াল। তাঁবুটায় তারা তিনজন

ছাড়া আর কেউ নেই এবং তাদের আলোচনা কান পেতে কারো শোনার কোন সম্ভাবনাও নেই।

নাজা গয়না ও রাজমুকুট খুলে ফেলেছে। যখন সে টাইটার মুখোমুখি একটা কুশানে বসল তাকে আন্তরিক ও বন্ধুত্বপরায়ণ দেখাল। সে মিষ্টি মাংসের ট্রে ও শরবতের সোনালি বোল ইঙ্গিত করল। 'দয়া করে গ্রহণ করুন।' টাইটার ইচ্ছে করল না করতে কিন্তু যে জানত রাজ-প্রতিভূ-র মেহমানদারি অস্বীকার করার অর্থ হল নিজের শত্রুতা প্রকাশ করা এবং তার চরম বিরোধিতার ব্যাপারে নাজাকে সতর্ক করে দেওয়া।

এখন পর্যন্ত লর্ড নাজার জানার কোন কারণ নেই সে নতুন ফারাও এর প্রতি তার মনের অভিসন্ধি অথবা তার কৃত অপরাধসমূহ কিংবা তার অপরাপর উচ্চাভিলাষের কথা টাইটা জানে। ধন্যবাদান্তে টাইটা তার মাথা ঝুঁকল এবং হাত দিয়ে দূরবর্তী একটা সোনালি বোল টেনে নিল। তারপর সে নাজার অন্য একটা শরবতের বোল তুলে নেয়ার অপেক্ষা করল। রাজ-প্রতিভূ কোন প্রকার অস্বস্তি ছাড়াই এটা তুলে পান করল।

টাইটা এবার বোলটা তার ঠোঁটের কাছে নিল এবং এক চুমুক নিল। সে তা তার জিহ্বার মধ্যে রাখল। অনেক বিষ আছে যা স্বাদহীন এবং তাদের সনাক্ত করা যায় না। কিন্তু টাইটা সবগুলোর উপর গবেষণা করেছে এবং এমনটি টক স্বাদ যুক্ত ফলও তাদের গন্ধ তার কাছ থেকে গোপন রাখতে পারে না। পানীয়তে কোন কিছু মিশানো ছিল না এবং সে আনন্দের সাথে তা গিলে ফেলল।

'আপনার বিশ্বাসের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ,' নাজা গম্ভীরভাবে বলল এবং টাইটা বুঝল সে তার সতেজতা গ্রহণের চাইতে বেশি কিছু বুঝিয়েছে।

'আমি ফারাও এর দাস এবং তাই তার রাজ-প্রতিভূ-রও।'

'আপনি রাজ্যের অমূল্য ব্যক্তি।' উল্টো নাজা বলল। 'আপনি বিশ্বস্ততার সাথে তিনজন ফারাও-এর সেবা করছেন এবং সবাই কোন প্রশ্ন ছাড়াই আপনার উপদেশ গ্রহণ করত।'

'আপনি আমাকে বেশি সম্মান দিচ্ছেন, আমার লর্ড। আমি বৃদ্ধ ও ক্ষীণ।'

নাজা হাসল। 'বৃদ্ধ? হ্যাঁ, আপনি বৃদ্ধ। আমি এটা বলতে শুনেছি যে আপনার বয়স ২০০ বছরেরও বেশি।' টাইটা মাথা নাড়াল, তবে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করল না। 'কিন্তু, জীর্ণতা, না! আপনি বৃদ্ধ এবং একটা পবর্তের মতো নিদর্শন। সবাই জানে আপনার জ্ঞান সীমাহীন। এমনকি অনন্ত জীবনের রহস্যটাও আপনার জানা।'

তোষামোদ অশালীন ও নির্লজ্জ এবং টাইটা এর পিছনে গোপন কোন কারণ ও অর্থ খুঁজল। নাজা চুপ ছিল। তাকে আশান্বিত দেখল। সে কি শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে? টাইটা তার চোখের দিকে তাকাল এবং তার মন লোকটির মনের

ভাবনাসমূহ ধরতে স্থির করল। সেগুলো সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশের বিপরীতে দ্রুত ধাবমান গুহা বাদুরের আকৃতির মতই চলমান ও বিস্মৃতিপ্রবণ।

সে তার একটা অভিলাষ পুরোপুরি বুঝল এবং হঠাৎই বুঝল নাজা তার কাছে কি চায়। জ্ঞান তাকে শক্তি দিয়েছে এবং একটা অবরুদ্ধ শহরের দরজার মতো তা তার সামনে উন্মোচিত হল।

'হাজার বছর ধরে সকল রাজা ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনন্ত জীবনের রহস্যের খোঁজ করেছেন।' সে নরম সুরে বলল।

'সম্ভবত একা একজন মানুষই তা পেয়েছে,' নাজা ব্যাকুলভাবে কুনুই তার নিজের হাঁটুর উপর রেখে সামনে ঝুকল।

'আমার লর্ড, আমার মত বৃদ্ধ মানুষের জন্য প্রশ্নটা খুবই গভীর, দুশ বছর অনন্ত জীবন নয়।' টাইটা অসম্মতি সূচকভাবে হাত ছড়াল কিন্তু চোখ নামিয়ে নিল যাতে নাজা তা বুঝতে পারে। দ্বৈত মুকুট ও অনন্ত জীবন, সে ভাবল এবং মনে মনে হাসল যদিও তা বাইরে প্রকাশ করল না। এই প্রতিভূর চাওয়াটা অল্প ও সাধারণ।

নাজা সোজা হল। 'আমরা এ গভীর ব্যাপারে অন্য সময় কথা বলব।' তার হলুদ চোখে বিজয়ের আলো। 'কিন্তু এখন আপনাকে আমি অন্য কিছু জিজ্ঞেস করব। এটা আমার সম্বন্ধে ভালো ধারণা প্রমাণ করার বলতে পারেন আপনার একটা সুযোগ। সেই সাথে সঙ্গতভাবে আপনি আমার অসীম কৃতজ্ঞতাও পেতে পারেন।' সে বান মাছের ন্যায় ঘুরল। টাইটা ভাবল, একদা আমি তাকে নীরস মাটির-পিন্ড সৈন্য মনে করতাম। আমাদের সবার কাছ থেকে প্রদীপের আলো লুকিয়ে রাখার মত শক্তি তার আছে। সে জোরে সহজভাবে শুধু বলল, 'যদি তা আমার ক্ষমতার মধ্যে হয়, আমি ফারাও-এর রাজ-প্রতিভূকে কিছুই অস্বীকার করব না।'

'আপনি একজন আমন-রা ধাঁধার অধিকারী।' নাজা নিশ্চিয়তা নিয়ে বলল যা অস্বীকার করার যা কোন পথ নেই।

আরো একবার টাইটা লোকটার মাঝে উচ্চাশার ছায়াময় গভীরতা দেখল। শুধুমাত্র মুকুট-ই নয় অনন্ত জীবনও সে চায়! সে তার ভবিষ্যৎটাও জানতে চায়। টাইটা অবাক হল কিন্তু অনুগতভাবে মাথা নাড়ল ও বলল, 'আমার লর্ড আমি সারাজীবন রহস্য অনুসন্ধান করেছি এবং সম্ভবত খুব অল্পই আমি শিখেছি।'

'আপনার পুরো দীর্ঘ জীবনে', নাজা জোর দিয়ে বলল, 'এবং আপনি অনেক কিছু জেনেছেন?'

টাইটা মাথা নামাল ও চুপ রইল। কেন আমি ভেবেছি যে সে আমাকে হত্যা করবে? টাইটা নিজেকে প্রশ্ন করল। সে আমাকে তার নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করবে কারণ সে যা বিশ্বাস করে তা আমার হাতের মুঠোয়, অমরত্বের চাবি।

'টাইটা; রাজা ও প্রভুদের প্রিয়জন, আমি চাই আপনি আমার জন্যে আমন-রা এর ধাঁধা অনুশীলন করেন।'

'আমার লর্ড, আমি কোন রানী বা ফারাও অথবা এমন কেউ যে মিশরের সিংহাসনের বসবে না এমন কারো জন্যে আমি কখনো ধাঁধা অনুশীলন করি নি।'

'তবে এখন ঐ রকম একজন আপনাকে বলছে', নাজা খুব জোর দিয়ে বলল।

মহান হুরাস তাকে আমার নিকট এনে দিয়েছেন। আমি তাকে আমার হাতে পেয়েছি, টাইটা ভাবল এবং বলল, 'আমি ফারাও এর রাজ-প্রতিভূ-র ইচ্ছা মাথা পেতে গ্রহণ করলাম।'

'আজ থেকেই কি আপনি আমার জন্যে ধাঁধা অনুশীলন করা শুরু করবেন? আমি প্রভুদের ইচ্ছা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি।' নাজার সুন্দর মুখটা উত্তেজনা ও লোভে জীবন্ত হয়ে উঠল।

'কেউ-ই ধাঁধায় হালকা ভাবে ও সহজে প্রবেশ করতে পারে না,' টাইটা আপত্তি করল। 'সেখানে অনেক বিপদ, শুধু তা আমার জন্যই নয় বরং তার জন্যও যে এই অলৌকিক কাজের জন্যে অনুরোধ করে। ভবিষ্যৎ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে সময় লাগবে।'

'কতটা সময়?' নাজার কণ্ঠে স্পষ্ট হতাশা ঝরে পড়ল।

টাইটা তার কপালে গভীর চিন্তার বলিরেখা ফুটিয়ে তুলল। টোপটা গিলতে তাকে কিছু সময় দাও, টাইটা ভাবল। এটা তাকে টোপটা গিলতে আরো ব্যাকুল করে তুলবে। অবশেষে সে চোখ তুলে তাকাল। 'অ্যাপিস উৎসবের প্রথম দিন।'

পর দিন সকালে যখন সে তার বড় তাঁবু থেকে বের হল তখন গতকালের বস মরুদ্যানে প্রবেশ করা ধুলোয় আচ্ছাদিত ও গন্ধময় অদ্ভুত ভূষণ থেকে ফারাও সেটি তার আসল রূপে ফিরে এল। রাজকীয় ব্যক্তিত্ব যা তার সঙ্গীদের আতঙ্কিত করে থাকে তা দ্বারা সে নাপিতদের তার মাথা ন্যাড়া করা থেকে বিরত রেখেছে। পরিবর্তে তার কালো কোঁকড়া চুলে শ্যাম্পু করা হয় ও যতোক্ষণ না তা প্রভাতের সূর্যালোকের ন্যায় কপিল বর্ণের মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল ততোক্ষণ তা আঁচড়ানো হল। মাথার উপর সে নেখবেত, শকুন দেবী এবং নাজা, কোবরাটার মুকুট পরিধান করেছে। লাল ও লাল রঙের কাচের চোখ দিয়ে তার কপালের উপর তা জোড়া লেগেছে। চিবুকের উপর রাজত্বের নকল দাড়িও সে লাগিয়েছে। তার মেক-আপটা দক্ষতার সাথে করা হয়েছে যাতে তার সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায় এবং লোকজন যারা তাঁবুর সামনে অপেক্ষা করছিল তারা প্রশংসা ও ভয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল এবং মাথা নিচু করে সম্মান জানাল। তার নকল আঙুলের নখগুলো স্বর্ণের তৈরি এবং পায়ে চটিটাও স্বর্ণের। বুকে সে ধারণ করে আছে মিশরের মুকুটের সবচাইতে মূল্যবান পাথরের একটা: ট্যামোসের চিত্র খচিত হার যাতে প্রভু হুরাসের চিত্রকর্ম,

বাজ পাখিটা অলংকৃত করা। সে রাজকীয় ভঙ্গিতে হাঁটল, হাতে দন্ড এবং হৃৎপিন্ডের উপর সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষার ক্রসটি তার ধরা। শান্তভাবে সে সামনের দিকে চেয়ে রইল যতোক্ষণ না সে চোখের কোনা দিয়ে টাইটাকে লোকজনের সামনের সারিতে বসে থাকতে দেখল এবং তার উদ্দেশ্যে সে দুষ্টুমির ভঙ্গিতে ইশারায় চোখ নাড়ল।

চারপাশে সুগন্ধির মেঘ উড়িয়ে, লর্ড নাজা তার এক কদম পিছনে অলংকার শোভিত হয়ে হাঁটছে এবং কতৃর্ত্বে গুরুগম্ভীর। তার কোমরে ঝুলছে নীল তরোবারি এবং ডান বাহুতে বাজ পাখির সীল মোহর। তারপর এল রাজকুমারীরা। তারা মাথায় দেবী আইসিসের সোনালি পালক ও হাতের আঙ্গুল ও পায়ের পাতায় সোনার আংটি পরিধান করে আছে। তারা আজ আর কঠিন নয়, গতকালের মতো তাদের পরাধীন লাগছে না। গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত তার লিনেন কাপড়াবৃত আর তা এতো সুন্দর ও স্বচ্ছ যে ভোরের কুয়াশাচ্ছন্ন নদীর মতই সূর্যালোক তার মধ্য চলাচল করছে।

মেরিকারার নিতম্ব সরু ও বুক পুরুষালী ধরনের। কিন্তু হেজারেট এর দেহে নারীত্বের ভাবটা স্পষ্টত। তার বুক স্ফীত আর নিতম্বটাও ভারি।

ফারাও সিঁড়ি বেয়ে উঠে তার রাজকীয় বাহনে আসন নিল। লর্ড নাজা ডান পাশে দাঁড়াল ও রাজকন্যারা তার পায়ের কাছে বসল।

যাজকদের সঙ্গিরা যারা থেবস্ এর ৫০টি বিভিন মন্দির থেকে এক জন করে এসেছে আগে চলতে চলতে তারা বাঁশি, ঢোল-ডাগর, হর্ন বাজাতে লাগল ও প্রভুদের সম্মানে গান গাইতে লাগল। আসমরের বডি গার্ডরা যাত্রায় তাদের অবস্থান নিল এবং তারপর এল হিলটোর রথের বহর, সবগুলো সরু পতাকা ও ফুল দিয়ে সাজানো এবং ঝকঝক করছিল। ঘোড়াগুলোর চামড়া টান টান করা হয়েছে এবং তাদের শরীর মূল্যবান ধাতুর ন্যায় চমকাচ্ছিল এবং তাদের কেশর পাজরের উপর বিনুনি করে রাখা। এঁড়ে বাছুরগুলো নিখুঁত সাদা, তাদের কুজগুলো লিলি ও ওয়াটার হাইয়াচিন দিয়ে সাজানো হয়েছে। তাদের দীর্ঘ প্রসারিত শিংগুলো এবং এমন কি তাদের খুরগুলোও স্বর্ণের পাত দিয়ে আবৃত করা হয়েছে। এগুলোর চালকেরা হল বিবস্ত্র নুবিয়ান দাস। তাদের দেহ ও শরীর থেকে প্রতিটি লোম তুলে ফেলা হয়েছে। তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দামী তেল মাখা হয়েছে, যাতে তারা সূর্যের আলোতে চমকায়, কালো দেখায়– সেথের চোখের ন্যায়– যা তাদের এঁড়ে বাছুরের সাদা চামড়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা দলটাকে তাড়া দিল এবং এঁড়ে বাছুরগুলো ধুলার মধ্য দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল। তাদের পিছনে দশ হাজার ফেট গার্ড যোদ্ধা এক সাথে প্রশংসায় গান গেয়ে উঠল। থেবসের জনগণ তাকে স্বাগত জানাতে শহরের প্রধান ফটক খুলে দিল এবং দেয়ালের উপরে পর্যন্ত সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। বাইরের এক মাইল পর্যন্ত ধুলোর রাস্তা তারা পাম পাতা, খড় ও ফুল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে।

থেবসের দেয়াল, টাওয়ার ও ভবনগুলো রোদে পোড়া ইট দিয়ে তৈরি–পাথরের টুকরাগুলো সমাধি ও মন্দির তৈরির জন্যে সংরক্ষিত। নীলের উপত্যকায় কদাচিৎ বৃষ্টি হয় তাই এসব জিনিস নষ্ট হবার কোন সম্ভাবনা নেই; মাত্র সবকিছু চুনকাম করা হয়েছে এবং ট্যামোস হাউজের আকাশি রঙের ব্যানার টানানো হয়েছে।

নাচ-গানে মশগুল লোকদের নিয়ে শোভাযাত্রাটি প্রধান ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশ করল। তারা আনন্দে কাঁদছিল; সরু রাস্তাটা পূর্ণ হয়ে গেল। ফলে রাজকীয় বহরটার গতি বিশাল কচ্ছপের ন্যায় শ্লথ হয়ে পড়ল। যাত্রা পথে প্রতিটি মন্দিরে রাজকীয় যান দীর্ঘক্ষণ যাত্রা বিরতি করল এবং ফারাও প্রভুদের উদ্দেশ্যে বলী দিতে নামল।

নদীর তীরবর্তী ডকে পৌছবার পূর্বেই বিকেল হয়ে গেল এবং সেখানে ফারাও-এর দলকে নদী পার করে পশ্চিম তীরের মেমননের প্রাসাদে পৌছে দিতে ফেরি অপেক্ষা করছিল। তারা চড়তেই ২০০ বৈঠা চালক দ্রুত প্যাডল চালাল। ড্রাম বাজিয়ে ছন্দ তুলল এবং বড় সারস পাখির ন্যায় ডানা মেলে তারা এগিয়ে চলল।

দাঁড়-টানা নৌকাটা আরো অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা সহযোগে সূর্যের শেষ আলোতে নদী পার হল। এমনকি যখন তারা পশ্চিম তীরে পৌছল তখনও রাজার প্রথম দিনের দায়িত্ব শেষ হয়নি। অন্য একটি রাজকীয় বাহন তাকে জনগণের মধ্য দিয়ে তার পিতা, ফারাও ট্যামোস এর শেষ কৃত্যের মন্দিরে নিয়ে গেল।

উঁচু সড়কে তারা উঠার পূর্বেই অন্ধকার নামল। দুই পাশে আগুন জ্বেলে আলোকিত করা হল এবং রাজকোষ থেকে দেওয়া বিয়ার ও ওয়াইনে জনগণ নিজেদের ভাসিয়ে দিচ্ছে।

যখন ফারাও ট্যামোসের মন্দিরে নামল এবং তার পিতা ও তার রক্ষক হুরাসে বিশাল মূর্তির মাঝের সিঁড়ি দিয়ে উঠল তখন জনগণের চিৎকারে তার কানে তালা লাগার উপক্রম। হুরাসের স্বর্গীয় ১০০ টা রূপের প্রতিটি মূর্তি–বাচ্চা হারপোক্রাটেস রূপে, এক পাশে চুল ও একটা আঙ্গুল মুখে দেওয়া; আইসিস-এর দুগ্ধ পান রত অবস্থায় কিংবা ফুটন্ত পদ্মফুলে বসা, অথবা বাজপাখির মাথা বিশিষ্ট ইত্যাদি। রাজা ও প্রভু মনে হল যেন এক হয়ে গেছে।

লর্ড নাজা ও যাজকেরা বালক ফারাওকে লম্বা কাঠের ফটক দিয়ে 'দুঃখের কক্ষে' নিয়ে গেল, ঐ পবিত্র স্থানটায় যেখানে ট্যামোস-এর মমি পাথরের আয়তকার কালো বেদীর উপর শায়িত। অন্য কক্ষের দেয়ালে কবর রক্ষক দেবতা আনুবিস-এর কালো মূর্তি পাহারারত। পাশেই মুক্তার ন্যায় অ্যালাবাসটারের স্বচ্ছ জারে ফারাও-এর হৃদপিণ্ড, ফুসফুস ও নাড়িভূড়ি রাখা রয়েছে।

বিপরীত দিকের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে স্বর্ণে আবৃত শবধান রাজ-শব গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কফিনের ঢাকনা ফারাও-এর একটা চিত্রকর্ম বহন করছে যা এতো জীবন্ত যে তা দেখে নেফারের হৃদয় মুচড়ে উঠল, মনটা দুঃখে ভরে গেল এবং তার চোখ

বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। অশ্রু মুছে সে যাজকদের অনুসরণ করে যেখানে ঘরটার মধ্যখানে তার পিতার দেহ শায়িত সেখানে এল।

লর্ড নাজা বেদীর অন্য পাশে নেফারের মুখোমুখি অবস্থান নিল এবং প্রধান পুরোহিত মৃত রাজার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। যখন সবাই মৃত রাজার মুখ খোলার জন্যে প্রস্তুত হলো দুজন পুরোহিত লিনেনটা যা দ্বারা শবটা ঢাকা ছিল তা এক পাশে সরাল এবং নেফার অজান্তেই তার পিতার দিকে চেয়ে গুটিসুটি মেরে গেল।

আর মৃত্যুর পর সপ্তাহ জুড়ে, যখন নেফার ও টাইটা মরুভূমিতে ছিল, মমি কররা রাজার দেহ নিয়ে কাজ করেছে। প্রথমে তারা লম্বা হাতওয়ালা একটা চামচ তার নাক দিয়ে ঢুকিয়ে মাথার খুলির মধ্য থেকে মগজ বের করে নিয়েছে। এরপর তারা তার চোখ খুলে নিয়েছে যা সহজেই পচন ধরে, এবং অক্ষি কোঠর ও খুলির গহ্বর ন্যাট্রোন লবণ ও সুগন্ধি হার্ব দ্বারা পূর্ণ করে দেয়। তারপর তারা মাথা উপরের দিকে দিয়ে মৃত দেহটাকে ঘন লবণের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে এবং ত্রিশ দিন এভাবে রেখেছে ও প্রতিদিন ক্ষারের দ্রবণ পরিবর্তন করেছে। ফলে চর্বি শুষে চামড়া শক্ত হয়। শুধুমাত্র চুল ও মাথার চামড়াটা অপরিবর্তিত থাকে।

তারপর ন্যাট্রোন দ্রবণ থেকে শব দেহকে বের করে এই পাথরের অতিকায় বেদীর উপর রাখা হয়েছে এবং তেল ও হারবাল উপাদান তাতে লাগানো হয়। পেটের খালি অংশটা রঞ্জন ও মোমের শুকানো লিনেন কাপড় দ্বারা পূর্ণ করা হয়। বুকের যেখানে তীরটা আঘাত করেছিল সেই জায়গা সেলাই করা হয়েছে এবং স্বর্ণ ও দামী পাথরের গহনা তার উপর রাখা হয়েছে। ছোট পাথর ও তীরের অগ্রভাগ যা রাজাকে হত্যা করেছে তা মমি-কররা তার দেহ থেকে বের করে নিয়েছে। কাউন্সিলের সদস্যগণ কর্তৃক পরখ করার পর ওটাকে স্বর্ণের বাক্সে সীল করা হয় এবং এটা তার সাথে তার কবরে যাবে যা পরবর্তী জীবনে যাত্রা কালে কোন ব্যাঘাত ঘটানোর সময় শয়তানের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী অস্ত্র হবে।

মমি করার পরবর্তী চল্লিশ দিন শবদেহকে মরুর লু-হাওয়ায় পুরোপুরি শুকানো হবে।

যখন এটা জ্বালানি কাঠের মত শুকিয়ে যাবে তখন তা বাঁধা হবে। লিনেন ব্যান্ডেজ দিয়ে খুব সূক্ষ্ম ও সাবধানের তা প্যাঁচানো হবে আর তখন পুরোহিতগণ প্রভুদের উদ্দেশ্য মন্ত্র পড়বেন। তাদের নিচে মূল্যবান তাবিজ ও কবজ রাখা হবে এবং প্রতিটি পরত রঞ্জন দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হবে যা ধাতুর মতো কঠিন ও শক্ত করে আটকে ধরবে। শুধুমাত্র মাথাটা উন্মুক্ত রবে এবং পরবর্তী সপ্তাহের পূর্বেই মুখটা খুলে চারজন সবচাইতে দক্ষ মেকআপ আর্টিস্ট মোম ও প্রসাধন ব্যবহার করে ফারাও-এর চেহারায় একটা জীবন্ত ভাব ফুটিয়ে তুলবে। তারা চোখের কোঠরে পাথর ক্রিস্টাল ও কালো আগ্নেয় শিলা বসিয়ে দিয়েছে। সাদাটা অর্ধস্বচ্ছ, আইরিস ও পিউপিল ঠিক রাজার স্বাভাবিক বর্ণের সাথে মিলে গেছে। কাচের গোলকটা মনে

হল জীবন্ত ও বুদ্ধি-দীপ্ত, নেফার তাদের মধ্যে দিয়ে ভয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল– আশা করল চোখে পাতা নড়ুক ও তার পিতার পিউপিল তাকে চিনতে পেরে প্রসারিত হোক। ঠোঁটগুলো আঁকা হয়েছে ও রং লাগলো হয়েছে, যে কোন সময় যেন তারা হাসবে এবং তার রং করা চামড়া এমন মসৃণ ও উগ্র দেখাল যেন উক্ত রক্ত এখনো তার নিচে প্রবাহিত হচ্ছে। তার চুল ধোয়া হয়েছে এবং তা পরিচিত কালো খোপা করা হয়েছে যা নেফারের অতি পরিচিত।

লর্ড নাজা, প্রধান পুরোহিত ও গায়কবৃন্দ দ্বিতীয় বারের মতো মৃতের জন্য মন্ত্র পড়তে লাগল; কিন্তু নেফার তার পিতার মুখ থেকে চোখ সরাতে পারছিল না।

'সে প্রতিচ্ছবি এবং আয়না নয়, সে সঙ্গীত এবং সুর নয়, সে পাথর এবং বাটালি নয়। সে চির দিন বেঁচে থাকবে।'

প্রধান পুরোহিত নেফারের পাশে এল ও সোনার চামচটা তার হাতে দিল। নেফারকে রীতিটা শিখিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু তার হাত কাঁপতে লাগল যখন সে চামটা তার পিতার ঠোঁটের উপর রাখল এবং বলল, 'আমি আপনার মুখ খুললাম যাতে আপনি আরো একবার কথা বলার ক্ষমতা পান।' সে চামচ দিয়ে তার পিতার নাক স্পর্শ করল এবং বলল, 'আমি আপনার নাক খুললাম যাতে আপনি আরো একবার শ্বাস নিতে পারেন।' তারপর সে শবটির প্রত্যেকটি সুন্দর চোখ স্পর্শ করল। 'আমি আপনার চোখ খুলে দিলাম যাতে আপনি আবার এই জগৎ ও ভবিষ্যৎ দুনিয়ার সৌন্দর্য দেখতে পান।'

এটা শেষ হতেই মমিকররা মাথা ঢেকে দিল ও সুগন্ধি রঞ্জন দ্বারা প্রলেপ মাখাল। এরপর রাজ সভাসদগণ যারা অপেক্ষা করছিল তারা এগিয়ে এল। তারা স্বর্ণের মুখোশটা মুখের উপর বসিয়ে দিল এবং আরো একবার তা দীপ্যমান জীবনের জ্যোতি ছড়াল। আচারাদির বিপরীতে শুধুমাত্র একটা মৃত্যু মুখোশ ও একটা সোনালি কবর ছিল ফারাও ট্যামোসের জন্যে। অথচ তার পিতা তার পূর্বে কবরে গেছেন সাতটা মুখোশ ও সাতটা শবাধার নিয়ে, একটার মধ্যে আরেকটা, প্রতিটি প্রতিবার আগেরটার চাইতে আরো বেশি বড় ও সাজানো।

রাতের বাকি সময়টা নেফার স্বর্ণের শবাধারের পাশে রইল, প্রার্থনা করল ও ধূপ পোড়াল এবং তার পিতাকে তাদের মাঝে নেওয়ার জন্য প্রভুদের উৎসাহ দিল। যেন দেবতাদের মাঝে তাকে আসন দেওয়া হয় সে প্রার্থনা সে করল। প্রত্যুষে সে পুরোহিতদের সাথে বের হয়ে মন্দিরে সারিবদ্ধ বাড়ির কাছে গেল যেখানে তার পিতার প্রধান বাজ শিকারী তার অপেক্ষা করছিল। সে তার হাতে একটা রাজকীয় বাজ পাখি ঢেকে ধরে ছিল।

'নেফারটেম!' নেফার ফিস্‌ফিস্ করে পাখিটার নাম বলল। 'পদ্ম ফুল' সে শিকারীর হাত থেকে সুন্দর পাখিটা নিল ও নিজের মুঠোয় ধরে তা উঁচু করে ধরল যাতে নিচে দাড়ানো লোকজন তা স্পষ্ট দেখতে পায়। পাখিটার পায়ে স্বর্ণের চেইনে একটা স্বর্ণের পাত ঝোলানো। ওটার মধ্যে তার পিতার রাজচিহ্ন খোদাই করা।

'এটা ফারাও ট্যামোস ম্যামোসের গডবার্ড। এটা আমার পিতার সত্তা।' সে শক্তি অর্জনের জন্য একটু দম নিল কারণ তার প্রায় কান্না চলে এসেছিল। তারপর সে বলতে লাগল, 'আমি আমার পিতার গড বার্ডকে মুক্ত করে দিলাম।' সে বাজটার মাথা থেকে চোখ বাঁধার চামড়া সরিয়ে ফেলল। ভোরের আলোয় পাখিটার হিংস্র চোখগুলো মিটমিট করে উঠল এবং পাখিটা তার ডানা ঝাপটাল। নেফার ওটার পায়ের বাঁধন খুলে দিতেই পাখিটা ডানা প্রসারিত করল। 'উড়ে যাও, পবিত্র আত্মা!' নেফার চিৎকার করে বলল, 'অনেক উঁচুতে উড়ে যাও আমার জন্যে ও আমার পিতার জন্যে।'

সে পাখিটা উপরে নিক্ষেপ করল এবং ওটা ভোরে বাতাসে ভর করে অনেক উপরে উঠে গেল। দুইবার মাথার উপর চক্কর দিল এবং তারপর একটা বন্য ও ভয়ানক চিৎকার দিয়ে পাখিটা নীল পার হয়ে উড়ে গেল।

'গড বার্ডটা পূর্বে উড়ে গেল!' প্রধান পুরোহিত সজোরে বলল কথাটা। মন্দিরে সিঁড়িতে দাঁড়ানো সমাবেশের প্রতিটি সদস্য জানে এটা একটা অশুভ সংকেত।

নেফার শারীরিক ও মানসিকভাবে এতোটাই ক্লান্ত ছিল যে যখন সে পাখিটার উড়ে যাওয়া দেখল সে তার পায়ের উপর টলে উঠল। টাইটা পরে যাওয়ার পূর্বে তাকে ধরল ও অন্যত্র নিয়ে গেল।

মেমনন প্রাসাদে নেফারে শয়ন কক্ষে ফিরে টাইটা একটা তরল তৈরি করল এবং হাঁটুগেড়ে তার পাশে বসে নেফারকে তা এগিয়ে দিল। নেফার একটা বড় চুমুক দিয়ে কাপটা নামাল এবং জিজ্ঞেস করল, 'কেন আমার পিতা মাত্র একটা ছোট কফিন পেল যখন তুমি বলে থাকো আমার দাদাকে সাতটা ভারি স্বর্ণের শবাধার সহকারে সমাহিত করা হয়েছিল এবং তার শেষকৃত্যের বাহনটা নিতে বিশটা শক্তিশালী ষাঁড় লেগেছিল?'

'আমাদের ইতিহাসের সবচাইতে জাঁকজমক শেষকৃত্য হয়েছে তোমার দাদার। সে তার সাথে অনেক কিছু নিয়ে পরকালে যাত্রা করেছে, নেফার।' টাইটা সম্মত হল। 'কিন্তু ঐ সাতটা কফিনে প্রায় ত্রিশ লাখ খাঁটি স্বর্ণ নিয়েছিল এবং যা পুরো জাতিকে ভিখারী করে দিয়েছিল প্রায়।'

নেফার চিন্তিত ভাবে কাপটার ভেতর তাকাল, তারপর শেষ কয়েক ফোঁটা পান করল। 'আমার পিতাও ঐরকম একটা শেষকৃত্য দাবি করে, কারণ তিনি একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন।'

'তোমার দাদা পরকাল নিয়ে বেশি ভাবতেন।' টাইটা ধৈর্য নিয়ে ব্যাখ্যা করল, 'আর তোমার পিতা তার নিচু ও মিশরের ভালো নিয়ে বেশি ভেবেছেন।'

নেফার এ ব্যাপারে এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভেড়ার চামড়ার বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করল। তারপর সে আবার চোখ খুলল। 'আমি আমার পিতার জন্যে গর্বিত'; সহজভাবে কথাটা বলল সে।

আশীর্বাদে টাইটা হাতটা তার কপালে রাখল এবং ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'এবং আমি জানি একদিন তোমাকে নিয়েও গর্ব করার মতো তোমার পিতার অনেক কারণ থাকবে।'

তারা যে মিশরের দীর্ঘ ইতিহাসের সবচাইতে ভয়ংকর ও চরম সময়ে এসে পৌঁচেছে এ ব্যাপারে টাইটাকে সতর্ক করার জন্যে বাজপাখি নেফারটেম এর উড্ডয়নের অশুভ সংকেতের দরকার নেই। যখন টাইটা নেফারের শয়নকক্ষ ত্যাগ করল ও মরুভূমি দিয়ে যাত্রা করল, তার মনে হল যেন তারাগুলোর গতির থেমে গেল এবং অনাদি দেবতারা পিছু হটল ও তাদের সবচাইতে এই বিপদজনক সময়ে তাদের ত্যাগ করল। 'মহান হুরাস, আমাদের এখন আপনার দিক নির্দেশনা দরকার। আপনি এই তা-মেরি, মূল্যবান ভূমিটা আপনার নিজ হাতে ধারণ করেন। এটাকে আপনার আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে যেতে দিয়েন না এবং ক্রিস্টালের ন্যায় ছত্রভঙ্গ হতেও দিয়েন না। আমরা দুঃখের মধ্যে আছি তা হতে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েন না। আমাকে সাহায্য করুন, মহান বাজপাখি। আমাকে পথ দেখান। আপনার ইচ্ছেটা আমার কাছে স্পষ্ট করুন যাতে আমি আপনার ইচ্ছা অনুসরণ করতে পারি।'

যেতে যেতে সে প্রার্থনা করল, একে একে মরুর পাহাড়সমূহ পাড়ি দিল। তার দীর্ঘ লাঠির পাথরে ঠুকার আওয়াজ একটা হলুদ শিয়ালকে সতর্ক করে দিল এবং শিয়ালটি চাঁদের আলোয় আলোকিত পাথরের খাঁজের উপর দিয়ে ভোঁ দৌড় মারল। যখন সে নিশ্চিত হল কেউ তাকে অনুসরণ করছে না তখন সে ঘুরে নদীর সমান্তরালে চলল এবং গতি দ্রুত করল। 'হুরাস, তুমি ভালো করেই জান আমাদের হার জিতের সম্ভাবনা সমান সমান। ফারাও ট্যামোস শেষ এবং আমাদের নির্দেশনা দেওয়ার মতো আর কোন যোদ্ধা নেই। অ্যাপেপি ও তার হিকস্‌গণ দক্ষিণে এতোটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে তারা প্রায় অজেয়। তারা আমাদের বিরুদ্ধে জড়ো হচ্ছে এবং আমরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারব না। দু'রাজ্যের দ্বৈত-মুকুট বিশ্বাসঘাতক পোকা দ্বারা পচন ধরছে এবং নতুন শোষককে তা টিকে থাকতে দেবে না। আমার চোখ খুলে দিন, মহান প্রভু এবং আমাকে পথ দেখান, যাতে আমরা দখলবাজ ডাকাত হিকস্ ও আমাদের রক্তের ধংসাত্মক বিষের বিরুদ্ধে জয় লাভ করতে পারি।'

দিনের বাকি সময় টাইটা পাথুরে পাহাড় ও নিরব স্থানগুলোতে ঘুরে বেড়াল, প্রার্থনা করল ও সামনের পথ অনুসন্ধান করল। পড়ন্ত বেলায় সে নদীর দিকে ফিরল এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছল। সে এখানে সরাসরি রাস্তায় আসতে পারত কিন্তু এতে

অনেক লোক তাকে দেখে ফেলবে এবং এ সময়ে মরুতে তার একা থাকার প্রয়োজন ছিল।

গভীর আঁধারে বেশির ভাগ লোক যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন সে নদীর পাড় ধরে মন্দিরে দিকে অগ্রসর হল। ফটকের শূন্যে লুকানো জায়গায় একটা মশাল জ্বলছিল। এটা প্রভু বেস এর খোদাই করা মূর্তি যা প্রবেশ মুখে পাহারারত। মদ্যপান ও আনন্দ-উল্লাসের বিবৃত বামন প্রভু হল বেস। তার জিভটা তার বাঁকানো হাসি দেয়া ঠোটের ফাঁক দিয়ে অলসভাবে ঝুলে আছে। মশালের কম্পিত আলোয় যখন টাইটা তার পাশ দিয়ে গেল তখন তাকে সে দাঁত বের করা একটা হাসি উপহার দিল।

মন্দিরের একজন সহায়ক পুরোহিত ম্যাগোসকে অভ্যর্থনা জানাল। সে তাকে মন্দিরের ভেতরস্থ পাথুরে কক্ষে নিয়ে গেল। সেখানে তার জন্যে এক ঘটি ছাগলের দুধ, রুটি ও মধু রাখা ছিল। তারা জানত এগুলোর প্রতি টাইটার দুর্বলতা প্রচন্ড এবং খেতে খুব পছন্দ করে।

'ইতোমধ্যে তিনজন লোক আপনার আগমনের অপেক্ষায়, আমার লর্ড,' তরুণ যাজক তাকে বলল।

'বেসটেট কে সবার আগে আমার কাছে নিয়ে এসো,' টাইটা নির্দেশ দিল।

বেসটেট হল নোমার্ক অর মেমফিস-এর প্রধান অনুলেখক। সে টাইটার একজন অন্যতম মূল্যবান তথ্য দাতা। যখন ইয়েলো ফ্লাওয়ার ছড়িয়ে পড়েছিল তখন টাইটা তার সন্তানদের রক্ষা করেছিল। টাইটাকে তার অনেক কিছু বলার আছে যা রাজ-প্রতিভূর উত্থানের সময় ঘটেছে এবং সে তার দান যথাযথ অনুগত্যের সাথে গ্রহণ করেছে। 'আপনা আশীর্বাদই যথেষ্ট দান, মহান টাইটা।'

'বৎস! আশীর্বাদে ফুলে যেও না,' টাইটা তাকে বিদায় দিল।

তারপর আসল থেবসের মহান হুরাস মন্দিরের প্রধান যাজক। যে তার নিয়োগের জন্য টাইটার কাছে ঋণী, কারণ ফারাও ট্যামোসের কাছে তার জন্যে টাইটা মধ্যস্থতা করেছিল। অধিকাংশ ধনী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা হুরাসের মন্দিরে প্রার্থনা করতে বলি দিতে যায় এবং তারা সবাই প্রধান পুরোহিতের নিকট নিজেদের গোপন কথা বলে। তৃতীয় ব্যক্তি যে টাইটার কাছে রিপোর্ট করল সে হল নলরো, উত্তরের আর্মি সেক্রেটারি। সেও একজন খোঁজা এবং যারা লিঙ্গহীনতা ভোগ করে তাদের মধ্যে একটা বন্ধন রয়েছে।

যৌবনের প্রথম দিন থেকে যখন টাইটা নিজেকে সিংহাসনের ছায়ার পিছনে রাজ-কার্যে সংযুক্ত করেছে, তখন থেকেই সে নিখুঁত বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন যার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাতের বাকি সময় ও পরের দিনের বেশির ভাগ সময় সে তাদের কথা শুনল এবং নানান প্রশ্ন করল। আর যখন সে মেমনন প্রাসাদে ফেরার জন্যে প্রস্তুত হল তখন যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তার কাছে প্রকাশ হয়ে গেল।

সন্ধ্যায় সে নদীর পার ধরে প্রাসাদে ফিরতে সোজা পথ ধরল। ঘরে ফিরতি কৃষকেরা তাকে চিনল, তার শুভ ভাগ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে তাকে বলল, 'হুরাসের কাছে আমাদের জন্যে প্রার্থনা করো, ম্যাগোস'। কারণ তারা সবাই জানত সে একজন হুরাস ভক্ত। অনেকে তাকে ছোট ছোট কিছু উপহার দিল এবং এক চাষী তার সাথে রাতের খাবার খেতে তাকে জোর অনুরোধ করল।

রাত নামতেই টাইটা চাষীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল এবং তাকে আগুনের পাশে রেখে এল। সে দ্রুত চলল, উদ্বিগ্ন– যদি না আবার রাজ-অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। প্রাত্যুষের পূর্বে সে প্রাসাদে ফিরল, এবং রাজ শয়ন-কক্ষে যাবার আগে সে গোসল ও পোশাক পরিবর্তনের সময় পেল না। দরজায়, প্রবেশ দ্বারে দু'জন রক্ষী তাদের বর্শা আড়া-আড়ি ধরে তার পথ আটকাল।

টাইটা বিস্মিত হল, পূর্বে এমনটা কখনো হয়নি। সে রাজ-শিক্ষক, ফারাও ট্যামোস কর্তৃক তের বছর পূর্বে নিয়োগ পেয়েছেন। সে রাগত দৃষ্টিতে রক্ষীদের দিকে তাকালেন। তারা চোখ নামাল কিন্তু নিজেদের অবস্থানে অটল রইল। 'অপরাধ নেবেন না, মহান ম্যাগোস। এটা কর্নেল আসমর ও রাজ-রক্ষকের বিশেষ আদেশ। রাজার কক্ষে কারো প্রবেশ রাজ-প্রতিভূর অনুমোদন বহির্ভূত।'

সার্জেন্ট অবিচল, তাই টাইটা সেখানে গেল যেখানে নাজা তার প্রিয় লোকদের সাথে সকালের নাস্তা করছিল। 'আমার লর্ড নাজা, আপনি জানেন যে আমি ফারাও-এর নিজ পিতা কর্তৃক তার শিক্ষক ও বিজ্ঞ পরামর্শদাতা পদে নিয়োগ প্রাপ্ত। তাই দিনের বা রাতের যে কোন সময় তার কক্ষে প্রবেশ করার অধিকার আমার রয়েছে।'

'সে অনেক বছর আগের কথা, মহান ম্যাগোস', পিছনে দাঁড়ানো দাসের কাছ থেকে আঙুরের একটা থোকা নিয়ে মুখে পুরতে পুরতে নাজা ধীর লয়ে জবাব দিল। 'আর তা তখনকার জন্যে ঠিক ছিল, কিন্তু ফারাও সেটি আর বাচ্চা নেই। তার আর এখন কোন সেবকের প্রয়োজন নেই।' অপমানটা আকস্মিক ছিল, সে তা পাত্তা দিল না। 'আমি তার রাজ প্রতিভূ। ভবিষ্যতে সে আমার কাছেই সাহায্য ও উপদেশ চাইবে।'

'রাজার প্রতি আপনার অধিকার ও দায়িত্ব আমি স্বীকার করছি কিন্তু নেফারের কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে রাখা অপ্রয়োজনীয় ও নিষ্ঠুর', টাইটা প্রতিবাদ করল কিন্তু নাজা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল।

'সবচাইতে জরুরি রাজার নিরাপত্তা', সে বলল এবং খাবার থেকে উঠল ও বোঝাল যে খাবার পর্ব এবং সাক্ষাৎ দর্শন শেষ। তার বডিগার্ড তার কাছাকাছি থাকল যাতে টাইটা কাছে ঘেষতে না পারে।

সে নাজার সফর সঙ্গীদের বাগান পেরিয়ে কাউন্সিল চেম্বারের দিকে যেতে দেখল। সে তৎক্ষণাৎ তাদের অনুসরণ করল না, এক পাশে ঘুরে বসে ভাবতে লাগল।

নেফারকে নাজা নজর বন্দী করে রেখেছে। তার নিজের প্রাসাদেই সে বলতে গেলে বন্দি। সে একা ও শত্রু বেষ্টিত। টাইটা তাকে রক্ষা করার উপায় খুঁজল। আরো একবার সে মিশর থেকে পালিয়ে কোন বিদেশি ক্ষমতার সুরক্ষায় নেফারকে নিয়ে যাবার কথা ভাবল যতোদিন না সে তার জন্ম-অধিকার দাবি করার মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যাই হোক এখন তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে শুধু রাজ কোয়ার্টারের সব দরজাই বন্ধ নাকি থেবস্ ও মিশর থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার সবগুলো পথই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

কোন সহজ সমাধান নয় এবং এক ঘণ্টা গভীর চিন্তার পর টাইটা উঠে দাঁড়াল। কাউন্সিল চেম্বারের গার্ডরা এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে তাকে যাবার জায়গা করে দিল এবং টাইটা দুই সারির মধ্যবর্তী সরু স্থান দিয়ে নেমে তার জন্য বরাদ্দ করা সামনের বেঞ্চে বসল। নেফার তার রাজ প্রতিভূ-র পাশে বেদীতে বসে আছে। সে মিশরের উচ্চ রাজ্যের মুকুট পরে আছে এবং তাকে বিবর্ণ ও বিমর্ষ দেখাল। টাইটা বুঝল ইতোমধ্যে তাকে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগ করা শুরু হয়েছে। কিন্তু সে বালকটির চারপাশে কোন ভয়ংকার ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে পারল না। সে তাকে শক্তি ও উৎসাহ দিতে মনোযোগ দিল, কিন্তু নেফার তার দিকে শীতল ও দোষীর ন্যায় দৃষ্টি হানল, কারণ সে রাজ অভিষেক মিস করেছে।

টাইটা রাজকার্যে মনোনিবেশ দিল। তারা উত্তর থেকে আসা সবশেষ খবর নিয়ে আলোচনা করছিল। সেখানে রাজা অ্যাপেপি আবার আবনাব দখল করে নিয়েছে যা কিনা তারা তিন বছর আগে দখল করেছিল। এ নিয়ে ঐ দুর্ভাগ্যের শহরটা আট বার হাত বদল হল সেই ফারাও ম্যামোস, ট্যানোস-এর পিতার রাজত্ব কাল হতে। যদি ফারাও ট্যামোস হিকস্দের তীর দ্বারা বধ্ না হতেন তবে তার বলিষ্ঠ কৌশল এ দুর্বিণিত শক্তিকে সমূলে উৎখাত করে দিতো নিশ্চিত। তখন তাহলে এখন হিকস্ সৈন্যরা থেবস্ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত না হয়ে তার পরিবর্তে শত্রু রাজধানী তাদের অ্যাভারিস অভিমুখে এগোত।

টাইটা লক্ষ্য করল কাউন্সিলের সদস্যরা প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে মত-বিরোধে জড়িয়ে পড়ছেন। তারা শেষ হারাটার কারণ খুঁজল, যা একটা বোকাও সহজে বুঝবে যে ফারাও-এর অকাল মৃত্যুই এর প্রধান কারণ। যিনি তার আর্মিকে কোন দিক নির্দেশনা না দিয়েই চলে গিয়েছিলেন। অ্যাপেপি তার মৃত্যুর এ সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছে।

তাদের তর্ক শুনে টাইটা আগের চাইতে অনেক জোড়ালোভাবে অনুভব করল এই যুদ্ধটা মিশরের শরীরে চলমান ফোড়ার মতই হবে। ধৈর্যচ্যুত হয়ে সে ধীরে

উঠে দাঁড়াল এবং কাউন্সিল কক্ষ থেকে বের হয়ে এল। এখানে তার আর কিছু দেখার নেই কারণ এখনো তারা মৃত ফারাও ট্যামোস-এর পরিবর্তে উত্তরের সৈন্যদেরকে নেতৃত্ব কে দেবে তা নিয়ে তর্ক করছিল। 'এখন যেহেতু সে চলে গেছে, অ্যাপেপির সাথে যুদ্ধ করার মতো কেউ নেই– না আসমর, না টেরন বা না নাজা নিজে।' হেঁটে চলতে চলতে টাইটা বিড়বিড় করল। 'আমাদের ভূমি ও সৈন্যরা দীর্ঘ ষাট বছরের যুদ্ধে রক্তে ঝড়ে সাদা হয়ে গেছে। আমাদের শক্তি বাড়াতে হবে এবং আমাদের মধ্য থেকে একজন মহান নেতার অভ্যুদয় ঘটাতে হবে।' সে নেফারের কথা ভাবল। কিন্তু ছেলেটির সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে কিছু বছর লেগে যাবে যা টাইটা জানে। আমন-রা-এর ধাঁধা থেকে তা সে জেনেছে, ভাগ্য তার জন্যে এমনটাই পরিকল্পনা করে রেখেছে।

'আমাকে ঐ সময়টা পর্যন্ত তাকে জয়ী রাখতে হবে এবং যতোক্ষণ না সে প্রস্তুত হয় ততোক্ষণ অব্দি তাকে নিরাপদে রাখতে হবে।'

তারপর সে প্রসাদের মহিলাদের কোয়ার্টারে গেল। যেহেতু সে খোঁজা ছিল তাই সে যেতে পারত, যা অন্য পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তিন দিন পূর্বে রাজ কুমারীরা জেনেছে সে তাদের বিয়ে হবে এবং টাইটার আরো আগে তাদের সাথে দেখা করা উচিত ছিল। তারা দ্বিধান্বিত ও হতাশ হয়ে আছে এবং তার সহানুভূতি ও সাহায্য তাদের প্রয়োজন হতে পারে।

সে আঙ্গিনায় প্রবেশ করতেই মেরিকারা তাকে প্রথম দেখল। একজন আইসিস যাজকি তাকে শিক্ষাদান করছিল এবং সে সেখান থেকে লাফ দিয়ে উঠে লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড়ে তার নিকট এল। দৌড়ানোর সময় কাঁধের ওপর তার চুলের গোছা দুলতে লাগল। সে তার কোমর দুহাতে পেচিয়ে ধরল এবং তার সব শক্তি দিয়ে জোরে চেপে ধরল। 'ওহ্, টাইটা, তুমি কোথায় ছিল? গত কয়দিন আমি তোমাকে অনেক খুঁজেছি।'

তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেই টাইটা বুঝল সে কাঁদছিল, কারণ তার চোখ লাল হয়ে আছে এবং চোখের চারপাশটা গাঢ় কাল। এখন সে আবার তা শুরু করল, ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে কেঁপে উঠছিল। টাইটা তাকে কোলে তুলে নিল এবং জড়িয়ে ধরে রাখল যতোক্ষণ না সে একটু শান্ত হল। 'কি হয়েছে, আমার ছোট্ট বানর? কি সে যা তোমাকে এতো অসুখী করেছে?'

'লর্ড নাজা আমাকে কোন গোপন স্থানে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমার ভয়ানক কিছু করবে। সে কিছু একটা বড় ও তীক্ষ্ণ জিনিস আমার ভেতরে রাখবে যা আমাকে ব্যথা দিবে ও আমার রক্ত বের হবে।'

'কে তোমাকে এটা বলেছে?' টাইটা খুব কষ্টে তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করল।

'মাগারা ও সাক', মেরিকারা ফুঁপিয়ে বলল। 'ওহ্, টাইটা, তুমি কি তাকে তা আমার সাথে করা থেকে বিরত করতে পারবে না? দয়া করে, ওহ্, দয়া করে তা কর।'

টাইটা বুঝল ঐ নুবিয়ান মেয়ে দুটোই তার এই ভয়ের জন্যে দায়ী। সাধারণত তাদের গল্পগুলো আফ্রিকার পিশাচ ও ভূতদের নিয়ে হয় কিন্তু এখন তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। মনে মনে টাইটা বেয়াদব মেয়ে দুটোকে উচিত শাস্তি দেয়ার কসম খেল এবং রাজ কন্যার ভয় দূর করার উদ্যোগী হল। এখন তাকে শান্ত করতে কৌশল ও স্নেহ দরকার, কারণ মেরিকারা ভীত ছিল। সে তাকে বাগানের একটা নির্জন কোনে নিয়ে গেল, বসাল এবং মেয়েটি তার কোলে গুটি-সুটি মেয়ে রইল এবং মাথটা টাইটার বুকের সাথে সেটে রাখল।

তার ভয়টা অবশ্যই অমূলক। এমনকি বিয়ের পরও, এটা প্রকৃতির নিয়ম। নাজা মেরিকারাকে তার প্রথম ঋতুর পূর্বেই বিছানায় নেবে এবং তার এখনো বছর খানেক বাকি। শেষ পর্যন্ত সে তাকে শান্ত করতে সফল হল এবং তারপর রাজ-ঘোড়াশালে তাকে সকালে জন্ম নেওয়া ঘোড়া শাবক দেখাতে নিয়ে গেল ।

যখন সে আবার হাসছিল ও লাফালাফি করতে লাগল টাইটা তাকে তখন অন্দর মহলে ফিরিয়ে আনল এবং তাকে আনন্দ দিতে কিছু যাদু দেখাল। সে এক জগ নীলের পানিতে আঙুল ডুবিয়ে শরবত বানাল এবং এক সাথে তা তারা পান করল।

তারপর একটা পাথর সে বাতাসে ছুঁড়ে মারল যা একটা জীবন্ত ক্যানারি পাখিতে পরিণত হয়ে উড়ে গিয়ে একটা ডুমুর গাছের শীর্ষে গিয়ে বসল। গাছটায় বসে পাখিটা নাচল ও গান গাইল। টাইটা তাকে ছেড়ে দুই দাসী মাগারা ও সাককে খুঁজতে গেল। তাদের সে এমন ধমক দিল যে তারা ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং করুণ সুরে দুঃখ করল। সে জানত মাগারা এই রকম অস্বস্তিকর ঘটনার লীডার তাই সে তার কান থেকে যাদু বলে একটা বিচ্ছু বের করে আনল ও তার মুখের এক ইঞ্চি নিচে রাখল যা তাকে এতো ভীত করল যে সে ভয়ে প্রসাব করে দিল।

সন্তুষ্ট হয়ে সে হেজারেটকে খুঁজতে গেল। সে তাকে নদীর তীরে তার বীণা নিয়ে বসে থাকা অবস্থায় পেল। টাইটার দিকে সে চেয়ে ছোট একটা কষ্টের হাসি দিল কিন্তু বীণা বাজনো থামালো না। টাইটা তার পাশে উইলো গাছটার শূন্যে ঘাসের উপর বসল। যে সুরটা সে বাজাচ্ছিল তা তার দাদীর প্রিয় একটা সুর। টাইটা এটা তাকে শিখিয়েছে এবং এখন সে গলা ছেড়ে গাইতে লাগল।

> 'আমার হৃদয়টা আজ আহত কোয়েল পাখি যেন।
> যখনই তোমার মুখটা আমি দেখি, প্রিয়!
> মনটা তখন ভোরের আকাশ হতে চায়
> আর তুমি হেসে ওঠতেই
> সূর্যালোক বুঝি আঁধার সব তাড়াল।'

তার কণ্ঠ মিষ্টি ও আবেগাপ্লুত, এবং টাইটা অনুভব করল সে নিজেও কাঁদছে। যেন সে এখন আবার লসট্রিসের কণ্ঠ শুনল। সেও তার সাথে যোগ দিল। তার কণ্ঠ

এখনো পরিষ্কার ও জোরালো, এ বয়সে এবং দাঁত নেই তবুও। এই যুগলের সামনে দিয়ে যাওয়া সব নৌকার মাঝিরা তাদের গান শুনে একটু জিরিয়ে নিতে লাগল।

গান শেষে হেজারেট বীণাটা পাশে সরিয়ে তার দিকে ফিরল। 'প্রিয় টাইটা আমি খুব খুশি যে তুমি এসেছো।'

'আমি দুঃখিত যে তোমাকে অপেক্ষায় রেখেছি, আমার রাতের চাঁদ।' ডাক নামটা শুনে হেজারেট ক্ষীণ একটা হাসি দিল কারণ প্রকৃতির প্রতি সমসময়ই তার একটা রোমান্টিক ভাব ছিল। 'এখন বলো আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি?'

'তুমি লর্ড নাজার কাছে যাবে এবং আমার হয়ে ক্ষমা চাইবে। আমি তাকে বিয়ে করতে পারবো না।'

তার দাদী এ বয়সে যেমন ছিল সেও তেমন। লসট্রিসও অসম্ভব কাজের গুরু দায়িত্ব একই রকম নিশ্চয়তা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে তার উপর চাপিয়ে দিত। হেজারেট তা গভীর নীল সুন্দর চোখ দুটো তার দিকে ফেরাল। 'তুমি জানো, আমি ম্যারনকে কথা দিয়েছি, আমি তার স্ত্রী হব।' ম্যারন হচ্ছে ক্রাতাসের নাতি ও প্রিন্স নেফারের ফুর্তিবাজ সাথী।

টাইটা হেজারেটের দিকে অনুগ্রহ ভরা দৃষ্টিতে তাকাল কিন্তু কখনো বুঝাল না যে সে তার অনুভূতিগুলোকে উজ্জীবিত করলো। 'হেজারেট, আমি তোমাকে অনেক বার বলেছি যে তুমি অন্য মেয়েদের মতো নও। তুমি রাজকুমারী। তোমার বিয়েটা কোন আবেগের বশবর্তী হয়ে করা ঠিক হবে না। এটা কোন রাজনৈতিক কারণে অন্যরকম হতে পারে।'

'তুমি বুঝছ না, টাইটা,' হেজারেট নরম স্বরে বলল, কিন্তু মিষ্টি দৃঢ়তা নিয়ে। 'আমি ম্যারনকে ভালোবাসি। আমার ছেলেবেলা থেকে তাকে আমি নিচু। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই, লর্ড নাজাকে নয়।'

'আমি মিশরের রাজ-প্রতিভূর আদেশ খণ্ডাতে পারবো না।' সে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সে তার মাথা নাড়াল ও তার দিকে চেয়ে হাসল।

'তুমি অনেক জ্ঞানী টাইটা। আমি জানি তুমি কিছু একটা ভাববে। আর তুমি সব সময়ই তা কর।' সে তাকে বলল এবং অনুভব করল আবেগে বুঝি তার হৃদয় ভেঙ্গে যাবে।

'লর্ড টাইটা, আমি আপনার সাথে ফারাও কিংবা আমার বিবাহের বিষয়ে কোন কথা বলতে ইচ্ছুক নই। এই দু'ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেবার আমিই নেবো।' সে বুঝিয়ে দিল যে এ ব্যাপারে আর কোন কথা নয়। নাজা তার সামনে লেখার টেবিলে ছড়ানো স্ক্রোলটায় মনোযোগ দিল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হল, এক পাল বন্য হাঁস পূর্ব তীর থেকে উড়াল দিয়ে তাদের ভারি ডানা ঝাপটা দিতে দিতে নীলের ধূসর

প্রশস্ত পানি পেরোল এবং প্রাসাদের বাগান যেখানে তারা বসে ছিল তার উপর দিয়ে উড়ে গেল। অবশেষে টাইটা আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে যাওয়ার জন্য উঠল। সে রাজ-প্রতিভূতে মাথা ঝুকে বিদায় জানাতে উদ্যত হতেই নাজা তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। 'আমি আপনাকে যেতে বলি নি।'

'আমার লর্ড, আমি ভাবলাম আমাকে আপনার আর প্রয়োজন নেই।'

'বরং আপনাকেই আমার সবচাইতে বেশি প্রয়োজন।' সে এক দৃষ্টিতে টাইটার দিকে চাইল ও ইশারায় তাকে আবার বসতে বলল। 'আপনি আমার ধৈর্য ও সহ্য পরীক্ষা করছেন। আমি জানি আপনি কখনো ফারাও ট্যামোসের জন্যে আমন-রা অনুশীলন করতে অস্বীকার করেননি। যখনই তিনি বলেছেন তখনই তা করেছেন। তাহলে আমার সাথে কেন এতো ছল-চাতুরী? এই ভূমির রাজ-প্রতিভূ হিসেবে আমি আর কোন দেরি করব না। আমি এ কাজটা শুধু আমার লাভের জন্যে নয় বরং এ জাতির এই উত্তরের যুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে করতে চাই। প্রভুদের দিক নির্দেশনা আমার দরকার। আর আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যে তা আমার জন্যে করতে পারেন।'

নাজা এতো আকস্মিকভাবে উঠে দাঁড়াল যে তার সামনের টেবিলে উল্টে গেল এবং প্যাপিরাসের স্ক্রোলটা পিছলে পড়ে গেল। সেদিকে সে কোন নজর দিল না, বরং চিৎকার করে উঠল, 'আমি আপনাকে আমার হয়ে আমান-রা অনুশীলনের আদেশ দিচ্ছি।'

টাইটা নাটকীয় ভঙ্গিমায় মাথা নিচু করল। পিছনের কয়েক সপ্তাহ ধরেই সে এই আল্টিমেটামের জন্য প্রস্তুত ছিল। এবং নেফার যাতে নিরাপদ থাকে তাই সে তাকে দেরি করাল। তার বিশ্বাস যতোক্ষণ না সে ধাঁধার রহস্য তাকে বলবে ততোক্ষণ লর্ড নাজা নেফারের বড় কোন ক্ষতি করবে না।

'ধাঁধার জন্যে পূর্ণিমা সবচাইতে উত্তম সময়।' টাইটা তাকে বলল। 'আমি ইতোমধ্যে আয়োজন শুরু করেছি।'

নাজা তার টুলে বসল। 'আপনি এটা এখানে আমার কোয়ার্টারে করবেন।' সে বলল।

'না, লর্ড রাজ-প্রতিভূ, ওটা ঠিক হবে না।' টাইটা জানে যদি নাজাকে সে বসে রাখতে চায় তাহলে তাকে অশান্ত রাখতে হবে। 'প্রভুদের যতো বেশি নিকটে থাকা যায় ভবিষ্যৎবাণী ততো বেশি নির্ভুল হয়। বসিরিসের অশিরিশ মন্দিরে আমি যাজকদের নিয়ে সব ব্যবস্থা করেছি। ঐ খানটাতেই আমি মধ্যরাতে পূর্ণিমায় ধাঁধা অনুশীলন করব। মন্দিরের ভিতরের অংশে তা অনুশীলন করব। পবিত্র আত্মারা আমাদের সাহায্য করবে।' টাইটার কণ্ঠ রহস্যে ভারি হল। 'সেখানে শুধু আমি এবং আপনি উপস্থিত থাকব। অন্য কোন মানুষ, যা প্রভুরা আপনাকে বলবে তা শুনা ঠিক হবে না। আসমরের একজন প্রহরী শুধু দরজায় পাহারা দিবে।'

নাজা অশিরিশের একজন ভক্ত এবং তার অভিব্যক্তি স্থির ছিল। টাইটা জানে যে সময় ও স্থান সে পছন্দ করছে তার দ্বারা নাজা প্রভাবিত হবে। 'যেমনটি আপনার ইচ্ছে, নাজা সম্মত হল।'

রাজকীয় নৌকা যোগে বুশিরিসে যেতে দু'দিন সময় লাগল এবং আসমরের বাহিনী চারটা নৌযানে করে তাদের অনুসরণ করল। মন্দিরের শূন্যের হলুদ সমুদ্রতীরে তারা নামল এবং যাজকেরা স্তুতিগান ও সুগন্ধি নিয়ে রাজ-প্রতিভূকে স্বাগতম জানাতে অপেক্ষা করছিল। রাজ প্রতিভূর সুগন্ধি প্রিয়তার খবর রাজ্যব্যাপী সবার জানা। তাদের জন্য প্রস্তুত কোয়ার্টারে তাদের নিয়ে যাওয়া হল। নাজা গোসল করে সুগন্ধি মাখল এবং ফল ও শরবত খেয়ে সতেজ হল। টাইটা প্রধান যাজকের সাথে মন্দিরের বেদী পরিদর্শন করল ও মহান প্রভু অশিরিশের উদ্দেশ্য বলী দিল। পরে টাইটার পরামর্শে প্রধান যাজক চলে গেল এবং তাকে তার সান্ধ্য অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্যে একা রেখে গেল। অতীতের ধাঁধা অনুশীলনের সময় যে কয়জন জীবিত ব্যক্তি বর্তমান আছে তাদের মধ্যে লর্ড নাজা কখনো ছিল না। তাই টাইটা ঠিক করল তাকে সন্তুষ্ট করতে অভিনয় করবে, প্রকৃত নিয়ম ও রীতিতে নিজেকে নিঃশেষ করার কোন ইচ্ছা টাইটার নেই।

সূর্য ডোবার পর প্রধান যাজক রাজ-প্রতিভূকে ভোজ দিল। তার সম্মানে সে মন্দিরের চারপাশে জন্মানো আঙ্গুরের ক্ষেত থেকে তৈরি বিখ্যাত আঙুর মদ পরিবেশন করল। এই বুশিরিসেই মহান প্রভু অশিরিশ মিশরে প্রথম আঙুর পরিচয় করান। মদ পান করতে করতে যাজকরা মহান প্রভুর জীবন কাহিনী নাটকীয় ভঙ্গিমায় ক্রমান্বয়ে অভিনয় করে দেখাল। একেকটি অশিরিশ মূর্তি একেক রঙের ছিল, কোনটা মৃতের ন্যায় সাদা, কোনটা কালো, কোনটাবা লাল। তবে প্রতিটির চেহারায় সব সময় এক শোষকের ভাব বজায় ছিল। শেষ অংকে শাক-সবজির প্রতীক সবুজ রং ধারণা করল। মিলেট, যে শস্য এখন মিশরীয়রা খায়, যা জীবনের প্রতীক। তারপর অশিরিশকে মাটির শূন্যে কবর দেওয়া হয় যা মৃত্যুর প্রতীক। তারপর পরকালের অন্ধকার রাজ্যে সে মিলেট বীজের ন্যায় অংকুরিত হল এবং এরপর অনন্ত জীবনে নিয়ে উপরে উঠে আসল। তখন প্রধান যাজক প্রভুর শক্তির নাম জপল: 'রাতের চোখ', 'অনন্ত শ্রেষ্ঠ জীব', 'গেবের পুত্র' এবং 'ওয়ে*নেফার, শ্রেষ্ঠ মহানুভব।*'

ধূপ জ্বেলে, ড্রাম বাজিয়ে যাজকেরা প্রভু ও শয়তানের যুদ্ধ কাহিনী একে একে বর্ণনা করে গেল। কিভাবে সেথ্ তার ভালো ভাই অশিরিশকে শত্রুতাবশত পর্বত চূড়ায় বন্দি করে রেখেছিল এবং নীলে নিক্ষেপ করেছিল ডুবে মরার জন্য। যখন তাঁর মৃত দেহ নদীর তীরে ভেসে এল তখন সেথ্ তা টুকরো টুকরো করল এবং

বিভিন্ন স্থানে পুঁতে দিল। এখানে এই বুশিরিসে তাঁর মেরুদন্ড লুকিয়ে ছিল। তারপর তাঁদের বোন আইসিস তাঁর দেহের সব অংশ খুঁজে বের করে একত্রিত করে এবং তারপর তাঁর সাথে মিলিত হয় এবং নিজের পাখা দ্বারা বাতাস দিয়ে তাঁকে নিঃশ্বাস দিয়ে জীবন ফিরিয়ে দেয়।

মধ্যরাতের অনেক আগেই মিশরের রাজ-প্রতিভূ মদের নেশায় বুদ হয়ে গেল। যখন পূর্ণ চাঁদের রূপালি আলো ছাদের ফোঁকর দিয়ে প্রবেশ করল প্রধান যাজক সবাইকে হাত দিয়ে ইশারা করল এবং নাজা ও টাইটা ছাড়া সবাই প্রস্থান করল।

যাজকদের গান যখন আর শোনা গেল না, তখন টাইটা রাজ-প্রতিভূকে হাত ধরে নিয়ে চলল এবং চাঁদের আলোয় গোপন কুঠরীতে নিয়ে গেল। তারা দরজায় কাছে পৌঁছতেই তা আপনা-আপনি খুলে গেল। লর্ড নাজা হয়তো পিছু হটতো কিন্তু টাইটা তাকে সামনে নিয়ে চলল।

ছোট কুঠরীটির এক কোনে রাখা মশালের আলোয় ঘরটি আলোকিত, মেঝের ঠিক মাঝখানে নিচু একটা টুল রাখা। টাইটা নাজাকে তার নিকট নিয়ে গেল ও ইশারায় বসতে বলল। সেখানে সে বসতেই পিছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং লর্ড নাজা ভয়ে চারদিক তাকাতে লাগল। সে দাঁড়িয়ে যেতে উদ্যত হতেই টাইটা তার কাঁধে হাত রেখে তাকে তা থেকে বিরত করল। 'যাই আপনি দেখবেন কিংবা শোনবেন তখন নড়বেন না। কোন কথা বলবেন না। যদি জীবনের প্রতি আপনার মায়া থাকে কিছু করবেন না। কিছু বলবেন না।'

টাইটা তাকে বসিয়ে রাখল এবং রাজকীয় ভঙ্গিমায় প্রভুর মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে তার হাত উঠাল এবং যাদু বলে হঠাৎ একটা সোনার পানপাত্র আনল, যা থেকে ধূয়া উদ্‌গরিত হচ্ছিল। সে তা উঁচু করে ধরল এবং অশিরিশকে পাত্রটার মধ্যে আশীর্বাদ দিতে বলল। তারপর নাজার নিকট এনে তা তাকে পান করতে বলল। পানীয়টা ছিল মধু, মাশরুম ও গোলাপের পাপড়ির তৈরি। টাইটা হাত তালি দিতেই পাত্রটা আবার গায়েব হয়ে গেল।

তারপর সে খালি হাতটা নাজার সামনে এনে ধরল এবং যাদু কসরতের মতো করে তা নাজার মুখের সামনে দুলাতেই চোখের পলকে আমন-রা-এর ধাঁধা তার হাতে চলে এল। টাইটা তাকে তা তার নিজ হাতে ঢেকে দিতে বলল, এবং সে আমন-রা-এর মন্ত্র পড়তে লাগল। 'আলো ও আগুনের মহান অধীশ্বর, স্বর্গীয় মহানুভবতায় জাগ্রত, আসুন এবং আমাদের আবেদন শুনুন।'

ধাঁধাটা তার স্পর্শে গরম হতেই নাজা টুলের উপর ঝিমুতে লাগল এবং তা টাইটার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে সে স্বস্তি পেল। বৃদ্ধ লোকটি যখন ধাঁধাগুলো নিয়ে ঘরটির মধ্য দিয়ে হেটে বিশাল মূর্তির পায়ের কাছে রাখছিল তখন সে খুব ঘামছিল। টাইটা হাঁটুগেড়ে বসে প্রণাম করল। কিছু সময়ের জন্য সেখানে অগ্নি শিখার হিস্‌হিস্ আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ শুনা গেল না; এবং ছায়ার নড়া-চড়া ছাড়া আর কোন নড়াচড়া ছিল না, যা দেয়ালের উপর মশালের আলোয় সৃষ্টি হয়ে

নাচছিল। তারপর হঠাৎ কক্ষটির ভেতর এক ভয়ানক আওয়াজ হল। এমন আওয়াজ যেন আবার প্রভুর দেহটা তার শয়তান ভাই কর্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। নাজা গোঙানির মত আওয়াজ করল ও শাল দিয়ে মাথা ঢাকল।

আবার নিরবতা নেমে এল যতোক্ষণ না হঠাৎ করে মশালের আলো ছাদ পর্যন্ত উঁচু হয়ে ঠেকল এবং হলুদ থেকে ভয়ংকর সবুজ এবং বেগুনি, লাল ও নীল রং ধারণ করল। ওগুলো থেকে অনেক ধূঁয়া বের হচ্ছিল এবং কক্ষটি ভরে গেল। নাজার দম বন্ধ হয়ে হল এবং কাশতে লাগল। তার মনে হল তার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে আসছে ও সে জ্ঞান হারাচ্ছে। মাথার মধ্যে সে নিজের শ্বাসের আওয়াজ অনুভব করল।

টাইটা ধীরে ঘুরে তার সামনে এসে দাঁড়াল এবং নাজা তাকে দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল, কারণ টাইটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তার চেহারা সবুজ উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করেছে, ঠিক অশিরিশের ন্যায়। তার খোলা মুখ দিয়ে সবুজ রঙের ফেনা বের হয়ে বুকে বেয়ে পড়ছে ও তার চোখ থেকে রূপালি আলোর ঝলকানি মশালের আলোর উপর ঝিলিক তুলল। পা না নাড়িয়ে নাজা যেখানে বসে আছে সেখানে সে এল এবং মুখ দিয়ে শয়তান ও জিনদের ন্যায় আওয়াজ করল। একটা চিৎকার–কোকানো, হিস্ হিস্ করে গোঙানি ও পাগলের মতো হাসির আওয়াজ।

লর্ড নাজা উঠার চেষ্টা করল কিন্তু আওয়াজ ও ধূঁয়ায় তার খুলি ভরে গেল এবং অন্ধকার তাকে ছেয়ে ধরল। তার পা ভারি হয়ে এল, পায়ের নিচে সে মাটি খুঁজে পেল না এবং অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

মিশরের রাজ-প্রতিভূর যখন জ্ঞান ফিরল ততোক্ষণে সূর্য অনেক উপরে উঠে গেছে, নদীর পানিতে তার ঝলকানি চমকাচ্ছিল। সে নিজেকে তার রাজকীয় নৌকায় সিল্কের মাদুরে শায়িত অবস্থায় খুঁজে পেল। চারপাশে সে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল এবং নৌকার সাদা পালটা চোখের সামনে দেখল যা সবুজের উপর সাদা পাখির ন্যায় ছড়িয়ে আছে। তার খুব তৃষ্ণা পেল, অনুভব করল জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে এবং মনে হল মাথার খুলির ভেতর তার দেখা সব শয়তানেরা ফাঁদ-বন্দী হয়ে আছে। সে ফুঁপিয়ে উঠে কাঁপতে লাগল এবং বালতির মধ্যে বমি করল যা, একজন ভৃত্য তার সামনে ধরে ছিল।

টাইটা তার পাশে এসে দাঁড়াল। নাজার মাথাটা তুলে কোন এক অলৌকিক পানীয় পান করাল যা তার মাথার ব্যাথা, জ্বালা ঠাণ্ডা করে দিল এবং তার পেটে জমে থাকা গ্যাস বের করে দিল। তারপর কথা বলার মতো শক্তি পেতেই সে ফিসফিসিয়ে টাইটাকে জিজ্ঞেস করে বলল, 'আমাকে বল, টাইটা; সব কিছু। আমার কিছুই মনে নেই। ধাঁধায় কি পেলে?'

উত্তর দেওয়ার পূর্বে টাইটা সব নাবিক ও দাসদের বাইরে বের করে দিল। তারপর সে তার বিছানার পাশে হাঁটুগেড়ে বসল। নাজা কাঁপা কাঁপা একটা হাত তার বাহুতে রাখল এবং করুনভাবে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'আমার পরের কোন কিছুই মনে নেই...' গত রাতের ভয়ংকর ঘটনা তার মনে পড়তেই সে ইতস্তত: বোধ করল ও কেঁপে উঠল।

'আমরা প্রায় সেবেননিটোস পৌঁছে গেছি, মহামান্য,' টাইটা তাকে বলল। 'রাত নামার আগেই আমরা থেবস্‌ পৌঁছে যাব।'

'কি হয়েছে, টাইটা?' সে টাইটার কাঁধ ঝাঁকাল। 'ধাঁধায় কি দেখলে?'

'বিস্ময়কর, মহামান্য?' টাইটার কণ্ঠটা আবেগে কেঁপে উঠল।

'বিস্ময়কর?' নাজার আকর্ষণ বাড়ল এবং সে উঠে বাসার চেষ্টা করল। 'কেন তুমি আমাকে মহামান্য বলছ? আমি ফারাও নই।'

'যা প্রকাশিত হয়েছে এটা তারই অংশ।'

'আমাকে বল। আমাকে সব খুলে বল!'

'আপনার কি মনে আছে কি ভাবে মন্দিরের ছাদ পদ্ম পাপড়ির ন্যায় খুলে গিয়েছিল এবং রাতের আকাশ থেকে বিশাল পথ আমাদের দিকে নেমে এল?'

নাজা তার মাথা নাড়াল এবং অনিশ্চিতভাবে সম্মতি সূচক ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছিল। পথটায় উঠার জন্যে স্বর্ণের সিঁড়ি ছিল।'

'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে।' টাইটা আরো জোর দিল। 'আমরা স্বর্ণের সিঁড়িতে চড়লাম।' নাজা নিশ্চিত হতে তার দিকে তাকাল।

'দুই ডানারওয়ালা সিংহের পিঠে চড়ে আমরা উপরে উঠে গেলাম।' টাইটা মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ, সিংহটার কথা আমার মনে আছে, কিন্তু তারপর আর কিছুই মনে নেই।'

'এই রহস্যগুলো মনকে অবশ ও চোখকে ঝাপসা করে দেয় যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের নেই। এমনকি আমিও যার কিনা সপ্তম ও শেষ শক্তি আছে অবাক হয়েছিলাম যা দেখলাম।' টাইটা আন্তরিকভাবে ব্যাখ্যা করল। 'কিন্তু হতাশ হবেন না, কারণ প্রভু আমাকে আপনার কাছে তা ব্যাখ্যা করার আদেশ দিয়েছেন।'

'বল, যাদুকর! কোন কিছু বাদ দিও না।'

'সিংহের পিঠে চড়ে আমরা কালো সমুদ্র ও সাদা পর্বত অতিক্রম করলাম। আসমান ও জমিনের সব রাজ্য আমাদের নিচে রয়ে গেল।'

নাজা আগ্রহ ভরে মাথা নাড়ল, 'বলে যান।'

'অবশেষে আমরা প্রভুরা যেখানে বাস করেন সে প্রাসাদে পৌঁছলাম। তার প্রসাদের ভিত্তি পাতাল পর্যন্ত গভীর এবং পিলারগুলো আকাশ ও তারাদের ধরে ছিল। আমন-রা আমাদের উপরে আগুনের ন্যায় উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় সিংহাসনে এবং স্বর্গের অন্য প্রভুরা রুপা, সোনা, ক্রিস্টালের সিংহাসনে বসেছিল।'

নাজা তার দিকে চোখ পিটপিট করে তাকাল, তার তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল। 'হ্যাঁ, এখন তুমি যা আমাকে বললে তা মনে পড়েছে। নীল কান্ত মণি ও হীরার সিংহাসনে তারা বসেছিল। তারপর প্রভু কথা বললেন?' সে দ্বিধান্বিত। 'তিনি আমার সাথে কথা বললেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, এতো জোরে বললেন যেন পবর্তের উপর থেকে মহান প্রভু অশিরিশ বলছেন: 'প্রিয় নাজা! তুমি সব সময়ই আমার একনিষ্ঠ ভক্ত। তাই তুমি পুরস্কৃত হবে।'

'এর অর্থ কি? তিনি কি তা স্পষ্ট করে বলেছেন, টাইটা?'

টাইটা শান্তভাবে মাথা নাড়াল, 'হ্যাঁ, মহামান্য।'

'তুমি আবার উপাধিটা ব্যবহার করলে। আমাকে বল কেন।'

'যেহেতু আপনি আদেশ করলেন, মহামান্য, আমি আপনাকে সব বলব। মহান অশিরিশ তাঁর ভয়ংকর মহিমার সর্বোচ্চ পর্যায় আরোহণ করলেন এবং আপনাকে সিংহের পিঠ থেকে নামিয়ে তার পাশে আগুন ও স্বর্ণের সিংহাসনে বসালেন, তিনি আপনার মুখ ও হৃদপিন্ড স্পর্শ করলেন এবং স্বর্গীয় ভাই বলে সম্বোধন করলেন।'

'তিনি আমাকে স্বর্গীয় ভাই বলেছেন? এটা দিয়ে প্রভু কি বুঝিয়েছেন?'

টাইটার রাগ হল। নাজা সবসময়ই একজন চালাক, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অনুভূতি প্রবণ মানুষ। তাকে অযথা সব ব্যাখ্যা করে বলা দরকার নেই। টাইটার যাদুর মশরুমের শরবত এবং ধূয়া যা গতরাতে টাইটা যা তার উপর চালনা করে ছিল তার বেশ এখনো কাটেনি। তার মাথা পরিষ্কার হতে আরো কয়েকদিন লাগবে। আমাকে খুব ভালো বর্ণনা দিতে হবে, সে সিদ্ধান্ত নিল এবং বলে গেল, 'আমি নিজেও দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম তাঁর কথায়। অর্থটা আমার কাছেও স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু তারপর মহান প্রভু আবার কথা বললেন; আমি আপনাকে দেবতাদের স্বর্গীয় মন্দিরে স্বাগত জানাই, স্বর্গীয় ভাই।'

নাজার চেহারা পরিষ্কার হল এবং তার অভিব্যক্তিতে গর্বিত ও জয়ীভাব ফুটে উঠল। 'আমাকে তিনি কি দেবত্ব দান করেনি, টাইটা? নিশ্চিত এটা ছাড়া তার আর কোন অর্থ নেই।'

'যদিও সন্দেহ ছিল তাও তিনি দ্রুত দূরে করে দিলেন। কারণ অশিরিশ উচ্চ ও নিম্ন মিশরের দ্বৈত মুকুট নিলেন এবং আপনার মাথায় স্থাপন করলেন এবং আবার বললেন, 'জয়, স্বর্গীয় ভাইয়ের। জয়, যে ফারাও হবে।' নাজা চুপ করে রইল কিন্তু জ্বলজ্বল চোখে টাইটার দিকে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর টাইটা বলল, 'মাথায় মুকুট সহকারে আপনার পবিত্রতা প্রকাশ পেল। আমি আপনার সামনে হাঁটুগেড়ে বসলাম এবং অন্য প্রভুদের সাথে পূজা করলাম।'

নাজা তার আবেগ লুকানোর কোন চেষ্টা করল না। সে স্বপ্নের আকাশে উড়তে লাগল। সে বিমোহিত হয়ে গেল। টাইটা সুযোগটা নিল। 'তারপর অশিরিশ আবার কথা বললেন, 'তোমার সব কাজে তোমার পথপ্রদর্শক হবে বৃদ্ধ জ্ঞানী টাইটা কারণ

সে জাদুকর ও আমন-রা এর অধিকারী। বিশ্বস্ততার সাথে তার নিদের্শনা অনুসরণ করবে এবং যতো উপহার দেব বলেছি সব তোমার হবে।'

সে নাজার প্রতিক্রিয়া দেখল। সে এটা কি বেশি নির্দিষ্ট করে ফেলল কিন্তু সে অবাক হল নাজা কোন বাঁধা ছাড়াই তা মেনে নিল।

'আর কি টাইটা? প্রভু আমাকে আর কি বলেছেন?'

'আপনাকে আর কিছু বলেনি কিন্তু তিনি তারপর আমাকে সরাসরি বললেন। তার কথাগুলো আমার আত্মায় গিয়ে বিঁধল কারণ তিনি আমার উপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করলেন। তাঁর কথা যার প্রতিটি শব্দ আগুনের মত আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে।'

'টাইটা, ধাধার অধিকারী, আপনার আর কোনো ভালোবাসা, আনুগত্য ও দায়িত্ব নেই। আপনি আমার রাজকীয় ও স্বর্গীয় ভাই নাজার দাস। আপনার একমাত্র কাজ তাকে তার লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করা। যতোক্ষণ না আপনি তার মাথায় উচ্চ ও নিম্ন রাজ্যের দ্বৈত মুকুট দেখবেন ততোক্ষণ আপনি থামবেন না।'

'অন্য কোন আনুগত্য বা ভালোবাসা', নাজা নরম স্বরে বলল। তার মনে হল তাকে অগ্নি পরীক্ষার সবচাইতেও খারাপ অবস্থায় ফেলা হল। তার শক্তি ফিরে আসছে এবং তার পরিচিত চতুর আলো তার হলুদ চোখে জোরালো হল। 'এবং তুমি কি তোমার সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছ যা তোমার উপর ন্যস্ত হয়েছে, টাইটা? সত্য কথা বল, তুমি কি এখন আমার লোক নাকি তুমি মহান পিতাকে অস্বীকার করেছো?'

'কিভাবে আমি মহান প্রভুকে ফিরিয়ে দিতে পারি?' টাইটা স্বাভাবিক ভাবে জিজ্ঞেস করল। সে তার মাথা নামাল ও কপাল ডেকের উপর রাখল। দুই হাতে সে নাজার খালি ডান পা নিল ও তার নিজের মাথার উপর স্থান দিল। 'প্রভু আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন আমি তা গ্রহণ করেছি। আমি আপনার লোক স্বর্গীয় মহামান্য। হৃদয় ও মাথা ও আত্মা, সর্বত্র আমি আপনার।'

'তোমার অন্য দায়িত্বের কি হবে? ফারাও নেফার সেটির জন্মের সময় যে ওয়াদা করেছিলে তার কি হবে এবং এমন কি তুমি তার রাজ অভিষেকের দিনটিতে যা করেছো?'

'মহান প্রভু অশিরিশ আমাকে পূর্বের সব দায়িত্ব থেকে অবসর দিয়েছেন। আপনার কাছে যে ওয়াদা করেছি সেটা ছাড়া অন্য শপথের কোন অর্থ আমার কাছে আর নেই।'

নাজা তাকে উঠাল এবং তার চোখে তাকিয়ে রইল, সেখানে মিথ্যা ও প্রতারণার চিহ্ন খুঁজল। টাইটা শান্তভাবে তার দিকে তাকাল, সে রাজ-প্রতিভূর সন্দেহ, আশা ও সংশয় বুঝল যা ঝুরির মধ্যে রাখা ইঁদুরের মতো জড়াজড়ি করে আছে, যা বাজপাখির খাদ্য হবার অপেক্ষায়। পিতার ইচ্ছাই কর্ম, টাইটা ভাবল। সে নিজেকে বিশ্বাস করাবে, কারণ সে তা চায়।

ঐ হলুদ চোখগুলোতে সন্দেহ দূর হতে সে দেখল এবং নাজা তাকে জড়িয়ে ধরল। 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি যখন দ্বৈত মুকুট পরব তখন তুমি তোমার আশা বা কল্পনার চাইতেও বেশি পুরস্কৃত হবে।'

ঐ দিন থেকে নাজা টাইটাকে তার কাছাকাছি রাখল এবং বৃদ্ধ মানুষটি তার বিশ্বস্ততা অর্জনের মাধ্যমে নিজের নতুন পদকে কাজে লাগিয়ে রাজ-প্রতিভূর কিছু অঘোষিত উদ্দেশ্য বদলে দিতে লাগল। নাজার কথায় টাইটা পূর্ব লক্ষণগুলোকে আরেক বার যাচাই করে দেখল। সে একটা ভেড়া জবাই করল এবং ওটার নাড়িভূড়ি, যা রাজপ্রাসাদ থেকে একটা বাজপাখি ছাড়তেই তা নিয়ে উড়াল দিল এবং তারা তার চলে যাওয়ার দিকটা দেখল। এসব থেকে সে নিশ্চিত করল যে প্রভু রাজকন্যাদের সাথে নাজার বিয়ের অনুমতি দেননি যতোক্ষণ না অন্তত পরবর্তী নীলের বন্যা শুরু হয় অথবা নিশ্চিতভাবে বন্যা না হয়। নাজা ঝুঁকি নিতে পারবে না, তাহলে ওটা দুর্ভোগ বাড়াতে পারে। মিশরের জীবন মহান নদীর বন্যার উপর নির্ভর করে। এই ভবিষ্যৎ বাণী দিয়ে টাইটা নেফারের বিপদ ও রাজকন্যাদের জ্বালা-যন্ত্রণা দেরি করাল।

নাজা প্রতিবাদ করল এবং তর্ক করল কিন্তু বুশিরিসের ভয়ংকর রাতের পর তার পক্ষে টাইটার ভবিষ্যৎ বাণী অবহেলা করা প্রায় অসম্ভব। এরমধ্যে উত্তরের যুদ্ধের খারাপ সংবাদে তা তাকে আরো বিরত রাখল। নাজার আদেশে, টাইটার অজ্ঞাতে, মিশরের আর্মিরা আবনাব ফিরিয়ে আনতে উল্টো আক্রমণের কথা ভাবছিল। তারা পরাজিত হয় এবং তিনশ রথ ও প্রায় এক রেজিমেন্ট পদাতিক সৈন্য ঐ মরণ যুদ্ধে তারা হারাল। এখন অ্যাপেপি থেবসের দিকে ধেয়ে আসছে। তাই এখন যে বিয়ের সময় না তা নাজা বুঝল এবং নেফারের নিরাপত্তা আরো কিছু দিন বাড়ল।

এরই মধ্যে বহু লোক প্রতিনিয়তই থেবস্ থেকে দক্ষিণে রাস্তা ও নদী পথে পালিয়ে যেতে লাগল। পূবে যখন ব্যবসায়ীরা হিকসদের অত্যাচার দেখার জন্য থামল তাদের যানগুলো ডাকাতি হলে লাগল। ফলে সব পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেল।

'একটাই পথ আছে যাতে আপনি অ্যাপেপিদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন। আর তা হল শান্তি চুক্তি করা।' টাইটা রাজ-প্রতিভূকে উপদেশ দিল।

সে তার বাহিনীকে এটা প্রায় অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে এবং জোর নির্দেশ দিয়েছে যে কোন অবস্থায়ই আত্মসমর্পণ নয়। নইলে তারা তাদের সৈন্যবাহিনীকে এ সুযোগে আরো শক্তিশালী করে ফেলবে, কিন্তু নাজা তাকে আর কিছু বলার অনুমতি দিল না। 'এটা আমিও বিশ্বাস করি, ম্যাগোস', সে আগ্রহ ভরে রাজি হল। 'প্রায়ই আমি আমার প্রিয় বন্ধু, ফারাও ট্যামোসকে এ বিষয়টা বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু সে কখনো আমার কথা শোনেনি।'

'আমাদের সময় প্রয়োজন'; টাইটা ব্যাখ্যা করল, কিন্তু নাজা হাত উঁচিয়ে তাকে থামিয়ে দিল।

'অবশ্যই আপনি ঠিক।' নাজা এই অপ্রত্যাশিত সমর্থনে খুশি হল। সে প্রতিটি সদস্যকে হিকস্‌দের সাথে শান্তির ব্যাপারে রাজি করানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কেউই রাজি হয়নি, এমনকি চিনকাও পর্যন্ত। এমনকি অনুগত আসমরও অ্যাপেপির নিকট আত্মসমর্পণের চাইতে নিজের তরবারিতে জান দিতে প্রস্তুত। এই ভূমিতে কাউন্সিলকে জোর করার বিষয়ে রাজ-প্রতিভূর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

হিকস্‌দের সাথে শান্তি স্থাপনটা নাজার কাছে এক স্বপ্ন, দুই সাম্রাজ্য মিলিত হওয়া এবং একজন ফারাও তা শাসন করবে সেই স্বপ্নটা তার আজন্মের। একমাত্র এক ফারাও যে হিকস্‌ ও মিশরীয় দু'জাতির অংশ সে-ই এ রকম অর্জনের কথা ভাবতে পারে এবং জানে, সন্দেহাতীত ভাবে, ধাঁধার মধ্য দিয়ে প্রভুরা তাকে সে ওয়াদা করেছেন।

সে আন্তরিক ভাবে বলে গেল, 'আমার জানা উচিত যে আপনি, টাইটা; যিনি হলেন একমাত্র ব্যক্তি যে নিজেকে কোন কুসংস্কারে অন্ধ করে রাখেন না।' সবাই চিৎকার করে উঠল, 'আত্মসমর্পণ নয়' এবং 'অসম্মানের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।' সে তার মাথা নাড়াল। 'আপনি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমরা শক্তি দিয়ে যা অর্জন করতে পারি না তা শান্তি দিয়ে করতে পারি। নীলের উপত্যকায় ষাট বছর পর মিশরীয় বা এশিয়ানদের চাইতে হিকস্‌রাই বেশি অবস্থান করছে। তারা আমাদের প্রভুদের সম্মান হানি, আমাদের দর্শন এবং আমাদের স্ত্রীলোকদের গ্রহণ করছে। তাদের অসভ্য রক্ত আমাদের দ্বারা নরম ও মিষ্ট হয়েছে। আমাদের সুন্দর আচরণে তাদের বন্য আচরণ পাল্টে গিয়েছে।'

তার পরীক্ষামূলক পরামর্শে রাজ-প্রতিভূর সাড়াটা এতোই শক্ত যে টাইটা চমকে পিছু হটল। সে যা সন্দেহ করেছে তার চাইতেও এখানে বেশি কিছু বিরাজমান। 'সময় নিয়ে ভাবতে হবে এবং নাজার প্রকৃত মনোস্কামনা সম্পর্কে আভাস পেতে হবে', সে বিড়বিড় করে বলল। 'ওগুলোতো জ্ঞানের কথা; আমরা কিভাবে এ যুদ্ধ বিরতির চুক্তি আশা করতে পারি, রাজ-প্রতিভূ?'

নাজা ব্যাখ্যা করতে ব্যাকুল হল, 'আমি জানি হিকস্‌দের মধ্যে অনেকে আছে যারা এই ব্যাপারে একমত। তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ করতে একটু সময় লাগবে শুধু। তারপর আমরা দুই রাজ্যে শান্তি ও একাত্মতা আনতে পারি।'

পর্দা উঠতে শুরু করেছে। হঠাৎ টাইটার একটা সংশয়ের কথা মনে পড়ল যা একদা সে শুনেছিল, কিন্তু তখন সাথে সাথে সে তাতে প্রত্যাক্ষিত হয়েছিল। 'কারা সে হিকস্‌ যারা সহানুভূতিশীল?' সে জানতে চাইল। 'তারা কি উচ্চপদস্থ? অ্যাপেপির ঘনিষ্ঠ?'

'প্রকৃতপক্ষে, মহৎ ব্যক্তিরাই, অ্যাপেপির যুদ্ধ সভার একজন সদস্য।' নাজা এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিল কিন্তু খুব কষ্টে নিজেকে সংযত করল। তবে এটুকুই

টাইটার জন্যে যথেষ্ট। নাজার অতীত ইতিহাসের হিকস্‌দের সাথে তার সম্পর্কের ক্ষীণ গুজবটুকু নিশ্চয়ই সত্য এবং যদি এটা সত্য হয় তবে বাকিটাও সত্য। আরো একবার সে নাজার উচ্চাশার প্রশস্থতা ও গভীরতায় অবাক হল।

'ঐ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে দেখা করা এবং কথা বলা কি সম্ভব?' টাইটা সতর্কতার সাথে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ', নাজা নিশ্চিত করল। 'আমরা কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের কাছে পৌঁছাতে পারি।'

টাইটার কাছে এই সাধারণ কথার অর্থ ব্যাপক। মিশরের ঐতিহ্যগত শত্রুদের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে মিশরীয় রাজ-প্রতিভূর ঘনিষ্টতা আছে। তার বিষয়ে আর কি গোপন থাকার আছে? তার লোভ-লালসা তাকে কোথায় পৌঁছিয়েছে! টাইটার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা অনুভূতির স্রোত বয়ে গেল এবং ঘাড়ের উপরস্থ রূপালি চুল পর্যন্ত খাঁড়া হয়ে গেল।

ফারাও-এর এই প্রিয় বন্ধটি যে ফারাও এর মৃত্যুর সময় পাশে ছিল সেই একমাত্র সাক্ষী কীভাবে ফারাও মারা যান। অসীম উচ্চাশা ও নিষ্ঠুর উদ্দেশ্য সম্বলিত এ প্রাণীটির হিকস্‌দের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক আছে এবং সে তীরটি ছিল হিকস্‌দের, একটা তীর যা ফারাওকে হত্যা করেছে। কত গভীর পর্যন্ত ষড়যন্ত্র চলছে?

তবে সে এসবের কিছুই তার চেহারায় প্রকাশ পেতে দিল না এবং গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়াল। এদিকে নাজা দ্রুত বলে গেল, 'আমি নিশ্চিত যে আমরা হিকস্‌দের সাথে শান্তি চুক্তি করতে পারব এবং অ্যাপেপি ও আমরা মিলে রাজ্য পরিচালনা কাউন্সিল গড়ে তুলব। তখন আমাদের কাউন্সিলকে ঠিক করার জন্য আপনার সাহায্য দরকার হবে। সম্ভবত আবার তখন ধাঁধার অনুশীলন করে আপনার প্রভুদের ইচ্ছাটা জানাতে হতে পারে।'

নাজা পরামর্শ দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রতারণার পরিকল্পনার কথাটা ব্যক্ত করল। বুশিরিসে কী ঘটেছে সে কী সন্দেহ করেছে? টাইটার অন্তত তা মনে হল না, তবে সে তৎক্ষণাৎ চিন্তাটা বাতিল করে দিল। অভিব্যক্তিটা শক্ত করে বলল, 'তবে যে কোন অবস্থাতেই ধাঁধার দোহাই দিয়ে কিছু করা বা আমন-রা প্রভুর নামে ভুল কিছুর ভাবার কিন্তু বড় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'

নাজা দ্রুত জবাব দিয়ে বলল, 'আমি ওরকম অসৎ কিছুর কথা বলছি না, কিন্তু ধাঁধার মাধ্যমে ইতোমধ্যে তো প্রভু আমাকে সমাধান দিয়েছেন।'

টাইটা বিতৃষ্ণার একটা আওয়াজ করল। 'প্রথমে আমাদের ভাবতে হবে এই চুক্তি সম্ভব কিনা। অ্যাপেপি অবশ্যই বিশ্বাস করে তার সেনাবাহিনী শক্তিশালী এবং আমাদের সাথে সাক্ষাৎ দিতে অস্বীকার করতে পারে। আমরা শান্তির কথা বললেও সে যুদ্ধের কোন তিক্ত শেষের কথা ভাবতে পারে।'

'আমার মনে হয়না তা হবে। আমি আপনাকে অন্য পক্ষে থাকা আমাদের বন্ধুদের নাম দেবো। আপনি লুকিয়ে সাক্ষাৎ করবেন। টাইটা, হিকস্‌রাও আপনাকে চেনে ও সম্মান করে এবং আমি আপনাকে একটি মাদুলি দেব যা প্রমাণ করবে যে আপনি আমার লোক। আমাদের পক্ষে আপনিই উত্তম মধ্যস্থতাকারী। তারা আপনার কথা শুনবে।' টাইটা কিছুক্ষণ বিষয়টা নিয়ে ভাবল, অন্তত সে এই পরিস্থিতি থেকে প্রিন্স নেফার ও রাজকুমারীদের জন্যে কোন সুবিধা নিতে পারে কিনা। কিন্তু এই অবস্থায় সে কিছু খুঁজে পেল না। যাই ঘটুক নেফার এখন মৃত্যু-বিপদে রয়েছে।

শুধুমাত্র একটা ব্যাপারে টাইটা নিশ্চিত হল যে যদি নেফারের বেঁচে থাকাটা নিশ্চিত করতে পারে তাহলে মিশর থেকে চলে যাওয়া সম্ভব হবে। অন্তত যতোক্ষণ নাজা ক্ষমতায় রয়েছে। ঐ রকম ভাবার কোন সুযোগ রয়েছে? নাজা তাকে শত্রুদের সাথে চুক্তি করতে পাঠাচ্ছে। সে কি নেফারকে সাথে নিতে তা ব্যবহার করতে পারে? মুহূর্তের মধ্যেই সে বুঝল সে পারবে না। বালক ফারাও-এর সাথে তার সাক্ষাৎটা এখনও নাজার ইচ্ছাধীন। তাকে কখনোই তারা একা থাকতে অনুমতি দেবে না। এমনকি কাউন্সিলের সময়ও তার কাছাকাছি বসার অনুমতি তার নেই অথবা সাধারণ কথা বলারও। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শুধুমাত্র যখন নেফারের গলা ব্যথা হয় তখনই তাকে নেফারের শয়নকক্ষে তার কাছাকাছি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার শশ্রুষার জন্যে। কিন্তু নাজা ও আসমর দু'জনেই সেখানে উপস্থিত ছিল। ব্যথার সময় নেফার ফিসফিস ছাড়া আর কোন শব্দ করতে পারেনি কিন্তু তার চোখ দুটো টাইটার উপর থেকে থেকে সরেনি এবং যখন আলাদা হওয়ার সময় হয় তখন সে টাইটার হাতটা ধরেছিল, তাও প্রায় দশদিন আগে।

টাইটা শুনেছে তাকে সরিয়ে নাজা নেফারের জন্যে অন্য শিক্ষক পছন্দ করেছে। ব্লু-গার্ড থেকে আসমর প্রশিক্ষক নিয়েছে যে তাকে ঘোড়ায় চড়া, রথ চালনা, তলোয়ার চালনা ও তীর ছুঁড়া শেখাবে। যদি নেফারকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং অকৃতকার্য হয়, তবে শুধু সে নাজার বিশ্বাসই হারাবে না নেফারকেও ভয়ংকর বিপদে ফেলবে।

না, এই কাজটা সে হিকস্‌দের রাজ্যে বসেও করতে পারে; শুধুমাত্র বালক ফারাও এর নিরাপত্তা নিশ্চিত ও আরো সতর্কতা অবলম্বন করে।

'এটা আমার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব প্রভুরাই আমার উপর দিয়েছেন যেন আপনাকে আমি যে কোন ভাবে সাহায্য করি। আমি এই কাজ করব।' টাইটা বলল। 'হিকস্‌দের সীমানা দিয়ে যাওয়ার নিরাপদ রাস্তা কোনটি? আপনি বলেছেন তারা আমাকে ভালো করে চেনে এবং তারা আমাকে চিনতে পারবে।'

নাজা প্রশ্নটা আগেই জানত। 'আপনাকে রথের পুরোনো রাস্তা বালিয়াড়ির ভিতর দিয়ে এবং ওয়াদির নিচ দিয়ে গেবেল ওয়াদুনের রাস্তাটা ব্যবহার করতে

হবে। অপর দিকের আমার বন্ধুরা রাস্তার সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর কড়া নজর রাখছে।'

টাইটা মাথা নাড়ল। 'ঐ পথেই ফারাও ট্যামোস তার মৃত্যুর দেখা পেয়েছেন। আমি গালালার বাইরে কখনো যাইনি। বাকি পথ দেখানোর জন্যে আমার একজন পথ প্রদর্শক দরকার।'

'আমি আমার নিজের বর্শা বাহক ও ব্লু-গার্ডের এক সদস্যকে আপনাকে এর মধ্য পথ দেখিয়ে নেবার জন্য পাঠাব।' নাজা ওয়াদা করল। 'তবে রাস্তাটা দীর্ঘ ও কঠিন। আপনাকে এখনই রওয়ানা হতে হবে। প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টা সময়ক্ষেপণ তা আরো কঠিন করে দিতে পারে।'

ভগ্ন শহর গালালা থেকে যাত্রা শুরু করে মাত্র চারবার বিরতি নিয়ে টাইটা সবটা পথ রথ চালিয়ে এল। তারা অর্ধদিনে পথটা অতিক্রম করল যা নাজা ও ট্যামোসের চাইতে কম সময়ে এবং তাদের প্রাণীদের অবস্থাও তাদেরগুলো থেকে ভালো ছিল।

তার পিছনে নয়টি যানের সৈন্যরা ম্যাগোসের সম্মানে বিনা বাক্যে তাতে সশ্রদ্ধ অনুসরণ করে যাচ্ছে। তাকে তারা অশ্বারোহী সেনাদলের পিতা রূপে গণ্য করে। কারণ সেই প্রথম মিশরে রথ তৈরি করে এবং তার জন্য সৈন্য বাহিনী গঠন করেছিল। হিকস্‌দের বিরুদ্ধে ফারাও ট্যামোসের বিজয়ের সংবাদটা রথ চালিয়ে থেবস্‌ থেকে এলিফানটাইন-এ তার নিয়ে যাওয়াটা এক বীরগাঁথা কাহিনী। এখন যখন তারা তাকে বালিয়াড়ির মধ্য দিয়ে অনুসরণ করছে এবং তারা বুঝছে লোক কথাগুলো আসলেই সত্য। বৃদ্ধ লোকটির প্রাণশক্তি প্রচুর এবং তার মনোযোগ কখনো এদিক ওদিক হয় না। তার কোমল কিন্তু শক্ত হাতে লাগাম ধরাটা কখনো ক্লান্ত হয় না এমনকি যখন সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে ঘোড়াগুলো তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে চালায় তখনও। সে বাহিনীর সবাইকে মুগ্ধ করেছে রেখেছে এমনকি তার পাশে চলা নাজার বর্শা বাহককে পর্যন্ত।

গিল হচ্ছে নাজার বর্শা বাহক। তার রুক্ষ, সূর্যে পোড়া চেহারা ও হালক গড়ন শরীর যা একজন রথীর দরকার, তদুপরি তার রয়েছে তারের মত শক্তি ও হাসিখুশি মন। সে বাছাই করা কমান্ডার, রথের অন্যতম একজন চালক।

দিনের গরম ও রাতের ঠাণ্ডা সব সময়েই তারা চলতে লাগল। এখন ভোরবেলা তারা বিশ্রামের জন্য থামল। যখন সে ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াচ্ছিল তখন গিল যেখানে টাইটা একটা পাথরের উপর বসে গেবেল ওয়াদুনের ওয়াদি দেখছিল সেখানে এল এবং সিরামিকের পানির একটা জগ তার দিকে এগিয়ে দিল। টাইটা বেশ খানিকটা পানি মুখে নিল এবং গালালা থেকে আনা তিতা পানি কোন রকম

বিতৃষ্ণা ছাড়াই গিলে ফেলল। মধ্যরাতে তাদের শেষ বিরতির পর এটাই তার প্রথম পানি পান।

বেদুইন আক্রমণকারীদের চেয়ে একজন বৃদ্ধ যাদুকর আরও ভয়ংকর, গিল ভাবল, পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে সে টাইটার থেকে একটু দূরত্বে দাঁড়িয়েছিল এবং সে কোন আদেশ দেয় কিনা তার প্রতীক্ষায় রইল।।

'কোথায় ফারাও ট্যামোস আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন?' অবশেষে টাইটা জিজ্ঞেস করল। গিল উদিয়মান সূর্যের আলো রক্ষার্থে হাত দিয়ে চোখে ছায়া দিল এবং ওয়াদির যেখানে নদী শুকিয়ে গেছে সেদিকটা দেখাল। 'ঐখানে আমার লর্ড। ঐ দূর পাহাড়ের কাছে।'

কাউন্সিলের নিকট ফারাও ট্যামোসের মৃত্যুর প্রমাণ দেবার পর টাইটা এই প্রথম গিলকে প্রশ্ন করল। কাউন্সিল সবাইকে ডেকে জেরা করেছিল। টাইটার মনে আছে গিলের প্রমাণ ছিল সঙ্গতি পূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য। সে কাউন্সিলের ভয়ে ছিল না কিন্তু একজন সৎ ও সাধারণ সৈন্যের মতো কথা বলেছিল। যখন তাকে তীরটা দেখানো হল তখন সে হিকস্‌দের তীরটা সনাক্ত করে যা ফারাও ট্যামোসকে হত্যা করেছিল। তীরের অগ্রভাগ দুই খন্ডে বিভক্ত ছিল। লর্ড নাজা আঘাতের ব্যথা কমানোর জন্য তীরটা ভেঙেছিল।

ওটাই ছিল তাদের প্রথম সাক্ষাত। থেবস্‌ ছাড়ার পর দু'একবার তারা একটু আধটু কথা বলেছে কিন্তু কখনো দীর্ঘ আলাপের সুযোগ ছিল না।

'এখানে কি আর কেউ আছে যে সে দিন তোমাদের সাথে ছিল?' টাইটা জিজ্ঞেস করল।

'কেবল সেমোস, কিন্তু যখন আমাদের উপর হামলা হল তখন সে ওয়াদিতে রথ নিয়ে অপেক্ষা করছিল', গিল জবাব দিল।

'আমি চাই তুমি আমাকে ঠিক স্থানটায় নিয়ে যাও এবং সেই সাথে আমি এও চাচ্ছি যেন তুমি আমাকে যুদ্ধের ময়দানটায় নিয়ে যাও।' টাইটা তাকে বলল।

গিল কাঁধ ঝাঁকালো। 'ওটা যুদ্ধ ছিল না, কেবল মাত্র খন্ড যুদ্ধ। ওখানে দেখার কিছু নেই। ওটা একটা খালি জায়গা। যাই হোক, মহান ম্যাগোসের যেমন আদেশ তেমনটাই হবে।'

দলটি আবার যাত্রা করল এবং ওয়াদি দিয়ে এক লাইনে নামল। একশ বছরেও এখানে বৃষ্টি হয় নি এবং এমনকি মরুর বাতাস ফারাও এর রথের চাকার দাগ মুছে দিতে পারেনি, সেগুলো গভীর চিহ্ন এঁকেছিল এবং এখনো তা বোঝা যাচ্ছে। ওয়াদির মাঝে পৌছে টাইটা তা অনুসরণ করতে লাগল এবং তার নিজের রথের চাকাও গভীর দাগ এঁকে দিচ্ছিল।

তারা হিকস্‌দের অতর্কিত আক্রমণের ব্যাপারে সজাগ ছিল এবং ওয়াদির দুই তীর দেখল। যদিও পাথরগুলোর বাষ্পীয় তাপ এলোমেলো মরীচিকার ছবি তৈরি করছিল কিন্তু শত্রুর কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

'ঐ যে ওয়াচ টাওয়ার।' গিল সামনে দেখাল এবং টাইটা দেখল নিখুঁত বিবর্ণ নীল আকাশের বিপরীতে একটা প্যাঁচানো ছায়া মূর্তি নেশাগ্রস্থের ন্যায় হেলে আছে।

নদী তটে তারা আরেকটি বাক নিল এবং এমনকি দুশ কদম দূর থেকেও টাইটা অসংখ্য চাকার চিহ্ন দেখতে পেল। যেখানে ফারাও ও দলটা থেমেছিল এবং একত্রিত হয়েছে এবং যেখানে অনেক লোক নেমেছিল ও উঠেছিল সেই সব চিহ্ন সে দেখতে পেল ওয়াদির নরম বালিতে। টাইটা তার দলকে ধীরে চলার নির্দেশ দিল এবং সামনে তারা হাঁটার গতিতে এগুতে লাগল।

'এই স্থানে ফারাও নেমেছিলেন এবং আমরা লর্ড নাজার সাথে অ্যাপেপির ক্যাম্প দেখতে সামনে যাই।' গিল ড্যাসবোর্ডের উপর দিয়ে দেখাল।

টাইটা রথ থামাল এবং সবাইকে তা করার নির্দেশ দিল। 'আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা কর', সে পেছনে থাকা রথের সার্জেন্টকে আদেশ করল। তারপর গিলের দিকে ঘুরে বলল, 'আমার সাথে এসো। আমাকে লড়াইয়ের স্থানটা দেখাও।'

গিল বন্ধুর পথ দিয়ে তাকে উপরে নিয়ে গেল। প্রথমে সে ধীরে চলল বৃদ্ধ লোকটির প্রতি সদয় হয়ে কিন্তু শীঘ্রই বুঝল টাইটা প্রতি পদক্ষেপে তার সমকক্ষ। ফলে সে আরো গতি বাড়াল। ঢাল বাড়ল এবং তাদের চলার পথটা আরো বেশি অসম হল। এমনকি গিলও জোরে শ্বাস নিতে লাগল। অবশেষে তারা বিশাল বড় অর্ধ পাহাড়াকৃতির পাথরটার কাছে পৌঁছল যা পথটাকে প্রায় আটকে দিয়েছে।

'এই পর্যন্তই আমি এসেছিলাম।' গিল ব্যাখ্যা করল।

'ফারাও কোথায় পড়েছিল?' টাইটা চারপাশ তাকাল, এগিয়ে হেঁটে সামনে গেল কিন্তু সম্মুখে শুধু খোলা পাহাড়ী প্রান্তর। 'কোথায় হিকস্‌রা লুকিয়েছিল? কোথায় থেকে তীরটা ছোড়া হয়?'

'আমি বলতে পারব না, লর্ড।' গিল মাথা নাড়াল। 'যখন লর্ড নাজা যখন পাহাড়ের ঐপাশে এগিয়ে গেল তখন সে আমাকে এবং অন্যদের এখানে অপেক্ষা করতে আদেশ দেয়।'

'ফারাও তখন কোথায় ছিলেন? তিনি কি নাজার সাথে গিয়েছিলেন?'

'না, প্রথমে যান নি। রাজা আমাদের সাথে অপেক্ষা করছিলেন। লর্ড নাজা উপরে কিছু শুনেছিল, দেখতে গিয়েছিল এবং আমাদের চোখের আড়ালে চলে যায়।'

'আমি বুঝলাম না। কোথায় তোমাদের আক্রমণ করা হয়েছিল?'

'আমরা এখানে অপেক্ষা করছিলাম। আমি দেখলাম ফারাও অধৈর্য হয়ে পড়লেন। পাথরের ওপাশ থেকে লর্ড নাজা কিছুক্ষণ পর শিষ বাজায়। তখন ফারাও ওঠে দাঁড়ালেন, 'চলো সৈন্যরা!' তিনি আমাদের বললেন এবং পথ ধরে উপরে চলে যান।'

'তুমি কি তার কাছাকাছি ছিলে?'

'না, আমি সারির পিছনে ছিলাম।'

'পরে কি ঘটেছিল ও দেখেছিলে?'

'ফারাও বড় পাথরের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যান। তারপর চিৎকার শুনতে পাই এবং সেই সাথে যুদ্ধের আওয়াজ। আমি হিকস্‌দের কণ্ঠ শুনি এবং তীর ও বর্শা পাথরে গাঁথার শব্দ। আমি সামনের উদ্দেশ্যে দৌড়েছিলাম কিন্তু আমাদের লোক যারা পাথরের এপাশে বসে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল তাদের দ্বারা পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ি।'

গিল সামনে দৌড়ে গিয়ে তাকে দেখাল কিভাবে পথ সরু হয়েছে এবং লম্বা পাথরটার সামনে থামল। 'এই পর্যন্তই আমি গিয়েছিলাম। তখন লর্ড নাজা চিৎকার করে বলছিল যে ফারাও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। আমার সামনে লোকেরা গাদাগাদি করেছিল এবং হঠাৎ-ই তারা আমি যেখানে দাঁড়ানো ছিলাম সেখানে রাজাকে বসিয়ে দেয়। আমি তখনই ভেবেছিলাম ফারাও মৃত।'

'হিকস্‌রা কতো কাছাকাছি ছিল? তারা ক'জন ছিল? তারা কি অশ্বারোহী ছিল নাকি পদাতিক বাহিনী? তুমি তাদের চিনতে পেরেছিলে?' টাইটা জানতে চাইল। হিকস্‌দের প্রতিটি দল আলাদা রকম রাজ চিহ্ন পড়ে থাকে যা মিশরীয় সৈন্যদের পরিচিত।

'তারা খুব কাছে ছিল', গিল বলল। 'এবং তারা অনেক ছিল। কমপক্ষে এক স্কোয়াড্রেন।'

'কোন বাহিনী?' টাইটা জোর দিল। 'তুমি কি তাদের পালক চিনতে পেরেছো?'

প্রথম বারের মত গিলকে অনিশ্চিত দেখাল ও তার মুখ লজ্জানত হল। 'আমার লর্ড, আমি শত্রুদের উপর চোখ রাখিনি। তারা পাথরের পিছনে ওখানে ছিল।'

'তাহলে তুমি কি ভাবে তাদের শক্তি ও সংখ্যা জানলে?' টাইটা ভ্রু-কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

'লর্ড নাজা চিৎকার করছিল', গিল ভেঙ্গে পড়ল ও তার চোখ নামিয়ে নিল।

'নাজা ছাড়া আর কেউ কি শত্রুদের দেখেছে?'

'আমি জানি না, সম্মানীয় ম্যাগোস। লর্ড নাজা আমাদের আদেশ দিয়েছিল রথের কাছে ফিরে যেতে। আমরা দেখলাম ফারাও খুব জখম হয়েছেন, হয়তোবা মৃত। আমাদের মন ভেঙে গিয়েছিল।'

'তুমি নিশ্চয়ই এটা পরে তোমার সাথীদের সাথে আলাপ করেছ। তাদের কেউ কি বলেছে যে তারা শত্রুদের দেখেছে? কিংবা তাদের কেউ কি তীর বা বর্শা দিয়ে কোন হিকস্‌কে আঘাত করেছে?'

গিল সন্দেহ ভরে মাথা নাড়ল। 'আমার মনে নেই। না, আমার তা মনে হয় না।'

'রাজা ছাড়া আর কি কেউ আঘাত পেয়েছিল?'

'কেউ না।'

'কেন তুমি এসব কাউন্সিলকে বলোনি? কেন তুমি বলোনি যে তুমি শত্রুদের দেখনি?' টাইটা এখন রেগে গেল।

'লর্ড নাজা আমাদের বলেছে শুধুমাত্র প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং বেশি কথা বলে কাউন্সিলের সময় নষ্ট না করতে আদেশ দিয়েছেন।' গিল লজ্জায় কাঁধ কুঁজো করল। 'আমার যতোদূর মনে হয় যুদ্ধ না করে পালিয়ে যাওয়াটা আমাদের কেউ মেনে নিতে চায় নি।'

'লজ্জা পেয়ো না গিল। তুমি তোমাকে করা তোমার আদেশ পালন করেছো।' দয়ার্দ্র কণ্ঠে টাইটা তাকে বলল। 'এখন এখানে পাথরের উপর ওঠো এবং চোখ খোলা রাখ। আমরা এখন হিকস্‌দের রাজ্যে। আমি বেশিক্ষণ থাকবো না।' টাইটা ধীরে সামনে এগোল এবং বড় পাথরটার ওপাশে গেল যা রাস্তাকে আটকে রেখেছে। সে থামল ও সামনের মাটি ভালো করে পরীক্ষা করল। এদিক থেকে সে ওয়াচ টাওয়ারের ভাঙ্গা উপরের অংশটা দেখতে পেল। রাস্তাটা ওদিকে চলে গেছে। তারপর তা খাঁজের চূড়ার ওধারে হারিয়ে গেছে যা ভালোই খোলামেলা। হিকস্‌ সৈন্যদের জন্য তা যথেষ্ট নয়। মাত্র কিছু পাথরের টুকরো ও সূর্যে পোড়া কিছু কন্টক বৃক্ষ সেখানে রয়েছে শুধু। তখন তার মনে পড়ল ঘটনাটা রাতে ঘটেছে। কিন্তু কিছু একটা তার খটকা লাগাল। টাইটা ক্ষতির একটা অস্পষ্ট আভাস অনুভব করল, তার মনে হল যেন কোন শক্তিশালী শত্রু তাকে দেখছে।

এই অনুভূতি এতো জোরালো যে সে সূর্যালোর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং চোখ বন্ধ করল। সে তার মন ও আত্মাকে খুলল, যা শুকনো স্পঞ্জ–এর মত হয়ে চার পাশের বাতাস থেকে যে কোন প্রভাব বোঝার চেষ্টা করল। প্রায় তৎক্ষণাৎ তার অনুভব আরো জোরালো হল যে এখানে কোন ভয়ংকর কিছু রয়েছে এবং শয়তানের দৃষ্টিটা সামনেই কোথা থেকে আসছে, তার থেকে বেশি দূরে নয়। সে চোখ খুলল এবং ধীর হেঁটে ওদিকে গেল। ওখানে দেখার কিছু ছিল না শুধু গরম পাথর ও কণ্টক ছাড়া কিন্তু এখনও সে গরম বাতাসে অশুভ কিছুর গন্ধ পাওয়া যচ্ছে। ক্ষীণ কিন্তু পচা-মাংস খেকো বন্য কোন প্রাণীর নিঃশ্বাসের ন্যায়।

সে থামল ও শিকারী কুকুরের মতো নাক কুঁচকালো এবং সাথে সাথে বাতাসটা ধুলোময় ও শুষ্ক লাগলো কিন্তু পরিষ্কার। যা তার কাছে প্রমাণ করে যে পলায়নপর গন্ধটি স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে কিছু। সে নারকীয়তার একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ধরতে পারল যা এই জায়গায় সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু যখন সে নিখুঁতভাবে তা খুঁজতে গেল তখন সব অদৃশ্য হয়ে গেল। সে এক কদম সামনে এগোল, তারপর আরেক কদম এবং আরেকবার অসহ্য দুর্গন্ধটা তার নাকে এসে ধাক্কা দিল। আরেক কদম এবং এখন গন্ধটার সাথে গভীর দুঃখের একটা অনুভূতি যোগ হল যেন সে অমূল্য কোন কিছু হারিয়ে ফেলেছে যার অভাব অন্য কিছু দিয়ে পূরণ হবার নয়। সে নিজেকে জোর করে, বলতে গেলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাথুরে রাস্তাটায় আরেক পদক্ষেপ এগিয়ে নিল এবং মুহূর্তেই কিছু একটা তাকে জোরে আঘাত করল যা তার

ফুসফুস থেকে বাতাস বের করে দিল। সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল এবং হাঁটুর উপর বসে পড়ল, বুক চেপে ধরল, তার দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল। এটা ভীষণ যন্ত্রণার, মৃত্যু যন্ত্রণা এবং সে তার সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। যেন একটা কোবরা– যে তাকে পেঁচিয়ে ধরেছে। সে কোনরকমে রাস্তায় ফিরে এল এবং তখন সাথে সাথে ব্যথাটা চলে গেল।

গিল তাকে চিৎকার করতে শুনেছিল এবং সে রাস্তায় নেমে এল। সে টাইটাকে ধরে ফেলল এবং দাঁড়াতে সাহায্য করল। 'কী? কিসের ব্যথা? কী আপনাকে যন্ত্রণা দিল, আমার লর্ড?'

টাইটা তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। 'যাও! আমাকে ছাড়ো। তোমরা এখানে বিপদের মধ্যে আছে। এই জায়গাটা কোন মানুষের নয় বরং প্রভুদের অথবা শয়তানদের। যাও! আমার জন্যে পাহাড়ের শূন্যে গিয়ে অপেক্ষা কর।'

গিল ইতস্তত করল, কিন্তু যখন সে ঐ জ্বলজ্বলে চোখগুলোর দিকে তাকাল এবং ভূত দেখার মতো কাছ থেকে সরে এল।

'যাও!' টাইটা বলল এবং এমন কণ্ঠে যা গিল দ্বিতীয় বার শুনতে চাইল না। দ্রুত পালাল সে।

তার চলে যাবার অনেকক্ষণ পর টাইটা তার দেহ ও মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করল। তার বিরুদ্ধ শক্তির সাথে লড়াই করতে নিজেকে প্রস্তুত করল। কোমড়ে ঝুলানো ঝুলিটায় সে হাত দিল এবং লসট্রিসের দেওয়া মাদুলিটা বের করল। সে সামনে এগুলো, যখন সে ঠিক জায়গাটায় আবার এল ব্যথাটা তাকে আরো গভীরভাবে চেপে ধরল যেন একটা তীর তার বুকে বিঁধল এবং সে চিৎকার না করে পারল না। তারপর যখন সে পিছু হটল ব্যথাটা আগের মতই চলে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে পাথুরে ভূমির দিকে তাকাল। প্রথমে এতে কোন চিহ্ন দেখা গেল না এবং অন্যান্য অমসৃণ রাস্তার সাথে এর কোন পার্থক্যও নেই। তারপরই ছোট একটা বায়বীয় ছায়া মাটির উপর দেখা গেল। দেখতে দেখতে তা পরিবর্তিত হল, ঝকঝকে গাঢ় লাল বর্ণের একটি পুকুরে পরিণত হল। ধীরে ধীরে তার হাঁটু পর্যন্ত তাতে ডুবে গেল সে। 'একজন রাজা ও একজন প্রভুর হৃদয়ের রক্ত', সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল। 'এখানে এই স্থানটিতে ফারাও ট্যামোস মারা গিয়েছেন।'

সে নিজেকে তিরস্কার করল এবং শান্ত কিন্তু শক্ত কণ্ঠে হুরাসের নিকট প্রার্থনা করল, যা এতোটা শক্তিশালী যে একমাত্র কয়জন সপ্তম মাত্রার ক্ষমতাধারী ব্যক্তির কণ্ঠই তা শুধু পারে। সপ্তমবার মন্ত্র পাঠ করতেই সে অদৃশ্য পাখার আওয়াজ শুনল যা তার চারপাশের মরু বাতাসে ঘূর্ণি তুলল। 'প্রভু এখানে', সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল এবং প্রার্থনা করতে শুরু করল। সে ফারাও, তার বন্ধুর জন্য প্রার্থনা করল। তার যন্ত্রণা ও শাস্তি লাঘবের জন্য হুরাসের নিকট প্রার্থনা করল। 'তাকে এই

ভয়ংকর স্থান হতে মুক্ত হবার অনুমতি দিন', সে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল। 'তাকে এখানে আটকে রাখার অর্থ হবে তার আত্মাকে খুন করা।'

প্রার্থনা করার মাঝেই সে শয়তান তাড়ানোর চিহ্ন আঁকল। তার চোখের সামনে রক্তের পুকুরটা কাঁপতে লাগল যেন শুকনো মাটি ওটাকে শুষে নিচ্ছে। যখন শেষ বিন্দু অদৃশ্য হল তখন টাইটা একটা নরম অসঙ্গত আওয়াজ শুনল। ঘুমন্ত বাচ্চার কান্নার মত এবং সেই সাথে দুঃখ ও হারানোর ভয়ংকর বোঝা যা তার উপর চেপে ছিল তা তার কাঁধ থেকে সরে গেল। তারপর যখন সে দাঁড়াল তখন মুক্তির এক অসীম আনন্দ সে উপভোগ করল। যেখানে রক্তের পুকুরটা ছিল সেদিকে সে এগিয়ে গেল। এমনকি যখন সে তার চটি পরা পা দুটো দৃঢ় ভাবে তার উপর নিয়ে দাঁড়ালো তখন কোন ব্যথা অনুভব হলো না এবং তার স্বস্তির অনুভূতিও নষ্ট হলো না।

'শান্তিতে যাও, আমার বন্ধু এবং আমার রাজা, পরকালে অনন্ত জীবন পাও', সে জোরে বলল এবং অনন্ত জীবন ও সুখের চিহ্ন আঁকলো।

সে ফিরে চললো এবং যেখানে পাহাড়ের শূন্যে রথগুলো অপেক্ষা করছিল সেদিকে যখন ফিরছিল তখন রাস্তায় কোন একটা কিছু তাকে রুখে দিল। সে তার মাথা উঠালো এবং আবার বাতাসের স্বাদ নিল। এখনও শয়তানের ক্ষীণ একটা গন্ধ বাতাসে আছে, শুধুমাত্র ওটার পলায়নপর একটা চিহ্ন। চিন্তিত ভাবে সে খাঁজের কাছটায় পৌছল, ফারাও যেখানে মারা গিয়েছেন সে স্থান অতিক্রম করলো এবং এগিয়ে চলল। প্রতি কদমে অশুভ গন্ধটা আরো শক্তিশালী হলো যতোক্ষণ না এটা তার কণ্ঠে ধরল এবং তার বমি আসতে লাগল। আরো একবার সে বুঝল এ প্রকৃতির নিয়মের বাইরের কোন কিছু। সে চলতে লাগল এবং বিশ কদমের মতো যাওয়ার পর গন্ধটা ক্ষীণ হতে শুরু করল। সে থামল এবং ফিরে এল। সাথে সাথেই গন্ধটা আবার তীব্র হল। এবার সে আগ-পিছ করল যতোক্ষণ না ওটা সর্বোচ্চ পরিমাপে তীব্র হল। সে পথের মধ্যে থামলো এবং দেখলো তা এখনও শক্তিশালী, প্রায় দম বন্ধ করার মতো। যে একটা কণ্টক বৃক্ষের প্যাঁচানো ডালের নিচে দাঁড়াল যা রাস্তার উপর জন্মেছিল। সে উপরে তাকাল এবং দেখল শাখাগুলোর আকৃতি অদ্ভুত, যেন কোন মানুষের হাত আলাদাভাবে তাদের আড়াআড়ি ভাজে রাখা– যা নীল আকাশের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে। সে নিচে তাকাল এবং ঘোড়ার মাথাকৃতির একটি পাথর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিছুদিন আগে এটা সরানো হয়েছিল এবং আবার আগের অবস্থানে তা রাখা হয়েছে। টাইটা পাথরটা সরালো এবং দেখলো এটি গাছের শিকড়ের মধ্যকার একটা গোপন গর্তকে ঢেকে রেখেছে। সে পাথরটা একপাশে সরিয়ে ভেতরে উঁকি মারল। তার ভেতরে কিছু একটা ছিল এবং সে এঁকে বেঁকে বস্তুটার কাছে পৌছলো যা একটা সাপ বা বিচ্ছু রাখার মত খাপ। খুব সুন্দর একটা চিত্র ও নকশা আঁকা বস্তু সে বের করে আনলো। এটা যে একটা তীরের খাপ তা বোঝার আগ পর্যন্ত সে বস্তুটির দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে

রইল। এর প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই কারণ এটার নকশা হিকসোসাইনদের মতন এবং তাতে সেথের ছবি আঁকা, যুদ্ধের কুমির দেবতা যা হিকস্ যোদ্ধা কর্তৃক ভক্তিরত। টাইটা মোচর দিয়ে তা খুলল এবং দেখল খাপটির মধ্যে যুদ্ধের ছয়টা তীর রাখা যাতে সবুজ ও লাল পালক লাগানো। সে একটা ফলা বের করে আনল এবং তা চেনা মাত্রই তার হৃদপিণ্ড হিংস্রভাবে স্পন্দিত হতে লাগল। কোন ভুল নেই। সে খুব ভালো করে ভাঙ্গা ও রক্তে ঢাকা এর একটা পরীক্ষা করেছে। যেটা নাজা কাউন্সিলের সামনে দিয়েছিল। যে তীরটা ফারাওকে মেরেছিল এটা ওটার মতই। সে এটাকে আলোর মধ্যে ধরল এবং নিখুঁতভাবে ফলার উপর সীলমোহর খুঁজল। এটা একটা সিংহের মাথা যার চোয়ালের মধ্যে ঐতিহ্যগত চিহ্ন 'টি' ধারণ করে আছে। সে এই চিহ্ন ধবংসাত্মক তীরটির মধ্যেও দেখেছে। দুটো একই তীর। হাতের মধ্যে নিয়ে তীরটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখলো যেন শেষ তথ্যটুকু সে নিতে চাইল। নাকের সামনে সে তীরটা ধরল এবং শুঁকলো। ওখানে শুধু কাঠ, রং ও পালকের ঘ্রাণ। যে দুর্গন্ধ তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল ওটা চলে গেছে। 'ফারাও এর গুপ্ত ঘাতকের এই খাপটা কেন লুকানোর প্রয়োজন হল? যুদ্ধের শেষে হিকস্রা এটা ময়দানে ফেলে যেতে পারত। তাদের অস্ত্র কুড়িয়ে নেওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় ছিল। এটা খুব সুন্দর ও মূল্যবান বস্তু, কোন যোদ্ধাই এটি ত্যাগ করবে না যদি না সে বাধ্য হয়, টাইটা ভাবল।

আরো ঘন্টা খানেক সে পাহাড়ের পাশে কিছু খুঁজলো এবং অতি প্রাকৃতিক আর কোন গন্ধ চিহ্নিত করতে পারল না। সে নিচে নেমে এল এবং রথগুলোকে ওয়াদির নরম বালির উপর অপেক্ষারত দেখতে পেল। সে খাপটা তার এপ্রোনের শূন্যে লুকিয়ে ফেলল।

রাত নামা না পর্যন্ত তারা ওয়াদির মধ্যে লুকিয়ে রইল। তারপর হালকা ভাবে চাকা চলতে শুরু করল। ঘোড়াগুলোর খুরসমূহ চামড়ার আবরণ দিয়ে ঢাকা এবং খোলা অস্ত্রের আওয়াজ সতর্কতার সাথে চেপে রাখা হল। তারা হিকস্দের রাজ্যের গভীর দিয়ে চলছিল। গিল তাদের পথ দেখিয়ে চলল।

বর্শা বাহক জায়গাটা ভালোই চেনে এবং যদিও টাইটা কিছু বলল না, তবুও সে অবাক হল লোকটি তার প্রভুর সাথে কতো বার এই রাস্তায় চলেছিল এই ভেবে এবং শত্রুদের সাথে সাক্ষাত করতে তারা আবার কোন জায়গা ঠিক করেছে কে জানে।

এখন তারা নীলের পাললিক ভূমিতে। দুই বার তারা রাস্তায় মোড় নিয়েছে এবং যতোক্ষণ না অস্ত্রে সজ্জিত লোকেরা নিকষ আঁধারে তাদের লুকানো স্থানটা অতিক্রম করে না যায় তাদের অপেক্ষা করতে হবে। মধ্য রাতের পর তার একটা

অজানা প্রভুর মন্দিরে এসে পৌছল। যা একটা ফাঁকা পাহাড়ে গর্ত করে তৈরি করা হয়েছে। গুহাটা পুরো সেনাবাহিনী, যান, ঘোড়া ও মানুষ রাখার মত যথেষ্ট বড়। শীঘ্রই বোঝা গেল যে এই স্থানটা একই কাজে আগেও ব্যবহার করা হয়েছে। ভাঙা বেদীর পিছনে প্রদীপ ও তেল রাখা এবং একটি কক্ষে ঘোড়ার খাবারও রাখা আছে। তারা ঘোড়ার হার্নেস খুলে তাদের খাওয়াল আর সৈন্যরা নিজেদের খাবার খেয়ে খড়ের বিছানা তৈরি করে শুয়ে পড়ল এবং শীঘ্রই নাক ডাকতে লাগল। ইতোমধ্যে গিল সৈন্যের পোশাক ছেড়ে একজন কৃষকের পোশাক পড়ে নিয়েছে। 'আমি কোন ঘোড়া ব্যবহার করবো না!' সে টাইটাকে ব্যাখ্যা করল। 'এতে লোকের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করবে। পায়ে হেঁটে আধা দিনেই আমি বুবাসতি ক্যাম্পে পৌছতে পারব। কাল বিকেলের আগে আমার ফেরার আশা করবেন না।' বলেই সে পিছলে গুহা থেকে বের হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

সৎ গিল, যেমন তাকে মনে করেছিলাম ওরকম সে ভন্ড সৈন্য নয়, টাইটা ভাবল। সে লর্ড নাজার মিত্রদের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল যা গিল তাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

সকাল হতেই সে একজন প্রহরীকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়োগ করল যেখান থেকে বাতাস পাতালের মন্দিরে বইছে। ঠিক দুপুরের আগে চূড়া থেকে একটা নিচু সংকেত তাদের বিপদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিল এবং টাইটা প্রহরীর সাথে চূড়ায় যোগ দিল। পূর্ব দিক থেকে একটা ভারি দল মাল বোঝাই গাধা নিয়ে সরাসরি মন্দিরের প্রবেশ মুখের দিকে এগিয়ে আসছে এবং টাইটা অনুমান করল এই দলটিই সম্ভবত গুহাটা ব্যবহার করে। এটা নিশ্চিত যে এরাই ঘোড়ার খাবার রেখে গেছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের পাশে সরে যাত্রীদলের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। সে দ্রুত 'ইভিল পর্বতের' অ্যাশেরিয়ান বই থেকে তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে পথের মাঝে সাদা কোয়ার্টজ পাথরের একটা স্তুপ তৈরি করল। তারপর দলটি পৌছানোর অপেক্ষায় রইল।

প্রথম গাধাটি ৫০ কিউবিট দূরে অথবা সারি থেকে ততোখানি এগিয়েছিল। এটা পরিষ্কার যে প্রাণীগুলো মন্দির ও তার ভেতরের আনন্দের কথা জানে, আর তাই চালকের কাছ থেকে চলার জন্যে তার কোন উৎসাহের প্রয়োজন ছিল না। যখনই সাদা কোয়ার্টজ পাথরের স্তূপের সামনে প্রাণীটি এল তখন ওটা এমন ভয় পেয়ে সরে গেল যে একটা বস্তা তার পিঠ থেকে পিছলে পড়ে গেল ও তার পেটের শূন্যে ঝুলতে লাগল। সে চার পায়ে লাফাতে লাগল এবং একই সাথে চেঁচাতে লাগল। মন্দিরের বেশ দূর দিয়ে ওটা দৌড় দিল। তার উত্তেজনা সারির অন্য প্রাণীগুলোর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল এবং তারাও চেঁচাতে লাগল এবং সীসার লাগামের বিরুদ্ধে মাথা বাঁকাল, চালককে লাথি মারল ও গোল হয়ে ঘুরতে লাগল যেন মৌমাছির দল তাদের আক্রমণ করেছে। এর ফলে প্রাণীদের পুনরায় ধরে একত্রিত করতে এবং শান্ত করতে ও মন্দিরের দিকে যাত্রা শুরু করতে দলটির দিনের বাকি

সময় লেগে গেল। এবার একজন শক্ত ও সামর্থ্য প্রধান চালক সারির সামনে চলল ও বড় লাগাম দিয়ে অস্থির গাধাটাকে নিয়ে চলল। সে পথের মাঝখানে থাকা পাথরগুলো দেখে থামল। সারিটা তার পিছনে জমা হল এবং অন্য চালকেরা সামনে এল। তারা উচ্চ কণ্ঠে ও হাত উচিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা আলোচনা করল। টাইটা পাহাড়ের পাশে লুকিয়ে সব শুনছিল।

অবশেষে প্রধান চালক অন্যদের রেখে সামনে একা এগিয়ে এল। প্রথমদিকে তার পদক্ষেপ দৃঢ় এবং নিশ্চিত দেখাল কিন্তু শীঘ্রই তা ধীর হল এবং শান্ত হয়ে গেল। সে দাঁড়িয়ে দূর থেকে পাথরের নকশাটা পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর সে পাথরগুলোর উদ্দেশ্যে থুথু ছুঁড়ল এবং লাফ দিয়ে পিছনে সরে গেল। সে আশা করছিল তারা অপমানের জবাব ওটা দিবে। সবশেষে সে শয়তানের দৃষ্টির বিপরীতে চিহ্ন আঁকল এবং ঘুরে, হেলেদুলে বিজয়ী ভঙ্গিতে তার লোকদের নিকট ফিরে গেল। চিৎকার করে ও হাত নেড়ে তাদের পিছু সরালো। অন্যদের বুঝতে একটু সময় লাগল। তাড়াতাড়ি পুরো দলটি যে পথে এসেছিল সে পথে ফিরতে লাগল। টাইটা পাহাড় থেকে নেমে এল ও পাথরগুলোকে ছড়িয়ে দিল। তাদের প্রভাব নষ্ট করে দিল এবং অন্য যাত্রী যাদের অপেক্ষায় সে ছিল তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিল।

গ্রীষ্মের পড়ন্ত বিকেলে তারা বিশজন সশস্ত্র লোক এল, গিল তাদের পথ দেখাচ্ছিল। তারা ছড়িয়ে থাকা পাথরগুলোকে অতিক্রম করে এল এবং গুহার প্রবেশ মুখে অস্ত্রের ঝনঝনানি তুলে নামল। নেতৃত্বে থাকা লোকটা লম্বা, তার কাঁধ চওড়া ও ভারি পশমী ভ্রু এবং মাংসল বাঁকানো নাকের অধিকারী সে। ভারি কালো গোঁফটা তার বুক পর্যন্ত ঠেকেছে এবং নানান রঙের সুতা দিয়ে তা সাজানো।

'আপনিই সে ওয়ারলক, কি বলেন?' অতিরিক্ত জোর দিয়ে সে বলল। টাইটা ভেবে দেখল সে যে তাদের একজনের মতোই হিকস্‌দের ভাষা বলতে পারে তা তাদের বুঝতে দেয়া ঠিক হবে না। তাই ভদ্রভাবে মিশরীয় ভাষায় উত্তর দিল এমন ভাবে এবং না দাবি করল না অস্বীকার করল তার যাদুর ক্ষমতাকে। 'আমার নাম টাইটা, মহান প্রভু হুরাসের একজন দাস। আপনার উপর তার আশীর্বাদ আসুক তা আমি প্রার্থনা করি। আমি দেখছি যে আপনি কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি কিন্তু আমি আপনার নাম জানিনা।'

'আমার নাম টর্ক, সিংহ গোত্রের প্রধান এবং রাজা অ্যাপেপির উত্তরের আর্মির কমান্ডার। আমাকে দেবার জন্যে আপনার কাছে কি কোন চিরকুট আছে, ওয়ারলক?'

টাইটা তার ডান হাত খুলল এবং নীল কাচে ঘেরা চীনামাটির ভাঙা এক টুকরো দেখাল যা প্রভু সেথের প্রতিজ্ঞা স্বরূপ দেয়া, ছোট মূর্তির উপরের অংশ। টর্ক সংক্ষেপে ওটা পরীক্ষা করল। তারপর তার তরবারির বেল্টে ঝোলানো ঝুলি থেকে চীনামাটির আরেক অংশ বের করল এবং দুটি অংশ একত্রিত করে একসাথে

লাগাল। ভাঙ্গা অংশদ্বয় পুরোপুরি মিলে গেল এবং সে একটা সন্তুষ্টির আওয়াজ করল। 'আমার সাথে আসুন, ওয়ারলক।'

টাইটাকে পাশে নিয়ে টর্ক নেমে আসা রাতে বেরিয়ে এল। তারা নীরবে পর্বতে উঠে তারার আলোতে মুখোমুখি দাঁড়াল। টর্ক তরবারির খাপটা নিজের দুই হাঁটুর মাঝে রেখে হাতটা তার ভারি তরবারির গোড়ায় ধরে রাখল।

অবিশ্বাসের বেশি স্বভাব থেকে টাইটা ভাবল কিন্তু তবুও এ যুদ্ধে সে একজন প্রধান মধ্যস্থকারী।

'আপনি আমার জন্যে দক্ষিণের খবর এনেছেন।' টর্ক বলল বিবৃতি করার সুরে কোন প্রশ্ন নয়।

'আমার লর্ড, আপনি নিশ্চয় ফারাও ট্যামোসের মৃত্যুর খবর শুনেছেন?'

'আমরা যখন আবনাব শহর দখলে নেই তখন তার মৃত্যুর খবর শুনি।' টর্ক মিশরীয় ফারাও-এর ক্ষমতা স্বীকার না করার প্রতি সতর্ক। হিকস্‌দের কাছে একমাত্র শাসক হচ্ছে রাজা অ্যাপেপি। 'আমরা এও শুনেছি যে একজন বালক উচ্চ মিশরের সিংহাসনের দাবিদার।'

'ফারাও নেফার সেটির বয়স মাত্র ১৪ বছর।' টাইটা নিশ্চিত করল। তার মতো সেও সতর্ক থাকল তার সম্বন্ধে বলার সময় ফারাও–এর পদবির প্রতি জোর দিতে।

'কয়েক বছরের জন্য সে তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। ততোদিন পর্যন্ত লর্ড নাজা তার রাজ-প্রতিভূর দায়িত্ব পালন করবে।'

হঠাৎ গভীর মনোযোগ নিয়ে টর্ক সামনে ঝুকল। হিকস্‌দের গুপ্তচর বৃত্তি প্রকৃতই দুর্বল যদি তারা কমপক্ষে উচ্চরাজ্যের বিষয়াদি সম্পর্কে না জানে। তখন তার মনে পড়ল সেই ক্যাম্পেইনটার কথা যেখানে সে ও ফারাও ট্যামোস হিকস্‌দের থেবস্‌ এ থাকা স্পাই ও তথ্যদাতাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযান চালায় এবং তা ছিল ঠিক রাজার মৃত্যুর পূর্বে। তারা গর্ত থেকে তাদের টেনে বের করেছিল এবং পঞ্চাশ জনের বেশিকে গ্রেফতার করেছিল। শাস্তি দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর সবাইকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। টাইটা খুব তৃপ্ত হয়েছিল এই কাজে যে অন্তত শত্রুদের নিকট তথ্য প্রবাহটা তারা বন্ধ করতে পেরেছিল।

'তাহলে দক্ষিণের রাজ-প্রতিভূর পক্ষ থেকে আপনি আমাদের কাছে এসেছেন।' টাইটা টর্কের মাঝে বিজয়ের একটা অদ্ভুত তৃপ্তি অনুভব করল যখন সে আবার জানতে চাইল, 'নাজার কাছ থেকে কি সংবাদ আপনি এনেছেন?'

'লর্ড নাজা চান আমি তার প্রস্তাব যেন সরাসরি অ্যাপেপির কাছে নিয়ে যাই', টাইটা জবাবটা এড়িয়ে গেল। প্রয়োজনের বেশি তথ্য সে টর্ককে দিতে চায় না।

টর্ক তৎক্ষণাৎ একটা ভদ্র রাগ প্রকাশ করল। 'নাজা আমার ভাই (কাজিন)', সে শীতল কণ্ঠে বলল। 'যে সংবাদ সে পাঠিয়েছে তা শুনতে তার আপত্তি থাকার কথা নয়।' নিজের আবেগের উপর টাইটার এতোটাই নিয়ন্ত্রণ ছিল যে সে বিস্ময়

প্রকাশটা সংযত রাখতে সামর্থ হল। যদিও তা টর্কের দিক থেকে একটা প্রধান অংশ। রাজ-প্রতিভূর ব্যাপারে তার সন্দেহ অবশেষে সত্যি হল। যখন সে উত্তর দিল তার কণ্ঠ নিয়ন্ত্রিত ছিল, 'হ্যাঁ, আমার লর্ড, এটুকু আমি জানি। যাইহোক, এ মুহূর্তে অ্যাপেপির জন্যে আমি যা নিয়ে এসেছি তা...'

'আপনি আমাকে অপমান করছেন, ওয়ারলক। আমার আপনার রাজ-প্রতিভূর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস আছে।' উত্তেজনায় টর্কের কণ্ঠ রুক্ষ হয়ে গেল। 'আমি ভালো করেই জানি আপনি অ্যাপেপিকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ও একটা দীর্ঘস্থায়ী শান্তি চুক্তি করতে এসেছেন।'

'আমি এর বেশি কিছুই আপনাকে বলতে পারব না, আমার লর্ড।' টর্ক নিশ্চই একজন যোদ্ধা কিন্তু কোন ষড়যন্ত্রকারী নয়, টাইটা ভাবল। কিন্তু আবার সে যখন বলল তখন তার কণ্ঠ ও বলার ধরনে পরিবর্তন হল না, 'আমি আমার বার্তাটা শুধু রাখাল সর্দার অ্যাপেপিকেই দিতে পারব।' এভাবেই হিকস্ শাসক উচ্চ রাজ্যে পরিচিত। 'আপনি কি আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবেন?'

'যেমনটা আপনার ইচ্ছে, ওয়ারলক। মুখ বন্ধ রাখুন যদি পারেন, যদিও এটার কোন দরকার নেই।' টর্ক রাগান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। 'রাজা অ্যাপেপি বুবাসতিতে আছেন। আমরা শীঘ্রই সেখানে যাব।'

নীরবে তারা পাতাল মন্দিরে ফিরল। টাইটা গিল ও বডি গার্ডদের সার্জেন্টকে ডাকল। 'তোমরা তোমাদের কাজ ঠিকমতই করেছ।' সে তাদের বলল। 'আর এখন তোমরা গোপনে থেবস্ ফিরে যাবে যেমন করে গোপনে এসেছ।'

'আপনি আমাদের সাথে ফিরবেন না?' গিল চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করল। সে প্রকৃতই বৃদ্ধ লোকটির প্রতি দায়িত্ব বোধ করল।

'না।' টাইটা মাথা নাড়ল। 'আমি এখানে থাকব। যখন তোমরা রাজ-প্রতিভূকে রিপোর্ট করবে তখন তাকে বলবে আমি অ্যাপেপির সাথে দেখা করতে চলেছি।'

তেলের বাতির মৃদু আলোতে ঘোড়াগুলোকে রথের সাথে বাঁধা হল এবং অল্প সময়ের মধ্যে তারা রওনার জন্যে প্রস্তুত হল। গিল টাইটার স্যাডেল ব্যাগ রথ থেকে এনে তাকে দিল। তারপর সে সম্মান জানিয়ে তাকে কুর্নিশ করল,

'আপনার সাথে ভ্রমণ করা অনেক সম্মানের, আমার লর্ড। যখন আমি বাচ্চা ছিলাম তখন আমার পিতা আপনার অভিযানের অনেক গল্প আমাকে শুনিয়েছেন। সে আপনার রেজিমেন্টের অ্যাসিউট–এ ছিল। তিনি বাম প্রান্তের ক্যাপ্টেন ছিল।'

'তার নাম কি?' টাইটা প্রশ্ন করল।

'লাসরো, আমার লর্ড।'

'হ্যাঁ', টাইটা মাথা নাড়ল। 'আমার তাকে ভালোভাবেই মনে আছে। যুদ্ধে সে তার বা চোখ হারিয়েছিল।'

গিল বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় তার দিকে তাকিয়ে রইল। 'তা প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা এবং এখনও আপনার তা মনে আছে!'

'সাঁইত্রিশ', টাইটা তাকে সংশোধন করে দিল। 'ভালোভাবে যাও, যুবক গিল। আমি গতরাতে তোমার ভাগ্য-চক্র দেখছিলাম। তুমি দীর্ঘ জীবন পাবে ও অনেক সম্মান অর্জন করবে।'

বর্শা বাহক লাগাম উঠাল ও রাতের যাত্রা শুরু করল। গর্ব ও অহংকারে ভাষাহীন সে। এরই মধ্যে লর্ড টর্কের বাহিনীও ঘোড়ায় চড়ে বসেছে এবং রওয়ানা দিতে প্রস্তুত। যে ঘোড়াটায় গিল মন্দিরে ফিরেছে সে সেটা টাইটাকে দিয়েছে। টাইটা স্যাডেল ব্যাগ ঘোড়ার পিঠে ফেলল এবং ওটার পিছনে সে লাফ দিয়ে উঠল। হিকস্‌দের মিশরীয়দের ন্যায় দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসতে দ্বিধা নেই এবং তারা গুহার প্রবেশ দ্বার দিয়ে বেড়িয়ে এল ও পশ্চিমে মোড় নিল, রথের সারি যে দিকটায় গেছে তার উল্টো দিকে।

ভারি অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর মাঝ দিয়ে টাইটা চলছিল। টর্ক পথ দেখাচ্ছে এবং টাইটাকে তার পাশে চলার জন্যে সে কোন আমন্ত্রণ জানাল না। সে তাকে এড়িয়ে চলছে যেহেতু টাইটা তাকে নাজার সংবাদ দিতে সরাসরি মানা করেছে। টাইটা অবহেলিত হয়ে খুশিই হল কারণ এতে সে চিন্তা ভাবনার সময় পেল। সত্যিই নাজার দ্বৈত রক্ত খুব চমৎকার একটা সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

পুরো রাত জুড়ে তারা পশ্চিমে নদীর দিকে চলল এবং প্রধান শত্রুর মূল ঘাঁটি রয়েছে বুবাসতিতে। যদিও এটা রাত তবুও রাস্তায় বার বার বিভিন্ন যানের সাথে তাদের দেখা হল। এগুলো ওয়াগন ও ঘোড়ার গাড়ি যা মিলিটারি অস্ত্রে ভরা, তারা যেদিকে চলছে ওগুলোও সেদিকেই যাচ্ছে। একই সংখ্যক যান আবার অ্যাভারিস ও মেমফিসের দিকে চলছে যারা অস্ত্র নামিয়ে দিয়ে এসেছে।

যখন তারা নদীর কাছাকাছি এল, টাইটা দূর থেকে বুবাসতির চারপাশে হিকস্‌দের ক্যাম্পের আগুন দেখতে পেল। মনে হচ্ছিল মিটমিট করে জ্বলা আলোর ভূমি ওটা যা নদী তীরের দুদিকে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। মানুষ ও প্রাণীর একটা বৃহৎ উপনগরী, যা অন্ধকারে দেখা গেল না।

একটা আর্মি ক্যাম্পের গন্ধের মতো আর কিছু পৃথিবীতে নেই। যখন তারা এগিয়ে গেল তা আরো জোরালো হল ও তাদের চেপে ধরল। অনেক গন্ধের মিশ্রণ, সৈন্য দলের গন্ধ, সার ও গোবরের, আগুনের ধোঁয়ার, চামড়া ও শুকনো খড়কুটার গন্ধ। তবে সবচাইতে বেশি ছিল অপরিচ্ছন্ন মানুষ ও তাদের কাঁচা ঘা, খাবার, রান্নার ও মদের, পুঁতে না রাখা আবর্জনা ও ময়লা, মল ও গোবরের স্তুপ এবং তার চাইতেও বেশি ছিল না পুঁতে রাখা মৃতদেহের দূর্গন্ধ।

এই ভয়ংকর সব দুর্গন্ধ ছাড়িয়েও টাইটা আরো একটা অসুস্থ দূষণ বের করল। সে এটা চিনতে পারল এবং তখনি তা বুঝল যখন একজন অসুস্থ লোক তার ঘোড়ার সামনে মাতালের মত দুলতে লাগল, যা তাকে বাধ্য করল দ্রুত লাগাম টানতে। সে লোকটির চেহারায় বিবর্ণ লাল রঙের দাগ দেখতে পেল এবং নিশ্চিত হলো। এখন সে জানে কেন অদ্যাবধি অ্যাপেপি আবনাব জয় করে সামনে যেতে

পারে নি, কেন সে এখনো তার রথ দক্ষিণে থেবসের দিকে পাঠায় নি যেখানে মিশরের সৈন্য অগোছালো হয়ে আছে এবং তার দয়ায় টিকে আছে। টাইটা তার ঘোড়াকে পাশে সরিয়ে টর্কের কাছাকাছি নিয়ে এল এবং শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আমার লর্ড, কখন আপনার সৈন্যদের প্রথম প্লেগ আক্রমণ করে।'

টর্ক এতো জোরে লাগাম টানল যেন সে ভূত দেখার মত ভয় পেল। 'আপনাকে এ সব কে বলল, ওয়ারলক?' সে জানতে চাইল। 'এটা কি আপনার যাদুর একটা অভিশাপ? আপনিই কি আমাদের উপর এই মারাত্মক ব্যাধি প্রয়োগ করেছেন?' অস্বীকার করার সুযোগ না দিয়ে সে রাগে ঘোড়াকে লাথি মেরে চলে গেল। টাইটা দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করল, কিন্তু তার চোখ ব্যস্ত রইল চারপাশে কি ঘটছে তার প্রতিটি অবস্থা বোঝার জন্যে।

এরই মধ্যে আলো বাড়তে লাগল এবং দুর্বল ও কুয়াশাচ্ছন্ন সূর্যকে ঘন কুয়াশা ও বনের ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে উঁকি দিতে দেখা গেল যা সবকিছু আচ্ছন্ন করে সকালের আকাশকে ঢেকে রেখেছে। এতে একটা ভূতুড়ে অলৌকিক পরিবেশের সৃষ্টি হল যেন কোন পাতাল জগতের দৃশ্য এটা। মানুষ ও প্রাণীগুলো এর প্রভাবে অন্ধকারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। যেন কোন নরক। শয়তানের দেহ এবং তাদের ঘোড়াগুলোর খুড়ের শূন্যে সাম্প্রতিক বন্যার কাঁদা কালো ও আঠালো মাটি এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করেছে।

প্রথমে তারা শব যানগুলো অতিক্রম করে এল এবং টাইটার চারপাশের লোকগুলো নিজেদের আলখেল্লা দিয়ে তাদের তাদের মুখ ও নাক অশুভ দুর্গন্ধ থেকে বাঁচাতে ঢাকল। যা নগ্ন, অর্ধশুকনো মৃতদেহগুলো থেকে আসছিল, যা গাড়ির পিছনে উঁচু করে স্তুপ করা। দুর্গন্ধ থেকে তাড়াতাড়ি বাঁচার জন্য টর্ক পা দেপে ঘোড়াকে তাড়া দিল। কিন্তু সামনে এমন আরো অনেকগুলো লাশ ভর্তি যান ছিল যা তাদের রাস্তা প্রায় বন্ধ করে দিল।

তারা আরো পোড়ানোর জায়গা অতিক্রম করে এল যেখানে গাড়িগুলো থেকে ভয়াবহ বোঝাগুলো সব নামানো হচ্ছিল। লাকড়ি এই এলাকায় পাওয়া দুর্লভ এবং আগুনের শিখা শবদেহগুলোকে পোড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। তারা পত্‌পত্‌ শব্দ করছিল ও শিখাগুলো ঝিরঝির করে কাঁপছিল। আর ক্ষয় হওয়া মাংস থেকে চর্বি ফোটায় ফোটায় বের হয়ে তৈলাক্ত কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি করল, যা সেখানে থাকা জীবন্ত মানুষদের মুখ ও গলা ঢেকে দিল।

কত জন প্লেগে মারা গেছে? টাইটা অবাক হল। এবং কত জন আবার আমাদের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে?

প্লেগ ভয়ানক অপচ্ছায়ার মতো যে কোন আর্মি দলে হানা দিতে পারে। অ্যাপেপি এখানে বুবাসতিতে অনেক বছর ধরে ক্যাম্প করে আছে যা ইঁদুর, শকুন ও শবখাদক আর বড় বড় সারসে ভর্তি। তার লোকেরা নিজেদের বর্জ্যের মধ্যে একত্রিত হয়ে বাস করছে। তাদের দেহে মাছি ও উকুন হাঁটছে, পচা খাবার খাচ্ছে

ও সেচের খালের পানি পান করছে যেখান দিয়ে ময়লা আবর্জনা ও গোবরের স্তুপ বয়ে চলে। এই রকম পরিবেশেই প্লেগ দ্রুত ছড়ায়।

বুবাসতির কাছাকাছি ক্যাম্পে লোকজনের সংখ্যা আরে বেশি। দুর্গ নগরীর দেওয়াল ঘেঁষে তাঁবু, কুঁড়ে ও জীর্ণ কুটিরসমূহ দাঁড়িয়ে এমনকি গর্তগুলো পর্যন্ত ঘিরে লোকজন বাস করছে। প্লেগ রোগীদের মধ্যে যারা একটু বেশি ভাগ্যবান তারা ছিন্ন পামের ডালের নিচে শুয়ে সকালের গরম সূর্য থেকে বাঁচার কোন রকম চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যরা পায়ে দলা কর্দম ভূমিতে শুয়ে আছে। ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর। মৃত ও মৃত প্রায় সব এক সাথে মিশে গেছে। যারা যুদ্ধে আহত ও যাদের কলেরা হয়েছে তারাও একসাথে রয়েছে।

যদিও তার স্বভাব ছিল চিকিৎসা করার তবুও টাইটা তাদের কোন সাহায্য করল না। তারা নিজের দ্বারাই দোষী। তাই একজন কিভাবে এতোগুলো লোককে সাহায্য করবে? তার চাইতে বড় কথা, তারা এই মিশরের শত্রু এবং এটা পরিষ্কার যে এই মহামারী প্রভুর পক্ষ থেকে একটা অভিশাপ। তাছাড়া একজন হিকস্‌কে চিকিৎসা করার অর্থ হল থেবসে বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য আরো একজনকে প্রস্তুত করা এবং যারা তার প্রিয় শহরে আগুন দিবে ও লুটপাট করবে।

তারা সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করল এবং দেখল এর ভেতরের অবস্থাও তেমন ভালো না। প্লেগ রোগীরা সেখানে পড়ে আছে, রোগে তারা মারা গেছে এবং ইঁদুর ও বেওয়ারিশ কুকুরগুলো সে মৃতদেহ খাচ্ছে এবং এমনকি যারা এখনও জীবিত আছে তাদেরও আত্মরক্ষার শক্তি নেই।

অ্যাপেপির প্রধান কার্যালয় হল বুবাসতির প্রধান ভবন। একটা ভারি কাদার ইটের এবং শুকনো খড়ের প্রসাদ যা শহরের মধ্যখানে অবস্থিত। সহিস তাদের ঘোড়াগুলো প্রধান ফটকে নিয়ে গেল কিন্তু লর্ড টর্ক টাইটাকে উঠান দিয়ে অন্ধকার হলরুমে নিয়ে গেল যেখানে ধূপ ও চন্দন কাঠ একটা ব্রোঞ্জের পাত্রে প্লেগের দুর্গন্ধ লুকানোর জন্য পুড়ানো হচ্ছে যা শহর ও চারপাশের ক্যাম্পবাসীদের কাছ থেকে আসছিল। কিন্তু আগুনের কাঁপা কাঁপা শিখা গরম বাতাসকে অসহ্যনীয় করে তুলেছে। এমনকি এখানেও এই প্রধান কার্যালয়ে প্লেগ রোগীর গোঙানির আওয়াজ রহস্যজনকভাবে বাজছে এবং অন্ধকার কোনে জড়াজড়ি করে তা পড়ে আছে। ভবনের গভীর গোপন স্থানের শক্ত ব্রোঞ্জের দরজার সামনে সেন্ট্রিরা তাদের থামিয়ে দিল। কিন্তু যখনই তারা টর্কের বিশাল দেহ চিনতে পারল তারা একপাশে সরে দাঁড়াল এবং তাদের যেতে দিল। এটা অ্যাপেপির ব্যক্তিগত এলাকা। দেয়ালে চমৎকার সব কার্পেট ঝুলানো এবং আসবাবপত্র দামী কাঠ, আইভরি ও মুক্তার তৈরি যার বেশির ভাগ মিশরের প্রসাদ ও মন্দির থেকে লুট করে আনা।

টর্ক টাইটাকে একটা ছোট কিন্তু বিলাস বহুল উপকক্ষে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল এবং তাকে সেখানে রেখে গেল। দাসীরা তাকে একজগ শরবত ও পাকা খেজুর ও

ডালিম দিয়ে গেল। সে একচুমুক পানীয় খেল কিন্তু ফল খেল অল্প। সে সর্বদা মিতহারী।

তাকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। সময়ের বহতা দেখিয়ে সূর্যরশ্মি একটা উঁচু ও একমাত্র জানালা দিয়ে প্রসন্নভাবে একপাশ থেকে অন্যপাশে চলে এল। একটা কার্পেটের উপর শুয়ে সে তার স্যাডল ব্যাগটা বালিশের মত ব্যবহার করল, ঝিমালো কিন্তু কখনই গভীর ঘুমাচ্ছন্ন হল না এবং প্রতিটি শব্দে জেগে উঠছিল। এরই মাঝে সে শুনল দূরে মহিলারা কাঁদছে এবং ভারি দেয়ালের ওপাশে কোথাও শোকার্তনাদ বাজছিল।

অবশেষে বাইরে ভারি পায়ের আওয়াজ হল এবং দরজার পর্দা সরে গেল। একটা বিশালকায় দেহ দরজায় এসে দাঁড়ালো। সে শুধু একটা লাল স্কার্ট পড়ে আছে যা তার বৃহৎ পেটের নিচে স্বর্ণের চেইন দ্বারা আটকানো। তার বুক ধূসর তারের মত কোকড়ানো পশমে ঢাকা, ভালুকের চামড়ার ন্যায় ভারি। পায়ে ভারি স্যান্ডেল পরা ও হাঁটুর শূন্যে শক্ত পালিশ চামড়ার বর্ম পরা। কিন্তু সে কোন তলোয়ার বা অন্য কোন অস্ত্র বহন করছিল না। তার বাহু ও পা-গুলো মন্দিরের পিলারের ন্যায় ভারি এবং যুদ্ধে আহত দাগে ঢাকা যা অনেক আগে শুকিয়ে সাদা ও সিল্কি হয়ে আছে। অন্যগুলো আবার কিছুদিন আগের যা লাল ও হা করে আছে। তার দাড়ি ও ঘর্মাক্ত চুলগুলোও ধূসর বর্ণের কিন্তু কোন গতানুগতিক নিয়মে ফিতা বাঁধা নেই। ওগুলো তেল দেয়া বা আচড়ানো না, এলোমেলো। তার কালো চোখগুলো বন্য ও বিহ্বল এবং বৃহৎ বাঁকা নাকের নিচে ভারি ঠোঁট দুটো যেন ব্যথায় মুচড়ে আছে।

'আপনি টাইটা, চিকিৎসক', সে বলল।

তার কণ্ঠ শক্তিশালী কিন্তু কোন হিকস্ উচ্চারণ নেই কারণ তার জন্ম অ্যাভারিসে এবং সে মিশরীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারা অনেকটাই আয়ত্ত করে ফেলেছে।

টাইটা তাকে ভালো করেই জানে; তার কাছে অ্যাপেপি হল দখলবাজ, বর্বর এবং তার দেশ ও তার ফারাও এর চিরন্তন শত্রু। নিজের অভিব্যক্তি নিরপেক্ষ রাখতে সে তার আত্ম-নিয়ন্ত্রণ শক্তিটা পুরো ব্যায় করল এবং যখন উত্তর দিল কণ্ঠটা শান্ত রাখল, 'আমি টাইটা'।

'আমি আপনার দক্ষতা সম্পর্কে শুনেছি।' অ্যাপেপিও বলল, 'আমাদের এখন তা দরকার। আমার সাথে আসুন।'

টাইটা তার স্যাডেল ব্যাগগুলোকে কাঁধে নিল ও তাকে অনুসরণ করে উদ্যান দিয়ে বেরিয়ে এল। লর্ড টর্ক সেখানে একদল অস্ত্রধারী রক্ষা বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তারা টাইটার চতুর্দিকে অবস্থান নিল যখন সে হিকস্ রাজাকে প্রাসাদে অভ্যন্তরে অনুসরণ করে চলল। সামনে কান্নার আওয়াজ জোরালো হল যতোক্ষণ না

অ্যাপেপি ভারি পর্দা সরালো যা অন্য একটি দরজাকে ঢেকে ছিল এবং টাইটাকে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকানো হল।

জনবহুল কক্ষটির অ্যাভারিসের আইসিস মন্দিরের যাজকদের বৃহত্তম অংশে পূর্ণ। টাইটার ঠোঁট কুঁচকে গেল যখন সে তাদের মাথার পালক দ্বারা তাদের চিনতে পারল। তারা এক কোণায় কাঁসার পাত্রকে ঘিরে মন্ত্র পড়ছে ও বাদ্য বাজাচ্ছে। যার মধ্যে লোহার আংটা পুড়ে লাল হয়ে জ্বলছিল। এইসব হাতুড়ে বিদ্যার সাথে টাইটার পেশাগত দ্বন্দ দুই পুরুষ পুরোনো।

চিকিৎসক ছাড়াও আরো বিশ জন লোক মেঝের মাঝখানে রাখা অসুস্থ রোগীর বিছানা ঘিরে আছে। সভাসদ ও আর্মি অফিসাররা, অনুলেখক ও অন্যান্য কর্মচারীরা, সবাইকে শান্ত ও দুঃখী দেখাল। বেশির ভাগ মহিলারা হাঁটুগেড়ে মেঝেতে বসে আছে, আর্তনাদ ও শোক করছে। শুধুমাত্র একজন বিছানায় শোয়া বালিকাটির সেবা করে যাচ্ছে। রোগী থেকে তার বয়স বেশি নয়, সম্ভবত তের কি চৌদ্দ বছর বয়স এবং সে কপারের পাত্র থেকে গরম ও সুগন্ধি পানি দিয়ে রোগীর শরীর মুছে দিচ্ছে। একনজরেই আকর্ষণীয় বালিকাটির দৃঢ়, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা টাইটার নজর কাড়ল। রোগীর জন্য তার দুচিন্তাটা স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে, তার অভিব্যক্তি স্নেহার্দ্র এবং তার হাত দ্রুত ও দক্ষ।

টাইটা তার ধ্যান বালকটির দিকে দিল। তার নগ্ন দেহ সুঠাম কিন্তু রোগে নষ্ট হয়ে গেছে। তার চামড়ায় প্লেগের দাগ স্পষ্ট এবং তাতে ঘাম শিশিরের ন্যায় জমে আছে। তার বুকে কাঁচা ক্ষত যেখান থেকেও রক্ত ঝরছে এবং তাতে আইসিসের যাজকরা ছ্যাঁকা দিয়েছে। টাইটা দেখল বালকটি রোগের শেষ অবস্থায় আছে। তার পুরু কালো চুল ঘামে ভেজা, তার চোখের উপর আলুচা রঙের ক্ষতে ভরা, যা খোলা ও উজ্জ্বল কিন্তু কিছু দেখছে না।

'ও খিয়ান, আমার ছোট ছেলে', অ্যাপিপি বলল। সে বিছানার পাশে গেল ও অসহায়ভাবে বাচ্চাটির দিকে চেয়ে রইল। 'প্লেগ তাকে নিয়ে যাবে যদি না আপনি তাকে রক্ষা করেন, ম্যাগোস।'

খিয়ান কুঁকিয়ে উঠল এবং পাশ ফিরল, বুকে ক্ষতের ব্যথায় হাঁটুগুলো সে গুটিয়ে নিল। ফত ফত শব্দ করে তার দুই নিতম্বের মধ্য দিয়ে মল ও তাজা রক্ত বেরিয়ে মাটির বিছানার লিনেনটার উপর বেয়ে পড়ল।

যে মেয়েটি তার সেবা করছিল সে সাথে সাথে তার পিছন দিক একটা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে দিল এবং কোন সংকোচ ছাড়াই চাদরের উপরের ময়লা পরিষ্কার করল। কোণায় চিকিৎসকরা আবার নতুন করে মন্ত্র পড়া শুরু করল এবং প্রধান যাজক এক জোড়া গরম হুক ব্রোঞ্জের কাঠ-কয়লা থেকে তুলে নিয়ে বিছানার দিকে এগুতে লাগল।

টাইটা সামনে এগোল, তার লম্বা লাঠি দিয়ে লোকটির পথ রোধ করে দাঁড়াল, 'যথেষ্ট হয়েছে! তুমি ও তোমার কসাইরা ইতোমধ্যে যথেষ্ট ক্ষতি করে ফেলেছ।'

'আমাকে অবশ্যই তার দেহের জ্বরকে পোড়াতে হবে।' লোকটি প্রতিবাদ করল।

'বের হও', টাইটা গম্ভীর স্বরে বলল। তারপর কক্ষে অন্য যারা ভীড় করেছিল সবার উদ্দেশ্যে বলল, 'সবাই বের হয়ে যান।'

'আমি তোমাকে ভালো করেই জানি, টাইটা। তুমি একজন ঈশ্বর নিন্দুক এবং একজন দৈত্য ও শয়তানের আত্মার অধিকারী।' যাজক তার জায়গায় দাঁড়াল এবং ভয়ংকরভাবে তার জ্বলন্ত ব্রোঞ্জের যন্ত্রটি ভাঁজ করে রাখল। 'আমি তোমার যাদুকে ভয় পাই না। এখানে তোমার কোন জোর নেই। প্রিন্স আমার দায়িত্বে।'

টাইটা পিছু সরল এবং তার লাঠিটা যাজকের পায়ের কাছে ফেলতেই সে কেঁপে উঠল ও লাফ দিয়ে পিছু হঠল। নিচে পড়ে লাঠিটি মোচড়ালো ও হিসহিস করতে লাগল এবং টাইলসের উপর দিয়ে সাপের মতো তার দিকে এগুতে লাগল। হঠাৎ করে ওটা মাথা উঁচু করল, ওটার খন্ডিত জিহ্বা কুঁচকানো ঠোঁটের মধ্য দিয়ে জোরে বেরিয়ে এল এবং তার গোল গোল কালো চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। তৎক্ষণা দরজার কাছে থাকা লোকগুলো চিৎকার দিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সভাসদ ও যাজকেরা, সৈন্যরা ও চাকর বাকররা, ভাঁড়েরা ও আরো যারা ছিল সবাই কে কার আগে যাবে হুড়ো-হুড়ি করতে লাগল। পালাতে ইতস্তত করে প্রধান যাজক লোহার হুকটিকে নাচালো, তারপর চিৎকার দিল কারণ সে খালি পায়ে ছড়ানো কয়লার উপর নাচছিল।

সেকেন্ডের মধ্যে কক্ষটি খালি হয়ে গেল। শুধু অ্যাপেপি রইল যে নড়েনি এবং মেয়েটিও যে অসুস্থ বিছানার পাশে ছিল। টাইটা নিচু হল এবং লেজে ধরে পরিবর্তন হওয়া সাপটিকে নিল। সাথে সাথেই ওটা তার হাতের মুঠিতে সোজা, শক্ত ও কাঠ হয়ে গেল। সে তার আগের অবস্থায় আসা লাঠি দিয়ে বিছানার পাশের মেয়েটিকে নির্দেশ করল। 'তুমি কে?' সে জানতে চাইল।

'আমি মিনটাকা। ও আমার ভাই।' রক্ষণাত্মকভাবে সে তার হাতটা বালকটির ঘামে ভেজা কোঁকড়ানো চুলের উপর রাখল এবং একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার চিবুক তুলে ধরল। 'তুমি তোমার সবচাইতে ভয়ংকর শক্তি যদিও প্রয়োগ কর ম্যাগোস তবুও আমি তাকে ছেড়ে যাব না।' তার ঠোঁট কাঁপল ও কালো চোখ দুটি বড় হল। তার সামনে থাকা সর্প লাঠি যা টাইটা তার দিকে নির্দেশ করে আছে তা দেখে স্পষ্টত: সে ভীত হয়ে আছে। 'আমি তোমাকে ভয় পাই না', সে তাকে বলল।

'বেশ', টাইটা দ্রুত বলল। 'তাহলে তোমাকেই আমার বেশি কাজে লাগবে। কখন ছেলেটি শেষ বার পান করেছে?'

মনে করতে তার সময় লাগল। 'আজ সকাল থেকে সে কিছুই মুখে তুলেনি।'

'ঐ হাঁতুড়েগুলো কি দেখেনি যে সে যেভাবে রোগে মারা যাচ্ছে একই ভাবে তৃষ্ণায়ও মারা যাচ্ছে। সে ঘামছে এবং বেশির ভাগ জল তার দেহ থেকে বের হয়ে

যাচ্ছে।' টাইটা বিরক্তি প্রকাশ করল এবং বিছানার পাশে রাখা কপারের জগটা উঠিয়ে তার ভেতর শুকে দেখাল।

'যাজকদের বিষ ও প্লেগের তরলে এটা নষ্ট হয়ে গেছে।' সে দেয়ালের উপর তা সজোরে নিক্ষেপ করল। 'রান্না ঘরে যাও এবং অন্য একটি জগ আনো। নিশ্চিত হয়ো যেন এটা পরিষ্কার থাকে। কূপ থেকে ওটা ভরবে, নদীর পানি দেবে না। দ্রুত কর, বালিকা।' সে দৌড়ে ছুটে গেল আর টাইটা তার ব্যাগ খুলল। এক জগ পরিষ্কার পানি নিয়ে মিনটাকা প্রায় সাথে সাথে ফিরে এল। টাইটা গুল্মের একটা ওষুধ তৈরি করে লোহার পাত্রে তা গরম করল।

'তাকে এটা পান করাতে আমাকে সাহায্য কর', দাওয়াইটা প্রস্তুত হতেই সে মেয়েটিকে আদেশ করল। সে তাকে দেখাল কিভাবে তার ভাই-এর মাথা ধরে রাখতে হবে এবং কিভাবে তার গলা দাবাতে হবে যখন সে পানিটা মুখে ঢালবে। শীঘ্রই খিয়ান একাই গিলতে শুরু করল।

'আমি আপনার সাহায্যে কি করতে পারি?' রাজা জিজ্ঞেস করল।

'আমার লর্ড, এখানে আপনার কোন কাজ নেই। আপনি ক্ষতিপূরণের চাইতে ধবংস করতেই দক্ষ।' রোগীর দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে এবং তার পানে না তাকিয়ে টাইটা তাকে খারিজ করে দিল। একটা দীর্ঘ নীরবতা কক্ষটিতে নেমে এল, একসময় অ্যাপেপির ব্রোঞ্জের স্যান্ডেলের আওয়াজ তুলে কক্ষ ত্যাগ করল।

মিনটাকা শীঘ্রই ম্যাগোসের প্রতি তার ভয়টা জয় করল এবং সাহায্যকারী রূপে দ্রুত ও আন্তরিক হিসেবে নিজেকে সে প্রমাণ করল। টাইটার ইচ্ছাগুলো যেন সে আগেই বোঝার সামর্থপূর্ণ। সে তার ভাইকে জোর করে পান করাল যখন টাইটা তার ব্যাগ খুলে কড়াই-এ অন্য আরেকটি ওষুধ তৈরি করছিল। এক ফোঁটাও নষ্ট না করে তার গলায় দিয়ে পুরো দাওয়াই নামিয়ে আনতে সে সফল হল। ভাইয়ের বুকের পোড়া ক্ষত স্থানগুলোতে সে আঠালো আরামদায়ক মালিশ লাগাতে সাহায্য করল। তারপর তারা দু'জনে খিয়ানকে লিনেন কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল এবং কূপের পানি দিয়ে ভালোভাবে ভিজিয়ে দিয়ে তার জ্বলন্ত দেহকে ঠাণ্ডা করতে লাগল।

যখন মিনটাকা একটু বিশ্রাম নিতে তার পাশে বসতে এল তখন এক মুহূর্তের জন্য টাইটা তার হাতটা নিয়ে তালু উপুর করে ধরল। সে তার কব্জির লাল ফোস্কগুলো পরীক্ষা করল। কিন্তু মিনটাকা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। 'এগুলো প্লেগের দাগ নয়', সে লজ্জায় ভেঙ্গে পড়ল। 'এগুলো শুধু মাছির কামড়। এই প্রাসাদ মাছিতে ভরা।'

'যেখানে মাছি কামড়ায় সেখানেই প্লেগ হয়', টাইটা তাকে বলল। 'তোমার কামিজ খোল।'

কোন সংকোচ ছাড়াই মিনটাকা উঠে দাঁড়াল এবং তার গোড়ালি পর্যন্ত তা খুলেল ফেলল। তার নগ্ন দেহ, যদিও স্লিম ও আবেদনময়ী তা সুষম ও সুঠাম বৈশিষ্ট্যের।

একটা মাছি তার বিবর্ণ পেট থেকে লাফিয়ে চলে গেল। ক্ষিপ্র গতিতে টাইটা ওটাকে বাতাসে ধরল এবং তার নখের মাঝে নিয়ে পিষে ফেলল। পোকাটা তার স্বচ্ছ পেটের শূন্যের দিকে গোলাপি দাগ রেখে গিয়েছে।

'ঘুরে দাঁড়াও', সে আদেশ করল এবং তা সে মানল। অন্য আরো একটি ঘৃণ্য পোকা তার পিঠ বেয়ে শক্ত গোল নিতম্বের ভাঁজের দিকে নেমে গেল। টাইটা তার আঙুল দিয়ে ওটা চিমটি দিয়ে তুলল এবং এটার কালো চকচকে শক্ত খোলসটাকে পিষে দিল। ফলাফলে এটা ফোঁটা রক্ত দেখা গেল।

'যদি তুমি তোমার এই সব ক্ষুদ্র পোষ্য থেকে মুক্ত না হও, তবে তুমি হবে পরবর্তী শিকার।' সে তাকে বলল এবং রান্না ঘর থেকে এক বোল পানি আনতে পাঠাল। কাঁসার হাঁড়িতে সে পাইরেথ্রোম গাছের শুকনো লাল রঙের ফুল সিদ্ধ করল এবং তা দিয়ে সে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ধুয়ে দিল। সে আরো চার পাঁচটা মাছি মারল যেগুলো তার ভেজা চামড়া থেকে লাফ দিয়ে কড়া জলধারা থেকে পালানোর চেষ্টা করছিল।

তারপর যখন তার নগ্ন দেহ শুকিয়ে এলো মিনটাকা তার পাশে এসে বসল এবং অচেতনভাবে কথা বলতে লাগল। তারা একসাথে তার কাপড়ের শেষ মাছি ও তাদের ডিমগুলো কাপড়ের ভাঁজ ও সেলাই করা স্থান থেকে সরাল। শীঘ্রই তারা ভালো বন্ধু হয়ে গেল।

রাত নামার আগেই খিয়ান-এর অন্ত্র আরেকবার খালি হল। কিন্তু এবার তা ছিল পরিমাণে অল্প এবং মলের মধ্যে কোন রক্ত ছিল না। টাইটা মল শুঁকে দেখল। তাতে প্লেগের রসের দুর্গন্ধের পরিমাণ কমেছে। সে তার শক্তিশালী গুল্মের ওষুধ তৈরি করল এবং খিয়ানকে আরো এক জগ ভালো পানি তারা পান করাল। অবশেষে সে প্রসাব করল যা টাইটার কথা মতো শুভ লক্ষণ যদিও তার পানিটা ছিল অল্প, গাঢ় হলুদ ও এসিড সম্বলিত। এক ঘণ্টা পর সে আবার জল ত্যাগ করল, আগের চেয়ে হালকা রঙের এবং এবার ততোটা দুর্গন্ধ নেই।

'দেখুন আমার লর্ড', মিনটাকা চিৎকার করে উঠল, তার ভাইয়ের গালে হাত বুলিয়ে বলল, 'লাল ক্ষতগুলো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং তার শরীর শীতল হচ্ছে।'

'স্বর্গের পরীর ন্যায় তোমার আছে উপশম করার স্পর্শ', টাইটা তাকে বলল, 'কিন্তু পানির জগের কথা ভুললে চলবে না। ওটা খালি।'

সে দৌড়ে রান্না ঘরের গেল এবং এক জগ পানি নিয়ে প্রায় তৎক্ষণাৎ ফিরে এল। যখন সে ওটা তাকে দিল তখন হিকস্‌দের ভাষায় সে একটা ঘুমপাড়ানি গান ধরল এবং টাইটা তার কণ্ঠের মিষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতায় মুগ্ধ হল।

'ঘাসের মাঝে বাতাসের শব্দ শোনো, ছোট প্রিয়।

ঘুমাও, ঘুমাও, ঘুমাও।

শোনো নদীর আওয়াজ,

আমার ছোট্ট শিশু;

স্বপ্ন দেখ, স্বপ্ন দেখ, স্বপ্ন দেখ।'

টাইটা তার চেহারা অবলোকন করল। হিকস্‌দের মত যা একটু চওড়া এবং তার গালের হাড়গুলো বোঝা যায়। তার মুখ বড়, ঠোঁট পূর্ণ ও নাকটা শক্ত। কোনটাই একেবারে নিখুঁত নয় কিন্তু প্রত্যেকটি সুন্দরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অন্যগুলোর সাথে মানানসই এবং তার গাল লম্বা ও মাধুর্যপূর্ণ। ঐতিহ্যগত কালো ভ্রুর নিচে কাঠ বাদাম আকৃতির চোখগুলো প্রকৃতই চমৎকার। তার অভিব্যক্তি প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল। অন্যরকম এক সৌন্দর্য, সে ভাবল কিন্তু সৌন্দর্যই শেষ নয়। 'দেখ!', সে গান থামাল ও হাসল। 'সে জেগেছে।'

খিয়ানের চোখ খোলা এবং বোনের দিকে সে তাকিয়ে আছে।

'তুমি আমাদের মাঝে ফিরে এসেছো, দুষ্ট বাঁদর।' যখন সে হাসল তার দাঁতগুলো সমান ও প্রদীপের আলোতে সাদা দেখাল। 'আমরা খুব চিন্তায় ছিলাম। তুমি আর তা কখনই করবে না।' সে খুশির ও স্বস্তির কান্না লুকাতে তাকে জড়িয়ে ধরল যা হঠাৎ করে তার চোখে চলে এসেছিল।

টাইটা বিছানার ছাড়িয়ে ওপাশে তাকাল এবং দেখল অ্যাপেপির বিশাল দেহটা দরজায় দাঁড়িয়ে। টাইটা জানেনা কতক্ষণ ধরে সে ওখানে। কিন্তু এখন সে টাইটার উদ্দেশ্যে না হেসে মাথা নাড়ল; তারপর ঘুরল ও দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

ঐদিন বিকাল পর্যন্ত খিয়ান তার বোনের সাহায্যে উঠে বসতে সমর্থ হল এবং স্যুপ খেল যা সে তার মুখে তুলে দিল। দুদিন পর তার চামড়ার লাল লাল দাগগুলো চলে গেল। দিনে তিন-চারবার অ্যাপেপি ঘরটিতে আসত। খিয়ান তখনো উঠতে পারত না। কিন্তু যখনই তার পিতা আসত সে তার হৃদপিন্ড ও তার ঠোঁট স্পর্শ করে তাকে সম্মান জানাত।

পঞ্চম দিনে সে দুলকি পায়ে বিছানা থেকে নামল ও রাজার সামনে হাজির হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু অ্যাপেপি তাকে ধরে পুনরায় বালিশে শুইয়ে দিল। যদিও বালকটির প্রতি তার স্নেহ পরিষ্কার তবুও সে অল্প কথা বলল ও প্রায় তৎক্ষণাৎ চলে গেল। কিন্তু দরজায় গিয়ে সে টাইটার দিকে পিছু ফিরল এবং কাঠখোট্টাভাবে মাথা নাড়িয়ে তাকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিল।

তারা প্রাসাদের সবচাইতে উঁচু চূড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। এই উচ্চতায় উঠতে তাদের দু'শ সিঁড়ি বাইতে হয়েছে এবং এখান থেকে দখলকৃত আবনাব দূর্গস্থ নদীর উপর দিকটা দেখা যায় যা ঝর্ণা থেকে দশ মাইল দূরে। আর থেবস্‌ ওখান থেকে দশ মাইলেরও কম।

অ্যাপেপি রক্ষীকে নিচে যাবার আদেশ দিল এবং এই স্থানে তাদের একা রেখে ত্যাগ করতে বলল যাতে তাদের কথা কেউ আড়ি পেতে না শোনে। তারা দক্ষিণের বৃহৎ ধূসর নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। সে পুরো যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত, তার

হাঁটুর নিচের অংশে ও বুকে চামড়ার বর্ম পড়া, তলোয়ারের বেল্টের আংটার সাথে স্বর্ণের ব্যাজ ঝোলানো এবং তার দাঁড়ি লাল রঙের ফিতা দ্বারা সজ্জিত যা তার আনুষ্ঠানিক পোষাকের সাথে মানানসই। অসামঞ্জস্যভাবে সে স্বর্ণের ইউরিয়াস, শকুন ও কোবরার মুকুটটা তার রুপালি কুঁকড়ানো চুলের উপর পড়েছে। এটা টাইটাকে ক্রোধান্বিত করল। এই দখলবাজ এবং লুণ্ঠনকারী নিজেকে সমস্ত মিশরের ফারাও ভাবে এবং পবিত্র রাজমুকুট পড়েছে। কিন্তু তার অভিব্যক্তি শান্ত রইল। পরিবর্তে সে তার মনকে অ্যাপেপির ভাবনাসমূহ ধরতে স্থির করল। তা ছিল জট পাকানো জালের ন্যায়। এতো গভীর ও সর্পিল যে টাইটা পর্যন্ত পরিস্কারভাবে তা উপলব্ধি করতে পারল না কিন্তু সে ওগুলোর মধ্যে একটা শক্তি অনুভব করল যা অ্যাপেপিকে এ রকম ভয়ানক শত্রু বানিয়েছে।

'কমপক্ষে তারা আপনার সম্পর্কে যা বলেছে তার কিছুটা সত্য, ম্যাগোস', অ্যাপেপি দীর্ঘ নীরবতা ভাঙ্গল। 'আপনি একজন বড় মাপের চিকিৎসক।' টাইটা চুপ রইল।

'আপনি কি কোন যাদু বলে আমার আর্মিদের প্লেগ ভালো করে দিতে পারেন যেভাবে আমার ছেলেকে করলেন?' অ্যাপেপি জিজ্ঞেস করল। 'আমি আপনাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেব। এতো স্বর্ণ যা বহন করতে দশটি শক্তিশালী ঘোড়া লাগবে।'

টাইটা মলিন হাসি দিল। 'আমার লর্ড, যদি আমি এরকম কোন যাদু জানতাম তাহলে তো আপনার বদমাশগুলোকে সুস্থ করার কষ্ট না করে শূন্য থেকেই এক লাখ স্বর্ণমুদ্রা যাদু দিয়ে বানিয়ে নিতাম।'

অ্যাপেপি তার মাথা ঘুরাল ও হাসিটা ফিরিয়ে দিল। কিন্তু তার মধ্যে কোন রস বা সদিচ্ছা ছিল না। 'আপনার বয়স কত, ওয়ারলক?' টর্ক জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বয়স নাকি ২০০ বছরেরও বেশি, এটা কি সত্য?'

টাইটা তার কথা না শোনার একটা ভাব করল। অ্যাপেপি বলে গেল, 'আপনি কত চান, ওয়ারলক? যদি স্বর্ণ না চান তবে আমি আপনাকে কি দিতে পারি?' সে প্রশ্নটার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না, কিন্তু ভবনের উত্তর প্রান্তের পাঁচিলের দিকে শব্দ করে হেঁটে গেলেন এবং পিছনে হাত মুঠি করে দাঁড়ালো। নিচে তার আর্মি ক্যাম্পের দিকে সে তাকাল এবং পোড়ানো জায়গা অতিক্রম করে। এখানো আগুন জ্বলছে এবং ধোঁয়া নিচু হয়ে নদীর সবুজ পানি পেরিয়ে ভেসে মরুভূমির দিকে চলে যাচ্ছে।

'আপনি একটা জয় পেয়েছেন, আমার লর্ড', টাইটা নরম স্বরে বলল, 'কিন্তু আপনাকে মৃতের স্তুপসমূহকে ভালোভাবে অবলোকন করতে হচ্ছে। নিজে নিজে প্লেগ সেরে যাওয়া এবং আপনার লোকেরা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার পূর্বেই ফারাও তার সৈন্য পুনরায় একত্রিত করবে এবং তার শক্তি গুছিয়ে ফেলবে।' অ্যাপেপি রাগে নিজেকে ঝাঁকি দিল যেভাবে একটা সিংহ মাছি ঝেড়ে ফেলে। 'আপনার সাহস আমাকে বিরক্ত করছে, ওয়ারলক।'

'নাহ্, লর্ড, আমি নয় বরং সত্য ও যুক্তি আপনাকে বিরক্ত করছে।'

'নেফার সেটি একজন বাচ্চা। আমি তাকে একবার হারিয়েছি। আবারও আমি তাই করব।'

'তার চাইতেও যা আপনার জন্য ভাবা জরুরি তা হল তার আর্মিতে কোন প্লেগ নেই। আপনার গুপ্তচরেরা আপনাকে বলে থাকবে যে ফারাও-এর আসোয়ান এ আরো ৫টি সৈন্যবাহিনী এবং আসউতে আরো দুটি বাহিনী রয়েছে। তারা ইতোমধ্যেই নদীর স্রোতে ভেসে দক্ষিণে আসছে। নতুন চাঁদ উঠার পূর্বেই তারা এখানে পৌঁছে যাবে।'

অ্যাপেপি একটা মৃদু হুংকার দিল, তবে কোন কথা বলল না। টাইটা অবিশ্রান্ত ভাবে বলে গেল, 'ষাট বছরের যুদ্ধে দুই রাজ্যকেই রক্ত ঝড়িয়ে সাদা করে দিয়েছে। আপনি কি আপনার পিতা, সেলিটিসের ষাট বছরের রক্তক্ষয়টা অতিক্রম করতে পেরেছেন? এটাই কি যা আবার আপনার ছেলে আপনার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে?'

অ্যাপেপি তার দিকে ঘুরে ভ্রুকুটি করে তাকাল, 'আমাকে এতো কঠিনভাবে পীড়ন করবেন না, বৃদ্ধ। আমার পিতাকে তাচ্ছিল্য করবেন না, স্বর্গীয় প্রভু সেলিটিসকে।' বিরক্তি প্রকাশ করে দীর্ঘ নীরবতার পর অ্যাপেপি আবার কথা বলল, 'উচ্চ রাজ্যের তথাকথিত রাজ প্রতিভূ এই নাজার সাথে আলোচনার আয়োজন করতে আপনার কত সময় লাগবে?'

'যদি আপনি আপনার সীমানায় আমাকে বাঁধা না দেয়া হয় এবং একটি দ্রুত নৌযান আমাকে ব্যবহার করতে দেন তবে তিন দিনে আমি থেবস্ পৌঁছে যাব। স্রোতের সাথে ফেরাটা তার চেয়ে দ্রুত হবে।'

'আপনাকে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আমি টর্ককে আপনার সাথে দেবো। নাজাকে বলবেন তার সাথে আমি আবনাবের বাইরে পেরার পশ্চিম তীরে হাথোর মন্দিরে দেখা করব। আপনি ওটা চেনেন?'

'আমি ভালো করেই ওটা চিনি, আমার লর্ড', টাইটা বলল।

'আমরা সেখানে কথা বলতে পারি।' অ্যাপেপি বলল। 'তবে তাকে বলবেন যেন আমার কাছ থেকে বিশেষ কিছু সুবিধা আশা না করে। আমি বিজেতা আর সে পরাস্ত। আপনি এখন যেতে পারেন।'

টাইটা দাঁড়িয়ে রইল।

'আপনি যেতে পারেন, ওয়ারলক', অ্যাপেপি তাকে দ্বিতীয় বারের মত বলল।

'ফারাও নেফার সেটির বয়স প্রায় আপনার মেয়ের সমান, মিনটাকার', টাইটা একগুয়ের মতো বলল। 'তাকে আপনি পেরাতে আপনার সাথে আনতে পারেন।'

'কি উদ্দেশ্যে?' অ্যাপেপি সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

'দুই রাজ্যের– আপনার রাজত্ব ও ট্যামোস ফারাওদের রাজত্বের মধ্যে একটা দীর্ঘ শান্তি চুক্তির নিদর্শন হিসেবে।'

অ্যাপেপি তার দাঁড়ির ফিতা ধরে টানতে লাগল, তার হাসি লুকানোর জন্য। 'সেথের দোহাই, আপনি যেভাবে ওষুধ বানান সেভাবে চতুরতার সাথে ষড়যন্ত্রও করেন, ওয়ারলক। এখন আপনি আমার বিরক্তটা সহ্যের বাইরে যাবার পূর্বে চলে যান।'

হাথোরের মন্দিরটি অনেক বছর আগে ফারাও সেহেরটাওয়ি-এর রাজত্বকালে পাহাড়ের পাশে পাথর খনন করে আবিষ্কার করা হয়, কিন্তু তখন থেকে প্রত্যেক ফারাও একে আরো খনন করে চলেছে। এখানকার যাজিকারা ধনী, প্রভাবশালী নারী গোষ্ঠী যারা কোন না কোনভাবে দুই রাজ্যের দীর্ঘ শত্রুতাকে বাঁচিয়ে রাখতে এমনকি বিভিন্ন সময়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

দুটি বৃহৎ দেবীর মূর্তির মাঝে মন্দিরের উঠানে হলুদ পোশাকে তারা একত্রিত হল। একজন হাথোর হল সোনালি শিং ওয়ালা সাদা-কালো দাগযুক্ত গরু ও অন্যটি তার মনুষ্য দেহ, লম্বা, সুন্দরী নারী যে শিং-এর মুকুট ও সূর্যের সোনালী গোলক তার মাথায় পড়ে আছে।

যাজিকারা মন্ত্র পড়ল ও বাদ্য বাজাল যখন ফারাও নেফার সেটির অনুচরবর্গ পুবদিকের অংশ থেকে উঠানে বেরিয়ে এল এবং রাজা অ্যাপেপির সভাসদগণ পশ্চিমের স্তম্ভের সারি দিয়ে প্রবেশ করল। আলোচনায় পৌছানোর ধারাটায় এমন একটা ঘৃণিত বিতর্ক তৈরি হল যে শুরু করার পূর্বেই মধ্যস্থতা প্রায় ভেঙে গেল। প্রথমে পৌছানোটাকে ক্ষমতার অবস্থান সম্মানের যেখানে ২য় বার পৌছানো শাস্তি ভিক্ষার মতো মনে হতে পারে। কোন পক্ষই সুযোগ হাতছাড়া হতে দিতে নারাজ।

এর ফলে টাইটা একসাথে প্রবেশের কৌশলের পরামর্শ দিয়েছে। সে চালাকি করে দুইজন প্রতিনিধির রাজ মুকুট পরার ব্যাপারে একইরকম বিরক্তিকর প্রশ্ন ঠিক করেছে। উভয়েই দ্বৈত মুকুটকে এড়িয়ে যাবে। অ্যাপেপি পরবে নিম্ন মিশরের লাল পাথরের মুকুট যখন নেফার সেটি পরবে উচ্চ মিশরের সাদা পাথরের মুকুট।

উভয় শাসকের সহচররা জায়গাটাকে ঘিরে রয়েছে, গম্ভীর ও বেজার মুখ করে একে অপরের দিকে মুখ করে। শারীরিকভাবে মাত্র কয়েক কদম দূরে একজন আরেকজন থেকে অবস্থান করছে কিন্তু ষাট বছরের তিক্ততা ও ঘৃণা যা তাদের মাঝে এক বিশাল কঠিন দেয়াল তুলে দিয়েছে। ভেড়ার শিং-এর ব্রোঞ্জের ঝংকার দিয়ে শত্রুতাপূর্ণ নীরবতা ভাঙ্গল। এটা দুই বিরোধী দলকে মন্দিরের দুই অংশ থেকে বেরিয়ে আসার সংকেত।

লর্ড নাজা ও ফারাও নেফার সেটি ধীর স্থিরভাবে সামনে কদম বাড়াল ও উঁচু সিংহাসনে বসল। আর দুই রাজকন্যা হেজারেট ও মেরিকারা নম্র ও ভদ্রভাবে তাদের অনুসরণ করল এবং নাজার সিংহাসনের পায়ের নিকট আসন নিল কারণ

তারা তার বাগদত্তা। উভয় বালিকাকে এতোটাই প্রসাধন লাগানো হয়েছে যে তাদের চেহারা অভিব্যক্তিহীন হাথোরের মূর্তির ন্যায় লাগছে, যার ছায়ায় তারা এখন অসীন।

একই সময়ে মন্দিরের বিপরীত অংশ থেকে হিকস্‌দের রাজ পরিবার বেরিয়ে এল। অ্যাপেপি তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। পুরোপুরি যুদ্ধের সাজে সজ্জিত সে। সে উঠানের উপর দিয়ে বালক ফারাও-এর দিকে তাকাল। তার ছেলেদের মধ্যে আটজন তাকে অনুসরণ করল, শুধু খিয়ান বাদে, যে তার সব ছোট ছেলে, কারণ সে এখনো নদীর উজানে এবং এ যাত্রার জন্য যথেষ্ট সুস্থ হয়নি। তাদের পিতার মতই রাজপুত্রেরা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত।

একটা স্বার্থপর ঘৃণিত রক্তচোষা বদমাশ, টাইটা ভাবল যখন নেফারের সিংহাসনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সে তাদের দেখছিল।

তার মেয়েদের মধ্য থেকে মাত্র একজনকে সে তার সাথে এনেছে। পুরু কণ্টক ক্যাকটাসের মধ্যে মরুর গোলাপের মতই তার ভাইদের বিপরীতে মিনটাকার সৌন্দর্য জ্বলজ্বল করছিল। মিনটাকার তার বিপরীত ভিড়ের মধ্যে টাইটার লম্বা সরু অবয়ব ও রূপালী চুল চিনতে পারল এবং তার চেহারায় হাসি খেলে গেল। আর তা এতোটাই উজ্জ্বল যে মুহূর্তের জন্য মনে হল যেন সূর্যটা উঠানের উপর চাঁদোয়া ছড়িয়ে দিল। কোন মিশরীয় এর আগে তাকে দেখেনি এবং সারির মধ্যে একটা চাপা গুণগুণ ও বিড়বিড় শব্দ বয়ে গেল। তার জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল না। একটা কথা প্রচলিত ছিল যে হিকস্ মেয়েরাও পুরুষের ন্যায় ভারি গড়নের এবং দ্বিগুণ কুৎসিত। ফারাও নেফার সেটি একটু সামনে ঝুঁকে এল এবং উপলক্ষ্যের গাম্ভীর্যতা সত্ত্বেও বোতল আকৃতির সাদা মুকুটের নিচে সে তার কানের লতি ধরে টান দিল, এটা তার একটা স্বভাব যা টাইটা বদলানোর অনেক চেষ্টা করেছে। এবং নেফার শুধু তখনই তা করে যখন সে কোন কিছুর প্রতি বেশি আকর্ষণ অনুভব করে কিংবা তার মনোযোগ যখন অন্য দিকে চলে যায় তখন। টাইটা দুই মাসের বেশি সময় ধরে নেফারকে দেখেনি। নাজা তাকে আলাদা করে রেখেছে। অ্যাপেপি প্রধান কার্যালয় থেকে তার ফেরার পর থেকে- তবুও বালকটির সাথে সে এতোই ঘনিষ্ঠ, এতোই একাত্ম ছিল যে এখনো খুব সহজেই সে তার ভাবনাগুলো ধরতে পারে। সে বুঝল নেফারের মধ্যে অনুপ্রেরণা ও উত্তেজনা জাগছে, আর তা ততটাই গভীর যেন সে এইমাত্র তার তীরের সীমানায় একটা গজলা হরিণ দেখল অথবা বশ না মানানো ঘোড়া শাবকের পিঠে চড়ল বা একটা বক একটা বাজ পাখির দিকে ছুড়ে মেরেছে এবং ওটার পতন দেখছে।

বিপরীত লিঙ্গের উপস্থিতিতে তাকে এভাবে আর কখনো প্রভাবিত হতে টাইটা দেখেনি। নেফার সবসময় সব স্ত্রীলোকের প্রতি তাকায় এমনকি তার বোনদের প্রতিও আর তা একটা রাজকীয় ঘৃণা নিয়ে। যাইহোক, বছরেরও কম সময় হবে যখন সে তার বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছেছে এবং বেশিরভাগ সময় সে টাইটার সাথে

জঙ্গলে, গেবেল নাগারে অন্যদের থেকে আলাদা হয়েছিল সেখানে তার মনোযোগ এভাবে আকর্ষণ করার মত কিছু ছিল না যেভাবে মিনটাকা এখন করছে।

অল্প চেষ্টায় সে যা অর্জন করল তাতে টাইটা একটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করল। এটা তার সব পরিকল্পনাকে জটিল করতে পারে ও বিপদ বাড়াবে অন্তত এখন তারা যে অবস্থায় আছে যদি নেফার হিকস্ মেয়েটির প্রতি গভীর অপছন্দ অনুভব করে। যদি দু'জনের বিয়ে হয় তবে নেফার অ্যাপেপির জামাই হবে ও তার নিরাপত্তায় চলে আসবে। এমনকি নাজাও এরকম একজন শক্তিশালী ও ভয়ানক মানুষের বিরুদ্ধে যেতে থামবে। মিনটাকা অজান্তেই নেফারকে রাজ-প্রতিভূর ষড়যন্ত্র ও উচ্চাশা হতে রক্ষা করবে। আর এ একত্রিকরণের পিছনে টাইটার এটাই মনোকামনা।

অল্প সময়ের মধ্যে যখন তারা তার ভাইকে সেবা ও চিকিৎসা করেছে তখন টাইটা ও মিনটাকা একটা দৃঢ় বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে। এখন টাইটা এমনভাবে মাথা নাড়ল ও তার হাসিটা ফিরিয়ে দিল যা অন্যরা বুঝল না। আর মিনটাকা তার দিক থেকে তখনই দৃষ্টি সরাল। তার বিপরীতে বসা মিশরের মহান স্ত্রীলোকদের প্রতি আকর্ষণ নিয়ে তাকাল। সে তাদের সম্পর্কে অনেক শুনেছে। কিন্তু এই প্রথম সে তাদের দেখল। দ্রুত সে হেজারেটকে চিনল। নিশ্চিত নারী সুলভ স্বভাব নিয়ে সে একজনকে চিনল যে তার মতই আকর্ষণীয় এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ শত্রু। হেজারেটও তার ব্যাপারে একইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল এবং তারা সংক্ষিপ্ত কিন্তু উদ্ধত ও সমান শত্রুতাপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর মিনটাকা প্রভাবশালী অবয়ব লর্ড নাজার দিকে দৃষ্টি উঠাল এবং মুগ্ধতা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

সে ছিল এমন একজন দীপ্যমান ব্যক্তি, যে তার ভাই ও পিতার চেয়ে অনেক ভিন্ন। সে স্বর্ণ ও দামী পাথরে জ্বলছিল এবং তার লিনেন এমন খাঁটি যে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এই দূর থেকেও সে তার সুগন্ধির সুবাস অনুভব করল যা তাদের আলাদা করেছে বন্য ফুলের ভূমির ন্যায়। তার চেহারাটা প্রসাধনীর এক মুখোশ। তার ত্বক উজ্জ্বল এবং সুরমা দিয়ে চোখ আঁকা ও বাড়ানো। তবুও সে তাকে কোন সাপের বা বিষাক্ত পোকার মারাত্মক সৌন্দর্য ভাবল। সে কেঁপে উঠল ও তার দৃষ্টি রাজ-প্রতিভূর পাশের সিংহাসনে বসা অবয়বের দিকে ফিরিয়ে নিল।

ফারাও নেফার সেটি তার দিকে এমন গভীরভাবে তাকিয়েছিল যে সে তার শ্বাস প্রশ্বাস পর্যন্ত ধরতে পারল। তার চোখগুলো এতোটাই সবুজ যে প্রথম দর্শনেই তা তাকে আকর্ষণ করল এবং চোখ সরিয়ে নিতে গিয়েও সে তা পারল না। তার পরিবর্তে সে লজ্জা পেতে শুরু করল। সাদা মুকুটের নিচে এবং চিবুকে আঁকা নকল দাঁড়ি নিয়ে নেফার সেটি এমন মর্যাদাপূর্ণ ও স্বর্গীয়ভাবে তাকালো যে সে হত বিহ্বল হয়ে পড়ল। তখন হঠাৎ ফারাও তাকে একটা উষ্ণ ও অর্থপূর্ণ হাসি দিল। তৎক্ষণাৎ তার চেহারা বালক সুলভ ও আবেদনময় হল এবং অকারণেই তার নিঃশ্বাস দ্রুত হল ও সে আরো বেশি লজ্জা পেল। খুব চেষ্টা করে সে তার চোখ সরাল এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে হাথোর দেবীর গভীর মূর্তি দেখতে লাগল।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনতে তার কিছুটা সময় লাগল এবং এরই মধ্যে লর্ড নাজা উচ্চ রাজ্যের রাজ-প্রতিভূ কথা বললেন। পরিমিত কণ্ঠে সে অ্যাপেপিকে অভিনন্দন জানাল, কূটনৈতিকভাবে তাকে হিকস্ রাজা বলে সম্বোধন করলেন। কিন্তু মিশরের রাজ্যে তার দাবির বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। মিনটাকা একাগ্র চিত্তে তার ঠোঁট দেখল কিন্তু নেফারের দৃষ্টি যে তার উপর নিবদ্ধিত সে ব্যাপারে সজাগ ছিল এবং তার দিকে না তাকানোর প্রতিজ্ঞা করল।

লর্ড নাজার কণ্ঠ ছিল মনোরম ও একঘেয়েমিময় এবং শেষ পর্যন্ত সে আর মনোযোগ ধরে রাখতে পারল না। সে চুরি করে চোখের কোণা দিয়ে দ্রুত একবার নেফারের দিকে তাকাল, ইচ্ছা ছিল সাথে সাথেই অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু তার চোখ তার উপর স্থির রইল। নীরব হাসিতে তারা জ্বলজ্বল করছিল ও তাকে মুগ্ধ করল। তার স্বভাব শান্ত নয় কিন্তু এখন তার হাসি ছিল লাজুক ও দ্বিধান্বিত এবং সে অনুভব করল তার চেহারা আবার গোলাপি হয়ে যাচ্ছে। সে চোখ নামিয়ে কোলের উপর রাখা তার হাতের দিকে তাকাল। আঙ্গুলগুলো একসাথে মোচড়ালো যতোক্ষণ না সে স্থির হল এবং নিজেকে থামাল। সে হাত স্থির রাখল কিন্তু তার শান্তি নষ্ট করায় সে নেফারের প্রতি রাগ হল। সে-ই একমাত্র মিশরীয় ফুলবাবু। আমার ভাইদের যে কেউ তার চাইতে বেশি পৌরুষপূর্ণ ব্যক্তি এবং তার চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর। এরকম অসভ্যভাবে আমার দিকে তাকিয়ে সে আমাকে শুধু বোকা বানানোর চেষ্টা করছে। আমি আর তার দিকে তাকাবো না। আমি পুরোপুরি তাকে এড়িয়ে যাব। সে সিদ্ধান্ত নিল এবং তার সিদ্ধান্ত বজায় থাকল যতোক্ষণ না লর্ড নাজা তার কথা বন্ধ করল এবং তার পিতা তাকে উত্তর দিতে লাগল।

সে তার পুরু কালো পাপড়ির নিচ দিয়ে আরেকবার নেফারকে দেখে নিল। সে তার পিতার দিকে তাকিয়ে ছিল কিন্তু যখনই তার দৃষ্টি তার মুখের উপর পড়ল তার চোখ তার দিকে ঘুরে গেল। সে তার অভিব্যক্তি রাগান্বিত ও কঠোর করার চেষ্টা করল। কিন্তু যখন সে হাসল তার ঠোঁটগুলো করুণায় স্পন্দিত হল। সে প্রকৃতই আমার কয়জন ভাইদের মত সুন্দর, সে স্বীকার করল, তারপর দ্রুত আরেকবার দেখে নিল। অথবা তাদের যে কারো মত। সে তার কোলের দিকে ফিরে তাকাল ও এ ব্যাপারে ভাবল। তারপর আরো একবার তা নিশ্চিত করার জন্য চুপিচুপি তাকাল। সম্ভবত তাদের যে কারো থেকে সুন্দর, এমনকি রুগার থেকেও। সঙ্গে সঙ্গেই সে অনুভব করল যে তার সবচাইতে বড় ভাইকে প্রতারণা করছে এবং তার মতামত পরিমার্জন করল, অবশ্যই ভিন্নভাবে।

সে পাশে থাকা রুগার দিকে তাকাল। ফিতাসহ দাঁড়ি ও কালো ভ্রুতে সে একজন পুরোপুরি যোদ্ধা। রুগা একজন সুদর্শন পুরুষ, সে আনুগত্যের সাথে ভাবল।

বিপরীত সারি থেকে মনে হল না যে তাকে টাইটা দেখছে কিন্তু সে নেফার ও মিনটাকার মধ্যে লুকানো আদান প্রদানের একটি সূক্ষ্ম তারতম্যও ধরতে ব্যর্থ হয়নি। বরং সে এর চাইতে বেশি কিছু দেখল। লর্ড টর্ক, নাজার ভাই অ্যাপেপির সিংহাসনের পিছনে খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে মিনটাকার বাহু ঘেঁষে। তার বাহু তার বুকের উপর ভাঁজ করা এবং সে চিত্র খচিত খাঁটি স্বর্ণের মনিবন্ধ পড়ে আছে। এক দিকের কাঁধে ভারি ও বাঁকানো ধনুক এবং অন্য কাঁধে স্বর্ণের পাতে ঢাকা তীরের খাপ ঝোলানো। গলায় সে শৌর্য ও বীর্যের স্বর্ণের চেইন পরে আছে। হিকস্রা মিশরীয় মিলিটারি সম্মান ও সাজসজ্জা গ্রহণ করেছে সেই সাথে তাদের বিশ্বাস ও রীতিনীতি। টর্ক হিকস্ রাজকন্যাকে গভীর অভিব্যক্তি নিয়ে দেখছিল।

আবারও নেফার ও মিনটাকার মধ্যে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি বিনিময় হল যা টর্ক তার কালো, বিমর্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখল। টাইটা তার রাগ ও হিংসা বুঝতে পারল। যেন খামসিনের গরম ও অসহনীয় মেঘ, সাহারার ভয়ংকর বালি ঝড় মরুর দিগন্তে সৃষ্টি হচ্ছে। আমি পূর্বে এটা দেখিনি। টর্ক কি মিনটাকাকে সত্যি ভালোবাসে নাকি রাজনৈতিক কোন কারণ এর পেছনে আছে? সে বোঝার চেষ্টা করল। তার প্রতি কি তার সত্যি আকর্ষণ আছে নাকি তাকে সে ক্ষমতায় আরোহনের সিঁড়ি মনে করে? প্রতিটি অবস্থান থেকেই এটা বিপদজনক এবং অন্য বিষয়সমূহও আমাদের হিসেবে রাখতে হবে।

অভিবাদন পর্ব শেষ হল এবং তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই বলা হয়নি: যুদ্ধ বিরতির আলোচনা পরের দিন গোপন সময়ে শুরু হবে। উভয় পক্ষ তাদের সিংহাসন থেকে উঠল ও মাথা নত করে সম্মান জানাল ও স্যালুট দিল এবং তাদের উঠার সময় ঘণ্টা ও বাঁশি বাজল।

টাইটা হিকস্ সারিতে শেষবারের মত চোখ বুলিয়ে নিল। অ্যাপেপি ও তার পুত্ররা দেবীর যমজ গরুর মাথা সম্বলিত লম্বা পিলারে ঘেরা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। শেষবারের মত পিছনে তাকিয়ে মিনটাকা তার পিতা এবং ভাইদের অনুসরণ করল। লর্ড টর্ক তাকে কাছাকাছি থেকে অনুসরণ করল এবং তার কাঁধের উপর দিয়ে ফারাও নেফার সেটির দিকে শেষবারের মত তাকাল। তারপর সেও পিলারের মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হল। তার এভাবে অদৃশ্য হবার মুহূর্তে খাপের মধ্যে থাকা তার তীরগুলো ঝনঝন আওয়াজ তুলল এবং তাদের রঙিন পুচ্ছ টাইটার চোখে পড়ল। পালকগুলো ছিল লাল ও সবুজ এবং একটা অশুভ কিছু টাইটার মনে দোলা দিল। টর্কও দরজা দিয়ে চলে যাবার সময় টাইটাকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল।

টাইটা মন্দিরে পার্শ্বস্থ পাথরের কক্ষটিতে ফিরে এল যা শান্তি আলোচনার সময়ে থাকতে তার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সে একটু শরবত পান করল, কারণ বাইরে গরম ছিল। তারপর সে পাথরের পুরু দেয়ালের জানালার নিকট গেল। এক ঝাঁক

উজ্জ্বল রঙের বাবুই পাখি লাফাচ্ছে ও নিচের ঝুল ছাদে বসে কিচির মিচির করছে। সে তাদের উদ্দেশ্যে শস্য ছুঁড়ে দিতেই তারা তার কাঁধে এসে বসল ও তার হাত থেকে তুলে খেতে লাগল। টাইটা সকালের ঘটনা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল এবং আলোচনা কালীন সময়ে তার দৃষ্টিতে ধরা পড়া সব ঘটনা নিয়ে ভাবল।

টর্কের কথা মনে হতেই নেফার ও মিনটাকাকে নিয়ে তার যে বিস্ময় ও খুশি ছিল তা সে ভুলে গেল। সে হিকস্ রাজকন্যা ও লোকটির সম্পর্কের বিষয়টা বিবেচনা করল। আসল সমস্যাটা তখনই তৈরি হবে যখন সে তাদের নিয়ে তার পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করতে চাইবে। হঠাৎ জানালার বাইরে ঝুলন্ত ছাদে একটা ছায়াকে লুকিয়ে চলতে দেখতে পেয়ে তার চিন্তায় বাঁধা পড়ল। যা মন্দিরের একটা বিড়াল; রোগা, ক্ষতের দাগ ও সংক্রামক রোগে বিভিন্ন জায়গায় ওটার চামড়া ছড়ানো। বিড়ালটা পাখিগুলোর দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে যেগুলো বাইরের জানালার পতাকার উপর লাফাচ্ছিল। সে শস্য দানা তুলে নিল।

টাইটা সতর্ক দৃষ্টি ও স্থির নিয়ে বিড়ালটাকে দেখতে লাগল। বুড়ো বেড়ালটি থেমে গেল এবং সন্দেহ নিয়ে এদি ওদিক তাকাতে লাগল। হঠাৎ প্রাণীটির পিঠ ধনুকের মত বেঁকে গেল এবং তার দেহের প্রতিটি পশম খাড়া হয়ে গেল ও সামনের খালি পাথুরে পতাকার দিকে চেয়ে রইল। তারপর একটা চিৎকার করে ঘুরে ছাদের নিচ দিয়ে দৌড়ে পাম গাছের নিকট পৌছল। তারপর লম্বা গুঁড়ির উপর উঠে পাতাযুক্ত ডালের চূড়ায় পৌছে সেখানে করুণভাবে ওটা ঝুলে রইল। টাইটা আরেক মুঠো শস্য পাখিগুলোকে দিল ও তার মনযোগ তুলে নিল।

এখানে আসতে তাদের দীর্ঘ যাত্রায়ও টর্ক তার যুদ্ধে খাপটা দৃঢ়ভাবে আটকে রেখেছিল। যার ফলে টাইটা পক্ষে ফারাও-এর হত্যা হওয়ার স্থান থেকে পাওয়া তীরের সাথে তার তীরের মিলিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি। ক'জন হিকস্ অফিসারের লাল ও সবুজ রঙের নক্সা করা তীর আছে সে শুধু অনুমান করল। কিন্তু সম্ভবত সংখ্যাটা অনেক বেশি, যদিও প্রত্যেকের আলাদা চিহ্ন আছে। একমাত্র একটাই পথ আছে যার দ্বারা ফারাও ট্যামোস-এর মৃত্যুর সাথে টর্কের সংযোগ বের করা যাবে এবং তার মাধ্যমে তার ফুফাতো ভাই নাজার। তাই তার একটা তীর পরীক্ষা করতেই হবে। তার সন্দেহের উদ্রেক না করে এটা যতোটা সম্ভব দ্রুত করা যায় ততই ভালো, সে ভাবল।

আরেকবার সে তার ভাবনা থেকে ছুটে গেল। তার কক্ষের বাইরে সে কতগুলো কণ্ঠ শুনল। একটা ছিল তরুণ ও পরিষ্কার এবং তৎক্ষণাৎ সে তা চিনতে পারল। অন্যগুলো কর্কশ, অনুরোধপূর্ণ ও প্রতিবাদী।

'লর্ড আসমর বিশেষ আদেশ দিয়েছেন।'

'আমি কি ফারাও নই? তুমি কি আমার নির্দেশ মানতে বাধ্য নও? আমি ম্যাগোসের সাথে দেখা করতে চাই এবং তোমরা আমাকে বাঁধা দেওয়ার সাহস

দেখাতে পারনা। তোমরা সরে দাঁড়াও', নেফারের কণ্ঠ শক্তিশালী ও আদেশমূলক। বয়ঃসন্ধির অনিশ্চয়তা চলে গেছে এবং সে একজন পুরুষের মতই কথা বলছে।

'তরুণ বাজপাখি তার পাখা মেলছে এবং পুচ্ছ দেখাচ্ছে', টাইটা ভাবল এবং রাজাকে অভিবাদন জানাতে শস্যকণার ধুলো ঝেড়ে জানালা থেকে সে সরে এল।

নেফার দরজার পর্দা একপাশে সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। দু'জন অস্ত্রধারী দেহরক্ষী অসহায়ভাবে তাকে অনুসরণ করল, তার পিছনে দরজায় ভিড় করল। নেফার তাদের এড়িয়ে ঠোঁটে হাত রেখে টাইটার মুখোমুখি দাঁড়াল।

'টাইটা, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট', নেফার বলল।

'আমি দুঃখিত', টাইটা গভীর আনুগত্য প্রকাশ করল। 'কিভাবে আমি আপনাকে আঘাত করেছি?'

'তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছো। যখনই আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি তারা আমাকে বলেছে তুমি হিকস্‌দের সাথে গোপন মিশনে গিয়েছ অথবা মরুতে গেছ কিংবা অন্য কোন আজব গল্প শুনিয়েছে। বৃদ্ধ লোকটির সাথে আবার মিলতে পেরে নেফার তার খুশি ঢাকতে ভ্রুকুটি করল। 'তারপর তুমি হঠাৎ করে কোথা থেকে বেরিয়ে এলে, অথচ তুমি কখনো আমাকে ছেড়ে যাবে না বলে কথা দিয়েছিলে। আর এখন তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছো। এমনকি অনুষ্ঠানের সময় আমার দিকে তাকাচ্ছিলে না পর্যন্ত। তুমি কোথায় ছিলে?'

'মহামান্য, সে অনেক দীর্ঘ ইতিহাস', টাইটা রক্ষীদের উদ্দেশ্যে ইশারা করল।

সাথে সাথে নেফার তাদের দিকে ক্রোধ সহকারে ঘুরল। 'আমি আরো একবার তোমাদের চলে যেতে আদেশ করেছি। যদি তোমরা এখনই না যাও তবে আমি তোমাদের দু'জনকে মৃত্যুদন্ড দেবো।'

তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা সরে গেল তবে বেশি দূরে গেল না। টাইটা এখনো তাদের বিড়বিড় ও অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে পাচ্ছে। তারা পর্দার ওপাশে বারান্দায় অপেক্ষা করছে। সে জানালার দিকে মাথা দিয়ে ইশারা করল এবং ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, 'জেটিতে আমার একটি ছোট নৌকা আছে। আপনি কি মাছ ধরতে যাবেন?' তার উত্তরের অপেক্ষা না করে টাইটা তার স্কার্ট টান দিয়ে উপরে তুলল এবং জানালার ঝুলে লাফিয়ে উঠল। কাঁধের উপর দিয়ে সে একবার পিছন তাকাল। নিমিষে নেফার তার রাগ ভুলে গেল এবং আনন্দে দাঁত বের করে হাসতে লাগল। সে তার সাথে যোগ দিতে কক্ষের ভেতর দিয়ে দৌড়ে গেল। টাইটা বাইরের ছাদে লাফিয়ে নামল এবং নেফার চুপচাপ তাকে অনুসরণ করল। স্কুল পালানো ছেলে-মেয়েদের মতো তারা মাথা নিচু করে চুপিচুপি ছাদ পার হল এবং খেজুর গাছের নিচ দিয়ে নদীর দিকে চলল। জেটিতে রক্ষীরা রয়েছে কিন্তু তরুণ ফারাওকে বাঁধা দেয়ার কোন নির্দেশ তাদের নেই। তারা কুর্নিশ করে সম্মানার্থে একপাশে সরে দাঁড়াল। নেফার ও টাইটা প্রায় হামাগুঁড়ি দিয়ে মাছ ধরার নৌকায় গিয়ে উঠল। প্রত্যেকে একটা করে বৈঠা নিল ও ঠেলা দিয়ে নৌকা ভাসাল। আন্দোলিত হওয়া

প্যাপিরাসের মধ্য দিয়ে সরু একটা পথ ধরে টাইটা নৌকা চালাল এবং মিনিটের মধ্যে তারা জলার পানিতে একা হয়ে গেল। তীর থেকে দূরে গোপন জল পথের ধাঁধার মধ্যে তারা হারিয়ে গেল। 'তুমি কোথায় ছিলে, টাইটা?' নেফারের রাজকীয় ভাবটা এখন আর নেই। 'আমি তোমাকে অনেক খুঁজেছি?'

'আমি তোমাকে সব খুলে বলব', টাইটা তাকে আশ্বস্ত করল। 'কিন্তু তার আগে তুমি আমাকে সব বল তোমার সাথে যা কিছু হয়েছে, সব।'

নোঙ্গর করার জন্যে তারা সরু প্যাপিরাস ঘেরা হ্রদের একটা নির্জন স্থানে এসে থামল এবং নেফার তাকে সবকিছু খুলে বলল তার সাথে যা কিছু ঘটেছে, শেষবার যখন তারা একাকী কথা বলেছিল তার পর থেকে সব। সে নাজার আদেশে সোনার খাঁচায় বন্দী, তার কোন পুরনো বন্ধু তার সাথে সাক্ষাৎ করতে সামর্থ নয়। এমনকি ম্যারন কিংবা তার নিজের বোনদের সাথেও নয়। তার একমাত্র বিনোদন ছিল প্রাসাদের লাইব্রেরি থেকে প্যাপিরাসের স্ক্রৌল পড়া, পুরানো যোদ্ধা হিলটোর কাছে রথ চালানো ও অস্ত্র বিদ্যে শেখা। 'এমনকি নাজা একাকী আসমরকে ছাড়া আমাকে বাজ শিকার করতে কিংবা মাছ ধরতে যেতে দিত না।' নেফার তিক্ত কণ্ঠে অভিযোগ করল।

সে জানতই না যে টাইটা মন্দিরে স্বাগত অনুষ্ঠানে থাকবে যতোক্ষণ না সে তাকে সেখানে দেখেছিল। সে জানত সে গেবেল নাগারে। আর এখন প্রথম সুযোগেই যখন নাজা ও আসমর; অ্যাপেপি, টর্ক ও অন্যান্য হিকস্ যোদ্ধাদের সাথে গোপন শান্তি চুক্তিতে ব্যস্ত, সে তার রক্ষীদের সাথে রাগ দেখিয়ে যে কোয়ার্টারে সে বন্দী ছিল সেখান থেকে টাইটার সাথে দেখা করতে চলে এসেছে।

'তোমাকে ছাড়া জীবনে কোন মজা নেই, টাইটা। আমার মনে হয় আমি এক ঘেয়েমিতে হয়তো মারাই যাব। নাজা অবশ্যই আমাদের আবার একত্রিত হতে দেবে। তোমার উচিত তার উপর একটা যাদু করা।'

'এটা আমরা খুব অল্পই বিবেচনা করতে পারি', টাইটা দক্ষভাবে পরামর্শটা এড়িয়ে গেল। 'কিন্তু এখন আমাদের হাতে সময় খুব অল্প। যখন সে দেখবে আমরা মন্দিরে নেই তখন নাজা আমাদের খুঁজতে সমস্ত আর্মি পাঠিয়ে দেবে। আমাদের নিজেদের কথাগুলো আগে শেষ করা দরকার।' দ্রুত ও অল্প কথায় সে নেফারকে তাদের শেষ সাক্ষাতের পর তার সাথে যা হয়েছে সব বলল। সে তাকে নাজা ও টর্কের সম্পর্কের কথা বলল এবং সে কিভাবে ফারাও ট্যামোসের মৃত্যু দৃশ্য দেখেছে এবং সেখানে সে যা খুঁজে পেয়েছে তা তাকে বর্ণনা করল। নেফার বাঁধা না দিয়ে শুনল কিন্তু যখনই টাইটা তার পিতার মৃত্যুর কথা বলল তখন তার চোখ জলে ভরে গেল। সে অন্য দিকে তাকিয়ে কাশল ও হাতের উল্টোদিক দিয়ে চোখ মুছল।

'তুমি কি পরিমাণ বিপদে রয়েছো আশা করি এখন তা বুঝতে পেরেছো।' টাইটা তাকে বলল। 'আমি নিশ্চিত যে ফারাও ট্যামোসের হত্যার সাথে নাজার

নিশ্চয়ই কিছু যোগসূত্র রয়েছে এবং আমরা যতোই এই প্রমাণের দিকে এগোচ্ছি ততোই ঐ বিপদটা বাড়ছে।'

'একদিন আমি আমার পিতার হত্যার বদলা নেবো', নেফার প্রতিজ্ঞা করল এবং তার কণ্ঠ দৃঢ় ও কঠিন।

'এবং আমি তোমাকে তা করতে সাহায্য করব।' টাইটা ওয়াদা করল। 'কিন্তু এখন নাজার ষড়যন্ত্র থেকে তোমাকে আমার রক্ষা করতে হবে।'

'কি ভাবে তুমি তা করবে বলে পরিকল্পনা করেছো, টাইটা? আমরা কি মিশর থেকে পালিয়ে যাবো, যেমনটা আগে আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম?'

'না', টাইটা মাথা নাড়ল। 'সাধারণ অবস্থায় আমি তা ভেবেছিলাম, কিন্তু এখানে নাজা আমাদের অনেক সাবধানে রেখেছে। যদি আবার সীমানা থেকে পালানোর চেষ্টা করি, তবে হাজারটা রথ আমাদের পিছু করবে।'

'তাহলে আমরা কি করতে পারি? তুমিও তো বিপদে রয়েছ।'

'না, আমি নাজাকে বুঝিয়েছি আমার সাহায্য ছাড়া সে সফল হতে পারবে না।' সে অশিরিশের মন্দিরের অভিনয়ের কথা ব্যাখ্যা করল এবং জানালো কিভাবে নাজাকে বিশ্বাস করিয়েছে যে সে তার সাথে অনন্ত জীবন ভাগ করে নেবে।'

নেফার ম্যাগোসের চতুরতায় দাঁত বের করে হেসে উঠল, 'তাহলে তোমার পরিকল্পনা কি?'

'আমাদের সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। পালিয়ে যাওয়া অথবা নাজার দুনিয়া থেকে দূরে যাবো আমরা। এই সময়ে আমার সাধ্য অনুযায়ী তোমাকে আমি রক্ষা করবো।'

'কি ভাবে তুমি তা করবে?'

'এই শান্তি চুক্তির আয়োজন করতে নাজা আমাকে অ্যাপেপির কাছে পাঠিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, আমি জানি তুমি অ্যাভারিস গিয়েছিলে। যখন আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলাম তারা আমাকে তা বলেছে।'

'অ্যাভারিসে নয়, বুবাসতিতে; অ্যাপেপির যুদ্ধের প্রধান হেড কোয়ার্টারে। যখন অ্যাপেপি নাজার সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছে আমি তাকে বুঝিয়েছি যে তাদের চুক্তিটা তোমার ও অ্যাপেপির কন্যার বিয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে। একবার যখন তুমি হিকস্‌দের রাজার নিরাপত্তায় চলে আসবে তখন নাজার ছুরি ভোঁতা হয়ে যাবে। সে চুক্তি বাতিল করে আবার এই ভূমিতে যুদ্ধে জড়িয়ে পরার রিস্ক নেবে না।'

'অ্যাপেপি তার মেয়েকে আমার স্ত্রী হিসেবে দিতে যাচ্ছে?' নেফার অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। 'যাকে আমি সকালের অনুষ্ঠানে লাল কাপড়ে দেখেছি, সে?'

'হ্যাঁ', টাইটা বলল। 'মিনটাকা তার নাম।'

'আমি তার নাম জানি', নেফার জোরালোভাবে তাকে নিশ্চিত করল। শিকারী নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষুদ্র তারার নামে তার নাম দেওয়া হয়েছে।

'হ্যাঁ, ওটা তার', টাইটা সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল। 'মিনটাকা, বড় নাক ও হাস্যকর মুখের কুৎসিত এক মেয়ে।'

'সে কুৎসিত নয়!' নেফার রেগে উঠল। সে এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যা ছোট নৌকাটা প্রায় উল্টে দিচ্ছিল এবং তাদের হ্রদের ময়লা কাঁদার মধ্যে ফেলে দিচ্ছিল। 'সে সবচাইতে সুন্দর...' যখন সে টাইটার চেহারা ও অভিব্যক্তি দেখল, সে দমে গেল, 'আমি বলতে চাচ্ছি যে সে দেখতে সুন্দর।' সে অনুতাপে দাঁত বের করে হাসল। 'তুমি সবসময় আমাকে ধরে ফেল। কিন্তু তোমাকে অবশ্যই আমার কাছে স্বীকার করতে হবে যে সে সুন্দর, টাইটা।'

'অবশ্য যদি তুমি বড় নাক ও হাস্যকর মুখ পছন্দ কর।'

নেফার পিপে থেকে একটা মরা মাছ তুলে নিল ও টাইটার দিকে ছুঁড়ে মারল। নিজেকে রক্ষা করতে টাইটা মাথা সরিয়ে নিল।

'আমি কখন তার সাথে কথা বলতে পারব?' সে জিজ্ঞেস করল, এমন ভাবে বলল যেন এটার কোন গুরুত্ব তার কাছে নেই। 'সে মিশরীয় ভাষা বলতে পারে, তাই না?'

'তুমি যেভাবে বলতে পারো সে সেভাবেই পারে।' টাইটা তাকে নিশ্চয়তা দিল। 'তাহলে আমি কখন তার সাথে দেখা করবো? তুমি আমার জন্যে এটা করতে পার।' টাইটা আগেই তা বুঝেছিল। 'তুমি রাজকন্যা ও তার বান্ধবীদের এখানে জলাশয়ে শিকারে এবং সম্ভবত একটা পিকনিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারো।'

'আমি আজ বিকেলেই আসমরকে তাকে আমন্ত্রণ জানাতে পাঠাবো।' নেফার সিদ্ধান্ত নিল, কিন্তু টাইটা মাথা বাঁকালো।

'সে রাজ-প্রতিভূর কাছে প্রথমে যেতে পারে এবং নাজা সাথে সাথেই বিপদটা দেখতে পাবে। সে কখনই এটা হতে দেবে না। একবার যখন সে এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে যাবে তখন তোমাদের দু'জনকে একত্রিত হওয়া থেকে রুখতে সে তার ক্ষমতায় যা আছে তার সব করবে।'

'তাহলে আমরা কি করতে পারি?' নেফারকে বিক্ষুব্ধ দেখাল। 'আমি নিজেই তার কাছে যাবো।' টাইটা ওয়াদা করল এবং সেই সময়ে প্যাপিরাসের ভেজা ঝোপের বিভিন্ন দিক থেকে তাদের চারপাশ থেকে ক্ষীণ চিৎকার ও দাঁড়ের আওয়াজ ভেসে এল। 'তুমি যে মন্দিরে নেই আসমর তা খুঁজে পেয়েছে এবং তোমাকে আনতে তার নেকড়েগুলোকে পাঠিয়েছে', টাইটা বলল।

'এটা প্রমাণ করে তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া কত কঠিন। এখন মনোযোগ দিয়ে শোন, কারণ আবার আলাদা হয়ে যাওয়ার পূর্বে আমাদের খুব কম সময় হাতে আছে।'

তারা দ্রুত কিছু কথা বলল। যে কোন জরুরি প্রয়োজনে খবর আদান-প্রদানের ও তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করল। কিন্তু সব সময়ই চিৎকার ও বৈঠার আওয়াজ আরো জোরালো হচ্ছিল, কাছে আসছিল। মিনিটের মধ্যে অস্ত্রে সজ্জিত একটি ছোট যুদ্ধ বাহিনী প্যাপিরাসের ঝোঁপ ভেঙ্গে দ্রুত উদয় হল, বিশ জন লোক বৈঠা বেয়ে এগিয়ে এল। কমান্ড থেকে একটা চিৎকার এল, 'ঐ যে ফারাও। ছোট নৌকাটার দিকে দাঁড় টান!'

প্যাপিরাসের ঝোঁপের নিকটবর্তী নদীর পাললিক ভূমিতে হিকস্‌রা একটা অনুশীলন ক্যাম্প তৈরি করেছে। টাইটা মন্দির থেকে যখন নেমে এল তখন মেঘহীন আকাশের শূন্যে অ্যাপেপির দুই ব্যাটেলিয়ান সৈন্য অস্ত্র নিয়ে অনুশীলন করছিল, আর সকালের সূর্য অকৃপণ আলো বিলোচ্ছিল। পুরোপুরি অস্ত্রে সজ্জিত ২০০ লোক ঝোঁপের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে দৌড়াচ্ছিল, আর অপরদিকে কাঁদার মধ্য কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে রথ বাহিনী জটিল কৌশল রপ্ত করছিল। চারটি সারি সম্মুখে একটি কলাম তৈরি করে পাশাপাশি থেকে পাখির পাখার মত খুলে ছড়িয়ে পড়ছে। চলন্ত চাকাগুলোর পিছনে ধুলো উড়ছে, বর্শার অগ্রভাগ সূর্যালোক প্রতিফলিত করছে এবং নানা রঙের পতাকা বাতাসে উড়ছিল।

টাইটা যখন দেখার জন্য পিপার কাছে এক মুহূর্ত থামল যখন পঞ্চাশ জনের একটা ধনুকধারী দল ১০০ কিউবিট দূরে লক্ষ্য স্থির করছে, প্রত্যেকে পাঁচটা করে দ্রুত তীর ছুঁড়ল। তারপর তারা খড় দিয়ে মানুষের মত তৈরি লক্ষ্য বস্তুর দিকে দৌড়ে গেল। পুনরায় তীর সংযোগ করল এবং ২০০ কিউবিট দূরের লক্ষ্যবস্তুর উদ্দেশ্য আবার তীর ছুঁড়ল। কেউ তীর ছোঁড়ার সময় পিছিয়ে পড়লে অথবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তবে তার উপর নির্দেশকের কস্তনী খুব ভারি হয়ে পড়ছিল। চামড়ার চাবুকের অগ্রভাগে বসানো ব্রোঞ্জের গজাল তাজা রক্তের দাগ রেখে যেত যখন লিনেনের জামার উপর তা দিয়ে আঘাত করা হতো।

কোন বাঁধা ছাড়াই টাইটা হেঁটে চলল। সে যখন এক জোড়া বর্শাধারী, যারা যুদ্ধের ন্যায় চিৎকার দিয়ে অনুশীলন করছিল তাদের অতিক্রম করল তখন তারা লড়াই থামাল ও চুপ হয়ে গেল। তারা তার দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের নিকট তার একটা ভয়ানক সম্মান আছে। সে তাদের অতিক্রম করার পরই কেবল তারা আবার অনুশীলনে ব্যস্ত হল।

মাঠের অন্যপ্রান্তে ঝোঁপের পাশে ছোট সবুজ ঘাসের উপর একমাত্র রথ দাগ দেওয়া ও লক্ষ্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে দৌড়াচ্ছিল। এটা একটা স্কাউট রথ, স্পোক দেওয়া চাকা ও বাঁশের দেহ, খুব দ্রুত ও দু'জন লোককে নিতে ও বাঁধা পেরিয়ে যাওয়ার মত হালকা। দুটি চমৎকার পিঙ্গল বর্ণের ঘোটকি তা টানছে যেগুলো

অ্যাপেপির ব্যক্তিগত ঘোড়াশাল থেকে নেওয়া। যখন তারা দাগ দেয়া স্থানগুলো দিয়ে ঘুরছিল তখন তাদের পিছনের হালকা রথটা লাফিয়ে ও কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলল। ওগুলোর ক্ষুর ঘাসের চাপড়ার ছোট খন্ড তুলে চমৎকার দৃশ্যের জরুরি করল।

লর্ড টর্ক ওটা চালাচ্ছিল, হাতের কব্জিতে লাগাম পেঁচিয়ে সে সামনে ঝুঁকে ছিল। তার দাঁড়ি বাতাসে উড়ছিল, তার গোঁফ এবং রঙিন সুতা বাতাসে তার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে উড়ে গেল যখন সে বন্য চিৎকারে তার ঘোড়াগুলোকে উদ্বুদ্ধ করল। টাইটা তার দক্ষতা স্বীকার করল। এমনকি এরকম গতিতেও ঘোড়া দুটোকে সে তার পুরো নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। দাগের ভেতরে নির্দিষ্ট লাইনে চলছে, ধনুকটা সে তার পাশে পাদানির উপর রেখেছে যাতে লক্ষ্যবস্তুর উপর সহজে আঘাত করতে পারে যখন তা অতিক্রম করবে।

রথটা পুরো গতিতে আসছে দেখে টাইটা তার লাঠির উপর ঝুঁকে পড়ল। স্লিম সোজা অবয়ব ও রাজকীয় ভাব-কোন ভুল হতে পারে না। মিনটাকা লাল রঙের একটা ভাঁজ করা স্কার্ট পড়েছে ফলে তার হাঁটু বেরিয়ে রয়েছে। তার স্যান্ডেলের আড়াআড়ি ফিতা পায়ের অনেক উপর পর্যন্ত বাঁধা। সে তার বাম কব্জিতে একটা চামড়ার বন্ধনী পরে আছে এবং একটা শক্ত চামড়ার বর্ম তার বুকে পরা। এটা তার বুককে ধনুকের অগ্রভাগের ধাক্কা থেকে রক্ষা করবে যখন সে তার লক্ষ্য বস্তুর দিকে তীর ছুঁড়বে।

মিনটাকা টাইটাকে চিনতে পারল, অভিবাদন জানাল ও তার মাথার উপর তুলে ধনুকটা নাড়ল। তার কালো চুল এক সুন্দর জাল দিয়ে ঢাকা ছিল যা রথের প্রতিটি ঝাঁকুনিতে লাফাচ্ছিল। সে কোন প্রসাধন নেয় নি কিন্তু বাতাসে ও চেষ্টায় তার গাল রুক্ষ হয়ে গিয়েছে এবং তার চোখের মনি জ্বলজ্বল করছে। টাইটা কল্পনাও করতে পারে না হেজারেট কোন যুদ্ধ রথে বর্শা-বাহক হতে পারে কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি হিকস্‌দের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন।

'হাথোর তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকুক, ম্যাগোস!' সে হাসল যখন টর্ক তার সামনে রথটা থামাল। সে জানত মিনটাকা তার প্রতিপালক হিসেবে হিকস্‌ দ্বৈত দেবীদের পরিবর্তে ভদ্র দেবীকে গ্রহণ করেছে।

'হুরাস চিরদিন তোমাকে ভালোবাসুক, রাজকুমারী মিনটাকা।' টাইটা তার আশীর্বাদ ফিরিয়ে দিল। এটা স্নেহের প্রকাশ যা দ্বরা সে তার রাজ পদবী স্বীকার করল যেখানে সে তার পিতাকে রাজা হিসেবে স্বীকার করে না।

সে ধুলোর মেঘে লাফ দিয়ে নামল এবং দৌড়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। পৌঁছে সে তার গলা জড়িয়ে ধরল ফলে তার বর্মের শক্ত কিনারা তার পাঁজরের গভীরে আঘাত করল। সে বুঝল সে ব্যথা পাচ্ছে এবং পিছনে সরল। 'আমি এইমাত্র পাঁচটা মাথা সই করেছি।' গর্বের সাথে মিনটাকা বলল।

'তোমার যুদ্ধের দক্ষতা শুধুমাত্র তোমার সৌন্দর্য দ্বারাই ছাড়িয়ে গেছে।' সে হাসল। 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না', সে বাজি ধরল। 'তুমি ভাবছ যে আমি একটা মেয়ে তাই আমি ধনুক ছুঁড়তে পারি না।' সে তার অস্বীকারের জন্য অপেক্ষা করল না। রথের কাছে দৌড়ে গেল এবং পাদানিতে লাফিয়ে উঠল। 'চালাও, লর্ড টর্ক', সে আদেশ করল। 'আরেকটি প্রদক্ষিণ। তোমার সর্বোচ্চ গতিতে।'

টর্ক লাগাম টানল এবং এতো দক্ষভাবে রথটা ঘুরাল যে ভেতরের চাকাটা স্থির রইল। তারপর যখন সে সারিতে দাঁড়াল, সে চেঁচিয়ে উঠল, 'হা! হা!' এবং তার গতি তুলে কার্য সম্পাদনে চলে গেল।

প্রতিটি লক্ষ্য খাট লাঠির অগ্রভাগে বসানো, ধনুকধারী চোখ বরাবর সামনে বসানো। সেগুলো মানুষের মাথার আকৃতি দেওয়া, প্রতিটি কাঠের শক্ত টুকরোর তৈরি। ওগুলোর জাতীয়তায় কোন ভুল নেই। প্রতিটি ডামি মিশরীয় যোদ্ধার মাথার আকৃতি দেওয়া, হেলমেট ও রেজিমেন্টের পদবী পরিহিত এবং মানুষ খেকো রাক্ষসদের ন্যায় ভূতুড়ে আকৃতি দেয়া। 'আমাদের বিষয়ে চিত্রকরের একটু সন্দেহ রয়েছে', টাইটা মুখ বাঁকিয়ে বলল। মিনটাকা ড্যাশবোর্ডে রাখা খাপ থেকে একটা তীর তুলে নিল ও সংযোজন করল। সে তার লক্ষ স্থির করল, উজ্জ্বল হলুদ পালকের পুচ্ছ তার কুঞ্চিত ঠোঁট স্পর্শ করে যেন চুমু খেল। টর্ক রথটা প্রথম লক্ষ্য বরাবর আনল, একটা সঠিক শট তাকে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করল কিন্তু ভূমি উঁচু-নিচু ছিল। যদিও তার হাঁটু বেঁকে আছে তবুও গাড়ির গতির সাথে সে দুলছিল।

লক্ষ্যবস্তু নিকটবর্তী হতেই মিনটাকা তীরটি ছেড়ে দিল, এবং সেই সাথে টাইটা অনুভব করল যে ফলাফল দেখতে সে তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে। তার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই কেননা সে হালকা ধনুকটা পূর্ণ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছে। ডামির বাঁ চোখ দিয়ে তীরটা ঢুকে গেল এবং সেখানে গেঁথে রইল। হলুদ পুচ্ছ সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল হল।

'অসাধারণ!' সে হাততালি দিল এবং আনন্দে হাসল। রথটা দৌড়ে আরো দু'বার তীর নিক্ষেপ করল। একটা তীর কপালের গভীরে ঢুকে গেল, পরেরটা ঢুকল লক্ষ্য বস্তুর মুখে। এটা কোন অভিজ্ঞ রথীর জন্যও চমৎকার শট, একটি বালিকার কথা তো বাদই।

টর্ক দূর দাগ বরাবর রথ ঘুরাল এবং ফিরে এল। ঘোড়াগুলোর কান পিছনে হেলে আছে ও কেশর উড়ছিল। মিনটাকা আবার শট করল, ডামির বড় নাকের ঠিক আগায় আরেকটি ক্ষত তৈরি হল।

'হুরাসের নামে!' টাইটা অবাক হয়ে বলল।

'সে জ্বীনের ন্যায় শট করছে!'

দ্রুতই শেষ লক্ষ্য এল এবং মিনটাকা চমৎকার ব্যালান্স করল, গাল ঝলকে উঠল এবং যখন সে মনোযোগে ঠোঁট কামড়াল তখন তার সাদা দাঁত ঝলক দিয়ে উঠল। সে তীরটা ছুঁড়ল এবং এক হাত দূর দিয়ে মাথাটা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল।

'টর্ক, কদাকার গেঁয়ো ভূত! যখন আমি তীরটা ছুঁড়ছিলাম তখন তুমি সরাসরি গর্তের দিকে রথ চালিয়েছো।' সে চিৎকার করে বলল।

রথ থেকে সে লাফিয়ে নামল যদিও তখনও ওটা চলছিল এবং রাগত দৃষ্টিতে টর্কের দিকে তাকাল, 'তুমি আমাকে ম্যাগোসের চোখে বোকা বানাতে ওটা করেছো।'

'মহা মাননীয়া, আমি আমার অদক্ষতার জন্যে লজ্জিত।' তার রাগী চেহারা দেখে টর্ক একটি ছোট বালকের ন্যায় হতভম্ব হয়ে গেল। টাইটা দেখল তার অনুভূতি তার তার জন্যে অতিশয় আকুল, যেমনটা টাইটা সন্দেহ করেছিল।

'তোমাকে ক্ষমা করা হবে না। আমাকে আর চালনা করার সুযোগ তোমাকে দেবো না। কখনোই না।'

টাইটা তাকে এরকম মেজাজে পূর্বে দেখেনি এবং যা একটু আগের তার তীর ছোঁড়ার প্রদর্শনীর সাথে মিলে, মিনটাকার সম্পর্কে তার ধারণা আরো উঁচু হল। 'যে কোন মানুষের জন্যে সে সত্যিই উপযুক্ত স্ত্রী, এমনকি ট্যামোস বংশদ্ভূত কোন ফারাও-এর জন্যেও।' টাইটা সিদ্ধান্ত নিল, কিন্তু নিজের মধ্যে লঘুতার কোন চিহ্ন না দেখাতে সে সতর্ক ছিল। নইলে মিনটাকা নিজের ক্রোধটা তার দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। তার চিন্তার দরকার ছিল না, কারণ সে তার দিকে ঘুরল এবং তার মুখে আবার হাসি ফুটল।

'পাঁচটার মধ্যে চারটা, যুদ্ধের ময়দানে একজন যোদ্ধার জন্যে যথেষ্ট, মহামাননীয়া,' টাইটা তাকে আশ্বস্ত করল। 'এবং ওটা একটা বেইমান গর্ত ছিল যা তোমাকে আঘাত করেছে।'

'তোমার নিশ্চয়ই তৃষ্ণা পেয়েছে, টাইটা? আমি জানি, আমার পেয়েছে।' সে সহজাতভাবে তার হাতটা টেনে নিল এবং যেখানে তার দাসীরা নদীর পাড়ে তার জন্য পশমের চট বিছিয়েছে সেখানে তাকে নিয়ে গেল এবং মিষ্টি মাংসের বড় পাত্র ও শরবতের জগ পরিবেশন করল।

'তোমাকে আমার অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার আছে, টাইটা।' পাশে একটা ভেড়ার চামড়ার গালিচা বিছাতে বিছাতে সে তাকে বলল। 'বুবাসতি ছাড়ার পর তোমাকে আর আমি দেখি নি।'

'তোমার ভাই, খিয়ান কেমন আছে?' সে তাকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

'যেমন তার থাকার কথা তেমনই আছে', সে হাসল। 'যদিও আগের চেয়ে দুষ্টুমিটা বাড়েনি। আমার পিতা আদেশ দিয়েছেন যখনই সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে তখনই সে এখানে আমাদের সাথে যোগ দিবে। তিনি চান শান্তি চুক্তির সময় তার পুরো পরিবার তার সাথে থাকুক।'

আরো কিছুক্ষণ তারা তুচ্ছ সব বিষয়ে কথা বলল, কিন্তু মিনটাকাকে অন্যমনস্ক মনে হল। এদিকে টাইটা মেয়েটির মনের মধ্যে থাকা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা

উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। হঠাৎ মিনটাকা টর্কের দিকে ঘুরে তাকে অবাক করল, যে তার পিছনে চাপা ও লজ্জিত ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।

'আপনি এখন আমাদের ত্যাগ করতে পারেন, আমার লর্ড,' সে তাকে নম্রভাবে বলল।

'আপনি কি আবার আমার সাথে আগামীকাল সকালে রথে চড়বেন, রাজকুমারী?' টর্ক প্রায় অনুরোধের সুরে বলল।

'কাল সম্ভবত আমি অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকবো।'

'তাহলে পরশু?' এমনকি মনে হল তার গোঁফও করুণায় ঝুঁকে পড়ল। 'যাবার আগে আমার ধনুক ও তীরের খাপটা আমাকে দিয়ে যাবেন।' সে তার প্রশ্ন এড়িয়ে তাকে আদেশ করল। টর্ক সেগুলো একজন ভৃত্যের ন্যায় তার নিকট বয়ে আনল এবং তার হাতের কাছে ওগুলো রাখল।

'বিদায়, আমার লর্ড।' সে টাইটার দিকে ঘুরল। টর্ক আরো কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তার রথ নিয়ে চলে গেল।

যখন রথ চালিয়ে সে চলে গেল, টাইটা বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল, 'কতদিন ধরে টর্ক তোমাকে ভালোবাসে?'

তাকে অবাক দেখাল, তারপর মজা পেয়ে হাসতে লাগল। 'টর্ক আমাকে ভালোবাসে? ওটা হাস্যকর! গিজার পিরামিডের মতই টর্ক প্রবীণ, তার বয়স প্রায় ৩০ বছর এবং তার তিনজন পত্নী রয়েছে এবং একমাত্র হাথোরই জানে তার কত জন উপপত্নী আছে!'

চমৎকারভাবে সাজানো খাপ থেকে টাইটা তার একটা তীর নিল এবং ওটা পরীক্ষা করল। পালকগুলো ছিল নীল ও হলুদ রঙের এবং সে অগ্রভাগে লাগানো ছোট অংকিত স্মারকটা স্পর্শ করল।

'শিকারী নক্ষত্রপুঞ্জের তিনটি তারকা।' সে নির্দেশ করল, 'তাদের মধ্যে মিনটাকা হচ্ছে সবচাইতে উজ্জ্বল।'

'নীল ও হলুদ আমার প্রিয় রং', সে সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল। 'আমার সব তীর আমার জন্যে গ্রিপ্পা বানিয়েছে। সে অ্যাভারিসের সবচাইতে ভালো তীর প্রস্তুত কারক। প্রতিটি তীর যা সে বানায় তা পুরোপুরি সোজা ও সুষম গতিতে উড়ে। তার সজ্জা ও স্মারকগুলো এক শিল্প। দেখো সে কিভাবে খোদাই করেছে ও আমার তারা এঁকেছে।' টাইটা তার আঙুলের মধ্যে তীরটা ঘুরাল এবং খাপের মধ্যে ওটা ফিরিয়ে দেয়ার পূর্বে তীরটার প্রশংসা করল।

'টর্কের তীরের স্মারক কি?' সে হালকাভাবে জিজ্ঞেস করল।

সে বিরক্তির একটা ভাব করল। 'আমি জানি না।' কারণ আমি ওকে সম্ভবত কোন বন্য শূকর বা একটা ষাঁড় মনে করি। আজকের মত ও সামনের সব দিনের জন্যে টর্ক আমার জন্য যথেষ্ট।' সে টাইটাকে বেলের শরবত দিল, 'আমি জানি তুমি মধু কতটা পছন্দ কর।' সুন্দরভাবে সে বিষয়টা পরিবর্তন করল এবং টাইটা

তার পরবর্তী পছন্দের বিষয়টার অপেক্ষায় রইল। 'এখন, আমার তোমার সাথে আমার কিছু নাজুক বিষয়ে কথা বলার আছে।' সে লাজুক ভাবে বলল। তারা যে ঘাসের উপর বসে আছে সেখান থেকে সে একটা বন্য ফুল তুলে নিল এবং একটি মালা বানাতে শুরু করল। তার দিকে সে তাকাল না, কিন্তু তার গাল দুটো যা ইতোমধ্যে পরিশ্রমের চিহ্নগুলো হারিয়ে ফেলেছে আরো একবার গোলাপি হল।

'ফারাও নেফার সেটির বয়স ১৪ বছর ৫ মাস। তোমার চেয়ে প্রায় এক বছরের বড়। সে আইবেক্স-এর চিহ্ন নিয়ে জন্মেছে যা তোমার বিড়াল চিহ্নের সাথে সুন্দর মিলে যায়।' টাইটা তাকে পরিমাপ করল, আর সে তার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। 'তুমি কিভাবে জানলে আমি তোমাকে কি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি?' তারপর সে তার হাত তালি দিল। 'অবশ্যই তুমি জান। কেননা তুমি হচ্ছো ম্যাগোস।'

'ফারাও-এর পক্ষ থেকে তোমাকে আমি একটা সংবাদ দিতে এসেছি', টাইটা তাকে বলল।

সাথে সাথে তার পূর্ণ মনোযোগ তার উপর নিবদ্ধ হল। 'একটা সংবাদ? সে কি জানে আমি কে?'

'সে খুব ভালো করেই তা জানে।' টাইটা শরবতে চুমুক দিল। 'আরো একটু মধু দরকার।' সে কিছু মধু বোলে ঢালল এবং নাড়ল।

'আমাকে নিয়ে মজা করো না, ওয়ারলক।' সে তার দিকে কটমট করে তাকাল। 'এখনি আমাকে আমার সংবাদটা দাও।'

'ফারাও তোমাকে ও তোমার সহচরদের কাল ভোরে ঝোঁপের মাঝে হাঁস শিকারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং তারপর লিটল ডোভ দ্বীপে সকালের নাস্তায়।'

ভোরের আলোটা ছিল কামারশালার কয়লার ভেতর থেকে বের করে আনা দগ্ধ তলোয়ারের ফলার ন্যায় রাঙা। আর এর নিচে প্যাপিরাসের অগ্রভাগ শক্ত কালো নকশার ন্যায় সৃষ্টি করেছে। এই সময়ে, সূর্য ওঠার পূর্বে তাদের নিচু করার জন্য কোন বাতাসের প্রবাহ ছিল না কিংবা তাদের স্থবিরতা ভাঙার কোন শব্দ।

কটা ছোট উপহ্রদের বিপরীত পাড়ে দুটি শিকারী ছোট নৌকা নোঙ্গর করা ছিল, যা খোলা পানিতে ঘেরা জলজ উদ্ভিদে আটকে ছিল। ৫০ কিউবিটের কম দূরত্বে তারা ছিল। রাজ শিকারীরা প্যাপিরাসের লম্বা কান্ড বাঁকিয়ে শিকারীদের উপর ছাদ তৈরি করে দিয়েছে।

হ্রদের উপরিভাগ স্থির ও শান্ত ছিল। আকাশ মসৃণ ব্রোঞ্জের আয়নার মতো প্রতিফলন করছিল। আর তাই নেফারের জন্য অন্য নৌকায় থাকা মিনটাকার মাধুর্যপূর্ণ অবয়ব চেনাটা যথেষ্ট ছিল। তার কোলের উপর আড়াআড়িভাবে ধনুকটা রাখা এবং দেবী হাথোর মূর্তির ন্যায় সে স্থির হয়ে বসে আছে।

এই সকালে তাদের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতকে সে তার মনে দীর্ঘস্থায়ী করার চিন্তা করল। তখনো অন্ধকার ছিল, সকালের ক্ষীণ আভা তারাটার সৌন্দর্য পুরোপুরি মলিন করার মত ছিল না, যেগুলো ধরনীর উপর ঝুলে ছিল। প্রতিটি তারা এতো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ছিল যে মনে হল সে ধরতে পারবে এবং পাকা ডুমুরের মতো গাছ থেকে পেরে আনতে পারবে। মিনটাকা মন্দিরের পথ দিয়ে নেমে এল, মশাল বাহকেরা তার পথ আলোকিত করল এবং দাসীরা কাছ থেকে তাকে অনুসরণ করল। নদীর ঠাণ্ডা বাতাস থেকে রক্ষা পেতে সে একটা পশমি হুড মাথার উপর পরিধান করেছে। ফলে অন্ধকারে যে কোনদিকে তাকানোর সুবিধেটা সে পাচ্ছে।

'ফারাও হাজার বছর বেঁচে থাকুক।'

এই শব্দগুলোই সে তাকে প্রথম বলতে শুনল। যে কোন বাদ্যযন্ত্রের চেয়ে তার কণ্ঠস্বর মিষ্টি। এটা যেন ভূতুড়ে আঙুল তার ঘাড়ের পিছনে আঘাত করেছে। নিজের কণ্ঠস্বর তার খুঁজে পেতে কিছু সময় লাগল। 'হাথোর আপনাকে ভালোবাসুন।' সে কিভাবে তাকে অভিবাদন জানাবে সে ব্যাপারে টাইটার সাথে আলোচনা করেছে এবং যতোক্ষণ না তা আয়ত্ত হয়েছিল ততোক্ষণ সে তা মহড়া দিয়েছে। যখন সে তার হুডের শূন্যে হাসল তার দাঁতের ঝলকানি সে দেখল তখন সে আরো কিছু যোগ করার সাহস পেল যা টাইটা তাকে পরামর্শ দেয়নি। এটি তার কাছে উদ্দীপনার ঝলক হিসেবে এল। সে আকাশের উজ্জ্বল তারার দিকে নির্দেশ করল। 'দেখুন! ঐ যে আপনার নিজের তারা।' সে শিকারী নক্ষত্রপুঞ্জ দেখার জন্য মাথা তুলল। তারার আলো তার চেহারায় পড়ল ফলে সে এখানে আসার পর এই প্রথম বারের জন্যে তার চেহারাটা দেখল। তীক্ষ্মভাবে সে তার দম ধরল। নিজের অভিব্যক্তিটা সে শান্ত রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে। তার মনে হল এর চাইতে আকর্ষণীয় কোন কিছুই সে আর কোনদিন দেখেনি। 'প্রভু আপনার জন্য ওটা বিশেষভাবে ওখানে বসিয়েছেন।' প্রশংসার বাক্য তার মুখে চলে এল।

সঙ্গে সঙ্গেই তার চেহারা আলোকিত হল এবং তাকে আরো বেশি সুন্দর দেখাল। 'ফারাও যেমন রমনী মোহন তেমনি সৌজন্যময়ী।' সে ছোট একটু তিরস্কারমূলক অভিবাদন জানাল। তারপর সে অপেক্ষারত নৌকায় উঠল। যখন রাজ শিকারীরা বৈঠা বেয়ে তাকে ঝোঁপের ভিতরে নিয়ে গেল তখন পর্যন্ত সে পিছু ফিরে তাকাল না। এখন সে নিজে নিজেই তার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল যেন ওগুলো কোন প্রার্থনা: 'ফারাও যেমন রমনী মোহন তেমনি সৌজন্যময়ী।'

ঝোঁপের মধ্যে থেকে একটা বক গম্ভীর শব্দে বের হল। এটি একটা সংকেত। হঠাৎ বাতাস পাখির কলতানে মুখর হয়ে উঠল। তারা কেন পানিতে এসেছে নেফার প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। সে নৌকায় বসা সুকুমার অবয়ব থেকে তার দৃষ্টি পানিতে সরাল ও নিক্ষিপ্ত লাঠির দিকে তাকাল। সে ধনুকের পরিবর্তে লাঠি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ সে নিশ্চিত যে ভারি অস্ত্র ব্যবহার করার মত তার শক্তি বা দক্ষতা কোনটাই নেই। এটা তাকে একটা আলাদা সুবিধা দিবে। একটা তীরের

চাইতে দক্ষভাবে নিক্ষিপ্ত ঘূর্ণনরত একটা লাঠি বেশি প্রশস্ত করে ছুটতে পারে। এটার গদার মতই ভারি ও ওজন। একটা ভোতা তীরের চাইতে ডালে বসা একটা পাখিকে সহজে নিচে ফেলতে পারবে। আবার একটা তীর জলজ পাখির ঘন পুচ্ছ দ্বারা সরে যেতে পারে। নেফার তার শিকারী দক্ষতা দিয়ে মিনটাকাকে প্রভাবিত করতে সংকল্পবদ্ধ ছিল।

ভোরে হাঁসদের প্রথম ঝাঁকটা উড়ে নিচে নেমে এল। ওগুলো ছিল চকচকে কালো ও সাদা এবং প্রতিটির চু'র অগ্রভাগে আলাদা আলাদাভাবে গাঁট রয়েছে। ঝাঁকের প্রথম পাখিটা ভয় পেয়ে সরে গেল এবং অন্যদেরও আয়ত্তের বাইরে নিয়ে গেল। সেই সময়ে বিশ্বাসঘাতক হাঁসটা মনমোহন রূপে ডাকতে লাগল। ওগুলো ছিল আটক ও বশীভূত পাখি যা শিকারীরা হ্রদের খোলা পানিতে ছেড়েছিল। একটা সুতা দিয়ে ওগুলোর পাখ ও পা নিম্নদেশের কাঁদার মধ্যে একটা পাথরের সাথে বাঁধা ছিল।

বন্য হাঁসগুলো প্রশস্ত বৃত্তাকারে ফিরে এল। তারপর একে একে পানিতে নামতে লাগল এবং ঘাতক পাখিগুলোর দিকে খোলা পানিতে সারিবদ্ধ হয়ে আসতে লাগল। তারা তাদের পাখা প্রসারিত করে ভাসতে লাগল, দ্রুত উচ্চতা হারিয়ে সোজা নেফারের নৌকার উপর দিয়ে অতিক্রম করল। ফারাও মুহূর্তটা পরিচ্ছন্নভাবে পরিমাপ করল এবং লাঠি নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও নিক্ষেপ করার জন্যে প্রস্তুত হল। সে অগ্রবর্তী পাখিটার উর্ধ্বমুখে প্রসারিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল এবং তারপর উড়তে দিল। লাঠিটাকে পাশাপাশি ডিগবাজি খাইয়ে উপরে পাঠাল। এদিকে হাঁসটা মিসাইলটি আসতে দেখল এবং ওটাকে এড়ানোর জন্যে একটা পাখা ফেলে দিল। মুহূর্তের জন্য ওটার মনে হল সে হয়তো সফল কিন্তু তারপর একটা ধুপ করে শব্দ হল। পালকের একটা বিস্ফোরণ এবং হাঁসটা অনিয়ন্ত্রিত ডিগবাজি দিয়ে পড়তে লাগল একটা ভাঙ্গা ডানা টেনে টেনে। বেশ পানি ছিটিয়ে পাখিটা পানিতে পড়ল কিন্তু প্রায় সাথে সাথে নিজেকে সামলে নিল ও পানিতে ডুব দিল।

'দ্রুত! ওটার পিছু যাও।' নেফার চিৎকার করে বলল। চারটা দাস বালক পানির মধ্যে ধার ঘেঁষে ঝুলে ছিল, শুধু তাদের মাথা দেখা গেল। তারা নৌকার কিনারা অবশ আঙ্গুল দিয়ে ধরেছিল। ইতোমধ্যে ঠাণ্ডায় তারা দাঁতে দাঁতে চেপে ঠকঠক করছিল।

দু'জন পতিত পাখিটা ধরতে সাঁতরে গেল কিন্তু নেফার জানত কোন লাভ হবে না। কোন আঘাত ছাড়া শুধু ভাঙ্গা ডানা নিয়ে হাঁসটা ডুব দিয়ে সাঁতরে চলে যাবে। 'পাখি হারিয়ে গেল', সে তিক্তভাবে ভাবল। এদিকে দ্বিতীয়বার লাঠি ছোড়ার পূর্বে সে দেখল হাঁসের ঝাঁকটা হ্রদের কোণাকুনি মিনটাকার নৌকার দিকে উড়ে আসছে। ঝাঁকটা এখন নিচু হচ্ছে। যাইহোক, তারা খুব দ্রুত যাচ্ছিল। তাদের ফলার মত ডানাগুলো বাতাসে শিষ দিল।

অন্য নৌকার শিকারীকে নেফার গণনাই করে নি। ঐ উচ্চতায় ও গতিতে কারো পক্ষে লক্ষ্য স্থির করা কঠিন তবে একজন দক্ষ ধনুকধারী ছাড়া। খুব দ্রুত ক্রমান্বয়ে দুইটা তীর বিস্তৃত হওয়া হাঁসগুলোর উদ্দেশ্যে উঠে গেল। দুটি আঘাতের আওয়াজ হ্রদের চারদিকে পরিষ্কারভাবে বয়ে গেল। দুটি পাখি অদ্ভুত নির্জীবভাবে পতিত হচ্ছিল। ডানাগুলো ঢিলা ও মাথাটা অসহায়ভাবে তারা নড়াচড়া করছিল। তীর পাখি দুটোকে নিশ্চিত বধ করেছে। ওগুলো টুপ করে পানিতে পড়ল ও স্থিরভাবে সেখানেই ভেসে রইল। সাঁতারুরা সহজেই ওগুলো তুলে নিল ও মিনটাকার নৌকার দিকে সাঁতরে ফিরে এল। তাদের দাঁতে শিকার ধরা ছিল।

'দুইটি সৌভাগ্যজনক তীর', নেফার তার মতামত দিল। নৌকার অগ্রভাগে বসে টাইটা তার সাথে যোগ করল কোন হাসি না দিয়ে, 'দুইটি অভাগা হাঁস।'

এখন আকাশ পাখিতে পূর্ণ। সূর্যের প্রথম রশ্মি পানিতে পড়তেই সেগুলো কালো মেঘের মধ্যে উঠল। ঝাঁকটা এতো ঘন ছিল যে দূর থেকে ওটাকে মনে হচ্ছিল যেন জলজ উদ্ভিদের চাঁদোয়া ধিক ধিক করে জ্বলছে ও কালো ধোঁয়ার মেঘ সৃষ্টি করছে। নেফার বিশটি হালকা জাহাজ ও সমপরিমাণ নৌকাকে হাথোর মন্দিরের তিন মাইল পর্যন্ত খোলা পানি পর্যবেক্ষণ করতে এবং যে কোন জলজ পাখিকে ধরতে আদেশ দিয়েছে। শুধুমাত্র বার রকমের হাঁস ও রাজ হাঁসই নয় আইবিস, বক এবং সারসও উড়ছিল। প্রতিটি পর্যায়ে মাথার অনেক উপর থেকে আন্দোলনরত প্যাপিরাসে অগ্রভাগ পর্যন্ত তারা কালো দলে ঘুরছে অথবা ভি আকৃতিতে নিচের দিকে ডানা ঝাপটিয়ে দ্রুত নামছে। তারা চিৎকার ও চেঁচামিচি, ডাকাডাকি ও আর্তনাদ করছিল।

যখন মিনটাকার দাসী মেয়েরা তাকে আরো ভালো করার জন্য উৎসাহ দিল, বেসুরে ধ্বনিগুলোও মিষ্টি হাসি ও মেয়েলি উল্লাস মনে হল।

কাজটির জন্য তার হালকা ধনুকটা মানানসই হয়েছে। কোন শক্তি নষ্ট না করেই এটা দ্রুত নিশানা লাগতে উপযুক্ত। প্রথাগত ভোঁতা আগওয়ালা তীর সে ব্যবহার করছে না। কিন্তু তার পরিবর্তে সে গ্রিপ্পার বিখ্যাত তীর যা তার জন্যে তৈরি করা হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করছে। সূঁচের অংশ ঘনপালকের ভিতর দিয়ে চলে যায় এবং সরাসরি হাড়ে আঘাত করে। কোন কথা না বলেই সে বুঝেছে নেফার শিকারের প্রতিযোগিতা করতে ইচ্ছুক এবং সে প্রমাণ করেছে যে তার শিকারী প্রবণতা তার মতই হিংস্র। তার প্রথম ব্যর্থতা ও ধনুকের উপর মিনটাকার অপ্রত্যাশিত দক্ষতায় নেফারের নাভিশ্বাস উঠে গেল। নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে অন্য নৌকায় কি হচ্ছে তার দিকেই তার মনোযোগ বেশি; সবসময় সে ওদিকে এমনভাবে তাকাল যেন আকাশ থেকে মৃত পাখিগুলো পড়ছে; এটা তাকে আরো হতভম্ব করল। বাছ-বিচারের জ্ঞান যেন তাকে ছেড়ে চলে গেছে এবং সে লাঠি খুব তাড়াতাড়ি অথবা দেরিতে ছুঁড়তে লাগল। সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টায়

সে টানটান হল ও তার বাহু ঝাঁকাতে লাগল পুরো শরীরের পরিবর্তে। তার ডান হাত দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ল। অতি সাধারণভাবেই যে তার নিক্ষিপ্ত বাহুর চাপ কমাল এবং তার কনুই বাঁকাল, ফলে প্রায় কব্জি মচকেই গেল।

সাধারণত যে দশটা নিক্ষেপের মধ্যে ছয়টা লাগাতে পারত কিন্তু এখন অর্ধেকের বেশি ভুল হচ্ছে। তার হতাশা বাড়ল। সে যে পাখিগুলোকে নিচে নামিয়ে আনল তার বেশিরভাগ শুধু চমকে গেছে অথবা কুঁচকে গেছে এবং পানির নিচে ডুব দিয়ে এবং পুরো প্যাপিরাসের ঝোঁপের মধ্যে সাঁতরে গিয়ে, শিকড় ও কাণ্ডের নিচে থেকে তার দাস বালকগুলোকে এড়িয়ে গেল। অপর নৌকার উপর মৃত পাখির স্তূপে পাখির সংখ্যা করুণভাবে বাড়তে লাগল। বিপরীতে অন্য নৌকা হতে খুশি চিৎকার প্রায় অবিরামভাবে চলতে লাগল।

উন্মাদনায় নেফার তার বাঁকানো লাঠি বাদ দিল এবং ভারি যুদ্ধের ধনুক তুলে নিল, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তার ডান হাত প্রায় পুরোপুরি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ধুন টানাটা ছিল কষ্টের এবং সে দ্রুতগামী পাখির পিছনে ও ধীরগতির পাখির সামনে নিক্ষেপ করল। টাইটা তাকে ফাঁদের মধ্যে সবচেয়ে গভীরভাবে নাকানিচুবানি খেতে দেখল যা সে নিজেই নিজের জন্য পেতেছে। একটু উপহাস তার প্রকৃত কোন ক্ষতি করবে না। সে নিজে নিজে বলল।

কয়েকটা কথায় সে নেফারের ভুলটা শুধরে দিতে পারত: প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে টাইটা মান সম্মত কয়টা বই লিখেছিল, আল শুধু তা রথ চালনা ও কৌশলের উপরই নয় ধনুক বিদ্যার উপরও। আরো একবার বালকটির জন্য তার হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হল এবং সে গোপনে হাসল যখন সে দেখল নেফার আবারো ভুল নিশানা করল এবং মিনটাকা একই ঝাঁক থেকে দুটি পাখি নামিয়ে আনল যখন তারা মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছিল।

যা হোক, তার রাজার প্রতি তার করুণা হল যখন মিনটাকার একজন দাস হ্রদ সাঁতরে এল ও নেফারের নৌকার পাশে ঝুলে রইল। 'মহান রাজকুমারী মিনটাকা আশা করছেন যে মহান ফারাও নিশ্চয়ই জেসমিন সুভাসিত দিন ও তারা ভরা রাতে নাইটিংগেলের গান উপভোগ করেছেন। যাইহোক তার নৌকা তার থলের ভারে প্রায় ডুবতে শুরু করেছে এবং তার ক্ষিধে পেয়েছে, যার অর্থ আজ এই পর্যন্ত থাকুক।'

একটা অসময়ের বুদ্ধি বিলাস! টাইটা ভাবল, যেহেতু নেফার এই ধৃষ্টতায় ভয়ংকরভাবে ভ্রুকুটি করে তাকাল।

'তুমি যেসব শিম্পাঞ্জি ও রাগী কুকুর প্রভুর পূজারী তাদের ধন্যবাদ দিতে পার দাস যে আমি একজন সকরুণ ব্যক্তি। নইলে আমি তোমার কুৎসিত মাথাটাকে কুচিকুচি করতাম এবং ঐ ঠাট্টার উত্তর হিসেবে তোমার মালকিনের কাছে তা ফেরত পাঠাতাম।'

এখন টাইটা কোমলভাবে বিষয়টা হস্তক্ষেপ করল:

'ফারাও তার অচিন্তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী; কিন্তু সে খেলাটা এতো উপভোগ করছিল যে সময়ের কথা ভুলেই গিয়েছিল। দয়া করে তোমার মালকিনকে বলো আমরা খুব শীঘ্রই নাস্তার জন্যে যাব।'

নেফার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল কিন্তু তার ধনুক উঠিয়ে নিল এবং টাইটার সিদ্ধান্ত বাতিলের কোন প্রয়াস দেখাল না। দুটি ছোট নৌকা তীরের দিকে বেয়ে চলল কাছাকাছি হয়ে যাতে পাটাতনে রাখা হাঁসের স্তুপ সহজেই তুলনা করা যায়। কোন নৌকার লোকেরাই কোন কথা বলল না। কিন্তু সবাই আজ সকালের শিকারের ফলাফল সম্পর্কে সচেতন।

'মহামান্য', মিনটাকা নেফারকে ডাকল, 'আমি অবশ্যই আপনাকে অন্যরকম একটা সকালের জন্য ধন্যবাদ দেব। আমার মনে নেই কবে নিজেকে নিজে এতো উপভোগ করেছি।' তার কণ্ঠ সুরেলা এবং তার হাসি দেবদূত প্রতিম।

'আপনি খুব দয়ালু ও ক্ষমাশীল।' কোন হাসি না দিয়ে নেফার তা খারিজ করার একটা রাজকীয় ভাব দেখাল। 'আমি ভেবেছিলাম এটা বরং একটা খারাপ খেলা।'

সে তার দিক থেকে অর্ধেক ঘুরল ও বিষণ্নভাবে জলজ উদ্ভিদ ও পানির দিকে তাকিয়ে রইল। মিনটাকা এই শীতল আচরণে ন্যূনতম বিতৃষ্ণা দেখাল না, কিন্তু তার দাসী মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো ফারাওকে আমরা 'দি মানকি ও দি ডানকি'– এর কিছু লাইন শুনাই।' তার একজন দাসী তাকে বীণা দিল এবং অনিয়তভাবে বাজাতে লাগল। তারপর বাচ্চাদের গানের প্রথম লাইটা গাইতে শুরু করল। দাসীরা কোরাসে যোগ দিল, যা কর্কশ জন্তু ও অনিয়ন্ত্রিত হাস্য কণার যোগ করল।

নেফার অবাক বিস্ময়ে ঠোঁট মিলালো কিন্তু সে একটা শীতল ভাব গাম্ভীর্যতা ধারণ করল যেখান থেকে সে ফিরে আসতে পারল না। টাইটা দেখতে পেল সে আনন্দে যোগ দিতে চাইছে কিন্তু আরো একবার সে নিজেই নিজের ফাঁদে আটকে গেল।

'প্রথম ভালোবাসা এ রকমই অশমিত আনন্দ।' টাইটা নিদারুন নির্মমতার সাথে ভাবল এবং অন্য নৌকার মেয়েগুলোর আনন্দ দিতে সে তৎক্ষণাৎ বানর গাধাকে যা বলল তার একটা নতুন অর্থ রচনা করল যা পূর্বের অন্য যেকোন অর্থের চেয়ে হাস্যকর। তারা নতুন করে ডেকে উঠল ও আনন্দে হাততালি দিল।

নেফার নিজেকে আরো একা অনুভব করল ও অবচেতন ভাবে মুখটা গোমড়া করল। তীরে নামতে নামতেও তারা গান গাইছিল। তীরটা খাড়া হয়ে উঠে গেছে এবং নিচে কালো ও আঠালো কাঁদা। মাঝিরা হাঁটু পর্যন্ত পিচ্ছিল কাঁদায় লাফিয়ে নামল এবং দাসরা প্রথম নৌকাটা সোজা করে ধরল যেন রাজকন্যা ও তার বান্ধবীরা সহজে ফাঁকা স্থানটা পার হয়ে তীরের চূড়ার শক্ত মাটিতে আসতে পারে। তারা

নিরাপদে তীরে নামতেই রাজ নৌকা এল ও দাসরা নেফারকে উঁচু তীরে মিনটাকার সাথে যোগ দিতে পার করে দেয়ার জন্য তৈরি হল। কিন্তু সে রাজকীয়ভাবে তাদের একপাশে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল। এক সকালের জন্য সে যথেষ্ট উপহাস ও ঠাট্টা সহ্য করেছে এবং সে তার বাকি সম্মান উর্ধ্ব নগ্ন ভেজা দাসদের উপর ঝুলে আরো নিচু করতে নারাজ। সে অজান্তেই আড় কাঠের উপর ভারসাম্য রক্ষা করল এবং সকলে তা সম্মান সহকারে দেখল কারণ সে একজন অতি চমৎকার অবয়ব। মিনটাকা তার আবেগ দেখাতে চায়নি। কিন্তু সে ভাবল সে হল তার দেখা সবচাইতে সুন্দর সৃষ্টি, স্লিম ও নরম এবং মসৃণ চুল সহকারে কিশোর দেহ যা মাত্র পৌরুষের শক্ত দেহ রেখা রূপ নিতে শুরু করেছে। এমনকি তার উদ্ধত, বিরূপ অভিব্যক্তিও তাকে বিমুগ্ধ করেছে।

দুই নৌকার মাঝের পথ নেফার অতিক্রম করল এবং একটা তরুণ সিংহের ন্যায় অ্যাকাসিয়া গাছের শাখা থেকে নামার ন্যায় ভূমিতে নামল। সে মাধুর্যমন্ডিত ভাবে উঁচু তীরে পদার্পন করল যেখানে মিনটাকা দাঁড়িয়ে ছিল তার প্রায় এক হাতের মধ্যে। সে সেখানে থামল এবং জানত সবার চোখ এখন তার উপর। তখন তীরটা হঠাৎ নিচে ভেঙে পড়ল। ভঙ্গুর একখণ্ড শুকনো কাঁদা যার উপর সে দাঁড়িয়ে ছিল তা তার পায়ের নিচে ভেঙে গেল। শেষ মুহূর্তে সে তার বাহু প্রসারিত করল, তার ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করল তারপর ঝোপের মধ্যে নিচে পড়ে গেল।

সবাই ভয়ে নিচে তার দিকে তাকাল। মিশরের রাজা কোমর পর্যন্ত ডোবানো নীলের আঠালো কালো কাঁদার মধ্যে হতভম্ব অভিব্যক্তি নিয়ে বসে আছে যা দেখে তারা আতংকিত হল। দীর্ঘক্ষণ কেউ নড়ল না কিংবা কথা বলল না। তারপর মিনটাকা হেসে উঠল। মিনটাকা এমনটা করতে চায় নি কিন্তু বিষয়টা তার নিজেকে নিয়ন্ত্র করার মতো ছিল না। এটা ছিল আনন্দপূর্ণ ছোঁয়াচে হাসি যে তার বান্ধবীদের কেউ নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। তারা হাসিতে ফেটে পড়ল যা শিকারী ও মাঝিদের মধ্যেও সংক্রমিত হল। এমনকি টাইটাও যোগ দিল, বাঁধাহীন অট্টহাসিতে।

এক মুহূর্তের জন্য মনে হল নেফার কান্নায় ভেঙে পড়বে কিন্তু তারপর তার রাগ যা অনেকক্ষণ আটকে ছিল তা ফেটে পড়ল। সে একমুঠো কালো কাঁদা নিয়ে হাস্যরত রাজকন্যার দিকে ছুঁড়ে মারল। তার অবমাননা তাকে শক্তি দিল এবং তার বাহু উন্নতি করল যখন মিনটাকা আনন্দে এতোটাই বিভোর ছিল যে না সে মাথা নিচু করতে পারল না পাশ কাটাতে পারল এবং কাঁদা তার পুরো চেহারায় আঘাত করল। তার হাসি থেমে গেল এবং চলন্ত কালো মুখোশের মধ্য দিয়ে সে নেফারের দিকে বড় বড় চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল।

এবার নেফারের হাসির পালা। ঝোপের মধ্যে বসে সে মাথাটা পিছনে হেলে তিরস্কার ভরা হাসি দিয়ে তার হতাশা ও অবমাননা দূর করল। আর ফারাও

হাসতেই পুরো দুনিয়া তার সাথে যোগ দিল। দাসরা, মাঝিরা ও শিকারীরা তাদের আনন্দের চিৎকার দ্বিগুণ করে দিল।

মিনটাকা দ্রুত তার ধাক্কা সামলে উঠল এবং তারপর কোন সতর্কবাণী ছাড়াই সে তীরে আক্রমণ করার জন্য নেমে পড়ল। সে তার সমস্ত ওজন নিয়ে নেফারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নেফার এতোটাই বিস্মিত হল যে তার মাথার উপর পুরোপুরি বসে থাকা মিনটাকাকে নিচে নেওয়ার পূর্বে সে ঠিকমত দম নিতে পারল না।

সে পানির উপর নাকানিচুবানি খেল, কাদাময় তলদেশে কিছু ধরার চেষ্টা করল কিন্তু তার ওজন তাকে পরাজিত করল। দুই হাত দিয়ে সে তার গলা চেপে আছে। তাকে সে ছুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু সে ছিল কাঁদায় ঢাকা বাইন মাছের ন্যায় ক্ষিপ্র ও পিচ্ছিল। খুব কষ্টে সে তাকে সরাল ঠিক ততোটুকু সময়ের জন্য যে সে শুধু তার মাথাটা বের করল এবং দ্রুত দম নিল এবং তারপরই সে আবার তাকে পানির নিচে নিয়ে গেল। সে কোনভাবে তার উপরে উঠল কিন্তু তাকে ধরে রাখা খুব কষ্টের হল। সে নড়াচড়া করল এবং অবাক করা শক্তিতে লাথি মারল। তার কাপড় তার কোমর পর্যন্ত উঠে গেল এবং তার পা ছিল নগ্ন ও কোমল। সে তার একটি পা তার সাথে আটকালো এবং ঝুলে রইল। এখন তারা মুখোমুখি এবং পিচ্ছিল কাঁদার মধ্যে দিয়েও সে তার দেহের উষ্ণতা অনুভব করছিল।

দু'জনার ময়লা চেহারার ফারাক মাত্র ইঞ্চি পরিমাণ। তার চুল তার চোখের উপর ঝুলে আছে এবং সে হতভম্ব হয়ে গেল এ বুঝে যে সে কাঁদায় ঢেকেও তার দিকে দাঁত বের করে হাসছে। সেও দাঁত বের করে হাসল এবং তারপর উভয়েই জোরে হেসে উঠল। কিন্তু কেউই হারতে রাজি নয় এবং তারা যুদ্ধ করতেই থাকল।

তার বুক নগ্ন হয়েছিল এবং তার কামিজ এতোটাই ভেজা ও পিন পাতলা ছিল যে ওটার অস্তিত্ব পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছিল না। তার নগ্ন পা এখনো তার সাথে আটকে রয়েছে। তাদের শক্ত থাবা থেকে নিজেকে চাপ দিয়ে মুক্ত করার জন্য সে তার একটি হাত নিচে নামিয়ে আনল। অনিচ্ছুকভাবেই তার ডান হাত একটা শক্ত গোলাকার নিতম্বের উপর চলে এল যা বেশ জোরে নড়াচড়া করছিল।

সে একটা অদ্ভুত ও আনন্দময় অনুভূতিতে সচেতন হল এবং তার মনে হল তা তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে এবং নিজেকে দমিত করার অত্যাবশকয়ীতা বেরিয়ে এল। সে তাকে ধরে রাখতে তৃপ্ত হল এবং তাকে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে দিল। সে এই নতুন ও অসাধারণ অনুভূতি উপভোগ করছিল।

হঠাৎই মিনটাকার হাসি থেমে গেল এবং সে বিষয়টা বুঝতে পারল। উভয় দেহের নিম্নাংশের একটা প্রলদ্ধতা বাড়তে লাগল যা মাত্র কিছু সময় পূর্বেও ছিল না। যখনই সে বুঝতে পারল এটা কি তখন হঠাৎ তার মনে পড়ল সব। নুরিয়ান দাসিটি তাকে যা বলেছিল: একবার যখন আপনি রাগত অবস্থায় এক চোখা প্রভুকে দেখবেন তারপর আপনি আর কোন প্রার্থনা হাথোরের কাছে করে নষ্ট করবেন না।

নিজেকে পিছনে ঠেলে মিনটাকা নেফারের বন্ধন থেকে বেরিয়ে গেল এবং কাঁদার উপর বসে আতঙ্কিত দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। নেফার বসার চেষ্টা করল এবং হতবুদ্ধি হয়ে তার দিকে ঘুরল। উভয়েই হাঁপাচ্ছিল যেন তারা কোন পরিশ্রান্তিকর প্রতিযোগিতায় দৌড়িয়েছে।

অট্টহাসি ও হাসির আওয়াজ উঁচু তীর থেকে ধীরে ধীরে থেমে গেল যখন তারা বুঝল অস্বাভাবিক কোন একটা কিছু হয়েছে এবং নিরবতা অসহ্যনীয় হয়ে উঠল। টাইটা তখন কোমল স্বরে বলল:

'মহামান্য, যদি আরো কিছুক্ষণ সাঁতার কাটেন তবে নিজেকে আপনি যে কোন চলমান কুমিরকে সুন্দর একটা সকালের ভোজ হিসেবে উপহার দিবেন।'

নেফার লাফ দিয়ে যেখানে মিনটাকা আছে সে স্থানে গেল। সে মিনটাকাকে এমন আলতোভাবে দাঁড় করালো যেন সে সবচাইতে নাজুক হারিয়ান কাচ দিয়ে সে তৈরি। আঠালো কাঁদায় ও নীলের পানিতে মেখে তার কাঁদা মাখা চুল একাকার, তার মুখ ও কাঁধের উপর তা ঝুলছে। তার সখীরা রাজকন্যাকে দূরে একটা পরিষ্কার, জলজ উদ্ভিদে ঘেরা পুকুরে নিয়ে গেল। যখন সে আবার দৃষ্টি গোচর হল তখন সে তার শরীর থেকে আঠালো কাঁদার শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত ধুয়ে ফেলেছে।

সখীরা তার পোশাকে একটা পরিবর্তন এনেছে। তাই মিনটাকাকে পরিষ্কার শুকনো সিল্ক ও মুক্তায় কারুকার্য খচিত পোশাকে আরো দ্যুতিময় দেখাচ্ছে। বাহুতে সে স্বর্ণের বাজু এবং গলায় আফরোজা ও রঙিন কাচের একটা নেকলেস পরিধান করেছে। যদিও তার চুল ভেজা কিন্তু তা আঁচড়ানো ও পরিপাটি করে সাজানো। নেফার তার সাথে দেখা করার জন্য তাড়াহুড়ো করল এবং তাকে বিশাল স্কিগেলিয়া গাছে প্রসারিত শাখা-প্রশাখার ছায়ার নিচে নিয়ে গেল, যেখানে নাস্তার আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমে নতুন জুটি ইতস্তত বোধ করল ও লজ্জা পেল। এখনো তারা সেই বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু শীঘ্রই তাদের স্বাভাবিক উঁচু শক্তি তাদেরকে জোরালো করল এবং তারা ঠাট্টা ও আলাপচারিতায় যোগ দিল। যদিও তাদের চোখাচোখি হচ্ছিল এবং প্রায় প্রতিটি শব্দ তারা তৃতীয় জনের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করল।

মিনটাকা ধাঁধা পছন্দ করে এবং সে তাকে একটা বিনিময়ের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করল। সে হিকস্ ভাষায় তা বলতে লাগল যা নেফারের জন্য আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। 'আমার একটা চোখ ও একটা তীক্ষ্ণ নাক আছে। আমি আমার শিকারকে বারবার বিদ্ধ করি কিন্তু কোন রক্ত বের হয় না। আমি কে?'

'এটা তো খুবই সহজ', নেফার বিজেতার হাসি দিল। 'তুমি একটা সেলাইয়ের সূঁচ।' এবং মিনটাকা আত্মসমর্পণে হাত উপরে তুলল।

'পুরস্কার দাও', দাসীরা চিৎকার করে উঠল। 'ফারাও ঠিক, পুরস্কার দাও।'

'একটা গান', নেফার দাবি করল। 'কিন্তু বানরেরটা নয়। একদিনের জন্য ওটা অনেক হয়েছে।'

'আমি আপনাকে নীলের গানটা শুনাবো।' সে রাজি হল এবং যখন সে গানটা শেষ করল। নেফার আরো একটা শুনতে চাইল। 'শুধুমাত্র যদি আমাকে আপনি সাহায্য করেন তবেই, মহামান্য।'

তার কণ্ঠ মোটাসোটা সাধারণ মানের। কিন্তু যখনই সে ভুল করছিল সে তার ভুল ঠিক করে দিল ও ফলে তার কণ্ঠ আগের চাইতে অনেক ভালো শুনাল।

নেফার তার বাও খেলার কোর্ট ও পাথর এনেছিল। টাইটা এটা তাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে এবং সে দক্ষ হয়ে উঠেছে। গান গাইতে গাইতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন মিনটাকাকে সে তা খেলার আমন্ত্রণ জানাল।

'আমার সাথে আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। কেননা আমি অনভিজ্ঞ।' সে তাকে সতর্ক করল যখন সে বোর্ড সাজাচ্ছিল। বাও–একটা মিশরীয় খেলা এবং এবার সে আত্মবিশ্বাসের সাথে আশা করল যে তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে।

'এটাকে ভয় পেয়ো না', নেফার তাকে উৎসাহ দিল। 'আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো।'

টাইটা মুচকি হাসল কারণ সে এবং মিনটাকা যখন বুবাসতিতে তার ভাইকে চিকিৎসা করেছিল তখন কয়েক ঘণ্টা তারা দু'জন রাজপ্রাসাদে তা খেলেছিল। আঠারো চালের মধ্যেই তার লাল গুটিগুলো পশ্চিমের দুর্গ দখল করে নেয় ও তার মধ্যের অংশকে তা হুমকি দিচ্ছিল।

'আমি কি ঠিক কাজটি করেছি?' সে মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করল।

নদীর তীর থেকে আসা আওয়াজে নেফার রক্ষা পেল এবং একটা জাহাজ দেখার জন্য চোখ তুলল যা রাজ-প্রতিভূর পতাকাধারী ছিল এবং প্রণালি দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে। 'কি দুর্ভাগ্য, ঠিক যখন খেলাটা জমে উঠেছে,' সে ক্ষিপ্র গতিতে বোর্ড গোছাতে শুরু করল।

'আমরা কি তাদের থেকে লুকাতে পারি না?' মিনটাকা জানতে চাইল কিন্তু

ন্তু নেফার মাথা নেড়ে না জানাল। 'তারা ইতোমধ্যে আমাদের দেখে ফেলেছে।' সে এই দর্শনটা পুরো সকাল জুড়েই আশা করছিল। আগে অথবা পরে রাজপ্রতিভূ অবশ্যই এই অবৈধ প্রমোদ ভ্রমণ সম্পর্কে শুনবে ও আসমরকে তার অযাচিত দায়িত্ব নিতে পাঠাবে।

তারা তীরে যেখানে বসেছিল তার নিচে জাহাজটা ভিড়ল এবং আসমর লাফিয়ে তীরে নামল। সে দৌড়ে পিকনিক পার্টির নিকট এল। 'আপনার অনুপস্থিতে রাজপ্রতিভূ খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি এই মুহূর্তে আপনাকে মন্দিরে ফিরে যেতে বলেছেন, যেখানে রাজ-বিষয়াদি আপনার অপেক্ষায় আছে।'

'এবং আমি, লর্ড আসমর, আপনার অশোভন ব্যবহারে অসন্তুষ্ট', নেফার তার নিচু মর্যাদা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করল। 'আমি কোন সহিস বা ঘরের দাস নই যে ঐভাবে আমাকে সম্বোধন করবেন এবং আপনি রাজকুমারী মিনটাকার প্রতি কোন সম্মান দেখাচ্ছেন না। কিন্তু কোন যুক্তি নেই যে সে একজন শিশুর মত বিবেচিত হচ্ছে।'

সে এখনো এই অবস্থায় সুন্দর ও আন্তরিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করল এবং মিনটাকাকে তার সাথে নৌকায় ফিরে যেতে আমন্ত্রণ জানাল, যখন তার সখীরা অন্য তরীতে গেল। টাইটা কৌশলে জাহাজের অগ্রভাগে রয়ে গেল কারণ এটাই ছিল তাদের একান্তে কথা বলার একমাত্র সুযোগ। তার কাছ থেকে কি আশা করে তা সম্পূর্ণ নেফার জানত না তবুও সে চমকে উঠল যখন কোন সূক্ষ্মতম বিরক্তি ছাড়াই সে দুই পক্ষের শান্তি চুক্তির সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করল। শীঘ্রই সে তার রাজনৈতিক ধীশক্তি ও শক্তিশালী ধারণা দিয়ে তার মনে দাগ কাটল। 'শুধুমাত্র আমরা, নারীরা যদি এই বিশ্ব পরিচালনার অনুমতি পেতাম তবে প্রথমত এখানে কোন অসভ্য যুদ্ধ থাকত না।' সে উপসংহার টানল কিন্তু নেফার বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিল না। মন্দিরে ফেরার সারাটা পথ তারা অবিরত তর্ক করল। নেফারের কাছে যাত্রাটা খুব সংক্ষিপ্ত মনে হল এবং যখন তারা ভূমিতে নামল সে তার হাত ধরে বলল, 'আমি আবার তোমাকে দেখতে চাই।'

'আমিও তা চাই।' সে তার হাত না সরিয়ে উত্তর দিল।

'শীঘ্রই', সে জোর দিল।

'খুব শীঘ্রই', সে মুচকি হাসল এবং আলতো করে হাত ফিরিয়ে নিল। তারপর যখন সে তাকে মন্দিরের দিকে চলে যেতে দেখল নেফার তখন এক অদ্ভুত বিচ্ছেদ অনুভূতি অনুভব করল ।

'আমার লর্ড, আপনি আমন-রা ধাঁধার ভবিষ্যৎ কথনে ছিলেন। আপনি জানেন প্রভুরা আমার প্রতি যে গুরুভার অর্পণ করেছেন আমি কখনো তাদের সে ইচ্ছা তাচ্ছিল্য করতে পারি না। তাই আপনার সুবিধা-অসুবিধা দেখা আমার দায়িত্ব। সর্বোপরি যা ঝুঁকিহীন কাজ একমাত্র সেগুলোতেই আমি বালকটিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি।'

নাজা খুব সহজে শান্ত হওয়ার নয়। নেফার আসমরকে ফাঁকি দিয়েছে এবং সারাটা সকাল হিকস্ রাজকন্যার সাথে ঝোপের মধ্যে কাটিয়েছে বলে সে এখনো রেগে আছে।

'আমি কিভাবে বিশ্বাস করি যে আপনি নেফারকে সাহায্য করছেন না? অধিকিন্তু, এ নির্বুদ্ধিতাকে আপনি উসকে দিয়েছেন।'

'আমার লর্ড, রাজপ্রতিভূ, আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে এটা আমাদের সাহসী উদ্যোগে কতটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমি তরুণ ফারাও-এর পূর্ণ বিশ্বাস বজায় রাখছি। যদি আমি আপনার আদেশ ও দায়িত্বকে তাচ্ছিল্য করি তাহলে তা বালকটাকে বিশ্বাস করাবে যে আমি এখানে তার লোক। যা আমার উপর ধাঁধা কর্তৃক যে কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা সম্পাদন করতে সহজ হবে।'

কৌশলে টাইটা রাজ-প্রতিভূর প্রতিটি অভিযোগ সরিয়ে দিল এবং এক সময় সে চেঁচানো বন্ধ করল। শুধু তিক্তভাবে কেবল বিড়বিড় করে ক্ষোভ প্রকাশ করল। 'এটা আবার যেন না হয়, ম্যাগোস। অবশ্যই আমি আপনার আনুগত্য বিশ্বাস করি। প্রভুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া আপনার জন্যে বোকামি হবে। ভবিষ্যতে যখনই নেফার তার কক্ষ ত্যাগ করবে অবশ্যই আসমর ও তার বাহিনী তার সাথে থাকবে। সে হারিয়ে যাবে সে ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।'

'আমার লর্ড, রাখাল রাজার সাথে মধ্যস্থতার কি খবর? এমন কি কিছু আছে যাতে আমি আপনাকে এ বিষয়ে সফল হতে সাহায্য করতে পারি?' টাইটা সুকৌশলে শিকারী কুকুরটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল এবং নাজা তা অনুসরণ করল।

'অ্যাপেপি অসুস্থ। আজ সকালে এমন কাশি কাশল যে রক্ত চলে এল এবং তাকে আলোচনা সভা ত্যাগ করতে হল। যদিও সে নিজে হাজির হতে পারবে না, তবুও তার পক্ষ থেকে সে কাউকে আলোচনার জন্যে পাঠায় নি; এমনকি লর্ড টর্ককেও না যে কিনা তার বিশ্বস্ত। একমাত্র প্রভুই জানে ঐ বিশাল ভাল্লুকটা আবার আলোচনায় আসতে কত সময় ব্যয় করে। আমরা কয়েক দিন এমনকি সপ্তাহ খানেক নষ্ট করতে বাধ্য হতে পারি।'

'অ্যাপেপির অসুখটা কি?' টাইটা জিজ্ঞেস করল।

'আমি জানি না', নাজা এমনভাবে বলল যেন তার মাথায় একটা ধারণা এল। 'কেন আমি এটা আগে ভাবি নি? আপনি তো চাইলে আপনার দক্ষতা দিয়ে তাকে তার যে কোন অসুখ থেকে সুস্থ করতে পারেন। এখনি তার কাছে যান, ম্যাগোস এবং আপনার সর্বোত্তম চেষ্টা করুন।'

রাজার বাসস্থানের কাছাকাছি আসতেই টাইটা উঠানের ওপাশ থেকে অ্যাপেপির কথা শুনল।

ফাঁদে পড়া কালো-কেশর সিংহের ন্যায় তার কণ্ঠ শোনাল এবং হুংকারটা জোরালো হল যখন টাইটা ঘরে প্রবেশ করল। দরজার চৌকাঠ অতিক্রম করার সময় সে তিনজন অশিরিশের যাজকের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে প্রায় যাচ্ছিল যারা রাজার উপস্থিতে ভয় পেয়েছে এবং ভারি ব্রোঞ্জের বোলসহ চৌকাঠের কাছে আছড়ে পড়ল। হিকস্ রাজা কর্তৃক ওটা ঘরের ওপাশ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সে নরম চামড়ার স্তুপের উপরে নগ্ন অবস্থায় বসে আছে এবং বিছানার চাদরগুলো কক্ষের মাঝখানে জট পাকানো।

'আপনি এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন, ওয়ারলক?' টাইটাকে দেখেই সে গর্জে উঠল। 'আমি ভোরের পূর্বে টর্ককে আপনাকে খুঁজতে পাঠিয়ে ছিলাম। এখন কেন এই পড়ন্ত বেলার মধ্যক্ষণে আপনি আমাকে ঐসব নারকীয় যাজকদের কটু বিষ ও গরম আংটা থেকে রক্ষা করতে এলেন?'

'আমি টর্ককে দেখি নি।' টাইটা ব্যাখ্যা করল। 'কিন্তু যখনই লর্ড নাজা আমাকে বললেন যে আপনি অসুস্থ আমি সাথে সাথে তখন চলে এসেছি।'

'অসুস্থ? আমি শুধু অসুস্থ নই, ওয়ারলক। আমি প্রায় মৃত্যুযাত্রী।'

'আগে আমাকে দেখতে দিন। দেখি আপনাকে রক্ষা করতে কি করতে পারি।'

অ্যাপেপি তার লোমশ পেটের উপর ভর করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল এবং টাইটা তার পিঠের উপর লাল রঙের ভূতুড়ে ফোলা দেখতে পেল। যা রাজার দু'হাতের মুঠির প্রায় সমান। আঙুলের ডগা দিয়ে হালকাভাবে তা স্পর্শ করতেই অ্যাপেপি কঁকিয়ে উঠল এবং থেমে গেল। 'আস্তে টাইটা, আপনি দেখছি একত্রিক মিশরের যাজকদের মতই জঘন্য।'

'কিভাবে তা হল?' টাইটা পিছিয়ে গেল। 'আপনার লক্ষণ কি ছিল?'

'এটা শুরু হয়েছিল আমার বুকে একটা তিক্ত ব্যথা নিয়ে।' অ্যাপেপি স্থানটা স্পর্শ করল। 'তারপর আমি কাশতে শুরু করি এবং ব্যথাটা তীক্ষ্ণ হতে থাকে। অনুভব করলাম এখানে কিছু নড়ছে এবং তারপর ব্যথাটা আমার পিঠে চলে যায় এবং তারপর সেখানে এই পিন্ড তৈরি হয়।' সে তার কাঁধের উপর দিয়ে হাত নিয়ে ফোলাটা স্পর্শ করল এবং গোঙিয়ে উঠল।

বেশি এগুবার পূর্বে টাইটা রেড সী-পেন, ঘুমের ফুলের রসের এক চুমুক তাকে দিল। এটি এমন এক ওষুধ যা একটা বাচ্চা হাতিকে পর্যন্ত কাবু করে দেয়। যদিও অ্যাপেপির চোখ বন্ধ হল এবং তার কণ্ঠ অস্পষ্ট হয়ে গেল তবুও তখনো সে মানসিকভাবে জাগ্রত ছিল। টাইটা আরেকবার ফোলাটা ভালোভাবে পরীক্ষা করল এবং হাত দিতেই রাজা কঁকিয়ে উঠল কিন্তু কোন বাঁধা দিল না।

'কোন একটা নতুন কিছু আপনার মাংসের গভীরে প্রবেশ করেছে, আমার লর্ড।' অবশেষে টাইটা বিবৃত করল। 'এটা আমার কাছে কোন বিস্ময় নয়, ওয়ারলক। শয়তান মানুষেরা, যাদের বেশিরভাগ মিশরীয়, আমি আমার দুধ মাকে শেষবার ছাড়ার পর থেকেই তারা আমার শরীরে অস্বাভাবিক বস্তু ঢুকিয়ে যাচ্ছে।'

'আমার ধারণা এটা কোন তীরের মাথা অথবা ফলা, কিন্তু আমি তা প্রবেশের কোন ক্ষত দেখতে পাচ্ছি না।' টাইটা গভীরভাবে বলল।

'ভালোভাবে দেখুন। ওগুলো ঢেকে গেছে।'

রাজার লোমশ বিশাল দেহটা যুদ্ধের পুরানো অসংখ্য গভীর দাগে পূর্ণ। 'আমি এখন এটি কাটতে যাচ্ছি।' টাইটা তাকে সতর্ক করল।

অ্যাপেপি কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'তা-ই করুন, ওয়ারলক এবং আমার বিষয়ে চিন্তা করাটা বাদ দিন।'

যখন টাইটা তার ঝোলা থেকে ছোট ব্রোঞ্জের ছুঁরি বেছে নিল, তখন অ্যাপেপি মেঝে থেকে তার ভারি চামড়ার বেল্টটা তুলে নিল ও দুই ভাঁজ করল। সে ওটা দুপাটি দাঁতের মাঝে কামড়ে ধরল ও নিজেকে প্রস্তুত করল।

'এদিকে এসো', টাইটা দরজায় দাঁড়ানো রক্ষীদের ডাকল। 'এসো এবং রাজাকে ধর।'

'দূর হও, নির্বোধ!' অ্যাপেপি আদেশ প্রত্যাহার করল। 'আমাকে এখানে ধরে রাখতে কোন মানুষের প্রয়োজন নেই।'

টাইটা দাঁড়িয়ে কাটার কৌণিক দূরত্ব ও গভীরতা হিসেব করল, তারপর দ্রুত স্থানটায় ছুরি চালালো। অ্যাপেপির শক্ত করে চেপে রাখা দাঁতের মাঝ দিয়ে একটা চাঁপা আর্তনাদ বের হল কিন্তু সে নড়ল না। টাইটা পিছু সরে দাঁড়াল কারণ কালো রক্ত ও হলুদ পুঁজ ক্ষত থেকে ঝড়ে পড়ছিল। ময়লার দুর্গন্ধে কক্ষটা ভরে গেল। টাইটা ছুঁরিটা একপাশে সরিয়ে রাখল এবং একটা আঙুল ক্ষতের ভেতর প্রবেশ করাল। ক্ষতটার চারপাশে রক্তের বুদবুদ সৃষ্টি হল এবং সেইসাথে ক্ষতের তলদেশে সে শক্ত ও তীক্ষ্ণ কিছু একটা বস্তু অনুভব করল। সে একটি আইভরি শূন তুলে নিয়ে খোলা মুখ দিয়ে গভীরে তা প্রবেশ করাল ও ঘোরাতে লাগল যতোক্ষণ না সে তার অগ্রভাগে শক্ত কিছু অনুভব করল। অ্যাপেপি কোঁকানো থামিয়ে দিল এবং নড়াচড়া না করেই শুয়ে রইল। সে তার নাক দিয়ে শূকরের ন্যায় আওয়াজ তুলে দম নিচ্ছিল। তৃতীয়বারের চেষ্টায় টাইটা সূনের দাঁতের মধ্যে বস্তুটাকে আটকাতে পারল। যতোক্ষণ না সে বুঝল যে ওটা ঢিলা হতে শুরু করেছে এবং উপরের দিকে উঠে আসছে ততোক্ষণ সে ওটা টানতে লাগল। অবশেষে বস্তুটা বেরিয়ে এল, অরো বেশি পুঁজ ও কাঁকড় নিয়ে। টাইটা জিনিসটা উঁচিয়ে ধরল যাতে জানালা দিয়ে আসা আলো জিনিসটা উপর পড়তে পারে।

'একটা তীরের মাথা', সে ঘোষণা করল 'এবং দীর্ঘ দিন ধরে জিনিসটা এখানে ছিল। আমি অবাক হচ্ছি যে আরো আগে কেন এটি তার মর্মান্তিক আঘাত হানে নি।'

অ্যাপেপি বেল্টের উপর থুথু ফেলল এবং উঠে বসল ও দুর্বল হাসি দিল। 'সেথের কসম, আমি ঐ সুশ্রী ছোট ঝকঝকে বস্তুটাকে চিনি। আপনাদের একটা গুন্ডা দশ বছর আগে আবনাবে আমাকে তা মেরেছিল। সেই সময় আমার শল্যবিদ বলেছিল এটা আমার হৃদপিন্ডের এতো কাছে যে তারা এটার কাছে পৌছতে পারছে না। তাই ওখানেই তারা তা রেখে দেয় এবং তখন থেকেই আমি ওটা আমার ভেতরে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।' সে টাইটার রক্তমাখা আঙ্গুল থেকে ত্রিভুজ আকৃতির নুঁড়িটা নিল এবং অহংকার পূর্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে সে বস্তুটার দিকে তাকিয়ে রইল। 'একজন প্রথম সন্তান জন্ম দেওয়া মায়ের মতই আমি প্রশান্তি অনুভব করছি। আমি একটাকে স্বর্ণের চেইনে লটকিয়ে আমার গলায় ঝুলিয়ে রাখব। আপনি এর উপর একটা মন্ত্র পড়তে পারেন, যা সকল মারণাস্ত্রকে দূরে রাখবে। কি বলেন, ওয়ারলক?'

'আমি নিশ্চিত তা খুবই ফলপ্রসূ হবে, আমার লর্ড।' টাইটা বোল থেকে তার তৈরি গরম মদ ও মধু দিয়ে নিজের মুখটা পূর্ণ করে নিল। তারপর একটা তামার ফাঁপা নল ক্ষতের গভীরে ঢুকিয়ে পুঁজ ও রক্ত বের করে আনতে তা ব্যবহার করল। 'সুস্বাদু মদের কি অপচয়।' অ্যাপেপি ফোঁড়ন কাটল। সে দুই হাতে বোলটা তুলে বাকি পানীয়টুকুর শেষ ফোঁটা পর্যন্ত নিজের ভেতর চালান করে দিল। তারপর একটা ঢেঁকুর তুলল।

'এখন আপনার সেবার পুরস্কার হিসেবে, আমার কাছে আপনার জন্য মজাদার একটা গল্প আছে, ওয়ারলক। আমাদের শেষ কথা যা বুবাসতির ভবনের চূড়ায় হয়েছিল সে প্রসঙ্গে।'

'আমি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আপনার প্রতিটি কথা শুনছি।' টাইটা তার দিকে ঝুঁকে লিলেন কাপড় দিয়ে ক্ষতটা ব্যান্ডেজ করতে লাগল এবং বিড়বিড় করে ক্ষত বাঁধার মন্ত্র পড়ল যেমনটা সে সবসময় করে থাকে।

'আমি আপনাকে সেথের নামে বাঁধলাম। আমি লালমুখো শয়তানের নামে এটি বন্ধ করলাম।'

অ্যাপেপি খেঁকিয়ে উঠে বাঁধা দিল, 'টর্ক এক লাখ স্বর্ণ মিনটাকার জন্যে যৌতুক হিসেবে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে।'

কথাটা শুনে টাইটার হাত থেমে গেল। সে অ্যাপেপির গোল ভারি বুকের অর্ধেকটা ব্যান্ডেজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'আপনি কি জবাব দিলেন, মহামান্য?'

সে এতোটাই হতাশা ছিল যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার আগেই মুখ ফসকে রাজ পদবীটা বেরিয়ে গেল। এটি একটি বিপদজনক ও অদেখা উন্নতি।

'আমি তাকে বলেছি যৌতুক হবে পাঁচ লাখ।' অ্যাপেপি দাঁত বের করে হাসল। 'সে আমার মেয়ের জন্য এতোটাই পাগল যে সে অন্ধ হয়ে গেছে। তার লুণ্ঠন করা মাল ছাড়াও আমার থেকে বছর ধরে যে চুরি করেছে সব মিলিয়েও এমনকি সে কখনো পাঁচ লাখ খুঁজে বের করতে পারবে না।' সে আবার ঢেঁকুর তুলল। 'চিন্তা করবেন না, ওয়ারলক। মিনটাকা এতো মূল্যবান যে টর্কের কাছে নষ্ট হওয়ার মত নয়। এমনকি আপনার ছোট ফারাওকে আমার দখলে নিতে তাকে আমি ব্যবহার করার পরও নয়।'

সে উঠে দাঁড়াল এবং তার ভারি মাংসল বাহুটা উঠাল। ওটার নিচ দিয়ে উঁকি মেরে সে তার পিছনে বাঁধা ব্যান্ডেজ দেখার চেষ্টা করল যেমন করে একটি পোষা বৃদ্ধ মোরগ তার মাথা ডানার নিচে নিয়ে দেখে। 'আমার সময় হওয়ার আগেই আপনি দেখছি আমাকে মমি বানিয়ে দিয়েছেন।' সে হাসল। 'কিন্তু বলতে হচ্ছে এটা একটা নিখুঁত কাজ। যান এবং আপনার রাজ প্রতিভূকে বলেন যে আমি তার

সুগন্ধির আরেক ঝলক সুবাস গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং আমি তার সাথে এক ঘণ্টার মধ্যে আলোচনা সভায় সাক্ষাৎ করব।'

টাইটার সফলতায় ও অ্যাপেপির সংবাদে নাজা শান্ত হল। টাইটার অবাধ্যতার জন্যে তার প্রতি তার যে ধারণা হয়েছিল তা মুছে গেল। 'আমি বৃদ্ধ বদমাস অ্যাপেপিকে এবার একেবারে নাগালে পেয়েছি।' নাজা আত্মতৃপ্তি নিয়ে তাকিয়ে রইল। 'সে যা ধারণা করেছে তার চেয়ে বেশি ছাড় অ্যাপেপি দিতে যাচ্ছে, কারণ আমি খুব রাগ করেছিলাম যখন সে আলোচনা সভা ভেঙে দিল ও তার কক্ষে চলে গেল।' তার এতো আনন্দ লাগছিল যে সে একবার বসল, একবার শুয়ে পড়ল। তারপর সে লাফ দিয়ে উঠল এবং পাথরের মেঝেতে পায়চারী করতে লাগল। 'তার অবস্থা কেমন, ম্যাগোস? আপনি কি তাকে এমন কিছু দিয়েছেন যা তার মনকে মেঘাচ্ছন্ন করে রাখবে?'

'আমি তার অন্ননালী দিয়ে ওষুধ পাঠিয়েছি যা একটা পুরুষ মহিষকে পর্যন্ত অচেতন করে দিতে পারে।' টাইটা তাকে নিশ্চিত করল। তারপর নাজা তার প্রসাধনের নিকট গেল এবং সবুজ কাঁচের তৈরি শিশির মধ্য থেকে তার হাতে সুগন্ধি ঢালল ও তার ঘাড়ের পিছনে লাগাল। 'ঠিক আছে, আমি পুরো সুবিধা গ্রহণ করব।' সে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে কাধের উপর দিয়ে পিছনে তাকাল। 'আমার সাথে আসুন', সে আদেশ করল। 'অ্যাপেপির সাথে কাজ শেষ করার পূর্বে আমি আপনার শক্তি ব্যবহার করতে পারি।'

অ্যাপেপিকে চুক্তিতে বাঁধা সহজ কাজ হল না যেমনটা নাজা আশা করেছিল। তার মাঝে তার ক্ষত কিংবা ওষুধের কোন খারাপ প্রভাব দেখা গেল না। সে এখনো জোরে কথা বলছে, চিৎকার করছে এবং শক্ত মুঠি দিয়ে টেবিলের উপর জোরে জোরে আঘাত করছে। পাহারাদার যখন মন্দিরের দেয়ালের উপর উঠে মধ্যরাতের ঘণ্টা বাজাল তারও অনেক পর পর্যন্ত আলোচনা চলল। নাজা যা প্রস্তাব করল তা তার কাছে যথেষ্ট মনে হল না এবং কোন আপোস হল না। শেষ পর্যন্ত টাইটাও তার আপোসহীনতায় বিরক্ত হয়ে গেল। নাজা সভা ভেঙ্গে দিল এবং উঠানে মোরগের ডাকের সময় বিছানায় গেল।

পরের দিন দুপুরে যখন তারা আবার সাক্ষাতে মিলিত হল তখন অ্যাপেপি আর কোন যুক্তি মানল না এবং যাও কিছু হল তা হল ঝঞ্ঝাটপূর্ণ মধ্যস্থতা। টাইটা তাকে শান্ত করার সর্বোত্তম চেষ্টা করল কিন্তু অ্যাপেপি খুব ধীরে নিজেকে সংযত করল। এভাবে তাই একমাত্র পঞ্চম দিনে অনুলেখকগণ চুক্তিপত্র লেখা শুরু করতে পারলেন। মাটির টেবিলের উপর রাজ হস্তাক্ষর ও হাইয়ারোগ্লিফিক অক্ষরে তারা তা

লিপিবদ্ধ করল। মিশরীয় ও হিকস্ উভয় ভাষাতেই তা লিখা হল। গভীর রাত পর্যন্ত তারা কাজ করল।

এ সময় পর্যন্ত নাজা ফারাও নেফার সেটিকে গোপন কক্ষটি থেকে দূরে রাখল। তাকে সে তুচ্ছ কাজে ব্যস্ত রাখল; যেমন শিক্ষকের কাছে পড়া, অস্ত্র চালনা অনুশীলন করা, অ্যাম্বাসডরদের সাথে সাক্ষাৎ, ব্যবসায়ী ও যাজকদের সাথে প্রতিনিধিত্ব করা ও যাদের দয়া ও দানের প্রয়োজন তাদের সাক্ষাৎ দান প্রভৃতি। শেষদিকে নেফার এসব এক ঘেয়েমি কাজের এতোটাই প্রতিবাদ করল যে নাজা বাধ্য হয়ে তাকে অ্যাপেপির ছোট ছেলের সাথে বাজ ধরতে ও শিকারে পাঠাল। কিন্তু এসব এ তেমন জমল না এবং প্রথম দিন অনেকটা বিতৃষ্ণা নিয়ে শেষ হল। দ্বিতীয় দিনে টাইটার পরামর্শে রাজকুমারী মিনটাকা দুই দলের মধ্যে শান্তি স্থাপনকারী হিসেবে বাজ শিকারী দলে যোগ দিল। এমনকি তার বড় ভাইয়েরাও তাকে সম্মান দেখাল ও তার অনুগত থাকল। যেখানে অন্য সময় হলে তারা নিশ্চিত তাদের অস্ত্র বের করে মিশরীয় দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। একইভাবে, মিনটাকা যখন তার শিকারী রথে তার পাশে চড়ছিল নেফারের যুদ্ধের প্রবণতাও দমিত রইল। সে তার অভদ্র ভাইদের আক্রমণাত্মক, দাম্ভিক ব্যবহারের কথা তাকে জানাল এবং তার বুদ্ধি ও বিদ্যা উপভোগ করল। তবে শারীরিক ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে কিছু বলল না। যখন তারা পলায়নরত হরিণ দলের পিছনে ছুটতে গিয়ে খারাপ রাস্তা লাফ দিয়ে পার হচ্ছিল তখন রথের বদ্ধ ককপিটের মধ্যে তারা একজন আরেকজনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এসময় মিনটাকা তাকে আকড়ে ধরে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করল।

প্রথম দিনের প্রমোদ ভ্রমণ শেষে নেফার মন্দিরে ফিরে টাইটাকে ডেকে পাঠাল। দিনের সব ঘটনা তাকে বলল কিন্তু তাকে খেয়ালী ও অমনোযোগী মনে হল। এমনকি যখন টাইটা তাকে তার প্রিয় বাজ শিকারের কথা জিজ্ঞেস করল তখনও নেফার কোন বিশেষ উৎসাহ দেখাল না। যতোক্ষণ না সে কল্পনার ঘোরে হঠাৎ বলে উঠল, 'এটা কি তোমাকে অবাক করে না টাইটা যে মেয়েরা কত নরম ও উষ্ণ হয়!'

ষষ্ঠ দিনের সকালে অনুলেখকরা তাদের কাজ শেষ করল এবং পঞ্চাশটি চুক্তিপত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রস্তুত করল। তখন নাজা মূল কাজে অংশ নিতে ফারাওকে ডেকে পাঠাল। একইভাবে অ্যাপেপির সব সন্তানেরা, মিনটাকাসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে।

আরো একবার মন্দিরের উঠান রাজকীয় ও গণ্যমান্যদের উজ্জ্বল সমাবেশে পূর্ণ হল। যখন উচ্চকণ্ঠে রাজ ঘোষক চুক্তির লেখা পড়তে শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে নেফারের মনোযোগ যা লেখা হয়েছে তার প্রতি আকৃষ্ট হল। সে ও মিনটাকা যে দিনগুলো একসাথে কাটিয়েছে তখন এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। যখনই তাদের মনে হল তারা কোন ভুল ধরছে অথবা ঘোষক কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

এড়িয়ে গেছে তখন তারা অর্থ পূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলো। যাইহোক, এগুলো কমই ছিল এবং নেফার নিশ্চিত যে সে টাইটার ছায়াময় প্রভাব এই বিশাল দলিলের অনেক জায়গায় জুড়ে রয়েছে। অবশেষে সীল মোহর করার সময় এল। বাদ্যের এক সিরিজ ঝংকারের সাথে নেফার নিজের স্মারক চিহ্ন ভেজা মাটিতে ছাপ দিল এবং অ্যাপেপিও তাই করল। নেফর এর এটা দেখে রাগ হল যে হিকস্ রাজা পবিত্র স্মারক গ্রহণ করার সাথে সাথে ফারাও-এর বিশেষ অধিকারও দখল করেছে।

যখন নাজা তার ভারি প্রসাধনে ঢাকা অস্পষ্ট অভিব্যক্তি নিয়ে এসব দেখছিল তখন দুই রাজ্যের যুগ্ম শাসক কোলাকুলি করছিল। অ্যাপেপি তার ভাল্লুকের ন্যায় বিশাল দেহের আলিঙ্গণে নেফারের চিকন দেহটা প্রায় ভাজ করে ফেলল এবং সমাবেশে উপস্থিত ব্যক্তিরা জোরে চিৎকার দিল। 'অসাধারণ! অসাধারণ!'

পুরুষেরা তাদের অস্ত্র ঢালের সাথে আঘাত করে কিংবা বর্শার গাঁট দিয়ে পাথরের পতাকায় আঘাত করে ঝনঝন শব্দ তুলল। দুম্ দুম্। নেফার নিজেকে অ্যাপেপির শক্তিশালী দেহের দুর্গন্ধের মধ্যে খুঁজে পেল। হিকস্রা এখনো মিশরীয়দের ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি রপ্ত করতে পারে নি। আস্তে করে সে নিজেকে তার যুগ্ম ফারাও-এর বাহু থেকে সরিয়ে আনল। কিন্তু অ্যাপেপি তার দিকে পিতৃব্য সুলভ ভঙ্গিতে চেয়ে রইল এবং তার একটা লোমশ হাত তার কাঁধে রাখল। তারপর সে উঠানে জড়ো হওয়া জনগণের দিকে ঘুরল, 'এই মহান ভূমির নাগরিকরা, যা আবার একত্রিত হল, আমি আপনাদের কাছে আমার দায়িত্ব ও দেশপ্রেমের ওয়াদা করছি। এর প্রমাণ হিসেবে, আমি আমার মেয়ে রাজকন্যা মিনটাকাকে ফারাও নেফার সেটির সাথে বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছি যে কিনা আমার সাথে এই মিশরের যুগ্ম ফারাও। ফারাও নেফার সেটি, যে আমার সাথে উচ্চ ও নিম্ন রাজ্যের দ্বৈত মুকুটের ভাগিদার এবং যে আমার পুত্র হবে এবং তার সন্তানেরা আমার নাতি হবে।'

সমাবেশ যখন এই বিস্ময়কর ঘোষণা শুনল তখন আঙ্গিনায় পিন পতন নিরবতা নেমে এল। তারপর তারা বাদ্য বাজনা বাজিয়ে আরো দ্বিগুণ চিৎকারে ফেঁটে পড়ল, অর্থাৎ তারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ফারাও নেফার সেটির চেহারায় এমন এক অভিব্যক্তি ছিল যা যে কোন মূর্খ ব্যক্তিও বোকার হাসি বলে বর্ণনা করবে। সে মিনটাকার দিকে চেয়েছিল। এদিকে মিনটাকা বিস্ময়ে জমে গিয়েছিল, এক হাতে মুখ ঢেকে নিজেকে চিৎকার দেওয়া থেকে বিরত রাখল এবং যখন সে তার পিতার দিকে চাইল তখন বিস্ময়ে তার চোখ বড় হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে একটা গাঢ় আভা তার চেহারায় ছড়িয়ে গেল এবং লাজুকভাবে সে নেফারকে দেখতে চোখ তুলল। তারা দু'জন একে অপরের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকল যেন উঠানের ভিড়ে আর কেউ নেই। টাইটা ফারাও-এর সিংহাসনের সামনে থেকে এসব দেখছিল। সে বুঝল অ্যাপেপির ঘোষণার সময়টা একেবারে সঠিক। এখন এমন কোন রাস্তা নেই যেখানে নাজা, টর্ক অথবা অন্য

কেউ এই বিয়ের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। টাইটা নাজার সিংহাসনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। প্রসাধনের নিচে রাজ-প্রতিভূ স্পষ্টত গভীর আতংকিত হলো, বিশেষ করে তার নিজের পরিণামের কথা ভেবে। যদি নেফার রাজকন্যাকে বিয়ে করে তবে সে নাজার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। সে দেখল দ্বৈত মুকুট তার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে। নাজা বুঝতে পারল টাইটার চোখ তার উপর, কারণ সে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্য টাইটা তার আত্মার গভীরে তাকাল, যেন সে একটা শুকনো কুয়ার ভিতরে তাকাল যা জীবন্ত কোবরায় পূর্ণ যার ভিত্তিতে রাজ-প্রতিভূর নাম দেওয়া। তখন নাজা তার হিংস্র হলুদ চোখগুলো লুকিয়ে ফেলল, শীতলভাবে হাসল এবং সম্মতিতে মাথা নাড়ল। কিন্তু টাইটা জানে সে কি তীব্র ঈর্ষায় জ্বলছে।

যাই হোক, ওই ভাবনাগুলো এতো দ্রুত ও জটিল ছিল যে সে ওগুলো ধরতে পারল না।

টাইটা তার মাথা ঘুরাল ও বিপরীত দিকের হিকস্ সৈন্যদের ভীড়ে লর্ড টর্কের মহাকায় দেহ খুঁজে বের করল। রাজ-প্রতিভূর বিপরীতে, টর্ক তার অনুভূতি ঢাকার কোন চেষ্টা করছে না। সে ছিল ক্রোধান্বিত। তার দাঁড়ি মনে হল খাড়া হয়ে গেল এবং তার চেহারা কালো রক্তে ফুলে উঠল। সে তার মুখ খুলল যেন অবজ্ঞায় অথবা প্রতিবাদে চিৎকার করবে। কিন্তু নিজেকে সে সামলে নিল এবং তলোয়ারের গাঁটে তার এক হাত রাখল। মুঠির চাপে তার আঙুলের গাঁট সাদা হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ টাইটার মনে হল সে বোধহয় তার ফলা বের করবে এবং উঠান পার হয়ে নেফারের চিকন দেহে তা ঢুকিয়ে দেবে। অনেক কষ্টে সে তারা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনল। নিজেকে সে স্বাভাবিক করল। তারপর এক ঝটকায় ঘুরে উঠান থেকে বেরিয়ে গেল। উত্তেজনা এমন ছিল যে প্রায় কেউ বুঝল না যে সে চলে গেল। শুধুমাত্র অ্যাপেপি নৈরাশ্যবাদী হাসি দিয়ে তাকে দেখল।

যখন টর্ক হাথোর পিলারের মধ্যদিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, অ্যাপেপি নেফারের কাঁধ থেকে তার হাত সরাল এবং নাজার সিংহাসনের নিকট নিয়ে গেল। সে আলতোভাবে রাজ-প্রতিভূকে তার কুশন থেকে উঠালো এবং তাকে আরো বেশি শক্তিতে জড়িয়ে ধরল যেভাবে সে ফারাওকে ধরেছিলেন। তার ঠোঁটগুলো নাজার কানের কাছে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে নরমভাবে বলল, 'এখন আর কোন মিশরীয় ষড়যন্ত্র নয়, আমার মিষ্টি সৌরভের ফুল, নইলে আমি ওগুলোকে তোমার রাজ্যের উপরে যতোদূর আমার হাত যায় ততোদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেব।' সে নাজাকে তার আসনে আবার বসিয়ে দিল, তারপর তার জন্য তার পাশে রাখা আসন গ্রহণ করল। নাজা পিছিয়ে গেল এবং একটা সুগন্ধি মাখা লিলেন কাপড় তার নাকে ধরে রাখল। যখন সে তার বুদ্ধি একত্রিত করল তখন উঠানে হাততালির পর হাততালি চলতে লাগল। একসময় যখন তা থামল, তখন অ্যাপেপি তার বিশাল থাবা তার সিংহাসনের বাহুতে জোরে আঘাত করল তাদেরকে নতুন করে উৎসাহ দেওয়ার

জন্য এবং আনন্দ ধ্বনি পুনরায় শুরু হল। সে নিজেকে পুরোপুরি উপভোগ করছিল এবং সে তাদের ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে গেল।

মাথায় নিম্ন মিশরের লাল মুকুট নিয়ে সেই ছিল প্রধান ব্যক্তিত্ব। তার পাশে নেফার, লম্বা সাদা মুকুটের ক্ষমতা নিয়েও একজন কিশোরের মতো অনভিজ্ঞ দেখাল। অবশেষে শেষ হাততালির পর নাজা উঠে দাঁড়াল ও দুই বাহু উপরে তুলল। একটা মাধুর্যপূর্ণ নীরবতা তখন নেমে এল।

'পবিত্র কুমারীকে সামনে আসতে দিন।' বেদির পূর্বাংশের বাঁকানো পর্দার আড়াল থেকে তার সহযোগী যাজকরা মিছিল করে বেরিয়ে এল, মন্দিরের প্রধান যাজিকা দ্বৈত সিংহাসনের দিকে আগ বাড়ল। তার সামনে, দু'জন যাজিকা দ্বৈত রাজ্যের মুকুট বহন করছে। যখন মন্দিরের গায়করা দেবীর প্রশংসায় গান গাইল তখন একজন সম্মানীয় বৃদ্ধ মহিলা যুগ্ম শাসকদের মাথা থেকে একক মুকুট সরিয়ে ফেলল এবং সেখানে দ্বৈত মুকুট বসিয়ে দিল যা মিশরের দুই রাজ্য একত্রিত হওয়ার গুরুত্ব বহন করে। তারপর সে নতুন ভূমিকে আশীর্বাদ করল এবং মন্দিরের ভেতর ফিরে গেল। সিদ্ধান্তহীনতার একটা ছোট বিরতি হল কারণ বিশাল মিশরের ইতিহাসে এটাই প্রথমবারের পুনঃমিলনের অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং কি করতে হবে তার সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

সুকৌশলে নাজা ঐ সুযোগটাকে কাজে লাগাল। আরো একবার সে উঠল ও অ্যাপেপির সামনে দাঁড়াল। 'এই শুভ ও আনন্দঘন দিনে, আমরা শুধুমাত্র দুই রাজ্যের মিলনই নয় ফারাও নেফার সেটি ও রাজকুমারী মিনটাকার বিয়ের ঘোষণাটাও উপভোগ করছি। তাই এটাও সকলে জানুক যে বিয়েটা অনুষ্ঠিত হবে এই মন্দিরে। আর তা হবে সেই দিন যেদিন ফারাও নেফার সেটি তার দায়িত্ব বুঝে নিবে এবং তার অধিকার অনুসমর্থন করার জন্য একটা শর্ত পূরণ করবে এবং তাকে রক্ষা ও উপদেশ দেয়ার জন্য কোন রাজ প্রতিভূ ছাড়াই রাজ্য চালাতে পারবে।'

অ্যাপেপি ভ্রুকুটি করল এবং নেফার হতাশার ছোট একটু অঙ্গভঙ্গি করল কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। পুরোপুরি জনগণের সামনে তা ঘোষণা করা হয়ে গেছে এবং রাজ প্রতিভূ হিসেবে নাজা দুই রাজ্যের ক্ষমতা নিয়ে কথা বলল। যার অর্থ যতোদিন না নেফার তার গডবার্ড ধরছে অথবা তার সিংহাসনের দাবি জোরালো করতে যুদ্ধের ময়দানে সফল হচ্ছে ততোদিন তাকে অপেক্ষা করতে হবে, নাজা খুব সহজেই বিয়েটা কয়েক বছরের জন্য পিছিয়ে দিল।

এটা একটা দক্ষ চাল, টাইটা তিক্তভাবে ভাবল। কিন্তু সে এর পিছনে তার রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রশংসা করল। নাজা তার দ্রুত চিন্তা ও সময়মত হস্তক্ষেপ করে তার বিপদকে বিবর্তিত করেছে। যখন তার প্রতিপক্ষ স্বাভাবিক হল, সে আবার বলে চলল, 'সমান আনন্দে আমি ফারাও অ্যাপেপি ও ফারাও নেফার সেটিকে রাজকন্যা হেজারেট ও মেরিকারার সাথে আমার বিয়ে উপভোগ করার আমন্ত্রণ

জানাচ্ছি। এই বিয়ে আজ থেকে দশ দিন পর অনুষ্ঠিত হবে। আইসিসের আরোহণ অনুষ্ঠানের প্রথম দিন থেবস শহরের আইসিস মন্দিরে হবে।'

অর্থাৎ দশদিনের মধ্যে লর্ড নাজা ট্যামোস রাজ পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যাবে এবং ফারাও নেফার সেটির অনুক্রমের বিপক্ষে দাঁড়াবে। টাইটা কঠোর মুখে ভাবল। এখন আমরা জানি, সব সন্দেহ পেরিয়ে কে সেই বার বার-আম-মাসারার পর্বতে বাজ পাখির বাসায় কোবরা রূপে ছিল।

হাথোর মন্দিরে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে, অ্যাপেপি অ্যাভারিস এবং নেফার সেটি থেবস্ এ বসবাস করবে। প্রত্যেকে তাদের পূর্বের রাজ্যই শাসন করবে তবে নিয়ম কানুনে একটু পরিবর্তন এল। প্রতিবছর দু'বার নীলের বন্যার শুরুতে ও শেষে মেমফিসে দুই রাজা মিলিত হবেন যেখানে দুই রাজ্যের সকল বিষয়ে আলোচনা করা হবে, নতুন আইন প্রণয়ন ও নৈতিক দাবি দাওয়া বিবেচনা করা হবে। যাই হোক, দুই রাজা বিদায় নেয়ার পূর্বে এবং নিজেদের রাজধানীতে ফিরে যাবার পূর্বে, অ্যাপেপি নেফার সেটির সাথে নদীর উজানে থেবস্ যাবে। সেখানে তারা লর্ড নাজার দ্বৈত বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেবে।

মন্দিরের নিচে জাহাজঘাট থেকে দু'দলের মালামাল জাহাজে তোলাটা ছিল একটা হৈ চৈ অবস্থা, যা সকালের বেশিরভাগ সময়টা জুড়ে ছিল। এদিকে সুযোগ বুঝে টাইটা মাঝি ও ডকইয়ার্ডের মালিক, দাস ও গুরত্বপূর্ণ যাত্রীদের সাথে মিশে গেল। এমনকি সেও তীরে স্তুপ দেওয়া বাক্স-পেটারা ও মালপত্র যেগুলো ছোট নৌকা ও পালতোলা একতলা নৌকা সমূহে তোলার অপেক্ষায় ছিল দেখে অবাক হল। নদীর উজানে খারাপ রাস্তায় না গিয়ে থেবস্ ও অ্যাভারিস উভয় দলের সৈন্যরা তাদের রথ ভেঙে ফেলছে এবং ওগুলোকে বোঝাই করছে এবং ঘোড়াগুলোকে বড় নৌকায় তুলছিল। যা নদীর তীরে বড় একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করল।

একবারের জন্যেও টাইটা তার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত ছিল। এসবের মধ্যেও কোন কোন লোক তাদের কাজ থেকে চোখ তুলতেই তাকে চিনতে পারছিল এবং তার আশীর্বাদ চাইল কিংবা কোন মহিলা তার অসুস্থ বাচ্চাকে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে এল। যাই হোক, সে নদীর তীরে নিজের মত করে ধীরে ধীরে কাজ করতে পারল এবং একসময় সে লর্ড টর্কের সৈন্য বাহিনীর রথ ও মালপত্র খুঁজে পেল। তাদের নির্দিষ্ট সবুজ ও লাল পতাকা দ্বারা সে তাদের চিনল এবং এগিয়ে যেতেই সে তার লোকদের মাঝে টর্কের নির্ভুল অবয়বকে আলাদা করল। টর্ক তার মালামাল ও অস্ত্রের একটা স্তুপের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। বর্শা-বাহকের উদ্দেশ্যে কটু কথা বলছিল: 'বুদ্ধিহীন বেকুব, কিভাবে তুমি আমার ঝোলা প্যাক করলে? আমার প্রিয় ধনুক ওখানে অরক্ষিত অবস্থায় আছে! কোন

গেঁয়ো ভূত তো ওটার উপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দেবে।' গত দিনের ঘটনায় তার মেজাজটা এখনও ঠিক হয়নি এবং সে জাহাজ ঘাটের দিকে আওয়াজ তুলে চলে গেল। তার পথে কোন দুর্ভাগা, যে তার পথে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে রথের চাবুক দিয়ে মেরে সরাল। টাইটা দেখল সে তার বাহিনীর অন্য একজনের সাথে কথা বলতে থামল, তারপর মন্দিরের রাস্তা ধরল।

সে অদৃশ্য হতেই টাইটা বর্শা বাহকের নিকট এগিয়ে গেল। সৈন্যটি তার যুদ্ধের পোশাক ও স্যান্ডেল খুলে রাখল এবং যখন সে ঝুঁকে টর্কের মালামালের একটা সিন্দুক অপেক্ষারত মালবাহী নৌকার দিকে টেনে নিয়ে এগোল, টাইটা তার নগ্ন পিঠে আলাদা গোল দাদের দাগটা দেখতে পেল। নৌকার ডেকে দাঁড়ানো একজন মাঝির কাছে বর্শা বাহক সিন্দুকটি দিয়ে ফিরে এল। এই প্রথম সে টাইটাকে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল এবং মুষ্টিবদ্ধ হাত বুক স্পর্শ করে তাকে সম্মানের সাথে স্যালুট করল।

'এদিকে এসো, যোদ্ধা।' টাইটা তাকে কাছে ডাকল। 'কতদিন ধরে তোমার পিঠে এই চুলকানি?'

ইচ্ছে করেই লোকটি তার একটি হাত তার দুই পাখনার মধ্য দিয়ে ঘুড়িয়ে উঠাল এবং নিজেকে এতো জোরে আঁচড় কাটল যে সে রক্ত বের করে ফেলল। 'যখন আমরা আবনাব দখল করেছি তখন থেকে অভিশপ্ত জিনিসটা আমাকে জ্বালাচ্ছে। আমার মনে হয় কোন মিশরীয় বেশ্যা মহিলার উপহার এটা।' সে দোষে অনুতপ্ত হল। টাইটা বুঝল শহরটি দখলের সময় সে যাকে ধর্ষণ করেছে সেই মহিলার কথা সে বলছে। 'ক্ষমা করুন, ওয়ারলক। আমরা এখন মিত্র এবং একই দেশের লোক।'

'তাই আমি তোমার অসুখ সারাব, যোদ্ধা। মন্দিরে যাও, বাবুর্চির কাছে শূকরের চর্বি চাও এবং তা আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তোমাকে একটা মালিশ তৈরি করে দেব।' টাইটা টর্কের লাগেজ ও যন্ত্রপাতির উপর বসে পড়ল এবং বর্শা বাহক দ্রুত সৈকতের দিকে চলে গেল। লাগেজের মধ্যে তিনটি ধনুক ছিল। টর্ক তার অভিযোগে অযাচিত ছিল কারণ প্রতিটি ধনুক ছিল সুরক্ষিত ও সতর্কভাবে তা চামড়ার ঢাকনার মধ্যে ঢুকানো। টাইটার একটি কাঠের সিন্দুকের উপর বসল। ভাগ্যই বলতে হবে কারণ সে দেখল সিন্দুকের উপর গ্রিপ্পা, অ্যাভারিসের তীর প্রস্তুত কারক যে উচ্চ পদস্থ হিকস্ অফিসারদের জন্য তীর বানায় তার সীলমোহর দেওয়া। টাইটার মনে পড়ল সে গ্রিপ্পার কাজ নিয়ে মিনটাকার সাথে কথা বলেছে। সে তার ছুঁরি বের করে ঢাকনা বেঁধে রাখা রশিটি কাটল এবং ওটা উঠাল। শুকনো খড়ের একটা স্তর তীরগুলো রক্ষা করছে এবং এর নিচে সেগুলো পর্যায়ক্রমে সজ্জিত, মাথাটা পাথরের চকচকে এবং পিছন লাল ও সবুজ পালকে সজ্জিত। টাইটা একটা নিল ও তার আঙুলের মধ্যে ঘুরাল।

খোদাই করা স্বাক্ষর তার চোখে পড়ল। সিংহের শৈলীবদ্ধ মাথা সাথে এটার দাঁত বের করা চোয়ালের মধ্যে 'ঞ' বর্ণ আঁকা। তীরটা তার ফারাও-এর হত্যা দৃশ্যের সময় পাওয়া খাপের মধ্যে রাখা তীরের মতই। এটি দেশদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রের শেষ বন্ধন, নাজা ও টর্ক এই রক্তাক্ত ষড়যন্ত্রের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যার পুরো অস্তিত্ব এখন পর্যন্ত একমাত্র সে-ই অনুমান করতে পেরেছে।

টাইটা দোষী তীরটা তার পোশাকের ভাঁজে ঢুকিয়ে নিল এবং সিন্দুকের ঢাকনা বন্ধ করে দিল। দক্ষতার সাথে রশিটি বাঁধল এবং বর্শা-বাহকের ফিরে আসার অপেক্ষায় রইল।

বৃদ্ধ সৈন্য টাইটার চিকিৎসার জন্য স্পষ্টত কৃতজ্ঞ হল, তারপর আরো একটু সাহায্য করার অনুরোধ করল। 'আমার এক বন্ধুর মিশরীয় পক্স হয়েছে, ম্যাগোস। এটা নিয়ে তার কি করা উচিত?' এটা টাইটাকে সবসময়ই অবাক করে যে হিকস্‌রা এটাকে মিশরীয় পক্স বলে ভাবে এবং মিশরীয়রাও অপবাদটা ফিরিয়ে দেয়। মনে হয় যেন কোন মানুষ নিজে কখনই রোগটার সাথে যোগাযোগ করে না কিন্তু সর্বদা একজন বন্ধু থাকে যে এই রোগে আক্রান্ত থাকে।

লর্ড নাজার সাথে দুই ট্যামোস রাজকন্যার বিয়ে ও ভোজটা ছিল সর্বকালের সবচাইতে ব্যয় বহুল আয়োজন। টাইটার মনে হল যেন এটা ফারাও ট্যামোস বা তার পিতা ফারাও ম্যামোস যারা রা-এর স্বর্গীয় পুত্র তাদের দীপ্তিকেও ছাড়িয়ে গেল।

থেবসের সাধারণ মানুষের জন্য লর্ড নাজা ৫০০ ষাঁড় জবাই করল। দুই জাহাজ ভর্তি শস্য-তরকারী সরকারি শস্যভান্ডার থেকে দিল এবং পাঁচ হাজার বড় মাটির পাত্রের উৎকৃষ্ট বিয়ার সে দিল। ভোজ সভা এক সপ্তাহ চলল কিন্তু খাবার পরিমাণে এতো বেশি ছিল যে এমনকি এক মাসের ক্ষুধার্ত থেবস-ও এতো কম সময়ে এতো খাবার শেষ করতে পারবে না। শস্য ও মাংসের অবশিষ্ট অংশ তারা সংরক্ষণের জন্যে ধোঁয়ায় শুকাল। পরবর্তী মাস জুড়ে তা শহরবাসীকে খাওয়ানো হল। যাহোক, বিয়ার হল অন্য আরেকটা বিষয়: প্রথম সপ্তাহ জুড়ে তারা তা পান করল।

বিয়েটা দুই ফারাও, ৬শ যাজক আর ৪ হাজার আমন্ত্রিত অতিথির সামনে আইসিসের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হল। যখন তারা মন্দিরে প্রবেশ করল প্রত্যেক অতিথিকে সে তাকে স্মরণ করার মতো খোদাই করা গয়না, আইভরি পান্না, প্রবাল ও আরো অনেক মূল্যবান রত্ন পাথর উপহার দিল যার প্রতিটির মধ্যে বর ও কনের নামের মাঝে অতিথির নাম খোদাই করা ছিল।

কনেরা তাদের বরের সাথে দেখা করতে একটা রাজ রথ যা পবিত্র সাদা কুঁজো পিঠের ষাঁড় কর্তৃক নগ্ন নুবিয়ান কোচোয়ান দ্বারা চালানো হয়। পুরো রাস্তা তাল পাতা ও ফুল দিয়ে সাজানো হয় এবং একটা রথ সামনে থেকে রুপা ও কপারের মুদ্রা রাস্তার দুইপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো উন্মত্ত লোকজনের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। তাদের উৎসাহ লর্ড নাজার দানের বিয়ার দিয়ে একটুও দমিত হয় নি।

মেয়ে দু'টো জালের ন্যায় মেঘলা–সাদা রঙের লিলেনের দামী পোষাকে সজ্জিত এবং ছোট মেরিকারা তার পোশাক, যা তার দেহে জড়িয়ে ছিল ও নিজের গহনার ভারে প্রায় নুইয়ে পড়ছিল। তার অশ্রু সুরমা ও সাদা প্রসাধনের মধ্যে দিয়ে লম্বা রেখা কেটে নিচে নেমে গেছে। হেজারেট তার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে।

যখন তারা মন্দিরে পৌছল তখন তারা দুই ফারাও–এর সাথে তাদের রাজকীয় কোচ থেকে নেমে মিলিত হল। নেফার মেরিকারাকে মন্দিরের মূল অংশে নিয়ে যেতে যেতে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কেঁদোনা, ছোট্ট সোনা। কেউ তোমাকে আঘাত করতে যাচ্ছে না। ঘুমানোর পূর্বেই তুমি তোমার খেলার ঘরে ফিরে যাবে।'

তার বোনদের বিয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে নেফার তার ছোট বোনকে মন্দিরের ভেতরে নেওয়ার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু টাইটা তাকে বুঝিয়েছে। 'আমরা এটা ঘটতে প্রতিরোধ করতে পারি না যদিও তুমি জান কিভাবে আমরা চেষ্টা করেছি। নাজা সংকল্পবদ্ধ। তার এই ছোট জীবনে তুমি তাকে সান্ত্বনা দিতে সেখানে না থাকলে সেটা হবে নিষ্ঠুরতা।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেফার রাজি হয়েছে।

তাদের পিছনে খুব কাছে থেকে অ্যাপেপি হেজারেটকে নিয়ে আসছে। সাদা পোশাক ও চকচকে অলংকারে তাকে একজন স্বর্গীয় পরীর মতো সুন্দর লাগছে। কয়েক মাস আগে প্রভুরা তার ভাগ্যে কি লিখেছেন সে ব্যাপারে সে জেনেছে এবং তার প্রার্থনা, হতাশা ও ভয় ধীরে ধীরে কৌতুহল ও নিশ্চুপ সমর্পণের রূপ নিয়েছে। লর্ড নাজা দেখতে অতি চমৎকার এবং তার সেবিকা, সমবয়সী মেয়েরা ও খেলার সাথীরা তার সাথে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। তার গুণ নিয়ে তারা অসীম আলোচনা করেছে এবং ফিক করে হেসে আরো নানান কথা বলেছে।

সম্ভবত এই আলোচনার ফলে হেজারেট সম্প্রতি গোপন প্রণয়ের স্বপ্নটা দেখল। একটা স্বপ্নে সে দেখেছে যে সে আর রাজ প্রতিভূ নদীর পাড়ের ঘাসের বাগান দিয়ে হাঁটছে। সে দৌড়ে আগে চলে গেল। যখন সে তার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকাল দেখল রাজ প্রতিভূও তার পিছনে দৌড়ে আসছে কিন্তু তার কোমর পর্যন্ত সে মানুষ। আর তার নিচের অংশটা একটা ঘোড়ার ন্যায়, ঠিক নেফারের খোঁজা না করা ঘোড়াটা যেমন। স্টার গেজারের মতো। যখন সে কোন মাদী ঘোড়ার সাথে থাকে, সে প্রায়ই স্টার গেজারকে একই রকম অদ্ভুত অবস্থায় দেখেছে যেমনটা তখন রাজ-প্রতিভূকে দেখা যাচ্ছিল এবং তারপর থেকে সে সব

সময় এই দৃশ্য দ্বারা নিজে আন্দোলিত হতো। যাহোক, ঠিক যখন রাজপ্রতিভূ তার কাছাকাছি চলো আসে এবং একটা অলংকারপূর্ণ হাতে তাকে ধরতে পৌঁছে যায় তখন স্বপ্নটা হঠাৎ করে শেষ হয়ে যায় এবং সে নিজেকে তার গালিচার উপর সম্পূর্ণ ঋজুভাবে বসা অবস্থায় খুঁজে পায়। কি করছিল তা না বুঝেই সে তার নিজের নিম্নাংশ স্পর্শ করে। তার আঙ্গুল ভিজে যায় ও পিচ্ছিল হয়ে যায়। সে এতোটাই বিস্মিত হয়ে পড়ে যে তারপর সে আর ঘুমাতে পারেনি এবং স্বপ্নটা যেখানে শেষ হল সেখান থেকে আর শুরু করতে পারেনি। যদিও সে তা করার অনেক চেষ্টা করে। সে এই উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতার ফল জানতে চায়। পরের দিন সকালে সে অস্থির ও বিরক্তি অনুভব করে এবং তার চারপাশে যারাই থাকল তাদের উপর সে খারাপ মেজাজি আচরণ করল। তখন থেকে ম্যারনের প্রতি তার বালিকা সুলভ আচরণটা কমতে থাকে। সে তার সাথে কদাচিৎ সাক্ষাৎ করল। এই দিনগুলো থেকে যখন তার দাদা নাজার হাতে মৃত্যুবরণ করল তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে এবং পরিবারটার উপর দুর্গতি নেমে এসেছে, তখন সে বুঝতে পেরেছে যে সে একজন নিঃসম্বল বালক। সে এখন একজন সাধারণ সৈনিক, সুদৃষ্টি ও সম্ভাবনা ছাড়া। নাজার সামাজিক মর্যাদা প্রায় তার সমকক্ষ এবং তার সম্পদ তার চাইতে অনেক বেশি।

সে এখন এটা গম্ভীর ও নিষ্পাপ ভাব ধারণ করল যখন অ্যাপেপি তাকে মন্দিরের বড় সাজানো গ্যালারি দিয়ে প্রধান অংশে নিয়ে গেল। বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য লর্ড নাজা সেখানে অপেক্ষা করছিল এবং যদিও সে সুন্দর পোশাক ও চমৎকার ইউনিফর্ম, সভাসদ ও অফিসারদের দ্বারা ঘেরা ছিল তবুও হেজারেট একমাত্র তার দিকেই তাকাল। প্রভু অশিরিশকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য সে অসট্রিচ পাখির বড় পালকের পাগড়ি পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আসমর ও লর্ড টর্ক যারা তার পাশে দাঁড়ানো তাদের সে ছাড়িয়ে গেল। হেজারেট তার কাছাকাছি আসতেই তার সুগন্ধি সম্পর্কে সচেতন হল। ইনডাস থেকে দূর কোন দেশের ফুলের নির্যাসের মিশ্রণ এবং মূল্যবান মোমের মত পদার্থও থেকে তৈরি যা গভীর সমুদ্র দেবতাদের একটার দান যা শুধুমাত্র সমুদ্র তীরে পাওয়া যায়। ঘ্রাণটা তাকে আন্দোলিত করল এবং সে কোন ইতস্তত ছাড়াই হাতটা ধরল যা নাজা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং ঐ মনোমুগ্ধকর হলুদ চোখের দিকে সে তাকাল।

যখন নাজা মেরিকার দিকে আরেক হাত বাড়াল সে জোরে চিৎকার দিল এবং নেফার তখন তাকে শান্ত করতে আশ্বস্ত করল। সে দীর্ঘ অনুষ্ঠানের পুরোটা জুড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

অবশেষে যখন লর্ড নাজা নীলের পানি পূর্ণ পাত্রটি অনুষ্ঠানের শেষ আনুষ্ঠানিকতা স্বরূপ ভাঙল, জনগণ বিস্ময়ে বিহ্বলিত হল। মহান নীলের পানি যার তীরে মন্দিরটি অবস্থিত তা খুব সুন্দর নীল বর্ণ ধারণ করল। প্রথম বাঁক ঘিরে নাজা নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একসারি নৌকা রেখেছে এবং মন্দিরের ছাদ থেকে

সঙ্কেত পেয়ে তারা রঙের পাত্রগুলো পানিতে ফেলতে লাগল। প্রভাবটা ছিল শ্বাসরুদ্ধকর কারণ নীল হল ট্যামোস বংশধরের রঙ। নাজা তার ফারাওদের সাথে নতুন সম্পর্কের জানান দিল।

ছাদের পূর্ব দিকের দেয়াল থেকে টাইটা নদীর রঙ বদলে যেতে দেখল যা আসন্ন বিপদের পূর্বাভাসে কাঁপছিল। মনে হল এক মুহূর্তের জন্যে মিশরের বিশাল আকাশে সূর্যটা কালো হয়ে গেল সেই সাথে যেন নীলের পানি রক্তাভ বর্ণ রঙ ধারণ করল। কিন্তু উপরে তাকিয়ে সে দেখল সেখানে কোন মেঘ নেই। কিংবা সূর্যের রশ্মিকে বাঁধা দেওয়ার জন্য না ছিল কোন পাখির ঝাঁক এবং যখন সে আবার পানির দিকে নিচে তাকাল দেখল পানি আবার তার নীল রঙে ফিরে এসেছে।

নাজা এখন রাজ রক্তের ধারক এবং নেফার সেই সুরক্ষার মধ্যে। টাইটা প্রার্থনা করে উঠল, 'আমিই তার এখন একমাত্র ঢাল এবং আমি একা ও বৃদ্ধ। আমার শক্তি কি কোবরাটাকে বাচ্চা বাজপাখি থেকে দূরে সরাতে পারবে? স্বর্গীয় হুরাস, আমাকে আপনার শক্তি দিন। সব সময় আপনিই আমার বর্ম ও বর্শা হয়েছেন। আমাকে এখন ত্যাগ করবেন না, মহান প্রভু।

লর্ড নাজা ও তার নতুন দু'জন স্ত্রী আকর্ষণীয় কক্ষে নেমে এল যার প্রাসাদের ফটকগুলোতে সিংহ পদবীর দুর্ধর্ষ সৈন্যরা প্রহারা দিচ্ছে। সেখানে তারা নেমে শুভযাত্রা সহকারে বাগানের মধ্যদিয়ে ভোজন কক্ষের দিকে এগোল। বেশিরভাগ অতিথিরা তাদের পূর্বেই চলে এসেছে এবং অশিরিশ মন্দিরের বাগানে উৎপন্ন আঙুরের মদ চেখে দেখছে। যখন বিয়ের দলটি প্রবেশ করল তখন হৈ চৈ- এ কানে তালা লাগার উপক্রম। নাজা দুই হাতে দুই নতুন কিশোরী স্ত্রীকে ধরে আছে। তিনজন নব দম্পতি ভিড়ের মধ্য দিয়ে আড়ম্বর শোভযাত্রা করল ও ভোজ সভার কোণে স্তূপ করা উপহারসমূহ সংক্ষেপে পরিদর্শন করল যেগুলো এরকম স্মরণীয় অনুষ্ঠানের সাথেই কেবল মানানসই। অ্যাপেপি স্বর্ণের পাতায় মোড়া একটা রথ পাঠিয়েছে। আর তা এতো সুন্দর যে এমন কি হলের কম আলোতেও এর দিকে সরাসরি তাকানো কঠিন ছিল। ব্যবলিয়ন থেকে রাজা সারগন একশ দাস পাঠিয়েছেন, প্রত্যেকে তারা একটি করে চন্দন কাঠের সিন্দুক বহন করছে যাদের প্রতিটি গহনা, মূল্যবান পাথর অথবা স্বর্ণের পাত্রে পূর্ণ। তারা রাজ-প্রতিভূর সামনে হাঁটুগেড়ে বসে তা গ্রহণ করতে প্রার্থনা জানাল। নাজা গ্রহণের চিহ্ন স্বরূপ তা প্রতিটি স্পর্শ করল। ফারাও নেফার সেটি লর্ড টাইটার পরামর্শে তার নতুন ভগ্নিপতিকে নদীর তীরের মূল্যবান ৫টা জমি দিল। অনুলেখকরা হিসেব করে দেখল যে এর দাম তিন লাখ খাঁটি স্বর্ণের মুদ্রার চেয়ে বেশি। রাজ-প্রতিভূ তার ফারাও-এর সমান ধনী হয়ে গেল।

বিবাহের তিন ব্যক্তি যখন বিয়ের মজলিসের প্রথমে আসন গ্রহণ করল, রাজ বাবুর্চি তাদের ও তাদের অতিথিদের সামনে খাবার খেল যা ৪০টি আলাদা রকমের খাবার এক হাজার দাস পরিবেশন করল। সেখানে ছিল হাতির শুঁড়, ব্যাঙের জিহ্বা ও নুবিয়ান পাহাড়ী ছাগলের হাড্ডি ছাড়া মাংস, বন্য ও আফ্রিকান শূকরের মাংস, গজলা হরিণ ও নুবিয়ান আইবেক্স, টিকটিকি ও অজগর, কুমির ও জলহস্তী, ষাঁড় ও ভেড়ার মাংস। নীলের সব ধরনের মাছ পরিবেশন করা হল। ভারদন্ড বিশিষ্ট কেট ফিশ যার দেহ হলুদ চর্বিতে পূর্ণ, তা থেকে শুরু করে মিঠা ও নোনা পানির মাছ পর্যন্ত সেখানে ছিল। উত্তরের সাগর থেকে টুনা, হাঙ্গর, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি এবং কাঁকড়া ডেল্টা থেকে দ্রুত একটা নৌবহর দ্বারা পাঠানো হয়েছে। বাতাসে উড়ে চলা পাখি, নীবর হাঁস সহ, তিন ধরনের রাজহাঁস, অসংখ্য হাঁস ও ভরত পাখি, তিতির ও কোয়েল রোস্ট করা, ছ্যাকা দেওয়া মদ অথবা বন্য মধু অথবা গুল্ম ও মশলা দিয়ে খাওয়া হল।

আগুন থেকে সুগন্ধি মিশ্রিত ধোঁয়া এবং রান্নার ঘ্রাণ ভিখারীদের দল এবং প্রাসাদের ফটকের সাধারণ মানুষ পেয়েছে এবং এমকি তারাও পেল যারা দূরে নদীর তীরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অথবা মধ্য নদীতে নৌকায় ছিল, যারা ভোজ দেখতে কাছে এসেছে।

অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য ছিল সঙ্গীত শিল্পী ও যাদুকর, কসরতবাজ ও পশু প্রশিক্ষকের দল। হৈ হুল্লোয় পাগল হয়ে একটা বড় বাদামী ভালুক তার শিকল ভেঙে পালিয়ে গেল। হিকস্‌দের একটা দল টর্কের নেতৃত্বে চিৎকার দিয়ে ওটার পিছু লাগল এবং নদীর তীরে ধাওয়া করে ছোট প্রাণীটাকে হত্যা করল।

রাজা অ্যাপেপি দুজন অ্যাশিরিয়ান মহিলা ব্যায়ামবিদের নমনীয়তা ও কসরতে খুব খুশি হলেন, তাই তাদের প্রত্যেককে সে তার দুই হাতে নিল ও বহন করল, লাথি মারল ও হৈ চৈ করল। নাচের মঞ্চ থেকে প্রসাদের ব্যক্তিগত কোয়ার্টারের দিকে যখন সে ফিরল সে টাইটার কাছে গোপন কথাটা বলল, 'তাদের একজন যে সুন্দর কোঁকড়া চুলওয়ালা ছিল ও আসলে একটা ছেলে। আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম যখন আবিষ্কার করল তার দুই পায়ের মাঝে গোপন অঙ্গটা আছে এবং আমি তা ধরতেই সে পালিয়ে যেতে চাইল।' সে হাসিতে গর্জন করে উঠল, 'ভাগ্যক্রমে আমি তা হতে দেই নি কারণ দুজনের মধ্যে সে-ই ছিল মজার।'

রাত নামতেই বেশিরভাগ অতিথি মাতাল হয়ে গেল অথবা খাবারে এতো ঠেসে গেল যে তারা খুব কমই দাঁড়াতে পারল, তখন লর্ড নাজা ও তার নব বধূরা চলে গেল। তারা ব্যক্তিগত কক্ষে প্রবেশ করার পর নাজা তার সেবিকাদের ডাকল যেন মেরিটাকাকে তার নিজের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। 'তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে।' সে তাদের সাবধান করল। 'বেচারি বাচ্চা মেয়ে নিজের পায়ের উপরই ঘুমিয়ে পড়েছে।'

তারপর সে হেজারেটকে হাতে ধরে তার জমকালো কক্ষে নিয়ে গেল যেখান থেকে নদী দেখা যায়। নীলের কালো পানিতে সোনালি তারা যেন জ্বলছে।

কক্ষে প্রবেশ করতেই হেজারেটের ব্যক্তিগত দাসী তার বিয়ের পোশাক ও গহনা খোলার জন্য তাকে বাঁশের বেড়ার আড়ালে নিয়ে গেল।

ভেড়ার চামড়া দিয়ে বিয়ের বিছানাটা তৈরি যা চকচকে সাদা রঙের। লর্ড নাজা সতর্কতার সাথে তা পরীক্ষা করল এবং সে ওটার গুণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাইরের ছাদে গেল এবং নদীর ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিল। একজন দাস তাকে এক বোল মশলা দেওয়া মদ এনে দিল এবং সে তৃপ্তি সহকারে তা পান করল। এই প্রথম সে তার নিজেকে পুরো বিকেলটা উপভোগ করতে দিল। নাজা জানে বেঁচে থাকার একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে শত্রুদের উপস্থিতিতে নিজের বুদ্ধি পরিষ্কার রাখা। সে লক্ষ্য করে দেখেছে যে অন্য সকল অতিথিরা পান করে নিজেদের অবস্থা বেসামাল করেছে। এমনকি টর্ক যার উপর সে অনেক বিশ্বাস ও ভরসা রাখে সেও তার পশুত্বের কাছে বশ মেনেছে। নাজা শেষ তাকে সুন্দর এক লাইবিয়ান দাসী মেয়ের ধরা বোল থেকে পান করতে দেখেছে। টর্ক পান শেষ করে তার মুখ মেয়েটার স্কার্ট দিয়ে মুছছিল। তারপর তাকে নিজের মাথার উপর তুলে ধাক্কা দিয়ে ঘাসের মাঠে ফেলে দিল এবং পিছন থেকে তার উপর চড়ে বসল। নাজার খুঁতখুঁতে স্বভাব এই দৃশ্য দেখে দুঃখ পেয়েছে।

সে পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করতেই দু'জন দাস দুলকি পায়ে ভেতরে এল। তারা গরম পানির একটা বড় কড়াই বহন করছিল, যার মধ্যে পদ্মফুলের পাপড়ি ভাসছে। নাজা মদের বোতলটা এক পাশে রাখল এবং গোসল করতে গেল। একজন দাস তার চুল শুকালো ও বেনুনি করে দিল এবং অন্য জন তার জন্যে একটা পরিষ্কার সাদা পোশাক নিয়ে এল। তারপর সে তাদেরকে বিদায় করে দিয়ে ফুল শয্যার বিছানায় ফিরল।

সে বিছানার উপর শুয়ে তার দীর্ঘ চমৎকার দেহটা বিছিয়ে দিল এবং সোনালি কাজের আইভরি বালিশে নিজের বিনুনি করা মাথাকে বিশ্রামে দিল।

কক্ষের অন্য কোণ থেকে কাপড়ের খসখস ও নারীসুলভ ফিসফিসানি শোনা গেল। সে একবার হেজারেটের হাসি চিনতে পারল এবং শব্দটা তাকে জাগিয়ে দিল। সে কুনুইতে ভর দিয়ে বাঁশের বেড়ার দিকে তাকাল। দূরত্ব এতোটুকু যে সে তার বিবর্ণ কোমল ত্বক দেখতে পেল।

ক্ষমতা ও রাজনৈতিক উচ্চাকাংখাই এই বিয়ের মূল কারণ, কিন্তু ওগুলোই একমাত্র কারণ নয়। যদিও স্বভাব সিদ্ধভাবে সবসময়ই সে একজন যোদ্ধা ও অভিযাত্রী তবুও নাজার মাঝে একটা কামুক স্বভাব বিদ্যমান। বছর জুড়ে সে হেজারেটকে চুপি চুপি দেখেছে এবং প্রত্যেক অবস্থায় তার নারীত্বের প্রতি ও তার মনের প্রতি তার আকর্ষণ বেড়েছে। তার শিশুকাল থেকে লাজুক কিশোরীত্বে

উপনিত হওয়া পর্যন্ত এবং তারপর সেই সময় যখন নারীত্বের পূর্ণতায় তার শরীর নাজুক ও মাধুর্যময়ী হয়ে উঠল, তার শরীরের গন্ধ পরিবর্তন হয়ে গেল, অতঃপর যখনই সে তার খুব কাছে আসত তখন সে নারীত্বের অন্যরকম ক্ষীণ গন্ধ তাকে পাগল করে তুলত।

একবার যখন বাজ ধরতে সবাই বেরিয়েছিল তখন নাজা হেজারেটের কাছাকাছি এসেছিল এবং সে ও তার দুই বান্ধবী তার কটি বন্ধনী সাজানোর জন্য পদ্ম ফুল তুলছিল। সে যখন তীরে দাঁড়িয়েছিল তখন সে তার দিকে তাকিয়ে ছিল এবং তার ভেজা স্কার্ট তার পায়ের সাথে লেপ্টে ছিল ফলে সুন্দর লিনেনের ভেতর দিয়ে তার ত্বক দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। তার চুল তার গালের উপর এলোমেলো হয়ে একটা নিষ্পাপ অভিব্যক্তি তৈরি করেছিল যা কম কামনা উদ্রেককারী ছিল না। যদিও তার অভিব্যক্তি গম্ভীর ও বিনয়ী ছিল, তার বাঁকা চোখে ছিল লাজুকতা, তবুও তার মধ্যে কামুক একটা ভাব ছিল যা তাকে বিমুগ্ধ করেছিল। কিন্তু তা ছিল এক মুহূর্তের জন্যে, সে তার বান্ধবীদের না ডেকে তীরে উঠে প্রাসাদের উদ্দেশ্যে ঘাসের মাঠ দিয়ে দৌড়ে চলে যায়। তার ভেজা দীর্ঘ পাগুলো তখন ঝিলিক দিচ্ছিল, তার গোলাকার নিতম্ব আন্দোলিত হচ্ছিল এবং লিনেনের স্কার্টের নিচে আকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছিল। হঠাৎ করে তখন তার নিঃশ্বাস ছোট হয়ে আসে ও দ্রুত হল।

আর এখন স্মৃতিচারণের সময় তার কোমরের পেশীও আন্দোলিত ও দ্রুত হল। বেড়ার আড়াল থেকে তার বেরিয়ে আসার অপেক্ষা সে রয়েছে। কিন্তু উল্টো সে আবার চাইল সময়টা দেরি হোক যাতে সে পুরোপুরি বুঝতে পারে। অবশেষে তা ঘটল। দু'জন দাসী তাকে বাইরে নিয়ে এল তারপর তাকে মেঝের মাঝখানে একা দাঁড় করিয়ে রেখে দ্রুত কেটে পড়ল।

তার রাতের পোশাক গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত তার ছড়ানো। যা পূর্বের কোন ভূমি থেকে আনা, অপ্রতুল ও মূল্যবান একটা সিল্ক, ক্রিম রঙ এবং এতো সুন্দর যে মনে হল এটা তার চারপাশে নদীর কুয়াশার মতো ভাসছে। তার নেওয়া প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে যেন নড়ছে। তার পিছনের কোনায় তিন পাওয়ালা এক টুলের উপর একটা তেলের প্রদীপ ছিল এবং নরম আলোটা তার সিল্কের ভেতর দিয়ে আরো উজ্জল দেখাল। তার বাঁকানো কোমর ও কাঁধ শৈল্পিক দৃশ্য ধারণ করল, তাই ওগুলো পালিশ করা আইভরির মতো নরমভাবে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। তার পা খালি ও হাতে মেহেদি আঁকা। তার চেহারা থেকে প্রসাধন ধুয়ে ফেলা হয়েছে তাই তার তরুণ রক্ত তার নিখুঁত ত্বকের নিচে নাজুকভাবে তার গালকে রাঙা করে রেখেছে এবং তার ঠোঁট কাঁপছিল যেন সে এখনই কেঁদে ফেলবে। সে তার মাথা বালিকা সুলভ অনুনয়ের ভঙ্গিতে ঝুলিয়ে রাখল এবং নিচের পাপড়ি উঁচিয়ে সে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার চোখ সবুজ এবং ওগুলোর মধ্যে সে একটা দুষ্টুমির ঝলক দেখতে পেল। তার রক্ত আবার কেঁপে উঠল যেন সে তার সাথে ষড়যন্ত্র করছে।

'ঘুরে দাঁড়াও', সে কোমলভাবে বলল কিন্তু তার কণ্ঠ এমন শুকনো যেন কোন সবুজ খেজুর গাছ থেকে কেউ তার রস শুষে নিয়েছে। সে তার কথায় সায় দিল, কিন্তু একটা স্বপ্নের মতো ধীর গতিতে সে তার কটি ঘুরালো এবং তখন সিল্কের মধ্য দিয়ে আলতোভাবে তার পেট ঝলকে উঠল। তার নিতম্ব দুলে উঠল, গোল ও অসট্রিচের ডিমের মতো তা সুন্দর এবং তার জ্বলজ্বলে লম্বা চুলও সে সাথে ঢেউ দুলাল।

'তুমি সুন্দর', নাজা বলল। তার ঠোঁটের কোণায় হাসি দেখা দিল এবং জিভের ডগা দিয়ে সে ওগুলোকে ভেজাল যা ছিল বিড়ালের বাচ্চার জিভের ন্যায় গোলাপি। 'আমি খুশি যে আমার লর্ড রাজ-প্রতিভূ আমাকে তা মনে করেন।'

নাজা বিছানা থেকে উঠে তার কাছে গেল। সে তার হাতটা নিজের হাতের উপর নিল যা ছিল উষ্ণ ও নরম। সে তাকে টেনে বিছানায় নিয়ে গেল এবং সেও কোন ইতস্তত ছাড়াই তাকে অনুসরণ করল। নববধূ সাদা ভেড়ার চামড়ার উপর হাঁটু গেড়ে বসল এবং তার মাথা ঝুলিয়ে দিল যাতে তার চুল তার মুখের উপর এসে পড়ে। নাজা তখন তার সামনে দাঁড়াল এবং সামনে ঝুঁকল যতোক্ষণ না তার ঠোঁট তা স্পর্শ করল। সে তার দেহের গন্ধ পেল। সে তার চুল ধরল এবং কালো পর্দার ভেতর দিয়ে তার দিকে তাকাল। তারপর সে তার লম্বা চুলগুলোকে ভাগ করে দিল এবং এক হাতে তার চিবুক ধরে তাকে তার দিকে ফেরাল।

'আপনার চোখগুলো ইকোনার মতো।' হেজারেট ফিসফিসিয়ে বলল। ইকোনা ছিল নাজার পোষা সিংহের নাম। পশুটা সব সময় তাকে ভীত ও মুগ্ধ করত। এখন তার সে রকম অনুভূতি হচ্ছে কারণ লোকটিকে একটা বড় বিড়ালের মতো চকচকে ও নরম মনে হচ্ছে; তার চোখ হলুদ ও অপ্রশম্য। সহজাত নারী প্রবৃত্তিতে সে ওগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতা বুঝল যা তার আবেগে সাড়া জাগাল যা সে আগে কখনো অনুধাবন করেনি। 'আপনিও সুন্দর।' সে ফিসফিস করে বলল এবং এটা সত্য। এই মুহূর্তে সে বুঝল যে সে-ই তার দেখা সবচাইতে সুন্দর সৃষ্টি।

সে তার নববধূকে চুমু খেল এবং তা তাতে অন্যরকম এক শিহরণ জাগালো। এর স্বাদটা তার কাছে মনে হল কোন পাকা ফলের মতোই সুস্বাদু যার স্বাদ এর আগে সে কখনও নেয় নি। স্বভাবিক নিয়মে সেও তা গ্রহণ করতে তার মুখটা প্রশস্ত করল। সাথে সাথে নাজার জিহ্বাটা তার মুখের ভেতর সাপের ন্যায় নড়াচড়া করতে লাগল, যেন সব কিছু শুষে নিতে চাইছে; সে এতে কোন বাঁধা দিল না। সে সমর্পণে তার চোখ বুঝল এবং প্রাণ ভরে তা উপভোগ করতে লাগল। সাড়া পেয়ে নাজাও তার পিছনে হাত নিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে আরো কাছে টেনে নিল এবং আরো জোরে তার ওষ্ঠ পিষে ফেলতে চাইল। সে তার চুম্বনের আবিসে নিজেকে এতো হারিয়ে ফেলল যে যখন নাজা তার স্তনে হাত রাখল তখন সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। চোখ খুলে সে তা দেখল এবং হাঁফাতে লাগল। সে তাকে দূরে ঠেলে দিতে চাইল

কিন্তু নাজা তাকে শক্ত করে ধরে ছিল। তারপর ধীরে ধীরে সে তার দেহের উপর নাজার শক্ত চাপ অনুভব করল যা তাকে ভীত করে তুলল। নাজা তার স্তনের বোঁটায় হালকা একটা চুম্বন দিল, সাথে সাথে তা তার শরীরে অন্যরকম একটা শিহরণ জাগাল। নাজা তখন তার হাতটা সরিয়ে নিতেই সে একটু হতাশ বোধ করল। তারপর নাজা তাকে টেনে ভেড়ার চামড়ার উপর তুলে আনল এবং তার স্তনদ্বয় তার মুখ বরাবর আনল।

মুহূর্তের মধ্যে সে তার রেশমি গাউনটা এক টানে খুলে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর তার স্তনের বোঁটা মুখের ভেতর নিয়ে অবিরত তা চুষতে লাগল, আবেগে সে তখন জোরে চিৎকার দিয়ে উঠে। একই সময়ে নাজা তার একটি হাত তার নব বধূর নিম্নাংশের উরু সন্ধিস্থ কোমল গোপন অঙ্গের নরম চুলের উপর নিয়ে তা মন্থন করতে লাগল।

হেজারেট যেন বাঁধা দেবার ক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলেছে। বরং সে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হল। তার দাস বালিকা তাকে যা শুনিয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে তা আরো নির্মম। বরং তার হাতটা দ্রুত, শক্ত এবং কর্মঠ। মনে হচ্ছে নাজা যেন তার দেহের বিষয়ে তার নিজের চাইতেও আরো বেশি জ্ঞাত। তা নিয়ে সে এক দক্ষ খেলায় মেতে উঠলো যা তাকে গভীর থেকে আরো গভীরে, দ্রুত থেকে আরো দ্রুত কোন মাতাল সাগরের অতলে নিয়ে যেতে থাকল।

তখনই সে তল খুঁজে পেল যখন হঠাৎ চোখ খুলে সে অনুভব করল যে তার দেহটা বিবস্ত্র, গাউনটা উধাও এবং সে তার নগ্ন দেহটা নিয়ে খেলা করছে। তার সে স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ে গেল যেখানে নাজার দেহের নিম্নাংশটা ছিল স্টার গেজারের মতো। ভয়ে ভয়ে সে তার দিকে তাকালো, কিন্তু স্বপ্নের কোন মিল সে খুঁজে পেল না। তার ভয়টা উধাও হয়ে গেল এবং আবোরো সে তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করল। তারপরই সে তার নিম্নাংশে একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল, যেন তরল কিছুর ক্ষরণ ঘটছে কিন্তু সাথে সাথে একটু অস্বস্তিকর অথচ ভালো লাগা এক অনুভূতি তাকে গ্রাস করল। এর একটু পর সে তার উপর থাকা নাজার একটা উল্লাস ধ্বনি শুনল। যা তার দেহের ভেতর কাঁপুনি জাগাল এবং সহ্যহীন একটা আনন্দের সাথে সাথে সেও শিৎকার দিয়ে উঠল।

এক রাতে পরপর দু'বার একই অদ্ভুত আনন্দে সে কাঁদল।

যখন ঊষা তার গোলাপি ও রূপালি আলো নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল সে তখনো তার বাহুতে শুয়েছিল। তার মনে হল যেন সব জীবনী শক্তি তার ভেতর থেকে শুষে নেওয়া হয়েছে, যেন তার হাড়গুলো নদীর কাঁদার মতো নরম হয়ে গিয়েছে এবং তল পেটের গভীরে সে স্বল্প ব্যথা অনুভব করল।

নাজা হঠাৎ তার বাহু থেকে পিছলে বের হতে উদ্যত হল এবং তার শুধুমাত্র প্রতিবাদ করার শক্তি ছিল, 'যাবেন না, ওহ! দয়া করে যাবেন না, আমার লর্ড, আমার সুন্দর লর্ড।'

'বেশি সময়ের জন্যে নয়।' সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল এবং আলতোভাবে তার নিচ থেকে ভেড়ার চামড়াটা বের করে নিল। সে সাদা পর্দার উপর দাগ দেখল, রক্ত গোলাপের পাপড়ির ন্যায় উজ্জ্বল। সে শুধুমাত্র অল্প ব্যথা অনুভব করেছিল। নাজা চাদরটা ছাদে নিয়ে গেল এবং হেজারেট তাকে দরজার মধ্য দিয়ে দেখল। যখন সে তা পাঁচিলের উপর ঝুলিয়ে দিল তখন অনেক নিচ থেকে ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এল। নিচে অপেক্ষামান নাগরিকরা তার কুমারীত্বের প্রদর্শনী দেখল। সে এই কৃষক পালের অনুমোদনের ব্যাপারে কোন চিন্তা করে না। কিন্তু সে তার নতুন স্বামীর নগ্ন পিঠ দেখল এবং অনুভব করল তার বুক ও ব্যথাতুর গর্বে তার প্রতি ভালোবাসায় স্ফীত হয়ে উঠল। যখন সে তার কাছে ফিরে এল সে দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল।

'আপনি চমৎকার', সে ফিসফিস করে বলল এবং তার বাহুতে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক পরে সে জেগে উঠল এবং দেখল যে তার পুরো দেহ আনন্দের অনুভূতিতে ভরে গেছে যা সে পূর্বে কখনো পায় নি। প্রথমে সে তার আনন্দের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারল না। তারপর সে শক্ত পুরুষোচিত উষ্ণতা তার বাহুতে অনুভব করল।

চোখ খুলতেই সে দেখল নাজা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে, উত্তরে সে কোমলভাবে হাসল। 'তুমি আমার দীপ্যমান একজন রাণী হবে।' সে নরমসুরে বলল। সে প্রকৃতই বলেছে। রাতের বেলায় সে তার মাঝে কিছু গুণ আবিষ্কার করেছে যা সে আগেই সন্দেহ করেছিল। সে তার মাঝে একজনকে অনুভব করেছে যার আশা ও প্রবৃত্তি তার সাথে পুরোপুরি মানানসই।

'এবং এই মিশরের জন্য আপনি কি চমৎকার ফারাও হবেন?' সে তাকে হাসিটা ফিরিয়ে দিল ও কামুকভাবে টেনে নিল। তখন সে নরম করে হাসল। উঠে তার গাল স্পর্শ করল। 'কিন্তু সেটা কখনই হবে না।'

সে হঠাৎ হাসি থামিয়ে দিল এবং নরম সুরে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল 'এটা হতে পারে?'

'একটাই বস্তু আছে আমাদের পথে', সে উত্তর দিল। তার আর বেশি কিছু বলতে হল না, কারণ সে তার চোখে একটা লাজুক অর্জন প্রিয় অভিব্যক্তি ফুটতে দেখল। সে পুরোপুরি তার সাথে যেতে প্রস্তুত।

'আপনি ছুরি এবং আমি হব খাপ। আপনি আমাকে যা করতেন বলবেন তাই হবে আমার ভবিতব্য, আমি আপনাকে বিফল হতে দেব না, আমর সুন্দর লর্ড।'

নাজা তার ঠোঁটের উপর তার একটা আঙুল রাখল যা তার চুমুতে উষ্ণ ও স্ফীত হয়ে আছে। 'আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মধ্যে কিছু কথা হওয়ার প্রয়োজন কারণ আমাদের হৃদয় একইভাবে স্পন্দিত হচ্ছে।'

বিয়ের পরও রাজা অ্যাপেপির সফর সঙ্গীরা আরো একমাস থেবস্-এ অবস্থান করল। তারা ফারাও নেফার সেটি ও তার রাজ-প্রতিভূর মেহমান ছিল এবং রাজকীয়ভাবে অতিথিরূপে সমাদৃত হয়েছে। এই দেরির বিষয়েও টাইটা উৎসাহ যুগিয়েছে। কেননা সে নিশ্চিত জানে যে যতোক্ষণ অ্যাপেপি ও তার মেয়ে থেবসে থাকবে ততোক্ষণ নাজা নেফারের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেবে না।

রাজ অতিথিরা শিকার করে, অথবা নদীর দুই তীরের মন্দিরগুলোকে দর্শন করে অথবা উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যের সৈন্যদের মধ্যে খেলার আয়োজন করে তাদের সময় কাটাল। রথের দৌড় প্রতিযোগিতা, তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা এবং পায়ে দৌড় প্রতিযোগিতা, এমনকি সাঁতার প্রতিযোগিতাতেও তারা অংশ নিল; যেখানে বাছাই করা সাঁতারুরা হুরাসের স্বর্ণের মূর্তির পুরস্কারের জন্যে নীলের পুরো প্রস্থটা সাঁতরালো।

মরুতে তারা গজলা হরিণ ও ওরিক্স শিকার করল। ছুটন্ত রথ থেকে অথবা মহান বাস্টার্ড–এর জন্য দ্রুত সেকার দিয়ে তারা বাজ শিকার করল। প্রাসাদের খাঁচায় কোন রাজ বাজপাখি ছিল না। কারণ নেফারের পিতার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সময় সবগুলোকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অতিথিরা নদীর পাড়ে গিয়ে বক ও হাঁস শিকার করল এবং অগভীর জলাশয় থেকে বড় ক্যাট ফিশ বর্শা দিয়ে বধ করল। তারা নদীর ঘোড়া, বৃহৎ জলহস্তীকে নেফারের যুদ্ধ জাহাজ যার নাম 'আই অফ হুরাস' থেকে নেফারকে সাথে নিয়ে শিকার করল। রাজ কুমারী মিনটাকা তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এবং উত্তেজনায় চিৎকার করছিল যখন বৃহৎ জন্তুগুলো পানির উপরে উঠে এল। ওগুলোর পিঠে বর্শা মারা হলে তাদের রক্তে পানি গোলাপি বর্ণ ধারণ করল।

এ দিনগুলোতে মিনটাকা প্রায়ই নেফারের পক্ষ নিল। সে তার রথে ভ্রমণ করত যখন তারা শিকারে যেত এবং তাকে বর্শা এগিয়ে দিত যখন তারা কোন ঘাস খাওয়ারত ওরিক্সের পাশা দিয়ে যেত। মরুভূমিতে শিকারী পিকনিকে, সে তার পাশে থাকত এবং তার জন্য অল্প পরিমাণ মজার জিনিস প্রস্তুত করত। সে তার জন্য সব চাইতে মিষ্টি আঙ্গুর বাছাই করত এবং তার লম্বা ক্রমাগত সরু হয়ে যাওয়া আঙ্গুল দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে তা তার মুখে ঢুকিয়ে দিত।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রাসাদে ভোজসভা হত এবং সে সেখানেও তার বাম পাশে বসত একজন মহিলার জন্য ঐতিহ্যগত স্থান যাতে সে তার পুরুষের তলোয়ারের হাত কখনো বন্ধ না করে। সে তার দুষ্ট বুদ্ধি দিয়ে তাকে হাসাত এবং সে একজন চমৎকার নকলবিদও বটে! সে হেজারেটকে নিখুঁতভাবে অনুকরণ করে, বোকার মতো হেসে ও চোখ ঘুরিয়ে, 'আমার স্বামী, মিশরের রাজ-প্রতিভূ' অশুভ লক্ষণ সূচক কণ্ঠে বলে যা এখন প্রায়ই হেজারেট বলে। যদিও তারা চেষ্টা করল তবুও

কখনো তারা পুরোপুরি একলা হতে পারল না। নাজা ও অ্যাপেপি এটা দেখল। এক পর্যায়ে নেফার টাইটার সাহায্যের আবেদন করল, এমনকি সেও তাদের গোপন সাক্ষাতের কোন ব্যবস্থা করতে পারল না। এটা নেফারের ক্ষেত্রে কখনোই হয় নি যে টাইটাকে তা করার জন্য জোর করে অথবা সে তাদেরকে অন্যদের মত নির্দোষ রাখল। অনেক আগে টাইটা ট্যানোস ও তার প্রিয়তমা লসট্রিসের জন্য একটা গোপন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিল এবং ফলাফল এখনো বছর জুরে বজ্রের মতো প্রতিধ্বনিত হয়। যখন নেফার ও মিনটাকা বাও খেলে তখন সবসময় এক দাস বালিকা উপস্থিত থাকে কিংবা তখন সভাসদগণ ও লর্ড আসমর ধারে কাছেই ঘুর ঘুর করতে থাকে। নেফার তার শিক্ষা ভালোভাবেই পেয়েছে এবং বোর্ডে মিনটাকার দক্ষতাকে ছোট করে আর দেখে না। সে তার বিপক্ষে এমনভাবে খেলে যেন সে টাইটার বিপক্ষে খেলছে। সে তার শক্তি সম্পর্কে জেনেছে এবং তার কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত করেছে। সে তার নিজের দুর্গ সবসময় অতিরিক্তি সুরক্ষিত রাখে এবং যদি সে তার ঐ বৃত্তে চাপ সৃষ্টি করে তবে সে তাকে তার সানু দেশে মাঝে মাঝে একটা প্রবেশ দিয়ে দেয়। দুই বার সে এই কৌশল অবলম্বন করল এবং তার প্রতিরক্ষা ভেঙে দিল। কিন্তু তৃতীয় বার তার কৌশল বুঝতে সে অনেক দেরি করে ফেলল এবং ফাঁদে আটকে গেল। যখন সে তার পশ্চিমের দুর্গ উন্মুক্ত করল সে দ্রুত তার পদাতিক সৈন্য খালি স্থান দিয়ে প্রবেশ করাল এবং খুব মধুরভাবে হাসল যখন সে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। সে তাকে প্রায় কিন্তু পুরোপুরি নয়, ক্ষমা করে দিল। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বকালের সবচাইতে গভীর প্রতিযোগিতা হল এবং শেষটা হল মহান অনুপাত যে এমননি টাইটাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা তা দেখে ব্যয় করল এবং মাঝে মাঝে সম্মতিতে মাথা নাড়ল অথবা তার পুরানো অন্তর্নিহিত হাসি হাসল।

তাদের ভালোবাসা এতোটাই দৃশ্যত ছিল যে তা তাদের চারপাশে একটা প্রভাব ছড়িয়ে দিল। এবং যখনই তারা একত্রিত হতো তারা মুচকি হাসত ও অনেক আনন্দ করত। যখন নেফারের রথ থেবসের রাস্তা দিয়ে চলত সে মিনটাকাকে পাদানিতে তার বর্শা বাহক হিসেবে নিত, তার কালো চুল বাতাসে ব্যানারের ন্যায় উড়ত। সতী স্ত্রীরা তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতো এবং পুরুষেরা তাদের দিকে চেয়ে হাসত ও শুভ কামনা জানাতো। এমন কি নাজাও তাদের দেখে সদয়ভাবে হাসত, কিন্তু কেউ জানাতো না এর আড়ালে সে কি ভয়ংকর নীল নক্সা আঁটছে।

শিকারী দলে, বনের পিকনিকে ও প্রাসাদের ভোজে একমাত্র টর্ক ছিল গম্ভীর লোক।

একত্রে তাদের সময় দ্রুত কাটতে লাগল।

'সব সময়ই আমাদের পাশে শুধু মানুষ জনের ভীড়', নেফার বাও খেলার সময় তার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলল। 'এক মুহূর্তের জন্য হলেও আমি তোমার

সাথে একা সময় কাটাতে চাই। তোমার চলে যাবার আর মাত্র তিন দিন বাকি। তারপরই তুমি তোমার পিতার সাথে অ্যাভারিস ফিরে যাবে। তারপর মাস, এমন কি বছরও গড়াতে পারে তোমার সাথে আবার আমার সাক্ষাৎ হতে। অথচ তোমাকে বলার আমার এতোকিছু রয়েছে যা এতোগুলো চোখ ও কানের সামনে বলা সম্ভব নয় যেগুলো আমাদের উপর তাক করা তীরের ন্যায় লক্ষ্য স্থির করে আছে।'

সে কেবল মাথা নাড়ল। তারপর মিনটাকা তার আরো কাছে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে মজাচ্ছলে বলল, 'মহামান্য, যদি আমি আপনার সাথে একা যাই তবে আপনি যে আমার সম্মান হানির কারণ হবেন না তার প্রমাণ কী?'

'আমি মহান হুরাসের কসম খেয়ে বলছি, অন্তত আমি বেঁচে থাকতে তোমার সম্মানে আঘাত হানে এমনটা কখনও হবে না', সে আন্তরিকভাবে বলে উঠল।

সে তার উদ্দেশ্যে তখন হেসে বলল, 'আমার ভাইয়েরা তা শুনে খুব বেশি খুশি হবে না। তোমার গলা কাটার জন্যে তাদের যে কোন কারণই যথেষ্ট।' সে তার দিকে চেয়ে তার চমৎকার কালো চোখ টিপল। 'অথবা, গলা না পেলে তোমার দেহের অন্য যে কোন অংশও তাদের সন্তুষ্ট করবে।'

পরদিনই তাদের সুযোগটা এল। একজন রাজ বাজ শিকারী ডাব্বা গ্রামের পাহাড় থেকে এসে রিপোর্ট করল যে একটা সিংহ পুবের বন থেকে বেড়িয়ে এসেছে এবং রাতের বেলা গবাদি পশু হত্যা করেছে। এটা বেড়ার ভেতরে লাফিয়ে পড়ে ও ভীত জন্তুগুলোর আটটাকে হত্যা করেছে। ভোর বেলা গ্রামবাসীরা মশাল জ্বালিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে, ঢোল পিটিয়ে এবং বন্যভাবে চিৎকার করে ওটাকে তাড়ায়।

'এটা কখন ঘেটেছে?' নাজা প্রশ্ন করল। 'তিন রাত আগে, মহানুভব। লোকটি সিংহাসনের কাছে গভীর শ্রদ্ধার মাথা নত করে মাটিতে বসল। 'উজান থেকে আমি যতো তাড়াতাড়ি পেরেছি এসেছি কিন্তু স্রোত খুব শক্তিশালী এবং বাতাসও অনুকূল ছিল।' 'পশুটার কি হয়েছে?' রাজা অ্যাপেপি ব্যাকুলভাবে বাঁধা দিল।

'এটা পাহাড়ে ফিরে গেছে কিন্তু আমি আমার সবচাইতে দক্ষ দু'জন নুবিয়ান চিহ্ন বিদকে ওটাকে অনুসরণ করতে পাঠিয়েছি।'

'কেউ কি জন্তুটাকে দেখেছে? কতো বড় এটা? সিংহ নাকি সিংহী?'

'গ্রামবাসীরা বলে যে এটা একটা বড় পুরুষ সিংহ, পূর্ণ কেশ সহ, মোটা ও কালো।'

গত ৬০ বছর ধরে নদী বরাবর ভূমিতে সিংহের কথা শোনা যায় নি। একদা সিংহ শিকার ছিল রাজকীয় খেলা এবং তারা পূর্ববর্তী ফারাওদের নির্মম শিকার হয়েছে কারণ হিসেবে তারা যে শুধু কৃষকের মজুদ খাদ্যই নষ্ট করত তা নয়, রাজশিকারে তারা সবচাইতে অপ্রতুল পুরস্কার ছিল।

হিকসম যুদ্ধের দীর্ঘ, তিক্ত সময়ে দুই রাজ্যের ফারাওরা ব্যস্ত ছিল এবং তখন কদাচিৎ সিংহ শিকার করা হয়েছে। সেই সাথে যুদ্ধের ময়দানে মানুষের মৃত দেহ

তখন সিংহদের খাদ্য যুগিয়েছে। গত কয়েক দশকে তারা বিস্তৃত হয়েছে এবং তাদের সংখ্যাও নিশ্চিত অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই সাথে তাদের শক্তিও।

'আমি এখনই নৌকায় রথ তুলতে বলবো।' অ্যাপেপি সিদ্ধান্ত নিল। 'নদীর সহযোগে কাল ভোরে আমরা ডাব্বা পৌছে যাব।' সে তার তলোয়ার বের করে পুনরায় সজোরে খাপে ভরল। 'সেথের নামে আমি এই বৃদ্ধ কালো কেশরের সাথে একটা সুযোগ নিতে চাই। যখন থেকে আমি মিশরীয়দের হত্যা করা ছেড়ে দিয়েছি তখন থেকেই আমি প্রকৃত খেলার জন্যে ক্ষুধার্ত হয়ে আছি।'

নাজা তার দিকে ভ্রূকুটি করে তাকাল, 'মহামান্য, আগামী পরশু আপনার অ্যাভারিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কথা।'

'আপনি ঠিক বলেছেন, রাজ-প্রতিভূ। যাই হোক। বেশির ভাগ মালপত্র ইতোমধ্যে তোলা হয়ে গেছে এবং নৌযান ছাড়ার জন্যে প্রস্তুত, অধিকন্তু ডাব্বা আমার যাত্রা পথেই পরবে। আমি একদিন বা দুদিন শিকারের চেষ্টা করব।'

নাজা ইতস্তত করল। শিকারের প্রতি তার খুব একটা আসক্তি ছিল না। রাজ্যের অসংখ্য কাজ যা তার জন্যে জমে আছে, তা রেখে যেতে তার ইচ্ছে নেই। সে সামনে অ্যাপেপির গমনের দিকে তাকাল; থেবসে তার অমার্জিত, অশোভন উপস্থিতি বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। তার আরো একটি পরিকল্পনা এগিয়ে আছে যা অ্যাপেপি একবার থেবস্ ত্যাগ করলেই কেবল এগুনো যাবে। এখনো সে হিকস্ ফারাওকে উচ্চ রাজ্যে একা শিকার করতে দিতে পারে না। দক্ষিণের রাজ্যে অ্যাপেপিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে দেয়াটা শুধু অভদ্রতাই হবে না অরাজনৈতিকও হবে। সবাই বুঝবে যে এখানেও তার একই ক্ষমতা আছে।

'মহামান্য', নাজা পুরোপুরি খারিজ করার পূর্বেই নেফার কথা বলল, 'আমরা অনেক আনন্দ নিয়েই শিকারে যোগ দেবো।' সে একটা চমৎকার খেলার সুযোগ দেখল কারণ সে কখনো তার রথ দ্বারা কোন সিংহকে তাড়া করার সুযোগ পায় নি এবং নিজের সাহসও যাচাই করতে পারেনি। তবে তার চাইতে একশগুণ গুরুত্বপূর্ণ হল শিকার হয়তোবা মিনটাকার দুঃখের বিদায় দেরি করিয়ে দেবে। এ আনন্দের উপলক্ষ্য হয়তো তাদের একটা সুযোগ দিবে যা এতোদিন তারা পায় নি অন্তত একাকী কিছু মুহূর্ত কটাতে পারলেও পারতে পারে তারা। নাজা তাকে প্রতিরোধ করার পূর্বেই নেফার শিকারীর দিকে ঘুরল যে এখনো কাল টাইলসের মেঝেতে চেপে পড়ে আছে। 'খুব ভালো, আমার প্রিয় অনুসারীরা, রাজ-সরকার তোমাকে তোমার কষ্টের জন্যে একটা স্বর্ণের আংটি দেবে। আমাদের যানের সবচাইতে দ্রুতটায় করে এক্ষণি ডাব্বায় ফিরে যাও। আমাদের আগমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আমরা পূর্ণ শৃংখলভাবে এ পশুর পিছনে ছুটব।'

নেফারের একমাত্র অনুতাপ হল তার প্রথম সিংহ শিকারের সময় তাকে পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়ার জন্যে তার সাথে টাইটা থাকবে না। বৃদ্ধ লোকটি তার আরেক নির্দিষ্ট সময়ের ও রহস্যজনক আগমনের জন্য বনে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং কেউ জানে না সে কবে ফিরবে।

পরদিন খুব সকালে শিকারী দল ডাব্বা গ্রামের নদীর তীরে নামল। ছোট নৌকা ও জাহাজ থেকে সব ঘোড়াসহ বিশটি রথ নামানো হল। এসব কর্ম যজ্ঞের মধ্যে বর্শা বাহক তাদের বর্শার ফলা ধার দিচ্ছিল, শিকারী তীরে ধনুক ঠিক করছিল এবং তীরগুলোর ভারসাম্যতা ও ঋজুতা পরখ করছিল। যখন ঘোড়াগুলোকে পানি ও খাবার খাওয়ানো হচ্ছিল তখন শিকারীরা খুব মজার নাস্তা করল যা গ্রামবাসীরা তাদের পরিবেশন করল।

সব কিছুতে একটা উৎসব ভাব বিরাজ করছিল এবং অ্যাপেপি ঐ শিকারীকে ডেকে পাঠাল যে পাহাড় থেকে রিপোর্ট করার জন্যে ফিরেছে। 'এটা একটা খুব বড় সিংহ। নদীর পূর্বে আমার দেখা দেখা সবচাইতে বড়', লোকটি তাদের জানাল, যা তাদের উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিল।

'তুমি কি আসলেই ওটাকে দেখেছ?' নেফার জানতে চাইল, 'কিংবা তার কোন চিহ্ন দেখেছ?'

'আমি তাকে স্পষ্ট দেখেছি কিন্তু একটু দূর থেকে। সিংহটা একটা ঘোড়ার সমান লম্বা এবং তার চলাফেরায় একটা রাজকীয় ভাব আছে। তার কেশর শস্য গাছের খড় বাতাসে যেমন করে দোলে সে ভাবে দোলে।'

'সেথের কসম, এই লোকটি একজন কবি', নাজা বিদ্রুপ করল। 'আসল কথা বল ও সুন্দর শব্দগুলো বাদ দাও, বদমাশ।'

শিকারী লোকটি তার আনুগত্যতা দেখাতে মুষ্ঠি বন্ধ করে তার হৃদপিণ্ড স্পর্শ করল এবং দমিত স্বরে তার রিপোর্ট করে চলল। 'গতকাল সে একটা কাঠের ওয়াদির উপর শুয়েছিল, এখান থেকে দুই ক্রোশ দূরে। কিন্তু রাত নামার সাথে সাথে সে শিকারের খুঁজে তা ছেড়ে চলে যায়। চার দিন আগে শেষ বার সে খেয়েছে এবং সে ক্ষুধার্ত ছিল। রাতের বেলা সে একটা ওরিক্সা শিকার করতে চেয়েছিল কিন্তু ওটা তাকে লাথি মারে ও দৌড়ে মুক্ত হয়ে যায়।'

'আজ তাকে তুমি কোথায় পাবে বলে আশা করছো?' নেফার তাকে নাজার চাইতে দয়ালু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। 'যদি সে শিকার করে তবে সে তৃষ্ণার্ত হবে সেই সাথে ক্ষুধার্তও। আর কোথায় সে পান করবে?'

শিকারী লোকটি তার দিকে সম্মানের সাথে তাকাল, শুধু তার রাজকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্যই নয় বরং বনের জ্ঞানের জন্যও যা সে প্রদর্শন করল। 'ওরিক্সে শিকার করা চেষ্টার পর, সে পাথুরে ভূমিতে চলে যায় যেখানে আমরা তার চিহ্ন খুঁজে বের করতে পারি নি।' অ্যাপোপি রাগের একটা ভাব করল এবং শিকারী লোকটি তখন দ্রুত বলল, 'কিন্তু আমি আশা করি আজ সকালে সে কোন ছোট মরুদ্যানে জলপান করবে। একটা গোপন জায়গা যা বেদুঈনরা ছাড়া অন্য কেউ কমই চেনে।'

'কতক্ষণ লাগবে সে স্থানে পৌঁছতে?' নেফার জিজ্ঞেস করল। লোকটি তার বাহুটা এক বৃত্তের মতো করে ঝাড়ল, যা তিন ঘণ্টা সময় নির্দেশ করল।

'তাহলে তো আমাদের নষ্ট করার মতো অল্প সময়ই আছে', নেফার তার দিকে চেয়ে হাসল এবং রথ বাহিনীর অধিনায়কের উদ্দেশ্যে চিৎকার করার জন্য ঘুরল। 'আর কত দেরি, সৈনিক?'

'সব কিছু প্রস্তুত, মহামান্য।'

'চলো সবাই', নেফার আদেশ দিল এবং যখন শিকারীরা অপেক্ষারত রথের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল তখন হর্ণ বেজে উঠল। মিনটাকা নেফারের পাশে হাঁটতে লাগল। এরকম অনানুষ্ঠানিক কাজে সকল রাজকীয় গাম্ভীর্যতা ভুলে যাওয়া হয় এবং কেননা সবাই তারা একটা উত্তেজক প্রমোদ ভ্রমণে বের হয়েছে। তবে লর্ড টর্ক এ ভ্রমের মধ্যে ছিল না। সে তার রথে লাফিয়ে উঠে লাগাম ধরে রাজা অ্যাপেপিকে বলল, 'মহামান্য রাজকন্যাকে একজন অনভিজ্ঞ বালকের সাথে যেতে দেওয়া জ্ঞানীর কাজ নয়। এটা গজলা হরিণ নয়। আমরা এখন সিংহ শিকারে যাচ্ছি।'

নেফার থামল ও রাগত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। মিনটাকা তার নগ্ন বাহুতে একটা ছোট হাত রাখল 'তাকে উদ্বুদ্ধ করো না। সে একজন ভয়ংকর মেজাজের জঘন্য যোদ্ধা এবং যদি তুমি তাকে চ্যালেঞ্জ করো তবে তোমার মর্যাদা তোমাকে রক্ষা করবে না।'

নেফার রাগত ভাবে তার কাঁধ নাচাল, 'আমার সম্মান আমাকে এরকম অবমাননা এড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় না।'

'দয়া করো, আমার প্রিয়, আমার জন্যে, এটা বাদ দাও।' এই প্রথম সে এরকম প্রিয় শব্দ ব্যবহার করল। সে এটা ইচ্ছে করেই করেছে, জানত এটার প্রভাব অবশ্যই তার উপর পরবে! সে ইতোমধ্যে তার নারীসুলভ স্নেহ দিয়ে নেফারের উদ্‌বায়ী মন ও মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখছে যা তার বয়স ও অভিজ্ঞতার বাইরে। তৎক্ষণাৎ নেফার টর্ককে ও তার সম্মানের তিরস্কার ভুলে গেল। 'তুমি আমাকে কি বললে?' নেফার শুকনো কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'তুমি নিশ্চয় বধির নও, আমার প্রিয়!' সে তার চোখ পিটপিট করে আবার বলল। 'তুমি স্পষ্টই তা শুনেছ।' এবং সে তার দিকে চেয়ে হাসল।

অ্যাপেপি নীরবতার মধ্যে চিৎকার করে বলল। 'চিন্তা করো না টর্ক। আমি আমার মেয়েকে ফারাও এর যত্নে পাঠাচ্ছি। সে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।' সে একটা ব্যাঙ্গাত্মক হাসি দিয়ে লাগাম ঝাঁকি দিল। তার দল সামনে লাফিয়ে এগিয়ে যেতেই সে আবার চিৎকার করে বলল, 'আমরা সকালের অর্ধেকটা এখানে নষ্ট করেছি। শিকারীরা, দ্রুত ঘোড়া চালাও।'

নেফার অ্যাপেপির পিছনে রথ চালাচ্ছে, ঠিক টর্ক বাহিনীর নাকের ডগা দিয়ে। তাদের অতিক্রম করার সময় সে টর্কের দিকে শীতল স্থির দৃষ্টিতে তাকাল এবং

তাকে বলল, 'তুমি অক্ষম। স্থিরতা নিশ্চয়তা দেয় যে এখনই এর শেষ নয়। আমরা পরে এই ব্যাপারে আরো কথা বলব, লর্ড টর্ক।'

'আমার ভয় হচ্ছে সে এখন তোমার নতুন শত্রু, নেফার', মিনটাকা বিড়বিড় করল। 'শয়তানিতে টর্কের একটা সম্মান আছে এবং তার চাইতে বেশি বদমেজাজের জন্য সে খ্যাত।'

শিকারী সারিটা পাথুরে পাড়ারের নিকটবর্তী হতেই রাজ শিকারী তার টাট্টু ঘোড়ায় দুই পা ঝুলিয়ে বসে তাদের পথ দেখাতে লাগল। ঘোড়াগুলোকে আরাম দিতে তারা দুলকি পায়ে চলল, প্রতিটি ঢালু পদক্ষেপের পর তাদের জোরে দম নিতে দিল। এক ঘণ্টার মধ্যে তার নুবিয়ান শিকারীদের একটা দলকে পাহাড়ের চূড়ায় তাদের জন্য অপেক্ষা করতে দেখল এবং শিকারী লোকটির কাছে রিপোর্ট করতে তাদের একজন দৌড়ে নেমে গেল। তারা একে অপরের সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলল। তারপর শিকারীটি হেলে দুলে রাজদলের কাছে সর্ব শেষ তথ্য জানাতে ফিরল। 'নুবিয়ানরা পাহাড়গুলোকে চিহ্নিত করেছে, তবে বন্য প্রাণীটার চিহ্ন না দেখে। তারা নিশ্চিত যে জন্তুটা জলাশয়ে পানি পান করবে কিন্তু তাকে বিরক্ত না করে তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

'আমাদেরকে পানির কাছে নিয়ে যাও।' অ্যাপেপি আদেশ করল এবং তারা চলতে লাগল।

দুপুরের আগেই তারা একটা নিচু উপত্যকায় নেমে এল। তারা নদী থেকে বেশি দূরে ছিল না কিন্তু মনে হচ্ছে যেন গভীর মরুতে রয়েছে, পানি নেই ও একেবারে নির্জন। শিকারীটি দুলকি পায়ে অ্যাপেপির রথের পাশে এসে বলল, 'এই উপত্যকার মাথায় জলাশয়। পশুটি সম্ভবত কাছে কোথাও শুয়ে থাকবে?'

স্বাভাবিকভাবেই অ্যাপেপি, পুরানো যোদ্ধা, নেতৃত্ব গ্রহণ করল এবং নেফার তা করার দেরি করল না। 'আমরা তিনটি দলে বিভক্ত হবো এবং মরুদ্যানটাকে ঘিরে ফেলব। যদি সব কিছু ঠিক থাকে তবে আমরা তাকে ঘেরা অবস্থায় পাব। আমার লর্ড রাজপ্রতিভূ আপনি কি বা দিকের অংশটার নেতৃত্ব নেবেন। ফারাও নেফার সেটি মধ্যের অংশ নেবে। আর আমি ডান দিকটা দেখব।' সে তার ভারি যুদ্ধের ধনুকটা মাথার উপর তুলল, 'যে প্রথম রক্ত ঝরাতে পারবে সেই পুরষ্কার পাবে।'

তারা সবাই দক্ষ রথী ছিল এবং দ্রুতই যে যার অবস্থান নিল, তদারকি ছাড়াই। জলাশয়কে ঘিরে তারা বিশাল জাল বিস্তার করল। নেফারের কাঁধের উপর তার ধনুক ধরা এবং লাগামটা কব্জি থেকে খোলা, নিশানা লাগানোর জন্য ওগুলো ফেলে তৎক্ষনাৎ দুই হাত মুক্ত করার জন্যে প্রস্তুত। মিনটাকা তার খুব কাছাকাছি। সে লম্বা বর্শা ধরে তাকে দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তারা এই অস্ত্রগুলোর নিখুঁত বদল পাঠ করেছে এবং নেফার তার উপর ভরসা করতে পারে, জানে যে সঠিক মুহূর্তেই সে বর্শাটা তার হাতে দিতে পারবে।

তারা মরুদ্যানের দিকে প্রায় হাঁটার গতিতে এগোতে লাগল, ধীরে ধীরে কাছাকাছি যাচ্ছে। ঘোড়াগুলোও যেন তাদের চালকের দুশ্চিন্তাটা বুঝতে পেরেছে এবং সম্ভবত তারা সিংহের গন্ধ পেয়েছে।

তারা তাদের মাথা উপরে তুলে দৃষ্টি ঘুরাতে লাগল এবং নাক দিয়ে বাতাস ছাড়ল ও ত্রস্ত পা ফেলছিল।

রথের সারি জলাশয়কে ঘিরে থাক গুল্ম ও ঘাসের একটু নিচু জমির কাছাকাছি ধীরে এগিয়ে গেল। যখন পুরোটা ঘের দেয়া শেষ হল অ্যাপেপি মাথার উপর হাত উঠিয়ে থামার নির্দেশ দিল। রাজ শিকারী ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সামনে গেল, তার পনিকে সামনে বাড়াল। সে সর্তকভাবে অল্প বাদামী রঙের স্থানটার দিকে এগোলো।

'যদি সিংহটা এখানে থাকত, নিশ্চিত ভাবে আমরা এতো বৃহৎ জন্তুটাকে দেখতে পেতাম,' মিনটাকার কণ্ঠ কাঁপল এবং নেফার তাকে তার এই ভয়ের ক্ষুদ্র প্রকাশের জন্য সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

'একটা সিংহ নিজেকে সমতল করতে পারে যতোক্ষণ না এটা ভূমির অংশ হয়ে যায় এবং তুমি এর উপস্থিতি টের না পেয়ে এটাকে স্পর্শ করার মত কাছাকাছি চলে যেতে পার।' যে তাকে বলল।

শিকারী লোকটি প্রতিবারে কয়েক কদম এগিয়ে যাচ্ছে। শব্দ শোনার জন্য থামছে ও তাঁর পথের প্রতিটি ঝোপ ও ঘাসের স্তূপে খুঁজে দেখছে। গুল্মের একটা কিনারে সে থামল এবং এক মুঠো ছোট পাথর নিল এবং প্রতিটি সম্ভাব্য লুকানো স্থানে হাত নিচু করে কৌশলে পাথর ছুড়তে শুরু করল।

'সে কি করছে?' মিনটাকা ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল।

'সিংহ ধাওয়া করার পূর্বে গর্জন করবে। সে ওটাকে দিয়ে তা করানোর চেষ্টা করছে এবং এভাবে সে প্রাণীটাকে বাইরে বের করে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে।'

সুসান নিরবতা; আওয়াজ বলতে শুধুমাত্র নুড়িপতনের আওয়াজ, ঘোড়ার নাকের আওয়াজ ও তাদের খুড়ের অস্থির দাপাদাপির শব্দ। প্রত্যেক শিকারী একটা করে তীর তাক করে আছে এবং তৎক্ষণাৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। হঠাৎ ঘাসের মধ্যে একটা আওয়াজ হল। প্রতিটি ধনু সাথে সাথে উপরে উঠে গেল এবং বর্শা বাহকরা তাদের অস্ত্র প্রস্তুত করল। কিন্তু সবাই শান্ত হল এবং তাদের অপ্রস্তুত দেখাল যখন সবাই দেখল একটা বাদামি রঙের মুগুড়ে মাথার সারস বাতাসে উড়াল দিল এবং নদীর দিকে ডানা ঝাপটিয়ে চলে গেল।

শিকারী তার স্নায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতে কিছু সময় নিল, তারপর তার কাজ আবার শুরু করল, প্রতিবার এক কদম করে। গহ্বরের আরো গভীরে গেল যতোক্ষণ না সে খোলা মুখে পৌছল।

প্রতিবারে ঈষৎ লোনা পানি মন্থর গতিতে উঠে আসছে এবং পাথুরে ভূমির একটা অগভীর বেসিন ভরছে যা কোন বিশাল শিকারী জন্তুর তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে নগন্য। শিকারী লোকটি বেসিনের কিনারায় চিহ্ন পরীক্ষা করতে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে নিচে নামল। তারপর তার মাথা নাড়ল এবং উঠে দাঁড়াল। গুল্মের মধ্য দিয়ে সে আরো দ্রুত ফিরে এল এবং অবশেষে ট্যাটু ঘোড়ার উপর চড়ে হেলে দুলে অ্যাপেপির রথের কাছে ফিরে এল। অন্য শিকারীরা মাথা বাকাল তার কথা শোনার জন্যে। কিন্তু শিকারী ছিল বিষণ্ন। 'মহামান্য, আমি আমার হিসেবে ভুল করেছি।' সে অ্যাপেপিকে বলল। 'সিংহটা এই পথে আসে নি।'

'তাহলে, এখন কি করা?' অ্যাপেপি তার হতাশা ও বিরক্তি গোপনের কোন চেষ্টা করল না।

'জন্তুটাকে খুঁজে দেখার আরো উপযুক্ত স্থান কিন্তু রয়েছে। যেখানে তাকে আমরা শেষ দেখেছি, সে হয়তো উপত্যকা পেরিয়ে গেছে অথবা সে এখান থেকে কাছে কোথাও শুয়ে আছে এবং পানের জন্যে আধার নামার অপেক্ষায় আছে। আরো নিচ পর্যন্ত জলাশয় বিস্তৃত।' সে পিছনে পাথুরে খাঁজের দিকে নির্দেশ করল।

'আর কোথায়?' অ্যাপেপি জানতে চাইল।

'পরবর্তী উপত্যকায় অন্য একটা জলাধার আছে, কিন্তু সেখানে বেদুঈনদের ক্যাম্প। তারা হয়তো জন্তুটাকে ভয় দেখিয়েছে। পশ্চিমে ঐ পাহাড়ের নিচে আরো একটা ছোট জলাশয় আছে। সে দিগন্তের উপর লাল নিচু একসারি চূড়ার দিকে নির্দেশ করল। 'সিংহটি ঐ স্থানগুলোর যে কোন একটায় থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে,' লোকটি স্বীকার করল। 'সে সমতলের ধারে যেখানে অনেক পানি আছে সেখানে ফিরেও আসতে পারে। সম্ভবত বাছুর ও ছাগলের গন্ধ তাকে টেনে এনেছে এবং সে তৃষ্ণার্ত।'

'ওটা কোথায় লুকিয়ে আছে সে ব্যাপারে তোমার নূন্যতম ধারণা নেই, আছে কি?' লর্ড নাজা জানতে চাইল। 'আমাদের উচিত শিকার বাদ দেওয়া এবং নৌকায় ফিরে যাওয়া।'

'না!' নেফার বেঁকে বসল। 'আমরা মাত্র শুরু করেছি। আমরা এতো জলদি কিভাবে হাল ছাড়তে পারি?'

'বালকটি ঠিক বলেছে,' অ্যাপেপি সম্মতি জানাল। 'আমরা অবশ্যই চালিয়ে যাব, তার লুকানোর অনেক স্থান রয়েছে।' সে একটু থামল, তারপর একটা সিদ্ধান্ত নিল। 'আমরা ভাগ হয়ে এগিয়ে যাবো এবং আলাদা করে প্রতিটি এলাকা খুঁজবো।' সে আড়াআড়ি ভাবে নাজার দিকে তাকাল। 'আমার লর্ড রাজ-প্রতিভূ, আপনি আপনার বাহিনী বেদুঈন ক্যাম্পের দিকে নিয়ে যান। যদি তারা শিকারটা দেখে থাকে তবে তা আপনাকে বলবে। আমি পাহাড়ের নিচের জলাশয়ের ধারটায়

খুজব।' সে টর্কের দিকে ঘুরল। 'উপত্যকায় তিনটি রথ নিয়ে যাও। একজন শিকারী চিহ্ন খোঁজার জন্যে তোমার সাথে যাবে।' তারপর আসমরকে সে বলল, 'তিনটি রথ নাও এবং ডাব্বার পিছন দিকে যাও, হয়তো সে যেখানে হত্যা করেছে সেখানে ফিরে এসেছে।' তারপর সে নেফারের দিকে তাকাল, 'ফারাও, আপনি বিপরীত দিকে, উত্তরে ত্যাকমিনের দিকে যান।'

নেফার বুঝল তাকে লুকানোর সবচাইতে কম সম্ভাব্য স্থানটি দেয়া হচ্ছে, কিন্তু তার কোন অভিযোগ নেই। নতুন এই পরিকল্পনার অর্থ হল এই প্রথম বারের মতো সে আর মিনটাকা তাদের অভিভাবকদের ছাড়া একা হচ্ছে। নাজা, আসমর ও টর্ক-কে আলাদা আলাদা দিকে পাঠানো হচ্ছে। সে কারো আপত্তির অপেক্ষায় রইল, কিন্তু তারা সবাই শিকারে এতোটাই মগ্ন ছিল যে কেউ এই বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করল বলে মনে হল না, শুধু মাত্র নাজা ব্যতীত।

সে কঠোরভাবে নেফারের দিকে চেয়ে রইল। সম্ভবত, সে অ্যাপেপির আদেশ বরখেলাপ করার দুর্গতিটা পরিমাপ করছে কিন্তু শেষে সে বুঝল যে এটা হবে বোকামী ও উপসংহার টানল এই ভেবে যে নেফার মরুভূমিতে ততটাই ঠিকভাবে রক্ষিত থাকবে যতোটা সে আসমরের দ্বারা থাকতো। তার পালিয়ে যাওয়ার কোন স্থান সেখানে নেই এবং যদি সে মিনটাকাকে তার সাথে নিয়ে যায় তবে দুই হাজার সেনাবাহিনী মৌমাছির ঝাঁকের ন্যায় তার পিছু তাড়া করবে।

নাজার তার দিক থেকে চোখ সরাল যখন অ্যাপেপি চূড়ান্ত আদেশ দেয়ার জন্য গেল। অবশেষে ভেড়ার শিং এর বাঁশি বেজে উঠল এবং দূর-দূরান্ত ও উপত্যকায় তা প্রতিধ্বনিত হল। পাঁচটি সারি উপত্যকা থেকে বের হল। সমতল ভূমিতে গিয়ে তাদের বাহিনী ভাগ হল এবং নির্ধারিত দিকে ছুটল।

অবশেষে যখন অন্য দলগুলো পাহাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, মিনটাকা নেফারের আরো কাছাকাছি এল ও বিড়বিড় করে বলল, 'অবশেষে হাথোর আমাদের দয়া দেখিয়েছেন।'

'আমি বিশ্বাস করি এটা হুরাস যিনি আমাদের তার দয়া দেখিয়েছেন।' নেফার তার দিকে দাঁত বের করে হাসল। 'তবে যার কাছ থেকেই এ দয়া আসুক না কেন আমি তা গ্রহণ করবো।'

নেফারের দলে কর্নেল হিল্টোর নেতৃত্বে আরো দুটি রথ ছিল, বৃদ্ধ সৈনিক যে তাকে খুঁজে পেয়েছিল যখন তারা মিশর থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল।

সে নেফারের পিতার অধীনে কাজ করত এবং মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত ছিল। নেফার জানত কোন সংকোচ ছাড়াই সে তার উপর নির্ভর করতে পারে।

নেফার রথ দ্রুত চালাল, দিনের বাকি সময়টা সে কাজে লাগাতে চাইল এবং ঘোড়ায় চড়ার এক ঘণ্টার মধ্যে তাদের নিচে বিশাল বৃক্ষ শোভিত নদী সমতল

উন্মুক্ত হল। সে এর প্রশংসায় কয়েক মুহূর্ত থামল। আকর্ষণীয় সবুজ গাছপালা যা একে ঘিরে ছিল সব মিলিয়ে নদীটিকে লাগছিল যেন পান্নার একটা স্তূপ।

'এটা কি সুন্দর, নেফার', মিনটাকা প্রায় স্বপ্নীল কণ্ঠে বলল। 'এমনকি যখন আমরা বিবাহিত থাকবো তখনও আমরা সব সময় মনে রাখবো যে এই ভূমি আমারা অর্জন করেছি এবং আমরা এটাকে অধিকার করি নি।'

মাঝে মাঝে সে ভুলে যায় যে সে অ্যাভারিসে জন্মেছে এবং তার মত এই ভূমির উপর তার অধিকার আছে। তার হৃদয় গর্বে ভরে উঠল যে সে এটাকে তার মতই ভালোবাসে এবং একই রকম দেশের প্রতি দায়িত্ব অনুভব করে।

'আমি কখনোই এটা ভুলব না যে আমার পাশে তুমি ছিলে।' সে তার দিকে মুখ তুলে তাকাল এবং তার ঠোঁট হালকা একটু ফাঁক করা ছিল। সে তার নিঃশ্বাসে মিষ্টি গন্ধ পেল এবং তার মধ্যে প্রায় অপ্রতিরোধ্য এক অনুভূতির জন্ম হল। তখন হঠাৎ সে অনুভব করল হিল্টো ও অন্য লোকগুলো তাদের দিকে চেয়ে আছে এবং চোখের কোণা দিয়ে চেয়ে দেখল তাদের একজন সমঝদারের ন্যায় হাসছে। সে পিছু সরে শীতল দৃষ্টিতে হিল্টোর দিকে তাকাল। যখন তারা বাকি শিকারী দলকে ছেড়ে এসেছে তখন থেকে সে তার পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় ছিল। 'কর্নেল, যদি সিংহটা এখানে থাকে তবে এটা সম্ভবত আমাদের নিচে পাহাড়ের খাঁজের কোথাও শুয়ে থাকবে।' সে তার হাত দিয়ে দ্রুত একটা এলাকা দেখাল। 'আমি সারি ধরে এক সাথে এগিয়ে যেতে চাই। বাম পাশটা সমতলের কিনার পর্যন্ত হবে এবং ডান পাশটা পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত। আমরা উত্তর দিকে যাব।' সে একটা প্রশস্ত ভঙ্গি করল কিন্তু হিল্টোকে সন্দিগ্ধ মনে হল। সে তার গালের বিশাল কাটা দাগটা চুলকাতে লাগল।

'এটা একটা বিশাল এলাকা, মহামান্য। নিচের উপত্যকা প্রায় অর্ধক্রোশ হবে। মাঝে মাঝে আমরা একজন আরেক জনের চোখের আড়াল হয়ে যাবো।'

নেফার দেখল যে তার দল খুব ঘন আকারে ছড়িয়ে পড়া তার মিলিটারি স্বভাবের বিপক্ষে যাচ্ছে এবং সে তাকে দ্রুত প্রশমিত করতে বলল, 'যদি আমরা আলাদা হয়ে যাই তবে আমরা আমাদের সামনের তৃতীয় খাঁজে মিলিত হব, এখানে ঐ ছোট পাহাড়ের নিচে। এটা একা ভালো চিহ্ন।' সে চার মাইল দূরে একটা আলাদা ধরনের পাথরের স্তূপের দিকে নির্দেশ করল। 'যদি আমাদের কেউ মিলন স্থলে আসতে দেরি করে তবে অন্যরা তার জন্য অপেক্ষা করবো যতোক্ষণ না সূর্য ঐ কোনায় যায়। তারপর তাকে খুঁজতে সবাই যাবো।'

তারা তাকে ও মিনটাকাকে খুঁজতে বের হওয়ার পূর্বে সে নিজেদের জন্যে কয়েক ঘণ্টা বেশি সময় নিল। হিল্টো এখনো ইতস্তত করছে, 'আমি মহানুভবের ক্ষমা চাই, কিন্তু লর্ড নাজা আমাকে কঠোরভাবে দায়িত্ব দিয়েছে।'

নেফার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ও ঠাণ্ডা অভিব্যক্তি নিয়ে বলল, 'আপনি আপনার ফারাও। আমার সাথে তর্ক করতে চান?'

'কখনোই না, মহামান্য!' হিল্টো অভিযোগে ধাক্কা খেল।

'তাহলে আপনার দায়িত্ব পালন করুন, সঙ্গী।' হিল্টো গভীর শ্রদ্ধা সহকারে সালাম জানাল এবং দ্রুত নিজের রথের কাছে ফিরে গেল। যখন সে ছুটল তার লোকদের চেচিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল। দলটা খাঁজে চলে গেলে মিনটাকা নেফারকে কনুই দিয়ে আলতোভাবে গুঁতো মারল ও মিষ্টি একটা হাসি দিল। 'আপনার দায়িত্ব পালন করুন, সঙ্গী।' সে তার উদ্ধত কণ্ঠ নকল করল ও জোরে হেসে উঠল। 'দয়া করে কখনো আমার দিকে ওভাবে তাকাবেন না অথবা ঐ কণ্ঠ ব্যবহার করবেন না, মহামান্য। আমি নিশ্চিত যে ভয়ে আমি মরে যাব।'

'আমাদের হাতে খুব অল্প সময় আছে', সে উত্তরে বলল। 'আমাদের তা সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে এবং একটা জয়গা খুঁজে বের করতে হবে যেখানে আমরা একা হবো।'

সে রথটাকে আকাশ সীমার ওপাশে পুনরায় নিয়ে গেল যাতে তাদেরকে উপত্যকা থেকে আর দেখা না যায় অথবা নিচের খাজের রথ থেকে। যখন তারা হেলে দুলে সামনে এগোলো তারা উভয়েই গলা টেনে ব্যাকুলভাবে সামনে দেখছিল।

'দেখ, ঐ খানে', মিনটাকা ডান দিকে দেখল। কণ্টক বৃক্ষের একটা ছোট ঝোপ যা প্রায় ঢাকা, শুধু বিবর্ণ সবুজ আগা বেরিয়ে আছে। নেফার ওটার দিকে ঘুরল এবং তারা একটা গভীর সংকীর্ণ উপত্যকা পেল যা হাজার বছর আগে বাতাস ও জলবায়ু এবং অস্বাভাবিক বজ্র ঝড় দিয়ে তৈরি হয়েছে পাহাড়ের পাশে। সেখানে নিশ্চয়ই ভূগর্ভস্থ পানি আছে ফলে কাঁটা গাছগুলো জন্মেছে। তাদের দেহ এই গরমে দুপুরে ছায়া ও গোপনীয়তা প্রত্যাশা করে। নেফার তীর ধরে ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করল। যখনই তারা থামল মিনটাকা লাফ দিয়ে পাদানি থেকে নামল।

'হারনেস খুলে দাও এবং ঘোড়াগুলো বিশ্রাম দাও', সে পরামর্শ দিল।

নেফার ইতস্তত করল এবং তারপর সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল। এটা তার প্রশিক্ষণের বাইরে। নির্জন ও অপরিচিত স্থানে এখন যেমন, সে অবস্থায় তাকে অবশ্যই তার যান হঠাৎ কোন সংকেত বা বহির্গমনের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে। সে লাফ দিয়ে নামল ও পানির থলে থেকে ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াতে গেল। মিনটাকা তাকে সাহায্য করতে এল। তারা নিরবে পাশাপাশি কাজ করল।

এখন সেই সময় যা তারা দু'জনেই চেয়েছিল তা অবশেষে এল, তারা লজ্জা পেল ও সব কথা আটকে গেল। হঠাৎ তারা একসাথে একে অপরের দিকে ঘুরল এবং একসঙ্গে কথা বলল।

নেফার বলল, 'আমি তোমাকে বলতে চাই।'

মিনটাকা বলল, 'আমার মনে হয় আমাদের উচিত', তারা থেমে গেল এবং ছায়ার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে লাজুকভাবে হাসল। মিনটাকা লজ্জায় লাল হয়ে গেল এবং নিচে পায়ের দিয়ে চেয়ে রইল এবং নেফার তার ঘোড়ার মাথায় স্পর্শ করল।

'তুমি কী বলতে চেয়েছিলে?'

'কিছু না। তেমন জরুরি কিছু না।' নেফার তার মাথা নাড়ল এবং দেখল সে লজ্জা পাচ্ছে। সে তার গালে ফুটে উঠা ঐ রঙ দেখতে পছন্দ করে। সে এখনো তার দিকে তাকাচ্ছে না। এবং সে যখন কথা বলল তখন তার কণ্ঠ এতো নরম হলো যে প্রায় শোনাই গেল না।

'তুমি কী বলতে যাচ্ছিলে?'

'যখন আমি ভাবি আর কিছু দিন পর তুমি চলে যাবে আমার এমন লাগে যেন মনে হয় আমার ডান হাতটা কেটে ফেলা হয়েছে এবং আমি মরতে চাই।'

'ওহ, নেফার', সে তার দিকে তাকাল এবং তার চোখগুলো বড় ও প্রথম ভালোবাসার কষ্ট ও আনন্দে পূর্ণ। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি একান্তভাবে তোমাকেই ভালোবাসি।'

সাথে সাথে তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরল এবং চুমু খাবার সময় তাদের দু'জনের দাঁতে দাঁত লেগে গেল। নেফারের নিচের ঠোঁট কেটে গেল এবং এক ফোঁটা রক্ত বের হল। তাই তাদের চুমুটা হলো লবণাক্ত। তাদের আলিঙ্গনটাও হলো আনাড়ি ও উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় যা তাদের মধ্যে একটা বন্য ও অস্বাভাবিক অনুভূতির জন্ম দিল। তারা জড়িয়ে ধরে রইল। যদিও মিনটাকা নেফারের দেহের মধ্যে প্রায় মিশে গেছে তবুও সে তাকে আরো জোরে চেপে ধরল। সে তার ভারি কোঁকড়ানো ধুলো-মাখা চুল আবেগে মুষ্ঠিবদ্ধ করে ধরল এবং বলে উঠল, 'ওহ্! ওহ্!' কিন্তু তার কণ্ঠ ভারি হয়ে এল।

'আমিও তোমাকে হারাতে চাই না', নেফার চুমু থামিয়ে মুখ তুলে বলল। 'আমি কখনোই তোমাকে হারাতে চাই না। আমি কোনো দিন তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না', সে আবার তাকে জড়িয়ে ধরল আরো দৃঢ় ভাবে। তারা দেহ ও মনের নতুন একটা জগতে প্রবেশ করল। তারা দু'জন এমন একটা রথে চড়ে বসল যা তাদের নিয়ন্ত্রর বাইরের ভালোবাসা ও আশার ঘোড়া দ্বারা টানা হচ্ছিল।

জড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই তারা ওয়াদির নরম মাটির উপর বসে পড়ল এবং অনুভূতির আরেক জগতে প্রবেশ করতে লাগল। একে ওপরকে এমন করে জড়িয়ে ধরল যেন কোন শত্রুকে তারা পাকড়াও করেছে। তাদের চোখে বন্যতা স্পষ্ট এবং তাদের নিঃশ্বাস দ্রুততর হলো। মুহূর্তের মধ্যে নেফারের হাতের কারুকার্যে মিনটাকার স্কার্টের কাপড় প্যাপিরাসের কাগজের ন্যায় একে একে টুকরো টুকরো করে ছিড়তে ছিড়তে প্রায় উন্মুক্ত হয়ে এল। মিনটাকা সব বুঝতে পারছিল কিন্তু যেন বাঁধা দেবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি এ ঘটনাটা কোথায় ঘটতে যাচ্ছে সে জ্ঞানটুকুও তারা হারিয়ে ফেলেছে। নেফার শুধু চাচ্ছিল তার নগ্ন পেটের স্পর্শ পেতে। এটাই যেন এ মুহূর্তে তার জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া। সে এক ঝটকায় তার নিজের অ্যাপ্রণটা খুলে ফেলল। দুটি তরুণ যুবার কোমল দেহের স্পর্শ এক অন্য অনুভূতির

জন্ম দিল। তারপর কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই হঠাৎ তার উপর নেফার চড়ে বসল, যেন সে কোন রথে চেপে ছন্দিল আনন্দে কোন অজানায় দুলছে।

সাথে সাথে মিনটাকা অনুভব করল তার নরীত্বের কৌমার্যটা এই মাত্র কেউ হরণ করতে চলেছে। এক পরম অভিজ্ঞতা যা অপ্রতিরোধ্য তৃষ্ণাকে নিবারণ করতে চলেছে, যা তার নরম গোপন অঙ্গের উদ্দেশ্যে হাতছানি দিচ্ছে।

কিন্তু হঠাৎ করে তার কাছে বাস্তবতা ফিরে এল। এক ঝটকায় সে তাকে দূরে ঠেলে দিল ও তার কাছ থেকে তার মুখ সরাল এবং জোরে চিৎকার করে উঠল, 'না নেফার! তুমি ওয়াদা করেছিলে! হুরাসের আঘাত প্রাপ্ত চোখের নামে তুমি ওয়াদা করেছিলে।'

সে তার উপর থেকে লাফ দিয়ে সরে গেল, গুটিয়ে গেল যেভাবে রথের ঘোড়া চাবুকের আঘাত থেমে যায়। সে তার দিকে নিস্পলক ও ভয়ার্ত চোখ নিয়ে চেয়ে রইল। তার কণ্ঠটা কর্কশ ও হাঁপানো যেন সে অনেক পথ দ্রুত দৌড়ে এসেছে ।

'মিনটাকা, আমার ভালোবাসা, আমার প্রিয়তমা! আমি জানি না আমার কী হয়েছিল। এটা ছিল একটা পাগলামি। ইচ্ছে করে আমি এমনটা করি নি।' সে একটা হতাশার ভাব করল। 'আমি বরং মরে যাব তবুও আমার শপথ ভাঙ্গবো না এবং তোমার অসম্মান করবো না।'

মিনটাকার নিঃশ্বাস এতো পরিশ্রান্ত ছিল যে, সে তাকে তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিতে পারল না। সে তার নগ্ন দেহ থেকে চোখটা সরিয়ে নিল। তখন নেফার আরো অনুনয়ের স্বরে বলল, 'দয়া করে আমাকে ঘৃণা করো না। আমি জানি না কি ঘটছিল।'

'আমি তোমাকে ঘৃণা করি না নেফার। আমি কখনোই তোমাকে ঘৃণা করতে পারি না।' তার হতাশা সহ্য করার মতো নয়। তার ইচ্ছে করছে নিজেকে নেফারের বাহুতে নিক্ষেপ করতে ও তাকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু সে জানে তা কতো বিপদজনক হতে পারে। সে রথের চাকা ধরে নিজেকে দাঁড় করাল। 'তুমি যতোটুকু দোষী আমিও ততটুকু দোষী', কথাটা বলে সে তার দুই হাত দিয়ে মুখের উপর থেকে চুল পিছনে সরাতে চাইল।

নেফার অপরাধীর মতো দাঁড়াল। তার দিকে এক পা এগিয়ে গেল কিন্তু যখন সে পিছিয়ে গেল সেও সাথে সাথে থেমে গেল। 'আমি তোমার স্কার্ট ছিড়ে ফেলেছি।' সে বলল, 'আমি তা করতে চাই নি।'

মিনটাকা তার নিজের দিকে তাকাল এবং দেখল কিভাবে সে অশ্লীল ভাবে উন্মুক্ত হয়ে আছে। সে প্রায় তার মতই নগ্ন। দ্রুত সে ছেড়া টুকরোগুলো একত্রিত করল ও হেঁটে তার থেকে দূরে গেল।

'তোমারও পোশাক পড়ে নেওয়া উচিত'; সে আস্তে করে নেফারকে বলল এবং তার নিচের দিকে তাকাল। তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল এবং সে অনুভব করল

তার বাসনা আবার জাগছে। জোড় করে সে অন্যদিকে তাকাল। তারপর দ্রুত নিচে ঝুঁকে ফেলে দেওয়া স্কার্টটা এক সঙ্গে করল এবং ওটা তার কোমরে বাঁধল।

তারপর তারা দোষীর মতো দাঁড়িয়ে রইল এবং একটা বিরক্তিকর নীরবতা নেমে এল। মিনটাকা ব্যাকুলভাবে এ ভয়ংকর মুহূর্ত থেকে মনোযোগ সরানোর জন্যে কোন ভাষা খুঁজল। তার নিজের দেহে তাকে সাহায্য করতে এল। সে অনুভব করল তার মূত্রথলি পূর্ণ হয়ে গেছে এবং চাপ দিচ্ছে। 'আমাকে যেতে হবে!'

'না', সে অনুনয় করল। 'আমি এটা করতে চাই নি, এমনটা আর কখনো হবে না। আমার সাথে থাকো। আমাকে ছেড়ে যেও না।'

মিনটাকা বিচলিতভাবে হেসে উঠল, 'না, তুমি বোঝনি। আমি শুধু কিছুক্ষণের জন্য যাব।' সে তার ছোট স্কার্ট ধরা হাত দিয়ে একটা নির্ভুল সংকেত দেখাল, 'বেশিক্ষণ দেরি হবে না।'

তার হাফ ছাড়াটাও প্রায় করুণ ছিল। 'ওহ, আমি বুঝেছি। আমি ততোক্ষণে রথ প্রস্তুত করছি।' সে ঘোড়াগুলোর দিকে ঘুরল। মিনটাকা তাকে ছেড়ে ঘন কাঁটা ঝোপটার দিকে এগিয়ে গেল।

সিংহটা যেখানে শুয়েছিল সেখান থেকে ওটা মিনটাকাকে গাছটার দিকে আসতে দেখল। সে তার মাথা তাঁর কান সমতল করল এবং পাথুরে মাটিতে নিজের দেহটা জোড়ে ঘষল।

পশুটা ছিল বৃদ্ধ, বেচারা তার জীবনের সুবর্ণ সময় অতিক্রম করে এখন বার্ধক্যে। একদা তার ঘাড়ে ঘন ঝোপের মতো ধূসর কেশর ছিল। তার পিঠ একদা সুন্দর উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু এখন তা বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছে। তার দাঁতগুলো জীর্ণ ও দাগ পড়া এবং একটা লম্বা তীক্ষ্ণ দাঁত মাটির কাছে ভেঙে পড়ে রয়েছে। যদিও এখনও সে একটা প্রাপ্ত বয়স্ক মহিষকে ধাক্কা দিয়ে ফেলার শক্তি রাখে এবং তার বিশাল থাবার এক ঝটকায় মেরে ফেলতে পারবে তবুও তার নখরগুলো শীর্ণ ও ভোঁতা, ফলে একটা দুর্বল শিকারকেও তার পক্ষে শক্ত করে ধরে রাখা কঠিন। গত রাতে সে একটা ওরিক্সকে পর্যন্ত ধরতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তার ক্ষিধে নিস্প্রভ, জরুরি এক ব্যথা তার পেটের মধ্যে চিনচিন করছিল।

সে তার হলুদ চোখ দিয়ে মনুষ্য সৃষ্টিটাকে দেখল এবং তার উপরের ঠোঁট নীরবে উঠে গেল। সিংহ হিসেবে তার মা তাকে মরা মাংস খেতে শিখিয়েছে যা তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে আহার করত। তার ওরকম স্বাভাবিক তিক্ততা ছিল না যা অধিকাংশ মাংসাশী প্রাণীর মানুষের মাংসের স্বাদের প্রতি থাকে। বছর জুড়ে সে হত্যা করেছে এবং এই মাংস খেয়েছে আর এখন এই সুযোগটা নিজে নিজে

উপস্থিত হয়েছে। সে দেখল এই জীবটা স্বাভাবিক শিকারের মতই তার দিকে গুল্মের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে।

সিংহটা যেখানে শুয়ে আছে তার থেকে পঞ্চাশ কদম দূরে মিনটাকা থামল এবং চারপাশে তাকাল। শিকারী সিংহের স্বভাব হচ্ছে তার শিকারের দিকে সরাসরি না তাকানো। তাই সিংহটা তার মাথা মাটির সাথে মিশিয়ে রাখল এবং চোখ সরু করে রাখল। এটা আক্রমণ করার সময় নয় এবং ফলে তার লেজ অনমনীয় ও নিচু করা।

মিনটাকা একটা গাছের গুঁড়ির পিছনে গুটিসুটি মেরে বসল এবং তার মূত্রথলি খালি করল। মূত্রের তীক্ষ্ণ গন্ধটা সিংহের নাকে পৌছতেই ওটা নাক কুঁচকে গভীর দাগের সৃষ্টি করল। এটা তার আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে দিল। মিনটাকা আবার দাঁড়াল এবং তার ছেড়া স্কার্ট তার উরুর চারদিকে ঠিক-ঠাক করে পড়ে নিল। সে ঘুরে সিংহটা থেকে বিপরীতে যেখানে নেফার অপেক্ষা করছিল, সেদিকে ফিরতে লাগল।

সিংহটি এবার তার লেজ আগে পিছে নাড়াল, ধাওয়া কারার পূর্বাভাস। সে তার মাথা তুলল এবং কালো পুচ্ছ লেজ দিয়ে তার দেহে আঘাত করল।

লেজের একটানা শাঁই শাঁই ও ধুপধুপ আওয়াজ মিনটাকার কানে আসতেই সে থামল এবং পিছনে তাকাল, হতভম্ব হয়ে গেল। সে পশুটার হলুদ চোখের দিকে সরাসরি তাকাল। সে চিৎকার করে উঠল, এতো তীক্ষ্ণ আওয়াজ যা নেফারের হৃদয়ে আঘাত করল। নেফার এক ঝটকায় ঘুরে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে সে বালিকাটি এবং গুটিসুটি মারা পশুটার মুখোমুখি দাঁড়াল।

'দৌড় দিও না', সে চিৎকার করে বলল। সে জানে যদি মিনটাকা দৌড় দেয় তবে বিড়ালের মতো সিংহটাও তাকে ধাওয়া করবে। 'আমি আসছি।'

সে ড্যাশবোর্ডের তাক থেকে তার ধনুকটা এবং তীরের খাপটা টেনে নিল এবং দৌড়ে তার কাছে গেল। দৌড়ানো অবস্থাতেই সে একটা তীর তাক করল।

'দৌড় দিও না!' সে উন্মাদের মতো আবার বলল। আর তখনই সিংহটা গর্জন করে উঠল। আওয়াজটা এতো ভয়ংকর ছিল যে তা মিনটাকার হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল এবং তার পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল। মিনটাকা তার চেপে বসা ভয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। সে ঘুরে অন্ধের ন্যায় নেফারের দিকে দৌড় দিল। প্রতি পদক্ষেপে সে ফোঁপাচ্ছিল।

তৎক্ষণাৎ সিংহটির কেশর তার মাথার চার পাশে কালো রেখার মত দাঁড়িয়ে গেল এবং সে নিজেকে শিকারের জন্য প্রস্তুত করল। সোজাসুজি তার পিছনে সরু গাছপালার মধ্য দিয়ে ওটা লাফিয়ে এগিয়ে এল। মিনটাকা এমনভাবে নেফারের দিকে তাকাল যেন সে এখানো মাটির গভীরে গেঁথে আছে।

নেফার মরার মতো থেমে রইল এবং দুই হাত মুক্ত করার জন্য তীরের খাপ ফেলে দিল এবং ধনুকটা উপরে তুলল। সে তীরটা তার ঠোঁট বরাবর ধরল এবং তার বাহু ভারি বুকের উপর রাখল। যদিও দূরত্ব কম ছিল, তবুও এটা একটা কঠিন কাজ ছিল। পশুটা একটু কোনাকুনি হয়ে আসছিল, তাই কাজটা ছিল জটিল এবং মিনটাকা সরাসরি তীর ছোড়ার পথে ছিল। তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে সিংহের আঘাত থেকে মিনটাকাকে সে রক্ষা করতে পারছে না।

তাকে অবশ্যই পশুটাকে বধ করতে তীরের মাথাটা ওটার নাজুক কোন অঙ্গে প্রবেশ করাতে হবে এবং তাকে সরে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এদিকে নিখুঁত হিসেব করারও যথেষ্ট সময় নেই। সিংহটা প্রায় তার উপর চলে এসেছে।

পশুটা প্রতি লাফে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে আসছিল, কাঁদার পিন্ড ও নুঁড়ি পাথর ছিটিয়ে এগিয়ে আসছে। তার হলুদ চোখগুলো ছিল ভয়ংকর। তীর ছোঁড়ার জন্যে মাত্র এক হাত জায়গা নেফার পেল। তারপর সে যথাসম্ভব চিৎকার করে বলল, 'নিচু হও, মিনটাকা! আমাকে তীর ছুঁড়তে একটু জায়গা দাও।'

সপ্তাহ জুড়ে তারা এক সাথে শিকার করছে, তারা নিজেদের মধ্যে একটা সঙ্গতি গড়ে তুলেছিল এবং সে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে শিখেছে। তাই এমনকি ভয়ে এই আত্মহারা অবস্থায়ও সে তার কথা ধরতে পারল। সে প্রায় ছুটন্ত অবস্থাতেই দৌড় থামিয়ে সিংহের থাবার নিচে পাথুরে ভূমিতে শুয়ে পরতে একটুও ইতস্তত করল না।

ঠিক তখন যখনই সে নিচু হল, নেফার তীরটা ছুঁড়ল। তীরটি ধনুকের আংটা থেকে ছুটে গেল। নেফারের ভয়ার্ত চোখে মনে হল এটা খুব ধীরে তাদের মধ্যের ফাঁকা স্থানটা পার হল। মিনটাকা যেখানে পড়ে আছে সে স্থানটা তীর পার হল। ইতোমধ্যে ওটা নিচু হতে শুরু করেছে, মনে হচ্ছে ক্ষুদ্র কোন বস্তু ওটা ও অকার্যকরী কিছু, অন্তত এ রকম একটা বিশাল প্রাণীর বিরুদ্ধে।

তারপর এটা নিঃশব্দে আঘাত করল। নেফারের একবার মনে হলো বুঝি পাতলা তীরের ফলাটাকে ঘোঁত ঘোঁত করা দৌড়ানো প্রাণীটা হাত দিয়ে খাবলে ধরবে এবং অবজ্ঞা নিয়ে পাশে সরিয়ে ফেলে দিবে।

ঠিক যখন সিংহটার খোলা মুখ ও তার উঁচু নিচু লম্বা সরু দাঁতগুলো দেখা গেল তখন তীরের পাতলা ফলাটা তার বুকের ঘনকালো পশমের মধ্যে হারিয়ে গেল। আঘাতের কোন শব্দ হল না। কিন্তু সরু সোজা তীরের ফলাটা নিশ্চিত ওটার ভেতর ঢুকে গেছে। শুধু এক হাত পরিমাণ ফলা ও গোড়ার উজ্জ্বল পালকগুলো বাইরে বেরিয়ে রইল।

নেফার ভাবল তীরটা পশুর হৃদপিন্ডে আঘাত লেগেছে। কেননা বিশাল আলোড়ন তুলে সিংহটা অনেক উঁচুতে লাফ দিল এবং তার ঘোঁত ঘোঁত একটা অবিরাম গর্জনে পরিণত হয়েছে। তার মাথার উপরের কাটা গাছের শাখায় একটা

শুকনো পাতার আলোড়ন সে সৃষ্টি করল। তারপর পশুটা বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল ও নিজের বুকে খাবলা মারতে মারতে তীরের ফলার বাইরের অংশটুকু চিবিয়ে টুকরো টুকরো করল। মিনটাকা অনেকটা প্রায় তার উড়ন্ত বাঁকা থাবার নিচে পড়ে আছে। 'ওটা থেকে দূরে সরো।' নেফার ভয়ে চিৎকার দিল, 'দৌড় দাও।'

নেফার নিচু হয়ে পায়ের কাছে রাখা খাপ থেকে আরেকটা তীর তুলে নিল এবং সামনে দৌড়ে গেল। কাছাকাছি গিয়ে সে তীরটা ছুঁড়ল। মিনটাকা লাফ দিয়ে উঠল। সে বুঝতে পেরেছে নিরাপত্তার জন্যে তার দিকে দৌড়ে গিয়ে তার লক্ষ্যে বাঁধা দেওয়া ঠিক হবে না। তাই সে নিকটস্থ কাঁটা গাছের গুড়ির পিছনে সরে গেল। আহত সিংহটার মনোযোগ তার দিকে ফেরাতে এটুকুই যথেষ্ট ছিল। এখন ক্ষুধার চাইতে ব্যথায় ও রাগে সে তার দিকে তেড়ে এল। মিনটাকা যে গাছের পিছনে গুটিয়ে ছিল সেটা থেকে পশুটার বাঁকানো হলুদ নখগুলো এক খাবলা ভিজা বাকল থাবা মেরে তুলে ফেলল।

'এসো! আমি এখানে! আমার কাছে চলে এসো!' নেফার জোরে চেঁচিয়ে উঠল। সিংহটার মনোযোগ মিনটাকার দিক থেকে সরাতে চেষ্টা করল।

সিংহটি তার বিশাল, ঝাকড়া কেশর মাথাটা তার দিকে ঘোরাল। সাথে সাথে নেফার আরেকটা তীর তাক করে দ্রুত তীরটা ছুঁড়ল। তার বাহু কাঁপছিল এবং তার লক্ষ্য ছিল দ্রুত ও বন্য। তীরটা এবার পশুটির পেটে বিঁধল। ব্যথায় সে কাশি দিয়ে উঠল। ওটা মিনটাকাকে ছেড়ে এবার নেফারের উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যদিও পশুটা মারাত্মকভাবে আহত এবং ইতোমধ্যে তার শক্তি ধীর হয়ে আসছে তবুও এই সুবর্ণ সুযোগ নেফারের এড়িয়ে যাওয়ার কোন পথ ছিল না। সে তার শেষ তীর ছুড়ে ফেলেছে এবং খাপটা মাটিতে তার নাগালের বাইরে পড়ে আছে। সে হাত নামাল এবং বেল্টের খাপ থেকে তার ছুরি বের করে আনল।

এ হিংস্র পশুটার বিপরীতে যা একটা অতি হালকা অস্ত্র। পাতলা ব্রোঞ্জের ফলটা তার হৃদপিন্ড পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্যে যথেষ্ট লম্বা নয়, কিন্তু সে বাজ শিকারীদের এ রকম ভয়ংকর অবস্থা থেকে বাঁচার গল্প বলতে শুনেছে। যখন সিংহটা মৃত্যু লাফ দিল, নেফার পিছনে পড়ে গেল। এমনকি পশুটার ওজন ও আক্রমণ এড়িয়ে যেতে চাইল না। সে পশুটার দুই থাবার সামনে পড়ে গেল এবং সিংহটা তার চোয়াল পুরোপুরি খুলে ভয়ংকর উঁচু লম্বা সরু দাঁত দিয়ে নেফারের খুলি কামড় দিতে মাথা নামাল। জন্তুটার নিঃশ্বাস এতোটাই দুর্গন্ধযুক্ত, পচা মাংসের ন্যায় যে নেফার অনুভব করল তার গলার মধ্যে গরম বমি উঠে এসেছে। তবে সে ঠিক সময়ের অপেক্ষা করল এবং তার ডান হাতে ছুরিটা ধরে খোলা চোয়াল দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে আড়াআড়ি করে ধরে রইল। সহজাত স্বভাবে সিংহটা কামড় দিল।

নেফার তার মুঠিতে শক্ত করে চাকুটা ধরে আছে। ফলাটা উপরের দিকে ধরা এবং যখন সিংহ চোয়াল বন্ধ করল ব্রোঞ্জের ফলাটা সরাসরি তার মুখের তালুতে

ঢুকে গেল। তার কব্জির হাড়ে দাঁত বসে যাওয়ার আগেই নেফার টান দিয়ে হাত বের করে আনল। সিংহের দু'চোয়ালের মাঝে চাকু থাকায় মুখটা হা হয়ে রইল এবং তার কামড় নিচে নামাতে পারল না।

এবার পশুটা তার সামনের থাবা উঁচিয়ে তার দিকে তেড়ে আসছিল, নখগুলো পুরোপুরি বর্ধিত। তার বিশাল দেহের নিচে নেফার নড়াচড়া করতে লাগল। কিছু থাবা এড়িয়ে গেল কিন্তু তার কাপড় ছিড়ে গেল এবং নখের একটা আঁচড় তার মাংসের মধ্যে দেবে গেছে তা সে অনুভব করল। সে জানে আর বেশিক্ষণ সে তা ধরে রাখতে পারবে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে সিংহের নিচে থেকে চিৎকার দিল, 'ছেড়ে দে আমাকে, বিকট নোংরা জানোয়ার।! আমাকে ছাড়!'

সিংহটা এখনো গর্জন করছে এবং তার তালু থেকে রক্ত লাল মেঘের মতো বের হচ্ছে সেই সাথে দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস ও গরম লালা নেফারের মুখের উপর এসে পড়ছে।

তার চিৎকার মিনটাকার কানে গেল এবং যখন সে কাঁটা গাছের পিছন থেকে উঁকি মারল দেখল সিংহের দেহের নিচে পুরোপুরি রক্তে ঢাকা অবয়ে নেফার পড়ে রয়েছে। তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে এবং সাথে সাথে সে তার ভয় ভুলে গেল।

নেফারের ধনুক তার দেহের নিচে আটকে ছিল এবং এটা ছাড়াও ভরা তীরের খাপটা তার এখন দরকার। সে গাছের পিছন থেকে লাফ দিয়ে বের হয়ে রথের দিকে দৌড় দিল। চিৎকার ও গর্জন তার পিছনে চলতেই থাকল এবং সে দৌড়াল যতোক্ষণ না মনে হল তার হৃদপিন্ড ফেটে যাবে।

তার সামনে ঘোড়াগুলো পশুটার গন্ধ ও গর্জনে ভয় পেয়ে গেছে। তারা ডাকাডাকি করছিল। মাথা নাড়ছে এবং রশিতে লাথি মারছে। তারা হয়তো অনেক আগেই দৌড়ে পালাত কিন্তু নেফার এক পাশের চাকায় গতিরোধ দিয়ে রেখেছিল ফলে তারা শুধুমাত্র আটসাট হয়ে ডান দিকে বৃত্তাকারে ঘুরছিল। মিনটাকা তাদের উড়ন্ত খুরের নিচে দৌড়ে গেল এবং লাফ দিয়ে পাদানিতে উঠল। সে খোলা লাগামটা হাতে নিল ও চিৎকার করে বলল, 'সেখানে যা, স্টার গেজার! হ্যামার শক্ত করে ধর।'

পূর্বের অনেক প্রমোদ ভ্রমণে নেফার তাকে গাড়ি চালাতে শিখিয়েছে তাই ঘোড়াগুলো তার কণ্ঠ চেনে এবং রশিতে তার স্পর্শ চিনতে পারল। দ্রুত সে তাদের নিয়ন্ত্রণ নিল কিন্তু তার মনে হয় অনেক সময় চলে গেছে। কারণ সে নেফারের চিৎকার ও পশুটার কান ফাটানো গর্জন শুনতে পেল। সে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে একপাশে ঝুঁকে গতি রোধকটা খুলে দিল। সে তাদের বাঁ দিকে ঘুরাল তারপর সোজা সিংহ ও তার শিকারের দিকে তা চালাল।

হ্যামার সমস্যা করল কিন্তু স্টার গেজার ভালোভাবেই চলল। তাই সে টান দিয়ে চাবুকটা নিল যা নেফার কখনো তাদের উপর ব্যবহার করে নি এবং হ্যামারের

চকচকে পেটে আঘাত করল যা বৃদ্ধাঙ্গুলের সমান পুরো একটা দাগ পশুটার দেহে সৃষ্টি করল।

'হ্যাঁ!' সে চেঁচালো, 'এগিয়ে চল, হ্যামার!'

হতভম্ব হ্যামার সামনে বাড়ল এবং সিংহটার দিকে এগিয়ে গেল। পশুটার পুরো মনোযোগ ছিল চিৎকাররত দুর্বল শিকারের দিকে যা তার সামনের থাবার নিচে ছিল এবং সে উপরে উঠে আসা রথের দিকে তাকাচ্ছিল না যা তার উপর নেমে আসছিল।

মিনটাকা চাবুক ফেলে দিল এবং তার পরিবর্তে তাক থেকে লম্বা বর্শাটা টেনে নিল। শিকারের সময় সে এটা নেফারের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা বহন করেছে এবং এখনও এটাকে তার ডান হাতে শক্ত ও পরিচিত মনে হল। বাঁ হাতে ছুটন্ত ঘোড়ার দলটাকে নিয়ন্ত্রণ করে সে একপাশে অনেকখানি ঝুঁকে এল এবং বর্শাটা উপরে তুলল। তারা গুটিসুটি মারা সিংহটাকে অতিক্রম করল, তার মাথা নিচু করা ছিল এবং ঘাড়ের পিছন দিক ছিল পুরোপুরি উন্মুক্ত। কালো কেশরের ঝোপের নিচে মেরুদণ্ড ও খুলির সংযোগ স্থলটা ঢাকা ছিল কিন্তু সে স্থানটি অনুমান করল এবং তার ভয় ও নেফারের জন্যে তার যে ভালোবাসা সে শক্তি দিয়ে সে সজোরে আঘাত হানল ঐ বরাবর।

তাকে অবাক করে দিয়ে ফলাটা সহজেই পিছলে দৃঢ় ভাবে জন্তুটার ঘাড়ের পিছনে পুরো গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে ঢুকে গেল। সে তার হাতে হালকা টিপ টিপ অনুভব করল যখন বর্শাটা মেরুদন্ডের মাঝ জোড়া দিয়ে ঢুকে গেল এবং সেই সাথে আরো কতগুলো সংযোগস্থল অতিক্রম করল।

যখন রথটা ছুটে ওটাকে অতিক্রম করল, বর্শার বাট তখন তার মুঠো থেকে চলে গেছে। সিংহটা নেফারের উপর সাথে সাথে একটা জড় স্তূপের ন্যায় ঢিলা হয়ে পড়ে গেল। সে আর নড়ল না, তৎক্ষণাৎ মারা গেছে।

ঘোড়াগুলোকে থামাকে তার আরো পঞ্চাশ কিউবিট যেতে হল, চাকাগুলোকে ঘুরাল এবং যেখানে নেফার বিশাল মৃত দেহটার নিচে পড়ে আছে সেখানে তাদের নিয়ে এল। পাদানি থেকে লাফ দিয়ে নামার আগে বুদ্ধি করে সে গতিরোধকটা ফেলে দিল চাকার উপর।

স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে নেফার মারাত্মকভাবে আহত। রক্তের আবরণের ভেতরে সে ভেবেছিল নেফার মৃত। সে তার পাশে হাঁটু ভর দিয়ে বসল। 'নেফার, কথা বল। আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'

তাকে স্বস্তি দিয়ে সে তার মাথা তার দিকে ঘুরাল এবং চোখ খুলে তাকে দেখল।

'তুমি ফিরে এসেছো', সে দম নিল। 'অসাধারণ, মিনটাকা অসাধারণ!'

'আমি তোমাকে এ থেকে মুক্ত করছি।'

সে দেখতে পেল সে মৃত পশুটার অত্যাধিক ওজন তার ফুসফুসের বারটা বাজিয়ে দিচ্ছে। সে লাফ দিয়ে দাঁড়াল এবং পশুটার মাথা ধরে জোরে টান দিল। 'লেজ ধরে', নেফার যন্ত্রণায় ফিস্‌ফিস্‌িয়ে বলল। 'লেজে ধরে ওটাকে ঘুরাও।'

সে দ্রুত তার কথা মতো কাজ করল এবং লম্বা শক্ত লেজটা ধরে তার সব শক্তি দিয়ে টান দিল। ধীরে ধীরে বিশাল দেহটা দুলতে শুরু করল। একসময় পুরো মৃত দেহটা সরে গেল এবং সে মুক্ত হল।

মিনটাকা হাঁটুগেড়ে তার পাশে বসল ও তাকে বসতে সাহায্য করল। কিন্তু নেফার মাতালের ন্যায় দুলতে লাগল এবং তার সাহায্য চাইল।

'হাথোর, আমাকে সাহায্য কর', প্রার্থনা করল মিনটাকা।

'তুমি মারাত্মক আঘাত পেয়েছ। অনেক রক্ত গিয়েছে।'

'এর পুরোটা আমার না', সে বোকার মতো বলল। কিন্তু তার ডান উরুতে লাল পালকের মত হালকা লাল ঝর্ণা দেখা গেল যেখানে প্রাণীটা তার নখগুলো দিয়ে খাঁমচে দিয়েছে।

টাইটা তাকে অনেকদিন ধরে আন্তরিকভাবে কীভাবে যুদ্ধের ক্ষত চিকিৎসা করতে হয় তা শিখিয়েছে এবং সে বুঝতে পারছে এখনি রক্ত ঝরা না থামলে তা আরো ক্ষতির কারণ হতে পারে। সে তার বৃদ্ধাঙ্গুল কাটা মাংসের উপর চেপে ধরল যতোক্ষণ না রক্তের প্রবাহ জমে বন্ধ হল।

'পানির মশকটা নিয়ে এসো', নেফার তাকে তাড়া দিল। মিনটাকা রথের দিকে দৌড়ে গেল এবং তাকে পাত্রটা এনে দিল। যখন সে পান করছিল সে ওটা তার মুখের ওপর ধরে রইল। তারপর তার মুখ থেকে রক্ত ও ময়লা ধুয়ে দিল কোমল হাতে। চেহারায় কোন ক্ষত নেই দেখে সে স্বস্তি পেল। যাহোক যখন সে তার অন্য ক্ষতগুলো দেখল যা নেফারের পক্ষে তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা কঠিন হল এবং ওগুলো মারাত্মক ছিল।

'আমার শয্যাটা রথে', তার কণ্ঠ আগের চেয়ে দুর্বল শোনাল। যখন সে ওটা তার কাছে গিয়ে এল সে বান্ডিলটা খুলতে বলল তাকে। যেন সে তার গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব পেল।

মিনটাকা একটা সূঁচ ও সিল্কের সুতা তুলে নিল। নেফার তাকে দেখিয়ে দিল কীভাবে বাঁধতে হবে। এই একটা কাজ যা সহজেই সে করতে পারল এবং সে তা করতে ইতস্তত করল না। তার হাতের কব্জি পর্যন্ত রক্তে মেখে গেল। আঙ্গুল দিয়ে সে তার খোলা ধমনীর চারপাশে সুতা ঢুকিয়ে দিল। তারপর তার মাংসের মধ্যে ভিতরে অংশটা বন্ধ করে দিল। তার নির্দেশে সে তার ছিন্ন বস্ত্র থেকে এক টুকরো কাপড় ছিড়ল তার ক্ষত বাঁধতে। এটা ছিল রুক্ষ প্রাথমিক অস্ত্রপ্রচার। কিন্তু রক্তের ধারা বন্ধের জন্যে যথেষ্ট।

'এটুকুই আমরা করতে পারি। আমি তোমাকে রথের নিকট নিয়ে যেতে সাহায্য করবো। তারপর দ্রুত মূল দলের কাছে ফিরে যাবো। সেখানে একজন শল্যবিদ বাকিটা করবে। ওহ্! যদি টাইটা এখন এখানে থাকতো।'

সে স্টার গেজারের মাথার দিকে গেল এবং যেখানে সে শুয়েছিল সেখানে তাদের নিয়ে এল। নেফার এক কনুইতে ভর দিয়ে দীর্ঘক্ষণ তার পাশে পড়ে থাকা সিংহটার মৃত দেহের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমার প্রথম শিকার করা সিংহ', সে অনুতপ্তভাবে ফিসফিস করল। 'যদি আমরা এর চামড়া না ছাড়াই তাহলে কোন পুরস্কার পাব না। এর চুল পিছলে যাবে ও পড়ে যাবে।'

আবেগের ভার ও বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় মিনটাকা তার মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। 'এটা হচ্ছে কোন লোকের বোকামির সবচাইতে অসভ্য কিছু যা আমি এ পর্যন্ত শুনেছি। তুমি তোমার জীবনকে একটা দুর্গন্ধময় চামড়ার জন্যে বিপদে ফেলবে?'

রাগতভাবে সে তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করতে এল। যা করতে তাদের দু'জনেরই অনেক কষ্ট হল। যখন সে রথের দিকে খুড়িয়ে চলল সে তার সব ভর নিয়ে তার উপর বাঁকা হয়ে রইল এবং পাদানির উপর দুর্বলভাবে বসে পড়ল ধপাস করে।

মিনটাকা তারা বিছানার ঝোলা থেকে ভেড়ার চামড়া ব্যবহার করল, যাতে সে একটু আরাম পায়। তারপর সে রথে চড়ল এবং তার উপর দিয়ে লাগাম হাতে নিয়ে দাঁড়াল। 'কোন দিকে?' সে জিজ্ঞেস করল।

দলের বাকিরা এখন উপত্যকার অনেক দূরে চলে গেছে এবং তাদের ধরতে আমাদের খুব দ্রুত চলতে হবে। তারা ভুল দিকেও যাচ্ছে। নেফার তাকে বলল, 'অন্য শিকারীরা শুরুতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের না পেয়ে আমরা সারাদিন তাদের খুঁজতে পারি।'

'আমরা ডাব্বায় যেখানে জাহাজটা আছে সেখানে ফিরতে পারি। জাহাজে একজন শল্যবিদ রয়েছে।' সে শুধু একটা সম্ভাব্য উপসংহার টানল এবং সম্মতি সূচক মাথা নাড়াল। সে ঘোড়াগুলোকে হাঁটার তাগিদ দিল এবং তারা বন ছেড়ে উঁচু ভূমিতে উঠে এল, তারপর আবার দক্ষিণে রওনা দিল। 'ডাব্বায় পৌঁছতে তিন ঘণ্টা বা তার বেশি লাগবে', মিনটাকা বলল।

'যদি আমরা নদীর বাঁক কেটে যাই।' নেফার উত্তর দিল। 'আমরা চার ক্রোশ দূরত্ব কমাতে পারি।'

মিনটাকা ইতস্তত করল এবং পূর্ব দিকে তাকাল, যা তাকে পাড়ি দিতে সে বলছে। 'আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলতে পারি।' সে ভয়ে বিড়বিড় করে বলল।

'আমি তোমাকে রাস্তা দেখাবো।' সে উত্তর দিল। নির্দেশনায় আত্মবিশ্বাসী, তাইটা তাকে মরুতে চলতে শিখিয়েছি। 'এটা আমার সর্বোত্তম সুযোগ।'

সে রথটাকে বাঁ দিকে ঘুরাল। যখন তারা শক্ত ও একটু সুস্থ হল তারা দু'জনে কঠিন ভাঙ্গা পথে রথ চলার গতি উপভোগ করল। তারা উঁচু-নিচু ও পিচ্ছিল পথে চলছিল। কিন্তু এখনও যখন ঘোড়াগুলো হাঁটা বা দুলকি চালে চলছিল তখন পাথর বা উঁচু স্থানের সাথে ধাক্কায় কিংবা গর্তে পতনে নেফারে ছিন্ন দেহ প্রতিবাদ করে উঠছিল।

সে ব্যথায় কুঁচকে গেল ও ঘেমে উঠল। কিন্তু তার এসব সে তার কাছ থেকে লুকাতে চেষ্টা করল। প্রায় ঘণ্টা চলে গেল। তার ক্ষতগুলো শক্ত হয়ে উঠল এবং ব্যথা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছল। একটা খারাপ ধাক্কায় সে জোরে চিৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সাথে সাথে মিনটাকা লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল এবং তাকে জাগানোর চেষ্টা করল। সে একটুকরো কাপড় পানিতে ভিজিয়ে কয়েক ফোঁটা তার ঠোঁটের মধ্য দিয়ে ভিজিয়ে দিল। তারপর সে তার বিবর্ণ ঘামে ভেজা চেহারা মুছে দিল। কিন্তু যখন সে তার ক্ষতগুলো পুনরায় ব্যান্ডেজ করতে গেল সে দেখল তার উরুর ক্ষত থেকে আবার রক্ত ঝরা শুরু হয়েছে। সে তা বন্ধ করতে কাজ করল। কিন্তু শুধু রক্তের ধারা কমাতে সফল হল। 'তুমি ঠিক হয়ে যাবে, আমার প্রিয়।' সে তাকে বলল, এমন আত্মবিশ্বাসের সাথে যা সে অনুভব করল না। সে তাকে কোমলভাবে জড়িয়ে ধরল, তার ধুলো ও রক্তে ঢাকা মাথায় চুমু দিল এং পুনরায় লাগাম ধরল।

এক ঘণ্টা পরে সে শেষ পানিটুকু নেফার ও ঘোড়াগুলোকে দিল কিন্তু নিজে পান করল না। তারপর সে রথের ড্যাশবোর্ডের যতো উঁচুতে পারল দাঁড়াল এবং কাঁকড় বিছানো ও কোমল শিলায় পাহাড়টা দেখল যা তাপের মরীচিকায় নাচছিল ও দুলছিল। সে জানত সে হারিয়ে গেছে। আমি অনেক পূর্ব দিকে সরে এসেছি! সে বিস্মিত হল, সূর্যের দিকে তাকাল ও তার অবস্থান পরিমাপের চেষ্টা করল। তার পায়ের কাছে নেফার তখন নড়ে উঠল এবং গোঙিয়ে উঠল এবং সে একটা সাহসী নির্ভীক চেহারা নিয়ে নিচে তাকাল ও হাসল। 'এখন খুব বেশি দূরে নয়। আমার হৃদয়। আমাদের উচিত পরের চূড়ার পর নদীটা দেখা।'

সে আবার ভেড়ার চামড়াটা তার মাথার নিচে দিল। তারপর দাঁড়াল ও লাগামগুলো এক সাথে করল এবং নিজেকে দৃঢ় করল। হঠাৎ বুঝল সে কত নিঃশেষিত ছিল। তার দেহের প্রতিটি মাংস পেশীতে ব্যথা এবং তার চোখ ব্যথা করছে ও সূর্যের আলো ও ধুলায় তা লাল হয়ে আছে। সে নিজেকে চলতে বাধ্য করল এবং দলটি সামনে এগোলো।

শীঘ্রই ঘোড়াগুলো হতাশার ভাব দেখাল। তাদের ঘামা বন্ধ হয়ে গেছে এবং ঘাম শুকিয়ে লবণের ধারা তাদের পিঠে সাদা হয়ে আছে। সে তাদের ধীরে হাঁটার

জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চাইল কিন্তু তারা সাড়া দিল না। 'হাই!' সে নিচে নামল, ঘোড়াগুলোর মাথা ধরল এবং তাদের পথ দেখাল। এখন সে নিজেও টলমল করে হাঁটছে। কিন্তু অবশেষে সে বালুময় উপত্যকার তলদেশে রথের দাগ দেখতে পেল এবং সাথে সাথে তার মধ্যে গতি সঞ্চারিত হল।

'তার পশ্চিমে চলছে', সে ফিসফিসিয়ে বলল। ঠোঁটগুলো তার ফুলতে ও দাগ পড়তে শুরু করেছে। তারা আমাদেরকে নদীর কাছে নিয়ে যাবে। সে চাকার দাগ ধরে কিছু সময় চলল যতোক্ষণ না যে দ্বিধায় পড়ে থামল যখন সে তার সামনে নিজের পায়ের দাগ দেখল। তার কিছু সময় লাগল বুঝতে যে সে বৃত্তের মধ্যে ঘুর পাক খাচ্ছে ও নিজের চাকার দাগ অনুসরণ করছে।

অবশেষে তাকে হতাশা পেয়ে বসল। সে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল এবং ফিসফিস করে নেফারকে বলল যে কিনা তখনো অচেতন হয়ে শুয়েছিল, 'আমি দুঃখিত আমার প্রিয়, আমি তোমাকে বিফল করে দিলাম।' সে তার চেহারা থেকে তার জটপাকানো চুলগুলো সরাল। তারপর সে পূর্বের নিচু পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাল এবং চোখ পিট পিট করল। তার দৃষ্টি পরিষ্কার করার জন্য সে তার মাথা ঝাঁকাল। তার জ্বলন্ত চোখগুলো বিশ্রাম দিতে অন্যত্র তাকাল। তারপর পিছনে তাকাল। সে তার জীবনীশক্তি আবার বাড়তে অনুভব করল কিন্তু সে নিশ্চিত নয় যা দেখেছে তা তার ভ্রম না বাস্তব।

তাদের উপরে পাহাড়ের চূড়ায়, আকাশ সীমায় একটা কৃশ অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে। তার দীর্ঘ লাঠির উপর সে বেঁকে আছে। তার রূপালি চুল মেঘের মতো জ্বলছে এবং হালকা মরুর গরম বাতাস তার দীর্ঘ বকের মতো সরু পায়ে থাকা তার স্কার্টটা পতপত করে উড়াচ্ছে। সে তাদের দেখতে নিচের দিকে চেয়ে আছে।

'ওহ্ হাথোর এবং অন্য সব দেবীরা, এটা তা হতে পারে না।' সে ফিসফিসিয়ে বলল। তার পাশে নেফার তখন চোখ খুলল। 'টাইটা আমাদের কাছাকাছি', সে বিড়বিড় করল। 'আমি তাকে কাছাকাছি অনুভব করছি।'

'হ্যাঁ, টাইটা এখানে', তার কণ্ঠ ক্ষীণ এবং সে তার নিজের কণ্ঠে বিস্ময় অনুভব করল। 'কিন্তু সে কিভাবে জানে আমাদের কোথায় খুঁজতে হবে?'

'সে জানে, টাইটা সব জানে', নেফার উত্তর দিল, বলেই চোখ বন্ধ করল এবং পুনরায় অচেতন অবস্থায় ফিরে গেল।

রুক্ষ খাজ দিয়ে বৃদ্ধ লোকটি তাদের দিকে আসতে শুরু করেছে এবং মিনটাকা নিজেকে ধাক্কা দিয়ে দাঁড় করাল এবং তার সাথে সাক্ষাত করতে খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেল। দ্রুতই তার বিষণ্নতা চলে গেল এবং সে হাত নাড়ল ও তাকে অভিবাদন জানিয়ে চিৎকার করল, খুশিতে তার প্রায় উন্মাদ হবার অবস্থা।

টাইটা পাহাড়ের ঢাল ও নদী ধরে ডাব্বা গ্রামের দিকে চলল। ঘোড়াগুলো তার সংস্পর্শে সহজভাবে চলছে যা জখমী বালকটিকে পাদানির উপর আরাম দিল। তার গভীর সহজাত তাড়নার কারণেই নেফারের কি ওষুধ ও চিকিৎসা দরকার তা টাইটা তার সাথে করে এনেছিল। ক্ষতগুলো পুনরায় পরিষ্কার করার পর সে ঘোড়াগুলোকে কাছের একটা গোপন জলাশয়ে নিয়ে গেল যেখানকার তিতা পানি তাদের সতেজতা এনে দিল। সে মিনটাকাকে পাদানিতে নিয়ে ঘোড়ার মাথা নির্ভুলভাবে ডাব্বা ও নদীর দিকে ঘুরাল।

তার পাশে থাকা মিনটাকা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে তাকে অনুরোধ করল তাকে খুলে বলতে যে সে কিভাবে জানল যে তাকে তাদের দরকার এবং কোথায় তাদের খুঁজতে হবে। টাইটা তখন শুধু কোমলভাবে হেসেছে এবং ঘোড়াগুলোকে বলেছে, 'ধীরে এখন, হ্যামার! ধীরে, স্টার গেজড়।'

মেঝের উপর নেফার লাল সেফেনের ন্যায় গভীর ঘুমে অচেতন, তবে তার ক্ষতগুলোর রক্তের ধারা এখন বন্ধ ও তা পরিষ্কার করা হয়েছে এবং লিনেন ব্যান্ডেজ দিয়ে তা বাঁধা। একটা লাল ও রাগান্বিত সূর্য নীলের উপর বিবর্ণ হয়ে ঢুবে যাচ্ছে অনেকটা নিভে যাওয়া আগুনের কুন্ডলীর ন্যায় তা দেখাচ্ছে। নদীতে নৌকাগুলো নোঙ্গর করা। ক্ষীণ আলোতে ওগুলোকে বাচ্চাদের খেলনার মতো লাগছে।

অ্যাপেপি এবং নাজা তাদের সাথে দেখা করতে ডাব্বা গ্রাম থেকে বের হলো। লর্ড নাজা খুব বিক্ষুব্ধ এবং অ্যাপেপি তার কন্যার উদ্দেশ্যে হুংকার দিল। 'তুমি কোথায় ছিলে, স্টুপিড মেয়ে? অর্ধেক সেনাবাহিনী তোমাকে খুঁজতে বেরিয়ে গেছে।'

নাজার রাগ কমে গেল যখন সে নেফারকে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় রথের ককপিটের তলদেশে অচেতন হয়ে পড়ে থাকতে দেখল। যখন টাইটা ফারাও এর আঘাতের পরিমাণ তার কাছে ব্যাখ্যা করল তখন সে প্রায় রঙিন হয়ে উঠল।

অচেতন অবস্থায় নেফারকে তীরে রাখা একটা ছোট নৌকায় তোলা হলো এবং এক দল মাঝি আস্তে করে তা চালিয়ে দূরে রাখা বড় জাহাজে তাকে তুলল। 'যতো দ্রুত সম্ভব এখনি আমি ফারাওকে থেবস্ নিয়ে যেতে চাই।' টাইটা নাজাকে বলল। 'এমনকি যদি রাতে ভ্রমণ করতে হয় তাও। ক্ষতগুলোতে পচন ধরার খুব সম্ভাবনা রয়েছে। আর এটা ঘটে তখনই যখন কোন বড় বিড়াল দ্বারা কেউ আঘাত প্রাপ্ত হয়। এটা এমন প্রায় যেন তাদের দাঁত ও নখ কোন মারাত্মক বিষ ঢুকিয়ে দেয়।'

'আপনি জাহাজ এখনই ছাড়ার নির্দেশ দিতে পারেন।' নাজা সাথীদের সামনে কথাটা বলল। কিন্তু তারপর সে টাইটার বাহু ধরে তাকে নদী তীরের একটু দূরে নিয়ে গেল যেখানে তাদের কথা কেউ শুনবে না। 'মনে রেখো ম্যাগোস, প্রভুরা

আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। স্পষ্টত আমি এই অস্বাভাবিক ঘটনায় তাদের স্বর্গীয় হস্তক্ষেপ উপলব্ধি করছি। যদি ফারাও তার জখম থেকে মারা যায় তবে দু'রাজ্যের কোন ব্যক্তি এটাকে অস্বাভাবিক বলে মনে করবে না।' সে আর কিছু বলল না, কিন্তু টাইটার দিকে তার ঐ হলুদ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল।

'প্রভুর ইচ্ছে সকলের সামনের প্রকাশ পাবে।' টাইটা নীরবে সম্মতি জানাল কিন্তু রহস্যজনক ভাবে।

নাজা তার উত্তরে তাই পেল যা সে শুনতে চেয়েছিল। 'আমরা সম্মত, টাইটা। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। শান্তিতে চলে যান। অ্যাপেপির একটা গতি হওয়ার পর আপনাকে আমি থেবস্-এর পথে অনুসরণ করব।'

তার শেষ কথাটা টাইটার অস্বাভাবিক লাগল। কিন্তু সে এতো অমনোযোগী ছিল যে সে এটা বিবেচনা করতে পারল না। নাজা একটা রহস্যজনক হাসি হেসে বলে গেল, 'কে জানে? আমাদের হয়তো একজন আরেকজনকে দেবার মত গুরুত্বপূর্ণ খবর তখন থাকবে যখন আমাদের আবার দেখা হবে।'

যখন টাইটা দ্রুত জাহাজে ফিরে ডেকের ছোট কেবিনে গেল যেখানে নেফার শুয়ে আছে সে দেখল মিনটাকা তার পাশে বসে কাঁদছে।

'এসব কি। আমার প্রিয়তমা?' সে তাকে কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করল। 'তুমি সিংহীর মতই সাহসী। গার্ড যোদ্ধার মতো যুদ্ধ করেছ। আর সেই তুমি এখন কিভাবে এতো হতাশায় ভেঙে পড়ছো?'

'পিতা আমাকে সকালেই অ্যাভারিস ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু আমার নেফারের সাথে থাকা উচিত। আমি তার বাগদত্তা, আমাকে তার দরকার। আমাদের একজনকে আরেক জনের দরকার।' সে করুণভাবে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল এবং টাইটা দেখতে পেল সে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত।

সে তার হাত ধরল। 'ওহ, ম্যাগোস! তুমি কি আমার পিতার কাছে যাবে এবং তাকে বলবে কি যে আমাকে থেবসে তোমাকে সাহায্য করার জন্য ও নেফারের যত্নে নিতে যাওয়া দরকার? আমার পিতা তোমার কথা শুনবে।'

কিন্তু অ্যাপেপি হাসিতে খেকিয়ে উঠল যখন টাইটা তাকে মানাতে চাইল। 'আমার ছানাকে নাজার খোঁয়ারে রাখব?' সে অবাক হয়ে মাথা নাড়ল। 'আমি নাজাকে ততোটাই বিশ্বাস করি যেমনটা একটা বিচ্ছুকে করি। কে জানে সে কি চাল চালার চেষ্টা করবে যদি তাকে আমি দর কষাকষির ঐ বস্তুটা হাতে তুলে দেই? ঐ ছোট ছানা নেফারের জন্য সে তার থাবা উঠাবে ততোটাই দ্রুত যতোটা দ্রুত একটা বাজ একটা বাস্টার্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যদি না ইতোমধ্যে সে ঐ রাস্তায় না গিয়ে থাকে।' সে আবার হাসল। 'আমি তার কুমারিত্বকে অপবিত্র করতে চাই না। না, ওয়ারলক, মিনটাকা তার বিয়ের দিন পর্যন্ত আমার ডানার নিচে অ্যাভারিস থাকবে এবং তোমার কোন মন্ত্র ঐ ব্যাপারে আমার মন পরিবর্তন করাতে পারবে

না।' বিষণ্নভাবে মিনটাকা নেফারের কাছ থেকে তার বিদায় নিতে গেল। তার জ্ঞান একটু ফিরেছে। রক্তক্ষরণ ও ওষুধের প্রভাবে সে দুর্বল। কিন্তু সে যখন তাকে চুমু খেল তখন সে চোখ খুলল। সে শান্তভাবে কথা বলল, তার ভালোবাসার ওয়াদা করল এবং সে তার চোখ দেখল যখন সে কথা বলল। তাকে ছেড়ে ওঠার আগে সে তার গলার স্বর্ণের লকেটটা হাতে নিল। 'এর মধ্যে আমার একগোছা চুল আছে, যা আমার আত্মা এবং এটা আমি তোমাকে দিলাম।' সে লকেটটা তার হাতের মধ্যে রাখল এবং দৃঢ়ভাবে নেফার ওটা মুঠো বন্ধ করল।

অতঃপর মিনটাকা নদীর তীরে একা দাঁড়িয়ে রইল যখন দ্রুতগামী তরী নেফার ও টাইটাকে নিয়ে স্রোতে ভাসল। একদিকে বিশ জন করে মাঝি গলুই এর নিচে সাদা ফেনা তুলে জাহাজটা নদীর উজানে থেব্‌স এর উদ্দেশ্যে চালাল। মিনটাকা জাহাজের পশ্চাৎভাগে দাঁড়ানো টাইটার লম্বা ছায়ামূর্তির উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল না, কিন্তু নিঃসঙ্গভাবে তার দিকে চেয়ে রইল।

পরদিন সকালে অ্যাপেপি ও রাজপ্রতিভূ লর্ড নাজার মধ্যে হিকসদের রাজকীয় জাহাজে তাদের শেষ সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। অ্যাপেপির নয় ছেলের সবাই উপস্থিত হলো এবং মিনটাকা তার পিতার পাশে আসন নেয়। গত দিন বিকাল যখন নেফারকে নিয়ে জাহাজ ছেড়ে গিয়েছিল তখন থেকে অ্যাপেপি তাকে কঠোর তদারকির মধ্যে রেখেছে। অনেক দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে সে তার একরোখা মেয়েকে ভালো করেই জানে। বলা যায় না সে যে কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারে।

বিদায় আনুষ্ঠান অ্যাপেপির জাহাজের ডেকে অনুষ্ঠিত হলো এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও শান্তি বজায় রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণার মধ্য দিয়ে তা শেষ হল।

'এই সম্পর্ক হাজার বছর দীর্ঘ হোক!' নাজা সুর করে প্রার্থনা করল এবং সে অ্যাপেপিকে আন্তজীবনের স্বর্ণ বলে আখ্যায়িত করল। এটা সে সম্মান যা সে এই পবিত্র লক্ষ্যের জন্যে সৃষ্টি করেছে।

'হাজার হাজার বছর ধরে', অ্যাপেপি উত্তর দিল, সমান গাম্ভীর্যতা সহকারে দামী ও অর্ধ দামী রত্নে সজ্জিত সম্মানসূচক হারটা তার কাঁধের চারপাশে পরিয়ে দিতে দিতে সে বলল। রাজপ্রতিভূ ও রাজা ভাইয়ের মতো কোলাকুলি করল। তারপর নাজা বৈঠা টানা নৌকা দিয়ে নিজের জাহাজে ফিরে গেল। তারপর দুই জাহাজ আলাদা হয়ে গেল। একটা থেবসে ফিরবে অন্যরা স্রোতে ভেসে শত ক্রোশ দূর মেমফিস ও অ্যাভারিসে চলে যাবে, নাবিকেরা একে অপরকে অভিনন্দন

জানাল। জয় মাল্য ও পাম গাছের ডালের মালা এবং ফুল এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে তার ছুঁড়ে মারল ও প্রশস্ত নদীর উপর স্তর তা দিয়ে ঢেকে ফেলল।

অ্যাপেপির যাত্রা ততোটা জরুরি ছিল না যে এই চাঁদহীন অন্ধকার রাতেই তাকে জাহাজ চালাতে হবে। ফলে সন্ধ্যাবেলা তারা বালাসফুরায় নোঙ্গর করল, হাপির মন্দিরের অপর দিকে, যে অর্ধ জলহস্তী নীলের উভলিঙ্গ প্রভু। রাজা ও তার পরিবার তীরে নামল এবং মন্দিরের বেদীতে খাঁটি সাদা ষাঁড় বলী দিল। প্রধান যাজক রাজার শুভযোগ পরীক্ষা করে দেখতে গর্জনরত জীবিত পশুটার নাঁড়িভুড়ি বের করে নিল। সে বিস্মিত হলো যখন দেখল যে পশুটার নাড়িভূড়ি দুর্গন্ধময় ও সাদা পোকায় আক্রান্ত যেগুলো মন্দিরের মেঝেতে ছাড়িয়ে পড়ে গিজ গিজ করতে লাগল। সে তার চাদর দিয়ে ঢেকে এই ভয়ংকর দৃশ্য রাজার কাছ থেকে লুকাতে চেষ্টা করল এবং মিথ্যা গল্প বানাতে শুরু করল। কিন্তু অ্যাপেপি তাকে একপাশে সরিয়ে ভয়ংকর দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে রইল। এমনকি সে প্রকাশ্যে কাঁপতে লাগল এবং একটু সময়ের জন্যে সে দমে গেল। তারপর তারা মন্দির ত্যাগ করে নদীর তীরে ফিরে গেল যেখানে টর্ক ও অন্য অফিসাররা তার নির্দেশে তার জন্যে ভোজ সভা ও বিনোদনের আয়োজন করেছে।

এদিকে এমন কি মন্দিরের পবিত্র কালো বাচ্চা মোরগগুলোও পশুটার দূষিত নাড়িভুড়িতে ঠোকর দিতে অস্বীকৃতি জানাল। যাজকরা ঐ বীভৎস বস্তুগুলো মন্দিরের আগুনে নিক্ষেপ করল। কিন্তু নাড়ি ভুড়িগুলোকে তা না পুড়িয়ে যে আগুন যুগ যুগ ধরে প্রজ্জ্বলিত হয়ে আসছে তা হঠাৎ নিভে গেল। ঐ সংকেতও কম অশুভ নয়। তখন প্রধান যাজক নাড়িভুড়ি পুঁতে ফেলার নির্দেশ দিল ও আগুন আবার জ্বালাতে বলল। 'আমি কখনো এমন অশুভ লক্ষণ দেখি নি।' সে তার সহকারীকে বলল। 'প্রভু হাপি থেকে এরকম ইশারা কেবল কোন ভয়ংকর ঘটনার পূর্বাভাসই হতে পারে। যেমন যুদ্ধ অথবা ফারাও-এর মৃত্যু। ফারাও নেফারের সুস্থতার জন্যে আমাদের অবশ্যই সারারাত ধরে প্রার্থনা করতে হবে।'

নদীর তীরে লর্ড টর্ক উজ্জ্বল লাল, হলুদ ও সবুজ রঙের পর্দা দিয়ে রাজ পরিবারের জন্য মঞ্চ তৈরি করেছে। আস্ত ষাঁড় গর্তের উজ্জ্বল ছাই-এর উপর ঝলসানো হচ্ছে এবং সবচাইতে ভালো মদ নদীর পানিতে ঠাণ্ডা করা হচ্ছে। দাসরা ওগুলোর ভারে তীরের উপর হেলে নুইয়ে পড়ল যখন তারা একজন আরেকজনের হাতে তা দিল এবং অ্যাপেপি নতুন জার আনতে বারবার গর্জন করে আদেশ দিচ্ছিল।

প্রতি বোল গ্রহণের সাথে সাথে রাজার বিষণ্নতা হালকা হয়ে গেল এবং শীঘ্রই সে তার পুত্রদের সাথে, তার সেনাবাহিনীকে বেফাস গান গাইতে যোগ দিতে উৎসাহ দিল। কিছু এতোটাই অকথ্য গালি গালাজ ছিল যে মিনটাকা ক্লান্ত হল ও তার মাথা ব্যথা ধরল এবং সে ও তার দাস মেয়েরা তীর থেকে দূরে নোঙ্গর করা

রাজকীয় জাহাজে বিশ্রাম নিতে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। সে তার সাথে তার ছোট ভাই খিয়ানকে নেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু অ্যাপেপি বাধা দিল। ভালো মদ তাকে মন্দিরের কথিত ভবিষ্যৎ বাণী যা ছিল তার আসন্ন অভিশাপ তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। 'বালকটিকে ছাড়, বদরাগী মেয়ে। ভালো সঙ্গীত কীভাবে প্রশংসা করতে হয় তা তার শেখা উচিত।' সে অতিরিক্ত আদরে ছেলেটিকে তার দিকে জড়িয়ে নিল এবং মদের বোল তার ঠোঁটের কাছে ধরল। 'এক চুমুক খাও বাছা। এটা তোমাকে আরো ভালো গাওয়াবে, আমার ছোট্ট রাজকুমার।'

খিয়ান তার পিতাকে ভক্তি করল এবং এরকম প্রকাশ্য সহমর্মিতা তার মাঝে এক প্রকার অহংকার ও বীর পূজার অনুভূতি নিয়ে এল। অবশেষে তার পিতা তাকে একজন পুরুষ ও যোদ্ধা রূপে বিবেচনা করছে। যদিও তা দেখে সে নাক সিঁটকালো তবুও সে বোলটা কোনভাবে মুখে চালান করে দিল এবং টর্কের নেতৃত্বের সঙ্গ তাকে প্রফুল্ল করল যেন সে যুদ্ধের ময়দানে তার প্রথম শত্রু হত্যা করল।

মিনটাকা ইতস্তত করতে লাগল। সে তার ছোট ভাইকে রক্ষা করার একটা প্রায় মাতৃত্ব পূর্ণ দায়িত্ব অনুভব করল কিন্তু সে বুঝল তার পিতার এখন কোন হুশ নেই। সমস্ত গাম্ভীর্যতা নিয়ে সে তার সহচারীদের নিয়ে নদীর তীরে চলল এবং মাতালদের চিৎকার ছেড়ে তারা দূরে জাহাজে চলে গেল।

মিনটাকা তার গালিচার উপর শুয়ে হৈচৈ-এর আওয়াজ শুনতে লাগল। সে ঘুমানোর চেষ্টা করল কিন্তু নেফার তার মনের পর্দা আড়াল করে আছে। হারানোর ব্যথা এবং নেফারের আঘাতে তার চিন্তা যা সারাদিন তার মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল তা আবার ফিরে এল এবং যদিও সে তা বাধা দেয়ার চেষ্টা করল তবুও তার অশ্রু ঝড়তেই লাগল। সে তার কান্নার আওয়াজ বালিশে চেপে গোপন করল।

অবশেষে সে একটা কালো, স্বপ্নহীন ঘুমে ডুবে গেল যেখান থেকে যে খুব কষ্টে জাগল। সে অল্প একটু মদ খেয়ে ছিল কিন্তু তারপরও নিজেকে তার নেশা গ্রস্থের মত লাগছে এবং তার মাথা ব্যথা করছে। সে জেগে ভাবতে লাগল কি এমন যা তাকে এভাবে জাগিয়ে দিল। তারপর সে জাহাজের মধ্য দিয়ে কতগুলো কর্কশ পুরুষ কণ্ঠ শুনল যারা নিচে জাহাজে উঠেছে। তার মাথার উপরের ডেক থেকেও মদ্যপায়ীর হাসি ও কণ্ঠস্বর এবং ভারি পায়ের আওয়াজ শুনল। তাদের কথা থেকে বোঝা গেল তার পিতা ও তার ভাইদেরকে জাহাজে তোলা হচ্ছে। তার পরিবারের লোকেরা মদ খেয়ে এই অবস্থায় যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু তার ছোট খিয়ানের জন্যে চিন্তা হল।

সে নিজেকে টেনে বিছানা থেকে তুলল এবং দ্রুত পোশাক পড়ে নিল। কিন্তু সে অদ্ভুত রকমের একটা হতোদ্যম দ্বিধান্বিতা অনুভব করল। যখন সে ডেকে উঠে এল তখন সে দুলতে লাগল।

প্রথম যে লোকটির সাথে তার দেখা হল সে হল লর্ড টর্ক। যে লোকগুলো তার পিতাকে বহন করছিল সে তাদের নির্দেশ দিচ্ছিল। তার বিশাল জড় দেহটাকে বহন করতে ছয়জন লোক লেগেছে। তার বড় ভাইয়ের অবস্থাও এর চাইতে ভালো না। তার রাগ হলো ও তাদের কারণে তার লজ্জা হলো। সে দেখল একজন মাঝি খিয়ানকে নিয়ে আসছে এবং সে দৌড়ে তার কাছে গেল, এখন তারা খিয়ানকেও তাদের মতো করেছে। সে তিক্ত ভাবে ভাবল। তারা ততোক্ষণ পর্যন্ত থামবে না যতোক্ষণ তারা তাকেও মাতাল বনাবে।

যে মাঝি খিয়ানকে বহন করছে সে তাকে বলল তার পিতার কেবিনের গালিচায় খিয়ানকে নিয়ে যেতে। সেখানে নিয়ে গিয়ে সে তার পোশাক খুলল এবং জোড় করে তার জ্ঞান ফিরাতে তার ঠোঁটের মধ্য দিয়ে গুল্মের তৈরি একটা ওষুধ দিল। ওষুধটা সর্বরোগের যা টাইটা তার জন্য তৈরি করেছে এবং মনে হয় এটা কাজ করবে। অবশেষে খিয়ান বিড়বিড় করল এবং তার চোখ খুলল। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু স্বাভাবিক ঘুম। 'আমি আশা করি এ থেকে সে শিখবে।' সে বিড়বিড় করে বলল। তাকে ঘুমাতে ছেড়ে আসা ছাড়া তার পক্ষে আর কিছু করার ছিল না। তাছাড়া এখনো তার অস্বাভাবিক নিদ্রালু ভাবটা লাগছে এবং তার মাথা ব্যথাটা অসহনীয় ছিল। সে তার কেবিনে ফিরে গেল এবং পোশাক খোলার কষ্ট না করে সে তার গালিচার উপর শুয়ে পড়ল এবং তৎক্ষণাৎ আবার ঘুমে ডুবে গেল। পরের বার যখন সে জাগল ভাবল সে দুঃস্বপ্ন দেখছে কারণ সে চিৎকার শুনতে পেল এবং সে ভারি ধোঁয়ার মেঘে শ্বাস নিচ্ছিল যা তার কণ্ঠের পিছন দিক দগ্ধ করল। পুরোপুরি জেগে ওঠার পূর্বেই সে নিজেকে তার বিছানাকে থেকে অন্যত্র বাঁধা অবস্থা পেল, পশুর চামড়ার কম্বলে জড়িয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে। সে আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু একটা শক্তিশালী হাতের মধ্যে একটা শিশু যেমন অসহায় থাকে সেও এখন তেমন অবস্থায়।

ডেকের উপর চাঁদহীন রাতটা প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখায় আলোকিত। তারা রাজকীয় জাহাজের সামনের খোলা দরজায় গর্জন তুলছে। লাফিয়ে তা মাস্তুলের উপর উঠছে এবং এক নারকীয় কমলা বর্ণে মাস্তুলটা সজ্জিত করছে। সে পূর্বে কখনো কাঠের নৌ-তরী পুড়তে দেখেনি এবং আগুনের শিখার গতি ও হিংস্রতা তাকে হতভম্ব করে দিল।

সে বেশিক্ষণ ওটার তাকিয়ে থাকতে পারল না কারণ নিজেকে সে দ্রুত ডেকের পাশে বয়ে নিয়ে যেতে দেখল এবং পাশে অপেক্ষারত ছোট নৌকার মধ্যে তাকে নামানো হচ্ছে বুঝল। দ্রুত তার বাস্তব জ্ঞান ফিরে এল এবং সে আবার ধস্তাধস্তি ও চিৎকার করতে শুরু করল। 'আমার পিতা! আমার ভাইয়েরা! খিয়ান! তারা কোথায়?'

নৌকা নদীতে ভাসল এবং সে তার সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে যুদ্ধ শুরু করল। কিন্তু যে হাতগুলো তাকে ধরে ছিল তা ছিল অনুকম্পাহীন। কোনো রকমে সে তার মাথা ঘোরাল এবং যে তাকে ধরেছিল তার চেহারাটা দেখল।

'টর্ক!' সে তার দৃষ্টতায় রেগে গেল। সে তার সাথে যাচ্ছে-তাই ব্যবহার করছে এবং তার চিৎকার এড়িয়ে যাচ্ছে। 'আমাকে যেতে দাও। আমি তোমাকে আদেশ করছি।'

সে সাড়া দিল না। এখন সে তাকে হালকাভাবে ধরে আছে, কিন্তু জ্বলন্ত জাহাজটা সে শান্ত, নির্বিকার অভিব্যক্তি নিয়ে দেখছিল।

'ফিরে চল!' সে তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করল। 'আমার পরিবার! ফিরে যাও এবং তাদের উদ্ধার করো!'

তার একমাত্র সাড়া ছিল চিৎকার করে মাঝিদের আদেশ দেয়। 'জোরে চালিয়ে যাও!' তারা বৈঠা চালাল এবং নৌকা স্রোতে দুলতে লাগল। নাবিকার বিমুগ্ধ হয়ে জ্বলন্ত জাহাজ দেখছিল এবং ফাঁদে পড়া জাহাজের ডেকগুলো থেকে আর্তনাদের চিৎকার ভেসে আসছিল। হঠাৎ করে ডেকের পিছনটা আগুনের শিখা ও স্ফুলিঙ্গে বিশাল ভবনের ন্যায় ভেঙে পড়ল। নোঙ্গর করে রাখা রশিগুলো পুড়ে গেল এবং জাহাজটা ধীরে স্রোতের টানে নদীর ভাটিতে ভেসে গেল।

'দয়া কর।' মিনটাকা তার কণ্ঠ পরিবর্তন করল। 'দয়া কর, লর্ড টর্ক, আমার পরিবার! তুমি তাদের পুড়তে দিতে পারো না।'

এখন আর জাহাজের ভেতর থেকে আসা চিৎকার নেই এবং তার জায়গায় আগুনের নিচু গর্জন শোনা যাচ্ছে। মিনটাকার চোখের পানি গাল বেয়ে চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল, কিন্তু এখন সে শয়তানটার হাতের মুঠোয় অসহায়।

হঠাৎ করে জ্বলন্ত ডেকের প্রধান দরজা খুলে গেল এবং নৌকার নাবিকরা ভয় পেয়ে গেল যখন দেখল একটা অবয়ব বেরিয়ে এল। লর্ড টর্ক মিনটাকাকে শক্ত করে ধরল যতোক্ষণ না সে তার পাজরে চাপ দিল। 'এটা হতে পারে না!' সে খসখস করে বলল।

ধোঁয়া ও আগুনের ভেতর দিয়ে মনে হল একটা পাতালপুরীর ছায়া থেকে কোন প্রেতাত্মা– নগ্ন ও চুলে ঢাকা, যার বড় পেটটা ফাঁপানো, অ্যাপেপি জাহাজের কিনারে দিকে হেলে দুলে চলল। সে তার হাতে তার ছোট ছেলের দেহটা বহন করছে, এবং আগুনের ধ্বংস যজ্ঞের মধ্যে বাতাস টানার জন্যে তার মুখ পুরোটা খোলা।

'দৈত্যটাকে খুন করা কঠিন।' টর্কের রাগটা ভয় মিশ্রিত। এমনি নিজের দুর্দশার মধ্যেও মিনটাকা তার কথার অর্থ বুঝতে পারল।

'তুমি, টর্ক।' সে ফিসফিসাল। 'শেষ পর্যন্ত তুমি তাদের সাথে এরকম করলে।' টর্ক অভিযোগটা এড়িয়ে গেল।

অ্যাপেপির দেহের ঘন লোম এক মুহূর্তের জন্য তাকে নগ্ন ও কালো করে দিয়ে তাপের এক ঝাপটায় ঝলসে চলে গেল। তারপর তার চামড়ায় ফোঁসকা পড়তে শুরু করল এবং চামড়া কুঁচকাতে লাগল। তার দাঁড়ির ঝোঁপ ও মাথার চুল তেলে চোবানো মশালের ন্যায় জ্বলছে। সে আর সামনে এগোচ্ছে না, কিন্তু পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং খিয়ানকে তার মাথার উপরে তুলে ধরে রেখেছে। বালকটিও তার মতই ঝলসানো এবং যেসব জায়গায় চামড়া পুড়ে গেছে সেখানে কাঁচা মাংস লাল ও ভেজা দেখাল। সম্ভবত অ্যাপেপি আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে তাকে জাহাজের পাশে নদীতে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার শক্তি অবশেষে তাকে ব্যর্থ করল এবং মাথায় আগুন নিয়ে সে অতিকায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। তার ছেলেকে নিরাপদে নীলের ঠাণ্ডা পানিতে নিক্ষেপ করার জন্যে শেষ শক্তিটুকু এক করতে সে ব্যর্থ হল।

মিনটাকা নড়তে পারল না এবং ঐ দৃশ্যের ভয়াবহতায় সে চুপসে গেল। তার মনে হলো এটা অনন্ত কাল ধরে চলল যতোক্ষণ না অ্যাপেপির পায়ের নিচের ডেক পুড়ে ভেঙ্গে পড়ল। সে ও তার ছেলে তার মধ্য দিয়ে পড়ে গেল এবং লম্বা আগুনের ঝর্ণা, স্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়া সহকারে জাহাজটা নীলের পেটের মধ্যে চলে গেল।

'সব শেষ।' টর্কের কণ্ঠ নিরাবেগ ও নিরাসক্ত। সে মিনটাকাকে এতো আকস্মিকভাবে ছেড়ে দিল যে সে নৌকার মেঝেতে পড়ে গেল। সে তার ভয়ার্ত নাবিকদের দিকে তাকাল। 'আমার জাহাজের দিকে বৈঠা বাও।' সে আদেশ দিল।

'তুমি আমার পরিবারের এই হাল করলে?' মিনটাকা আবার বলল। সে তার পায়ের কাছে পড়ে ছিল। 'তোমাকে এর জন্যে খেসারত দিতে হবে। আমি তোমাকে কসম খেয়ে বলছি। আমি তোমাকে এর খেসারত দিতে বাধ্য করবো।'

কিন্তু তার নিস্তেজ শরীরে সে বলি শিরের দাগ অনুভব করল যেন তাকে শক্ত হাতলওয়ালা গিটযুক্ত চামড়ার চাবুক দিয়ে পেটানো হয়েছে। তার পিতা নেই, যা তার জীবনের স্মরণীয় বিশাল এক অবয়ব যাকে সে একটু ঘৃণা করেছে এবং তার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবেসেছে। তার পরিবার নেই। তার সকল ভাইয়েরা এমনকি ছোট্ট খিয়ান যে তার কাছে সহোদরের চেয়ে পুত্রই বেশি ছিল তাকে সে পুড়তে দেখেছে এবং সে জানে এই ভয়ংকর দৃশ্যটা তার জীবনের বাকি সব দিনগুলোতে তার সাথে থাকবে।

নৌকাটা টর্কের জাহাজের পাশে ভিড়ল এবং সে কোন প্রতিবাদ করল না যখন সে তাকে এমনভাবে তুলল যেন সে একটা পুতুল। তাকে নৌকায় তুলে প্রধান কেবিনে নিয়ে আসা হল। অস্বাভাবিক ভদ্রতা নিয়ে সে তাকে গালিচার উপর বসাল। 'আপনার দাসীরা নিরাপদ। আমি তাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।' সে বলল এবং চলে গেল। সে দরজায় তালা লাগানোর আওয়াজ শুনল। তারপর

মই বেয়ে তার উপরে উঠে যাওয়ার শব্দ শুনল এবং তার মাথার উপরের ডেক পার হবার শব্দ শুনল।

'আমি কি তাহলে একজন বন্দী, তারপর?' সে ফিসফিস করে বলল। কিন্তু এই মাত্র সে যা অবলোকন করে এসেছে তার কাছে এ বিষয়ের গুরুত্ব অনেক কম। সে বালিশে মুখ ঢাকল যাতে টর্কের ঘামের গন্ধ লেগে আছে, এবং চোখের জল না শুকানো পর্যন্ত সে কাঁদতে থাকল। তারপর একসময় নিজের অজান্তে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

অ্যাপেপির পোড়া রাজকীয় জাহাজ হাপির মন্দিরের অপর তীরে ভাসছিল। ভোরে স্থির বাতাসে ধোঁয়া অনেক উপরে উঠে গেল যা পোড়া মাংসের দুর্গন্ধে ভরপুর ছিল। যখন মিনটাকা জাগল গন্ধ তখন কেবিনে প্রবেশ করেছে এবং তাকে তা অসুস্থ করে তুলল। ধোঁয়াটা মনে হল সংকেতের মতো কাজ করল, কারণ পূর্ব দিকের পাহাড়ে সূর্যটা উঁকি দিতে না দিতেই লর্ড নাজার জাহাজকে নদীর বাঁকে দেখা গেল।

দাসীরা মিনটাকার কাছে সংবাদটা নিয়ে এল। 'লর্ড নাজা তার পুরো বাহিনী নিয়ে এসেছে', তারা উত্তেজিতভাবে তাকে বলল। 'অথচ গতকাল সে আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে থেবস্ এর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। এটা কি অদ্ভুত নয় যে সে এতো দ্রুত এখানে পৌঁছতে পারল, যেখানে সে নদীর উজানে বিশ ক্রোশের মত গিয়েছিল?'

'বিস্ময়কর অদ্ভুত', মিনটাকা গম্ভীরতার সাথে সম্মত হলো। 'আমাকে নিশ্চয়ই কাপড় পড়তে হবে এবং তৈরি হতে হবে নতুন কোন জঘন্য নাটকের জন্য যা এখন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

তার মালপত্র সব জাহাজে আগুনে পুড়ে গেছে কিন্তু তার সহচারীরা অন্য সম্মানীয় মহিলাদের কাছ থেকে তার জন্যে কাপড় ধার করে আনল। তারা তার চুল ধৌত করল ও কোঁকড়ানো করে তা বিনি করল, তারপর একটা সাধারণ লিনেনের কামিজ, স্বর্ণের কোমর বন্ধ এবং স্যান্ডেল তাকে পড়িয়ে দিল।

দুপুরের আগে একদল সশস্ত্র সৈন্যদল জাহাজে এল এবং সে তাদের ডেকের উপর অনুসরণ করল। তার চোখ প্রথমে গেল কালো হয়ে যাওয়া রাজকীয় জাহাজের কাঠগুলোর দিকে যেগুলো দূরে তীরের অন্য দিকে পড়ে আছে, জলসীমায় পুড়ে ভেঙ্গে আছে। ভগ্নাংশ থেকে কাউকে উদ্ধার করার কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এটা তার পরিবারের চিতা। হিকস্‌দের রীতি হলো দাহ করা; মমি কিংবা অন্য সব শব সৎকার পদ্ধতির ন্যায় অনুষ্ঠান দীর্ঘায়িত করা নয়। মিনটাকা জানত তার পিতাও তার নিজের শেষ যাত্রাটা এভাবেই করত এবং তা তাকে একটু শান্তি

দিল। তারপর সে খিয়ানের কথা ভাবল এবং তার চোখ ফিরিয়ে নিল। খুব কষ্টে সে তার কান্না আটকাল। সে অপেক্ষারত নৌকায় নামল এবং তাকে হাপির মন্দিরের নিচের তীরে নিয়ে যাওয়া হল।

লর্ড নাজা তার সকল সাথীদের নিয়ে তার সাথে সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিল। নাজা যখন তার সাথে আলিঙ্গন করল তখন সে উদাসীন ও বিমর্য রইল। 'এটা আমাদের সবার জন্য একটা তিক্ত সময়, রাজকন্যা।' সে বলল, 'আপনার পিতা, রাজা অ্যাপেপি ছিলেন একজন মহান যোদ্ধা ও শাসক। দুই রাজ্যের মধ্যে নতুন সাম্প্রতিক চুক্তির জন্যে এবং এই মিশরকে একটা পবিত্র ও ঐতিহাসিক রাজ্যে যুক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি একটা বিপদজনক শূন্যতা তৈরি করলেন। সকলের ভালোর জন্য এই শূন্যতা অতি শীঘ্রই পূরণ করতে হবে।'

সে তার হাত ধরে তাকে মঞ্চে নিয়ে গেল যা গত সন্ধ্যায় ছিল ভোজ ও উৎসবের স্থান। কিন্তু এখন সেখানে দুই রাজ্যের অধিকাংশ উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও আমলাবর্গ নীরবে জমায়েত হয়েছেন।

সে টর্ককে এই ভিড়ের একেবারে সামনে দেখল। পুরোদমে সামরিক সাজে সে একজন লক্ষণীয় অবয়ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার তলোয়ারটা স্বর্ণের আংটা লাগানো বেল্টের সাথে ঝুলিয়েছে এবং কাঁধে তার যুদ্ধের ধনুকটা রাখা। তার পিছনে দাঁড়ানো তার সকল পদস্থ অফিসারেরা গম্ভীর ও শীতল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে এবং উজ্জ্বল ফিতায় তাদের দাড়ি সাজানোর পরও তাদের নিষ্ঠুর দেখাচ্ছিল। তাদের মুখে হাসি দেখা গেল না এবং সে তিক্তভাবে সচেতন ছিল যে সে-ই অ্যাপেপির বংশের শেষ ব্যক্তি, একা ও অরক্ষিত।

সে ভেবে বিস্মিত হলো এখন কার কাছে সে আবেদন করবে ও কার আনুগত্যের উপর সে নির্ভর করতে পারে। সে লোকজনের মাঝে পরিচিত বন্ধুত্বপূর্ণ মুখ খুঁজল। সেখানে যারা এখন আছে তার সবাই বলতে গেলে তার পিতার সভাসদ এবং উপদেষ্টা ছিল এবং তার যুদ্ধের ময়দানের সেনাপতি ও সহচরেরাও এখানে রয়েছে। সে দেখল তারা কেউই তার মুখের দিকে সরাসরি তাকাচ্ছে না। তার উদ্দেশ্যে কেউ হাসল না কিংবা কেউ তাকে আশ্বস্ত করল না। তার জীবনে এতো একাকীত্ব সে আর কখনো অনুভব করেনি।

নাজা তাকে মঞ্চের একপাশের একটা গদির টুলের কাছে নিয়ে গেল। সে বসতেই নাজা ও তার লোকেরা তার চতুর্দিকে একটা মানব পর্দা তৈরি করে আসন নিল, লোকজনের চোখ থেকে তাকে আড়াল করতে। সে নিশ্চিত এটা ইচ্ছে করেই করা হয়েছে।

লর্ড নাজা রাজা অ্যাপেপি ও তার ছেলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ দিয়ে তার কথা শুরু করল। তারপর সে মৃত ফারাও-এর অনেক উচ্চ প্রশংসা করল। সে তার অসংখ্য সামরিক জয়ের কথা স্মরণ করল এবং তার রাজ্য পরিচালনায় কৃতিত্ব,

হাথোরের শান্তি চুক্তিতে তার সর্বোচ্চ সহায়তা– যা দুই রাজ্যের কয়েক দশকের আত্মঘাতী যুদ্ধাবস্থা ও বিবাদ সমাপ্তি ঘটিয়ে শান্তি এনেছে তা স্মরণ করল।

'রাজা অ্যাপেপি অথবা একজন শক্তিশালী ফারাও ছাড়া নিম্ন রাজ্যের সকল বিষয়াদি পরিচালনা এবং ফারাও নেফার সেটি ও তার রাজ-প্রতিভূর সাথে যুগ্ম শাসন করার জন্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি একটা বিপদজনক অবস্থায় থাকছে। শান্তি চুক্তির পূর্বোক্ত ষাট বছর আগের যুদ্ধাবস্থা ও অরাজকতায় আরো একবার ফিরে যাওয়া অচিন্তনীয়।'

লর্ড টর্ক তার তলোয়ারের খাপ তার ব্রোঞ্জের ঢালের সাথে আঘাত করল ও চিৎকার করে উঠল। 'বাক–হার! বাক–হার!' সঙ্গে সঙ্গে তুমুল জয়ধ্বনি তার পিছনে দাঁড়ানো সব সেনাবাহিনীর সামন্তরা নিয়ে নিল এবং ধীরে ধীরে পুরো সমাবেশে তা ছড়িয়ে পড়ল যতোক্ষণ না এটা একটা কানফাটানো বজ্রের মতো শোনাল।

নাজা এটা আরো কিছুক্ষণ চলতে দিল, তারপর দুই হাত তুলল। যখন নিরবতা নামল সে শুরু করল, 'তার মৃত্যুর করুণ পরিস্থিতিতে রাজা অ্যাপেপি মুকুটের কোন পুরুষ দাবিদার রেখে যাননি। কোমলভাবে সে মিনটাকার মনোযোগ উপেক্ষা করে গেল। জরুরি বিষয় হিসেবে আমি দুই রাজ্যের উচ্চপদস্থ সভাসদগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করেছি। নতুন ফারাও-এর ব্যাপারে তাদের পছন্দ সর্বসম্মত। এক বাক্যে তারা ক্ষমতার লাগাম ধরার জন্যে মেমফিসের লর্ড টর্কের কথা বলেছেন। তার উপর দ্বৈত মুকুট এবং রাজা অ্যাপেপির ঐতিহ্য অনুযায়ী জাতিকে সামনে এগিয়ে নিতে প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন।'

এ ঘোষণার ফলে গভীর ও নাজুক একটা নিরবতা নেমে এল। লোকেরা শূন্য অবাক বিস্ময়ে একে অপরের দিকে তাকাল। আর কেবল মাত্র তখনই তারা বিষয়টার গুরুত্ব বুঝল যখন লর্ড নাজার ঘোষণার সাথে সাথে টর্কের নেতৃত্বের ও বিশ্বস্তের দুই রেজিমেন্ট সৈন্য পাশের ঝোপ থেকে নিরবে বের হয়ে এসে সমাবেশ ঘিরে ফেলল। তাদের তলোয়ার খাপে ভরা কিন্তু হাতলের উপর তাদের একটা করে হাত রাখা। তাদের এক মুহূর্ত সময় লাগবে ব্রোঞ্জের ফলাটা বের করতে। হতাশা ও আতঙ্কের একটা প্রবাহ সবার মাঝে বয়ে গেল। মিনটাকা সুযোগটা নিল। সে টুল থেকে উঠে দাঁড়াল যেন সবাই তাকে দেখতে পায়। 'হে আমার মিশরের লর্ড ও বিশস্ত নাগরিকগণ...'

সে আর বেশি কিছু বলতে পারল না। চার জন সবচাইতে লম্বা হিকস্ যোদ্ধা তাকে ঘিরে ধরল ও তাকে আড়াল করে ফেলল। তারা তাদের খোলা তরবারি দিয়ে তাদের ঢালে আঘাত করে আওয়াজ করল ও একসাথে চিৎকার করে উঠল। 'দীর্ঘজীবী হোন, ফারাও লর্ড টর্ক দীর্ঘজীবী হউন!' চিৎকার বাকি আর্মিদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। আনন্দের গর্জনে যা হচ্ছিল তার মধ্যে একটা শক্তিশালী হাত মিনটাকাকে তুলে নিল এবং উৎফুল্ল জনতার মধ্য দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেল। সে

বিফল লড়াই করল এবং একসময় তার চেষ্টা বাদ দিল এবং তার কণ্ঠ জনতার আনন্দের উল্লাসে চাপা পড়ে গেল। নদী তীরে গিয়ে সে ঘুরে পিছনে তাকাল। জনতার মাথার উপর দিয়ে সে দেখল লর্ড নাজা নতুন ফারাও-এর মাথায় দ্বৈত মুকুট পড়াচ্ছে।

তাকে ধাক্কা দিয়ে তীরে অপেক্ষারত নৌকায় উঠানো হল এবং বন্দী ও পাহারা রত লর্ড টর্কের জাহাজের কেবিনে তাকে ফিরিয়ে আনা হল।

মিনটাকা তার দাসীদের সাথে জনাকীর্ণ কেবিনে বসে ছিল এবং নতুন ফারাও যখন জাহাজে ফিরবে তখন তার ভাগ্যে কি ঘটে তার অপেক্ষায় আছে। তার সঙ্গীরা তার মতই ভয়ার্ত ও দ্বিধান্বিত ছিল। যাই হোক, সে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করল। যখন তারা একটু শান্ত হল সে তাদের প্রিয় খেলা শুরু করল। কিন্তু এগুলো দ্রুতই বিরক্তি কর হয়ে উঠল। তাই সে বীণা আনতে বলল। তার নিজেরটা তার পিতার জাহাজে হারিয়ে গেছে কিন্তু তারা একজন গার্ড থেকে একটা ধার করে আনল। মিনটাকা একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করল, প্রতিটি মেয়ে ছোট কেবিনের বন্দী স্থানে পর্যায়ক্রমে নাচতে লাগল। কিছুক্ষণের জন্যে তারা সব ভুলে হাসল ও হাত তালি দিল এবং এক সময় তারা নতুন ফারাওকে জাহাজে ফিরতে শুনল। মেয়েরা চুপ হয়ে গেল কিন্তু সে তাদের চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিল। শীঘ্রই তারা আগের মতই হৈ-চৈ আর হাসিতে মেতে উঠল।

মিনটাকা আনন্দ উল্লাসে যোগ দিল না। প্রথমে সে তার চারপাশটা ভালোভাবে দেখল। তার প্রধান কেবিনের সাথে একটা আরো ছোট কক্ষ, একটা কাপবোর্ডের চাইতে ছোট কক্ষ আছে যা পায়খানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যার মধ্যে একটি ঢাকনা যুক্ত মাটির টয়লেট বোল এবং এর পাশেই এক কলস পানি রাখা আছে ব্যবহার করার জন্যে। পরবর্তী কক্ষ থেকে একে যে দেয়াল আলাদা করেছে তা অপেক্ষাকৃত সরু ও পাতলা, কারিগরেরা নৌকা তৈরি সময় ওজন কমানোর ব্যাপারটা মাথায় রেখেছিল। মিনটাকা এ জাহাজে তার সুখের সময়ে এসেছিল যখন সে এবং তার পিতা লর্ড টর্কের অতিথি ছিল। সে জানে দেয়ালের ওপাশে প্রধান কেবিনটা অবস্থিত।

মিনটাকা পায়খানার ঢুকে পড়ল। এমনকি তার দাসীদের হৈ-চৈ-এর মধ্যেও সে দেয়ালের ও পাশের লোকদের কথা শুনল। সে নাজার কণ্ঠ পরিষ্কারভাবে চিনল, কৃতিত্বপূর্ণ কণ্ঠ এবং টর্কের কণ্ঠটা কর্কশ শুনাল। সাবধানে সাথে সে দেয়ালের উপর কান রাখল এবং সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠগুলো আরো পরিষ্কার হলো ও শব্দগুলো বোধগম্য হলো।

নাজা রক্ষীদের বিদায় করে দিচ্ছে যারা তাদের সাথে জাহাজে ছিল। সে তাদের চলে যাওয়ার শব্দ শুনল এবং দীর্ঘ নীরবতা নামল। সে ভাবল নাজা হয়তো কক্ষে একা। সে একটা পানের বোলে মদ ঢালার গরগর শব্দ শুনল এবং নাজা তারপর শ্লেষাক্ত কণ্ঠে বলল, 'মহামান্য, আপনি কি ইতোমধ্যে নিজেকে অতিরিক্ত সতেজ করেন নি?'

তারপর টর্কের নির্ভুল হাসি এবং প্রতিবন্ধকের ওপাশ থেকে মিনটাকা তার কথা শুনতে পারল যে এতোক্ষণে তার পান শুরু করেছে। তখন সে নাজার বিদ্রুপের জবাব দিল, 'এসো, ভাই (কাজিন), অতি নিষ্ঠুর হয়ো না। আমার সাথে এক বোল নাও। আমাদের সকল চেষ্টার সফল পরিণতির আনন্দে চলো আমরা পান করি। আমার মাথার মুকুটের উদ্দেশ্য পান কর এবং এটা শীঘ্রই তোমার মাথায় আশীর্বাদ দিবে।' নাজার কণ্ঠ একটু নরম হলো। 'এক বছর আগে যখন আমরা প্রথমে পরিকল্পনা শুরু করি, এসব তখন অসম্ভব মনে হয়েছিল। অনেক দূরের মনে হয়েছিল। তখন আমরা অবমূল্যায়িত ও উপেক্ষিত ছিলাম, সিংহাসন থেকে ততো দূরে ছিলাম যতোটা চাঁদ পৃথিবী থেকে দূরে। আর এখন আমরা এখানে, আমরা দুই ফারাও আমাদের হাতের মুঠোয় সমগ্র মিশর ধরে আছি।'

'এবং দুই ফারাও আমাদের চোখের সামনে শেষ হয়ে গেল', টর্ক যোগ করল। 'ট্যামোস তোমার তীর তার হৃদপিন্ডে ধারণ করে এবং অ্যাপেপি, বিশাল শূকরটা, তার নিজের চর্বিতে তার সন্তানদের সাথে ভাজা হয়ে।' সে বিজয়ীর হাসিতে চিৎকার করল।

'ট্রে এতো জোরে না। তুমি অসতর্ক হচ্ছে, এমন কি যদিও আমরা একা', নাজা তাকে কোমল স্বরে শাসন করল। 'এটা বরং সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা এসব নিয়ে আর আলোচনা না করি।'

'আমাদের গোপন এ ক্ষুদ্র রহস্যগুলোকে ট্যামোসের সাথে তার সমাধি ভ্যালি অফ কিংস ও অ্যাপেপির সাথে নদীর তলদেশে হারিয়ে যেতে দাও।'

'এসো! টর্ক জোর করল। আমরা যা কিছু অর্জন করেছি তার সব কিছুর জন্যে আমরা এক সাথে পান করি।'

'যা আমরা অর্জন করেছি তার জন্যে।' নাজা সম্মত হলো। 'এবং ঐ সব যা সামনে করবো।'

'আজ মিশর এবং ভবিষ্যতে অ্যাশিরিয়া, ব্যাবিলন এবং দুনিয়ার বাকি সব স্থানের ধন-সম্পদ ও অর্থ; আমাদের পথে কিছুই দাঁড়াতে পারবে না।'

মিনটাকা টর্কের হৈ-চৈ করে গলধকরণ শুনল। তারপর তার কানের সমতলে দেয়ালের উপর একটা পতনের আওয়াজ হলো। এটা তাকে হতভম্ব করে দিল এবং সে লাফ দিয়ে পিছন সরল। তারপর বুঝল টর্ক শূন্য মদের পাত্রটি পাটাতনের উপর জোরে নিক্ষেপ করে ওটাকে টুকরো টুকরো করল। এরপর সে সজোরে ঢেকুর তুলে

বলল, 'এখনো একটা বাঁধা রয়ে গেছে। ট্যামোসের বাচ্চাটা এখনো তোমার মুকুট তার মাথায় ধরে রেখেছে।'

যখন কথাটা শুনল মিনটাকা আবেগের ঘূর্ণি স্রোতে পড়ে গেল যা তাকে কখনো একদিকে তারপর অন্যদিকে টানতে লাগল এবং তাকে ঘুরাল যতোক্ষণ না তার ইন্দ্রিয় শক্তি নাড়া খেল। সে ভয়ে ভয়ে শুনেছে যখন নিরাবেগভাবে তারা তার পিতা, তার ভাইদের এবং ফারাও ট্যামোসের হত্যার কথা আলোচনা করেছে কিন্তু তারা নেফারের ব্যাপারে যা বলেছে তার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না।

'বেশি দিনের জন্য নয়।' নাজা বলল, আমি থেবস্ পৌঁছেই তার দিকে দৃষ্টি দেবো। সব আয়োজন হয়ে আছে।'

মিনটাকা তার চিৎকার রোধ করার জন্য দুই হাতে মুখ চেপে ধরল। তারা ততটাই ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে নেফারকে হত্যা করতে চলছে যেভাবে তারা অন্যদের করেছে। তার মনে হলো হৃদপিণ্ড থেমে যেতে চাইছে এবং সে অসহায়ত্ব অনুভব করল। সে একজন বন্দী এবং সাহায্যের জন্যে কোন বন্ধু নেই। সে নেফারের কাছে সতর্ক বাণী পাঠানোর কোন একটা পথ চিন্তা করে বের করার চেষ্টা করল কারণ এই মুহূর্তে তার জন্য তার ভালোবাসা কতখানি তা সে অনুভব করল: তাকে রক্ষার করতে তার ক্ষমতার মধ্যে যে কোন কিছু সে করতে প্রস্তুত।

'করুণ সিংহটা তোমার জন্যে তোমার কাজটি করে নি।' টর্ক বলল, 'তার পরিবর্তে শুধু তাকে একটু খামচে দিয়েছে।'

'পশুটা ভালোভাবেই তা করেছে। নেফারের শুধু একটু ধাক্কা দরকার এবং আমি তার পিতাকে যে রকম চাকচিক্যময় শেষকৃত্যানুষ্ঠান দিয়েছি তার চাইতেও বেশি দীপ্যমান শেষকৃত্য তাকে দিব।'

'তুমি সব সময় একজন সহৃদয় ব্যক্তি,' টর্ক মাতালের মতো মুখ টিপে হাসল।

'যেহেতু আমরা ট্যামোসের ছোকরা সম্পর্কে কথা বলছি তাহলে চল আমরা অ্যাপেপির যে সন্তান রয়ে গেছে তার সম্পর্কে এবার বলি।' নাজা বিনয় বিগলিত পরামর্শ দিল।

'ছোট রাজকন্যার বাকি সবার সাথে পুড়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা নয় কি? আমরা যেমনটা পরিকল্পনা করেছিলাম?'

'আমি তা পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম', টর্কের কণ্ঠ ভারি হয়ে গেল। সে তাকে আরেক বোল মদ ঢালতে শুনল।

'অ্যাপেপির কোন বীজকে বাঁচিয়ে রাখা বিপদজনক', নাজা তাকে সতর্ক করল। 'সামনের বছরগুলোতে মিনটাকা সহজেই বিদ্রোহের প্রতিমা হয়ে উঠতে পারে, এমনকি গণঅভ্যুত্থানের কেন্দ্রবিন্দুও। তার থেকে মুক্ত হও এবং তা শীঘ্রই।'

'তুমি কেন একই কাজটা ট্যামোস কন্যাদের সাথে করছো না? তারা এখনো কেন বেঁচে আছে?' টর্ক আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে তাকে চ্যালেঞ্জ করল।

'আমি তাদের বিয়ে করেছি', নাজা বলল, 'এবং হেজারেট ইতোমধ্যে আমার ভক্ত হয়ে গেছে। আমি তাকে যা বলব সে তাই করবে। আমাদের একই অভিলাষ। সে আমার মতই তার ভাই নেফারকে সমাহিত হতে দেখতে প্রস্তুত। সে মুকুটের জন্য প্রায় ততোটাই কামুক যতোটা আমি আমার রাজ ক্ষমতার জন্যে ব্যাকুল।'

'একদিন আমার মধুকর যখন তার ছোট্ট গোলাপি পদ্মফুলে অনুভূতি জাগাবে, মিনটাকাও তেমনি হবে।' টর্ক ঘোষণা করল।

মিনটাকার দেহ কেঁপে উঠল। আরো একবার তার মাথা ঘুরে গেল। সে টর্কের দম্ভের কথা ভেবে এতোটাই আতংকিত হয়ে গেল যে সে প্রায় নাজার পরের কথাটা শুনতে ব্যর্থ হচ্ছিল।

'অর্থাৎ সে তোমার হচ্ছে, ভাই', নাজা বলল কিন্তু তার কণ্ঠ বিস্মিত নয়। 'সে আমার অভিরুচির জন্য খুব দুর্দমনীয় অভদ্র কিন্তু আমি আশা করি তুমি তাকে উপভোগ করবে। তবে তার ব্যাপারে সতর্ক থেকো, টর্ক, তার মধ্যে একটা বন্যতা রয়েছে। তোমার ভাবনার চাইতেও সে বেশি সামলাতে পারে।'

'আমি শীঘ্রই তাকে বিয়ে করব এবং দ্রুত তাকে বাচ্চা দেব', টর্ক তাকে নিশ্চয়তা দিল। 'তার পেটের মধ্যে একটা বোঝা নিয়ে সে আরো সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য হবে। কিন্তু পিছনের অনেক বছর ধরে সে আমার নিতম্বের মাংসে আগুন ধরিয়েছে যা তার কচি মিষ্টি রস ছাড়া নিভবে না।'

'তোমার মাথা তোমার বেশি ব্যবহার করা উচিত এবং তোমার শূল কম।' নাজার কণ্ঠ আত্মসমর্পিত। 'আমরা আশা করি যে আমাদের তোমার এই আবেগের জন্যে অনুশোচনা করতে হবে না।' মিনটাকা তার পায়ের নিচের ডেকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শুনল যখন নাজা উঠে দাঁড়াল। 'তাহলে প্রভু তোমাকে ভালোবাসুক ও রক্ষা করুক।' নাজা চলে যেতে উদ্যত হলো। 'আমাদের দুজনেরই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। আমাদের কাল আলাদা হতে হবে কিন্তু নীলের বন্যার পর মেমফিসে যে পরিকল্পনা ইতোমধ্যে করা আছে সে বিষয়ে চলো বসি।'

বালাসফুরা থেকে নদীর ভাটিতে বাকিটা পথ যাওয়ার সময় মিনটাকা টর্কের জাহাজে বন্দী থাকল। জাহাজটা চলার সময় সে স্বাধীন ভাবে ডেকে যেতে পারত, কিন্তু যখন তারা পাড়ে ভিড়তো তখন সে তার কেবিনে বন্দী থাকত এবং দরজায় একজন রক্ষী থাকতো।

প্রায়ই এমন হতো কারণ চলার পথের প্রতিটি মন্দিরে টর্ক তীরে নামত বলীদান দেওয়ার জন্য এবং মন্দিরের দেব বা দেবীকে তার মিশরের সিংহাসনে আরোহণের জন্য ধন্যবাদ দিল। যদিও এটা এখনো কেউ জানত না টর্ক ঐসব প্রভুদেরও দৃষ্টি

আকর্ষণ করল যাদের সাথে শীঘ্রই সে তাদের সমকক্ষ হয়ে সর্ব দেবতার মন্দিরে যোগ দেবে।

এসব বাধ্যবাধকতা ছাড়াও নিজেকে মিনটাকার অনুগ্রহ ভাজন করে তোলার জন্য টর্কের প্রয়াস অধ্যবসায়ের সাথে চলল। প্রতিদিন কমপক্ষে সে তাকে একটা চমৎকার উপহার দিত। একদিন সে তাকে একজোড়া খোঁজা না করা ঘোড়া উপহার দিল যা সে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে দিয়ে দিল। পরের দিনের উপহারটা ছিল একটা সোনার পাতে মোড়া ও অলংকারে সজ্জিত রথ যা তার পিতা লিবিয়ার রাজার কাছ থেকে দখল করেছিল। মিনটাকা ওটা প্রাসাদের গার্ডদের কর্নেলকে দিল যে অ্যাপেপির বলিষ্ঠ সমর্থক ছিল। অন্যদিনের উপহারটা ছিল পূর্বের থেকে আনা সিল্কের জমকালো রোল এবং আরো একদিন একটা মনিরত্ন খচিত রুপার বাক্স সে পেল যা সে তার দাসীদের মাঝে বিতরণ করে দিল। তারপর যখন তারা তাদের জমকালো পোশাকে সজ্জিত হলো মিনটাকা তাদেরকে টর্কের সামনে হাজির করল। 'এসব রুচিহীন টুকরোয় দাসদেরই ভালো মানায়', সে অবজ্ঞা ভরে মন্তব্য করল, 'কিন্তু কোন মর্যাদাসম্পন্ন মহিলাকে নয়।'

তবে নতুন ফারাও ছিল নাছোড়বান্দা এবং যখনই তারা নিম্ন রাজ্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল, সে একটা ঘাসে ঢাকা ও উর্বর জমি নির্দেশ করল যা প্রায় পূর্ব তীরে এক ক্রোশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

'ওটা এখন আপনার মহামাননীয়া, আমার তরফ থেকে আপনার জন্য উপহার। এটা আপনার মালিকত্বের দলিল।' টর্ক একটা নির্বোধের মতো হাসি দিয়ে দলিলটা তার হাতে তুলে দিল।

মিনটাকা সেদিনই অনুলেখকদের ডেকে পাঠিয়ে ক্রীতদাসদের মুক্ত করার আইন পাস করলো এবং ঐ সম্পত্তির অধীনস্ত সকল দাসদের মুক্ত করে দিল। দ্বিতীয় আরেকটা দলিল করে সকল সম্পত্তি মেমফিসের হাথোর মন্দিরে দান করে দিলো।

যখন মিনটাকা তার সহচারীদের সাথে জাহাজের পিছন দিকে নেচে গেয়ে, বাও খেলে এবং ধাঁধা বলে তার দুঃখ ও বেদনা দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল তখন টর্ক চেষ্টা করল তার সাথে খেলায় যোগ দিতে। সে তার সাথে দুজন মেয়েকে নাচতে বাধ্য করল, তারপর মিনটাকার দিকে ঘুরে বলল, 'আমাকে একটা ধাঁধা দিন, রাজকন্যা!' সে অনুনয় করল।

'কিসের গন্ধ মোষের মতো, মোষের মতো যা দেখতে এবং যখন গজলা হরিণের সাথে তিরিং বিড়িং লাফায় তখন মেষের মতোই সে করে?' সে মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করল। মেয়েরা ফিক্ করে হেসে উঠল।

টর্ক ভ্রুকুটি করল ও উত্তর দিতে না পেরে রাঙা হয়ে উঠল। 'আমাকে ক্ষমা করুন, এটা আমার জন্য খুব কঠিন।' বলে সে ধীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে তার অফিসারদের সাথে যোগ দিতে চলে গেল।

পরের দিন সে অপমানটা ক্ষমা করে দিল তবে ভুলল না। তারপর যখন জাহাজটা সামালুত গ্রামে নোঙ্গর করল, সে মিনটাকাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে একটা বিনোদনকারী যাদুকর ও গায়কের দলকে জাহাজে আসতে আদেশ দিলো। একজন যাদুকর ছিল খুব চমৎকার, দ্রুত অনেক কথা বলতে পারত। যাই হোক, তার যাদু ছিল নীরস ও তাতে চাতুর্যতার অভাব ছিল। কিন্তু যখন মিনটাকা জানতে পারল যে দলটি হাথোরের শান্তি চুক্তির সুবিধা নিচ্ছে এবং নদীর উজানে থেবস্ যাচ্ছে এবং সেখানে তারা দক্ষিণের ফারাও-এর রাজসভায় খেলা দেখাবে, মিনটাকা তাদের প্রদর্শনীতে শিহরিত হল, বিশেষ করে ঐ যাদুকরের যাদুতে যার নাম লাসো। প্রদর্শনীর পর সে তাকে তার সাথে শরবত ও মধু মাখা খজুর খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। সে যাদুকরটিকে ইশারায় তার পায়ের কাছে রাখা কুশনে বসতে বলল। যাদুকরটি শীঘ্রই তার প্রতি তার ভয় জয় করল এবং আরো কিছু গল্প বলে তাকে আনন্দ দিল, সাথে সাথে সেও আনন্দে শিহরিত হল।

কথার ফাঁকে এবং তার দাসীদের হাসির আড়ালে সে লাসোকে বিখ্যাত ম্যাগোস টাইকে একটা সংবাদ দিতে বলল, বিশেষ করে যখন তারা থেবস্ পৌঁছবে। তার সৌজন্যতায় পরিতৃপ্তি হয়ে লাসো সাথে সাথে তাতে রাজি হয়ে গেল। মিনটাকা প্রথমে তাকে কাজটির গোপনীয়তা ও সূক্ষ্মতার বিষয়টা বোঝাল। তারপর একটা ছোট কাগজের রোল তার হাতে তুলে দিল যা সে দ্রুত তার চিটনের ভেতর লুকিয়ে ফেলল।

যখন সে বিনোদনকারী দলটিকে তীরে যেতে দেখল তখন তার খুব স্বস্তি হল। টাইটা ও নেফারকে সতর্ক করার কোনো একটা উপায় সে পাগলের মতো খুঁজছিল। কাগজের চিরকুটের মধ্যে নেফারের জন্যে তার ভালোবাসার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত রয়েছে সেই সাথে আছে তাকে হত্যার নাজার মনোবাসনার বিষয়ে সতর্ক বাণী এবং তার বোন হেজারেটকে যেন সে বিশ্বাস না করে কারণ সে তাদের শত্রুদের দলে ভিড়েছে। সে তার পিতা ও ভাইদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণটাও লিখেছে। সর্বশেষ সে বলেছে কিভাবে টর্ক তাকে বিয়ে করার পরিকল্পনা করছে, তার সাথে নেফারের সম্পর্কের কথা ও তার অসম্মতির কথা জেনেও এবং বলেছে যেন নেফার তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এটা ঘটা রোধ করে।

সে হিসেব করে দেখল যে দলটির থেবস্ পৌঁছতে দশদিন সময় লাগবে এবং নিজেকে ডেকের উপর হাথোরের উদ্দেশ্যে মাথা নত করে প্রার্থনা করল যাতে তার সতর্কবাণী পৌঁছতে বেশি দেরি না হয়। বালাসফুরার ঐ ভয়ংকর ঘটনার পর সে এই প্রথম রাতে ভালো করে ঘুমালো। সকালে তাকে উৎফুল্ল দেখাল এবং তার দাসীরা তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে বলে মন্তব্য করল।

ডেকের সামনে তার সাথে সকালের নাস্তা করার জন্যে টর্ক তাকে জোর করল। তার বাবুর্চি একটা ব্যয়বহুল ভোজ দিল। সেখানে আরো বিশ জন অন্য মেহমান

ছিল এবং টর্ক মিনটাকার পাশে বসল। সে প্রতিজ্ঞা করল যে সে তার মনের উদ্যমতাকে কোনো ভাবেই কাউকে বুঝতে দিবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে সে টর্ককে এড়িয়ে গেল। বরং তার আকর্ষণ ও বুদ্ধিমত্তা বাকি অতিথিদের দিকে ছড়িয়ে দিল।

খাবার শেষে টর্ক মনোযোগ আকর্ষণের জন্য হাততালি দিল এবং একটা নিরবতা নেমে এল। 'আমার পক্ষ থেকে রাজকুমারী মিনটাকার জন্য একটা উপহার আছে।'

'ওহ! না!' মিনটাকা কাঁধ উঁচু করল। 'এসব দিয়ে আমি কী করবো?'

'আমার বিশ্বাস আমার অন্য সামান্য উপহারগুলোর চেয়ে এটা আপনার নিকট অরো বেশি রুচিসম্মত হবে।' টর্ককে এতো আত্মতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল যে তার অস্বস্তি হলো।

'আপনি ভুল জায়গায় ভদ্রতা দেখাচ্ছেন, আমার লর্ড।' সে তাকে তার নতুন অসংখ্য রাজকীয় পদবীর কোনটায় সম্বোধন করে ডাকল না। 'আপনার হাজার প্রজা যুদ্ধ ও প্লেগের শিকার হচ্ছে এবং আমার চেয়ে তাদের ওসব অনেক বেশি প্রয়োজন।'

'এটা একটু অন্য রকম উপহার যার মূল্য একমাত্র আপনিই দিতে পারেন', সে তাকে নিশ্চয়তা দিল।

সে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলল। 'আমিই তাহলে একমাত্র রাজ প্রজা।' সে তার শ্লেষ লুকানোর কোনো চেষ্টা করল না। 'যদি আপনি জোর করেন তাহলে তো কোন কিছুতে আপনাকে না করা আমার কাছে অনেক দূরের বিষয়।'

টর্ক আবার তার হাততালি দিল এবং তার রক্ষীদের দুজন জাহাজের অগ্রভাগ থেকে একটা বড় কাঁচা চামড়ার থলে নিয়ে ডেকে নেমে এল। ওটার গন্ধ খুব কড়া ও বিশ্রী ছিল। কয়েকজন মেয়ে বিরক্তিতে চিৎকার করল কিন্তু মিনটাকা অভিব্যক্তিহীন রইল যখন দুজন সৈন্য তার সামনে এসে থামল।

টর্ক তাদের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াতেই তারা থলের মুখ বাঁধা রশিটা খুলে ভেতরের বস্তুটা ডেকের উপর ঢেলে দিল। মেয়েরা ভয়ে চিৎকার করে উঠল এবং এমনকি কয়েকজন লোকও চিৎকার করল। মানুষের একটা কাটা মাথা তক্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে মিনটাকার পায়ের কাছে এল এবং সেখানেই পড়ে রইল। সে ওটার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কালো লম্বা চুলগুলো কালচে রক্তে শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে।

'লাসো!' মিনটাকা ফিসফিসিয়ে অপটু যাদুকরের নাম নিল যার উপর সে তার বার্তা থেবসে পাঠানের ভরসা করেছিল।

'আহ! আপনি তার নাম স্মরণ করলেন।' টর্ক হাসল। 'তার কৌশল আপনাকে তেমনটাই মুগ্ধ করেছে যেমনটা ওগুলো আমাকে করেছে।'

গ্রীষ্মের গরমের মাথাটা পচতে শুরু করেছে এবং গন্ধটাও তীব্র। দ্রুত মাছি চলে এল এবং খোলা অক্ষি গোলকের উপর দিয়ে তারা হাঁটতে লাগল। মিনটাকার বমি এল এবং সে তা গিলতে পারল না। সে লাসোর লাল দুঠোঁটের মধ্য দিয়ে এক টুকরো প্যাপিরাসের কাগজ বেরিয়ে থাকতে দেখল।

'হায়, মনে হয় তার শেষ কৌশলটা ছিল সব থেকে মনোমুগ্ধকর।' টর্ক ঝুঁকে রক্তে মাখা কাগজের টুকরোটা তুলে নিল। সে কাগজটা উঁচিয়ে ধরল যাতে মিনটাকা তা দেখতে পায়। কাগজটা তার নিজের সীল মোহর বহন করছে। তারপর টর্ক প্যাপিরাসটা কাঠ কয়লার বড় কড়াইয়ের মধ্যে ফেলে দিল যার উপর ভেড়ার কাবাব তৈরি হচ্ছিল। কাগজা দ্রুত পুড়ে গেল এবং ছাইগুলো কুচকে ধূসর পাউডারে পরিণত হলো।

টর্ক ইশারায় মাথাটা সরিয়ে ফেলতে বলল। একজন সৈন্য এটার চুল ধরে তুলে আবার তা থলেতে ভরে নিয়ে চলে গেল। সবাই অনেকক্ষণ আতংকিত নীরবতায় বসে রইল শুধুমাত্র একটা মেয়ে আস্তে আস্তে ফোঁপাচ্ছিল।

'আপনার মহামান্য কীর্তিমান স্বর্গীয় পিতার স্মৃতি নিশ্চয়ই ভাগ্য সম্বন্ধে যা তার জন্য অপেক্ষা করেছিল সে ব্যাপারে পূর্ববোধ ছিল।' টর্ক তাকে গম্ভীরভাবে সম্বোধন করল। মিনটাকা এতো বিমর্ষ যে সে কোন উত্তর দিল না। 'তার করুণ মৃত্যুর পূর্বে তিনি আমার সাথে কথা বলেছেন। তিনি আপনাকে আমার নিরাপত্তায় দিয়ে গেছেন। আমি তাকে কথা দিয়েছি এবং আমি এটা একটা পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছি। আপনাকে আর অন্যে কারো কাছে নিরাপত্তার জন্যে আবেদন করতে হবে না। আমি ফারাও টর্ক উরুক, আপনার বিশ্বস্ত ও প্রতিজ্ঞাকারী অভিভাবক।' সে তার ডান বাহু তার নিচু করা মাথার উপর রাখল এবং অন্য হাতে আরেকটি কাগজের স্ক্রোল তুলে ধরল।

'এটি আমার রাজ আজ্ঞাপত্র, যা দ্বারা অ্যাপেপির বংশধর রাজকন্যা মিনটাকার সাথে ট্যামোস বংশধর ফারাও নেফার সেটির বিবাহের বিষয়টি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু এটা রাজকন্যা মিনটাকার সাথে ফারাও টর্ক উরুকের বিয়ের ঘোষণা ধারণ করে। এ দাবি ফারাও নেফার সেটির পক্ষ থেকে লর্ড নাজা কর্তৃক অনুমোদিত।' সে কঠোর নির্দেশনা দিয়ে স্ক্রোলটা তার প্রাসাদ সরকারের হাতে দিল। 'এই আজ্ঞাপত্রের এক হাজার কপি তৈরি করে মিশরের প্রতিটি স্থানে প্রতিটি রাজ্যে প্রদর্শন করুন।'

তারপর দুই হাতে ধরে সে মিনটাকাকে দাঁড় করাল, 'আপনি আর বেশিক্ষণ একা থাকবেন না। আমি এবং আপনি অসিরিসের পূর্ণিমার পূর্বেই স্বামী ও স্ত্রী হবো।'

তিনদিন পর ফারাও টর্ক উরুক তার মিলিটারি রাজধানী নিম্ন রাজ্যের অ্যাভ্যারিসে পৌছল এবং সাথে সাথে অক্লান্ত উদ্যোমে রাজ্যের সকল বিষয়ে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করল এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করল।

হাথোর শান্তি চুক্তি এবং সামনের দিনগুলোতে শক্তি ও উন্নতির ওয়াদার কথা শুনে জনগণ আনন্দে উন্মত্ত হয়ে গেল। যাই হোক কিছু বিভ্রান্তি ও হতাশারও সৃষ্টি হল যখন নতুন ফারাও প্রথমে আইন প্রণয়ন করে আরো সংখ্যক লোক আর্মিতে নেয়ার ঘোষণা দিল। এটা দ্রুতই পরিষ্কার হয়ে গেল যে সে পদাতিক বাহিনী দ্বিগুণ এবং আরো এক হাজার নতুন যুদ্ধ রথ তৈরি করতে চায়।

প্রশ্ন করা হয়েছিল তবে তা টর্কের সামনে নয়, সে এখন আবার নতুন কোন শত্রু খুঁজে পাওয়ার আশা করছে যেখানে মিশর আরো একবার একত্রিত হলো এবং শান্তি এল। শস্যক্ষেত থেকে মজুর কমল এবং আর্মিতে যোগ দেওয়ার ফলে খাবারের ঘাটতি দেখা দিল। ফলে বাজর দর বাড়তে লাগল। নতুন রথ, অস্ত্র এবং মিলিটারি মালপত্রের ব্যয়ের জন্য কর বাড়ানো অপরিহার্য হয়ে পড়ল। একটা গুঞ্জন উঠল যে অ্যাপেপি তার রাগ সত্ত্বেও বর্তমান এই বদরাগী, কর খেকো ও প্রভুদের ঘৃণাকারী শাষকের ন্যায় এতোটা খারাপ ছিল না যতোটা তারা টর্ককে মনে করেছে।

সপ্তাহের মধ্যে টর্ক অ্যাভারিসের প্রাসাদকে আরো বড় ও চকচকে করার আদেশ দিল। সে তার স্ত্রী রাজকন্যা মিনটাকাকে নিয়ে এখানে থাকার ইচ্ছা পোষণ করল। প্রকৌশলীরা হিসেব করে দেখল যে এ কাজে দুই লাখ স্বর্ণমুদ্রা লাগতে পারে। গুজব আরো তীক্ষ্ণ হলো।

এদিকে সদ্য অসন্তোষের ব্যাপারে সচেতন হয়েই টর্ক সর্ব প্রভুর মন্দিরে তার নিজের অলৌকিকতা ও উত্থানের দাবি করল। সপ্তাহের মধ্যে অ্যাভারিসে সেথের মন্দিরের পাশে পছন্দসই স্থানে সে নিজের মন্দির তৈরির কাজ শুরু করল। তার মন্দির যেন তার প্রভু ভাই এর মন্দিরের চেয়ে দীপ্যমানতায় ছাড়িয়ে যায় এ ব্যাপারে টর্ক সংকল্পবদ্ধ ছিল। প্রকৌশলীরা হিসেব কষে দেখল মন্দিরের কাজ শেষ হতে কমপক্ষে পাঁচ হাজার শ্রমিকের পাঁচ বছর লাগবে এবং আরো দু'লাখ স্বর্ণের দরকার হবে।

বিদ্রোহ শুরু হলো ব-দ্বীপ এলাকায়, যেখানে এক রেজিমেন্ট পদাতিক বাহিনী-যাদের এক বছরের বেশি সময় ধরে বেতন দেওয়া হয় নি। তারা তাদের অফিসারদের হত্যা করল এবং অ্যাভারিসের দিকে এগোতে লাগল। তারা স্বৈরচারের বিরুদ্ধে জনগণকে জাগার আহ্বান জানাল এবং তাদের সাথে যোগ দেবার ডাক দিল।

তিনশ রথ নিয়ে টর্ক মানাশির নিকট তাদের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং প্রথমেই তাদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল।

সে পাঁচশ বিদ্রোহীকে খোজা করল এবং শূলে চড়াল। একটা ভয়ংকর বনের ন্যায় মানাশি গ্রামের আদূরে অর্ধক্রোশ দূরে তাদের রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ করে সাজিয়ে রাখা হল। বিদ্রোহে নেতৃত্ব দানকারীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে অনুশোচনা বর্ণনা করার জন্যে অ্যাভারিসের উদ্দেশ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে যাত্রায় কোন বন্দীই জীবিত রইল না। সেখানে পৌছাতে পৌছাতে তাদের আর মানুষ বলে চেনা গেল না। রুক্ষ ভূমির উপর দিয়ে টেনে নেওয়ার সময় তাদের বেশিরভাগ চামড়া ও মাংস ছিড়ে গেল। মাংসের ছিন্ন টুকরো ও হাড়ের টুকরো বিশ ক্রোশ রাস্তা জুড়ে বন্য কুকুর, শিয়াল ও মাংসখোকা কাকদের আনন্দ দানের জন্য ছড়িয়ে রইল।

কেবল কয়েক'শ বিদ্রোহী এই নৃশংস হত্যাকান্ড থেকে পালাতে পারল এবং মরুতে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। টর্ক তাদের পূর্বের সীমান্তের বেশি ধাওয়া করার কষ্ট করল না কারণ এই তুচ্ছ বিষয় ইতোমধ্যে তার অনেক মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে এবং তার বিয়েটা একমাস দেরি করিয়ে দিয়েছে। অ্যাভারিসে ফেরার জন্যে সে হিংস্র রকমের অধৈর্য আর তাই সে তিনজোড়া ঘোড়া ব্যবহার করল ফিরতে।

যখন টর্ক বাইরে ছিল, মিনটাকা দুইবার থেবসে টাইটার কাছে বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করেছিল। তার বার্তাবাহকদের প্রথমজন ছিল হারেমের একজন খোজা মোটা, দয়ালু কালো লোক যাকে সে তার পুরো জীবন ধরে চেনে। উভয় রাজ্যে খোজাদের মধ্যে একটা বিশেষ বন্ধন রয়েছে আর এখনতো তা এক জাতি বা দেশে পরিণত হয়েছে। এমনকি এ বছরগুলোতে যখন দুই রাজ্য আলাদা ছিল, সোথ যা ঐ খোজার নাম টাইটাকে বিশেষ সম্মান করে গেছে এবং সে তার বন্ধু ও বিশ্বস্ত।

কিন্তু টর্কের গুপ্তচরেরা সর্বব্যাপী ছড়ানো ও বিনিদ্র ছিল। তাই সোথও অ্যাসউতে পৌছাতে পারে নি। তাকে মৃত অবস্থায় চামড়ার থলেতে ভরে ফিরিয়ে আনা হয়। যখন তার মাথাটা ফুটন্ত পানির বড় কড়াইতে ডুবিয়ে দেওয়া হয় তখনই সে মারা গিয়েছিল। তার খুলির মাংস সিদ্ধ হয়ে খুলে গিয়ে রঙিন ও চকচকে হাড় বেরিয়ে এসেছিল। তার অক্ষি কোঠরদ্বয় দামী পাথরে পূর্ণ করে মিনটাকাকে ফারাও টর্কের পক্ষে থেকে সে খুলি বিশেষ উপহার হিসাবে দেওয়া হলো।

ঐ ঘটনার পর মিনটাকা আর নিজে থেকে নতুন কাউকে তার বার্তা বাহক হিসেবে খুঁজে নেয় নি এবং এভাবে আর কাউকে নির্মম মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় নি। তথাপি তার একজন লিবিয়ান দাসী, থানা, যে মিনটাকার ভালোবাসার গভীরতা সম্পর্কে জানত তার বার্তা বহন করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। সে মেয়েদের মধ্যে ততোটা সুন্দর নয় কারণ তার এক চোখ টেরা ছিল এবং নাকটা ছিল বড়। কিন্তু সে

আনুগত্যে ছিল সৎ ও বিশ্বস্ত। তার পরামর্শে মিনটাকা তাকে একজন ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিল যে পরবর্তী দিনে থেবস্ ভ্রমণ করবে। লোকটা থানাকে সাথে নিয়ে গেল, কিন্তু তিন দিন পর সে অ্যাভারিসে ফিরে এল, সীমান্ত প্রহরীদের রথের পাশের কাঠামোর সাথে কব্জি ও গোড়ালি বাঁধা অবস্থায়।

মানশি থেকে যাবার পথে টর্ক থানার সাথে মিলিত হয়। সে তাকে মৃত্যুদন্ড দিল, তবে ভালোবাসাময় মৃত্যু। তাকে একটি রেজিমেন্টের হাতে তুলে দেওয়া হল যারা মানাশিতে দায়িত্বে ছিল। চারশর বেশি লোক তার সাথে আনন্দে মেতে উঠল, ততোক্ষণ পর্যন্ত যখন তিন দিন পর সূর্যাস্তের সময় সে রক্তপাতে মারা গেল।

তিন দিন ধরে মিনটাকা বিরামহীনভাবে তার জন্য কাঁদল।

ফারাও টর্ক উরুক ও রাজকন্যা মিনটাকা অ্যাপেপির বিয়ে হিকস্ রীতি অনুযায়ী সম্পন্ন হল, যা ছিল হাজার বছর পুরানো এবং পূর্বদিকের এক হাজার ক্রোশ দূরের বৃহৎ বৃক্ষহীন অ্যাশিরিয়া পর্বত পেরিয়ে কোন এক প্রান্তর থেকে তা এসেছিল, যেখান থেকে তাদের পূর্ব পুরুষেরা এ মিশর দখল করতে এসেছিল।

বিয়ের দিনের সকালে ২০০ জন আত্মীয়স্বজন ও রাজকুমারী মিনটাকার শোমশ্রেণীর সদস্যরা রাজকীয় প্রাসাদে জড়ো হলো। এ প্রাসাদেই সে অ্যাভারিসে ফেরার পর থেকে বন্দী হয়ে আছে। রক্ষীদের পক্ষ থেকে কোন বাধা ছিল না, এমনকি তারা কোন আকস্মিক হামলার আশংকাও করছিল না।

তার গোষ্ঠীর সদস্যরা রাজকন্যা মিনটাকাকে তাদের সাথে করে পূর্ব দিকে নিয়ে চলল। কান ফাটানো চিৎকার, মুগুর ও কাঠের অস্ত্রের ঝনঝনানি আওয়াজে কানে তালা লাগার উপক্রম। যে কোন ধারালো অস্ত্র অনুষ্ঠানে ছিল নিষিদ্ধ।

বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হলে বরের নিজের স্বজাতির একটা দল এগিয়ে এল তার নেতৃত্ব দিতে। এদিকে চিতা বাঘের অনুসারী লোকেরা পালিয়ে যাওয়ার আবশ্যকতা দেখাল না এবং যখনই তারা দৃষ্টি সীমায় এলো তারা পিছু ঘুরল এবং উল্লাসিতভাবে নিজেরা দ্বন্দ্বে যুক্ত হলো। যদিও কোন তলোয়ার ও ছুরি আনার অনুমতি ছিল না তবুও দু'জন আঘাত পেল এবং কিছু লোকের খুলি ফেটে গেল। এমনকি বরও কাঁটা ও ক্ষতের হাত থেকে বাঁচল না। শেষে টর্ক তার প্রত্যাশিত পুরস্কার দাবি করল। সে এক হাতে মিনটাকার কোমর ধরে টেনে নিল এবং তার রথে উঠাল।

মিনটাকার বাধায় ন্যূনতম অভিনয় ছিল না এবং সে তার হাতের নখ দিয়ে টর্কের চেহারার ডান দিকে আঁচড় কাটল যা অল্পের জন্যে তার চোখে লাগল না এবং সে স্থান থেকে বের হওয়া রক্তের ফোঁটা তার পোশাকের দীপ্তি নষ্ট করে দিল।

'সে আপনাকে অনেক যোদ্ধ-বাজ সন্তান দিবে।' তার সমর্থকরা মিনটাকার বাধার হিংস্রতায় চিৎকার করে প্রশংসা করল।

হবু বধূর তেজস্বিয়তায় আনন্দে দাঁত বের করে হেসে টর্ক বিজেতার মতো তাকে নিয়ে মন্দিরে ফিরে চলল। সেখানে তার নির্দেশে নতুন নিয়োগ পাওয়া যাজকেরা শেষ নিয়ম পালনের অপেক্ষায় আছে।

মন্দিরটা এখনো ভিত্তি প্রস্তরের গর্ত এবং লম্বা পাথরের স্তম্ভের স্তুপে উন্মুক্ত। কিন্তু এসব কিছুই বিবাহে যোগ দেওয়া অতিথিদের খুশি কিংবা বরের উচ্ছ্বাস কোন কিছুকে ম্লান করতে পারল না। জলজ উদ্ভিদের তৈরি ছাউনির নিচে তারা দাঁড়াতেই প্রধান যাজক মিনটাকাকে টর্কের সাথে একটা ঘোড়ার রশি দিয়ে বেঁধে দিল।

অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্যায়ে টর্ক তার প্রিয় বৃদ্ধ ঘোড়ার গলা কাটল, যা ছিল একটা চমৎকার সুন্দর বাদামী রঙের স্টালিয়ন। এর দ্বারা সে বোঝালো যে সে তার জন্য মূল্যবান সম্পদের চেয়েও তার নববধূকে সে বেশি মূল্য দেয়। যখন পশুটা মাটিতে পড়ে লাথি মারছিল ও তার কাটা বৃহৎ ধমনী দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল তখন লোকজন হর্ষ ধ্বনি করে উঠল এবং নব দম্পতিকে পুষ্প রথে তুলে দিল।

টর্ক প্রাসাদের উদ্দেশ্যে রথ চালালো এবং তার এক হাত নববধূকে শক্ত কর ধরেছিল যেন সে কোন পালানোর সুযোগ না পায়। আর্মিরা রাস্তায় সারিবদ্ধ হয়ে রথটার চারপাশে জড়ো হয়ে থাকল এবং ককপিটে উদ্দেশ্যে চলল সবার উপহার। অন্যেরা টর্কের সামনে মদের বোল ধরল এবং সে তা গলাধরণ করল। এর বেশির ভাগই সে তার পোশাকে ফেলল যা তার কেটে যাওয়া গালের রক্তের সাথে মিশে গেল।

যখন তারা প্রাসাদে পৌছল টর্ক তখন রক্ত ও লাল মদে ভিজে একাকার। সে ভ্রমণ ও তার নববধূকে পাওয়ার যুদ্ধে ঘর্মাক্ত এবং চেলাই মদের নেশায় উন্মাদ ও চোখ তার বন্য কামনায় সিক্ত।

সে লোকজনের মধ্য দিকে মিনটাকাকে তাদের নতুন কক্ষে নিয়ে গেল। দরজার দাঁড়ানো রক্ষীরা বিয়ের অতিথিদের তাদের উন্মুক্ত তরবারি দিয়ে পিছু হটালো। তারা কোন গন্ডগোল করল না কিন্তু প্রাসাদ ঘিরে রইল এবং বরকে উৎসাহ দিল ও কনেকে উপদেশ দিল অশ্লীল ভাষায়।

কক্ষে প্রবেশ করেই টর্ক মিনটাকাকে বিছানায় বিছানো সাদা ভেড়ার চামড়া চাদরের উপর ছুঁড়ে মারল। তারপর দু'হাত দিয়ে নিজের তলোয়ারের বেল্ট খোলার যুদ্ধে নামল। মিনটাকা বিছানায় পড়ে ভয়ে গর্ত থেকে বের হওয়া খরগোশের ন্যায় উঠে বসল।

হঠাৎ দৌড়ে সে ছাদের উপর যাওয়ার দরজার উদ্দেশ্যে ছুটে গেল এবং তা খুলার চেষ্টা করল। টর্কের নির্দেশে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করা। পাগলের মতো

সে তার হাতের নখ দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করল কিন্তু দরজাটা ছিল শক্ত ও পুরু এবং এমনকি তার আঘাতে ওটা কাঁপল না পর্যন্ত।

তার পিছনে টর্ক অবশেষে তার তলোয়ারের বেল্ট থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারল এবং খাপটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। সে একটা কর্কশ শব্দ করে অস্থির ভাবে তার দিকে এগিয়ে গেল। 'তোমার যতো ইচ্ছে লড়াই করো, সুন্দরী!' সে অস্পষ্ট করে বলল। 'যখন তুমি লাথি মার ও চিৎকার কর তখন তা আমার শরীরের আগুন ধরিয়ে দেয়।'

এক হাতে তাকে বাহুবদ্ধ করে ধরে অন্য হাতটা মিনটাকার বুকের উপর এনে তার স্তন ধরে সে জোরে চাপ দিল। 'সেথের দোহাই, কি মিষ্টি আর রসালো পাকা ফল হবে এটি!' আরো জোরে জড়িয়ে ধরে সে তাকে চাপ দিতে লাগল। তার দুস্তনে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল এবং চোখে পানি এসে গেল। মিনটাকা ছাড়া পেতে জোড়াজুড়ি করল। 'দ্বিতীয়বার তুমি আর কোন ছলচাতুরি করে পার পাবে না সুন্দরী।'

সে এক হাতে তার কোমর পেঁচিয়ে ধরে শূন্যে তুলে তাকে বিছানায় নিয়ে গেল। 'বেবুন!' মিনটাকা চিৎকার করে উঠল। 'তুই একটা শিম্পাঞ্জি জানোয়ার।'

'একটা মিষ্টি ভালোবাসার গান গাও তো, সোনামনি। আমার দেহ মন আনন্দে ভরে উঠে যখন আমি শুনি তুমি কতটা আমায় চাও।'

টর্ক আবার তাকে নিচে ছুঁড়ে দিয়ে তার পেশিবহুল হাত দিয়ে মিনটাকার স্তন চেপে ধরল। তার মুখটা মিনটাকার ওষ্ঠ থেকে মাত্র ইঞ্চি দূরে। দাড়ির শক্ত খোঁচা মিনটাকার গালে জ্বালা ধরিয়ে দিল। টর্কের মুখ থেকে মদের গন্ধ ভুস ভুস করে বের হচ্ছে। টর্ক জোরে হেসে উঠে একটা আঙুল চালিয়ে মিনটাকার কাঁধ থেকে জামার বাঁধনটা আলগা করে ফেলল। এক টানে রেশমি গাউনটা খুলে নিচে ফেলে দিল।

তারপর সে তার স্তন ধরে জোরে কচলাতে লাগল, বারেবার যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার নরম মাংসের দলাটা বেরিয়ে এল। স্তনের বোঁটা ধরে টান দিতেই তা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল নিমিষে। অপর হাত দিয়ে তখন সে তার নগ্ন পেটে বুলাতে লাগল বিচ্ছিরি রকম করে। তারপর অনেকটা খেলাচ্ছলে সে তার নিম্নাঙ্গের উদ্দেশ্যে হাত নামাতে উদ্যত হল। অনেকটা জোর করে তার উরু সন্ধিভেদের উদ্দেশ্যে আঙুল দিয়ে বিনুনি চালাল। কিন্তু মিনটাকা সহজে ভেদ্য নয়। দু'পা চেপে সে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা চালাল এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করল।

হঠাৎ দানবটা তখন তার পেটের উপর চড়ে বসল। তার দেহের ভারে মিনটাকার প্রায় অসাড় হবার উপক্রম। সে বাধা দেবার ক্ষমতা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে। মিনটাকা চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল টর্ক পুরোপুরি নগ্ন। তার বিশাল বপু এবং যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত দেহটা দেখে মিনটাকার ভয়ে কান্না এসে গেল।

তখনও সে মিনটাকার উপর চাপ দিয়ে যাচ্ছে। টর্ক তাকে আরো জোরে চেপে ধরল, এবার তার পেটের সাথে মিনটাকার পেট এবং তার উন্মুক্ত স্তন তার প্রশস্ত বুকের চাপে পিষে যেতে চাইছে। ভয়ে গুঙ্গিয়ে উঠে সে আরো অনুভব করল তার মোটা শক্ত লিঙ্গটা তার নিম্নাংশের গোপন অংশে সজোরে প্রবেশ করতে চাইছে।

সে এবার শুধু তার আত্মসম্মান ও সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য লড়াই-ই করল না, সেই সাথে তার জীবন বাঁচানোরও চেষ্টা করল। কেননা টর্কের বিশাল দেহের নিচে সে প্রায় মারা যাচ্ছে। সে তার মুখে কামড় দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার ছোট ধারালো দাঁত তার দাঁড়িটা ঢাকল কেবল। সে তার পিঠ খামচে ধরল এবং নখের আঁচড়ে টর্কের পিঠের চামড়া উঠে এল কিন্তু মনে হল না যে সে তা অনুভব করেছে।

দু'জনই প্রচণ্ড ঘামছিল, টর্ক বেশি। হঠাৎ করে সে উবু হয়ে নিজের মুখটা তার মুখের উপর চেপে ধরল জোড়ে। তার নাক ও ঠোঁট ঘষতে লাগল। ফলে দৃঢ়ভাবে চেপে রাখা তার চোয়ালে তার ঠোঁট ও নাক কেটে গেল। মিনটাকা তার মুখে রক্তের স্বাদ পেল এবং চোখ-মুখে অন্ধকার নেমে আসতে চাইল।

'খুল মাগী!' টর্ক তার উপর আরো জোরে চেপে বসেছে। 'তোর ঐ গরম দরজা খোল আমি তাতে ঢুকতে চাই।' বলে আরো চাপ প্রয়োগ করল এবং মিনটাকা বুঝল সে আর বেশিক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারবে না। জানোয়ারটা বড় বেশি ভারি ও শক্তিশালী।

'হাথোর, আমাকে সাহায্য কর!' সে তার চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করল। 'প্রিয় দেবী, এমনটা হতে দিও না, আমাকে রক্ষা কর।'

হটাৎ টর্ককে গোঙিয়ে উঠতে শুনল এবং মিনটাকা তার চোখ খুলে তাকাল। তার চেহারা স্ফীত ও রক্ত জমলে যেমন কালো হয় তেমন দেখাচ্ছে। পিঠটা বাঁকাতে দেখল এবং যেন ব্যথায় সে ককিয়ে উঠল। তার চোখ প্রশস্ত, দৃষ্টিহীন ও রক্তাভ। ভয়ংকর রকম করে মুখ খোলা।

মিনটাকা বুঝল না কি ঘটছে। মুহূর্তের জন্য সে ভাবল দেবী নিশ্চয়ই তার অনুরোধ শুনেছেন এবং তার অলৌকিক বান দিয়ে টর্কের হৃদপিন্ডে আঘাত করেছেন।

তারপরই হঠাৎ সে অনুভব করল একটা তপ্ত জলধারা তার পেটের উপর ছলকে ছড়িয়ে পড়েছে, এতো তপ্ত যে তা তার কোমল ত্বক যেন পুড়িয়ে দেবে। অবশেষে বর্ষণটা একসময় থামল এবং সে তার থেকে মুক্ত হবার কথা ভাবল। কিন্তু সে ছিল খুব ভারি ও শক্তিশালী। টর্ক শান্ত ভাবে তার উপর পড়ে রইল এবং মিনটাকাও নড়ার সাহস করল না, যদি আবার কোন বিপত্তি ঘটে!

দীর্ঘক্ষণ দু'জনে চুপচাপ শুয়ে রইল, যতোক্ষণ না প্রাসাদের দেয়ালের বাইরে অপেক্ষায়মান জনতার চিৎকার তাদের সচেতন করল।

টর্ক নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি আমাকে লজ্জা দিলে। তুমি আমার বীর্য বৃথা করে দিয়েছ।'

পুরোপুরি বিষয়টা বোঝার আগেই টর্ক তাকে ঘাড়ের পিছন ধরে সাদা ভেড়ার চামড়ার মধ্যে তার রক্তমাখা চেহারা চেপে ধরল সজোরে।

'কোন ব্যাপার না, আমি তোমার নাকের রক্ত দিয়ে তা চালিয়ে নেব।'

বলেই তাকে একপাশে সরিয়ে তার রক্তাক্ত চেহারা থেকে সাদা চাদরে লাগা লাল দাগটা পরখ করল গম্ভীর সন্তুষ্টির সাথে। তারপর নগ্ন অবস্থায়ই দরজার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে দাঁড়াল সে এবং লাথি মেরে দরজা খুলল। উজ্জ্বল দিনের আলোয় চাদরটা জনতা উদ্দেশ্যে দোলালো।

মিনটাকা নিজেকে সামলে বিছানার চাদর দিয়ে শরীর মুছল এবং তার শরীরের দাগগুলো পর্যবেক্ষণ করল। তার ভয় হিংস্রতায় রূপ নিল।

তলোয়ারের খাপটা টর্ক যেখানে ফেলেছিল তা সেখানেই রয়েছে। নীরবে সে বিছানা থেকে নেমে চকচকে ব্রোঞ্জের ফলাটা খাপ থেকে বের করে হামাগুড়ি দিয়ে ছাদে যাওয়ার দরজার নিকট গিয়ে দরজার বাজুর সাথে নিজেকে মিশিয়ে লুকালো।

বাইরে টর্ক জনতার উল্লাস স্বীকার করছিল এবং দাগওয়ালা ভেড়ার চামড়াটা উড়াচ্ছে সবাইকে দেখাতে। 'সে এটা পছন্দ করেছে।' কোন একটা চিৎকার করা মন্তব্যের জবাব দিয়ে বলল। যখন আমি তার সাথে শেষ করলাম তখন সে ছিল প্রশস্ত এবং তাকে লাগছিল ডেল্টার ভেজা ঝোপের ন্যায় স্নিগ্ধ ও সাহারার মতো উষ্ণ।

মিনটাকা ভারি তলোয়ারের বাট তার মুঠিতে শক্ত করে ধরে নিজেকে একত্রিত করল।

'বিদায় আমার বন্ধুরা', টর্ক চেঁচাল। 'আমি সেই মিষ্টি ফলের আরো এক কামড় নেওয়ার জন্যে আবার যাচ্ছি।'

মিনটাকা তার খালি পায়ের আওয়াজ মেঝেতে শুনল এবং তারপর তার ছায়া দেখতে পেল প্রবেশ মুখে। দুই হাতে তলোয়ারটা শক্ত করে ধরে পেটের পরিমাণ উচ্চতায় তা নির্দিষ্ট করল সে।

টর্ক ঘরে প্রবেশ করতেই সে নিজেকে আরো দৃঢ় করল এবং তারপর নিজের সব শক্তি দিয়ে তাকে আঘাত করতে ছুটে গেল তার তল পেট বরাবর লক্ষ্য করে।

একদা অনেক দিন আগে যখন সে তার পিতার সাথে শিকার করছিল তখন সে তাকে একটা বিশাল পুরুষ চিতাবাঘ শিকার করতে দেখেছে যেটি তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে ছিল অসচেতন। বিড়ালটা তার পিতার ধনুকের টাং আওয়াজেই সচেতন হয়ে গিয়েছিল এবং তীরটা তাকে আঘাত করার আগেই একপাশে লাফিয়ে সরে যায়। টর্কও বিপদ ও জীবন সম্পর্কে একই রকম প্রবৃত্তি ধারণ করে।

আঘাতটা তখনো তার কাছে পৌঁছায়নি তার আগেই সে মোচড় দিয়ে তীক্ষ্ম ব্রোঞ্জের প্রান্ত থেকে সরে গেল। চামড়া না কেটে কিংবা এক ফোঁটা রক্ত না ঝড়িয়ে যা তার পাকস্থলির এক আঙ্গুল দূর দিয়ে সরে গেল। এদিকে টর্ক তখন সাথে সাথে তার বিশাল এক থাবায় মিনটাকার উভয় কব্জি ধরে ফেলল। সে হাতটা পিষল যতোক্ষণ না সে তার হাড়ে ব্যথা পেল এবং অস্ত্রটা মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

সে তাকে ঘরের ভেতর টেনে নিতে নিতে একটা বিশ্রী শব্দ করে হাসতে লাগল। এলোমেলো ও ঘামে ভেজা বিছানার উপর সে তাকে ছুঁড়ে মারল। 'তুমি এখন আমার স্ত্রী', সে তার উপর ঝুকে দাঁড়িয়ে বলল। 'তুমি আমার আর সব একটা ঘোটকী কিংবা পোষা স্ত্রী কুকুরের মতই আমার সম্পত্তি। তোমাকে অবশ্যই আমাকে মান্য ও সম্মান করা শিখতে হবে।'

মিনটাকা লিনেন কাপড়ে চেপে মুখ উপুড় করে শুয়ে আছে, তার দিকে তাকাতে তার রুচি হচ্ছিল না। টর্ক বিছানার পাশে পড়ে থাকা তলোয়ারের খাপটা তুলে নিল। 'এই আনুগত্যের পাঠটা জানা থাকলে তা তোমার নিজের জন্যে ভালো হয়। এখনকার একটু ছোট কষ্ট আমাদের দু'জনকে পরবর্তী দুঃখ ও বেদনার হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা করবে।'

সে খাপটা তার ডান হাতে নিল। মসৃণ চামড়া, স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতুর সুন্দর পাথরে সজ্জিত খাপটা সে তার নগ্ন পায়ের উপর এনে দোলালো। ফলে তার শুভ্র চামড়ার উপর তা একটা আঁচড় কেটে গেল এবং সেখানে উজ্জ্বল লাল রঙের দাগ ফেলল। মিনটাকা এতোটাই হত-বিহ্বল হল যে জোরে চিৎকার করে উঠল।

সে তার ব্যথায় হাসল এবং আবার খাপটা তুলে নিল। সে গড়িয়ে তার থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু পরের আঘাতটা তার উঠানো ডান হাতে এবং পরেরটা তার কাঁধে আঁচড় বুলাল পর্যয়াক্রমে। এবার সে নিজেকে চিৎকার করা থেকে নিবৃত করল। বরং একটা তীর্যক হাসি দিয়ে দাঁত চেপে তার কষ্ট লুকানোর চেষ্টা করল এবং বন বিড়ালের মতো তার দিকে থুথু ছুড়ে মারল। এবার আরো জোরে তাকে আঘাত করল টর্ক।

টর্ক তাকে বিছানা থেকে নিচে ফেলে দিল। মিনটাকা পুনরায় তার হাত থেকে বাঁচতে মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে দূরে সরে যেতে চাইল, কিন্তু টর্ক তাকে অনুসরণ করে তার পিঠ, কাঁধ ও নিতম্বে চাবুকের মতো আঘাত চালিয়ে গেল। তাকে নিয়মিত ছন্দে আঘাত করতে করতে সে তার উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, 'তুমি আর কখনোই আমার দিকে হাত উঠাতে পারবে না, হাহ্!' দম পুরিয়ে যেতেই আবার জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'পরের বার যখন আমি তোমার কাছে আসব, হাহ্! তখন তুমি একজন স্নেহপরায়ণ স্ত্রীর মতই ব্যবহার করবে, হা-হা! নইলে তখন আমি আমার চারজন লোক দিয়ে তোমাকে ধরে তোমার উপর সওয়ার হবো হা-হা!

তারপর যখন আমার দেহের স্বাদ মেটানো শেষ হবে তখন আমি তোমাকে আবার এভাবে পেটাব, হাহ্!'

সে তার চোয়াল দৃঢ়ভাবে চেপে রাখল যখন আঘাত তার উপর বৃষ্টির মত পড়ল এবং তা সহ্য করে গেল যতোক্ষণ পারল। কিন্তু এক সময় সে আর যুদ্ধ করতে পারল না। এদিকে তা দেখে হয়তো করুণা দেখিয়ে টর্কও সরে গেল, ভারি দম নিতে নিতে।

টর্ক তার দাগওয়ালা ও ধুলোয় মাখা জামা গায়ে চাপিয়ে কোমরে তলোয়ারের খাপটা বেঁধে খাপের মধ্যে ভরল তলোয়ারটা। তখনও ওটা মিনটাকার রক্তে ভিজে আছে এবং দ্রুত দরজার দিকে সে বেরিয়ে গেল। বের হবার পূর্বে সে থামল ও তার দিকে ফিরে তাকাল। 'একটা কথা মনে রেখো, স্ত্রী, পোষ না মানলে আমি আমার ঘোটকীগুলোর ঘাড় ভেঙ্গে দেই', সে বলল। 'অথবা, সেথের কসম তারা আমার হাতে মৃত্যুবরণ করে।' কথাটা বলেই সে ঘুরে চলে গেল।

মিনটাকা ধীরে ধীরে তার মাথা তুলে তার চলে যাওয়া দেখল। কথা বলার মতো তার অবস্থা ছিল না, তার পরিবর্তে সে তার মুখে থুথু জড়ো করে টর্কের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মারল। তার স্ফীত মুখ থেকে ছিটকে পড়া রক্ত মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

মিনটাকার চামড়ার ক্ষতের আঘাত শুকাতে আইসিস পূর্ণিমা পার হবার পরও অনেক দিন চলে গেল এবং ক্ষতগুলো তার মসৃণ কোমল ত্বকের উপর সবুজাভ হলুদ বর্ণ ধারণ করল। হয় ইচ্ছে করে না হয় ভাগ্য গুনে টর্ক তার কোন কোমল দাঁত ফেলে দেয়নি, কোন হাড় ভাঙেনি অথবা তার মুখ মন্ডলে কোন দাগ ফেলেনি।

তাদের বিয়ের দিনের দুর্দশার পর থেকে সে তাকে একা রেখেছে। তখন থেকে অধিকাংশ সময় সে দক্ষিণে ক্যাম্প করেছে। এমনকি যখন সে অল্প সময়ের জন্য অ্যাভারিসে ফিরত তখনও টর্ক তাকে এড়িয়ে যেত। সম্ভবত সে তার দেওয়া অদৃশ্য ক্ষতগুলো থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে অথবা তাদের বিয়েটা সফল করতে ব্যর্থ হয়েছে দেখে সে লজ্জা পেতো। মিনটাকা খুব গভীর ভাবে কারণটা নিয়ে ভাবল না। তবে কিছু সময়ের জন্যে যে সে তার বন্য আকর্ষণের হাত থেকে মুক্ত তাতেই সে খুশি।

রাজ্যের দক্ষিণে আরো গুরুতর বিদ্রোহ দেখা দিল, টর্ক বন্য ভাবে তাতে সাড়া দিল। সে বিদ্রোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং যারা তার বিরোধিতা করল তাদের সে হত্যা করল, তাদের সম্পত্তি জব্দ করল এবং তাদের পরিবারের বাকিদের দাস হিসেবে বিক্রি করে দিল। লর্ড নাজা তার ভাই ফারাওকে সমর্থন দিতে এবং এই কাজে সহযোগিতার জন্যে দুই রেজিমেন্ট সৈন্য পাঠাল।

মিনটাকা জানত তিনদিন আগে টর্ক বিজেতার ন্যায় অ্যাভারিসে ফিরেছে কিন্তু এখনো সে তার দেখা পায় নি। সে কারণে সে দেবীকে ধন্যবাদ দিল, কিন্তু তা স্থায়ী হল না। চতুর্থ দিন তার কাছ থেকে হাজিরা এল। মিনটাকাকে রাজ্যের এক বিশেষ সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। এতো গুরুত্বপূর্ণ যে নিজেকে তার তৈরি করতে মাত্র এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হল। বার্তায় তাকে সতর্ক করা হয়েছে যে যদি সে আদেশ অবহেলা করে তবে দেহরক্ষী পাঠিয়ে তাকে সভাকক্ষে জোর করে নেওয়া হবে।'

এটা ছিল প্রথম উপলক্ষ যেখানে সে তার বিয়ের পর লোকজনের সামনে যাচ্ছে। সতর্কতার সাথে সে প্রসাধন লাগাল যা তাকে সব সময়ের মতই সুন্দর দেখাল। পরিমিতভাবে সাজানো প্রাসাদের সভাকক্ষে প্রবেশ করে সে তার নির্দিষ্ট আসন রাণীর সিংহাসন গ্রহণ করল যা ছিল ফারাও-এর আসনের ঠিক নিচে। সে তার অভিব্যক্তি চেপে রাখার চেষ্টা করল এবং কাজকর্ম থেকে অমনোযোগী থাকতে চাইল। কিন্তু তার সংযম চলে গেল যখন সে রাজদূতকে চিনতে পারল। লোকটা এখন দ্বৈত সিংহাসনের মধ্যখানে ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে কুর্ণিশরত অবস্থায় আছে। মিনটাকা আগ্রহ নিয়ে সামনে ঝুকল।

টর্ক রাজদূতকে গ্রহণ করে তাকে উঠতে বলল এবং তার বার্তা সভাসদের নিকট উপস্থাপন করার অনুমতি দিল।

যখন সে উঠে দাঁড়াল মিনটাকা দেখল লোকটি খুব আবেগাপ্লুত হয়ে আছে। একটা শব্দ উচ্চারণ করে নিতে তাকে কয়েকবার তার গলা পরিষ্কার করে নিতে হলো। অবশেষে সে কথা বলল এমন কাঁপা কাঁপ কণ্ঠে যে মিনটাকা প্রথমে বুঝতে পারল না সে কি বলছে। সে শব্দগুলো শুনল কিন্তু নিজেকে বিশ্বাস করতে পারল না।

'মহামান্য ফারাও টর্ক উরুক, মিনটাকা অ্যাপেপি উরুক, রাজ্য সভার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, অ্যাভারিসের নাগরিক, ভায়েরা এবং এই পুনরায় সংযুক্ত মিশরের স্বদেশীরা; আমি দক্ষিণ থেকে একটি করুণ সংবাদ নিয়ে এসেছি। এই খবর আপনাদের বলার চাইতে আমি বরং যদি যুদ্ধে শত অগণিত লোকের সাথে এক বেওয়ারিশের মতো মরতে পারতাম তাতে শান্তি পেতাম।' সে থামল এবং আবার কাশল। তারপর তার কণ্ঠ আরো শক্তিশালী ও পরিষ্কার হলো।

'আমি থেবস্ থেকে ভাটিতে দ্রুত যাত্রা করে এসেছি। রাত দিন চলেছি, শুধু বৈঠা বাহক বদলানোর জন্য থেমেছি, আমি মাত্র বার দিনে অ্যাভারিস পৌঁছেছি।'

সে আবার থেমে হতাশার ভঙ্গিতে তার হাত ছাড়ল। 'গতমাসে হাপির অনুষ্ঠানের বিকেলে, তরুণ ফারাও নেফার সেটি যাকে আমরা সবাই ভালোবাসতাম এবং যার প্রতি আমরা খুব বিশ্বাস ও আশা রেখেছিলাম মারা গিয়েছেন। ভয়ংকর

আঘাতের কারণে, যা তিনি ডাব্বায় পেয়েছিলেন যখন গবাদি পশু শিকারী সিংহটা শিকার করছিলেন।' হতাশার দীর্ঘ নিঃশ্বাসে কক্ষটা ভরে উঠল। একজন সভাসদ তার চোখ ঢেকে নিরবে কাঁদতে লাগল।

রাজদূত নিরবতার মধ্যে বলে উঠল, 'উচ্চ রাজ্যের রাজ-প্রতিভূ লর্ড নাজা, বিবাহসূত্রে যে রাজকীয় ট্যামোস পরিবারের সদস্য এবং তিনি পরবর্তী অনুক্রমে মৃত ফারাও-এর স্থানে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। তিনি ভূমিকে তার কাইফান নামে পবিত্র করেন। অনন্ত কাল পর্যন্ত তার যে নামটি সমগ্র বিশ্ব এখন থেকে স্মরণ করবে তা হলো মহান ফারাও নাজা কাইফান।'

মৃত ফারাও-এর দুঃখে কান্না এবং তার অনুক্রমীর জন্যে সোৎসাহ কলরবে কক্ষ ভরে উঠল। চিৎকার চেচামেচির মধ্যে মিনটাকা রাজদূতের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। প্রসাধনের নিচে সে চুনা পাথরের ন্যায় বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তার চোখগুলোকে বড় ও করুণ করার জন্য কোন সুরমার প্রয়োজন হল না। তার চারপাশের পৃথিবী মনে হলো অন্ধকার হয়ে গেল এবং সে তার আসনে দুলতে লাগল। যদিও সে শুনেছে নেফারের মৃত্যু পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলক তবুও সে নিজেকে বুঝিয়েছিল যে এটা হয়ত হবে না। সে নিজেকে বিশ্বাস করিয়েছিল যে এমন কি তার সতর্কবাণী ছাড়াও নেফার টাইটার সাহায্যে হয়তো নাজা ও টর্কের ষড়যন্ত্রের জাল এড়িয়ে যাবে।

টর্ক তাকে লাজুক আত্মতৃপ্তির হাসি নিয়ে দেখছিল এবং মিনটাকা জানে সে তার কষ্টে আনন্দ পাচ্ছে। সে আর কোনো তোয়াক্কা করে না। নেফার আর নেই এবং এর সাথে তার ইচ্ছে ও প্রতিবন্ধকতার কারণ এবং নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কারণও চলে গিয়েছে। সে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং এক জন ঘুমন্ত হাঁটাকারী মতো কক্ষ ছাড়ল। সে আশা করেছিল তার স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনার আদেশ দিবে, কিন্তু সে তা করল না। সাধারণ দুঃখ-কষ্ট ও প্রলাপে অন্য অতিথিদের কয়েক জন তার চলে যাওয়াটা দেখল যারা তার ভয়ংকর দুঃখের ব্যাপারে সচেতন ছিল। তারা সবাই স্মরণ করল যে এক সময় সে মৃত ফারাও-এর বাগদত্তা ছিল।

মিনটাকা তিন দিন, তিন রাত পর্যন্ত না খেয়ে তার কক্ষে অবস্থান করল। সে শুধু পানির সাথে একটু ওয়াইন মিশিয়ে পান করল। সে সবাইকে তাকে ছেড়ে যাওয়ার আদেশ দিল, এমনকি তার দাসীদেরও। সে কারো সাথে সাক্ষাৎ করল না এমনকি চিকিৎসকের সাথেও না যাকে টর্ক তার কাছে পাঠাল।

চতুর্থ দিন সে হাথোরের প্রধান যাজিকাকে ডেকে পাঠাল। তারা একসাথে সারা সকাল অবস্থান করল। এবং যখন বৃদ্ধ মহিলাটি প্রাসাদ ত্যাগ করল সে তার ন্যাড়া মাথা তার সাদা তোয়ালে দিকে ঢেকে রাখল শোকের চিহ্ন স্বরূপ।

পর দিন যাজিকা তার দু'জন সহকারী সহযোগে এল যারা একটা বড় পান পাতার তৈরি ঝুড়ি বহন করছিল। তারা ঝুড়িটা মিনটাকার সামনে রাখল। তারপর তারা তাদের মাথা ঢাকল এবং উঠিয়ে নিল।

যাজিকা হাঁটুগেড়ে মিনটাকার পাশে বসে শান্ত ভাবে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি নিশ্চিত যে দেবীর পথে তুমি আসতে চাও, বাছা?'

'আমার বেঁচে থাকার আর কোন কিছু নেই।' মিনটাকা স্বাভাবিকভাবে বলল।

যাজিকা গতদিন ঘন্টার পর ঘন্টা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে এবং এখনও সে শেষ চেষ্টা করল। 'তুমি এখনো তরুণী...'

মিনটাকা তার একটা সরু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল। 'মাতা, আমি বেশি দিন হয় দুনিয়াতে আসিনি, কিন্তু সে অল্প সময়েই আমি বিশাল দীর্ঘ জীবনের মতোই অসহনীয় কষ্ট পেয়েছি।'

যাজিকা তার মাথা নিচু করল এবং বলল, 'চল আমরা দেবীর কাছে প্রার্থনা করি।' যখন সে প্রার্থনা করতে লাগল মিনটাকা চোখ বন্ধ করল। 'আশীবার্দি নারী, আকাশের মহান গো, দেবীর সঙ্গীত ও ভালোবাসা, সর্বদর্শী সর্ব ক্ষমতাবান, তোমার ভক্তদের প্রার্থনা শোন যারা তোমাকে ভালোবাসে।' তাদের সামনে রাখা ঝুড়ির মধ্যে কিছু নড়ল এবং প্যাপিরাসের ঝোপের মধ্যে নদীর হাওয়া যেমন বয় তেমন একটা ক্ষীণ আন্দোলন হল। মিনটাকা তার পাকস্থলিতে একটা শীতল অনুভূতি অনুভব করল এবং জানত এটা মৃত্যুর প্রথম শিহরণ। সে প্রার্থনা শুনছিল কিন্তু তার চিন্তায় ছিল নেফার। সে স্পষ্টভাবে সে সময়ের কথা ভাবল যা তারা একসাথে কাটিয়েছে এবং তার মনে তার একটা ছবি এল যেন সে এখনো জীবিত! সে আবার তার হাসি দেখল এবং সে তার শক্ত সোজা ঘাড়ে মাথাটা ধারণ করে আছে। সে বিস্মিত হয়ে অনুভব করল পরের জীবনে সে কোথায় যেন ভয়ংকর ভ্রমণ করছে এবং তার নিরাপত্তার জন্যে সে প্রার্থনা করল। সে তার জন্যে সবুজ পাহাড়ের স্বর্গে পৌঁছানোর প্রার্থনা করল এবং সেই সাথে শীঘ্রই তার সাথে সেখানে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। 'তোমাকে সেখানে অনুসরণ করবো, আমার হৃদয়।' তার উদ্দেশ্যে ওয়াদা করল সে।

'তোমার প্রিয় কন্যা মিনটাকা, মহান ফারাও টর্ক উরুর স্ত্রী তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে সেই সবের জন্য যা তুমি এই দুনিয়ায় যারা অনেক কষ্ট পায় তাদের জন্য ওয়াদা করেছ। তাকে তোমার অন্ধকার দূতের সাথে মিলিত হওয়ার অনুমতি দাও এবং তার মাধ্যমে তোমার বুকে শান্তি খুঁজে পেতে, মহান হাথোর।'

যাজিকা তার প্রার্থনা শেষ করল এবং অপেক্ষা করল। পরের কাজটা মিনটাকাকে একা করতে হবে। মিনটাকা তার চোখ খুলল এবং ঝুড়িটা পর্যবেক্ষণ করল যেন এটা সে প্রথমবারের মতো দেখছে। ধীরে সে দুই হাত বাড়িয়ে ঢাকনা

তুলল। ঝুড়ির ভেতরটা অন্ধকার কিন্তু ভেতরে একটা নড়া-চড়া হচ্ছিল; যেন একটা ভারি অসাড় কিছু কুন্ডলী পাকাচ্ছিল ও খুলছিল, কালোর উপর কালোর ঝলক ঠিক যেন গভীর কুয়ার পানির মধ্যে তেল ছলকে পড়া।

ভেতরে উঁকি দেওয়ার জন্য মিনটাকা সামনে ঝুকল এবং ধীরে একটা রুলারের মতো মাথা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য মাথা তুলল উদ্ধত ভঙ্গিতে। যখন প্রাণীটা আলোতে উঠে এল ও ফণা খুলল তখন ওটা একজন মহিলার কটির ন্যায় প্রশস্ত হল যেন কালো ও আইভরিতে সজ্জিত কোন বস্তু। চোখগুলো কাচের গোটার মতো জ্বলজ্বলে পাতলা, ঠোঁটগুলো বিদ্রুপাত্মক হাসিতে বাঁকানো, পালক তুল্য কালো জিহ্বা ওগুলো মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আছে। জীবটা বাতাসের স্বাদ গ্রহণ করছে এবং সেই সাথে মেয়েটার গন্ধও যে তার সামনে বসে আছে।

তারা একজন আরেকজনের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল, মেয়েটা ও কোবরাটা, তাদের শত ধীর হৃদ্‌স্পন্দন সময় ধরে। এক সময় সাপটা পিছনে সরে গেল যেন আঘাত করবে। তারপর কোমলভাবে সোজা হল ঠিক একটা মারাত্মক ফুলের মতো দীর্ঘ হয়ে।

'কেন এটা তার কাজ করবে না?' মিনটাকা জিজ্ঞেস করল, কোবরাটার মত ঠোঁট বন্ধ করে। সে তার হাত বাড়িয়ে দিল এবং সাপটা তার মাথা ঘোরাল তার আঙুল দেখার জন্য যা তার দিকে এগিয়ে এসেছে। মিনকাটা কোন ভয় দেখাল না, আলতো করে সে কোবরার ফোলানো মাথার পিছনে আঘাত করল। আক্রমণ করার পরিবর্তে কোবরাটা মাথা নিচু করল ঠিক যেভাবে একটা বিড়াল তার মাথা আদর করার জন্যে এগিয়ে দেয়।

'যা করতে হবে তা এটাকে করতে বাধ্য করুন।' মিনিটাকা যাজিকার কাছে অনুনয় করল কিন্তু বৃদ্ধ মহিলা বিভ্রান্তিতে মাথা নাড়ল।

'এমনটা আমি আর কখনো দেখিনি।' সে ফিসফিসিয়ে বলল। 'তোমাকে অবশ্যই দূতটাকে তোমার হাত দিয়ে আঘাত করতে হবে। যা তাকে দেবীর উপহার সরবরাহ করতে বাধ্য করবে।'

মিনটাকা তার হাত পিছনে নিয়ে মুঠি খুলে আঙুল প্রসারিত করল। সে সাপটার মাথা তাক করল এবং আঘাতের স্থানটা ঠিক করল। সে অবাক হয়ে কিছু শুনল এবং হাত নিচু করল। হতভম্ব সে অন্ধকার কক্ষের চারপাশে তাকাল, কোনার ছায়ার দিকে তারপর সরাসরি যাজিকার দিকে।

'আপনি কি আবার কথা বলবেন?' সে জিজ্ঞেস করল।

'আমি কিছুই বলি নি।'

মিনটাকা আবার হাত তুলল, কিন্তু এই সময় কণ্ঠটা তার আরো কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে বাজল। সে কিছুটা কুসংস্কাচ্ছন্ন ভয় নিয়ে তা চিনতে পারল এবং অনুভব করল তার ঘাড়ের পিছনের চুল খাঁড়া হয়ে যাচ্ছে।

'টাইটা?' সে ফিসফিসিয়ে চারপাশে তাকাল। সে তাকে তার পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় পাবে আশা করল। কিন্তু কক্ষটা তখনো খালি, শুধু তারা দু'জন ঝুড়ি সামনে হাঁটুগেড়ে বসে আছে।

'হ্যাঁ', মিনটাকা বলল যেন সে কোন প্রশ্ন অথবা নির্দেশনার উত্তর দিচ্ছে। সে নিরবতা শুনল ও দু'বার মাথা ঝাঁকাল তারপর নরম সুরে বলল, 'ও, হ্যাঁ।'

যাজিকা কিছুই শুনল না কিন্তু সে বুঝল এ আচরণে কোন যাদুর প্রভাব রয়েছে। সে আশ্চর্য হলো যখন দেখল কোবরাটা ঝুড়ির গভীরে ফিরে যাচ্ছে। সে তখন ঢাকনাটা লাগিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'আমাকে ক্ষমা করুন, মাতা,' মিনিটাকা নরম করে বলল। 'আমি দেবীর পথে এখন যাচ্ছি না। এই পৃথিবীতে এখনো আমার জন্যে অনেক কিছু রয়ে গেছে।'

যাজিকা ঝুড়িটা নিল এবং মেয়েটাকে বলল, 'দেবী তোমাকে আশীর্বাদ করুক এবং পরকালে তোমাকে অনন্ত জীবন দিন।' মিনটাকাকে এক গম্ভীরতায় বসিয়ে সে দরজা দিয়ে ফিরে গেল। তার মনে হল সে এখনো একটা কণ্ঠস্বর শুনছে যা বৃদ্ধ মহিলা শুনতে পায়নি।

টাইটা নেফারকে ডাব্বা থেকে থেবস্ এ রেড শেফেন দিয়ে গভীর ঘুমের মধ্যে করে এনেছে। জাহাজ প্রাসাদের নিচে পাথরের জেটিতে ভিড়তেই টাইটা তাকে একটা ছোট পালকিতে করে তীরে নিয়ে গেল, সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়াল করে। সমগ্র শহর জুড়ে ফারাও-এর মুমূর্ষ অবস্থার কথা জানাজানিটা মূর্খতার শামিল হবে। অতীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যখন রাজার মৃত্যুর খবর শহর বিষণ্ন করেছে এবং সমগ্র রাজ্য বন্য হতাশায় ডুবে গিয়েছিল এবং তখন শস্য বিনিময়, দাঙ্গা-লুটতরাজ এবং সমাজের আরো নানান নিয়ম-নীতির পতন হয়েছে।

একবার নেফার যখন প্রাসাদের রাজ কোয়ার্টারে নিরাপদে পৌঁছে যাবে, টাইটা তখন একাই তার নিরাপত্তার বিষয়ে কাজ করতে সামর্থ হবে। তার প্রথম কাজ হল বালকটির পায়ের ও তলপেটের ক্ষতগুলো পরীক্ষা করা ও পরিমাপ করা সেখানে কোন মারাত্মক পরিবর্তন এসেছে কিনা।

সবচেয়ে বড় ভয়ের বিষয় হচ্ছে তার পেটের ভুড়ি কেটে গেছে এবং ওগুলোর বর্জ্যে পেট ভরে গিয়েছে। যদি সত্যিই এমনটা হয়ে থাকে তবে তার দক্ষতা খুব কমই কাজে আসবে। সে সাবধানে ব্যান্ডেজটা খুলল। আলতোভাবে খোলা মুখ দিয়ে ভেতর পরীক্ষা করল, ময়লার গন্ধ শুকে দেখল এবং ঐ রকম কোন দূষিত গন্ধ না পেয়ে স্বস্তি পেল। ভিনেগার এবং পুবের মশলার একটা মিশ্রণ ক্ষতের গভীরে সে

ঢুকিয়ে দিল। তারপর বিড়ালের নাড়ি দিয়ে সেলাই করে তা বন্ধ করে দিল এবং তার সর্বোচ্চ দক্ষতা দিয়ে স্থানটা ব্যান্ডেজ করল। লসট্রিসের স্বর্ণের কবজ দিয়ে সবগুলো স্পর্শ করল, লিনেন কাপড়ের প্রতি প্যাঁচে নাতির জন্যে তার দাদীর নিকট সুপারিশ করল।

পরের দিনগুলোতে টাইটা ধীরে ধীরে নেফারের উপর রেড শেফেন এর পরিমাণ কমাল এবং পুরস্কৃতও হল যখন নেফারের জ্ঞান ফিরল ও তার দিকে চেয়ে হাসল। 'টাইটা আমি জানতাম তুমি আমার সাথে।' তারপর সে চারপাশে তাকাল। ওষুধের কারণে এখনো সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছে। 'মিনটাকা কোথায়?'

যখন টাইটা তার অনুপস্থিতির কথা ব্যাখ্যা করল, নেফারের হতাশা প্রায় স্পষ্ট হল এবং সে তা লুকিয়ে রাখতে পারল না। টাইটা তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, 'এই দূরত্ব সাময়িক এবং শীঘ্রই তুমি দক্ষিণে অ্যাভারিস ভ্রমণ করার জন্য যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠবে। আমরা নাজার কাছে ভ্রমণে যাওয়ার জন্যে ভালো একটা কারণ খুঁজে পাবো।' টাইটা তাকে নিশ্চয়তা দিল।

মুহূর্তের মধ্যে নেফারের সুস্থতা বেগ পেল। পরের দিন সে উঠে বসল এবং রুটি ও ময়ূরের স্যুপ খেল। তারপর দিন সে ক্রাচে ভর দিয়ে কয়েক পা চলতে পারল যা টাইটা তার জন্য তৈরি করে দিয়েছে এবং তার খাবারে মাংস দিতে বলল। তার রক্ত যাতে গরম না হয় সে জন্যে টাইটা লাল মাংস নিষেধ করল তবে মাছ ও মুরগির মাংসের অনুমতি দিল।

পরদিন তার ভাইকে দেখতে মেরিকারা এল এবং দিনের বেশির ভাগ সময় তার সাথে কাটাল। তার উচ্ছল হাসি ও ছেলে-মানুষি তাকে আনন্দ দিল। নেফার হেজারেটের কথা জিজ্ঞেস করল এবং জানতে চাইল কেন সে আসেনি। মেরিকারা এড়িয়ে যাওয়ার মতো করে উত্তর দিল এবং তাকে আরেকবার বাও খেলতে আমন্ত্রণ জানাল।

তার পরদিনই থেবস্ এসে পৌছল বালাসফুরার ভয়ংকর সে খবর। প্রথম খবরটা ছিল অ্যাপেপি ও তার পুরো পরিবার, মিনটাকা সহ আগুনে পুড়ে গেছে। নেফার দুঃখে আরো একবার ভেঙে পড়ল। তাকে রেড শেফেন-এর আরো একটা ডোজ টাইটাকে দিতে হল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার পায়ের ক্ষত ফিরে এল দ্রুত। পরের কয়েক দিন তার অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগল এবং শীঘ্রই সে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছে গেল।

টাইটা তার পাশে বসে রইল এবং নেফার জ্বরের ঘোরে কাঁপতে ও কথা বলতে লাগল অবিরত।

তারপর নিম্ন রাজ্য থেকে খবর এল মিনটাকা মর্মান্তিক ঘটনাটা থেকে বেঁচে গেছে কিন্তু তার পরিবারের বাকিরা মারা গেছে। যখন টাইটা এই চমৎকার খবরটা

নেফারের কানে কানে বলল মনে হল সে বুঝল ও সাড়া দিল। পরদিন তাকে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল দেখাল এবং টাইটাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে সে মিনটাকাকে তার বন্দী দশা হতে উদ্ধার করার জন্য লম্বা ভ্রমণ করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী। শান্তভাবে টাইটা তাকে ফেরাল কিন্তু ওয়াদা করল যেই মাত্র নেফার যথেষ্ট শক্তিশালী হবে তখনই সে তার সকল প্রভাব ব্যবহার করবে লর্ড নাজাকে রাজি করাবে তাকে যাওয়ার অনুমতি দিতে। এ লক্ষ্যের সংগ্রামে নেফার আরো একবার নতুনভাবে উজ্জীবিত হল। টাইটা তার জ্বর ও খারাপ অবস্থা দমিত হতে দেখল এবং অবশ্যই এর মূলে ছিল তার অদম্য ইচ্ছা শক্তি।

লর্ড নাজা উত্তর থেকে ফিরে এল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হেজারেট প্রথম বারের ন্যায় নেফারকে দেখতে এল। সিংহ কর্তৃক তার আঘাত পাবার পর এই প্রথম। সে তার জন্য মিষ্টি মাংস, মৌচাকের বন্য মধু এবং রঙিন সোলোমনি পাথরের তৈরি আইভির খচিত পাথর ও কালো প্রবাল খচিত চমৎকার এটা বাও বোর্ড নিয়ে এল। সে ছিল মিষ্টি, অসীম ভদ্র এবং তার যন্ত্রণা সম্পর্কে সে জানতে চাইল। দেরি হবার জন্যে নিজেকে দোষ দিল।

'আমার প্রিয় স্বামী উচ্চ রাজ্যের রাজ-প্রতিভূ কীর্তিমান লর্ড নাজা সপ্তাহ জুড়ে বাইরে ছিলেন'; সে ব্যাখ্যা করল এবং 'আমি তার ফেরার জন্যে এতোটাই দুঃখী ছিলাম যে কারো সঙ্গ দেবার অবস্থায় ছিলাম না, অন্তত তোমার মতো অসুস্থ কারো। আমি ভীত ছিলাম যে আমার কষ্ট হয়তো তোমাকে আরো ব্যথিত করে তুলবে, আমার অসহায় প্রিয় নেফার।' সে এক ঘণ্টা অবস্থান করল। তাকে গান শোনাল ও রাজ সভার কিছু ঘটনা বর্ণনা করল যার বেশির ভাগই কেলেংকারির। অবশেষে সে নিজের কারণ দর্শাল–

'আমার স্বামী, উচ্চ রাজ্যে রাজ-প্রতিভূ, নিজের কাছ থেকে আমাকে বেশিক্ষণ দূরে সরিয়ে রাখতে পছন্দ করেন না। আমাদের মধ্যে অনেক ভালোবাসা, নেফার। সে একজন অসাধারণ মানুষ, তোমার ও মিশরের প্রতি উদার ও উৎসর্গিত। তোমাকে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা দরকার যেমনটা আমি করি।'

সে উঠে দাঁড়াল এবং তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়ল এমনভাবে সে হালকা স্বরে বলল, 'তুমি এটা শুনে স্বস্তি পাবে যে ফারাও টর্ক উরুক ও আমার স্বামী উচ্চ রাজ্যের রাজ-প্রতিভূ তোমার সাথে ছোট হিকস্ বর্বর মিনটাকার বাগদান ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপারেও একমত হয়েছেন। আমি খুব দুঃখ পেয়েছিল যখন আমি শুনলাম এমন একটা অমাধুর্যতাপূর্ণ বিয়ে তোমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার স্বামী উচ্চরাজ্যের রাজ প্রতিভূ প্রথম থেকেই এর বিরুদ্ধে ছিলেন, যেমনটা আমিও।'

তার যাওয়ার পর নেফার দুর্বলভাবে বালিশে মাথা রাখল এবং চোখ বন্ধ করল। কিছুক্ষণ পর টাইটা ঘরে ঢুকলে সে চমকে উঠল। আবার সে পুনরাবস্থায় উঠে বসল। টাইটা তার ব্যান্ডেজ খুলল এবং দেখল তার ক্ষতগুলো আবারো স্ফীত

হয়ে গেছে এবং তার গভীর ক্ষত থেকে ঘন ও হলুদ পুঁজ বের হচ্ছে। সারা রাত তার পাশে থেকে তার সব দক্ষতা ও ক্ষমতা দিয়ে তরুণ ফারাওকে ঘিরে থাকা শয়তানের ছায়া প্রতিহত করল সে।

ভোর বেলা জীবন্মৃত অবস্থায় পৌছে গেল নেফার। টাইটা তার অবস্থায় ভালো করেই জানে। বালকটির দুঃখ যা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করার মতো না। হঠাৎ সে চমকে উঠল এবং দরজার সামনের হৈ চৈ এ রেগে গেল। সে প্রায় তাদের চুপ থাকাতে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সাথে সাথে যখন লর্ড নাজার কর্তৃত্ব পূর্ণ কণ্ঠ শুনল যে রক্ষীদের সরে যাওয়া আদেশ দিচ্ছে তখন সে থেমে গেল। দ্রুত রাজাপ্রতিভূ কক্ষে প্রবেশ করল এবং টাইটাকে অভিবাদন না জানিয়ে নেফারের স্থির দেহের উপর ঝুকে তার বিমর্ষ-বিবর্ণ চেহারাটা দেখল ভালো করে। অনেকক্ষণ পর, সে সোজা হল এবং টাইটাকে ইশারা করল তার সাথে ছাদে যাওয়ার জন্যে।

টাইটা তার পেছনে বেরিয়ে এসে দেখল নাজা নদীর দিকে চেয়ে আছে। নদীর অপর পাড়ে এক দল রথ বাহিনী অনুশীলন করছিল। অদ্ভুত ভাবে হাথোরের চুক্তির পর থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি বেড়ে গিয়েছে। 'আপনি কি আমার সাথে কথা বলতে চান, আমার লর্ড?' টাইটা জিজ্ঞেস করল।

নাজা তার দিকে ঘুরল। তার অভিব্যক্তি ছিল গম্ভীর। 'আপনি আমাকে হতাশ করেছেন বৃদ্ধ', সে বলল। টাইটা তার মাথা নিচু করল কিন্তু কোন উত্তর দিল না। 'আমি আশা করেছিলাম আমার সামনের রাস্তা, আমার লক্ষ্য যা প্রভুদের দ্বারা ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, ঐ দুর্ঘটনা দ্বারা এতোদিনে পরিষ্কার হয়ে যাবার কথা।' কঠোর দৃষ্টিতে সে টাইটার দিকে চেয়ে রইল। 'এখন পর্যন্ত এটাই মনে হচ্ছে যে আপনি আপনার ক্ষমতার মধ্যে সব করেছেন যেন নেফার রক্ষা পায়।'

'পুরোটা অভিনয়। আমি আমার রোগীর যত্নের একটা ভান করছি। মূলত আমি আপনার ইচ্ছেটাই বাস্তবায়ন করছি। যেমনটা আপনি নিজেই দেখলেন ফারাও অতল গহ্বরে ঝুলছে।' টাইটা অসুস্থ কক্ষ যেখানে নেফার শুয়ে আছে যে দিকে ইশারা করল। 'আপনি তার চতুর্দিকে ঘিরে থাকা ছায়া দেখতে পাবেন। আমার লর্ড, আমরা প্রায় আমাদের উদ্দেশ্যে সফল হতে চলেছি। কিছু দিনের মধ্যে আপনার সামনের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।' নাজা সন্তুষ্ট হল না। 'আমি আমার ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌছে গেছি।' সে সর্তক করল এবং ছাদ থেকে চলে এল সবেগে। কক্ষের বিছানার উপর স্থির অবয়টার দিকে না তাকিয়ে সে সোজা চলে গেল।

ঐ দিন নেফারের অবস্থা গভীর কোমায় নেমে গেল এবং ঘাম ও অসুস্থতার ঘোরে প্রলাপ বকে গেল অবিরাম। যখন টাইটা পরিষ্কার বুঝল যে পা'টা তাকে গভীর যন্ত্রণা দিচ্ছে তখন সে ব্যান্ডেজ খুলল এবং দেখল সারা উরু ভয়ংকরভাবে ফুলে উঠেছে। সেলাইগুলো যা ক্ষতটাকে আটকে রেখে ছিল স্ফিত হয়ে গেছে এবং

গরম লাল মাংসের ভেতর পর্যন্ত কেটে গেছে। টাইটা জানে বালকটির পক্ষে কোন নড়াচড়া সহ্য হবে না, তার জীবন এখন এক রকম প্রায় একটা চিকন সুতার উপর ঝুলে রয়েছে। তার পরিকল্পনা যা সে গত কয়েক সপ্তাহ জুড়ে সতর্কভাবে করেছে এখন এর জোরালো কোন পদক্ষেপ না নিলে আর সামনে এগুবে না। এই অবস্থায় ক্ষত নিয়ে আরো দেরি করলে রক্ত মারাত্মক বিষাক্ত হবার ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু এখন তার সামনে আর কোন বিকল্প পথ নেই। সে তার সব যন্ত্রপাতির বের করল এবং ভিনেগারের মিশ্রণ দিয়ে নেফারের আহত পা ধুয়ে পরিষ্কার করল। তারপর জোর করে রেড শেফেন এর আরো এক ডোজ নেফারের ঠোঁটের মধ্যে চালান দিল এবং অপেক্ষায় রইল কখন ওষুধের ক্রিয়া শুরু হয়। সে হুরাস ও দেবী লসট্রিসের কাছে তাদের রক্ষার জন্যে প্রার্থনা করল। তারপর সে তার ছোট ছুরিটা তুলে নিল এবং একটা সেলাই কাটল যা ক্ষতের দুই অংশকে এক সাথে ধরেছিল।

যেভাবে মাংস খুলে গেল ও হলুদ পদার্থের বন্যা বইল তাতে টাইটা পিছু সরে এল। একটা স্বর্ণের চামচ ব্যবহার করে সে ভালোভাবে পরিষ্কার করল ক্ষতটা। হঠাৎ সে অনুভব করল ক্ষতের গভীরে থাকা কিছু একটা শক্ত জিনিস চামচে ঠেকছে। সে আইভরির চিমটা তাতে প্রবেশ করিয়ে বস্তুটাকে তার চোয়ালে শক্ত করে ধরল। অবশেষে চাপ দিয়ে বের করে আনল বস্তুটা। দরজার নিকট আলোতে নিয়ে বস্তুটা সে দেখল, যা হচ্ছে সিংহের থাবার একটা ভাঙ্গা টুকরো; তার কনিষ্ঠা আঙ্গুলের অর্ধেকের সমান লম্বা তা। সিংহ যখন তাকে আক্রমণ করেছিল তখন ওটা ভেঙে ওখানে রয়ে গেছে।

একটা সোনার পাইপ ক্ষতের মধ্য দিয়ে সে ভেতরের সব ময়লা বের করে তারপর পুনরায় ক্ষতটা ব্যান্ডেজ করে দিল দক্ষ হাতে। সন্ধ্যার মধ্যেই নেফারের সুস্থতা চমৎকার পর্যায়ে উন্নতি হল। পরদিন সকালে সে দুর্বল ছিল কিন্তু তার জ্বর চলে গিয়েছে। তাকে সুরক্ষিত করতে টাইটা তাকে একটা টনিক দিল এবং তার পায়ের উপর লসট্রিসের মাছলিটা রাখল। যখন সে দুপুরবেলা তার পাশে বসে তার সিদ্ধান্তগুলো এক সাথে করছিল, তখন দরজার কপাটে মৃদু আওয়াজ হল। দরজা খুলতেই মেরিকারা দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করল। সে বিকারগ্রস্ত ও কাঁদছিল। টাইটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তার পা জড়িয়ে ধরল।

'তারা আমাকে এখানে আসতে বারণ করেছে।' সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল এবং তারা যে কারা তা তার ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হল না। কিন্তু আমি জানতাম ছাদে রক্ষীরা আছে এবং তারা আমাকে আসতে দিয়েছে।

'ঠিক আছে আমার বাছা, শান্ত হও', টাইটা তার চুলে হাত বুলাল। 'অতো দুঃখ পেও না।'

'টাইটা তারা তাকে খুন করতে যাচ্ছে।'

'তারা কারা?'

'তারা দু'জন', মেরিকারা আবার ফোঁপাতে শুরু করল এবং তার ব্যাখ্যা সু-সঙ্গ রইল না। 'তারা ভেবেছিল আমি ঘুমিয়ে গেছি অথবা ভেবেছিল আমি বুঝব না যা তারা আলোচনা করছে। তারা কখনো তার নাম বলেনি। কিন্তু আমি জানতাম তারা নেফারের কথা বলছে।'

'তারা কি বলেছে?'

'তারা তোমাকে ডেকে পাঠাবে। যখন তুমি নেফারকে একা ছেড়ে যাবে, তারা বলল বেশি সময় লাগবে না কাজ করতে।' সে কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'আমাদের নিজের বোন এবং ঐ ভয়ংকর দৈত্যটা।'

'কখন?' টাইটা উত্তেজনায় মেরিকারার কাঁধ ধরে জোরে ঝাকি দিল।

'শীঘ্রই, খুব শীঘ্র।' তার কণ্ঠ কেঁপে উঠল।

'তরা কি বলেছে কি ভাবে, রাজকন্যা?'

'নূম, ব্যাবিলন থেকে আসা শল্যবিদের মাধ্যমে। নাজা তাকে বলল যেন সে নেফারের নাসিকা দিয়ে একটা সরু সূঁচ তার মস্তিষ্ক বরাবর প্রবেশ করিয়ে দেয়। এতে কোন রক্তপাত কিংবা অন্য কোন সন্দেহ জন্মাবে না।' টাইটা নূমকে ভালো করেই চেনে: তারা একে অপরের সাথে থেবসের লাইব্রেরিতে একবার তর্কে জড়িয়েছিল। বিষয়টা ছিল দেহের ক্ষতের সঠিক চিকিৎসা বিষয়ে। নূম টাইটার জ্ঞান ও দক্ষতার কাছে সে দিন হার মেনেছিল। সে টাইটার সুনাম ও জ্ঞানে ঈর্ষান্বিত। ঐ দিনের পর থেকে সে তার বিরুদ্ধচারী এবং চরম শত্রুও বটে।

'নিজের জীবন বিপন্ন করেও আমাদের সতর্ক করার জন্যে ঈশ্বর তোমাকে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করবেন, মিরাকারা। কিন্তু এখন তোমাকে ফিরে যেতে হবে এবং তা তোমাকে এখানে তারা খুঁজে পাবার আগেই। যদি তারা তোমাকে সন্দেহ করে বসে তাহলে নেফারের মতো তোমাকেও তারা খতম করতে পিছ পা হবে না।'

সে চলে যেতেই টাইটা কিছুক্ষণ চুপ হয়ে বসে তার সব চিন্তা একত্রিত করে বিষয়টা নিয়ে ভাবল এবং একটা পরিকল্পনা করল। সে একা এতে সফল হতে পারবে না। অন্যদেরকেও প্রস্তুত করতে হবে এবং অবশ্যই তাদের হতে হবে বিশ্বস্ত ও সেরা। আর তারা কাজের জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে এবং তার আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। আর দেরি করা সমীচীন হবে না।

টাইটার নির্দেশে দাসরা গরম পানির কেটলি নিয়ে এল এবং টাইটা সর্তকভাবে তা দিয়ে নেফারের ক্ষত পরিষ্কার করে পুনরায় ব্যান্ডেজ করল। তার উরুর ক্ষত দিয়ে তখনো ময়লা বের হচ্ছিল তাই সে ভেড়ার পশমের একটা টুকরো তার উপর রাখল ময়লা শুষে নিতে।

কাজটা শেষ হলে সে রক্ষীদের সতর্ক করে দিল যেন কেউ ভেতরে প্রবেশ না করে এবং কক্ষের সকল প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ প্রার্থনা করার পর সে ধূপধানীতে কিছু ধূপ নিক্ষেপ করল এবং নীল সুগন্ধি ধোঁয়ার মধ্যে আনুবিসের উদ্দেশ্যে পুরানো, শক্তিশালী মন্ত্র উচ্চারণ করল যে হচ্ছে মৃত্যু এবং গোরস্থানের প্রভু।

আর তারপরই সে একটা নতুন ও অব্যবহৃত তেলের প্রদীপে আনুবিসের অমরত্ব-সুধা প্রস্তুত করল। সে মিশ্রণটা বড় কড়াই এ উত্তপ্ত করল, যতোক্ষণ না তা রক্তের উষ্ণতার সমান হল। তারপর সে তা নিয়ে বিছানার নিকট এল যেখানে নেফার ঘুমাচ্ছিল শান্তভাবে। আলতো করে সে নেফারের মাথা একপাশ সরাল এবং প্রদীপের মধ্যকার তরলটুকু তার কানের পর্দার উপর ঢেলে দিল ধীরে ধীরে। সাবধানতার সাথে অতিরিক্ত অংশটুকু সে মুছে দিল, খেয়াল রাখল যেন তা তার নিজের চামড়ায় না লাগে। তারপর সে নেফারের কান একটা ছোট পশমের বল দিয়ে বন্ধ করে দিল এবং ধাক্কা দিয়ে ওটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। বাইরে থেকে বিশদ পরীক্ষা ছাড়া কারো দ্বারা তা চিহ্নিত হবে না।

যতোটুকু অমরত্ব-সুধা রয়ে গেল তা কড়াই এবং কয়লার মধ্যে সে ফেলে দিল এবং অ্যাসিড বাষ্পের এক ঝলকে ওটা পুড়ে গেল। তারপর সে বাতিটা তেলে পূর্ণ করল এবং অল্প করে জ্বালিয়ে রাখল। সে নেফারের বুকের শ্বাস-প্রশ্বাসে উঠা-নামা দেখল। প্রতিবার দম ধীর হচ্ছিল এবং তাদের মধ্যকার বিরতির সময় বাড়ছিল ক্রমশ। তারপর তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। সে নেফারের কানের নিচে তার দুই আঙ্গুল রাখল এবং তার মধ্যে জীবনী শক্তির ধীর নাড়ি স্পন্দন অনুভব করল। ধীরে ধীরে তাও ক্ষীণ হয়ে গেল যতোক্ষণ না তা শুধুমাত্র একটা ডানা ঝাপটানোর মতো মনে হল ঠিক ক্ষুদ্র পোঁকার ডানার মতো যা সে তার সকল দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়েই কেবল চিহ্নিত করতে পারল। তার বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে সে তার নিজের ঘাড়ের নাড়ি স্পন্দন গণনা করল এবং দুটোর তুলনা করল।

অবশেষে তার নিজের ৩০০ স্পন্দন লাগল নেফারের ঘাড়ের একটা ঝাপটা চিহ্নিত করতে। আলতো করে সে বালকটির চোখ বন্ধ করল, মৃত দেহের ঐতিহ্যগত প্রস্তুতি অনুসারে চোখের পাতার উপর সে কবজটা রাখল। তারপর সে তাদের ওপর একটা লিনেনের কাপড় বাঁধল এবং আরেক টুকরো দিয়ে তার চোয়ালের নিচ বাঁধল যা তার মুখ খুলে যাওয়া প্রতিরোধ করবে। সে দ্রুত কাজ করছিল। কারণ প্রতি মুহূর্তে সে ভয়ে ছিল যেহেতু নেফার অমরত্ব-সুধার প্রভাবে রয়েছে। অবশেষে সে দরজার কাছে গেল এবং তা খুলে দিল।

'উচ্চ রাজ্যের রাজ-প্রতিভূকে জলদি আসতে বলুন। তার এখনই ফারাও এর ভয়ংকর সংবাদটা শোনার জন্যে আসা উচিত।'

লর্ড নাজা আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় এসে পৌঁছল। রাজকন্যা হেজারেটও তার সাথে রয়েছে। তাদের ঘনিষ্ঠদের একটা ভিড় তাদের সাথে ছিল, যার মধ্যে ছিল লর্ড আসমর, অ্যাশিরিয়ান ডাক্তার নূম এবং সভার অধিকাংশ সদস্য। নাজা বাকিদের রাজকক্ষের বাইরের বরান্দায় অপেক্ষা করতে বলল এবং শুধু সে ও হেজারেট কক্ষে প্রবেশ করল। টাইটা তাদের সম্মানার্থে বিছানার পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল।

হেজারেট লোক দেখানো কান্না করছিল এবং তার চোখ একটি অ্যামব্রয়ডারি করা শাল দিয়ে ঢাকা। লর্ড নাজা বিছানায় পড়ে থাকা ব্যান্ডেজ করা দেহের দিকে তাকাল। তারপর চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল টাইটার দিকে।

উত্তরে, টাইটা হালকাভাবে সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল। নাজার চোখে জয়ের রশ্মি ছড়িয়ে পড়ল। তারপর সে বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। সে এক হাত নেফারের বুকের উপর রাখল এবং অনুভব করল উষ্ণতা দ্রুত প্রসারিত ঠাণ্ডা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। নাজা জোরে হুরাসের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করল যে মৃত ফারাও এর রক্ষাকর্তা ছিল। যখন সে আবার উঠে দাঁড়াল তখন সে টাইটার বাহু চেপে ধরল জোরে।

'নিজেকে শান্ত কর, ম্যাগোস। তুমি তোমার সাধ্য মতো সব করেছে যা আমরা তোমার কাছ থেকে পেতে পারি। তুমি পুরষ্কার বঞ্চিত হবে না।' সে তার হাতে তালি দিল এবং রক্ষী দ্রুত দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই সে আদেশ দিল, 'সভার সদস্যদের হাজির হতে বল।'

তারা কক্ষে নীবর মিছিল করে বিছানা ঘিরে তিন দিক বেষ্টনী করে দাঁড়াল।

'ডাক্তার নূমকে সামনে আসতে দিন', নাজা আদেশ দিল। 'তাকে ম্যাগোসের পক্ষে ফারাও এর মৃত্যু ঘোষণা নিশ্চিত করতে দিন।' সৈন্যরা অ্যাশিরিয়ানটাকে বিছানার কাছে পৌঁছানোর জায়গা করে দিল। গরম আংটা দিকে তার লম্বা চুল কোঁকড়ানো করা হয়েছে এবং সেগুলো তার কাঁধের উপর ঝুলছে। তার দাড়িও ব্যাবিলিয়ন ভঙ্গিতে কোঁকড়ানো। তার লম্বা পোশাক মেঝে ঝাড়ু দিচ্ছে এবং অজানা প্রভু ও যাদুর মন্ত্রে অ্যামব্রয়ডারি করে সজ্জিত। সে হাঁটু গেড়ে মৃত বিছানার পাশে বসল এবং মরদেহ পরীক্ষা করতে লাগল। সে নেফারের ঠোঁট তার বিশাল বাঁকনো নাক দিয়ে শুঁকল যা থেকে নাকের কালো চুল বাইরে বেড়িয়ে আছে। তারপর সে তার কান নেফারের বুকে রাখল এবং স্পন্দন শুনার চেষ্ট করল, টাইটার উদ্বিগ্ন হৃদপিন্ডের ১০০ স্পন্দন পর্যন্ত। তার ভান্ডারে আশিরিয়ান অপটু বিদ্যেই কেবল জমা।

তারপর নূম তার জামার ভাজ থেকে একটা রূপার লম্বা পিন নিল এবং নেফারের নিস্তেজ একটা হাত খুলে হাতের নখের গভীরে সূঁচালো অংশটা ঢুকিয়ে দিল এবং মাংসের প্রতিক্রিয়া অথবা এক ফোঁটা রক্ত জমাট হওয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করল।

অবশেষে সে ধীরে উঠে দাঁড়াল এবং টাইটা ভাবল তার কুচকানো ঠোঁটে ও বিষণ্ন অভিব্যক্তির মধ্যে গভীর হতাশার সাক্ষ্য আছে, অন্তত যখন সে তার মাথা নাড়াল। টাইটা গভীরভাবে ভেবে দেখল নিশ্চয়ই ফারাও এর প্রতিক্রিয়া পেতে রূপার পিন ব্যবহার করার জন্যে নূমকে পুরস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে। 'ফারাও মৃত', সে ঘোষণা করল এবং যারা বিছানা চারপাশে ছিল তারা শয়তানের চোখের ও প্রভুদের ক্রোধের বিরুদ্ধে চিহ্ন আঁকল।

লর্ড নাজা তার মাথা পিছনে নিয়ে প্রলাপের প্রথম চিৎকার দিল। আর হেজারেট তার পিছনে দাঁড়িয়ে শোকের কান্না তার মিষ্টি উচ্চ কণ্ঠে সুর করে ধরল।

টাইটা তার অধৈর্যতা লুকিয়ে রাখল বহু কষ্টে। সে প্রলাপকারীদের একে একে বিছানা অতিক্রম করে কক্ষ ত্যাগ করার অপেক্ষায় আছে। যখন শুধু নাজা এবং হেজারেট, নূম এবং উচ্চ রাজ্যের উজির অবশিষ্ট রইল, টাইটা আরেকবার সামনে এগিয়ে এল। 'লর্ড নাজা, আমি আপনার অনুমতি ভিক্ষে চাই। আপনি জানেন যে আমি ফারাও নেফার সেটির শিক্ষক ও দাস, তার জন্ম থেকে। অতএব আমি তার শ্রদ্ধা ও দায়িত্বের কাছে ঋণী এমনকি এখন তার মৃত্যুতেও। আমি আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি। আপনি কি আমাকে সেই একজন হিসেবে তার মরদেহ হল অফ সরো মানে দুঃখের কক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং সেখানে তার হৃদপিন্ড এবং নাড়িভুড়ি কেটে বের করার অনুমতি দিবেন? আমি তা আমার উপর আপনার মহান আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করব।'

লর্ড নাজা এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল। 'আপনি সেই সম্মতি অর্জন করেছেন। আমি আপনার উপর ফারাও এর পবিত্র দেহ শেষকৃত্যের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া এবং তার দেহকে মমিতে পরিণত করার দায়িত্ব অর্পণ করলাম।'

বৃদ্ধ যোদ্ধা হিল্টো দ্রুত টাইটার ডাকে সামনে এসে হাজির হল। সে প্রাসাদ ফটকের প্রহরী কক্ষে অপেক্ষা করছিল। সাথে করে সে নুবিয়ান ছলনাকারী বে-কে এনেছে এবং সেই সাথে চারজন তার সবচাইতে বিশ্বস্ত লোক। তাদের একজন ম্যারন, নেফারের শৈশবের বন্ধু ও সঙ্গী। সে এখন রক্ষীদের একজন– সুদর্শন সৈন্য, লম্বা গঠন ও স্বচ্ছ চোখের অধিকারী। টাইটা বিশেষ করে এই কাজে তার কথা বলেছে।

তাদের মাঝে মমিকরেরা শেষ কৃত্যের জন্যে মন্দিরে মরদেহ বয়ে নিয়ে যাবার লম্বা ঝুড়িটা বহন করছে। খালি ঝুড়িটা ভারি দেখাল, যা একজনের চিন্তার চাইতেও বেশি।

টাইটা তাদেরকে মৃত কক্ষে প্রবেশ করতে দিল এবং হিল্টোকে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'দ্রুত কর। প্রতি সেকেন্ড মূল্যবান।'

সে ইতোমধ্যে নেফারকে একটা লম্বা সাদা কাফন দিয়ে পেচিয়ে ফেলেছে, একটা ঢিলা লিনেন কাপড় দিয়ে তার চেহারাটা ঢাকা। শব যাত্রীরা ঝুড়িটা বিছানার পাশে রাখল এবং সম্মানের সাথে নেফারকে উঠিয়ে ওটার মধ্যে রাখল আলতো করে। টাইটা দেহের চারদিকে কোলবালিশ গুজে দিল যাতে চলার সময় সে ব্যথা থেকে রক্ষা পায়। তারপর ঢাকনা লাগিয়ে দিল এবং মাথা নেড়ে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিল। 'মন্দিরে', সে বলল। 'সব কিছু প্রস্তুত।'

টাইটা তার থলে বিশ্বস্ততার সাথে ম্যারনকে দিল এবং তারা দ্রুত বারান্দা ও প্রাসাদের বাগান দিয়ে এগিয়ে চলল। শোক ও প্রলাপের আওয়াজ তাদের অনুসরণ করে আসল পিছু পিছু। যখন মৃত ফারাও প্রসাদের রক্ষীদের অতিক্রম করে যাচ্ছিল তখন তারা তাদের অস্ত্রের সূঁচালো দিক নিচু করে রাখল এবং হাঁটু গেড়ে বসল। মহিলারা তাদের চেহারা ঢেকে দুঃখে আর্তনাদ করে উঠল। সমস্ত প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হল এবং রান্না ঘরের আগুনও নেভানো হল যাতে চিমনি দিয়ে কোনো ধোঁয়া না উঠে।

উঠানোর প্রবেশ মুখে হিল্টোর রথের বাহিনী ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত ছিল। বাহনকারীরা সামনের রথের পাদানির উপর ঝুড়িটা বসিয়ে দিল এবং চামড়ার রশি দিয়ে তা বেঁধে দিল দ্রুত। ম্যারন টাইটার চামড়ার যন্ত্রপাতির থলে ককপিঠে রাখল এবং টাইটা তাতে চড়ে লাগাম তুলে নিল নিজ হাতে। রেজিমেন্টের বিউবলে শেষ কৃত্যের আওয়াজ ধ্বনিত হল এবং দলটা হাঁটার গতিতে তোরণ পেরিয়ে চলতে লাগল।

প্লেগের ন্যায় ফারাও-এর মৃত্যুর খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। প্রজারা ফটকে ভিড় করল। যখন দলটা তাদের অতিক্রম করছিল তখন তারা আর্তনাদ ও প্রলাপ করতে লাগল। জনতা নদীর তীরে গিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। মহিলারা দুঃখে চিৎকার করে গেল, সামনে দৌড়ে এল এবং পবিত্র ফুটন্ত পদ্ম ফুল ঝুড়ির উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করতে লাগল।

টাইটা ঘোড়াগুলোকে দুলকি চালে চালালো, তারপর অধিবল্লিত গতিতে নিয়ে এল। সে ঝুড়িটা শেষকৃত্য মন্দিরের গোপন কক্ষে নেওয়ার জন্যে উম্মুখ। নেফারের পিতার মন্দিরটা এখনো ভাঙ্গা শেষ হয়নি যদিও ফারাও ট্যামোসকে কয়েক মাস আগে পশ্চিমের শূন্য পাহাড়ে তার কবরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নেফারের জন্য এখনো কোনো মন্দির তৈরি হয়নি, সে এতো তরুণ যে তার আয়ু আরো অনেক দূর পর্যন্ত আশা করা হয়েছিল। এখন অসময়ে তার মৃত্যুতে তার পিতার জন্যে তৈরি করা ভবনটা ব্যবহার ছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই।

লম্বা, গোলাপের রঙের গ্রানাইটের দেয়াল এবং দ্বার-মন্ড একটা নিচু স্থানের উপর সবুজ নদী উপেক্ষা করে নির্মিত। যাজকেরা তড়িঘড়ি করে একত্রিত হয়ে দলটাকে অভিবাদন জানাতে অপেক্ষা করছিল। তাদের মাথা নতুন করে মুন্ডনো ও

তেল সিক্ত। টাইটা যখন চওড়া সড়ক দিয়ে রথ চালল তখন মৃদু শব্দে বাদ্য বেজে উঠল এবং সে সিঁড়ির কাছে রথটা থামাল যা দুঃখের কক্ষ বা হল অফ সরোর দিকে উঠে গেছে।

হিল্টো ও তার যোদ্ধারা সাবধানে ঝুড়িটা উঠাল এবং তাদের কাঁধে তা সুষমভাবে রেখে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

যাজকেরা তাদের পিছনে পড়ে গেল। তারা শোক সঙ্গীত গাইছে। দুঃখের কক্ষের কাঠের দরজার সামনে শব বাহকেরা থামতেই টাইটা পিছন ফিরে যাজকদের দিকে তাকাল।

'মিশরের রাজাপ্রতিভূর মাধুর্যতা ও ক্ষমতায় আমি, টাইটা ফারাও এর নাড়ি-ভুঁড়ি তোলার দায়িত্ব পেয়েছি।' সে একটা সম্মোহিত দৃষ্টি দিয়ে প্রধান যাজককে স্থির করল। 'অন্য সবাই শুধু অপেক্ষা করবে যখন আমি এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করি।'

আতংকের একটা গুনঞ্জন উঠল আনুবিস এর ভ্রাতৃত্বের মধ্যে। এটা একটা ভুল, ঐতিহ্য ও তাদের নিজেদের আইনের বিরুদ্ধে। কিন্তু টাইটা কঠোরভাবে যাজকের চোখ ধরে থাকল, তারপর ধীরে ধীরে লসট্রিসের কবজ ধরা তার ডান হাতটা তুলল। যাজকটা জানত, ভয়ার্ত শ্রদ্ধার ঐ তাবিজের ক্ষমতা। 'যেহেতু মিশরের রাজ-প্রতিভূ অনুমতি দিয়েছেন', সে আত্মসমর্পণ করল। 'আমরা শুধু প্রার্থনা করব যখন ম্যাগোস তার দায়িত্ব পালন করবে।'

টাইটা হিল্টো ও বাহকদের দরজার দিয়ে নিয়ে গেল এবং তারা স্থিরভাবে ঝুড়িটা দুঃখের কক্ষের মধ্যখানে অবস্থিত উঁচু কালো বেদির পাশে নামিয়ে রাখল। টাইট হিল্টোর দিকে এক নজর তাকাল এবং ক্ষিপ্র বৃদ্ধ কমান্ডার আত্মমর্যাদা সহকারে দরজার দিকে হেঁটে গেল এবং জড়ো হওয়া যাজকদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর সে দ্রুত টাইটার পাশে চলে এল। তাদের মাঝে রাখা ঝুড়িটা খুলে নেফারের মোড়ানো দেহ তুলে আনল। কালো বেদীর উপর তারা তা রাখল সাবধানে।

নেফারের ঢেকে রাখা মুখের কাপড় টাইটা খুলে ফেলল। তাকে বিবর্ণ দেখাচ্ছিল এবং স্নেহার্ত দেখাল যেন ঠিক হুরাসের আইভরি খচিত বাচ্চা প্রভু হুরাস। আলতোকরে টাইটা তার মাথা একদিকে কাত করল এবং বে-এর উদ্দেশ্যে মাথা নিচু করল যে চামড়ার যন্ত্রপাতির থলেটা তার ডান হাতে ধরে আছে। ওটা খুলে টাইটা আইভরির ফরসেপটা নিল এবং সূঁচালো অংশ নেফারের কানে ঢুকিয়ে পশমের গোলাটা বের করে আনল। সে কাচের একটা জার থেকে গাঢ় রুবি বর্ণের তরল নিয়ে তার মুখ পূর্ণ করল। একটি স্বর্ণের পাইপের মধ্য দিয়ে আনুবিস-এর অমরত্ব ওলানি নেফারের কানের পর্দা থেকে বের করে আনল সাবধানে। তারপর কানের ফুটো দিকে ভেতরে তাকিয়ে একটু স্বস্তি পেল, সেখানে কোনো প্রদাহ

হয়নি। একটা আরামদায়ক মালিশ সে কানের মুখে লাগাল এবং পুনরায় তাদের বন্ধ করে দিল। বে অন্য একটা শিশিতে অমরত্ব-সুধা নষ্ট কারী ওষুধ তৈরি করেছে। সে ওটার ছিপি খুলতেই একটা তীক্ষ্ম কর্পূর ও সালফারের গন্ধে কক্ষ ভরে উঠল। হিল্টো নেফারকে বসার ভঙ্গিমায় ধরে রাখতে তাদের সাহায্য করল এবং শিশির সবটুকু ওষুধ তখন নেফারকে খাইয়ে দিল টাইটা।

ম্যারন ও অন্যান্যরা একটা শূন্যতা ও অপলক দৃষ্টিতে টাইটার কাজকর্ম সব দেখছিল। হঠাৎ নেফার কর্কশ ভাবে কেশে উঠল এবং কুসংস্কারছন্ন ভয়ে তারা সবাই বেদি থেকে লাফ দিয়ে দূরে সরে গেল এবং শয়তানের বিরুদ্ধে চিহ্ন আঁকল। টাইটা নেফারের পিঠ মালিশ করতে গেল একনাগারে। নেফার আবার কাশল ও হলুদ বর্ণের বমি করল। যখন টাইটা তাকে পুনঃজীবিত করতে নিয়ম মাফিক কাজ করতে থাকল, হিল্টো তখন তার লোকদের হাঁটুতে ভর দিয়ে বসতে বসল এবং তারা যা দেখছে তা সবার নিকট গোপন রাখার কঠিন শপথ তাদের করাল। কাঁপতে কাঁপতে ও ভয়ে বিবর্ণ হয়ে তারা তাদের জীবনের কসম খেয়ে শপথ করল।

টাইটা তার কান নেফারের পিঠে রেখে কয়েক মুহূর্ত ধরে শুনল। তারপর মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট মনে। সে তাকে আবার মালিশ করল এবং আরো একবার কান রেখে শুনল। বে-কে ইশারা করতেই সে থলে থেকে একটা শুকনো গুল্ম তুলে নিল এবং মন্দিরের একটা প্রদীপে তার শেষ প্রান্ত জ্বালাল। তারপর সে ওটা নেফারের নাকের কাছে নিচে ধরল। বালকটি হাঁচি দিয়ে উঠল এবং তার মাথা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। সন্তুষ্ট হয়ে টাইটা তাকে পুনরায় লিনেন কাপড়ে প্যাঁচালো এবং বে ও হিল্টোকে আবার ইশারা করতেই তিনজন ঝুড়ির দিকে ঘুরল। অন্যরা জায়গা করে দিল। টাইটা ঝুড়ির ফলস্ গোপন তলদেশ খুলে ফেলল এবং নিচ থেকে অন্য একটা মরদেহ বের করে আনল। এই দেহটাও সাদা কাফনে মোড়া। এ কারণে ঝুড়িটা অস্বাভাবিক ভারি দেখাচ্ছিল তখন।

'এসো!', হিল্টো আদেশ দিল। 'একে বাইরে বের করো!'

টাইটার তীক্ষ্ণ চোখ ও কাঠোর নির্দেশে তারা দেহ দুটো অদল বদল করল দ্রুত। তারপর নেফারকে তারা ঝুড়ির তলদেশে লুকানো কুঠরে শুইয়ে দিল। বে ঝুড়ির পাশে নেফারের অবস্থা দেখার জন্য উবু হয়ে বসল। অন্যরা অপরিচিত লাশটাকে বেদির উপর শুইয়ে দিল।

টাইটা কাফনের কাপড় সরাতেই নেফারের বয়সের ও একই দৈহিক গঠনের দেহ উন্মোচিত হল, এমনকি নেফারের ন্যায় একই রকম ভারি কালো চুল শবটার। মরদেহ সংগ্রহ করে দেওয়াটা ছিল হিল্টোর দায়িত্ব। বর্তমান সময়ে এ রাজ্যে কাজটা কঠিন ছিল না। প্লেগ এখানে গরিব এলাকাসমূহে ছড়িয়ে পড়েছে। তদুপরি

রাতে শহরের রাস্তা ও সরু গলি থেকে ঝগড়ায়, নির্জলা খুনের শিকার অথবা মারামারিতে নিহত দেহ সহজেই কুড়িয়ে পাওয়া যায়।

হিল্টো এই সকল উৎসে শব খুঁজেছে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সে তরুণ ফারাও এর আদর্শ বদলি খুঁজে পেয়েছে যা ছিল একেবারে নিখুঁত। শহরের শেরিফ এই ছোক বালককে থেবসের একজন প্রধান শস্য ব্যবসায়ীর টাকার থলে ছেঁড়ার অপরাধে গ্রেফতার করেছিল এবং বিচারক তাকে ফাঁসি দিতে একটুও ইতস্তত করেনি। দন্ডিত ছেলেটার দেহ এবং সাধারণ চেহারা নেফারের এতো কাছাকাছি ছিল যে তার ভাই বলে তাকে চালিয়ে দেয়া যায়। তদুপরি সে ছিল সুঠাম এবং স্বাস্থ্যবান; অনাহারী এবং প্লেগ আক্রান্তদের ন্যায় নয়। হিল্টো শহর রক্ষীদের কমান্ডার যার উপর ফাঁসি দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তার সাথে কথা বলে এবং এই বিনিময়ের সময় তিনটি ভারি স্বর্ণ মুদ্রা তার টাকার থলেতে স্থান পায়। ঠিক করা হয়েছিল যে যতোক্ষণ না হিল্টো আদেশ দেয় ততোক্ষণ ফাঁসি দেরি করানো হবে এবং ফাঁসি দানকারীর দক্ষতার দিয়ে যতোটুকু সম্ভব দন্ডিতকে দৃশ্যত ক্ষতি না করা। আজই সকালে বন্দীকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এবং তার দেহ এখনো ঠাণ্ডা হয় নি।

হলের শেষ প্রান্তে ছোট সমাধির মধ্যে ঢাকনাওয়ালা জারের আয়োজন করা হল। টাইটা ম্যারনকে ওগুলো ধরে রাখতে এবং পূর্ণ হওয়ার জন্য ছিপি খুলে প্রস্তুত রাখার আদেশ দিল। যখন সে এটা করছিল টাইটা তখন মরদেহটাতে উবু করে শোয়াল এবং তার বাম দিকের নিচে দ্রুত কাটল। নিখুঁত ডাক্তারি করার বেশি সময় ছিল না। সে তার হাত কাটা স্থান দিয়ে ঢুকিয়ে দিল এবং প্রথমে নাড়িটা ধরল তারপর দুই হাত ব্যবহার করে সে শবদেহের ভিতরে কাজ চালাল। প্রথমে সে বুকের গহ্বরে কাজ করার জন্য ডায়াফ্রাম কেটে ফেলল। তারপর আরো গভীরে পৌঁছে ফুসফুস, কলিজা, এবং প্লীহা অতিক্রম করে বিচ্ছিন্ন করল শ্বাসনালী ও ফুসফুসের সংযোগ স্থল। সবশেষে শবদেহটাকে গড়িয়ে ঘোরাল। ম্যারনকে নিতম্বদ্বয় আলাদা করে ধরে রাখতে আদেশ দিল এবং এক আঘাতে মলদ্বারের মাংসপেশী আলাদা করে ফেলল। ফলে বক্ষ থেকে ভেতরের সব বস্তু আলগা হয়ে গেল।

সে এক টানে তা বেদির উপর বাইরে বের করে নিয়ে এল। ম্যারন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে তার পায়ের উপর দুলতে লাগল এবং হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল।

'মেঝেতে নয়, সিংকে যাও', রূঢ়ভাবে আদেশ দিল টাইটা। ম্যারন অ্যাপেপির সৈন্যের বিরুদ্ধে উত্তরে যুদ্ধ করেছে। অসংখ্য লোককে মেরেছে এবং যুদ্ধের ময়দানে ব্যাপক হত্যাকান্ড সত্ত্বেও আহত হয় নি। কিন্তু এখন সে দৌড়ে কোনার পাথরের বেসিনে গেল এবং শব্দ করে তার মধ্যে বমি করল।

কনুই পর্যন্ত রক্ত মেখে টাইটা কলিজা, ফুসফুস, পাকস্থলী ও নাড়িভুঁড়ি আলাদা করে স্তূপ করল। এটুকু কাজ শেষ হলে সে নাড়িভুড়ি ও পাকস্থলী সিংকে নিয়ে গেল যেখানে ইতোমধ্যে ম্যারন বমি করেছে। সে কাটা পাকস্থলী ও নাড়িভুঁড়ির ময়লা ধুয়ে সেগুলো জারের ভেতর প্যাকেট করল। প্রতিটি জার লবণ দিয়ে পূর্ণ করল এবং ছিপি লাগিয়ে দিল। তারপর সে তার হাত ও বাহু ব্রোঞ্জের কড়াইতে রাখা পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিল। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে বে-এর দিকে তাকাল, এবং নুবিয়ান সম্মতিসূচকভাবে তার টেকো মাথা নেড়ে নেফারের অবস্থা জানাল টাইটাকে। নিয়ন্ত্রিত দ্রুততার সাথে টাইটা পেটের কাটা সেলাই করে বন্ধ করল। তারপর সে মাথা ব্যান্ডেজ করল যতোক্ষণ না শবের অবয়ব ঢাকা পড়ল। কাজ শেষ হলে সে এবং হিল্টো মরদেহটা ন্যাট্রন লবণের পানিতে গোসল করাল। এই রুক্ষ অ্যালকালি দ্রবণে শবটা পুরোপুরি ডুবন্ত অবস্থায় বাথটবের মধ্যে মাথা ঢাকা সহ পরবর্তী ৬০ দিন থাকবে। ঐ সময় অতিক্রান্ত হবার পর কাজ করা ব্যান্ডেজ যে কেউ খুলে ফেলতে পারবে এবং বদলটা আবিষ্কার করতে পারবে। কিন্তু ততোক্ষণে টাইটা ও নেফার অনেক দূর চলে যাবে।

পানি দিয়ে বেদিটা পরিষ্কার করতে এবং যন্ত্রপাতি প্যাকেট করতে টাইটার অল্প সময়ই লাগল। নেফার যে ঝুড়িতে শুয়ে আছে তার পাশে হাঁটুগেড়ে বসে টাইটা তার এক হাত নেফারের নগ্ন বুকের উপর রাখল। তার শরীরের উষ্ণতা ও শ্বাস প্রশ্বাসের গতি অনুভব করার চেষ্টা করল গভীর ভাবে। এটা ধীর ছিল। সে একটা চোখের পাতা টেনে উঠাল এবং দেখল পিউপিল আলোতে প্রতিক্রিয়া করছে। সন্তুষ্ট হয়ে সে উঠে দাঁড়াল এবং হিল্টো ও বে-কে ইশরায় গোপন কুঠরীটা ঢেকে দিতে বলল। তারপর তারা ঝুড়ির ঢাকনা পুনঃস্থাপনের উদ্যত হতেই তাদের থামিয়ে দিল টাইটা। 'খোলা রাখ', সে আদেশ দিল। 'যাজকদের দেখতে দাও যে এটা খালি।'

বাহকেরা হাতল ধরে ঝুড়িটাকে উঠাল এবং টাইটা তাদের দরজার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। যখন তারা কাছাকাছি গেলো হিল্টো দখন দরজা খুলে দিতেই যাজকদের সমাবেশ সামনে এগিয়ে এল। তারা অনেকটা দায়সারা ভাবে তাকাল শূন্য ঝুড়িটার দিকে যখন তা রথে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর তারা প্রায় অসভ্য দ্রুততায় তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে দুঃখের কক্ষে প্রবেশ করল, যা তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। মন্দিরের বাইরে জনতার ভিড় এড়িয়ে টাইটার লোকেরা ঝুড়িটা অগ্রবর্তী রথে তুলে দিলে তারা শহরে ফিরতে শুরু করল সারিবদ্ধ হয়ে।

যখন তারা প্রধান ফটকে প্রবেশ করল তারা দেখল সরু রাস্তাগুলো প্রায় খালি। হয় জনগণ শেষকৃত্যের মন্দিরে তরুণ ফারাও এর জন্য প্রার্থনা করতে গেছে নয় তারা তড়িঘড়ি করে প্রাসাদে গিয়ে তার পরবর্তী উত্তরাধিকারের নাম ঘোষণার অপেক্ষা করছে। যদিও সবার তা জানা এবং অল্পই সন্দেহ রয়েছে কে হবে উচ্চ রাজ্যের পরবর্তী ফারাও।

হিল্টো রথ রক্ষীদের নির্দেশ দিল ব্যারাকের পূর্ব ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে। তারপর ঝুড়িটা তার ব্যক্তিগত কোয়ার্টারের পেছনস্থ প্রবেশদ্বার দিয়ে বহন করে আনা হল যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করে। এখানে নেফারকে গ্রহণ করার জন্যে সবকিছু প্রস্তুত ছিল। তারা তাকে গোপন কুঠরী থেকে বের করল এবং টাইটা বে-কে সাথে নিয়ে নেফারকে পুরোপুরি পুনঃজীবিত করতে চলে গেল। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সে একটু রুটি ও এক বোল খোটকীর দুধ এবং মধু পান করার মতো সুস্থ হয়ে গেল।

অবশেষে টাইটা বিবেচনা করে দেখল এবার তাকে কিছু সময়ের জন্য বে-এর দায়িত্বে রেখে যাওয়া যায় এবং বের হয়ে সরু শূন্য রাস্তা দিয়ে রথটা চালাল। তার সে সামনে হঠাৎ হট্টগোল শুনল যেন কোন বন্য উচ্ছ্বাস। যখন সে প্রাসাদের সীমানায় পৌছল সে নিজেকে নতুন ফারাও এর উত্থানে উল্লাসিত জনতার ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পেল। 'পবিত্র মহামান্য ফারাও, নাজা কাইফান দীর্ঘজীবী হউন।' জনতা রাজকীয় আনুগত্য নিয়ে চেঁচাচ্ছিল এবং হাতে হাতে তাদের ঘুরছিল মদের জগ।

জনতার ভিড় এতো বেশি ছিল যে টাইটা বাধ্য হল রথটা ম্যারনের কাছে দিয়ে বাকি পথ পায়ে হেঁটে যেতে। প্রাসাদের ফটকে রক্ষীরা তাকে চিনতে পারল এবং তাদের বর্শার বাট দিয়ে তার যাওয়ার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দিল। সে মাটিতে নেমে দ্রুত বড় হল রুমের উদ্দেশ্যে ছুটল এবং সেখানে সে আরো এক ঝাঁক আজ্ঞাবহ মানুষের ভিড় পেল। সকল অফিসার, সভাসদ এবং রাজ্যের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ নতুন ফারাও-এর প্রতি বিশ্বস্ত ও আনুগত্য থাকার শপথ নেওয়ার জন্য অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। কিন্তু টাইটার সম্মান ও তার অবিচল চাহনি জনতা সারির প্রথমে চলে আসতে সাহায্য করল এবং এগুবার জন্য তাকে রাস্তা করে দিল সবাই।

হলের শেষ প্রান্তের দরজার পিছনের ব্যক্তিগত কক্ষে ফারাও নাজা কাইফান ও তার রাণী অবস্থান করছিল, কিন্তু টাইটাকে অল্প সময় অপেক্ষা করতে হলো রাজার সামনে উপস্থিত হবার অনুমতি পেতে।

টাইটা বিস্ময়ের সাথে দেখল নাজা ইতোমধ্যে দ্বৈত মুকুট পরিধান করে ফেলেছে। তার পাশে রাণী হেজারেটকে বৃষ্টি-স্নাত ফুটন্ত মরু গোলাপের ন্যায় লাগছে। টাইটা তাকে সব সময় যেমনটা জানে তেমনই তাকে দেখাচ্ছে সুন্দর, মলিন এবং শান্ত। প্রসাধনের নিচে তার চোখ দক্ষতার সাথে সুরমা লাগিয়ে বড় করা হয়েছে। টাইটা প্রবেশ করতেই নাজা তার চারপাশে যারা ছিল তাদের বিদেয় করে দিল এবং শীঘ্রই তারা তিনজন একা হলো; উঁচু সম্মানের চিহ্ন। তারপর নাজা তার হাতের রাজদন্ড এক পাশে সরিয়ে রেখে টাইটার সাথে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে এল। 'ম্যাগোস, আমার কখনোই আপনাকে সন্দেহ করা উচিত হয়নি,' সে বলল, আগের চাইতে তার কণ্ঠ আরো মধুর ও কর্তৃত্বপূর্ণ। 'আপনি আমার কৃতজ্ঞতা অর্জন

করেছেন।' সে তার ডান হাত থেকে চমৎকার একটা স্বর্ণ ও রুবির আংটি খুলে তা টাইটার ডান তর্জনীতে পরিয়ে দিল। 'এটা আমার অনুগ্রহের ক্ষুদ্র নিদর্শন ছাড়া কিছু নয়।' টাইটার মনে হল যেন বড় একটা শক্তিশালী কবজ সে তার হাতে পড়িয়ে দিয়েছে। তবে যদি এটা নাজার চুলের এক গোছা অথবা তার নখের একটু অংশ হতো তা হলে তা হতো আরো শক্তিশালী।

হেজরেট সামনে এগিয়ে এল এবং তাকে চুমু খেল। 'প্রিয় টাইটা, তুমি সব সময় আমার পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছো। তুমি স্বর্ণ, ভূমি এবং প্রভাব প্রতিপত্তি আরো যা চাও তা পাবে।'

তাহলে এতো বছর জুড়ে সে তাকে অল্পই চিনেছে! 'তোমার বদান্যতাকে কেবল তোমার সৌন্দর্যই অতিক্রম করতে পারে।' কথাটা বলে সে একটা হাসি রহস্যময় দিল। তারপর সে নাজার দিকে ঘুরল। 'প্রভুরা যা আমার কাছ থেকে চেয়েছে আমি তা করেছি, মহামান্য। কিন্তু এটা আমার প্রিয় কাউকেও কেড়ে নিয়েছে। আপনি জানেন যে আমি নেফারকে ভালোবাসতাম। এখন আমি আপনার প্রতি ঐ একই দায়িত্ব ও ভালোবাসা অনুভব করি। কিন্তু কিছু দিন আমাকে অবশ্যই নেফারের জন্যে শোক পালন করতে হবে এবং তার ছায়া থেকে আমাকে মুক্তি পেতে হবে।'

'সত্যি বলতে যদি আপনি মৃত ফারাও এর জন্যে এমনটা অনুভব না করেন তবে তা অস্বাভাবিক হবে', নাজা সম্মত হলো। 'আপনি আমার কাছে কি চান, ম্যাগোস? একবার শুধু আপনি বলুন।'

'মহামান্য, আমি কিছু দিনের জন্য একাকী মরুভূমিতে যাবার অনুমতি চাই।'

'কত দিন?' নাজা জিজ্ঞেস করল এবং টাইটা বুঝল যে সে অনন্ত জীবনের চাবি হারানোর ব্যাপারে সচেতন রয়েছে। যা সে সত্যি বিশ্বাস করে যে টাইটার হাতে তা রয়েছে।

'বেশি দিনের জন্য নয়, মহামান্য', টাইটা তাকে আশ্বস্ত করল।

নাজা কিছু সময় এ নিয়ে ভাবল। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানুষ সে কখনও ছিল না। অবশেষে একটাদীর্ঘ শ্বাস ফেলে নিচু টেবিলটার কাছে সে গেল যার উপর স্টাইলার এবং প্যাপিরাস রাখা রয়েছে। দ্রুত সে একটা নিরাপদ পাস লিখে রাজ মোহর দিয়ে তার উপর সীল মারল। এটা স্পষ্ট যে মোহারটা অনেক আগেই তৈরি করে রাখা হয়েছিল। কালি শুকানোর অপেক্ষা করতে করতে নাজা বলল, 'আপনি নীলের পরবর্তী বন্যা পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু তারপর আপনাকে অবশ্যই আমার কাছে ফিরতে হবে। এ নিরাপদ চুক্তিনামা আপনাকে যতো দূর ইচ্ছা ভ্রমণ করতে এবং আমার সাম্রাজ্যের যে কোন রাজভান্ডার থেকে খাবার এবং মালপত্র যা আপনার দরকার তার নেবার অনুমতি দিবে।'

টাইটা কৃতজ্ঞতায় নতজানু হলো কিন্তু নাজা তাকে কাঁধ ধরে দাঁড় করালো, আরো একটি সৌজন্যতা প্রকাশ করে। 'যান, ম্যাগোস। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে আবার আমাদের কাছে ফিরে এসে পুরষ্কার গ্রহণ করবেন যার পুরোপুরি হকদার আপনি।'

অনুগ্রহ ও আশীর্বাদের চিহ্ন এঁকে টাইটা প্যাপিরাসের স্ক্রোলটা নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

পর দিন সকালের প্রথম প্রহরে যখন শহরের অধিকাংশ মানুষ ঘুমে তখন তারা থেবস্ ত্যাগ করল। পূর্ব দিকের ফটকের রক্ষীরা তখনও হাই তুলছিল এবং ঘুমে তাদের চোখ ভারি হয়ে ছিল।

চারটি ঘোড়ায় টানা ওয়াগনের পিছনে নেফার শুয়ে। এই প্রাণীগুলো হিল্টো কর্তৃক সর্তকতার সাথে পছন্দ করা হয়েছে। প্রাণীগুলো শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান। কিন্তু অসাধারণ নয়, যা শত্রু বা কারো মনে সন্দেহের উদ্রেগ করতে পারে। ওয়াগন প্রয়োজনীয় রসদ এবং মালামালে পূর্ণ যা নদী উপত্যকা ছাড়ার পর তাদের প্রয়োজন হবে। হিল্টো ধনী কৃষকের ন্যায় পোশাক পড়েছে। ম্যারন তার ছেলে এবং বে তাদের দাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

নেফার ওয়াগনের মধ্যে খড়ের গালিচার বিছানার উপর শুকনো চামড়ার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে। সে এখন পুরোপুরি সুস্থ এবং টাইটা তাকে যা বলেছে তা বোঝার সমর্থ ছিল। রাজ নিরাপত্তার দলিল থাকা সত্ত্বেও রক্ষী ও সার্জেন্ট কর্তৃত্বের একটা ভাব দেখাল। টুপির শূন্যে সে টাইকে চিনল না, তাই সে ওয়াগনের পিছনে গিয়ে উঠল মালপত্র পরখ করতে।

এক পর্যায়ে নেফারের মুখের উপরে থাকা চাদর সরাতেই নেফার তার রোগা, মলিন অবয়ব যা নির্ভুল লাল প্লেগের দাগে ভরা তা নিয়ে উঁকি মারল। টাইটা তাকে নিখুঁত করে এ সাজে সাজিয়েছে। দেখামাত্র সার্জেন্ট ওয়াগন থেকে ভয়ে লাফিয়ে নেমে গেল। বার বার শয়তানের বিরুদ্ধে সে মন্ত্র পড়ল, ভয়ে হাতে থাকা প্রদীপটা ফসকে যা তার পায়ের কাছে পড়ে ভেঙে গেল। 'চলে যাও!' সে লাগাম ধরা হিল্টোর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল পাগলের মতো। 'এই পক্সওয়ালা জঘন্যটাকে শহর থেকে বের করে নিয়ে যাও।'

নদীর উপকূলবর্তী এলাকা পর্যন্ত পেরিয়ে যেতে তাদের এ রকম পরিস্থিতিতে আরো দু'বার পড়তে হল এবং তারা ক্রমশ পাহাড়ের নিকটবর্তী হচ্ছিল যা চাষের জমি ও মরুভূমির সংযোগ স্থল। মিলিটারী বাহিনী দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত হলেই প্রতিবার রাজ স্ক্রোল ও প্লেগ রোগীই যথেষ্ট ছিল তাদের ছাড়া পেতে, শুধু একটু দেরি হচ্ছিল এই যা।

সৈন্যদের মনোভাব থেকে এটা পরিষ্কার ছিল যে, থেবস্ এ মর দেহের উপকম্পন এখনো আবিষ্কৃত হয়নি এবং কোন সতর্কবাণীও দেওয়া হয়নি। টাইটা পুরোপুরি স্বস্তি পেল যখন তারা মরুভূমি পেরিয়ে পাহাড়ে উঠল এবং উত্তর দিকে লোহিত সাগর বরাবর পুরানো একটা বাণিজ্য রাস্তা অনুসরণ করল।

তখনই কেবল নেফার ওয়াগনে তার বিছানা থেকে বের হয়ে ওটার পাশে খুড়িয়ে হাঁটল কিছু সময়। এটা পরিষ্কার যে তার অস্বীকৃতি সত্ত্বেও পা-টা যন্ত্রণা দিচ্ছিল, কিন্তু শীঘ্রই সে আরো সহজে হাঁটল এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে।

পুরানো ভগ্ন শহর গালালায় তারা তিন দিন বিশ্রাম নিল। অসমৃদ্ধ ও তিক্ত কূপ থেকে পানির থলে পূর্ণ করল এবং ঘোড়াগুলোকে সময় দিল শক্ত পাথুরে রাস্তার কঠোর পরিশ্রম থেকে সেরে উঠতে। বে এবং টাইটা তাদের খুরের যত্ন নিল। আবার যাত্রার উপযুক্ত হতেই তারা এবার পরিচিত পথ থেকে সরে এল। রাতের ঠাণ্ডায় ভ্রমণ করে তারা ঐ রাস্তা নিল যা শুধু টাইটা চেনে, যা গেবেল নাগারের দিকে চলে গেছে। বে এবং হিল্টো তাদের পিছনের চলার সকল চিহ্ন ঢেকে দিল।

অবশেষে উজ্জ্বল তারার আলোয় আলোকিত এক মধ্য রাতে তারা গুহাটায় পৌঁছল কোন বিপত্তি ছাড়াই। পাতলা থলেগুলোয় তখন এতো মানুষ ও ঘোড়াকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট পানি ছিল না, তাই যখন ওয়াগন খালি হয়ে গেল হিল্টো ও বে ফিরে গেল। শুধু ম্যারনকে রেখে গেল টাইটা ও নেফারের কাছে। অসুস্থতার বাহানা দিয়ে হিল্টো তার রেজিমেন্ট থেকে অবসর নিয়েছে। তাই সে মুক্ত। বে-র সাথে প্রতি পূর্ণিমায় তাদের জন্যে রসদ, ওষুধ এবং থেবস থেকে খবর নিয়ে ফিরতো সে।

গেবেল নাগারে প্রথম মাসটা কেটে গেল দ্রুতই। পরিষ্কার, শুকনো মরুর বাতাসে নেফারের ক্ষত আর খারাপ না হয়ে বন্ধ হয়ে গেল এবং শীঘ্রই সে ম্যারনের সাথে খুড়িয়ে খুড়িয়ে মরুতে শিকারে বের হতে লাগল। তারা মরুর খরগোশকে চমকে দিত এবং নিক্ষিপ্ত লাঠি দিয়ে তাদের পরাভূত করত। অথবা টাইটা পর্বত চূড়ায় ঝর্ণার উপর বসে থাকতো এবং তীরের আয়ত্তের মধ্যে হরিণের পালকে আসতে প্ররোচিত করার জন্যে তার মন্ত্র পড়ত।

ঐ মাসের শেষের দিকে হিল্টো বে-কে নিয়ে থেবস্ থেকে ফিরল। তারা খবর এনেছে যে, টাইটার ছলটা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি এবং ফারাও নাজা কাইফান তার জনতাসহ এখনো বিশ্বাস করে নেফারের দেহ 'হল অফ সরো'তে লবণাক্ত জলে ডুবানো আছে।

তারা নিম্ন রাজ্যের বিদ্রোহের সংবাদও এনেছে এবং জানাল অশান্তি উচ্চ রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। নাজা টর্কের ন্যায় আর্মিতে লোক বাড়ানোর আদেশ দিয়েছে। 'লোকজন সশস্ত্র বাহিনীর লোক বাড়ানো নিয়ে রাগান্বিত, অন্তত দেশে যখন শান্তি বিরাজ করছে।' হিল্টো রিপোর্ট করল, 'আমার মনে হয় শীঘ্রই উচ্চ

রাজ্যেও সশস্ত্র বিদ্রোহ হবে এবং যা নাজা টর্কের মতোই নির্দয়ভাবে দমন করবে যে ভাবে উত্তরে করা হয়েছে। যারা এই দুই ফারাও এর অভিষেকে আনন্দ করেছে শীঘ্রই তারা এর জন্যে নিশ্চিত অনুশোচনা করবে।'

'নিম্ন রাজ্যের আর কি খবর আপনার কাছে আছে?' নেফার ব্যাকুল ভাবে জানতে চাইল। হিল্টো দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবসার খবর ও শস্যের দামের খবর এবং অ্যাশিরিয়ান বিশেষ বার্তা বাহকের টর্কের দরবার পরিদর্শনের বিষয়ে বলে গেল। নেফার অধৈর্য্য নিয়ে সব শুনল এবং যখন হিল্টো শেষ করল তখন সে জিজ্ঞেস করল, 'সেখানে রাজকন্যা মিনটাকার খবর কী?'

হিল্টোকে অবাক দেখাল। 'আমি কিছু জানি না। যতোদূর জানি সে অ্যাভারিসে আছে, কিন্তু নিশ্চিত নই।'

পায়ে হেঁটে ফিরে আসার সময় হিল্টো একদল অরিক্স-এর পায়ের দাগ দেখেছে এবং তাদের ধাওয়া করে শিকার করতে টাইটার কাছে অনুমতি চাইল। তাদের শুকনো মাংসের মজুদে টান পড়তে পারে, তাই টাইটা তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু টাইটা হুকুম করল যে নেফার এখনো শিকারে যাওয়ার মতো শক্ত হয়নি। অদ্ভুত ভাবে এতে নেফার কষ্ট পেল না। পরিবর্তে সে পরামর্শ দিল শিকারী দলের সাথে টাইটার যাওয়া দরকার যাতে সে তার শক্তি দিয়ে শিকার পেতে এবং শিকারীদের লুকিয়ে রাখতে পারে যখন শিকার কাছাকাছি আসবে। যখনই গুহার মধ্যে সে একা হল, তখন নেফার সতেজ প্যাপিরাসের পাইন কাঠের সিন্দুক এবং লেখার সামগ্রী খুলল যা হিল্টো তার জন্যে এনেছে এবং মিনটাকাকে একটা চিঠি লিখতে শুরু করল। সে পুরোপুরি নিশ্চিত এতোদিনে তার মৃত্যুর খবর অ্যাভারিস পৌঁছে গেছে। সে তার নিজের ভয়ংকর অনুভূতির কথা মনে করল যখন তার পুরো পরিবারের সাথে মিনটাকার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদটা সে শুনেছিল। তাই সে তাকে এই একই রকম যন্ত্রণা থেকে অব্যহতি দিতে চায়। সে আরো ব্যাখ্যা করতে চাইল যে– এটা নাজা ও টর্ক যারা তাদের বাগদান ভেঙে দিয়েছে, কিন্তু নেফার তা জানতো না। সে এখনো তাকে তার নিজের অনন্ত জীবনের আশা থেকে বেশি ভালোবাসে এবং শান্তি পাবে না যতোক্ষণ না সে তার স্ত্রী হচ্ছে।

এ সবকিছু সে সাংকেতিক ভাষায় লিখল যাতে অন্য কোন ভুল হাতে পড়লেও স্ক্রোলটা অর্থহীন হবে শুধু মিনটাকা ছাড়া।

শুরুতে তাকে সে প্রথম তারা বলে সম্বোধন করল। সে হয়তো স্মরণ করবে কিভাবে যখন তারা দু'জন তার নামের উৎস নিয়ে আলোচনা করেছিল। সে তাকে বলেছিল, 'স্বর্গীয় হান্টারের স্থলে আমি তৃতীয় তারা।'

সে উত্তর দিয়েছিল, 'না, তৃতীয়টা না। নভোমন্ডোলের প্রথমটি।'

সে সর্তকতার সাথে সংকেত ব্যবহার করল। লেখালেখির ক্ষেত্রে সে সর্বদাই অন্যদের ছাড়িয়ে। সে নিজেকে 'ডাব্বার বোকা' বলে সই করল। নিশ্চিত ছিল যে সে তার অমার্জিত ব্যবহারের কথা মনে করতে পারবে যখন তারা মরুতে একা ছিল।

ঐ দিন সন্ধ্যায় যখন শিকারীরা ফিরল এবং তারা সদ্য শিকার করা অরিক্সের পোড়া মাংস খাচ্ছিল, নেফার উন্মুখ ছিল হিল্টোর সাথে একান্তে কথা বলার সুযোগের অপেক্ষায়। সুযোগটা এল যখন টাইটা সবাইকে আগুনের পাশে রেখে মরুতে একটু হাঁটতে গেল। থেবসের রসদ ভান্ডার থেকে হিল্টো কতগুলো বড় বড় মদের বোতল এনেছে এবং টাইটা এক থেকে দুই বাটি পান করল। তার বয়সের ছাপ স্পষ্টত: সবাই দেখতে পেল তার মদ পানের পরিমাণ দেখে।

টাইটা নিরাপদ দূরত্বের বাইরে গেলে নেফার ঝুঁকে হিল্টোর কাছাকাছি এল এবং ফিসফিস করে বলল, 'আমি তোমাকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দিতে চাই।'

'এটা আমার জন্যে বিশেষ সম্মানের, মহামান্য।'

তার হাতে প্যাপিরাসে ছোট রোলটা এগিয়ে দিল নেফার। 'নিজের জীবন দিয়ে এটা রক্ষা করবে।' নেফার আদেশ করল এবং যখন হিল্টো তা তার চাদরের নিচে লুকালো, নেফার তা অ্যাভারিসে রাজকুমারীকে দিতে বলল। সে আরো সতর্কবাণী দিয়ে শেষ করল; 'এই ব্যাপারে কাউকে বলবে না। এমনকি ম্যাগোসকেও নয়। কসম রইল।'

পর দিন বিকেলে সূর্য ডোবার সময় হিল্টো ও বে গেবেল নাগার ত্যাগ করল, বাতাস সবে ঠাণ্ডা হচ্ছিল তখন। তারা নেফারকে রাজকীয় অভিবাদন করে টাইটাকে তার দোয়া ও রক্ষার মন্ত্র দিতে বলল, তারপর দুজন নেমে পড়ল তারায় আলোকিত বন্য পথে। ঘোড়াগুলো খুব কষ্ট করে বালিয়াড়ির প্রথম পাহাড়ের খাঁজে উঠল এবং রূপালী চাঁদের অলোয় এলোমেলো পাথরগুলো যখন ঠাণ্ডা হচ্ছিল তখন সেগুলো অবিরত পটপট আওয়াজ তুলছিল রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে।

ঘোড়াগুলো আগে দিয়ে বে হঠাৎ পিছিয়ে এল, তার বন্য ভাষায় চিৎকার করে উঠল এবং গলায় ঝুলানো সিংহের হাড়ের কবজটা চেপে ধরল। সে একটা অদ্ভুত অবয়বের দিকে নির্দেশ করল যা বেরিয়ে আসছে পাথরের ছায়া থেকে।

হিল্টো আরো বেশি আলোড়িত হল, 'সরে দাঁড়াও, অশুভ অবছায়া'; সে চিৎকার করল, চাবুক শাসালো এবং শয়তানের বিরুদ্ধে চিহ্ন আঁকল। তারপর ভূত ও পিশাচ দূর করার সব মন্ত্র পড়ল দ্রুত।

'শান্ত হও হিল্টো!' প্রেত ছায়া অবশেষে কথা বলল। চাঁদ উজ্জ্বল ছিল তাই তা শিলার মতো শক্ত মাটিতে বরাবর লম্বা ছায়া তৈরি করল এবং প্রাণীটার মাথা ধাতু গলানো পাত্রের ন্যায় গলিত সিলভারের মতো অবয়ব তৈরি করল। 'এটা আমি টাইটা, ম্যাগোস।'

'আপনি হতে পারেন না!' হিল্টো চিৎকার করে উঠল,'আমি সূর্যাস্তের সময় টাইটাকে গেবেল নাগার ছেড়ে এসেছি। আমি তোমাকে চিনি। তুমি নিশ্চয় কোন পাতালের ভয়ংকর ছায়া, ম্যাগোসের বেশ ধরেছ।'

টাইটা এবার সামনে এগিয়ে এসে হিল্টোর হাত ধরল। 'আমার শরীরের উষ্ণতা অনুভব করো'; সে বলল, তারপর হিল্টোর হাত তার চেহারায় রাখল। 'আমার চেহারা অনুভব কর এবং আমার কণ্ঠ মনোযোগ দিয়ে শোন।'

যাই হোক যখন বে সিংহের হাড় দিয়ে টাইটার বুক স্পর্শ করল ও তার পরিচিত গন্ধ যা কবরের দুর্গন্ধের অনুরূপ তা খুঁজে পেল তখন সে ঘোষণা করল সে আসলেই তাই যা সে দাবি করেছে। আর তখনই বৃদ্ধ যোদ্ধা বিষণ্নভাবে তাকে মেনে নিল। 'কিন্তু কি ভাবে আপনি আমাদের আগেই এ স্থানে পৌঁছলেন?' সে জানতে চাইল মিনমিন করে।

'বিশেষ কুশলী কোন রাস্তা আছে নিশ্চয়ই।' বে তাকে থামিয়ে রহস্যজনক কণ্ঠে বলল, 'এ ধরনের প্রশ্ন না করাটাই উত্তম।'

'হিল্টো, তোমার কাছে ব্যক্তিগত এমন কিছু আছে যা আমাদের সবার জীবন বিপন্ন করতে পারে।' টাইটা সোজাসুজি বলল কথাটা। 'যা মৃত্যু ও দ্বিধার গন্ধ ছড়াচ্ছে।'

'আমি বুঝতে পারছি না তা কি হতে পারে!' হিল্টো অস্বস্তি নিয়ে জবাব দিল।

'এটা এমন কিছু যা এই মিশরের অধিপতি তোমার উপর দায়িত্ব দিয়েছেন।' টাইটা জোর দিল। 'এবং তুমি ভালো করেই জান কি তা।'

'এই মিশরের অধিপতি', হিল্টো তার দাঁড়িতে আচড় কাটল এবং মাথা নাড়ল।

টাইটা তার হাত বাড়াল। হিল্টো তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর বাধা না দিয়ে আত্মসমর্পণ করল। সে তার বেল্টে রাখা থলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কাগজের রোলটা বের করে আনল। তার কাছ থেকে নিজ হাতে জিনিসটা নিল টাইটা। 'এ ব্যাপারে কিছু বলবে না'; টাইটা সতর্ক করে বলল তাকে। 'কাউকে না, এমনকি ফারাওকেও। আমার কথা কি বুঝেছো হিল্টো?'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি ম্যাগোস।'

তারপর টাইটা তার ডান হাতে প্যাপিরাসটা নিয়ে ওটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। কয়েক সেকেন্ড পর একটা ছোট উজ্জ্বল দাগ দেখা গেল স্ক্রোলটায়। এক গুচ্ছ ধোঁয়া রাতের বাতাসে চক্রাকারে উঠে গেল, তারপর হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল তাতে।

তাপের পরোয়া না করে টাইটা তার আঙুলের মধ্যে ওটাকে পুড়ে যেতে দিল, তারপর ছাই পিষে ধুলোয় পরিণত করল।

'এটা যাদু'; হিল্টো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

'একটা সাধারণ কৃতিত্ব', বে বিড়বিড় করে বলল। 'এমন যাদু এমনকি একটা শিষ্যও করতে পারবে।'

টাইটা আশীর্বাদে তার ডান হাত তুলল সমাপ্তি টানতে। 'চলার পথে প্রভু তোমাদের নিরাপদ রাখুন', বলেই সে তাদের ওয়াগনকে আঁধারে রেখে হারিয়ে গেল।

টাইটা পুনরায় গেবেল নাগারের গুহায় ফিরে তার বৃদ্ধ হাড়গুলো মরুর ঠাণ্ডা থেকে উষ্ণ করতে আগুনের পাশে এসে দাঁড়াল। ভেড়ার চামড়ায় ঢাকা ঘুমন্ত নেফারের অবয়ব যা পেছনের দেয়ালের তৈরি করেছে তা সে দেখতে লাগল এক মনে।

তাকে বোকা বানানোর জন্যে বালকটির এ করুণ প্রয়াসে সে কোন রাগ অনুভব করল না। বয়স তার মানবিকতা শুকিয়ে দেয় নি কিংবা তার আবেগী যন্ত্রণার স্মৃতি নিষ্প্রভ করে নি। মিনটাকার ভয় ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে নেফারের চেষ্টার সাথে সে একাত্ম হল।

সে কখনো নেফারকে বুঝাতে পারবে না যে এ সহানুভূতি কাজের ফলাফল কি হতে পারতো। বরং এখন টাইটা যা করল তাকে নেফারের এই মিথ্যা বিশ্বাসের সাথে শীঘ্রই মিনটাকা জানবে যে সে এখন জীবিত। সে নেফারের পাশে আসন করে বসল এবং বালকটিকে স্পর্শ না করে টাইটা বালকটির অন্তর সত্তায় তার নিজের মতো করে আলতো প্রভাব বিস্তার করল। তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অর্জিত ধৈর্যের ক্ষমতা তৎক্ষণাৎ অর্জন করল সে। নেফার কেঁপে উঠল, গুঙিয়ে উঠল এমনকি গভীর ঘুমের মধ্যেও টাইটার ক্ষমতা জালের মতো তার উপর বিস্তার করল। তাঁকে ছুয়ে গেল এবং তাকে জাগিয়ে দিল প্রায়।

তার স্বাস্থ্য এখন অনেকখানি ভালো হয়েছে। টাইটা আরো গভীরে প্রবেশ করল। তার সত্তা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং সে যে কষ্টের মধ্য দিয়ে এসেছে তাতে সে কিছুই হারায়নি। সেই ক্ষণ এখন আর বেশি দেরি নেই, পরবর্তী প্রয়াসে তাদের যাত্রা করার।

সে আগুনের পাশে ফিরে গেল এবং আরো কিছু একাসিয়া কান্ড তার মধ্যে ফেলল। তারপর পাশ ফিরল; ঘুমাতে নয়, কারণ এ বয়সে প্রতি রাতে তার মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। বরং তার মন চলমান ঘটনার স্রোতে খুলে দিল, কয়েকটা দূরের এবং বাকিগুলো খুব কাছের। সে ওগুলোকে তার চারপাশে ঘুরতে দিল যেন সে অস্তিত্বের ঝর্ণায় একটি পাথর।

পরবর্তী পূর্ণিমটা দ্রুত কেটে গেল অন্তত গত পূর্ণিমার চেয়ে। নেফার এখন আরো শক্তিশালী ও আরো অস্থির হয়ে উঠল। প্রতিদিন তার পা একটু করে সুস্থ হতে হতে অবশেষে এক সময় তা ভালো হয়ে গেল পুরোপুরি। শীঘ্রই সে ম্যারনের সাথে উপত্যকার নিচ থেকে পাহাড়ের চূড়ায় দৌড়াতে লাগল। মরুদ্যানে তাদের প্রতিযোগিতা তাদের প্রাত্যহিক অংশ হয়ে উঠল। প্রথম দিকে ম্যারন সহজেই জিতত, কিন্তু দ্রুতই বদলে গেল তা।

হিল্টো যাওয়ার পর বিশতম দিনের সকালে তারা গুহার মুখ থেকে শুরু করে পাথুরে উপত্যকার তলটা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পেরিয়ে গেল। কিন্তু যখন তারা বালিয়াড়ির মুখের দিকে উঠতে লাগল, তখন নেফার সামনের কিনারা ঘেষে চলল একা। অর্ধেক পথ উপরে উঠে সে হঠাৎ দ্রুত গতি দিল, ফলে তার পিছনে পড়ে গেল ম্যারন। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ফিরে তাকিয়ে নিচে থাকা ম্যারনের উদ্দেশ্যে উপহাস সূচক একটা হাসি দিল নেফার। তার দীর্ঘ ঘন চুল কাঁধের উপর উড়ছিল ভোরের বাতাসে দোল খেয়ে। পিছনে তখন সকালের সূর্য উঠছে এবং সোনালি রশ্মি তার মাথার চারপাশে চক্রাকারে আলোর জ্যোতি তৈরি করল।

নিচ থেকে টাইটা এর সবই দেখছিল এবং প্রায় গুহায় ফিরে যাবে এমন সময় মরুর নিরবতায় একটা রহস্যজনক শব্দ তাকে থামাল। সে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে নীলের মধ্যে উঁচু বৃত্তাকার একটা কালো দাগ দেখতে পেল এবং খুব কাছে অনুভব করল একটা স্বর্গীয় উপস্থিতি। ওটা আবার শব্দ করে চিৎকার দিল। ছোট ও ক্ষীণ, কিন্তু তা হৃদয় বিদীর্ন করে গেল। রাজ বাজ পাখির নির্ভুল ডাক!

বালিয়াড়ির চূড়ায় দাঁড়িয়ে নেফারও তা শুনল এবং তার মাথা ঘুরালো উৎসের খুঁজে। অবশেষে সে ক্ষুদ্র অবয়টা খুঁজে পেল এবং পাখিটার দিকে তার দু'হাত তুলল। যেন এ ইশারাটা ছিল একটা আদেশ। বাজটা নিচের দিকে নামতে লাগল, আকারে স্ফীত হল। বাতাস তার সূঁচালো ডানায় শাই শাই শব্দ তৈরি করছে। বাজটা নেফারের দিকে ঝাপ দিল, যদি ওটা ঐ গতিতে আঘাত করে তাহলে পাখিটা মাংস ছিড়ে নিবে অথবা হাড় ভেঙ্গে দিবে; কিন্তু নেফার পিছিয়ে গেল না। বাজটা সরাসরি আসছে তার উর্ধ্বমূখী চেহারার বরাবর।

সম্ভাব্য শেষ মুহূর্তে পাখিটা নিম্ন গতি ছেড়ে উর্ধ্বমুখী হল এবং বালকটির মাথার উপর খুব কাছে চক্কর দিতে লাগল এক নাগারে। নেফার হাত তুলল এবং প্রায় তার বুকের নরম ও চকচকে সুন্দর পালক স্পর্শ করছিল। এক মুহূর্তের জন্যে টাইটার মনে হল পাখিটা বুঝি নিজে নিজে ধরা দিবে, কিন্তুতা অন্য দিকে ঘুরে

উপরে উঠে গেল ডানা ঝাপটিয়ে। আরো একবার পাখিটা নিঃসঙ্গ ও স্নেহার্ত চিৎকার দিল। তারপর সুর্যের দিকে গতি তুলে চলে গেল, জলন্ত গোলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল যেন।

শেষ বার গেবেল নাগারে আসার সময় তার সাথে করে একটা পূর্ণ ওজনের যুদ্ধ ধনুক এনেছে হিল্টো। টাইটার নির্দেশনায় নেফার প্রতিদিন তা দিয়ে কঠোর অনুশীলন করে গেল, যতোদিন না তার পিঠের মাংস পেশী তৈরি হলো এবং যতোক্ষণ না সে অস্ত্রটা সঠিকভাবে নিক্ষেপ করতে পুরোপুরি সামর্থ হলো। লক্ষ্য স্থির করতে যেন তার বাহু ক্লান্ত না হয়ে কাঁপে সে দিকটাও দেখল টাইটা। তারপর টাইটার আদেশে সে একটা তীর উপরের দিকে পাঠালো যা ২০০ কিউবিট দূরের লক্ষ্যবস্তু ভেদ করল নিখুঁতভাবে।

নেফার পাহাড়ের পাদদেশের লুকানো ঝোপ থেকে নিজে একটা একাসিয়া গাছের কান্ড কেটে এর একটি আকৃতি দিল, ছাঁচলো এবং চকচকে করল যতোক্ষণ তা তার হাতে তা সুষম একটা ভারসাম্য এবং দৈর্ঘ্য পেল। তারপর সে ও টাইটা ঐতিহ্যগত নিয়মে লড়াই করল ভোরের ঠাণ্ডায়। প্রথমে নেফার টাইটার বয়সের কথা ভেবে উদাসী ভাব দেখাল, কিন্তু ম্যাগোস তাকে রক্তাক্ত করল এবং তার মাথার ত্বক থেকে একটা পিন্ড তুললে সে রাগান্বিত ও অপমানিত হল। তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করল নেফার। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি দ্রুত এবং চটপটে। সে লাফ দিয়ে নেফারের কাত করা লাঠির আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। তারপর দ্রুত হাত চালাল একটা অরক্ষিত কনুই ও হাঁটুতে যন্ত্রণাদায়ক আঘাত করার জন্য। তরবারি চালনায় টাইটা তার দক্ষতা একটু হারিয়ে ফেলেছে। হিল্টো তাদের জন্য ভারি কান্ডের তলোয়ার এনেছে এবং যখন টাইটা বুঝল যে তারা লাঠি দিয়ে যথেষ্ট লড়াই করেছে তখন সে তলোয়ার বের করল। সে নেফার ও ম্যারনকে দেখাল কি করে কাটতে, আঘাত করতে ও ফেরাতে হয়। তাদের সে প্রতিটি কৌশল পঞ্চাশ বার করে অনুশীলন করতে বাধ্য করল। তারপর আবার শুরু করল। দুপুরের খাবারের জন্যে বিরতি যখন পড়ল ততক্ষণে নেফার ও ম্যারন উভয়ই লাল হয়ে গিয়েছে এবং এমনভাবে তাদের ঘাম ঝড়ছিল যেন তারা নীলের জলে নিমজ্জিত হয়ে এসেছে, যদিও টাইটার ত্বক ছিল শুকনো ও ঠাণ্ডা। যখন ম্যারন এই বিষয়ে বিষণ্ন কণ্ঠে মন্তব্য করল তখন সে শুধু মুখ টিপে হাসল। 'তোমার জন্মের অনেক আগেই আমি আমার ঘামের শেষ বিন্দু ঝড়িয়েছি।'

অন্য দিনের বিকেলগুলোতে নেফার এবং ম্যারন পুরোপুরি নগ্ন হয়ে নিজেদের দেহে তেল মেখে কুস্তি করত। টাইটা তখন তাদের প্রতিযোগিতার আম্পায়ার হতো এবং উপদেশ ও নির্দেশনা দিত। যদিও ম্যারন এক হাত বেশি লম্বা ছিল এবং কাঁধ

ও শারীরিক গঠনে ছিল বেশি ভারি, অপরদিকে নেফারের ছিল স্বাভাবিক সুষমতা। টাইটা তাকে শিখিয়েছিল কিভাবে প্রতিপক্ষের ওজন তার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে হয়। তারা একে অপরকে নিক্ষেপের পর নিক্ষেপ করত।

সন্ধ্যায় এবং গভীর রাতে টাইটা ও নেফার আগুনের পাশে বসত। তখন তারা প্রতিটি বিষয়ে– ওষুধ থেকে রাজনীতি, যুদ্ধ এবং এমনকি ধর্ম নিয়ে পর্যন্ত বিতর্ক করতো। প্রায়ই টাইটা নতুন নতুন কোন তত্ত্ব দিত। তারপর নেফারকে তার উপস্থাপন ও যুক্তিতে ভুল বের করতে হতো। সে লুকানো ফাঁদ ও অযৌক্তিক বিষয় এই সব পাঠ দিত এবং এখন আরো বেশি ও অধিক কৌশলে নেফার সেসব আবিষ্কার করে গেল এবং জানতে আরো বেশি প্রশ্ন করত তাকে। তারপর সব সময় তারা বাও খেলার বিভিন্ন ধাঁধা উদ্ধার করত এবং পাথরগুলোর গতি ও আকৃতির অসীম সম্ভাবনা ও নিয়ম উদ্ধার করত।

'যদি তুমি বাও-এর গুটিগুলোর সব বুঝতে পার, তবে তুমি আপনা আপনি জীবনকে বুঝতে পারবে', টাইটা তাকে বলল। 'খেলার চতুরতা ও সূক্ষ্ম তারতম্য বৃহৎ রহস্যের দিকে মনকে তীক্ষ্ণ করে।'

দ্রুতই মাসটা কেটে গেল। তারপর নেফার যখন একটা আঘাতপ্রাপ্ত গজলা হরিণের পিছনে মরুভূমিতে জোড়ে ছুটছিল তখন তা সবার কাছে একটা ছোট বিস্ময়ের মতো মনে হল। হঠাৎ একদিন দিগন্তে তখন কিছু একটা দেখতে পেল সে। মরীচিকায় ভগ্ন হলুদ ধুলার ক্ষুদ্র মেঘ এবং তার নিচে দূরে নদীর উপত্যকায় ওয়াগনের অবয়ব দেখা গেল। তৎক্ষণাৎ সে গজলা হরিণটার কথা ভুলে হিল্টোর সাথে দেখা করতে ছুটল। যদিও হিল্টো শারীরিক ক্ষমতায় তার লোকদের চেয়ে এগিয়ে তবুও সে অনুপ্রাণিত হল যখন দেখল ভীষণ গতিতে নেফার ঝিকমিক করা তাপের মধ্য দিয়ে দৌড়ে আসছে।

'হিল্টো', নেফার উচ্চস্বরে ডাকল, দূর থেকেই এবং হাঁপানোর কোন চিহ্ন ছাড়াই। 'প্রভু তোমায় ভালোবাসুক এবং তোমাকে অনন্ত জীবন দিক! কি খবর? কি খবর?' হিল্টো প্রশ্নটার তাৎপর্য সঠিক ভাবে না বুঝার ভান করল এবং যখন নেফার তার পাশে হাঁটতে লাগল সে রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করতে লাগল। 'উত্তরে আবার বিদ্রোহ হয়েছে। এবার টর্করা সহজে তা দমন করতে পারে নি। কঠিন লড়াইয়ে তিন দিনে সে চারশ লোক হারিয়েছে এবং তার ক্রোধ থেকে অর্ধেক বিদ্রোহী পালিয়ে গেছে।'

'হিল্টো, তুমি জানো এগুলো নয়, আমি তোমার কাছ থেকে অন্য কিছু শুনতে চাচ্ছি।'

হিল্টো মাথা ঝাঁকিয়ে বে-র দিকে নির্দেশ করল। 'মনে হয় বিশেষ কিছু বিষয়ে এখন কথা বলার সময় নয়।' সে কৌশলে পরামর্শ দিল। 'মহামান্য, আমাদের কি পরে এবং একা কথা বলা উচিত নয়?'

নেফার বাধ্য হলো তার অধৈর্য্য দমাতে।

সে দিন সন্ধ্যায় যখন তারা গুহার মধ্যে আগুনের চারদিকে বসল তখন হিল্টোর সব বিষয়ে বিশদ বর্ণনাটা নেফারের কাছে যন্ত্রণাদায়ক হলো। সে সবকিছু টাইটার কাছে বিশদ করে বর্ণনা করল, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে খবরটা: তা হচ্ছে আনুবিসের যাজকেরা দুঃখের কক্ষে যখন শবদেহ খুলেছিল তখন দেহ বদলের বিষয়টি আবিষ্কৃত হয়েছে। ফারাও নাজা কাইফান খবরটা চেপে রাখতে তার সর্বোত্তম চেষ্টা করছে এবং জন সাধারণের জানা থেকে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে। কারণ তার সিংহাসনের ভিত্তি নড়-বড়ে হয়ে যেতে পারে। যদি জনগণ সন্দেহ করে বসে নেফার এখনও জীবিত! যাই হোক, এ রকম একটা অসাধারণ ঘটনা গোপন রাখা অসম্ভব যেখানে অনেক লোক বিশেষ করে যাজকেরা এবং সভাসদেরা এ বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন। হিল্টো রিপোর্ট করল যে এই গুজব এখন থেবস্ শহরে রাস্তায় রাস্তায় এবং বাজারে বহুল প্রচলিত। এমনকি তা শহর ও গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে।

আংশিকভাবে এ গুজবের ফলে দুই রাজ্যের অশান্তি আরো বেড়েছে এবং মজবুত হয়েছে। বিদ্রোহীরা নিজেদের বলছে নীল দল। নীল ট্যামোস বংশের রং, যেখানে নাজা তার রাজ রং বাছাই করেছেন সবুজ এবং টর্ক করেছে লাল।

এর সাথে সে আরো জানাল যে পূর্বে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। মিশরীয় ফারাও হুরিয়ান রাষ্ট্র দূতকে তার প্রভু ব্যাবলিয়নের রাজা সারগনের কাছে ফেরত পাঠিয়েছে, যে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসের মাঝের বিশাল রাজ্যের অধিকারী। মিশরীয় ফারাও সারগনের বার্ষিক কর বাড়িয়ে বিশ লাখ স্বর্ণ দাবি করেছেন। পরিমাণটা অস্বাভাবিক যাতে সারগন কখনোই রাজি হবে না।

'অর্থাৎ, এ কারণেই দুই রাজ্যের আর্মিতে লোক বাড়ানো হচ্ছে', টাইটা বলল হিল্টো থামতেই। 'অবশেষে এটা পরিষ্কার যে দুই ফারাও মেসোপটেমিয়ার সম্পদের প্রতি লোভী। তারা তা দখল করতে ইচ্ছুক। ব্যাবিলনের পর তারা লিবিয়া ও চালদিয়ার দিকেও দৃষ্টি দিবে। এবং যতোদিন না পুরো দুনিয়া তাদের দখলে আসছে তারা থামবে না।'

হিল্টোকে হতভম্ব দেখাল। 'আমি এমন করে ভাবি নি, তবে সম্ভবত আপনিই সঠিক।'

'তারা দু'জন বৃদ্ধ বেবুনের মতই চালাক। তারা জানে যুদ্ধ একটি একতার বিষয়। তারা আরও জানে যদি তারা মেসোপটেমিয়ার দিকে এগোয় তাহলে জনগণ দেশাত্মবোধের কারণে তাদের পিছনে যাবে। সেনারা লুণ্ঠিত মাল ও গৌরব ভালোবাসে। ব্যবসায়ীরা ভালোবাসে বাণিজ্য ও মুনাফা বৃদ্ধি। তাদের লোভ মেটাতে এ এক চমৎকার উপায়। এভাবে সহজেই জনগণকে তারা তাদের দলে নিতে পারবে।'

'ঠিক', হিল্টো সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল। 'এখন আমি দিব্য চোখে সব দেখতে পাচ্ছি।'

'অবশ্যই, এটা আমাদেরও সুবিধা বয়ে আনেবে'; টাইটা বলল। 'আমি আমাদের একটা দারুন সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছি। যদি টর্ক ও নাজার সাথে সারগন যুদ্ধে জড়ায়, তাহলে সে তার দলে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাবে।'

'আমরা মিশর ত্যাগ করতে যাচ্ছি!' হিল্টো বিস্ময় প্রকাশ করল।

টাইটা ব্যাখ্যা করে বলল, 'যেহেতু নাজা ও টর্ক জানে নেফার এখনো জীবিত সেহেতু তারা আমাদের ধরতে আসবে। এখন একমাত্র পূর্বের পথটাই শুধু আমাদের জন্য খোলা। দুই রাজ্যে আমাদের শক্তি ও সমর্থন তৈরি করতে এবং আমাদের শক্তিশালী মিত্রকে পেতে বেশি সময় লাগবে না। তারপর আমরা ফারাও নেফারের জন্মগত অধিকার দাবি করতে ফিরে আসবো।'

বিষয়টা এবার তাদের কাছে পরিষ্কার। এখন এ পরিকল্পনার ধাঁধা থেকে বেড়িয়ে এসে সবাই তার দিকে নিরব দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারা এতোটা ভাবেনি এবং এটা তাদের মাথায় কখনোই আসতো না যে তারা জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। প্রথমে নেফার নিরবতা ভাঙ্গল। 'আমরা তা করতে পারি না', সে বলল। 'আমি মিশর ত্যাগ করতে পারি না।'

টাইটা অন্যদের দিকে অর্থ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এবং মাথা ঝাকিয়ে সিদ্ধান্তটা খারিজ করে দিল। অনুগতভাবে হিল্টো, বে এবং ম্যারন উঠে দাঁড়িয়ে গুহার বাইরে চলে গেল।

এমন পরিস্থিতি যে হবে টাইটা আগেই জানত। সে জানতো এটা মানাতে তার গুরু অভিব্যক্তি প্রয়োগ করতে হবে। সে বুঝতে পারল নেফারকে এ অবস্থা থেকে নড়ানো কঠিন হতে যাচ্ছে। বালকটি আগুনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাকে সে অবশ্যই এই নিরবতা ভাঙ্গতে বাধ্য করতে হবে। যখন সে তা করতে পারবে তখন টাইটার অবস্থান আরো শক্ত হবে।

'এই পরিকল্পনার বিষয়ে আমার সাথে আপনার কথা বলা উচিত ছিল।' নেফার অবশেষে বলল। 'আমি এখন আর বাচ্চা নই টাইটা। আমি যুবক এবং ফারাও।'

'আমি তোমাকে আমার ইচ্ছার কথা বলেছি', টাইটা শান্ত ভাবে বলল। আবার তারা নিরব হয়ে গেল দীর্ঘক্ষণের জন্যে। আগুনের শিখার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে টাইটা বুঝল নেফারের দৃঢ় সংকল্পে ভাঁজ পড়ছে।

অবশেষে নেফার আবার কথা বলল, 'তুমি ভেবে দেখো, মিনটাকা রয়েছে।'

টাইটা কিছু বলল না। সহজাত ভাবে সে বুঝল তারা দু'জন তাদের সম্পর্কের একটা সংকটময় পরিস্থিতিতে অবস্থান করছে। এমনটা এক সময় না এক সময় আসতই। তাই সে তা এড়াবার কোন চেষ্টা করল না।

'আমি মিনটাকাকে একটা বার্তা পাঠিয়েছিলাম', নেফার বলল। 'আমি তাকে বলেছি আমি তাকে নিচু এবং সেই সাথে আমি আমার জীবন ও অনন্ত আত্মার কসম খেয়ে জানিয়েছি যে আমি তাকে ছেড়ে যাবো না।'

এবার টাইটা নিরবতা ভাঙ্গল, 'তুমি কি নিশ্চিত যে মিনটাকা তোমার এই বোকার মতো শপথটি গ্রহণ করেছে যা তোমাকে, তাকে এবং তোমার আশপাশের সবাইকে বিপদে ফেলতে পারে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। হিল্টো...' নেফার থেমে গেল এবং ক্যাম্পের আগুনের শিখার উপর দিয়ে টাইটার দিকে চোখ পড়তেই তার অভিব্যক্তির পরিবর্তন হল। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে সে গুহার প্রবেশ পথের দিকে চলে গেল ধুপ-ধাপ শব্দ তুলে।

বালকের মতো নয় বরং একজন রাগান্বিত যুককের ন্যায় সে উঠে চলে গেল। গত এই ক'মাসে নেফার পুরোপুরি বদলে গেছে। একটা গভীর সন্তুষ্টি অনুভব করল টাইটা। সামনের পথ কঠিন হবে এবং নেফারের এই সকল নতুন পাওয়া শক্তি ও সংকল্পের দরকার হবে তখন।

'হিল্টো', নেফার অন্ধকারে ডাক দিল। 'আমার কাছে এসো।' সম্ভবত হিল্টো তার কণ্ঠে নতুন এক কর্তৃত্ব শুনল কারণ সে দ্রুত এল এবং হাঁটু ভেঙে নেফারের সামনে বসল।

'মহামান্য?' জিজ্ঞেস করল।

'তুমি কি সে বার্তাটা পৌঁছিয়েছো যা আমি তোমাকে বিশ্বস্থতার সাথে ন্যস্ত করেছিলাম?' নেফার জানতে চাইল।

হিল্টো আগুনের পাশে থাকা টাইটার দিকে চোখ তুলে তাকাল এক নজর। 'তাঁর দিকে তাকিয়ো না।' নেফার দাঁত কটমট করে বলল। 'আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি। আমাকে উত্তর দাও।'

'আমি বার্তাটি পৌঁছাইনি।' হিল্টো জবাব দিল। 'আপনি কি কারণটা শুনতে চান, কেন দেইনি?'

'আমি কারণটা ভালো করেই জানি।' নেফার বিরক্ত প্রকাশ করে বলল। 'কিন্তু এটা শুনো রাখো, যদি ভবিষ্যতে কখনো তুমি আমাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে না মান তবে তুমি এর সর্বোত্তম শাস্তি পাবে।'

'আমি বুঝেছি।' হিল্টো দৃঢ়তার সাথে বলল।

'যদি আবার কখনো এমন হয় যে ফারাও ও মধ্যস্থতাকারী এক বৃদ্ধ মানুষের মধ্যে এক জনকে বাছাই করতে হবে তখন তুমি ফারাওকে বেছে নিবে। তোমার কাছে কি তা পরিষ্কার?'

'দুপুরের সূর্যের মতো এটা আমার কাছে পরিষ্কার।' অনুতপ্তভাবে বৃদ্ধ হিল্টো তার মুখ ঝুলিয়ে রাখল কিন্তু তার দাঁড়ির মধ্যে একটা হাসি ফুটে উঠল।

'তুমি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছো, হিল্টো। এখন বল, রাজকন্যা সম্পর্কে তোমার কাছে আর কি খবর আছে?'

হিল্টো হাসি থামাল এবং একটু ইতস্তত করল। সাহস সঞ্চার করার চেষ্টা করল ভয়ংকর সংবাদটা দেবার জন্যে।

'কথা বলো।' নেফার আদেশ দিল। 'তুমি এতো দ্রুতই তোমার দায়িত্ব ভুলে গেলে?'

'মহামান্য, সংবাদটা আপনাকে সুখী করবে না। ছয় সপ্তাহ আগে রাজকুমারী মিনটাকার সাথে ফারাও টর্ক উরুকের বিয়ে হয়েছে।'

নেফার এমনভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন সে একটা গ্রানাইটের মূর্তি। দীর্ঘ সময় জুড়ে গুহার মধ্যে শুধু আগুনে একাসিয়ার ডাল পোড়ার শব্দ শুনা গেল। তারপর আর কোন কথা না বলে নেফার হিল্টোকে অতিক্রম করে হেঁটে মরুর আঁধারে বাইরে চলে গেল।

যখন সে ফিরল তখন পূর্ব আকাশে ঊষা লাল রং ধারণ করছে। হিল্টো গুহার পিছনে তাদের ভেড়ার চামড়া ভাজ করছিল। কিন্তু টাইটা ঠিক সেভাবেই বসে আছে যেভাবে নেফার তাকে ছেড়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্য সে ভাবল বৃদ্ধ মানুষটি ঘুমিয়ে আছে। আর তখনই টাইটা তার মাথা তুলে তার দিকে তাকাল তার উজ্জ্বল চোখ নিয়ে, যা আগুনের আলোতে ছিল অন্য রকম স্বতন্ত্র।

'তুমিই ঠিক, আমি ভুল ছিলাম। তোমাকে আমার এখন দরকার, অন্য সব সময়ের চেয়ে বেশি, বুড়ো বন্ধু!' নেফার বলল। 'তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো?'

'তোমাকে তা বলতে হবে না।' টাইটা নরম সুরে বলল।

'আমি তাকে টর্কের দাসত্বে ছেড়ে দিতে পারি না।' নেফার বলল।

'না।'

টাইটার বিপরীতে এসে নেফার তার মুখোমুখি বসে ধীর লয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে লাগল। ঝড় বয়ে চলে গেছে। এবং তারা এখনো এক সাথে।

নেফার কয়টি কাটা গুড়ি তুলে নিয়ে আগুনের গভীরে তা ঠেলে দিল। তারপর টাইটার দিকে চোখ তুলে তাকাল দৃঢ় দৃষ্টি নিয়ে।

'তুমি আমাকে শিখিয়েছো দূরে দেখতে', সে বলল। 'কিন্তু আমি কখনোই সে উপহারটা অর্জন করি নি। অন্তত গত রাতের আগে না। বাইরে অন্ধকারের অখন্ড নিরবতায় আমি দূর থেকে মিনটাকাকে চেষ্টা করেছিলাম দেখতে। এইবার আমি কিছু দেখেছি, টাইটা। কিন্তু তা ছিল ক্ষীণ এবং আমি তার কিছুই বুঝি নি।'

'তার জন্যে তোমার ভালোবাসা তোমাকে তার অলৌকিকভাবে অনুভূতি প্রবণ করেছে।' টাইটা ব্যাখ্যা করল। 'তুমি কি দেখেছো?'

'আমি শুধু ছায়া দেখেছি, কিন্তু সেই সাথে আমি ভয়ানক দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করছি। আমি এতোটাই হতাশা অনুভব করলাম যে তা আমাকে আমার মৃত্যু কামনা

করতে বাধ্য করল। আমি জানি এগুলো মিনটাকার অনুভূতি এবং আমার নিজের নয়।'

টাইটা অভিব্যক্তি হীনভাবে আগুনের দিকে চেয়ে রইল এবং নেফার বলে গেল, 'তোমাকে অবশ্যই আমার জন্য দূর থেকে তাকে দেখতে হবে। ভয়ংকর কোন ভুল আছে। একমাত্র তুমিই এখন তাকে সাহায্য করতে পারবে, টাইটা।'

'তোমার কাছে কি মিনটাকার কোন কিছু আছে?' সে জিজ্ঞেস করল। 'কোন উপহার বা চিরকুট যা সে তোমাকে দিয়েছিল?'

নেফারের হাত তার গলার নেকলেসের কাছে চলে গেল। সে ছোট সোনার লকেটটি স্পর্শ করল যা চেইনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলছিল। 'এটি আমার সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ।'

টাইটা আগুনের উপর দিয়ে তা নিতে হাত বাড়াল। 'এটি আমাকে দাও।' নেফার ইতস্তত করল, তারপর হুক খুলে লকেটটি তার শক্ত মুঠিতে নিল।

'আমার কাছে এটা নিজের চাইতেও দামী। শেষ বার সে এটি স্পর্শ করেছিল। তার এক গোছা চুল এর ভেতর রয়েছে।'

'তাহলে এটি খুবই কার্যকর হবে। এটা তার অংশ ধারণ করে। যদি তুমি চাও যে আমি তাকে সাহায্য করি তাহলে এটি আমাকে দাও।' নেফার তাকে তা দিল।

'এখানে অপেক্ষা করো।' বলেই টাইটা উঠে দাঁড়ালো। যদিও সে অন্ধকারে সারাটা সময় তার পা ভেঙে আসন করে বসেছিল, তবুও তার চলাফেরায় কোন জড়তা নেই। একজন যুবক, পৌরুষ দীপ্ত মানুষ যেন সে। ভোরের বাতাসে সে বেরিয়ে বালিয়াড়ির চূড়ায় গিয়ে উঠল। তারপর আলখেল্লাটা পায়ের চারপাশে একত্রিত করে সে বালির উপর আসন গেড়ে বসল উষার মুখোমুখি হয়ে।

মিনটাকার লকেটটি সে তার কপালে ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করল। তারপর হালকাভাবে দুলতে লাগল এপাশ ওপাশ। সূর্য দিগন্তে পরিষ্কার হয়ে তার চেহারায় আলো ছড়াতে লাগল।

তার ডান হাতে থাকা লকেটটি মনে হল যেন এক অদ্ভুত জীবন পেল হঠাৎ। টাইটা ওটার মধ্যে তার নিজের হৃদ্‌স্পন্দনের ছন্দ, নাড়ির মৃদু স্পন্দন অনুভব করল। সাথে সাথে সে মনটা খুলে দিল এবং অস্তিত্বের স্রোত মুক্তভাবে প্রবেশ করতে দিল। তার চারপাশে বিশাল নদীর ন্যায় এক জগৎ ফুটে উঠল তখন। তার নিজের আত্মা তার দেহ থেকে বেরিয়ে অনেক উপরে উঠে গেল। যেন সে কোন দৈত পাখির ডানায় ভর করেছে। সে উড়ছিল; অপরিষ্কার মাঠ, শহর, বন, ভূমি ও মরুর অসংখ্য ছবি তার নিচে ঘুরপাক খাচ্ছে একে একে। সে আর্মিদের এগোতে দেখল, সেনা দল হলুদ ধুলোর ঝড় তুলছে, তাদের বর্শার মাথা চকচক করল। সে উজানে জাহাজ দেখল, ঢেউ ও বাতাসে যা ভেঙে গিয়েছে। সে একটা জ্বলন্ত শহর দেখল, ওগুলো লুণ্ঠন করা হয়েছে এবং সে তার মাথার ভেতর অচেনা কণ্ঠ শুনল।

জানে ওগুলো অতীত ও ভবিষ্যত থেকে আসছে। সে অনেক আগের মৃতদের মুখ দেখল এবং এমনকি যারা এখনো জন্মায়নি তাদেরও।

সে চলতেই লাগল এবং তার সত্তা আরো বিস্তৃতি পেল। সবর্দা লকেটটি তার সাথে রইল চুম্বকের ন্যায়। মনে মনে সে ডাকল, 'মিনটাকা!' এবং অনুভব করল লকেটটা গরম হচ্ছে। তারপর এক সময় তা তার হাতের মধ্যে গরম হয়ে হাত পুড়িয়ে দিতে চাইল।

ধীরে দৃশ্য পটগুলো আরো পরিষ্কার হল এবং সে তার মিষ্টি কণ্ঠের জবাব শুনল, 'আমি এখানে। কে আমায় ডাকল?'

'মিনটাকা, আমি টাইটা।' সে উত্তর দিল, কিন্তু সে বুঝল কোন অশুভ সত্তা বাঁধা দিচ্ছে এবং তাদের দু'জনের যোগাযোগ ভেঙে দিল। মিনটাকা চলে গিয়েছে এবং পরিবর্তে সেখানে উপস্থিতি হল এক চরম অবস্থা। সে সমস্ত শক্তি তার উপর স্থির করল, কালো মেঘটা হটানোর চেষ্টা করল। তারপরই সব কিছু মিলিত হয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো কোবরার আকার নিল। এই একই রকম অশুভ প্রভাব যা সে ও নেফার এর আগে বার-আম-মাসারার পাহাড়ে মুখোমুখি হয়েছিল রাজ বাজপাখির নীড়ে।

সে মনে মনে কোবরার সাথে লড়াই করতে ও সর্পটাকে ফেরত পাঠাতে তার শক্তি বৃদ্ধি করল। কিন্তু বশ স্বীকার করার পরিবর্তে সাপের প্রতিচ্ছবি আরো স্পষ্ট ও আরো ভয়ংকর হল। হঠাৎ সে বুঝল এটা কোনো মানসিক প্রকাশ নয়, বরং মিনটাকার জন্যে সরাসরি ও মারাত্মক হুমকি। অশুভ সত্তাটা হঠাতে এবং মিনটাকার কাছে পৌঁছতে সে তার চেষ্টা চারগুণ বৃদ্ধি করল, কিন্তু যন্ত্রণা এবং দুঃখটা এতো বেশি যে তাদের মাঝে তা অভেদ্য বাঁধা হয়ে দাঁড়াল।

তারপর হঠাৎ সে একটা হাত দেখতে পেল, চিকন ও মুষ্ঠিবদ্ধ; অভিশপ্ত সরু মাথাটা ধরতে যাচ্ছে। সে জানত এটা মিনটাকার হাত, কারণ নীল লেপিজ লাজুলি পাথরের আংটি যাতে তার স্মারক খোদাই করা তা তার তর্জনীতে শোভা পাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সে তার সমস্ত জীবনী শক্তি দিকে বিষধর সাপটাকে আয়ত্তে আনল এবং মিনটাকার হাত কামড়ে দেওয়া থেকে প্রতিরোধ করল। এমন কি যখন মিনটাকা সাপটার প্রসারিত ফণায় আঘাত করল তখনও। কোবরা তার অর্ধেক গুটিয়ে নিল এবং প্রায় পোষা বিড়ালের ন্যায় তার মাথা পেতে দিল আদর পেতে।

'যা করতে হবে তা এটাকে করতে বাধ্য করুন।' টাইটা মিনটাকার কণ্ঠ শুনল এবং আরো এক কণ্ঠ যা উত্তর দিল তাও সে চিনল। 'এমনটা আমি আর কখনো দেখি নি। তোমাকে অবশ্যই দূতটাকে তোমার হাত দিয়ে আঘাত করতে হবে। যা তাকে দেবীর উপহার সরবরাহ করতে বাধ্য করবে।' টাইটা চিনল কণ্ঠটা হচ্ছে অ্যাভারিসের হাথোর মন্দিরের প্রধান যাজিকার। দুঃখে জর্জরিত মিনটাকা দেবীর পথ বেছে নিতে চলেছে।

'মিনটাকা!' তার কাছে পৌঁছতে সে নিজের আরো জোর প্রয়োগ করল এবং সফলও হল শেষ পর্যন্ত।

'টাইটা?' সে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, কারণ মিনটাকা অবশেষে তার ব্যাপারে সচেতন হয়েছে। টাইটার দৃষ্টি এতো প্রসারিত হল যে সে সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পারল।

মিনটাকাকে একটা পাথুরে দেয়ালের শয়নকক্ষে দেখা গেল। একটা ঝুড়ির সামনে সে হাঁটুগেড়ে বসে আছে। পবিত্র যাজিকা তার পাশে এবং তার সামনে মারাত্মক বিষধর সাপটা ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'তোমাকে এই পথ বেছে নিতে হবে না।' টাইটা আদেশের স্বরে তাকে বলল। 'এটা তোমার জন্যে নয়। প্রভু তোমার জন্য অন্য ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। তুমি কি আমায় শুনছো?'

'হ্যাঁ!' মিনটাকা তার দিকে তার মাথা ঘুরাল যেন সে তার মুখ দেখতে পায়।

'নেফার জীবিত। নেফার বেঁচে আছে। তুমি কি আমায় শুনছ?'

'হ্যাঁ! ওহ, হ্যাঁ।'

'শক্ত হও মিনটাকা, আমরা তোমার জন্যে আসবো। নেফার ও আমি তোমার জন্যে আসছি।'

তার মনোযোগ এতো তীব্র ছিল যে, টাইটা তার আঙুলের নখ নিজের হাতের তালুর গভীরে ঢুকিয়ে দিল এবং রক্ত ঝড়তে লাগল। সে আর তাকে ধরে রাখতে পারল না, সে পিছলে যেতে লাগল তার দৃষ্টি থেকে। তার প্রতিচ্ছবি ভোতা ও ক্ষীণ হয়ে গেল এক সময়। কিন্তু তা হারিয়ে যাবার পূর্বে সে তার হাসি দেখল। একটা সুন্দর জিনিস, ভালোবাসায় পূর্ণ এবং আশায় নতুন।

'শক্ত হও!' তাকে উদ্বুদ্ধ করল সে। 'শক্ত হও, মিনটাকা!' তার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি তার কাছে ফিরে এল, যেন অনেক দূর থেকে তা আসছে।

বালিয়াড়ির পাদদেশে দাঁড়িয়ে নেফার তার অপেক্ষায় ছিল। টাইটা অর্ধ পথ নামতেই সে তাকে দেখে বুঝল গুরুত্ব পূর্ণ কিছু ঘটেছে। 'তুমি তাকে দেখেছ!' সে চিৎকার করে উঠল এবং এটা কোন প্রশ্ন ছিল না। 'তার কি হয়েছে?' সে দৌড়ে এগিয়ে এল টাইটার সাথে মিলতে।

'আমাদের তার প্রয়োজন।' বলে টাইটা একটা হাত নেফারের কাঁধে রাখল। সে কখনোই নেফারকে খুলে বলতে পারবে না সে মিনটাকাকে কি পরিমাণ দুঃখ, দুর্দশার মধ্যে পেয়েছে কিংবা তার আপন ভাগ্য যা সে নিজের জন্যে প্রস্তুত

করেছিল। কখনোই নেফার তা সহ্য করতে পারবে না। বরং তা তাকে কোন ভয়ংকর কাজে ঠেলে দিবে যা উভয় প্রেমিক প্রেমিকাকে শেষ করে দিতে পারে। 'তুমিই ঠিক।' টাইটা বলে গেল।

'এই ভূমি ছাড়ার আমার পরিকল্পনাটা এবং পূর্ব দিকে নতুন সুরক্ষা খুঁজে পাওয়ার বিষয়টা স্থগিত রাখতে হবে এখন। আমাদের মিনটাকার কাছে যেতে হবে। আমি তাকে ওয়াদা করেছি।'

'হ্যাঁ!' নেফার সম্মতি জানিয়ে বলল। 'আমরা কখন অ্যাভারিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি?'

টাইটা জবাবে বলল, 'জরুরি ভাবে। আমরা দ্রুতই রওয়ানা দিচ্ছি।'

অ্যাভারিস থেকে দক্ষিণের ছোট্ট গ্যারিসনে পৌঁছতে তারা পনের দিনের কঠিন একটা ভ্রমণ করল এবং সেখান থেকে নতুন অশ্ব সরবরাহ স্টেশন থেইন যেতে তাদের লাগল আরো এক দিন। পথে চার বার তারা ঘোড়া বদলালো। এই দীর্ঘ পথে টাইটা মিলিটারী গ্যারিসন এবং ক্যাম্প থেকে রাজ আদেশনামা ব্যবহার করে দুর্বল প্রাণী বদলালো ও প্রয়োজনীয় মালপত্র ভরে নিল, যা নাজা তাকে দিয়েছিল।

গেবেল নাগার ত্যাগ করার পর তারা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে অবিরাম ভেবেছে, জানা কথা এসব ফারাও টর্ক উরুকের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। পথে রক্ষী সেনাদলের অফিসারদের সাথে কথা বলে তারা জেনেছে যে টর্কের এখন নিজের অধীনে সাতাশটি পুরোপুরি প্রশিক্ষিত ও অস্ত্রে সজ্জিত রেজিমেন্ট রয়েছে এবং সেই সাথে প্রায় তিন হাজার রথ। বিপরীতে এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে তাদের আছে মাত্র একটা ওয়াগন, যা দীর্ঘ কঠোর পরিশ্রমের চিহ্ন বহন করছে এবং যার একটা চাকা যে কোন অসম পরিস্থিতিতে ভেঙ্গে পড়তে পারে। চাকাটা পাকানো সুতা ও চামড়া দিয়ে আটকানো। সংখ্যায় তারা মাত্র চারজন: নেফার, ম্যারন, হিল্টো এবং বে। আর পঞ্চম জন টাইটা।

'ম্যাগোস নিজে কমপক্ষে ২৭টি রেজিমেন্টের সমকক্ষ', হিল্টো বলল। 'তাই সেদিক দিয়ে বললে আমরা টর্কের সমকক্ষ।'

হিল্টো থেইনের সেনা ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা ক্যাপ্টেনকে চিনত। গভীর ক্ষত ও ধূসর কেশর বৃদ্ধ যোদ্ধাটির নামা সোক্কো। অনেক আগে তারা একসাথে রেড রোড দৌড়িয়েছিল। তারা একসাথে যুদ্ধ করেছে, আনন্দ উৎসব করেছে এবং সঙ্গ উপভোগ করেছে। দীর্ঘ এক ঘণ্টা অতীত রোমন্থন করার পর ও এক পাত্র মদ পান করার পর হিল্টো তাকে আদেশ নামাটা দিল। সোক্কো তার নিচে-উপরে হাত দিয়ে ধরল এবং জ্ঞানীর ন্যায় পরখ করল।

'ফরাও এর সীলমোহরটা দেখো', হিল্টো মোহরটা স্পর্শ করল।

'যদি আমি তোমাকে না জানতাম হিল্টো এবং হুরাসের কসম, আমি সম্ভবত ভাবতাম তুমি ঐ সুন্দর ছবিটি নিজেই এঁকেছো।' সোক্কো স্ক্রৌলটা হিল্টোকে ফিরিয়ে দিল। 'তা তোমার কি প্রয়োজন বৃদ্ধ বন্ধু?'

নতুন অশ্ব সরবরাহ দলের কয়েকশ ঘোড়া থেকে তারা সতেজ কয়টা ঘোড়া বাছাই করল। তারপর টাইটা সেন্য দলের পার্ক করা রথগুলোর নিকট গেল যেগুলো মাত্র অ্যাভারিসের কারিগরদের কাছে থেকে পাঠানো হয়েছে। সে তিনটা যান বাছাই করে সতেজ ঘোড়াগুলোকে ওগুলোর সাথে বেঁধে দিল।

থেইন ছাড়ার সময় টাইটা তাদের পুরোনো ওয়াগনটা চালাচ্ছিল। ম্যারন, হিল্টো এবং নেফার প্রত্যেকে একটা করে নতুন রথ চালাচ্ছে। এদিকে বে তখন আরো অতিরিক্ত বিশটি ঘোড়া তাদের পিছনে নিয়ে আসছিল। তারা সরাসরি অ্যাভারিসের উদ্দেশ্যে চলল এবং কিন্তু শহরের যাবার একটু ঘোড়ানো পথ বেছে নিল।

মরু কিনারে একটা ছোট মরুদ্যান ছিল যা বেদুইন ও ব্যবসায়ীরা পূর্বে দিকে যেতে ও ফিরতে ব্যবহার করে থাকে।

সেখানে পৌছে যখন অন্যরা গাড়ি থেকে খাবার নামাচ্ছিল, যা তারা থেইন থেকে এনেছে; টাইটা তখন সেখানে অবস্থানরত অন্য যাত্রী দলের অ্যাশিরিয়ান প্রভু যে কাছেই ক্যাম্প করেছে তার সাথে কুশল বিনিময় করতে গেল। লোকটি দূর সাগরের ভূমি থেকে হাত ভরা নোরাং ছেঁড়া কাপড় ও বিশটি পশমের গালিচা বয়ে এনেছে। ওগুলোর মান ও উপাদান উন্নত ছিল না কিন্তু তারপরও টাইটা জিনিসগুলো অত্যাধিক দাম দিয়ে কিনে নিল। 'ঐ অ্যাশিরিয়ানের বাচ্চা একটা গলা কাটা ডাকাত', কার্পেটগুলো ওয়াগনে তুলতে তুলতে সে বিড়বিড় করে বলে উঠল।

'তা আমাদের এসবের কি প্রয়োজন?' নেফার জানতে চাইল। কিন্তু প্রশ্নটা না শোনার ভান করল টাইটা।

ঐ রাতে টাইটা তা রূপালি চুলের কেশর কুব্জ কন্টক গাছের বাকলের রস দিয়ে রাঙালো যা তার চেহারায় একটা নাটকীয় পরিবর্তন আনল।

খুব ভোরে অন্ধকার থাকতেই আবার সে ঘোড়াগুলো ও রথের দায়িত্ব বে-কে দিয়ে বাকিদের নিয়ে ভাঙা ওয়াগনে চড়ে বসল। ধুলোময় কার্পেটের স্তূপের উপর বসে পশ্চিমে অ্যাভারিসের দিকে চলল তারা।

সবাই টাইটার সংগ্রহ করা ছেঁড়া ও জীর্ণ কাপড় পড়েছে। টাইটা পরিধান করেছে একটা লম্বা জামা এবং তার মুখের নিচের অংশটুকো চালাডিসের অধিবাসীদের ন্যায় নেকাবে ঢাকা। কালো করে রাঙ্গানো চুলে তাকে আর ম্যাগোস বলে চেনা যাচ্ছে না।

উত্তরের রাজকীয় শহরে পৌঁছতেই তাদের সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেখানে দেয়ালের বাইরে কয়েক হাজার মানুষের স্থায়ী বসবাস; অধিকাংশই ভিখারী, পরিভ্রমী

অভিনেতা বা বিদেশী ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য অভদ্র লোকজন। তারা তাদের মাঝে ক্যাম্প করল। পরদিন সকালে ম্যারেনের কাছে ওয়াগনের দায়িত্বে ছেড়ে শহরের বাইরে সূর্যোদয়ের সময় ফটক খোলার অপেক্ষায় দাঁড়ানো ভিড়ে যোগ দিতে চলে গেল তারা।

যখন তারা শহরের রক্ষীদের পেরিয়ে গেল, হিল্টো সরাইখানা ও গণিকাগৃহের পুরানো কোয়ার্টারের সরু রাস্তা বরাবর এগিয়ে গেল যেখানে সে আশা করল তার কিছু ঘনিষ্ট বন্ধু ও পূর্বের সহযোদ্ধা খুঁজে পাবে এবং তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে নতুন খবর সংগ্রহ করতে পরবে। টাইটা নেফারকে তার সাথে নিল এবং তারা জনাকীর্ণ সদা জাগ্রত শহরের রাস্তা দিয়ে প্রাসাদের ফটকের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল। তারা ভিখারী, ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারীদের সাথে যোগ দিল। টাইটা প্রাসাদে ঢোকার কোন চেষ্টা করল না, বরং সকালটা চারপাশের লোকজনের কথা শুনে এবং অন্যান্য অলসদের সাথে কথা বলে ব্যয় করল।

অবশেষে টাইটা ব্যাবিলিয়ানের এক সওদাগরে সাথে আলোচনায় যোগ দিল। তার নিজের মতই লোকটির কাপড় পড়া, যে নিজেকে নিনতুরা বলে পরিচয় দিল। একজন মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীর মতো টাইটা আক্কাডিয়ান ভাষায় কথা বলল, কারণ সে এই বেশ নিয়েছে। ইথোপিয়া থেকে আনা দামী ও অপ্রতুল এক পাত্র কফি তারা ভাগাভাগি করল এবং নিনতুরাকে মোহিত করার জন্য টাইটা তার সব কৌশল প্রয়োগ করল যে কিনা প্রাসাদের বাইরে দশ দিন যাবৎ ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার পালা আসার অপেক্ষায় রয়েছে কখন টর্কের নতুন স্ত্রীর সামনে সে তার পণ্য প্রদর্শনের করবে। সে ইতোমধ্যে প্রাসাদে ঢুকে তরুণ বধুর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রাসাদের উজিরকে প্রত্যাশিত চড়া বকশিশ দিয়েছে, কিন্তু তারপরও তার আগে আরো অনেকে রয়ে গেছে।

সে বলল, টর্ক তার নতুন স্ত্রীর সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে। নতুন রাণী তাকে তার সাথে বিছানায় যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে না। নিনতুরা মুখ টিপে হাসল, 'তার জন্যে সে বেশি বন্য, উত্তেজিত পুরুষ হরিণের ন্যায়। রানী তার পা আড়াআড়ি করে রাখে এবং তার ঘরের দরজা তালাবদ্ধ। টর্ক মূল্যবান উপহার দিয়ে তার হৃদয় জিততে চাচ্ছে। কিন্তু তার মন গলছে না। সে সবকিছু কেনে যা তাকে সাধা হয় এবং তারপর তাকে রাগাতে সে তৎক্ষণাৎ তা বিক্রি করে দেয় পানির দরে এবং শহরের দরজায় দাঁড়ানো গরিবদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেয়।' উরুতে চাপড় দিয়ে নিনতুরা হাসিতে ফেটে পড়ল। 'লোকে বলে সে একই জিনিস বারবার কেনে এবং টর্কও তার মূল্য পরিশোধ করতে থাকে।'

'টর্ক কোথায়?' টাইটা প্রশ্ন করল।

'সে দক্ষিণে ভ্রমণ করছে?' নিনতুরা জবাব দিল। 'সে বিদ্রোহরে আগুন চাপা দিচ্ছে কিন্তু পিঠ ঘোরাতে না ঘোরাতে আবার আগুন তার পিছনে ছড়িয়ে পড়ে।'

'এই রাণী মিনটাকার সামনে উপস্থিত হতে প্রাসাদে প্রবেশের জন্য আমি কার কাছে যেতে পারি?'

'প্রাসাদের উজির, সোলেথ যার নাম, মোটা, খোজা উদ্ভট লোকটার কাছে।' নিনতুরা টাইটার শারীরিক অবস্থা বুঝতে পারে নি। টাইটা সোলেথকে তার সুনাম দিয়ে জানত এবং সে ঐ খোজাদের একজন যাদের মাঝে গোপন ভ্রাতৃত্বটা বিদ্যমান।

'আমি তাকে কোথায় পেতে পারি?' টাইটা জিজ্ঞেস করল।

'তার সামনে যাবার অনুমতি পেতে হলে তোমাকে একটা স্বর্ণের আংটি দিতে হবে', নিনতুরা তাকে সতর্ক করল।

সোলেথ তার নিজের দেয়াল ঘেরা পদ্ম পুকুরের পাশে বসেছিল। যখন হারেমের একজন রক্ষক টাইটাকে তার কাছে নিয়ে এল তখনও সে উঠল না।

হিকসস্-রা তাদের পুরোনো রীতি এতোটাই ছেড়ে দিয়ে মিশরীয় রীতি গ্রহণ করেছে যে তারা এখন তাদের স্ত্রীদের অন্দর মহলে আবদ্ধ করে রাখে না। খোজারা এখনো তাদের পূর্ব ক্ষমতা রাজ মহিলাদের উপর অনেকটা প্রয়োগ করে, কিন্তু যখন সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা হয় তারা অনেক স্বাধীনতা পায়। তারা বিদেশ যেতে পারে, নদীতে তাদের আনন্দের জন্য নৌকা ভাসাতে পারে, ব্যবসায়ীরা তাদের কাছে তাদের পণ্য দেখাতে অথবা ভোজে আসতে পারে, গান, নৃত্য এবং তাদের বন্ধুদের সাথে খেলাধূলা করতে পারে।

টাইটা নিজেকে সোলেথ এর কাছে একটি কাল্পনিক নামে পরিচয় দিয়ে একটা মর্যাদাপূর্ণ সম্ভাষণ জানাল। সেও অনুসরণ করল এবং ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন চিনতে পেরে তার কনিষ্ঠ আঙ্গুলদ্বয় বাঁকালো এবং তাদের এক সাথে স্পর্শ করল। সোলেথ বিস্ময়ে চোখ পিট পিট করল এবং তার চোখ টাইটার বাঁকানো গঠনের নিচের দিকে গেল; কিন্তু একজন খোজার মতো দেহাকৃতি বা মুখাবয় তার নেই। তবুও সে টাইটাকে ইশারায় তার বিপরীতে রাখা আসনে বসতে বলল। টাইটা একজন দাসের পরিবেশন করা শরবতের বাটি নিল এবং তুচ্ছ বিষয়ে তারা কথা বলল কিছুক্ষণ। দ্রুতই তাদের ভ্রাতৃত্বে টাইটা তার প্রমাণ এবং সাধারণ পরিচয় স্থাপন করল। ওরকম না করে, সোলেথ টাইটার অবয়ব পর্যবেক্ষণ করতে লাগল চিন্তিত ভাবে, নেকাবের ও কালো করা চুলের দিকে তাকাতে লাগল বারবার। ধীরে ধীরে তার চোখে ফুটে উঠল অতি চেনা অবয়ব এবং অবশেষে সে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার যাত্রা পথে নিশ্চয়ই বিখ্যাত ম্যাগোসের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, দুই রাজ্যেই যিনি বিখ্যাত এবং তার বাইরেও, টাইটা তার নাম?'

'টাইটাকে আমি ভালো করেই চিনি।' টাইটা বলল।

'সেই সাথে সম্ভবত আপনি আপনার নিজেকেও?' সোলেথ জিজ্ঞেস করল রহস্যময় কণ্ঠে।

'কমপক্ষে যতোটুকু আমার নিজেকে জানা দরকার ততটুকু।' টাইটা দৃঢ়ভাবে বলল এবং সোলেথের গোলগাল চেহারায় একটা হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল।

'আর কোন কথা বলার প্রয়োজন নেই। এখন বলুন আপনার কি সেবায় আমি আসতে পারি? মুখ ফুটে শুধু একবার বলুন।'

ঐ সন্ধ্যায় নেফার, ম্যারন ও হিল্টো কার্পেট ভরা ওয়াগনে চড়ল, আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করা ওয়াগনটার চালকের আসনে উপবিষ্ট হলো টাইটা। ওয়াগনের ত্রুটি-পূর্ণ পিছনের চাকাটা ভারসাম্যহীনভাবে এপাশ ওপাশ দুলছিল। প্রাসাদের ফটকের পাশেই নিচু সরু স্থানে একদল বাজে লোক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। টাইটা একজনকে ডেকে গাড়ি পাহাড়া দেওয়ার জন্য একটা কপারের আংটি দিল; তারপর তার লাঠির গোড়া দিয়ে ফটকে উচ্চ শব্দে আঘাত করল। তৎক্ষণাৎ ফটকটা খুলে গেল কিন্তু এক দল প্রহরীর তাক করা বর্শার মুখোমুখি হলো তারা। অন্দর মহলের প্রবেশ দ্বার খুব সুরক্ষিত। টর্ক তার ছোট হরিণীর ভালো যত্নই নিচ্ছে।

সোলেথ তাকে অভিবাদন জানানোর জন্য ওখানে ছিল না, নিশ্চিত সে তার নাক পরিষ্কার করছে। তবে সে তার অধীনস্থন একজনকে পাঠিয়েছে। একজন কালো দাস, টাইটাকে রক্ষীদের থেকে নিয়ে যেতে ও গাইড হিসেবে কাজ করতে এসেছে। যদিও টাইটার হাতে প্যাপিরাসের স্ক্রোলটা ছিল যা সোলেথ তাকে দিয়েছে তবুও রক্ষীদের দল নেতা তাদের যাওয়ার পূর্বে তল্লাশি নিতে জোর করল। হিল্টোকে কার্পেট খুলতে আদেশ দিল এবং প্রতিটি ভাজ তার বর্শার ডগা দিয়ে খোঁচা দিয়ে দেখল, অবশেষে সে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের যেতে দিল।

বৃদ্ধ দাস তাদের আগে আগে চলল, তারা সরু বারান্দার এক গোলক ধাঁধার মধ্য দিয়ে চলছিল যেন। আরো এগুতেই চারপাশ বিস্তৃত হয়ে গেল, তারা বিশাল এক চন্দন কাঠের দরজার সামনে এসে থামল যার সম্মুখে দু'জন বিশালদেহী খোজা পাহাড়া দিচ্ছে। বৃদ্ধ দাসটি তাদের সাথে ফিসফিস করে কথা বলল, তারপর রক্ষী দু'জন একপাশে সরে গিয়ে টাইটা ও অন্যদের একটি খোলামেলা বাহারী ফুলের এবং যুবতী নারীদের লোভনীয় সুগন্ধে ভরপুর কক্ষে প্রবেশ করতে দিল। সেখানে একটা ছোট ঝুল ছাদ ছিল যেখান থেকে ভেসে আসছে বীণা ও নারী কণ্ঠের আওয়াজ।

বৃদ্ধ দাস ছাদে উঠে গেল। 'মহামান্য'; সে কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'আপনার অনুগ্রহ পেতে এক ব্যবসায়ী সামার কান্দের সুন্দর সিল্কের কার্পেট নিয়ে অপেক্ষা করছে।'

'আমি এক দিনের জন্য অনেক আবর্জনা দেখেছি।' একটি মেয়ে কণ্ঠ জবাব দিল এবং নেফার ঐ পরিচিত অতি প্রিয় কণ্ঠে শিহরিত হলো এবং তার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে এল। 'তাদের চলে যেতে বলো।'

রক্ষী পিছনে টাইটার দিকে তাকিয়ে চেহারাটা তুলে হাত নেড়ে অসহায়ত্ব প্রকাশ করল। হঠাৎ নেফার জোরে আওয়াজ করে তার কাঁধে থাকা কার্পেটের রোল টাইলসের মেঝেতে ফেলে দিল এবং দুপদাপ শব্দ করে ছাদের প্রবেশ দ্বারের দিকে এগিয়ে গিয়ে থামল। সে ছেড়া কাপড় পড়েছে এবং নোংরা কাপড় তার মাথার চারপাশে জড়ানো যা তার মুখের নিম্নাংশ ঢেকে রেখেছে। শুধু তার চোখ দেখা যাচ্ছিল।

পায়ের কাছে দু'জন দাস নিয়ে মিনটাকা পাঁচিলের উপর বসেছিল। সে তার দিকে তাকাল না বরং আবার গান শুরু করল। এটা বানর ও গাধার গান এবং নেফার তার হৃদয়ে ঐ শব্দগুলোর হাহাকার অনুভব করল। সে তার মিষ্টি বাঁকানো চিবুকটা ঘুরিয়ে রেখেছে এবং ঘন কালো চুল যা তার পিঠের নিচে ঝুলে আছে শুধু তা দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ মিনটাকা গান থামিয়ে তার দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকাল। 'ওখানে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে থেকো না, গেয়োভূত।' ধমক দিয়ে বলল। 'তোমার জিনিস তুলে নাও এবং চলে যাও।'

'আমায় ক্ষমা করুন, মহামান্য।' ক্ষমার ভঙ্গিতে সে হাত তুলল। 'আমি ডাব্বার নেহাত বোকা ছাড়া কিছু নই।'

মিনটাকা চিৎকার করে উঠল, হাত থেকে তার বীণাটা পড়ে গেল, তারপর দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকল সে।

এক পুচ্ছ গোলাপি আভা দেখা দিল তার গালে এবং সে তার সবুজ চোখের দিকে চেয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। কৃষ্ণ দাস তার ছোরা বের করে দৃঢ়ভাবে ছোট ছোট পায়ে নেফারকে আঘাত করতে এগোচ্ছিল। মিনটাকা নিজেকে ফিরে পেল সাথে সাথে। 'না, তাকে ছেড়ে দাও।' সে তার ডান হাত তুলে জোড়ালো কণ্ঠে আদেশ করল। 'তুমি চলে যাও। আমি অসভ্য লোকটির সাথে কথা বলব।' দাসকে হতভম্ব ও ইতস্তত: দেখাল, মুক্ত চাকুটা এখনো নেফারের পেট বরাবর নিশানা করা।

'তোমাকে যা বলা হয়েছে তা করো।' মিনটাকা সিংহীর মতো গর্জন করল। 'যাও, বোকা যাও!' দ্বিধান্বিত দাস তার ফলা খাপে ভরে ফিরে গেল। মিনটাকা এখনো নেফারের দিকে চেয়ে আছে। তার চোখ বড় ও কালো, তার সঙ্গী মেয়েরা বুঝল না তার কি হল। তারা শুধু বুঝতে পারছে অদ্ভুত কিছু একটা হয়েছে। দাসটি চলে যেতেই দরজার পর্দা আবার পড়ে গেল। নেফার তার মাথা ঢেকে রাখা কাপড়টা খুলতেই তার কোঁকড়া চুলগুলো কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

আবার চিৎকার করে উঠল মিনটাকা। 'ওহ্ হাথোর, তুমি! সত্যি তুমি! আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো আর কখনো আসবে না।' সে প্রায় উড়ে তার কাছে ছুটে

গেল। আলিঙ্গনে ঢেকে দিল তাকে। দীর্ঘক্ষণ তারা একজন অন্যজনকে জড়িয়ে ধরে রইল। অসঙ্গতভাবে একজন আরেকজনের প্রতি ভালোবাসার কথা ও তারা একে অন্যকে কতখানি অনুভব করছে চেষ্টা করল বলার। দাসী মেয়েরা তাদের বিস্মিত অবস্থা থেকে নিজেদের ফিরে পেতেই হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল তাদের চতুর্দিকে। আনন্দ ও উত্তেজনায় কান্না করল যতোক্ষণ না টাইটা তাদেরকে তার লাঠির কয়েকটি দুপদুপ আওয়াজ দিয়ে শান্ত করাল।

'ঐ বোকার মত চেঁচামেচি থামাও। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাহলে সব রক্ষীর এখানে চলে আসবে।' সে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনার পর হিল্টো ও ম্যারনের দিকে ঘুরে সবচেয়ে বড় কার্পেটটি টাইলসের উপর ছড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিল।

'মিনটাকা আমার কথা মনযোগ দিয়ে শোন, এ সবের জন্য পরে অনেক পাওয়া যাবে।'

মিনটাকা তার দিকে ঘুরল কিন্তু হাতটা তার নেফারের কাঁধের উপর রইল। 'তুমিই তাহলে আমায় ডেকে ছিল, তাই না? আমি তোমার কণ্ঠ অনেক স্পষ্ট শুনেছি। যদি তুমি আমাকে না থামাতে তাহলে আমি হয়তো...'

'আমার মনে হয় এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার চাইতে বেশি জ্ঞানীর কাজ হবে এ বুঝা যে সবাই অনেক বিপদের মধ্যে রয়েছি।' টাইটা তাকে তার কথা শেষ করতে দিল না।

'আমরা তোমাকে প্রাসাদ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কার্পেটের মধ্যে লুকাতে যাচ্ছি। এখন তাড়াতাড়ি কর।'

'আমি কি তৈরি হতে সময় পেতে পারি ...'

'না।' টাইটা বলল। 'আমার কথা শুনা ছাড়া তোমার কাছে আর কিছুর কোন সময় নেই।'

সে আরেক বার নেফারকে চুমু খেল, একটা দীর্ঘস্থায়ী আলিঙ্গন তারপর দৌড়ে এসে নিজেকে পুরোপুরি কার্পেটের উপর ছড়িয়ে দিল। সে তার সঙ্গী মেয়েদের দিকে তাকাল যারা অবাক হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। 'টাইটা যা বলে তা তোমরা করো।'

'আপনি আমাদের ছেড়ে যেতে পারেন না, মালকিন', তার প্রিয় টিনিয়া আর্তনাদ করল। 'আপনাকে ছাড়া আমরা থাকতে পারবো না।'

'এটা বেশি দিনের জন্যে নয়।' মিনটাকা বলল, 'আমি ওয়াদা করছি আমি তোমাকে নিতে পাঠাবো। কিন্তু ততোক্ষণ পর্যন্ত সাহস রাখো টিনিয়া এবং আমাকে নিরাশ করো না।' মিনটাকাকে লাল কার্পেটটায় প্যাঁচাতে নেফার হিল্টো এবং ম্যারনকে সাহায্য করল। একটা লাল বড় জলজ উদ্ভিদের এক প্রান্ত তার দুই ঠোঁটের মাঝে রাখল এবং অন্য প্রান্তের ভারি কাপড় তার থেকে কয়েক ইঞ্চি বের করে রাখল যা তাকে দম নিতে সহায়তা করবে।

ইতোমধ্যে টাইটা কান্নারত দাসী মেয়েগুলোকে নির্দেশনা দিল। 'টিনিয়া তোমাকে শোবার কক্ষে যেতে হবে এবং দরজা লাগিয়ে দিবে। নিজেকে লিনেনের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখবে যেন সবাই বুঝে তুমি তোমার মালকিন। আর বাকিরা এখানেই থাকবে সবার দৃষ্টির মাঝে। যতোই বলা হোক তোমরা দরজা খুলবে না। যে কাউকে বলে দিবে তোমাদের মালকিন অসুস্থ এবং কারো সাথে দেখা করতে পারবে না। তোমরা কি বুঝেছ?' টিনিয়া ভগ্ন হৃদয় নিয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। গলা থেকে তার কথা বের হতে চাইছে না। 'যতোটা পারো তাদের দেরি করাবে। কিন্তু যখন তারা তোমাদের আবিষ্কার করবে এবং আর গোপন থাকতে পারবে না তখন তারা যা জানতে চায় তা বলে দিও। অযথা যন্ত্রণা ভোগ করার কোন দরকার নেই। তোমাদের মৃত্যু বা শাস্তি আমাদের গোপন রাখতে খুব কমই কাজে আসবে কেননা তারা শিকারীদের মতো এক সময় জানবেই কি ঘটতে যাচ্ছে, তোমাদের রাণী কোথায় গিয়েছে।'

'আমি কি রাণীর সাথে যেতে পারি?' টিনিয়া বোকার মত বলল। 'আমি তাকে ছাড়া থাকতে পারবো না।'

'তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো তোমার মালকিন ওয়াদা করেছে। একবার সে নিরাপদ হয়ে গেল সে তোমাকে নিতে পাঠাবে। এখন আমরা চলে যবার পর পিছনের দরজা লাগিয়ে দাও।' তারা যখন রোল করা কার্পেট তাদের কাঁধে বহন করে বের হলো বৃদ্ধ দাসটি তখনও বারান্দায় অপেক্ষা করছিল।

'আমি দুঃখিত আমি তোমাদের জন্য আমার সর্বোত্তম কাজটা করতে পারিনি যেমনটা সোলেথ আমাকে বলেছিল। রাণী মিনটাকা এক সময় দয়ালু ও সুখী ছিল।' সে তাদের বলল, 'কিন্তু এখন আর নেই। তার বিবাহের পর থেকে সে দুঃখিত ও রাগান্বিত হয়ে গেছে।' সে তাদের ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলল এবং তাদের অন্দর মহলের গোলক ধাঁধাময় রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলল যতোক্ষণ না অবশেষে তারা ছোট পাশের ফটকে এসে পৌছল। রক্ষীদের সার্জেন্টের সাথে তাদের আরেক বার মোকাবিলা হল।

'ঐ কার্পেটগুলোকে খোল।' সে আদেশ দিল রূঢ় কণ্ঠে।

টাইটা তার ঘনিষ্ঠ হলো এবং তার চোখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সাথে সাথে সার্জেন্টের শত্রু ভাবাপন্ন অভিব্যক্তি ক্ষীণ হয়ে গেল। তাকে নরম ও দ্বিধান্বিত দেখাল। 'আমি দেখতে পারছি সন্তুষ্ট, তুমি সন্তুষ্টি ও সুখ অনুভব করছ।' টাইটা নরম ভাবে বলল এবং একটা ধীর দাঁত বের করা হাসি লোকটির কুৎসিত কুঞ্চিত অবয়বে ছাড়িয়ে পড়তে দেখল সবাই। 'খুব খুশি', টাইটা বলল এবং তার হাত আলতো করে লোকটির কাঁধে রাখল।

'খুব খুশি', সার্জেন্টও বলল সম্মোহিত হয়ে।

'আপনি ইতোমধ্যে কার্পেট তল্লাশি করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চান না, তাই না?'

'আমি আমার সময় নষ্ট করতে চাই না।' সার্জেন্ট ঘোষণা করল যেন এটা তার নিজের ধারণা।

'আপনি চান আমরা চলে যাই।'

'যান', সার্জেন্ট বলল। 'আমি চাই আপনারা চলে যান।' এবং সে এক পাশে সরে দাঁড়াতেই তার একজন লোক দরজার খিড়কি খুলে দিল ও তাদের খোলা জায়গায় বেরিয়ে যেতে দিল।

যখন দরজা বন্ধ হচ্ছিল তখন তারা শেষবার সার্জেন্টকে দেখল, সে তাদের পিছনে সহৃদয় ভাবে দাঁত বের কর হাসছে।

ওয়াগনটা সেখানেই আছে যেখানে তারা ঐ লোকদের পাহারা দেবার জন্য রেখে গিয়েছিল। ওয়াগনের বিছানার উপর তারা কার্পেটটি আলতো করে রাখল এবং নেফার শান্ত কণ্ঠে মুখের কাছে গিয়ে ডাকল। 'মিনটাকা, আমার হৃদয়, তুমি কি ঠিক আছো ?'

'গরম ও শ্বাস রুদ্ধকর, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি আমার কাছে আছো এটাই বড় কথা।' তার কণ্ঠস্বর চাপা। নেফার গোল করা কার্পেটের নিচে হাত বাড়াল এবং তার মাথার উপরের দিক স্পর্শ করল।

'তুমি সিংহীর ন্যায় সাহসী।' বলে সে হামাগুড়ি দিয়ে ওয়াগনের বাক্সের নিকট টাইটার পিছনে এসে দাঁড়াল। তারপর ঘোড়াগুলোকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ দিল।

রাত নামছে, শহরের রাস্তা শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে তাই টাইটা ঘোড়াগুলোর উপর চাবুক চালাল। যখন মিনটাকার পালিয়ে যাবার ঘটনাটা আবিষ্কার হবে তখন প্রথম যে কাজটা তারা করবে তা হল তারা শহর বন্ধ করে দিবে। প্রতিটি ভবন ও যান তল্লাশি করবে এবং দেয়ালের ভেতর নিয়ে সব অপরিচিত ব্যক্তিকে জেরা করবে।

পূর্ব দিকের ফটকের চওড়া রাস্তার দিয়ে তারা দ্রুত নেমে এল। যখন তারা আরো সামনে গেল দেখল অন্যান্য গাড়ি ও রথ ফটকের সামনের রাস্তায় সারি করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে এবং সবাই মিছিল করে যাচ্ছে। এরা ছিল পূজারী ও উৎসবের অংশ নেওয়া ব্যক্তিবর্গ যারা অ্যাভারিসের চারপাশের দূরবর্তী তাদের গ্রামে ফিরছে। তাদের এগিয়ে চলাটা খুবই ধীর।

দেয়ালের ওপাশে ইতোমধ্যে সূর্য ডুবে গেছে এবং আলো ক্ষীণ হচ্ছে। কিন্তু তাদের সামনে তখনো দুটি যান, যখন রক্ষীদের দল নেতা ফটকের ঘর থেকে বেড়িয়ে এল এবং তার লোকদের উদ্দেশ্যে চেঁচালো, 'যথেষ্ট হয়েছে, সূর্য ডুবে গছে। ফটক বন্ধ করে দাও।'

'ভ্রমণকারীদের মধ্যে প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠল। সবাই বেড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।'

'আমার একটি অসুস্থ বাচ্চা আছে। আমাকে অবশ্যই তাকে বাড়ি নিতে হবে।'

'আমি আমার টোল দিয়েছি, আমাকে যেতে দিন। আমার মাছ পচে যাবে।'

একটা তুলনামূলক ছোট ওয়াগন সামনে এগোলো ইচ্ছে করে এবং রক্ষীদের ফটক বন্ধ করার চেষ্টায় বাঁধা দিল। ছোট-খাটো একটা দাঙ্গা বেধে গেল। চিৎকাররত রক্ষীরা ভয় দেখাতে তাদের গদা উপরে তুলে নাচালো, ভয়ার্ত নাগরিকেরা চিৎকার দিয়ে তাদের কাছ থেকে পিছু সরল এবং ভীত ঘোড়াগুলো চিৎকার ও মৃদু হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। দেয়ালের ওপাশে হৈ-চৈ শোনা গেল হঠাৎ। জোরালো কণ্ঠগুলো ভ্রমণকারীদের সাথে সাথে রক্ষীদের কণ্ঠও ডুবিয়ে দিল।

'ফারাও এর জন্য রাস্তা করে দাও। ফারাও টর্ক উরুক এর জন্য রাস্তা পরিষ্কার করো।'

যুদ্ধ ড্রামের গুম গুম আওয়াজ আদেশটা জোরালো করল। ফটক বন্ধ করার চেষ্টায় বিরতি দিল রক্ষীরা। এর পরিবর্তে তাড়া দ্রুত তা পুরোপুরি খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, বাইরের দাঁড়ানো যুদ্ধ রথের দল যেন সহজে প্রবেশ করতে পারে। সবার সামনের রথের উপর লাল সিংহের ছোট পতাকা উড়ছে। পাদানির উপর লম্বা হয়ে যে দাঁড়িয়ে তার ব্রোঞ্জের হেলমেট চকচক করছিল এবং তার দাড়ি তার এক কাঁধের উপর ঝুলে আছে। সে আর কেউ নয়– ফারাও টর্ক উরুক। তার দস্তানা পরিহিত হাতে চাবুক ও লাগাম ধরা।

ফটক পুরোপুরি খুলে গেলে সে তার চার ঘোড়ার গাড়ি রাস্তায় দাঁড়ানো লোকজন ও ওয়াগনের মধ্য দিয়ে চালাল, সেই সাথে যে তার পথে দাঁড়িয়ে ছিল অবলীলায় তার উপর চাবুক চালাল। তার লোকেরা সামনে দৌড়ে গেল, যান সরালো যা তার রাস্তা আটকে দিয়েছে। তারা একটা মাছ ও শাকসবজির গাড়ি একপাশে টেনে সরিয়ে ময়লার নালাতে ফেলে দিল।

'ফারাও এর জন্য রাস্তা ছেড়ে দাও।' তারা চেঁচালো আরো জোরে।

দলটি টাইটার যানের কানে পৌছে টর্কের জন্য রাস্তা পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ওটার মাথা ধরে টানতে লাগল। টাইটা উঠে দাঁড়াতেই তারা তাদের দিকে চাবুক চালাল। কিন্তু আঘাতটা তার হেলমেট ও ব্রোঞ্জের বর্মের উপর পড়ল। তারা তাকে উপহাস করে এক সাথে জোরে ধাক্কা দিল। ধাক্কায় ওয়াগনটা সরে গেলে ওয়াগনের মেঝেতে থাকা কার্পেটের রোল পিছলে গেল এবং উল্টে যাওয়া গাড়ির নিচে তা চাপা পড়তে যাচ্ছে প্রায়।

'আমাকে সাহায্য করো।' নেফার চিৎকার করে লাফিয়ে পিছনে গেল কার্পেটের পতন রোধ করতে। হিল্টো এক পাশ ধরল এবং সে ধরল অন্য প্রান্ত। যখন ওয়াগনটা কাঠের গুড়ি ভাঙ্গার আওয়াজ নিয়ে পাশে ভেঙ্গে পড়ল তখন তারা

মিনটাকাকে টেনে রাখল যে তখনও রোলের মধ্যে প্যাঁচিয়ে আছে। একটুর জন্য কাছের ভবনের দেয়ালের সাথে টক্কর লাগা থেকে রক্ষা পেল সে।

ফারাও উরুক তাদের ভাঙ্গা রথ ও ছড়ানো মালপত্রের মধ্য দিয়ে তার যান চালিয়ে চলল। তাদের মাথার উপর চাবুক ঘোরাল ও তার যুদ্ধের ঘোড়াগুলোকে আদেশ দিল চিৎকার করে।

'চল! চল!' ঘোড়াগুলো যুদ্ধে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তার চিৎকারে ওগুলো ডেকে ওঠল এবং চলার পথে ব্রোঞ্জের খুর দিয়ে যাকে পেল তাকে আঘাত করে গেল। নেফার দেখল এক বৃদ্ধ মহিলা দ্রুত উড়ন্ত খুরের নিচে সোজা চলে যাচ্ছে। সাথে সাথে তার মাথা ফেটে ভাগ হয়ে গেল। সেই সাথে তার দাঁত তার মুখ থেকে সাদা শিলা পিন্ডের বিস্ফোরণের ন্যায় উড়ে গেল। খোয়া বিছানো পথে ওগুলো ছড়িয়ে পড়ল এবং সেও টর্কের রথের সামনে পড়ে গেল।

তারপর তার রথের ব্রোঞ্জের চাকার কিনারা বৃদ্ধাটির দেহের উপর উঠে গেল। নেফার আত্মরক্ষার জন্য গুটিসুটি মেরে মিটাকার কার্পেটের রোল নিয়ে বসে আছে। খুব কাছ দিয়ে যাবার সময় মুহূর্তের জন্যে তারা এক একজন অন্যজনের চোখে চোখে তাকাল। মাথায় কাপড় প্যাঁচানো থাকায় টর্ক তাকে চিনল না। কিন্তু সহজাত নিষ্ঠুরতায় সে নেফারের কাঁধে চাবুক দিয়ে আঘাত করল। চাবুকের ধাতব ডগা কাপড় কেটে বসে গেল এবং উজ্জ্বল রক্তের একটা দাগ পড়ল সেখানে। 'আমার রাস্তা থেকে সর চাষি!' টর্ক ঘোত ঘোত করল। নেফার পাদানিতে উঠে টর্ককে তার দাড়ি ধরে টেনে ফেলতে উদ্যত হল, এই সে পশু যে মিনটাকাকে সংকটে ফেলেছে এবং রাগে নেফারের চেহারা লাল হয়ে গেল।

টাইটা তাকে তার কাঁধ ধরে থামাল। 'শেষ হতে দাও। কার্পেটটি ফটকের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। আমরা এখানে আটকা পড়ব, বোকা।' নেফার তার মুঠি থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করল এবং টাইটা তাকে জোরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'তুমি কি তাকে এতো তাড়াতাড়ি আবার হারাতে চাও?'

সাথে সাথে নেফার তার মেজাজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল। সে ঝুকে কার্পেটের এক প্রান্ত ধারল এবং অন্যরা তাকে সাহায্য করল। তারা দৌড়ে ফটকের দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু রথের বহর তখনও সেখানে ছিল এবং রক্ষীরা কাঠের দরজাটা দোলাচ্ছিল বন্ধ করার উদ্দেশ্যে। টাইটা দৌড়ে এগিয়ে গেল এবং তার লাঠি দিয়ে রক্ষীদের ধাক্কা দিল। একজন দ্বার রক্ষক তার মাথার উপর একটা গদা উঠাতেই টাইটা ঘুরে সম্মোহনী চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। লোকটি এমন করে গুটিয়ে গেল যেন কোন নর খাদকের সামনে পড়েছে।

কার্পেট সহ তারা প্রায় বন্ধ হওয়া ফটকের মাঝ দিয়ে কোন রকমে বেরিয়ে শহরের দেয়ালের নিচের ক্যাম্পে বরাবর ছুটল। তাদের পিছনে রাগান্বিত চিৎকার

শুনা গেল তখনও। এক সময় তারা রক্ষীদের দৃষ্টির আড়ালে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটি ছাগলের খোয়াড়ের দেয়ালের পিছনে এসে বোঝাটি মাটিতে নামিয়ে তা খুলতেই প্রায় শ্বাস রুদ্ধকর মিনটাকা উঠে বসল। সে নেফারকে দেখে তৃপ্তির হাসি দিল যে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। তারা একজন অপর জনের দিকে হাত বাড়াল এবং আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল দীর্ঘক্ষণ ধরে।

টাইটার কথায় তারা বাস্তবে ফিরল। 'টর্ক অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে এসেছে', সে মিনটাকাকে বলল। 'তুমি নেই এটা আবিষ্কার করতে তার বেশি সময় লাগবে না।' সে টেনে মিনটাকাকে দাঁড় করাল। 'আমরা ওয়াগনটা হারিয়েছি। সামনে আমাদের পায়ে হেঁটে অনেক পথ যেতে হবে। আমরা যদি এখনই রওনা না দিই তবে মরুদ্যানে যেখানে রথ রেখে এসেছি সেখানে পৌছতে আমাদের আগামীকাল সন্ধ্যে হয়ে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল মিনটাকা। 'আমি প্রস্তুত।' সে বলল।

টাইটা তার পায়ের পাতলা স্বর্ণের স্যান্ডেলের দিকে এক নজর দেখল যা কচ্ছপের ঘুন্টি দ্বারা সাজানো। কোন কিছু না বলে সে কুটিরের মধ্যে চলে গেল। কয়েক মিনিট পর সে ফিরল একজন অসংবৃত বৃদ্ধ মহিলাকে সাথে নিয়ে। বৃদ্ধাটি এক জোড়া পুরানো কিন্তু শক্ত চাষির স্যান্ডেল পড়ে আছে। 'আমি তোমার গুলোর সাথে এগুলো বিনিময় করছি।' সে বৃদ্ধার স্যান্ডেল দেখিয়ে বলল। মিনটাকা প্রতিবাদ করল না বরং সুন্দর স্যান্ডেল জোড়া খুলে সে বৃদ্ধ মহিলাকে দিল। তড়িঘড়ি করে বৃদ্ধা তা হাতে নিল, পাশে কেউ ওগুলো ফিরিয়ে নেয়। তারপর মিনটাকা উঠে দাঁড়াল। 'আমি প্রস্তুত।' সে বলল। 'কোন পথে, ম্যাগোস।'

নেফার মিনটাকার হাত ধরল। চেয়ে দেখল তারা টাইটার পিছনে পড়ে গেছে, কেননা ততোক্ষণে ম্যাগোস বড় বড় পায়ে মরুর দিকে হাঁটা শুরু করে দিয়েছে।

ধুলোয় মাখা ঘোড়াগুলোকে উঠানে রেখে টর্ক প্রাসাদের ফটক পেরিয়ে তার নিজের সুসজ্জিত কোয়ার্টারের এল। সিংহ দলের সদস্য এবং তার বিশেষ সঙ্গীরা তাদের অস্ত্র ও বর্ম দিয়ে ঠনঠন শব্দ করে শ্লোগান দিতে দিতে ভোজন কক্ষে এল তার পিছু পিছু। প্রাসাদের দাসরা ফারাওকে স্বাগত জানাতে এক ভোজের আয়োজন করেছে। টর্ক এক বাটি মিষ্টি লাল মদ এবং বন্য শূকরের পশ্চাদদেশের সিদ্ধ মাংস নিল।

'খাবার ও পানীয় ছাড়া আমার আরো কিছু দরকার।' সে তার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে চোখ টিপ মারল। তারা অট্টহাসি দিয়ে একে অন্যকে কুনই দিয়ে গুতো মারল। টর্ক জানে আর্মিদের মধ্যে তার বিয়ের বিষয়টি মুখরোচক এবং যেভাবে নতুন স্ত্রী তার সাথে আচরণ করে তা সত্যিই সম্মান হানিকর। দক্ষিণের বিদ্রোহ দমন এবং কঠোর

বিজয় সত্ত্বেও সে তাদের কাছে এমন একজন হয়ে আছে যেন সে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। আর আজ রাতেই সে তা বদলে দিতে সংকল্প বদ্ধ।

'দুইটা বলদের চেয়ে অধিক খাবার আছে এবং একটা জল হস্তি ডোবার চাইতে বেশি মদ।' টর্ক কলরব রত লোকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। 'তোমাদের যতো মন চায় উপভোগ কর, কিন্তু আমাকে কাল সকালের আগে পাচ্ছো না। আমাকে একটা জমিতে চাষ করতে হবে এবং একটা অসাধ্য ছুঁকড়িকে আমার ইচ্ছায় ভাঙতে হবে।'

একটা হাড় শুদ্ধ মাংস হাতে তুলে কামড় দিতে দিতে সে বেরিয়ে গেল এবং মুখ ভর্তি চর্বি যুক্ত শূকরের মাংস গিলে ঢেঁকুর তুলল। দুইজন দাস আগে আগে মশাল নিয়ে অন্দর মহলের উদ্দেশ্যে তার রাস্তা আলোকিত করতে এগিয়ে চলল। মিনটাকার কক্ষের সামনে খোজা রক্ষীরা তার পদধ্বনি শুনল যা এগিয়ে আসছে। তারা তাকে সজোরে স্যালুট করল বুকের উপর আড়াআড়ি করে অস্ত্র রেখে।

'খোল?' শূকরের হাড়টা একপাশে ফেলে দিয়ে টর্ক আদেশ করল ও চর্বি মাখা হাতটা নিজের স্কার্টের কাপড়ে মুছল।

'মহামান্য!' একজন রক্ষী তাকে পুনরায় স্যালুট করল ভয়ার্ত ভাবে। 'দরজায় খিল দেওয়া।'

'কার আদেশে?' টর্ক হিংস্রভাবে জানতে চাইল।

'মহামান্য রাণী মিনটাকার আদেশে।'

'সেথের কসম, আমি এসব একদম পছন্দ করি না। ওই অহংকারী বাজে মেয়েটা জানে আমি এখানে।' তীব্র রাগ প্রকাশ করে টর্ক তলোয়ার বের করে তলোয়ারের মাথা দিয়ে দরজায় আঘাত করল। কোনো উত্তর না পেয়ে সে চেষ্টা চালাল আবার। আঘাতের শব্দ নিরব বারান্দায় প্রতিধ্বনি তুলল কিন্তু তবুও দরজার ওপাশে কোন জীবনের সাড়া মিলল না। অগত্যা পিছু সরে কাঁধ দিয়ে সে সজোরে দরজায় ধাক্কা দিল। ওটা কাঁপল কিন্তু ভাঙল না। রাগে কাছাকাছি দাঁড়ানো রক্ষীর হাত থেকে বর্শা নিয়ে দরজাটা সে কোপাতে লাগল, কাঠের ছোট টুকরো সমূহ ফলার আঘাতে ভাঙতে লাগল একে একে। আরো কয়েক আঘাতে সেখানে একটা চওড়া গর্ত তৈরি হল। টর্ক তার মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দরজার অন্য প্রান্তে থাকা খিল খুলে ফেলল। তারপর লাথি মেরে দরজা খুলে মার্চ করে ঘরে প্রবেশ করল। ভয়ার্ত দাসীরা আতংকিত হয়ে তখন অন্য পাশের দেয়ালের সাথে সেটে আছে। 'তোমাদের মালকিন কোথায়?'

তারা অসংলগ্ন প্রলাপ বকল। কিন্তু তাদের দৃষ্টি ছিল শোবার ঘরের দরজার দিকে। টর্ক সে দিকে এগোতেই মেয়েরা চিৎকার দিয়ে উঠল।

'তিনি অসুস্থ।'

'তিনি আপনার সাথে দেখা করতে পারবেন না।'

'তিনি এখন ঋতুবতী।'

টর্ক হাসল। 'সে প্রায়শ ঐ একই বাহনা করে।' বলেই সে দরজায় সজোরে আঘাত করল। 'যদি রক্ত থাকেই তাহলে তা রক্তের নদী হয়ে যাওয়া ভালো–মানাসির ময়দানে যতো রক্ত আমি ঝড়িয়েছি তার চেয়ে বেশি। সেথের কসম, আমি তাকে তাতে ভাসিয়ে সুখের সিংহদ্বারে পৌছে দেবো।' বলেই শোবার ঘরের দরজায় সে লাথি মারল। 'খোল, ছোট ডাইনী! তোমার স্বামী তোমাকে তার দায়িত্ব ও সম্মান দেখাতে এসেছে।'

পরবর্তী লাথিতে দরজা পুরোপুরি খুলে গেল এবং টর্ক সশব্দে ভেতরে প্রবেশ করল। খাটিয়াটা আফ্রিকার আবলুস কাঠের তৈরি এবং রুপা ও মুক্তোয় খচিত। তার উপর লিনেন চাদরের নিচে তার স্ত্রী-র শরীর ঢাকা এবং কিন্তু একটা ছোট পা বেরিয়ে আছে। টর্ক তার তলোয়ারের বেল্ট মেঝেতে ফেলে দিয়ে তাকে ডাকল, 'আমাকে কি তুমি খুব মনে করেছ, আমার ছোট্ট গোলাপ? তুমি কি আমার ভালোবাসার বন্ধনের প্রতীক্ষা করছো?'

সে তার নগ্ন পা ধরে মেয়েটিকে চাদরের নিচ থেকে সোজা টেনে বের করল। 'এসো আমার মিষ্টি ভেড়ীর বাচ্চা। তোমার জন্য আমার কাছে আজ একটি অন্য রকম উপহার আছে। এতো বড় ও শক্ত যে তুমি তা এবার আর বিক্রি করতে বা কাউকে দিতে পারবে না।' সে কথা বলতে বলতে থেমে গেল এবং নাকি কান্নারত ভয়ার্ত মেয়েটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

'টিনিয়া, নোংরা ক্ষুদ্র বেশ্যা, তুই তোর মালকিনের বিছানায় কি করছিস?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই টর্ক তাকে মেঝেতে ফেলে দিল এবং উত্তেজিত ভাবে ঘরে ছোটাছুটি করল, পর্দা উঠিয়ে মিনটাকাকে খুঁজে দেখল। 'তুমি কোথায়?' সে বাথরুমের দরজায় লাথি মারল, 'বেরিয়ে এসো। এই ছেলেমানুষীপনার জন্যে তোমাকে একটু বেশি মূল্য দিতে হবে।'

মিনটাকা যে লুকিয়ে নেই তা নিশ্চিত হতে তার মাত্র কয়েক মুহূর্ত লাগল, তারপর দৌড়ে টিনিয়ার কাছে গিয়ে তার চুল ধরল। তাকে মেঝের উপর টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সে কোথায়?'। বলেই টিনিয়ার পেটে লাথি বসাল একটা। মেয়েটি আর্তনাদ করে গড়িয়ে তার ধাতুর জুতা থেকে রক্ষা পেতে চাইল। 'আমি এটা তোর শরীরে ভাঙ্গব, আমি তোর শরীরের প্রতি ইঞ্চি ছাল তুলে নেবো।'

'তিনি এখানে নেই।' টিনিয়া চিৎকার করল। 'তিনি চলে গিয়েছেন।'

'কোথায়!' টর্ক আবার তাকে লাথি দিল। তার যুদ্ধ জুতায় ব্রোঞ্জের নখর লাগানো, ওগুলো তার নরম মাংসের মধ্য দিয়ে চাকুর ফলার ন্যায় প্রবেশ করল। 'কোথায়?'

'আমি জানি না।' চেঁচিয়ে বলল। 'লোক এসেছিল এবং তাকে নিয়ে গেছে।'

'কোন লোক?' সে আবার তাকে লাথি মারল এবং বলের মতো টিনিয়া গড়িয়ে গেল। তার সারা শরীর কাঁপছে।

'আমি জানি না।' টাইটার নির্দেশ সত্ত্বেও সে তার প্রিয় মালকিনকে ধোকা দিতে পারে না। 'অপরিচিত লোক আমি তাদের পূর্বে কখনো দেখি নি। তারা তাকে একটি কার্পেটে পেঁচিয়ে বয়ে নিয়ে চলে গেছে।'

তাকে শেষ একটা নিষ্ঠুর লাথি মেরে টর্ক দরজার দিয়ে বের হলো দ্রুত। সে খোজা রক্ষীদের উদ্দেশ্যে চেঁচাল। 'সোলেথকে খোঁজ করো, এখনই মোটা কীটটাকে এখানে নিয়ে এসো।'

সোলেথ তার মসৃণ সুডৌল হাত নুইয়ে ডলতে ডলতে এল। 'মহান ফারাও! প্রভুদের মধ্যে সবচেয়ে মহান, এই মিশরের মহা ক্ষমতাধর!' টর্কের পায়ের কাছে সে তার নিজেকে সমর্পণ করল।

টর্ক তার সুসজ্জিত বুট দিয়ে তাকে লাথি মারল। 'এই লোক কারা যাদের তুমি আন্দর মহলে ঢুকতে দিয়েছিলে।'

'আপনার আদেশে, মহান ফারাও, আমি সব সুন্দর পণ্য প্রদর্শনের জন্য রাণীর সম্মুখে যে কোন ব্যবসায়ীকে ঢুকতে দিয়েছি।'

'কোন কার্পেট বিক্রেতা ছিল? যে সর্ব শেষে এই মহলে প্রবেশ করে।'

'কার্পেট বিক্রেতা?' সোলেথ এই প্রশ্নে ভয়ে বিস্মিত হল।

টর্ক আবারও তাকে লাথি মারল সজোরে। 'হ্যাঁ, সোলেথ, কার্পেট! তার নাম কি?'

'আমার এখন সব মনে পড়ছে। কার্পেট ব্যবসায়ীটা এসেছিল সামারকান্দের কার্পেট নিয়ে। তার নামটা আমি ভুলে গেছি।'

'আমি তোমার মনে করার ব্যাপারে সাহায্য করছি।' বলেই সে রক্ষীদের আদেশ দিল, 'তাকে বিছানায় শক্ত করে ধরো।'

সাথে সাথে তারা তাকে জোরে বিছানায় চিৎ করে শুইয়ে মাথাটা নিচের দিকে চেপে ধরল। তারপর মেঝেতে পড়ে থাকা তলোয়ারের বেল্ট থেকে তার অস্ত্রটা তুলে নিল টর্ক। 'জামা খুল।' রক্ষীদের একজন সাথে সাথে আদেশ পালন করল। 'আমি জানি প্রাসাদের অর্ধেক প্রহরী এ পথ দিয়ে আসা যাওয়া করে।' টর্ক তার তলোয়ারের আগা দিয়ে সোলেথের মলদ্বার স্পর্শ করে বলল। 'কিন্তু তাদের কারো এতো সাহস বা স্পর্ধা নেই। এখন বলো কার্পেট ব্যবসায়ীটা কে ছিল।'

'আমি আমার জীবিকা ও নীলের পবিত্র জলের কসম খেয়ে বলছি আমি তাদের চিনি না।'

'তোমার জন্য তা সত্যি খুব করুণ।' কথাটা বলেই টর্ক তর্জনী সমপরিমাণ তলোয়ারে চোখা প্রান্ত তার মল নালিতে প্রবেশ করিয়ে দিল। সোলেথ জোরে কম্পিত গলায় আর্তনাদ করে উঠল।

'এটা শুরু, মাত্র অগ্রভাগ ঢুকিয়েছি'; টর্ক তাকে সর্তক করল। 'যদি তুমি তা খুব উপভোগ কর তাহলে ব্রোঞ্জের পুরো ফলাটা তোমার গলা পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিতে পারি।'

'টাইটা ছিল।' সোলেথ চিৎকার করে জানাল। ফিনকি দিয়ে তার শরীর থেকে রক্ত বের হল। 'টাইটা তাকে নিয়ে গেছে।'

'টাইটা।' টর্ক বিস্ময়ে বলে উঠল এবং ঝাঁকি দিয়ে ফলাটা বের করল। 'টাইটা, ম্যাগোস!' তার কণ্ঠে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয় ফুটে উঠল।

তারপর দীর্ঘ সময়ের জন্যে জন্য চুপ হয়ে গেল সে। অবশেষে রক্ষীদের যারা সোলেথকে ধরে ছিল তাদের সে আদেশ দিল, 'ওকে ছেড়ে দাও।'

সোলেথ ফোঁফাতে ফোঁফাতে উঠে বসতেই বুদবুদ করে পয়নালি দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে সজোরে গ্যাস বের হলো তার পেট থেকে।

'সে তাকে কোথায় নিয়ে গেছে?' শব্দ ও অস্বস্তিকর দুর্গন্ধটা এড়িয়ে টর্ক প্রশ্ন করল, যা ইতোমধ্যে কক্ষটা দূষিত করে দিয়েছে।

'সে আমাকে তা বলে নি।' লিলেন চাদর বাধতে বাধতে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে জানাল সোলেথ। রক্ত থামানোর জন্য সে দুই পায়ের মধ্যে কাপড় গুঁজে দিল। টর্ক তলোয়ারের তীক্ষ্ণ প্রান্ত উঠিয়ে তা তার একটি নগ্ন স্তনে ঠেকাল, সোলেথ কাতর কণ্ঠে কেঁদে উঠল এবং আবার বায়ু নিসর্গণ করল। 'সে আমাকে তা বলে নি। তবে আমরা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসের মধ্যকার রাজ্য নিজে কথা বলেছিলাম। হতে পারে সে রাণীকে সেখানে নিয়ে গেছে।'

টর্ক বিষয়টা নিয়ে ভাবল। এটা যুক্তিসঙ্গত। হয়তো টাইটা এখন মিশর ও পূর্ব রাজ্যেগুলোর খারাপ সম্পর্কের কথা জানে। সম্ভবত সে জানে যে সেখানে সে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা পাবে। অবশ্য যদি ততদূর পর্যন্ত সে পালাতে পারে। স্বর্ণ ও ধন-সম্পদের প্রতি টাইটা তার নির্লোভের জন্য পরিচিত। এ ঘটনা কোন কুরুচিপূর্ণ উদ্দেশ্যে হতে পারে না। যেহেতু সে একজন বৃদ্ধ খোঁজা সেহেতু টাইটা শারীরিক সম্পর্কে সামর্থ নয়। তবে কি তা বৃদ্ধ লোক ও মেয়েটার বন্ধুত্বের খাতিরে? সে কি তাকে অনুরোধ করেছে তাকে অ্যাভারিস থেকে এবং বিবাহ থেকে, যা তার জন্য খুব যন্ত্রণাদায়ক তা থেকে পালাতে সাহায্য করতে? এটা নিশ্চিত, তার সাথে মিনটাকা নিজ ইচ্ছায় গিয়েছে এবং খুব সম্ভবত আনন্দের সাথে। যেভাবে তার দাস মেয়েরা তার পালিয়ে যাওয়াটা গোপন করতে চেয়েছে ব্যাপারটা তাই পরিষ্কার প্রমাণ করে। সে কোন চিৎকার করেনি, কারণ যদি সে তা করত তাহলে রক্ষীরা তা শুনত।

দুইজন কর্নেল এখনো ভোজ কক্ষে রয়েছে, খাবার ও মদ গিলছিল, যদিও তারা আর বেশিক্ষণ এখানে পানের জন্য থাকবে না।

'মাঝ রাতের পূর্বে পূর্ব দিকে যেতে আমরা কয়টি রথ চালোনার লোক পেতে পারি?' টর্ক জানতে চাইল। তাদের হতভম্ব দেখাল, কিন্তু তারা ছিল যোদ্ধা এবং তার রাগান্বিত মেজাজের প্রতি সতর্ক সাড়া দিল।

কর্নেল টলমা মুখ ভর্তি মদ যা প্রায় সে গিলতে যাচ্ছিল তা ফেলে দিল এবং লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, শুধু একটু টলল এই যা। 'দুই ঘণ্টার মধ্যে আমার পঞ্চাশটি রাস্তায় পেতে পারেন?' বোকার মতো বলল সে।

'মাঝ রাতে পূর্বে একশটা আমার নিয়ন্ত্রণে আনবো।' কর্নেল যানদার লাফিয়ে উঠল, আরো আধিক্ষেত্যা দেখিয়ে বলল, 'এবং আরো একশটি ভোরে আগে পূর্বে দিকে ছুটবে।'

পূর্ণিমার এক দিনের আগের চাঁদের আলোতে টাইটা তাদের পথ দেখাল। তার লাঠির অগ্রভাগ পাথুরে রাস্তার ঠক ঠক শব্দ করে চলল এবং তার ছায়া তার আগে একটা দানব কালো বাদুরের ন্যায় ফুরফুর করে চলছিল। অন্যেরা তাকে অনুসরণ করে গেল, তার সাথে তাল মেলাতে তাদের পা দ্রুত টানতে হচ্ছে।

মধ্য রাতের পর মিনটাকা ক্রমশ দুর্বল হতে লাগল। সে খুব খোড়চ্ছিল এবং পিছিয়ে পড়ছিল ধীরে ধীরে। নেফার তাকে সঙ্গ দিতে পদক্ষেপ ছোট করল। কিন্তু সে মিনটাকার কাছ থেকে এমনটা আশা করে নি। সে ভালো করেই জানে স্বাভাবিক সময়ে সে যে কোন বালকের মতই শক্তিশালী এবং তাদের অধিকাংশকে দৌড়ে ছাড়িয়ে যাবার সামর্থ রাখে। সে বিড়বিড় করে তাকে উদ্বুদ্ধ করল, টাইটা কানে না পৌছানোর মতো জোরে বলল। সে চাইছে ম্যাগোস যেন মিনটাকার দুর্বলতাটা না বুঝে এবং অন্যদের সামনে তাকে লজ্জা দিক।

'আর বেশি দূর নয়।' সে তাকে বলল এবং তার হাত টেনে নিল তাকে দ্রুত চালতে সাহায্য করতে। 'বে আমাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করে রাখবে। আমরা ব্যাবলিয়নের বাকি পথ রাজকীয় ভাবেই যাবো।'

মিনটাকা হাসল। কিন্তু তা ছিল জোর করা ও যন্ত্রণাকর এক শব্দ। আর ঠিক তখনই সে বুঝল যে তার কোন একটা সমস্যা হয়েছে।

'কি তোমায় যন্ত্রণা দিচ্ছে?' সে জানতে চাইল।

'কিছু না।' মিনটাকা বলল। 'আমি প্রাসাদে অনেক দিন ধরে বন্দী ছিলাম। আমরা পা নরম হয়ে গিয়েছে।'

নেফার এটা আশা করেনি। সে তাকে টেনে নিয়ে রাস্তার পাশে পাথরে তাকে জোর করে বসাল। তারপর একটা পা তুলে স্যান্ডেলের ফিতা খুলে দিল। মিনটাকা স্বস্তি পেয়ে তাকে আঁকড়ে ধরতেই নেফার বলল; 'হায় হুরাস! তুমি কিভাবে এটা দিয়ে এতো কদম চললে?'

শক্ত বেঠিক স্যান্ডেল তার পায়ের পাতার ছাল তুলে তাকে মারাত্মক আহত করেছে। চাঁদের আলোয় পায়ের রক্ত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সে অন্য পা তুলল এবং

আলতো ভাবে স্যান্ডেল খুলে দিল। জুতার সাথে করে এবার চামড়া ও মাংসের এক খন্ড উঠে এল।

'আমি দুঃখিত।' সে ফিসফিস করে বলল, 'চিন্তা করো না আমি খালি পায়ে যেতে পারব।'

রাগান্বিত হয়ে সে রক্তমাখা পাদুকাদ্বয় পাথরের দিকে ছুঁড়ে দিল। 'তোমার উচিত ছিল আরো আগে আমাকে বলা।' সে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে দাঁড় করাল এবং তার পিঠটা তার দিকে ঘুরিয়ে তাকে তোলার জন্য বাঁকা করল নিজেকে। 'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরো এবং লাফিয়ে পিঠে ওঠো।' তাকে পিঠে নিয়ে তারপর সে অন্যদের পিছু ধরল যারা ইতোমধ্যে বেশ সামনে চাঁদনি মরুতে কালো ছায়ার মতো চলছে।

মিনটাকার মুখ নেফারের কানের কাছাকাছি ছিল। নেফার তাকে অমনোযোগী করতে ও সহজ করে দেয়ার চেষ্টায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'তোমার কেমন অনুভূতি হয়েছিল যখন তুমি আমার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদটা শুনেছিলে?'

'আমি মরতে চেয়েছিলাম যাতে আমি তোমার সাথে ঐ জগতে থাকতে পারি।' তারপর সে তাকে হাথোরের যাজিকার কথা বলল এবং জানালো কি ভাবে সে তার কাছে সর্প নিয়ে এসেছিল। নেফার এতোটা চমকে গেল যে সে তাকে মাটিতে নামাল এবং রাগন্বিত ভাবে তাকে গালমন্দ করল।

'ওটা ছিল বোকামি।' রাগে সে তার কাঁধ ধরে ঝাকি দিল রুক্ষভাবে। 'এ ধরনের কিছু আর কখনো ভাববে না, ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন।'

'তুমি জান না আমি তোমাকে কতো নিচু, আমার প্রিয়! তুমি কল্পনা করতে পারবে না আমার কেমন লেগেছে যখন আমি শুনেছি তুমি নেই।'

'আমাদের অবশ্যই একটা চুক্তি করতে হবে। আমরা অবশ্যই আজ থেকে সামনের দিন গুলিতে একে অন্যের জন্য বাঁচবো। আমরা আর কখনোই মরার কথা ভাববো না যতোক্ষণ না তা আপন নিয়মে আসবে। আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো।'

'আমি তোমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম। এখন থেকে আমি একমাত্র তোমার জন্যেই বেঁচে থাকবো।' সে বলল এবং তর্কের সমাপ্তি টানতে তাকে চুমু খেল। সে তাকে তার কাঁধে তুলে নিয়ে চলতে লাগল আবার।

প্রতি কদমে তার ওজন মনে হল যেন বাড়ছে। যেখানে রাস্তা নরম ও বালুময় সে তাকে সেখানে নামাল এবং মিনটাকা তার উপর ঝুকে রক্তাক্ত পা নিয়েই তার পাশে খুঁড়িয়ে চলল। ভূমিটা আবার রুক্ষ ও পাথুরে হতেই সে তাকে পুনরায় কাঁধে তুলে সামনে বাড়ল তখন। মিনটাকা তখন তাকে বলল কিভাবে টাইটা তাকে দূর থেকে দেখেছে এবং তাকে তার মৃত্যুর সিদ্ধান্ত থেকে রক্ষা করেছে। 'এটা ছিল অসাধারণ অনুভূতি'; সে জানাল, 'যেন সে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং পরিষ্কার

কণ্ঠে আমার সাথে কথা বলছিল। সে আমাকে বলল যে তুমি এখনও জীবিত। কত দূরে ছিলে তোমরা যখন সে আমায় দেখছিল?'

'আমরা তখন দক্ষিণে গেবেল নাগার ছিলাম। অ্যাভারিস থেকে পনের দিনের পথ।'

'সে এতো দূরে পৌছাতে পারে?' মিনটাকা অবিশ্বাস্য ভাবে প্রশ্ন করল। 'তার ক্ষমতার কি কোন শেষ নেই?'

অন্ধকারে আরো একবার তারা বিশ্রামের জন্য থামল। তখন মিনটাকা তার কাঁধে মাথা রেখে ফিসফিস করে তাকে বলল,

'আমার ও টর্কের বিয়ের রাতের ব্যাপারে আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই ...'

'না!' সে দ্রুত বলে উঠল। 'আমি তা শুনতে চাই না। তুমি কি ভেবেছো যে আমি নিজেকে এই চিন্তায় প্রতি দিন কষ্ট দিই নি?'

'তোমাকে অবশ্যই আমার কথা শুনতে হবে, আমার হৃদয়। আমি কখনোই তার স্ত্রী ছিলাম না। যদিও সে আমাকে বাধ্য করার চেষ্টা করেছে। আমি তাকে প্রতিরোধ করতে পেরেছি। তোমার ভালোবাসা তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার শক্তি দিয়েছিল আমাকে।'

'আমি শুনেছি সে প্রাসাদে জনতার উদ্দেশ্যে ভেড়ার গালিচায় লাল দাগ দেখিয়েছে।' শব্দগুলো তার কাছে যন্ত্রণাদায়ক ছিল এবং সে তার মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'হ্যাঁ, তা আমার রক্ত ছিল'; সে বলল এবং সে তার আলিঙ্গন থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু সে তাকে ধরে রাখল বন্ধনে। 'ওটা আমার কুমারীত্বের রক্ত ছিল না। তা ছিল আমরা নাক ও মুখের রক্ত। আমাকে বাধ্য করার জন্য টর্ক তা মেরে বের করেছিল। দেবীর জন্য আমার যে ভালোবাসা আছে এবং তোমার পুত্র ধারণের আশার নামে আমি শপথ করে বলছি যে আমি এখনো কুমারী এবং ততোদিন থাকবো যতোদিন না তুমি আমার ভালোবাসার প্রমাণ দিতে আমার কুমারীত্ব আমার কাছ থেকে গ্রহণ করবে।'

নেফার তাকে সজোরে জড়িয়ে ধরল এবং চুমু খেল। স্বস্তি ও আনন্দে তার চোখে জল এল এবং সেও তার সাথে কাঁদল।

কিছুক্ষণ পর নেফার দাঁড়িয়ে তাকে তার পিঠে তুলে নিল পুনরায়। তার শপথ যেন তাকে নতুন শক্তি দিল এবং আরো অধিক শক্তি নিয়ে চলতে লাগল দু'জন।

মধ্যরাতের পর বাকিরা বুঝল যে তাদের কিছু একটা হয়েছে এবং তাদের খুঁজতে এল তারা। টাইটা মিনটাকার পা বেঁধে দিল এবং পরে হিল্টো এবং ম্যারন তাকে বহন করল পালা করে। তারা দ্রুত চলল কিন্তু তারাগুলো মলিন হয়ে যাচ্ছিল এবং ঊষার আলো ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছিল পূর্ব আকাশে। অবশেষে তারা শেষ পর্যন্ত মরুদ্যানে পৌছল যেখানে বে ঘোড়া নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

তারা সবাই পরিশ্রান্ত কিন্তু টাইটা তাদের বিশ্রামের অনুমতি দিল না। শেষ বারের মতো তারা ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ালো এবং পানির থলেগুলো পূর্ণ করল যতোটুকু সম্ভব বেশি করে।

তারা যখন এসব করছিল টাইটা তখন কূপ থেকে এক বালতি পানি তুলে মাথায় ফেনাময় বিলেপন পদার্থ মেখে চুল ধুয়ে চলল। যতোক্ষণ পর্যন্ত না তা আবার তার সাবেক রূপালি চকচকে বর্ণ ধারণ করল ততোক্ষণ সে পানি ঢালল এক নাগারে।

'সে প্রতিবার তার চুল এ ভাব ধোয় কেন?' ম্যারন বুঝতে পালল না।

'সম্ভবত এটা তার কিছু শক্ত পুন সঞ্চয় করতে সাহায্য করে যা সে হারিয়ে ছিল যখন তা সে রং করেছিল।' মিনটাকা পরামর্শ দিল এবং আর কেউ প্রশ্ন করল না।

তার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলে টাইটা তাদের কুয়া থেকে পানি করতে জোর করল। সবাই পেট ভরে পানি পান করল। এসবের মাঝে টাইটা শান্ত ভাবে বে-এর সাথে কথা বলল। 'তুমি কি তা অনুভব করতে পারছ?'

বে ভ্রুকুটি করে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। 'এটা বাতাসে স্পষ্ট এবং আমি আমার পায়ের তলায় তার পুনঃপুন কম্পন অনুভব করতে পারছি। তারা আসছে।'

সময়ের আবশ্যকতা এবং হাতের কাছে শত্রুর বিপদ সত্ত্বেও টাইটা মিনটাকার পায়ের চিকিৎসা করার শেষ সুযোগটা নিল। কাঁচা ও ক্ষত স্থানে ওষুধের প্রলোপ দিয়ে আবার ওগুলো ব্যান্ডেজ করল সে। তারপর সবাইকে আদেশ দিল দ্রুত ঘোড়ায় চড়তে।

টাইটা ম্যারনকে প্রথম রথে তার বর্শা বাহক হিসেবে নিল। নেফার মিনটাকার সাথে গেল, সে ড্যাশ বোর্ডের উপর ঝুলে রইল পা থেকে তার ওজন সরানোর জন্যে। হিল্টো ও বে শেষ রথে পশ্চাৎ রক্ষী হলো।

অ্যাশিরিয়ান ব্যবসায়ী যে তাদের কাছে কার্পেট বিক্রি করেছিল সে তার চাকর ও দাসদের নিদের্শনা দিচ্ছিল এবং তারা নির্দেশে ওয়াগন ও টানা প্রাণীগুলোতে মালপত্র বোঝাই করছিল। যখন তারা অতিক্রম করল সে তাদের দেখার জন্য ঘুরল এবং টাইটাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। কিন্তু তার আকর্ষণটা আরো দ্রুততর হলো যখন দেখল রথে একটা মেয়ে রয়েছে। এমনকি ধুলোময় কাপড় ও এলোমেলো চুলেও মেয়েটির আকর্ষণীয় চেহারাটা ঢাকতে পারছিল না। সে তাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল যখন তারা শেষ উত্থানে উঠল ও বনের ভেতর অদৃশ্য হল তখনও। পূর্ব দিকে ক্যারাভানের রাস্তার বরাবর তারা চলল যা তাদের সবশেষে লোহিত সাগরের তীরে নিয়ে যাবে।

টর্ক যখন তার সৈন্য বাহিনী শহরের ফটকের সামনে সবার জড়ো হওয়ার অপেক্ষা করছিল তখন সে কর্নেল টলমাকে আদেশ দিল যেন সে তার লোকদেরকে অ্যাভারিসের দেয়ালের বাইরে ভিক্ষুক ও বিদেশিদের ক্যাম্পে তল্লাশির নিতে পাঠায়। 'প্রতিটি কুঁড়ে ভেঙে ফেল। নিশ্চিত কর যে রাণী মিনটাকা ওগুলোর কোনটায় লুকিয়ে নেই। টাইটা, ওয়ারলককেও খুঁজো। প্রতিটি লম্বা, শুকনা বৃদ্ধ– যাদের তোমরা পাবে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি নিজে তাদের প্রশ্ন করবো।'

কুঁড়েগুলোর মধ্য থেকে চিৎকার ও কান্নার আওয়াজ, দরজা ভাঙার আওয়াজ ও পাতলা দেয়ালগুলো গুড়িয়ে ফেলার শব্দ ভেসে এল। টলমার লোকেরা তার আদেশ পালন করছে যথাযথভাবে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে দল দুটি ফিরে এল। সাথে করে তারা একজন খিটখিটে বৃদ্ধা বেদুঈনকে নিয়ে এল টানতে টানতে। টর্কের রথের পাশে তাকে দাঁড় করানো হলো। মহিলাটি রক্ষীদের উদ্দেশ্যে পাগলের মতো গালি দিচ্ছিল সেই সাথে সে তাদের লাথি মারল ও তাদের মুঠির মধ্য থেকেই লড়াই করার চেষ্টা করল।

'এ কে, সৈন্য?' টর্ক জানতে চাইল যখন তারা মহিলাটিকে তার পায়ের কাছে নিক্ষেপ করল। সৈন্যটি একজোড়া সুন্দর সোনার জুতা ধরে আছে, কচ্ছপের নাল দিয়ে সাজানো যা টর্চের আলোক জ্বলজ্বল করছে। 'মহামান্য, আমরা এগুলো তার কুঁড়ের ভেতর পেয়েছি।'

ওগুলো চিনতেই টর্কের চেহারা রাগে কালো হয়ে গেল এবং সে মহিলাটির পেটে লাথি বসাল সজোরে। 'তুমি এগুলো কোথা থেকে চুরি করেছ, নোংরা বৃদ্ধা বেবুন?'

'কখনো আমি কিছুই চুরি করি নি, মহান ফারাও'; সে আর্তনাদ করল। 'সে আমাকে ওগুলো দিয়েছে।'

'সে কে ছিল? আমাকে সরাসরি উত্তর দাও, নইলে আমি তোমার মাথা তোমার পাছার ভেতর ঢুকিয়ে দিব।'

'বৃদ্ধ লোকটি, সে ওগুলো আমায় দিয়েছে।'

'আমার কাছে তার বর্ণনা দাও।'

'সে লম্বা ছিল এবং শুকনোও।'

'বয়স কতো হবে?'

'মরুর পাথরের মতই বৃদ্ধ সে। সে লোকটাই ওগুলো আমায় দিয়েছে।'

'আরো তিনজন লোক ছিল এবং একটা সুন্দরী ছোট বেশ্যা, সে সুন্দর একটা কামিজ পড়ে ছিল এবং মুখে প্রসাধন ও চুলে তার ফিতা বাঁধা ছিল।'

টর্ক তাকে এক ঝটকায় টেনে দাঁড় করাল এবং তার হতভম্ব চেহারার উপর ঝুকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল; 'তারা কোথায় গেছে, কোন পথে?'

কাঁপা হাতে মহিলাটি রাস্তা দেখাল যা পাহাড় ও মরু বরাবর চলে গেছে।

'কখন?' টর্ক জানতে চাইল।

'চাঁদের অতোখানি সময় ধরে'; সে বলল, আকাশের একটা স্থান নির্দেশ করল যা চাঁদের চার ঘণ্টা বা পাঁচ ঘণ্টার ভ্রমণ।

'তাদের সাথে কতগুলো ঘোড়া ছিল?' টর্ক উচ্চ শব্দে জিজ্ঞেস করল। 'রথ? ওয়াগন? তারা কিভাবে ভ্রমণ করছিল?'

'কোন ঘোড়া ছিল না।' সে উত্তর দিল। 'তারা পায়ে হেঁটে গেছে, কিন্তু খুব দ্রুত।'

টর্ক তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। সে টলমার উদ্দেশ্যে দাঁত বের করে হাসল যে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। 'তারা পায়ে হেঁটে বেশি দূর যেতে পারবে না। আমরা তাদের এতোটাই জলদি পাব যতোটা তাড়াতাড়ি তুমি তোমার অলস বদমাশগুলোকে তাদের বিছানায় পাও এবং ঘোড়ায় চড়ো।'

টর্ক যখন মরুদ্যানের পাহাড়ের চূড়ায় বনের গোবরটে উঠল সূর্য তখন অর্ধ আকাশে এবং তার তেজ ছড়াতে শুরু করেছে। চার সারিতে দু'শ রথ তাকে অনুসরণ করছে। আরো পাঁচ মাইল পিছনে, উজ্জ্বল সূর্যালোকে আরো একটা ধুলোর মেঘ স্পষ্ট দেখা গেল, যানদার আরো দুইশ রথ নিয়ে এগিয়ে আসছে। প্রতিটি যান দুই জন ভারি অস্ত্রধারী সৈন্য বহন করছে এবং পানির থলে, বর্শা, বল্লম ও তীরের খাপে তা বোঝাই।

তাদের নিচে তারা ক্যারাভানের মাথার কুয়া থেকে অ্যাশিরিয়ান ব্যবসায়ীর দলকে খাঁজের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। টর্ক তাদের সাথে কথা বলতে এগুলো এবং দূর থেকে থামার সংকেত দিল। 'দেখ হয়ে ভালোই হলো, আগন্তুক! কতো সময় হল এখানে এসেছো এবং তোমাদের ব্যবসাটা কী?'

ব্যবসায়ীটি উত্তেজিত ভাবে এই যোদ্ধার ন্যায় অতিথির দিকে তাকাল, তার উদ্দেশ্যের বিষয়ে ঠিক নিশ্চিত হতে পারল না। টর্কের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বোধন অল্পই কাজ করল। মেসোপটেমিয়া থেকে দীর্ঘ যাত্রায় তাদের সাথে অসংখ্য দস্যু, ডাকাত ও যুদ্ধ বাজদের সাক্ষাৎ হয়েছে।

টর্ক ব্যবসায়ী দলনেতার সামনে লাগাম টেনে রথ থামাল। 'আমি সেই মহান মহামান্য ফারাও টর্ক উরুক, নিম্ন রাজ্যে স্বাগতম। ভয় পেয়ো না। তুমি আমার নিরাপত্তায়।'

ব্যবসায়ী হাঁটুগেড়ে বসে তার আনুগত্য প্রকাশ করল। এক মুহূর্তের জন্য টর্ক তাকে দেওয়া সম্মানে অধৈর্য হলো এবং সে লোকটির কথা সংক্ষেপ করে দিল। 'দাঁড়াও এবং কথা বলো, আমার সাহসী প্রজা। যদি তুমি আমার প্রতি আনুগত হও তবে জবাব দাও যা আমি জানতে চাই। আমি তোমাকে আমার রাজ্য জুড়ে কর ছাড়া ব্যবসা করার অনুমতি দেবো এবং দশটা রথ সহযোগে তোমাকে অ্যাভারিসের ফটক পার করে দিব।'

ব্যবসায়ীটি তার পায়ের উপর কাঁপতে লাগল এবং তার গভীর আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগল, যদিও সে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জানে এরকম রাজ সৌজন্য স্বাভাবিকভাবে দামী। টর্ক তার কথা সংক্ষেপ করল। 'আমি একদল উদ্বাস্তু সন্ত্রাসীদের খুঁজছি। তুমি কি তাদের দেখেছ?'

'আমি পথে সংখ্যক ভ্রমণকারীদের সাক্ষাৎ পেয়েছি।' অ্যাশিরিয়ান ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল। 'দয়া করে কি মহামান্য আপনি এই সন্ত্রাসীদের বিষয়ে একটু ইঙ্গিত দিবেন? আমি আমার সর্বোত্তম চেষ্টা করবো তাদের বিষয়ে তথ্য দিতে।'

'সংখ্যায় সম্ভবত তারা চার কি পাঁচজন হবে। পূর্ব দিকে যাচ্ছে। তাদের সাথে একজন তরুণী রয়েছে এবং বাকিরা পুরুষ। তাদের নেতা একজন বৃদ্ধ লোক। লম্বা ও পাতলা, সে তার চুল হয় কালো অথবা বাদামি রং করেছে।'

টর্ক তার বর্ণনা আরও দীর্ঘায়িত করার পূর্বেই অ্যাশিরিয়ানটা উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, 'মহামান্য আমি তাদের ভালো করেই জানি, কিছুদিন আগে বৃদ্ধ লোকটি তার রং করা চুল নিয়ে আমার কাছ থেকে কার্পেট ও পুরানো কাপড় কিনে ছিল। সেই সময় মেয়ে লোকটি তাদের সাথে ছিল না। সে তার ঘোড়াগুলো ও তিনটা রথ মরুদ্যানের ঐ ওখানে রেখে গিয়েছিল, একটি কুৎসিত বদমায়েশের দায়িত্বে। সে অন্যদের সাথে নিয়ে পুরানো একটা ওয়াগনে কার্পেট তুলে যা আমি তাদের কাছে বিক্রি করেছিলাম। তারা এই প্রধান রাস্তা দিয়ে গিয়েছিল যেখানে এখন আমরা অ্যাভারিসের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি?'

টর্ক দাঁত বের করে বিজেতার হাসি দিল। 'এটাই আমি চাই। তুমি তাদের কখন দেখেছো? তারা কি রথগুলো নিতে ফিরেছিল?'

'সে ও অন্য তিনজন আজ খুব ভোরে পায়ে হেঁটে অ্যাভারিস-এর দিক থেকে ফিরে এসেছিল। আর তাদের সাথে তরুণী মেয়েটাও ছিল যার কথা আপনি জিজ্ঞেস করলেন। মনে হচ্ছিল সে কোন ভাবে ব্যথা পেয়েছে কারণ তারা তাকে বহন করছিল।'

'তারা কোথায় গিয়েছে, প্রজা? কোন দিকে?' টর্ক ব্যাকুলভাবে জানতে চাইল, কিন্তু অ্যাশিরিয়ান-এর তাড়া ছিল না।

'যুবতী মেয়েটা, যদিও সে আহত ছিল এবং খুব কষ্টে একটু হাঁটতে পারছিল পড়নে ছিল তার সুন্দর কাপড়। সে নিশ্চিত অভিজাত কেউ, সুন্দর লম্বা কালো চুলে তাকে তেমনই মনে হয়েছে।'

'যথেষ্ট হয়েছে। আমি তোমার বর্ণনা ছাড়াও তাকে ভালো করেই জানি। মরুদ্যান ছাড়ার পর তারা কোন পথে গিয়েছে?'

'তারা তিনটা রথে ঘোড়া বেঁধেছে এবং দ্রুত ছেড়ে গিয়েছে।'

'কোন দিকে, প্রজা? কোন পথ তারা নিয়েছিল?'

'পূর্বদিকে ক্যারাভানের রাস্তা ধরে।'

সে আঁকাবাকা পথ নির্দেশ করল যা নিচু পাহাড়ের উপর দিয়ে বালিয়াড়ির মধ্য দিয়ে চলে গেছে। 'কিন্তু লোকটির চুল তখন রং করা ছিল না। যখন তাকে আমি শেষ দেখেছিলাম তখন তা গ্রীষ্মের আকাশের শেষ মেঘের ন্যায় জ্বলছিল।'

'তারা কখন রওনা হয়েছিল?'

'সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পর, মহামান্য।'

'তাদের ঘোড়াগুলোর অবস্থা কেমন ছিল?'

'যথেষ্ট পানি পান করানো এবং বিশ্রাম নেওয়া। তারা মরুদ্যানে তিন দিন ছিল এবং তারা তাদের সাথে গবাদি পশুর খাবারের একটা গাড়ি এনেছিল যখন তারা প্রথম আসে। আর আজ সকালে রওনা দেবার কালে তারা তাদের পানির থলেগুলো কুয়ার পানিতে পরিপূর্ণ করছিল এবং মনে হচ্ছিল তারা সমুদ্রে দীর্ঘ যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

'তাহলে তারা আমাদের চেয়ে কয়েক ঘণ্টা এগিয়ে'; টর্ক অতিরঞ্জন করল। 'ভালো করেছ প্রজা, তুমি আমার মন জিতে নিয়েছ। আমার অনুলিপি তোমাকে ব্যবসার অনুমতি দিবে। আর কর্নেল টলমা তোমাকে একজন রক্ষী দিয়ে অ্যাভারিস পাঠাবে। তোমাকে আরো পুরুস্কার দেয়া হবে যখন আমি আসামীদের ধরে নিয়ে শহরে ফিরবো। তাদের বিচারে দর্শকের সারিতে তোমাকে একটি সুন্দর আসন দেওয়া হবে। ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার শুভ যাত্রা ও আমার রাজ্যে তোমার অনেক মুনাফা কামনা করছি।'

সে ঘুরে কর্নেল টলমাকে আদেশ দিয়ে বলল, 'এই লোকটিকে একটি ব্যবসার লাইসেন্স দাও এবং অ্যাভারিস পর্যন্ত একজন রক্ষী দাও। কুয়া থেকে পানির থলেগুলো পূর্ণ কর এবং ঘোড়াগুলোকে পর্যাপ্ত পানি পান করাও। কিন্তু দ্রুত টলমা! দুপুরের আগে আবার রওনার জন্য প্রস্তুত হও। আর এর মাঝে তোমার যাদুকর ও সেনাদলের যাজকদের আমার কাছে পাঠাও।'

সৈন্যরা প্রতি বারে বিশটি করে ঘোড়া কূপের কাছে নিয়ে গেল পানি পান করাতে। যারা এ কাজে ব্যস্ত ছিল না তারা তাদের যানের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিল এবং রুটি ও শুকনো মাংস দিয়ে হালকা নাস্তা সারল যা সেনাদের আদর্শ খাবার।

টর্ক কুয়ার কাছের তেঁতুল গাছটার ছায়ায় বসেছিল। যাদুকর ও পবিত্র ব্যক্তিরা তার ডাকে সামনে এসে হাজির হল এবং তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তারা সংখ্যায় চার

জন, তাদের মধ্যে দু'জন ছিল ন্যাড়া, সেথের যাজকেরা ছিল কালো পোশাক পরিহিত। যাদের একজন নুবিয়ান ছলকারী হাড়ের তৈরি কারুকাজ করা নেকলেস পড়ে আছে এবং অপর জন একজন যাদুকর যে পূর্ব থেকে এসেছে, ইশতার দি মেডি নামে অধিক পরিচিত সে। ইশতার-এর একটা চোখ এবং তার রক্তাভ চেহারায় লাল বর্ণের বলয় ও বৃত্ত আঁকা।

'আমরা যে লোকের পিছু করছি সে ঐন্দ্রজালিক শিল্পে দক্ষ একজন ব্যক্তি।' টর্ক তাদের সতর্ক করল। 'সে আমাদের ব্যর্থ করতে তার সব শক্তি প্রয়োগ করবে। এটা জেনে রাখা দরকার যে সে লুকানোর মন্ত্র জানে এবং সে প্রতিচ্ছবি তৈরি করতে পারে যা আমাদের সৈন্যদের আতংকিত করতে পারে। তোমাকে তার যাদু কাটার কাজ করতে হবে।'

'কে এই বিশেষ ব্যক্তি?' ইশতার দি মেডি জিজ্ঞেস করল। 'আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন সে আমাদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে টিকতে পারবে না।'

'তার নাম টাইটা।' টর্ক উত্তর দিল। ইশতারকে তার পরিচয়ে কোন হতাশ দেখাল না। 'আমি টাইটাকে শুধু নামে চিনি'; সে বলল। 'কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তার মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছা ছিল।'

'ঠিক আছে তোমার যাদুর চাল শুরু করো।' টর্ক আদেশ দিল।

সেথের যাজকেরা একটু দূরে সরে গেল এবং তাদের অলৌকিক ফাঁদ বালির উপর রাখল। তারা নরম সুরে মন্ত্র পড়তে লাগল এবং তাদের উপর দিয়ে তাদের যন্ত্র কাঁপতে লাগল ঝনঝন করে।

কূপের চারপাশে পাথরের মধ্যে কিছু খুঁজল নুবিয়ানটা, ওগুলোর একটার নিচে সে একটি বিষধর শিংওয়ালা সর্প পেল। সে ওটার মাথা কেটে তার রক্ত নিজের মাথায় ফোঁটায় ফোঁটায় ফেলল, যা তার গাল বেয়ে নেমে এল এবং তার নাকে ডগা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ল এক এক করে। সে তখন বড় কালো ব্যাঙের মত বৃত্তাকারে লাফাতে লাগল। প্রতিবার ঘূর্ণি পূর্ণ করে সে মুখ ভরা থু থু পূর্ব দিকে নিক্ষেপ করল যেখানে টাইটা শুয়েছিল।

ইশতার কুয়ার কাছাকাছি একটা ছোট আগুন তৈরি করে তার নিকট আসন করে বসল। সে গোড়ালির উপর দুলতে দুলতে মার ডুকের উদ্দেশ্যে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ল, যে ছিল মেসোপটেমিয়ার হাজার দশজন প্রভুদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী।

টর্ক তার কাজ দেখতে গেল। 'তুমি এখানে কি যাদু তৈরি করছো?' শেষ পর্যন্ত সে-জিজ্ঞেস করল। ইশতার তার কব্জির শিরা কেটে কয়েক ফোঁটা রক্ত আগুনের হিস্হিস্ শিখায় নিক্ষেপ করল।

'এটা আগুন ও রক্তের যাদু। আমি টাইটার পথে বাধা ও কষ্ট স্থাপন করছি? আমি তার অনুসারীদের মন বিভ্রান্ত ও দ্বিধান্বিত করছি।'

টর্ক অবিশ্বাসে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করল; কিন্তু গোপনে সে প্রভাবিত হল। সে পূর্বে ইশতারের কাজ দেখেছে। সে হেঁটে একটু রাস্তা বরাবর এগিয়ে পূর্ব দিকে পাহাড়ের সারির দিকে এক নজর দেখল। তাদের ধাওয়া করতে সে উদগ্রীব এবং এ দেরি মানতে চাইছে না। পক্ষান্তরে একজন জেনারেল হিসেবে সে জানে এ দীর্ঘ রাতের ভ্রমনের পর ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম ও পানি পান করানোও প্রয়োজন ।

সে ভালো করেই সামনের পথের অবস্থা জানে, রথের একজন তরুণ দল নেতা হিসেবে সে ওখানে অনেক বার বহু উপলক্ষে গিয়েছে। সে কোমল শিলার বিছানাটা পার হয়েছে যা পাতলা ছুরির ন্যায়, ঘোড়ার খুর ও মধ্য সন্ধি কেটে দেয় এবং বালিয়াড়ির ভয়ানক তাপ ও তৃষ্ণা সেই সাথে সহ্য করতে হয়।

সে হেঁটে তার রথের নিকট ফিরে আসছিল এমন সময় থামতে বাধ্য হল। পিঠ ঘুরিয়ে দেখল একটি আকস্মিক ধুলার শয়তায় হলুদ ভূমি দিয়ে স্ফীত হয়ে আসছে, নিজের মধ্যে ঘূর্ণনরত এবং বাতাসে কয়েকশ কিউবিট পর্যন্ত উপরে ঘুরপাকে খাচ্ছে। ঘূর্ণিটা তাকে অতিক্রম করে গেল। বাতাস এতো তপ্ত যেন তা ব্রোঞ্জের চুল্লি হতে বের হচ্ছে। হাতের কাপড় দিয়ে সে তার নাক ও চোখ ঢাকতে বাধ্য হল এবং কাপড়ে ভিতর দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে উড়ন্ত বালি ঝেড়ে ফেলল। ঘূর্ণিটা দ্রুত অতিক্রম করে গেল এবং ঘুরে গরম মাটি অতিক্রম করল। একজন হারেমের নর্তকীর মাধুর্যতা নিয়ে সে কাশতে কাশতে তার চোখ মুছল বারেবার।

তখন দুপুরের একটু আগ এবং মাত্র তার পানি পানের কাজটা শেষ করেছে এমন সময় কর্নেল যানদারের নেতৃত্বে রথের সারি তাদের সাথে যোগ দিল। প্রথম সারির যেমটা পানির দরকার ছিল তাদেরও তেমটাই দরকার এবং এখন মরুদ্যানে এ নিয়ে কাড়াকাড়ির বিপদ আছে। ইতোমধ্যে পানি কমে গেছে এবং তা কর্দমাক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের এখন প্রয়োজন মেটাতে মূল্যবান পানির থলে ব্যবহার করতে হবে।

টর্ক কর্নেল যানদার এবং টলমার সাথে একটা সংক্ষিপ্ত বৈঠক করল। তার পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যটা তাদের ব্যাখ্যা করল সে। টাইটাকে সে মুচড়ে রেড়িয়ে যেতে কিংবা তার বিছানো জাল থেকে ঘুরে বেড়িয়ে যেতে দিতে চায় না। 'রেজিমেন্টের কমান্ডারদের যে কোন যাদুর ফাঁদের ব্যাঁপারে সর্তক করে দাও যা দিয়ে টাইটা তাদের দ্বিধান্বিত করতে পারে।' সে কথা শেষ করল। 'ইশতার একটি গুরুত্বপূর্ণ যাদু চালছে। তার প্রতি আমার বিশ্বাস অনেক। পূর্বে সে কখনো আমাকে নিরাশ করেনি। যদি আমরা ওয়ারলকের চাতুরির বিষয়ে পুরোপুরি সজাগ থাকতে পারি তাহলে আমরা সফল হবই। সর্বোপরি বলো সে কিভাবে এই রকম একটি বিন্যাস থেকে বাঁচবে?' হাতের ইশারায় সে তার রথ ও ঘোড়া এবং সেনা বাহিনীর বিশাল সমাবেশ নির্দেশ করল। 'না! সেথের নিঃশ্বাসের কসম, আগামী কাল এই সময়ে আমি টাইটা ও মিনটাকাকে আমার রথে পিছনে বেঁধে অ্যাভারিস ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।'

সে সামনের সারিকে ঘোড়ায় চড়ার আদেশ দিল। চারটি রথ পাশাপাশি এবং এক সারিতে, অর্ধ ক্রোশ দীর্ঘ বনের দিকে এগিয়ে চলল সবাই। সামনের নরম বালু মাটিতে সেনাবাহিনীর চাকার দাগ স্পষ্টভাবে অংকিত হল।

টাইটা ইশারায় দুটি যানকে থামতে নির্দেশ দিল, সেগুলো তাকে অনুসরণ করছিল। তারা রক্তবর্ণ ছায়ায় থামল যা বালির উপর একটি লম্বা বাঁকা বালিয়াড়ির দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, বিশাল সামুদ্রিক শামুকের বৃহৎ বাঁকের আকৃতির মতো যা।

ঘোড়াগুলো ইতোমধ্যে অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। প্রাণীগুলা তাদের মাথা ঝুলিয়ে রাখল এবং নিঃশ্বাস নেবার সময় তাদের বুক উঠানামা করছে দ্রুত। ঘাম শুকিয়ে লবণে পরিণত হয়ে তাদের ধুলোয় ঢাকা চামড়ায় তা সাদা হয়ে জমে আছে।

সর্তক ভাবে তারা পানির থলে থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি চমড়ার বালতিতে ঢালতেই ঘোড়াগুলো তা ব্যাকুলভাবে পান করতে লাগল। টাইটা মিনটাকার পায়ে মনোযোগ দিল এবং ক্ষতটা গভীর হচ্ছে না দেখে স্বস্তি পেল। পুনরায় ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষে সে বে-কে এটুকু দূরে নিয়ে যাতে অন্যরা শুনতে না পায় এভাবে বলল,

'আমাদের দূর থেকে দেখা হচ্ছে।' সে বলল। 'একটা অশুভ প্রভাব ধীরে ধীরে আমাদের উপর পড়ছে।'

'আমিও তা অনুভব করেছি।' যে সম্মত হল, 'এবং আমি তা প্রতিহত করা শুরু করে দিয়েছি। কিন্তু ওটা যথেষ্ট শক্তিশালী।'

'আমরা ওটাকে প্রতিহত করতে পারি যদি আমরা আমাদের শক্তি ওটার বিরুদ্ধে একত্রিত করি।'

'আমাদের অন্যদের ব্যাপারেও সর্তক থাকতে হবে। তারা বেশি অরক্ষিত।'

'আমি তাদের নিজেদের ব্যাপারে সর্তক থাকতে বলব।'

টাইটা হেঁটে ফিরে এল, অন্যেরা মাত্র পানি খাওয়ানো শেষ করেছে।

'যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।' সে নেফারকে বলল। 'বে ও আমি সামনের রাস্তা পরীক্ষার জন্য যাচ্ছি। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরব।'

অভিজ্ঞ দুই দক্ষ ব্যক্তি পায়ে হেঁটে সামনে গেল এবং বালির দেয়ালের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। তাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে গিয়ে থামল তারা। 'তুমি কি জান টর্কের সাথে কে আছে যে এই রকম শক্তিশালী যাদু করতে পারে।'

'তার সেনাবাহিনীর সাথে তার যাজক ও যাদুকর আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হল ইশতার দি মেডি।'

'আমি তাকে চিনি।' টাইটা মাথা ঝাঁকাল। 'সে আগুন ও রক্ত দিয়ে কাজ করে। আমাদেরকে অবশ্যই তার যাদু তারই উপর ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করতে হবে।'

বে ঘোড়ার শুকনো গোবরে একটা ছোট আগুন জ্বালাল এবং যখন তা স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল তখন তারা তাদের বৃদ্ধাঙ্গুল ফুটো করে চিপে কয়েক ফোঁটা রক্ত বের করে আগুনে ফেলল। পোড়া রক্তের দমকা গন্ধে বাতাসে তারা শত্রুর মুখোমুখি হল। কারণ তারা অনুভব করল যে প্রভাবটা পশ্চিমাংশ তারা যে পথে এসেছে সে পথ দিয়ে আসেছে। তারা তাদের মিলিত শক্তি প্রয়োগ করল এবং কিছুক্ষণ পর অনুভব করল তা হ্রাস পাচ্ছে ও আগুনের ধোঁয়ার মতো হারিয়ে যাচ্ছে।

তারপর কাজ শেষে যখন বালি দিয়ে আগুনটা তারা নিভাচ্ছিল তখন বে নরম সুরে বলল, 'ওটা এখনো আছে।'

'হ্যাঁ।' টাইটা বলল। 'আমার ওটা দুর্বল করেছি, কিন্তু ওটা এখনো বিপদ জনক, বিশেষ করে তাদের জন্যে যারা জানে না কিভাবে তা প্রতিরোধ করতে হয়।'

'কম বয়েসী কেউ সবচাইতে ক্ষতি গ্রস্থ হবে।' বে পরামর্শ দিল। 'দুই বালক, ফারাও ম্যারন এবং মেয়েটি।'

তারা যেখানে রথ অপেক্ষা করছি সেখানে ফিরে এল। পুনরায় যাত্রার পূর্বে টাইটা অন্যদের উদ্দেশ্য কথা বলল। সে জানে তারা ভয় পাবে যদি সে প্রকৃত কারণটা বলে। তাই সে বলল, 'আমার বালিয়াড়ির সবচাইতে খারাপ ও বিপদজন অঞ্চলে প্রবেশ করছি। আমি জানি তোমরা সবাই ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত, যাত্রার কষ্টে পরিশ্রান্ত, কিন্তু একটু অসতর্ক হওয়া তোমাদের যে কারো জন্যে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। ঘোড়াগুলোকে দেখবে ও সম্মুখের পথ লক্ষ্য করবে শুধু। নিজেকে কোন অদ্ভুদ শব্দ, অস্বাভাবিক দৃশ্য বা কোন পাখি কিংবা প্রাণী দ্বারা অমনোযোগী করবে না।' সে থামল এবং সরাসরি নেফারে দিকে তাকাল। 'বিশেষভাবে তোমার জন্যে এটা বেশি প্রযোজ্য, মহামান্য। সব সময় নিজের ব্যাপারে সর্তক থাকবে।'

নেফার সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল এবং এই প্রথম সে কোন তর্ক করল না। অন্যদেরও গম্ভীর দেখাল। বুঝল তাদের সর্তক করার পিছনে টাইটার বিশেষ কোন কারণ রয়েছে।

যখন তারা আবার উঁচু বালিয়াড়ির মধ্যকার উপত্যকা দিয়ে সামনে এগুল তখন মনে হলো রথের চাকার প্রতি ঘূর্ণনে তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলগা বালির দেয়ালগুলো দুই পাশে উঠে গেছে নানা বর্ণ ধারন করে, লেবুর মতো হলুদ ও সোনালি, রক্ত বর্ণ ও নীল, শিয়ালের ন্যায় তামাটে, সিংহ বাদামী বর্ণের...। বালিয়াড়ির জায়গায় জায়গায় হিম শীতল অভ্র এর আকা বাঁকা রেখা কিংবা কালো বালির দাগ যা তেলের প্রদীপের ঝুলের মতো দেখতে দেখা গেল। মাথার উপরে আকাশ উষ্ণ ও

হিংস্র হয়ে উঠল। আলোর ধরন পরিববর্তন হয়েছে; ওটা হলুদ ও খয়েরি হয়ে গেছে। দূরের জিনিস দ্বিধাম্বিত ও বিকৃত দেখাল। নেফার আকাশের ঝিকঝিক করা তীব্রতার মধ্য দিয়ে তাকাল। তা এতো কাছে মনে হল যে যেন চাবুকের শেষ প্রান্ত দিয়ে তা স্পর্শ করা যাবে। এই সময় ৫০ কিউবিট দূরে সামনে টাইটার যানটাকে মনে হল কালির কোন ফোঁটা হয়ে গেছে এবং দূর দিগন্তে তার অবস্থান।

তাপ চেহারা ও দেহের উন্মুক্ত ত্বক ঝলসে দিল। নেফার অনুভব করল এক অজানা ভয় তাকে গ্রাস করছে। এর কোন কারণ ছিলনা, কিন্তু সে তা তাড়াতে পারল না।

যখন মিনটাকা তার সাথে ধাক্কা খেল এবং তার চাবুক ধরা হাত শক্ত করে ধরল সে বুঝল সেও এরকম অনুভব করছে। বাতাসে মহাঅশুভ কিছু বিরাজ করছে। সে টাইটাকে ডাকতে চাইল, কিন্তু তার কণ্ঠ ধুলো ও তাপে পুরোপুরি বন্ধ। গলা থেকে কোন আওয়াজ বের হল না।

হঠাৎ সে অনুভব করল মিনটাকা শক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং চাবুক ধরা হাতের আঙ্গুলগুলো তাকে যন্ত্রণাদায়ক ভাবে খামচে ধরেছে। সে তার চেহারা দিকে তাকাল এবং দেখল সে ভীত। মুক্ত হাত দিয়ে সে পাগলের মতো বালিয়াড়ির চূড়ার দিকে দেখাল যা মনে হচ্ছিল তাদের উপর ঝুলে পড়বে।

কিছু একটা প্রকাণ্ড ও কালো ঐ উঁচু থেকে আলাদা হয়ে তাদের দিকে হুড়মুড় করে চেপে আসতে লাগল। এরকম সে কখনো আর দেখে নি। পানির থলের মতোই জিনিসটার গঠন, ভারি থল-থলে দৈত্যাকৃতির, কিন্তু এতো বড় যে পুরো বালিয়াড়িটা ঢেকে ফেলতে পারবে। বলতে গেলে ওটি শুধু তিনটা রথ নয় এবং পুরো সেনাবাহিনী ঢেকে ফেলবে। যখন গড়িয়ে প্রায় কাছাকাছি এল তখন ওটা তার গতি বাড়িয়ে দুলতে দুলতে কম্পিত হয়ে ও নিরবে লাফিয়ে তাদের উপর নেমে এল। মরুর আকাশে তা সৃষ্টি করল হলুদ বর্ণ। তাপের ওপর ওটা হঠাৎ এক শীতল নিঃশ্বাস ঝাড়লো যা তাদের ফুসফুস থেকে তাদের দম টেনে নিল যেন। তাদের মনে হল তারা কোনো উঁচু পর্বতের ঝর্ণার পুকুরে ডুবে যাচ্ছে।

ঘোড়াগুলোও তা দেখল: বন্য আচরণে প্রাণীগুলো আগপিছ করতে করতে দ্রুত নিচের উপত্যকা বরাবর ছুটল, ভয়ংকর অপচ্ছায়াটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করল প্রাণীগুলো। একটা কালো লাভার পাথর ঠিক তাদের সামনে এবং তারা তার দিকে সোজাসুজি দৌড়ে যাচ্ছে। নেফার বিপদটা বুঝল এবং প্রাণীগুলোর মাথা ঘোরাতে চাইল কিন্তু তখন তারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সে যখন লাগামের সাথে যুদ্ধ করছিল মিনটাকা তখন তার পাশে চিৎকার করছিল।

নিশ্চিত তারা কালো অপচ্ছায়াটা দ্বারা মোহিত। নেফার তার কাঁধের উপর দিয়ে দেখল। সে আশা করল ওটা তাদের উপর আবছাভাবে আবির্ভূত হবে কারণ

সে তার ঘাড়ের পিছনে ঠাণ্ডা প্রবাহ অনুভব করছিল, কিন্তু কোন কিছু দেখতে পেল না। বালিয়াড়ির সামনের অংশ শূন্য, মসৃন ও নীরব। তাদের উপরের হলুদ আকাশটাও শূন্য ও উজ্জ্বল। অন্য দুটি রথ খাজের নিচে থেমে পড়েছে, ঘোড়াগুলোও শান্ত এবং নিয়ন্ত্রণে। টাইটা ও অন্যরা তাদের দিকে চেয়ে আছে, বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে।

'ওয়াও!' নেফার পলায়ন রত দলটার উদ্দেশ্যে চিৎকার করল এবং তার পুরো ওজন লাগামের উপর ফেলে থামাতে চেষ্টা করল কিন্তু ঘোড়াগুলো শুনল না। পূর্ণ গতিতে ওগুলো লাভার পাথরের মধ্যে দিয়ে যেন উড়ে চলছিল। 'থাম্' সে আবার চিৎকার করল। 'থাম্! দোহাই। থাম্।'

ঘোড়াগুলো ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত, নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে। লাগামের টানে ওগুলো তাদের ঘাড় বাঁকা করল ও দীর্ঘ লাফ দিচ্ছে, সেই সাথে প্রতি পদক্ষেপে বিরক্তি সূচক শব্দ করছে।

'শক্ত করে ধরো, মিনটাকা!' নেফার চেঁচিয়ে বলল এবং একটা হাত তার কাঁধের উপর রেখে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করল, 'আমরা ধাক্কা খেতে যাচ্ছি।'

কালো পাথরগুলো বাতাস বাহিত বালিতে অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করেছে। কয়েকটার আকৃতি মানুষের মাথার ন্যায় এবং অন্যগুলো তাদের রথের মতই বড়। নেফার উন্মাদ ঘোড়াগুলোকে কোনভাবে পাথটার দিকে চালাল কিন্তু ওগুলো দুটি সবচেয়ে বড় পাথরের মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে চলল। ফাঁকটা এতো সরু ছিল যে ওরা বেরিয়ে যেতে পারল না। পিছনের চাকা স্পোক পাথরের আঘাত লেগে ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গেল এবং বাকিটা উড়ে বাতাসে নিক্ষিপ্ত হল। গাড়িটা অক্ষ দন্ডের উপর ভেঙে পড়ল ও পিছনের ঘোড়াকে টেনে ভূপাতিত করল। যা পরবর্তী পাথরে নিক্ষিপ্ত হল। নেফার প্রাণীটার সামনের পাগুলো লাকড়ির টুকরোর ন্যায় মটমট করে ভাঙতে শুনল, যদিও সে ও মিনটাকা ততোক্ষণে ওটা থেকে লাফিয়ে নেমে গেছে।

তারা পরম বালিতে লাফিয়ে পড়ে কোন রকমে পাথরের আঘাতটা এড়াতে পেরেছে যা ঘোড়াটাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। একটু দাঁড়ানোর অবস্থা হলে নেফার অনুভব করল তখনও সে মিনটাকাকে তার বাহুতে ধরে রেখেছে। সে তার পতন রক্ষা করেছে এবং একটা দম নিয়ে জানতে চাইল, 'তুমি ঠিক আছো? তুমি কি ব্যথা পেয়েছো?'

'না', সাথে সাথে সে জবাব দিল। 'তুমি?'

নেফার হাঁটুগেড়ে বসে ভাঙ্গা রথ ও ঘোড়াটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

'হায়! হুরাস।' সে চিৎকার করে বলল, 'আমরা শেষ, রথটা ভর্তা হয়ে গেছে। ঠিক করার আর কোন আশাই নেই, একটা ঘোড়া চির দিনের জন্য শেষ, ওটার সামনের পা গুড়ো হয়ে গেছে। অন্যটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে, মোহ গ্রস্থ ও রথের একটি কুবর গলায় লাগানো তার, কিন্তু একটা পা ওটার সরে যাওয়া বাঠ থেকে আলতো ভাবে ঝুলছে।

অস্বস্তিকরভাবে নেফার তার পায়ের উপর দাঁড়াল এবং তারপর মিনটাকাকে টেনে তুলল। তার এক জন অন্য জনকে জড়িয়ে ধরে রইল যতোক্ষণ না টাইটা রথ চালিয়ে তাদের কাছে এল। ম্যারনের হাতে লাগাম দিয়ে সে লাফ দিয়ে পাদানি থেকে নিচে নেমে বড় পদক্ষেপে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? ঘোড়াগুলোর পালানোর কারণ কি?'

'তুমি কি ওটা দেখেছ?' নেফার জিজ্ঞেস করল, এখনো সে কাঁপছে এবং হতভম্ব।

'কি ছিল ওটা?' টাইটা জানতে চাইল।

'একটা বস্তু, কালো ও বিশাল বড় পর্বতের মতো। বালিয়াড়ি দিয়ে গড়িয়ে তা আমাদের উপর এল।' নেফার অন্ধের মত শব্দ খুঁজল কি দেখেছে তা বর্ণনা করতে।

'ওটা হাথোরের মন্দিরের মতোই বড় ছিল।' মিনটাকা বলল সায় জানিয়ে। 'ভয়ংকর ছিল। তুমিও নিশ্চয় ওটা দেখেছো।'

'না', টাইটা উত্তর দিল। 'এটা তোমার মন ও দৃষ্টির ভ্রম। আমাদের শত্রুরা ওখানে কিছু করেছে।'

'ডাইনী বিদ্যা!' নেফার হত-বুদ্ধি হয়ে গেল। 'কিন্তু ঘোড়াগুলো তা দেখেছে।'

টাইটা তাদের থেকে সরে এসে হিল্টোকে ডেকে আদেশ করল, 'ওই হতভাগ্য জন্তুগুলোকে মেরে ফেলো।' সে আহত ঘোড়াগুলোকে নির্দেশ করল। 'তাকে সাহায্য কর, নেফার।' টাইটা তাকে দুর্ঘটনাটা ও তার ফলাফল থেকে অমনোযোগী করতে চাইল।

ভারাক্রান্ত মনে নেফার পড়ে থাকা ঘোড়ার মাথাটায় আদর করল। তারপর সে জন্তুটার কপালে আঘাত করল এবং ওটার চোখ তার রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল যাতে নিজের আসন্ন মৃত্যু প্রাণীটা দেখতে না পায়।

হিল্টো একজন পুরনো যোদ্ধা এবং যুদ্ধের ময়দানে এই দুঃখের কাজ সে বহু বার করেছে।

সে চাকুর তীক্ষ্ণ প্রান্ত প্রানীটার কানের পিছনে ঢুকিয়ে দিল এবং যা এক ধাক্কায় প্রাণীটির মাস্তিষ্কে পৌঁছে গেল। ঘোড়াটা শক্ত হল, কাঁপল এবং তারপর স্থির হয়ে গেল। তারপর তারা দ্বিতীয় প্রাণীটার কাছে গেল। হিল্টোর এক আঘাতেই ওটা পড়ে গেল এবং আর নড়ল না।

টাইটা ও বে এক সাথে দাঁড়িয়ে এই করুণ মর্ম-বিদারী কাজ দেখছিল। বে নরম স্বরে বলল, 'আমি যতোখানি ভেবেছিলাম তার চাইতে দেখছি মেডি বেশি শক্তিশালী। সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তি খুঁজে বের করেছে এবং তার শক্তি তাদের দিকে চালনা করেছে।'

'তার সাথে তার শক্তি বাড়াতে টর্কের অন্য যাদুকরেরাও রয়েছে। এখন থেকে সামনের পথটায় আমাদের হিল্টো ও ম্যারনের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে।' টাইটা সম্মত হল। 'যতোক্ষণ না আমি আমার নিজের শক্তি একত্রিত করতে পারছি ইশতারের সাথে ততোক্ষণ লড়াইতে আমরা মহা বিপদে থাকছি।'

সে বে-এর পাশে থেকে সরে এল। তাদের দু'জনকে এক সাথ গোপনে আলোচনা করতে দেখলে তা অন্যদের সমস্যা করতে পারে। এখন তাদের মনন শক্তি উজ্জীবিত রাখা হল সবচেয়ে জরুরি কাজ। 'পানির থলেগুলো আনো', টাইটা আদেশ করল। ধাক্কায় একটা ফেটে গেছে এবং অন্য দুটা অর্ধ পূর্ণ। তারা ওগুলো বাকী রথের সাথে বেঁধে নিল।

'এখন থেকে সামনে থাকবে ম্যারন আর হিল্টো বে এর সাথে যাবে। আমি মহামান্যদের আমার সাথে নেবো।'

পানির মশক ও অতিরিক্ত যাত্রীর ওজনে রথগুলো এখন অতিরিক্ত বোঝাই করা। যখন ঘোড়াগুলো সামনে বাড়ল মনে হল যেন তারা তীব্র তাপে আঁট সাঁট হয়ে গেল, গনগনে সূর্যটা অদ্ভুত হলুদ আলোতে অস্পষ্ট।

টাইটা লসট্রিসের স্বর্ণের কবজটা তার ডান হাতে নিয়ে বিড় বিড় করে কোমল সুরে মন্ত্র পড়তে লাগল, অশুভ প্রভাবটা প্রতিহত করার চেষ্টায় সে ব্যস্ত যা তাদের চারপাশে ভারি হচ্ছিল। পিছনের রথে বে-ও গুন গুন করছে, একটি একঘেয়ে পুরো স্তবক।

তারা রাস্তার একটা ভাগে এল যেখানে বাতাস অন্য ক্যারাভান ও ভ্রমণকারীদের চাকার দাগ মুছে দিয়েছে। অনুসরণ করার মতো কোন চিহ্ন নেই শুধু মাত্র পথ নির্দেশক পাথরের স্তুপটা ছাড়া, যা মাঝ বরাবর স্থাপিত। ঘটনাক্রমে ওগুলোও ক্রমে শোষিত হয়ে গিয়েছে এবং তারা চিহ্ন বিহীন বালির মধ্য দিয়ে চলল। তারা এখন টাইটার অভিজ্ঞতা, মরু জ্ঞান এবং তার গভীর সহজাত প্রকৃতির উপর ভরসা করে চলছে।

অবশেষে তারা দুটি উঁচু বালিয়াড়ি পেরিয়ে বেরিয়ে এল সমতল ভূমিতে। এখানে বালি মসৃণ ও সমান, কিন্তু টাইটা কিনারে এসে থেমে গেল এবং ভালোভাবে তা পরখ করল। সে পাদানি থেকে নেমে বে এর উদ্দেশ্যে ইশারা করল। কৃষ্ণকায় বে তার পাশে আসতেই এক সাথে তারা নিবিড়ভাবে ভূমিটা পরীক্ষা করল।

'আমার আদৌ এটা সুবিধের ঠেকছে না।' টাইটা বলল। 'এই ভূমির পাশ দিয়ে আমাদের অবশ্যই অন্য পথ নিতে হবে। এখানে কিছু একটা আছে।'

শক্ত সমতল বালিতে কিছু দূর বে একটু হাঁটল এবং গরম বাতাস শুকে দেখল। দু'বার থুথু ফেলল এবং থুথুর আকৃতিটা পর্যবেক্ষণ করল। তারপর সে টাইটার কাছে ফিলে এল, 'আমি এখানে সমস্যার কিছু পেলাম না। যদি আমরা অন্য কোন ঘুর পথ খুঁজতে যাই তবে তাতে আমাদের কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। অনুসারীরা

বেশি দূরে নেই। আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনটা সবচেয়ে বিপদ জনক।'

'কিছু একটা আছে।' টাইটা আবার বলল, 'তোমার মত আমিও এখান দিয়ে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করছি। অনুভূতিটা খুব শক্তিশালী ও অযৌক্তিক। মেডি আমাদের মনে এসব স্থাপন করেছে।'

'মহান ম্যাগোস'; বে তার মাথা নাড়ল। 'এই ব্যাপারে আমি আপনার সাথে এক মত নই। আমাদের অবশ্যই ঝুঁকি নিতে হবে এবং উপত্যকা পেরোতে হবে। নইলে রাত নামার পূর্বেই টর্ক আমাদের ধরে ফেলবে।'

টর্ক তার কাঁধে হাত রাখল ও তার কালো চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সে দেখল কিছু একটা অস্পষ্টতা ওখানে যেন সে ভাং এর ধূঁয়া গ্রহণ করেছে? 'মেডি তোমার বর্ম ভেদ করে প্রবেশ করেছে।' সে বলল এবং কবজটা বে এর কপালে রাখল। বে চোখ পিট পিট করে দৃষ্টি প্রসারিত করল। টাইটা দেখতে পেল সে প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার লড়াই করছে। সে তার নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করল তাকে সাহায্য করার জন্য।

অবশেষে বে কেঁপে উঠল ও তার দৃষ্টি পরিষ্কার হল। 'আপনি ঠিক'; সে ফিস্ ফিস্ করে বলল। 'ইশতার আমাকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই জায়গায় অনেক বিপদ।'

তারা নিচের সরু উপত্যকার দিকে তাকাল। একটা হলুদ বালির নদীর মতো তা দেখতে, যার কোন শুরু বা শেষ নেই। অপর তীর যা সবচেয়ে সরু ও কাছাকাছি, তা কম পক্ষে তিন ক্রোশ হবে এবং টর্কের বাহিনী খুব নিকটে তাদের পিছনে।

'দক্ষিণ না উত্তর?' বে জিজ্ঞস করল। 'আমি কোন ঘুর পথ দেখতে পারছি না।'

টাইটা তার চোখ বন্ধ করে তার সব শক্তি প্রয়োগ করল। হঠাৎ ভয়ানক নিরবতার মাঝে একটা শব্দ হল। একটা ক্ষীণ উঁচু কান্না। সবাই উপরে তাকাল এবং দেখল একটা রাজ বাজ পাখির ক্ষুদ্র আকৃতি হিংস্র হলুদ আকাশের উপর উঠে যাচ্ছে। পাখিটা দু'বার ঘুর চক্কর দিল, তারপর উপত্যকা বরাবর দক্ষিণে গতি তুলে পাতলা কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

'দক্ষিণে', টাইটা বলল। 'আমরা বাজ পাখিটাকে অনুসরণ করবো।' দু'জন আলোচনায় এতো মনোযোগী ছিল যে তাদের কেউ লক্ষ্য করেনি কখন হিল্টো তার রথটা তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার কাছাকাছি এসে থামিয়েছে। সে ও ম্যারন ড্যাশবোর্ডর উপর ঝুঁকে তাদের আলোচনা শুনছে। হিল্টো অধৈর্য্যে ভ্রু-কুঞ্চিত করে চিৎকার করে উঠল, 'যথেষ্ট হয়েছে! সামনের পথ পরিষ্কার। আর দেরি করা সম্ভব না। আপনি কি অনুসরণ করতে সাহস পাবেন যদি হিল্টো পথ দেখায়?'

সে তার ঘোড়াগুলোর পিঠে চাবুক চালাল। চমকে উঠে ঘোড়াগুলো লাফিয়ে সামনে গেল। ম্যারন এ হঠাৎ গতিতে প্রায় পাদানি থেকে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু শক্ত করে হাত ধরে রাখায় ছুটন্ত যানটায় রয়ে গেল কোন রকমে।

টাইটা হিল্টোর উদ্দেশ্যে সতর্ক চেঁচালো। 'সরে এসো! তুমি কু-মন্ত্রে মোহিত। তুমি জান না তুমি কি করছ।'

বে পিছনের ঘোড়ার হার্নেস ধরার জন্য লাফ দিল কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে; রথ তাকে অতিক্রম করে বেড়িয়ে গেল সমতল ভূমি বরাবর। গতি তুলে হিল্টো বিদ্রুপাত্মক একটা হাসি দিল। 'পথ খোলা, মসৃণ ও গতিময়।'

নেফার তার স্থির যানের লাগাম টান দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'আমি তাকে থামাবো, ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি।'

'না', টাইটা পিছনে ঘুরে নিষেধ করল। দ্রুত হাত তুলে বলল, 'ওখানে বেড়িয়ে যেও না। ওখানে বিপদ। থামো! নেফার।'

কিন্তু নেফার তা অবজ্ঞা করল। মিনটাকাকে পাশে নিয়ে সে ঘোড়াগুলোর পিঠে চাবুক চালাল এবং শক্ত মসৃণ বালিতে চাকা নামল। সে হিল্টোকে ধরতে এগিয়ে চলল দ্রুত।

'ওহ্, মহান হুরাস।' টাইটা আর্তনাদ করে উঠল। 'চাকাগুলো দেখ।'

রূপালি বালির সুন্দর দানা পালকের ন্যায় হিল্টোর রথের ঘূর্ণায়মান চাকার পিছন থেকে উঠছিল। ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে তারা দেখল পালকসমূহ পুরু নরম হলুদ কাদার পুচ্ছে পরিণত হচ্ছে, তারপর আরো নরম চোরা কাদার পুকুর সম্মুখে তার। ঘোড়াগুলোর গতি ধীর হল, তাদের মধ্যসন্ধি পর্যন্ত তাতে ডুবে গেল এবং কাদার পিন্ড তাদের ছুটন্ত খুর থেকে অনেক ফিরে আসার কোন চেষ্টা করল না এবং কর্দমাক্ত খন্দের আরো গভীরে তারা হরিয়ে যেতে লাগল ক্রমশঃ।

'চোরাবালি।' টাইটা তিক্ত কণ্ঠে চিৎকার করল। 'এটা মেডির কাজ। প্রকৃত রাস্তাটা সে আমাদের কাছে লুকিয়ে রেখেছে এবং আমাদের এই ফাঁদে এনে ফেলেছে।'

হঠাৎ যাত্রী দল নিম্নাংশের প্রতারক ভেজা চূড়া ভেঙে নিচে প্রবেশ করল। চাকার কিনারা পর্যন্ত পড়ে গেলে রথটা এমন আকস্মিকভাবে থামল যে হিল্টো ও ম্যারন ড্যাশাবোর্ডের উপর ছিটকে পড়ল। তারা নিস্পাপ স্তরের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলল। যখন তারা থামল এবং দাঁড়াতে চেষ্টা করল দেখল তাদের দেহ দুর্গন্ধময় হলুদ কাদায় ঢেকে গেছে এবং সাথে সাথে তারা তাদের হাঁটু পর্যন্ত তাতে গেড়ে গেল।

ঘোড়াগুলোর পুরোটাই কাদার ডুবে গেছে। শুধু তাদের মাথা ও সামনের অংশ মুক্ত ছিল। কিন্তু যখন ভয়ে তারা মৃদু হ্রেষাধ্বনি তুলল এবং নড়ল তখন আরো গভীরে তারা ডেবে যেতে লাগল।

নেফার হতভম্ব হয়ে গেল এবং চোখের সম্মুখে ঘটা বিপদে খুব ধীর প্রতিক্রিয়া দেখাল। সে ঘুরে যাওয়ার প্রয়াস নিল কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার রথের চাকা কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত ঢুবে গেছে এবং দুটি ঘোড়াই কাঁধ পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেছে। সে তাদের সাহায্য করতে লাফিয়ে নামল। হার্নেস খোলার এবং তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে আঠালো কাদার ফাঁদে আটকা পড়ল, হাঁটু অবধি সে ডুবে গেল এবং তারপর কোমর পর্যন্ত। 'দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করো', মিনটাকা তাকে পাগলের মতো সতর্ক করল। 'এটা তোমাকে নিচে নিয়ে যাবে, নিজেকে চিৎ কর ও সাঁতার কাট।'

মিনটাকা নিজেকে ডুবন্ত যান থেকে অধোমুখে নিক্ষেপ করল এবং কম্পমান কাদার সমতলে পড়ল। 'এইভাবে নেফার, আমি যেমন করছি।'

সে তার বুদ্ধি ফিরে পেল এবং উপরি ভাগে সমতল হয়ে হাত পা ছড়িয়ে দিল। একটা অস্বস্তিকর সাঁতারের চেষ্টা করল সে যার গতিবেগ শিক্ষারত শিশুর হাঁটার মতো। রথটা পুরোপুরি চোরাবালিতে অদৃশ্য হবার আগে সে ওটার নিকট গেল। ছুরি দিয়ে চামড়ার রশিটা কেটে কাঠের পাদানিটা খুব দ্রুত উপরে ছিড়ে আনল এবং ওগুলো নিক্ষেপ করে ভাসিয়ে দিল। পাদানিটা বালির উপরি স্তরে ভেসে রইল, আর ভারি রথটা ততোক্ষণে নিপুণভাবে স্তরের নিচে পিছলে গেল এবং ঘোড়াগুলোকেও তার সাথে টেনে নিয়ে নিল। কয়েক মিনেটের মধ্যে সেখানে বালিয়াড়ির রং এর সমতলে এক ক্ষুদ্র পুচ্ছ রইল শুধু তাদের দুর্দশা চিহ্নিত করতে।

হিল্টোর রথও নিচে চলে গেছে এবং সেই সাথে তার ঘোড়াও। সে ও ম্যারন বৃথা চেষ্টা করছে, ভয়ে চিৎকার করছে, কোন রকমে শুধু তাদের কাদায় মাখা মাথা ও কাঁধ জাগিয়ে তারা ভেসে আছে।

নেফার একটা তক্তা মিনটাকার দিকে ঠেলে দিল। 'এটা ব্যবহার কর!' যে তাকে আদেশ দিল এবং সাথে সাথে মিনটাকা হামগুড়ি দিয়ে ওটার উপর চড়ে বসল।

সে অন্য একটা তক্তা চামড়ার রশি ধরে টেনে নিয়ে কোন রকমে কাদার ফাঁদ গলে নিজেকে হিল্টো ও ম্যারনের কাছাকাছি নিক্ষেপ করার মত নিকটে গেল। অবশেষে তারা নিজেদের কাদার ক্ষুধার্ত থাবা থেকে টেনে বের করল একে অন্যের সাহায্য নিয়ে। চারজনের সবাই কঠোর সাঁতার কেটে ফিরতে লাগল। টাইটা ও বে শক্ত ভূমি থেকে ভয়ে ভয়ে তাদের দেখছে।

টাইটা তার হাত নেড়ে সতর্ক চিৎকার করল, 'তোমাদের এখনো অর্ধেক পথ বাকি। এখানে ফিরে এসো না। চালিয়ে যাও। অন্য পাশ দিয়ে অতিক্রম কর।'

নেফার সঙ্গে সঙ্গে তার কথার ইঙ্গিতটা বুঝল। তারা দূরের অন্য তীরের দিকে ঘুরল। ধীর ও কষ্ট সাধ্য ছিল কাজটা। কারণ কাদা তাদের বাহু ও পা এবং তক্তার তল দেশে শক্ত করে আটকে থাকতে চায়। মিনটাকা তার হালকা ওজন কাজে

লাগাল এবং অন্যদের চেয়ে এগিয়ে গেল। প্রথমে সে শক্ত মাটিতে পৌঁছে নিজেকে চোরাবালির কবল থেকে মুক্ত করল। অবশেষে নেফার, হিল্টো ও ম্যারন তাকে অনুসরণ করল। তারা প্রায় নিঃশেষিত। পূর্ব দিকের বালিয়াড়ির পাদদেশে পৌঁছে তারা গা ছেড়ে বসল অবশেষে।

তারা পেরোতেই তাদের দুর্দশা নিয়ে টাইটা তার চিন্তা করার সময়টা পেল। এটা মনে হচ্ছিল আশাতীত। তারা দুই ভাগে ভাগ হল, তাদের মাঝে দুইশ কিউবিট প্রশস্ত উপসাগর। তারা তাদের অস্ত্র ও মালপত্র হারিয়েছে কিন্তু সবচইতে বেশি খারাপ যা তা হল মূল্যবান পানির থলেও। বে তার বাহু স্পর্শ করে ফিসফিস করে বলল, 'শুনুন!'

বাতাসে একটা চাপা গুঞ্জন, অনেক দূরে– মাঝে মাঝে ক্ষীণ হচ্ছে, তারপর আবার জোরালো হচ্ছে। একটি দূরবর্তী প্রতি ধ্বনি বালিয়াড়ির দেয়াল ঘেষে বার বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। যদিও ক্ষীণ তবুও তা নির্ভুল; এক সারি যুদ্ধ রথের বহর এগিয়ে আসার শব্দ তা।

উপত্যকার অন্য তীরে কাঁদায় ঢাকা তিনটি অবয়বও শব্দটা শুনল এবং উঠে দাঁড়াল। তারা সবাই বালিয়াড়ির ভেতর দিয়ে পিছনে চেয়ে রইল এবং টর্ক ও তার লোকদের দ্রুত এগিয়ে আসতে শুনল। হঠাৎ করে মিনটাকা চোরা বালির কিনারে দৌড়ে গেল যেখানে তারা তক্তাগুলো ছেড়ে এসেছিল, যা তাদের বয়ে এনেছে। নেফার তার পিছনে তাকিয়ে রইল, তার ইচ্ছা বোঝার চেষ্টা করছে। মিনটাকা তক্তাগুলো একত্রিত করল এবং হাঁটু পর্যন্ত নেমে চামড়ার রশি ধরে তার পিছন পিছন টেনে আনল।

নেফার হঠাৎ করেই বুঝল সে কি করছে, কিন্তু তাকে থামাতে তার বেশি দেরি হয়ে গেল। মিনটাকা নিজেকে একটা তক্তার উপর সমতলে ফেলে হলুদ কাদায় ভেসে এগুতে শুরু করল। নেফার তাকে থামাতে কোমর পর্যন্ত নামতে বাধ্য হল কিন্তু ততোক্ষণে সে তার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

'ফিরে এসো'; সে তাকে পিছন থেকে ডাকল, 'আমিও যাবো।'

'আমি তোমার চেয়ে হালকা ও দ্রুতগামী।' সে বলল। নেফারের শত অনুনয় সে অবহেলা করে তার সব দম ও শক্তিকে ব্যবহার করল সামনে ভেসে যাওয়ার জন্যে।

রথের আওয়াজ জোরালো হল এবং মিনটাকা আরো জোরে চেষ্টা করল এগিয়ে যেতে। তার এ ধরনের কাজ দেখে তার নিরাপত্তার কথা ভেবে নেফারের রাগ হলো, কিন্তু তার চেয়ে বেশি গর্ব হলো তার অহংকার ও তার সাহসের জন্য। 'তার হৃদয় একজন যোদ্ধা ও একজন রাণীর হৃদয়ের মতোই।' নেফার ফিসফিস করে বলল। অবশেষে মিনটাকা অন্য তীরের কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

এখন তারা অনুসারীদের কণ্ঠ, চাকার মড় মড় আওয়াজ ও অস্ত্রের ঝন ঝন শব্দ শুনতে পাচ্ছে, বালিয়াড়ির নীরবতায় তা আরো জোড়ালো শোনাচ্ছিল।

হাত মুক্ত করতে টাইটা তার হাতে থাকা লঠিটা বেল্টে গুঁজে নিল; তারপর সে ও বে তার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য নেমে এল। প্রত্যেকে মিনটাকার কাছ থেকে একটা করে তক্তা নিয়ে নিজেদের প্রতারক কাদার স্তরে ভাসিয়ে দিল। তিন জন এক ভিন্ন সাঁতার কাটতে কাটতে পূর্ব তীরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাল। বালিয়াড়ি থেকে বেরিয়ে আসা তাদের পিছনে অনুসারী রথগুলোর সারির মাথা দেখা গেল তখন। টর্কের নির্ভুল অবয়ব অগ্রগামী রথে ছিল এবং তার কর্কশ ভারি কণ্ঠে বিজয়ের গর্জন বালিয়াড়ির দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হল। 'ঐ যে সামনে! ধরো!'

রথের অগ্রবর্তী দলটি দ্রুত এগিয়ে এল এবং চোরবালির কিনারে এল। তিন ফেরারী হলুদ কাদার উপর পাগলের মত নিজেদের দাঁড় করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের পিছনে রথীদের চিৎকার জোরালো হলো আরো তখন।

টর্কের ভারি ওজন অন্য যানের থেকে তার চাকাগুলোকে নরম বালিতে অন্যদের চেয়ে আরো বেশি ডুকতে বাধ্য করল এবং যদিও চাবুকের আঘাতে তার ঘোড়াগুলো সর্বাধিক চেষ্টা চালাল, সে ধাওয়া করা প্রথম সারির পিছনে পড়ে গেল। প্রধান দলের অন্য তিনটা রথ অধোমুখে চোরাবলিতে দৌড়ে গেল এবং অন্য যানের ন্যায় দ্রুত ঢুবতে লাগল। এর ফলে টর্ক বিপদের ব্যাপারে সচেতন হয়ে গেল। সে তার নিজের দলকে কোন রকমে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বেরিয়ে এল কাদা থেকে।

সে তার বাঁকানো ছোট ধনুকটা তাক থেকে নিয়ে লাফিয়ে নামল। তার পিছনে অন্য রথগুলোও ততোক্ষণে থেমে গেছে এবং দূর থেকে বিশাল স্তুপ লাগছিল সবগুলোকে দেখতে। 'ধনুক?' টর্ক চিৎকার করল, 'তাদের দিকে তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করো। পালিয়ে যেতে দিও না। তীর দিয়ে হত্যা করো।'

-তীরন্দাজরা দৌড়ে এগোলো এবং চোরাবালির কিনারে এসে সারি গঠন করল। তাদের পিঠে তীর ভর্তি খাপ এবং তীরের গুণ শক্ত করে বাঁধা।

মিনটাকা আরো একবার তার সঙ্গীদের থেকে এগিয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে সে অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে এবং যদিও তারা পাগলের ন্যায় দাঁড় বাইছে তবুও টাইটা ও বে পিছনে পড়ে যাচ্ছে বারেবার।

টর্ক লম্বা পদক্ষেপে সারির সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর আদেশ দিল, 'তীরন্দাজরা তোমাদের তীর লক্ষ্য স্থির কর!' দেড়শ' তীরন্দাজ ধূন টেনে তাদের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করল।

'ছেড়ে দাও!' টর্ক চিৎকার করল এবং এক সাথে অনেক সংখ্যক তীর ছুটে গেল। তীরগুলো কালো মেঘ বরাবর উঠে গেল। ওগুলো রক্তিম আকাশ বরাবর উঠে গেল, পর্বতের চূড়া সমপরিমাণ এবং কাদা ভেজা তিনটি ক্ষুদ্র অবয়বের দিকে নিচু হয়ে পড়তে লাগল। টাইটা ওগুলো আসতে শুনল এবং পিছনে আকাশের দিকে

তাকাল। ভয়ংকর মেঘটা তাদের দিকে ছুটে আসছে, উড়ন্ত বন্য রাজহাসের পাখার হিসহিস আওয়াজের ন্যায় মৃদু ছন্দ তুলে।

'কাদার ভিতরে!' সতর্ক করে বলল টাইটা। তিন জন দ্রুত তক্তা থেকে পিছলে নেমে পুরু কাদায় ডুবে তক্তাটি তুলে ধরে রইল, যতোক্ষণ না তীরগুলো তাদের পেরিয়ে গেল। তীরগুলো শিলাবৃষ্টির পুরু হয়ে তাদের আশেপাশে পড়ল। একটা তীর একটি তক্তার উপর গভীর ভাবে গেথে গেল যার উপর কয়েক সেকেন্ড আগেও শুয়ে ছিল মিনটাকা।

'সামনে', টাইটা আদেশ দিতেই তারা নিজেরদের আবার তক্তায় টেনে তুলল এবং পুনরায় দাঁড় বেয়ে সামনে এগুল। বাতাস আবার তীরের গুন গুন আওয়াজে পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তারা কয়েক গজ এগিয়ে গেল এবং নিজেদের আবার আগের মতই হলুদ কাদার প্রতিরক্ষায় নিক্ষেপ করল তারা।

আরো তিনবার একই ভাবে তক্তা থেকে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হল তারা, তবে প্রতিবারে তীরন্দাজদের থেকে তাদের দূরত্বটা বেড়ে গেল এবং লক্ষ্যের নির্ভুলতা কমতে লাগল। মিনটাকা আগের চেয়েও দ্রুত চলছিল এবং আয়ত্তের বাইরে চলে গেল শীঘ্রই।

টর্ক সজোরে তার লোকদের তীর ছুড়তে উদ্বুদ্ধ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়ল এক সময়। তীরগুলো তাদের আশে পাশে কাদায় টুপ করে পড়ছিল, কিন্তু তাদের পতন ছিল ভুল।

টাইটা বে-কে দেখতে মাথা ঘুরাল, তার বিশাল দাগওয়ালা মাথা কাদা ও ঘামে জ্বলছে। তার লাল চোখটা কোঠরের ভেতর স্ফীত হয়ে আছে এবং মুখ সম্পূর্ণ খোলা, সারিবদ্ধ দাঁতগুলো হাঙ্গরের দাঁতের ন্যায় দেখতে তীক্ষ্ণ।

'সাহস রাখ, বে।' টাইটা উৎসাহ দিয়ে বলল, 'আমরা প্রায় পেরিয়ে এসেছি।' বলেই সে বুঝল শব্দগুলো যেন প্রভুদের উদ্দেশ্যে সরাসরি একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেল।

তাদের পিছনে তীরে দাঁড়িয়ে টর্ক দেখল তার হাত থেকে শিকার ধীরে ধীরে পিছলে যাচ্ছে। তার সৈন্যরা অপেক্ষাকৃত খাটো ও কম শক্তিশালী তীর ব্যবহার করছে যা চলন্ত রথ থেকে ছোঁড়ার জন্য তৈরি করা। এগুলো সর্বোচ্চ ২০০ কিউবিট পর্যন্ত যেতে পারে। টর্ক ঘুরে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তার বর্শা বাহকের দিকে তাকাল, যে তখন দলের ঘোড়াগুলোকে সামাল দিচ্ছিল।

'আমার যুদ্ধ ধনুকটা আন।' সে চিৎকার করে আদেশ দিল, পুরো বাহিনীতে একমাত্র টর্ক-ই কেবল তার রথে লম্বা ধনুক বহন করছে। সে-ই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তার বাহিনীর বাকিদের যুদ্ধ ধনুকে অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ও অতিরিক্ত শক্তি আয়ত্তের জন্য ঠিক হবে না।

যাই হোক টর্কের অনেক শক্তি ও তার লম্বা হাতের দক্ষতা নিচু লোকদের অভিযোগের উর্ধ্বে। সে অধিকাংশ পরিস্থিতিতে খাটো বাঁকানো তীর ব্যবহার করে। তথাপি সে তার রথে তার পাশে একটি বিশেষ তাক বানিয়েছে যেখানে অধিক শক্তিশালী ও অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের অস্ত্র রাখা থাকে।

তার বর্শা বাহক দৌড়ে এসে তার বিশাল ধনুকটা তার হাতে দিল। সে বিশেষ তীরে পূর্ণ খাপটাও এনেছে, সিংহের চিত্র খোদই করা যা দীর্ঘ হাতের টর্কের জন্য মানান সই।

টর্ক সামনের সারির তীরন্দাজদের কাঁধ দিয়ে ঠেলা মেরে তার রাস্তা করে নিল এবং তারাও সরে তাকে রাস্তা করে দিল। একটা লম্বা তীর ধূনে লাগিয়ে অধবোজা চোখ দিয়ে দূরত্ব পরিমাপ করল তারপর সে।

হলুদ কাদায় দু'জন সাঁতারুর মাথা ক্ষুদ্র কালো ফোঁটার মতো দেখা গেল। তার আশে পাশে লোকেরা এখানো দ্রুত তার সাথে তীর নিক্ষেপ করছে কিন্তু তারা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হচ্ছিল, অযথা কাদায় সব পড়ছে। মনে মনে টর্ক হিসেব কষে পা সামনে এগিয়ে তার সঠিক অবস্থান নিল। একটা গভীর দম নিয়ে বাঁ হাত সোজা রেখে গুন টান দিল, যতোক্ষণ না গুনটা তার বাঁকানো নাক স্পর্শ করল। ধনুকটা তার শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করল যেন। তার নগ্ন বাহুর মাংসপেশীটা তখন মনে হলো দৃপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে এক হৃদ্‌স্পন্দন পর্যন্ত দম ধরে রাখল। নগ্নভাবে তার লক্ষ্য স্থির করল। তারপর তা ছেড়ে সে দিল এবং বিশাল ধনুকের বেড়িটা বেঁকে গেল ও তার হাতে জীবন্ত প্রাণীর মতো মনে হল লম্বা তীরটা। লেজার মিসাইলের ন্যায় মেঘ বরাবর উপরে সব পিছনে ফেলে উঠে গেল তীরটি। তার সর্বোচ্চ সীমায় উঠে একটা অবনত বাজ পাখির ন্যায় নেমে আসতে লাগল তারপর।

কাদার মধ্যে থেকে টাইটা পতনের তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ শুনল এবং উপরে তাকাল। দেখল একটি তীর ঠিক তার দিকে ছুটে আসছে এবং তীর এড়ানোর জন্যে আগের পদ্ধতি অবলম্বন ও মাথা নিচু করার কোন সময় তখন ছিল না তার।

সে ধ্যান মগ্নের ন্যায় তার চোখ বন্ধ করল, তীরটা তার এতো ঘেঁষে চলে গেল যে সে অনুভব করল ওটার গতির ঝাপটায় তার চুল নড়ল। তারপর সে একটা আঘাতের শক্ত ধপাস শব্দ শুনল ।

চোখ খুলে সে শব্দের দিকে তার মাথা ঘোরালো। দীর্ঘ তীরটা বে-কে বিদ্ধ করেছে, ওটা তার নগ্ন পিঠের মধ্য দিয়ে ঢুকে দেহে ওখানেই গেঁথে রয়েছে। আর তার পাতলা মাথাটা সে তক্তায় যেখানে সে শুয়েছিল সেখানেই হেলে পড়ে আছে।

বে-র মুখটা তার নিজের দেহ থেকে মাত্র এক হাত দূরে। টাইটা তার গভীর কালো চোখের ভেতর দিয়ে তাকাল এবং দেখল মৃত্যু যন্ত্রণা তাকে গ্রাস করেছে। বে কিছু বলতে তার মুখ খুলল। কিন্তু ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে তাজা রক্তের দ্রুততা সব শব্দ ডুবিয়ে দিল তার। অনেক কষ্টে সে তার গলার নেকলেসের দিকে হাত বাড়াল

এবং তা খুলে ফেলল। তারপর সে হাত বাড়িয়ে টাইটাকে মালাটা দিল, তার শেষ উপহার, অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন যা তার নখরযুক্ত আঙ্গুলে প্যাঁচিয়ে আছে।

টাইটা আলতোভাবে শক্ত আঙুল থেকে ওটা খুলে নিল এবং নিজের গলার বাঁধল। সে অনুভব করল এক অদ্ভুত শক্তি তার নিজের মধ্যে প্রভাবিত হচ্ছে; তার শক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে। বে এর মাথা সামনে ঝুলে পড়ে গেল, কিন্তু তীরটা তাকে তক্তা থেকে গড়িয়ে পড়া থেকে রোধ করল। টাইটা তীরের ডগায় খোদাই করা সিংহটা চিনতে পারল এবং বুঝল কে এটা নিক্ষেপ করেছে। সে আড়াআড়ি পৌঁছে দুটি আঙ্গুল বে-এর কণ্ঠনালীতে রাখল এবং তার চলে যাওয়ার মুহূর্তটা অনুভব করল। বে চলে গেল এবং তার কোন চেষ্টা তাকে ধরে রাখতে পারল না। অগ্যতা টাইটা তাকে ছেড়ে যেখানে নেফার ও মিনটাকা দাঁড়িয়ে তাকে সাহস দিচ্ছে সে দিকে সাঁতরে এগুতে লাগল। আরো চারটা তীর তার আশপাশে কাছাকাছি এসে পড়ল। কিন্তু এদের কোনটাই তাকে স্পর্শ করতে পারল না এবং ধীরে ধীরে সে তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে এল। নেফার এগিয়ে এসে তাকে পুরু কাদায় দাঁড়াতে সাহায্য করল। নিজেকে কাদা থেকে বের করে শক্ত ভূমিতে দাঁড়াতে লাঠিটা ব্যবহার করল টাইটা। তারপর ধপাস করে বসে সে হাঁফাস হাঁফাস করে দম নিল। এক মিনিট পরেই সে উঠে বসল এবং চোরাবালির উপর দিয়ে অন্য তীরে যেখানে টর্ক দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে চেয়ে রইল। টর্ক হাত কোমরে বাঁকিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে, চেহারায় রাগ ও হতাশা প্রকাশ পাচ্ছে তার স্পষ্টত। তারপর টর্ক তার হাত মুখে রেখে চিৎকার করল, 'ভেবো না তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেলে, ওয়ারলক! আমি তোমাকে চাই, সেই সাথে আমার স্ত্রী কুকুরটাকেও। আমি তোমাদের দু'জনকেই পাব। আমি তোমাকে পিছু নিয়ে ধরবোই। কখনোই আমি গন্ধটা হারাবো না।'

মিনটাকা সামনে হেঁটে গেল যতোটা পারল। সে জানে ঠিক কোথায় সে সব চাইতে দুর্বল এবং কিভাবে তার লোকদের সামনে তাকে করুণ ভাবে তিরস্কার করা যায়। 'প্রিয় স্বামী, তোমার হুমকি তোমার দেহের মতই থলথলে ও শূন্য।' তার উচ্চ মিষ্টি কণ্ঠ পরিষ্কার ভাবে বাতাস বহন করল এবং দুই শত হিকস্ যোদ্ধা এর প্রতিটি শব্দ শুনল। একটা শোকাহত নীরবতা নেমে এল চারপাশে এবং তারপর সৈন্য বাহিনী থেকে উপহাসের হাসির গর্জন ভেসে এল। এমনকি তার নিজের লোকেরাও তার তিরস্কারে আনন্দ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে চায় না। টর্ক তার ধনুক মাথার উপর তুলে আন্দোলিত করে অসহায়ভাবে পা দাপাল। তারপর ঘুরে সে তার লোকদের প্রতি ঘোঁত ঘোঁত করতেই সাথে সাথে তারা চুপ হয়ে গেল, নিজেদের হঠকারিতায় তারা বিব্রত।

এ নিরবতার মাঝেই টর্ক চিৎকার করে ডাক দিল, 'ইশতার! ইশতার দি মেডি, সামনে এসো!'

চোরা বালির কিনারে অন্য প্রান্তের ক্ষুদ্র দলটার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইশতার। তার চেহারা বিভিন্ন ট্যাটুতে ঢাকা। চোখের চারপাশে লাল গোলাপি চিত্র অংকন করা; টেরা চোখ রূপালি থালার ন্যায় জ্বল জ্বল করছে। বিন্দু বিন্দু লাল দাগের দুই সারি তার নাকের নিচ পর্যন্ত নেমে এসেছে।

তার চিবুক ও গালে ফার্ণের মতো রূপরেখা অংকিত। তার চুল লাল গালা পাতা যুক্ত লম্বা শক্ত কীলক দিয়ে আটকনো। ইচ্ছাকৃত ভাবে সে তার শরীরের কাপড় খুলে ফেলল এবং তা বালিতে পড়ে যেতে দিল।

সে সম্পূর্ণ নগ্ন দাঁড়িয়ে রইল এবং তার পিঠ ও কাঁধ সিংহের ব্যাজ দিয়ে ঢাকা। তার পেটে বিশাল একটি লাল তারা অংকিত এবং স্বর্ণ ও রূপোর ক্ষুদ্র ঘণ্টা ঝুলছে তার শূন্যে। সে টাইটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ম্যাগোসও তাকে মোকাবেলা করতে সামনে অগ্রসর হল। তাদের মধ্যকার দূরত্ব মনে হল কমে গেল যখন তারা একজন অন্যজনের দিকে চেয়ে রইল এক দৃষ্টে।

ধীরে ধীরে ইশতারের বিশেষ অঙ্গটা স্ফীত হল। ঘণ্টাগুলো টুংটাং শব্দে বাজল যখন ওটা শক্ত হয়ে ভারি খাড়া দন্ডে পরিণত হল। সে তার নিতম্ব সামনে বাড়িয়ে দিল, রাগান্বিত লাল মাথাটা টাইটার দিকে নির্দেশ করে। এটা একটা সরাসরি চ্যালেঞ্জ নির্দেশ করে– যা দিয়ে টাইটার খোজা অবস্থা এবং ইশতারের পুরুষত্ব তার উপর প্রয়োগ করে।

টাইটা তার লাঠিটা উঠিয়ে মেডির লিঙ্গ বরাবর তাক করল। অনেকক্ষণ ধরে কেউ নড়ল না, নিক্ষিপ্ত বর্শার মতো তাদের শক্তি একে অপরের উদ্দেশ্য তারা প্রয়োগ করে চলল।

হঠাৎ ইশতার কঁকিয়ে উঠে বীর্যপাত করে বসল, সব বীজ বালিতে ছড়িয়ে পড়ল তার। বিশেষ অঙ্গটি সাথে সাথে কুচকে ছোট হয়ে গেল। ভাজ পড়ল ও আর্যকর হয়ে গেল। ইশতার হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে দ্রুত তার কাপড় তুলে নিল নিজের অপমান ঢাকতে। ওয়ারলকের সাথে তার প্রথম মোকাবেলায় সে হেরে গেছে। সে টাইটার দিকে তার পিঠ ঘুরিয়ে পা টেনে টেনে যেখানে সেথের যাজক ও নুবিয়ান ছলকারীরা আসন করে বসে আছে সেখানে ফিরে গেল। তাদের দলে যোগ দিয়ে হাতে হাত ধরে মন্ত্র পড়তে লাগল।

'তারা কি করছে?' নেফার বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'আমার মনে হয় তারা বালিয়াড়ির চারপাশের রাস্তা জানার চেষ্টা করছে।' মিনটাকা ফিসফিসিয়ে বলল।

'টাইটা তাদের থামাবে'; নেফার বলল, তবে ততোটা আত্মবিশ্বাস সে অনুভব করল না। ইশতার লাফ দিয়ে তখন উঠে দাঁড়াল নতুন শক্তি নিয়ে। সে দাঁড়

কাকের মতো কর্কশ ভাবে একটা চিৎকার দিল এবং দক্ষিণের বালির উপত্যকা দিকে নিদের্শ করল।

'সে ঐ রাস্তাটা খুঁজে নিয়েছে যা বাজ পাখিটা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছিল।' শান্ত কণ্ঠে বলল টাইটা। 'আমরা এখানো নিরাপদ নই।'

টার্কের সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ে বসল। ইশতার টর্কের পাশে প্রধান রথে চড়ে দক্ষিণ দিকে ভয়ানক কাদার নদী অনুসরণ করে চলল। তারা যখন অতিক্রম করছিল তখন সৈন্যরা চিৎকার করে হুমকি ও অবজ্ঞা প্রকাশ করল বিপরীত তীরে দাঁড়ানো নিঃসঙ্গ দলটিকে উদ্দেশ্য করে।

ধুলোর ঝড় শান্ত হওয়ার পর তারা দেখল পাঁচটি রথ ও দশ জন মানুষের একটা ছোট দলকে টর্ক অন্য পাড়ের বালিয়াড়ির ক্যাম্পে রেখে গেছে, যারা তাদের পর্যবেক্ষণে রাখবে। শীঘ্রই বাকি অনুসারী দলের শেষ রথটা হলুদ তাপের পর্দার মধ্য দিয়ে হারিয়ে গেল এবং উপত্যকার ফাঁকে দেয়ালের ভেতর লুকিয়ে গেল যেন।

'রাতের আগেই টর্ক আমাদের পাশে আসার রাস্তাটা পেয়ে যাবে'; টাইটা ভবিষ্যৎ বাণী করল।

'আমাদের এখন কি করা।' নেফার জিজ্ঞেস করল।

টাইটা তার দিকে ঘুরল তখন। 'তুমি ফারাও। তুমি দশ হাজার রথের অধিকারী। আমাদের তোমার আদেশ দাও, মহামান্য।'

নেফার তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল, এই বিদ্রুপে সে একেবারে ভাষা হীন। নিশ্চিত টাইটা তাকে বিদ্রুপ করছে। তারপর সে তার ঐ প্রাচীন বহু চেনা চোখের ভেতরে গভীর ভাবে তাকাল এবং দেখল ওখানে কোন উপহাস নেই। রাগে তার কণ্ঠ নালী পর্যন্ত উঠে এল তিক্ত স্বাদের একটা ঢেঁকুর।

সে প্রায় প্রতিবাদ করে উঠল, নির্দেশ করে বলল যে সে তার সব কিছু হারিয়েছে, খাদ্য ও পানির থলে সব কিছু। তাদের সামনে একটা জ্বলন্ত মরুভূমি এবং তাদের পিছু তাড়া করছে নির্মম অনুসারী সৈন্য দল, কিন্তু মিনটাকা তার বাহু স্পর্শ করে তাকে স্থির করল। সে এক দৃষ্টিতে টাইটার চোখে চেয়ে রইল। আর ঠিক তখন তার মধ্যে একটা স্পৃহা জাগল যা এল সেখান থেকে।

সে তার পরিকল্পনা তাদের খুলে বলল, এবং শেষ করার পূর্বেই হিল্টো তা শুনে দাঁত বের করে হাসতে লাগল এবং সম্মতি সূচক মাথা দোলালো। ম্যারনও হাসল, তার হাতটা অপর হাতে এক সাথে এনে ঘষতে লাগল উত্তেজনায়। মিনটাকাও তার আরো কাছে এসে তার পাশে দাঁড়াল দাম্ভিক ভঙ্গিতে।

এরপর সে তার আদেশ যখন দিল, টাইটা সম্মতিতে মাথা নাড়ল। 'এটাই একজন সত্যিকার ফারাও-এর যুদ্ধের পরিকল্পনা।' সে বলল। তার কণ্ঠ নিরস ও আবেগহীন কিন্তু চোখে অনুমোদের স্ফুলিঙ্গ। অবশেষে বুঝতে পারছে লসট্রিস তাকে

যে দায়িত্ব অর্পন করেছে তা শীঘ্রই শেষে হবে। আর নেফারও প্রায় প্রস্তুত তার নতুন লক্ষ্যের দায়িত্ব নিতে।

যখন ইশতার সামনে নির্দেশ করল তখনও তারা কয়েক ক্রোশের বেশি অতিক্রম করেনি। টর্ক তার বাহিনীকে থামাল এবং অদ্ভুত হলুদ আলো ও ঝিক ঝিক করা তাপের পাতলা কুয়াশায় তার চোখ টন টন করে উঠল। চোরা বালির সামনের উপত্যকা সূঁচালোভাবে সরু।

'ওটা কি?' টর্ক জানতে চাইল। মনে হচ্ছিল যেন কোন সামুদ্রিক দৈত্য ওটার ফাঁকা দিয়ে সাঁতার কাটছে। এটার পৃষ্ঠ চূড়া হয়ে হলুদ কাদা থেকে দাম্ভিক ভাবে উঠে এসেছে, কালো ও তীক্ষ্ণ প্রান্ত ওয়ালা।

'এটা আমাদের সেতু।' ইশতার তাকে বলল। ভাসমান একটা শিলা সুউচ্চ ভূমির এক তীর থেকে অন্য তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আমাদের এটা পাড়ি দিতে হবে।'

টর্ক তার দুজন বিশ্বস্ত লোককে পায়ে হেঁটে শিলার সেতু পরীক্ষা করতে পাঠাল। তারা হালকাভাবে দৌড়ে পার হল এবং শুকনো স্যান্ডেল নিয়ে অন্য প্রান্তে পৌঁছল। জোরে চেঁচিয়ে টর্কের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। ইঙ্গিত পেয়ে টর্ক তার ঘোড়াগুলোর পিঠে চাবুক মারল এবং তাদের অনুসরণ করল। এক সারিতে দলের বাকিরা তার পিছু পিছু পার হল একে একে।

সবাই নিরাপদে অন্য প্রান্তে গেলে টর্ক উত্তর দিকে ঘুরে উপত্যকাটা দেখল যেখানে তারা শেষবার টাইটার ফেরারী দলকে দেখেছিল।

মলিন মেঘের হলদে কুয়াশা বদলে যাবার পূর্ব পর্যন্ত তারা নির্দিষ্ট দূরত্বের অর্ধেকের কম অতিক্রম করতে পারল। একটু আগে ভাগেই রাত নামল উপত্যকায়। মিনিটের মধ্যেই শেষ আলোটুকুও নিভে গেল এবং গভীর অন্ধকার বাহিনীটাকে থামাতে বাধ্য করল।

'ঘোড়াগুলো ক্লান্ত।' রাতে থামার সিদ্ধান্তে একটা বীরত্বপূর্ণ চেহারা রাখার চেষ্টা করল টর্ক, যখন তার সঙ্গীরা তার আদেশের জন্য তার চারপাশে জমা হল। 'ওগুলোকে পানি দাও এবং লোকদের বিশ্রাম নিতে দাও। আমরা প্রথম আলোয় রওনা দিব। ওয়ারলক পায়ে হেঁটে ও পানি ছাড়া বেশি দূর যেতে পারবে না। আমরা কাল দুপুরের আগেই তাদের ধরে ফেলবো।'

মিনটাকার পা খুলে সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা নাড়ল টাইটা। তারপর সে পা দুটোকে চোরবালির অ্যালাকইলের জলে ধুয়ে এবং পুনরায় ব্যান্ডেজ করে দিল। তার আপত্তি

সত্ত্বেও নেফার তাকে তার নিজের স্যান্ডেলটা পরতে বাধ্য করল। ওগুলো তার পায়ের তুলনায় অনেক বড়, কিন্তু ব্যান্ডেজের কারণে কিছুটা খাপ খেয়ে গেল।

তাদের সাথে বহন করার মতো কিছু নেই, না পানি– না খাবার, কোন হাতিয়ার অথবা মাল পত্র কিছুই না, শুধু ডুবে যাওয়া রথের তক্তাগুলো সঙ্গী তাদের। অন্য প্রান্তে কৌতূহল নিয়ে হিকস্ সৈন্যরা তখনও তাদের দিকে চেয়ে আছে। নেফার উঁচু বালিয়াড়ির দিকে পথ দেখাল, পূর্ব দিকে। হাফাতে হাফাতে তারা অবশেষে চূড়ায় পৌঁছল। ইতোমধ্যে তৃষ্ণা প্রচন্ড যন্ত্রণা দিতে লাগল সবাইকে।

নেফার শেষ বারের মতো চোরাবালির দিকে তাকাল। টর্কের সৈন্যরা অন্য তীরে তাদের ঘোড়াগুলোর হার্নেস খুলে ফেলেছে, শিবির করছে এবং তাদের মশাল জ্বালাচ্ছে। নেফার তাদের উদ্দেশ্যে একটু নিষ্ঠুর স্যালুট দিয়ে দলের অন্যদের প্রস্তুত হতে বলল। পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টির আড়ালে গেলে তারা একটু জিরিয়ে নিল। 'প্রতিটি প্রয়াস আমাদের প্রিয় কিছুর হারাতে বাধ্য করবে। আমরা আরো অনেক ঘণ্টা পানি পাবো না।'

যখন তাপ দাহে বসে তারা হাপাচ্ছিল তখন উদগ্রীব ভাবে লোকজন ও রথের আওয়াজ শুনল। মনোযোগ দিল। মিনটাকা তাদের ভয়ে আশা দিল, 'সকলে প্রভুদের কাছে প্রার্থনা করুন যেন টর্ক সেতুটা খুঁজে না পায় এবং রাতের আগে আমাদের খুঁজে না পায়।'

পুনরায় শক্তি সঞ্চয় হতেই নেফার সবাইকে মধ্যবর্তী বালিয়াড়ি এবং চোরাবালির উপত্যকার সমান্তরাল ধরে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। কিন্তু তাপদাহের কারণে তারা অল্প দূর যেতে পারল। আবার বিশ্রাম নিতে বসে পড়ল সবাই। তবে সন্ধ্যা নামার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করার মতো তাদের বেশি সময় ছিল না।

রাত নামলে তাপ থেকে তারা নিস্তার পেল। তারা বালিয়াড়ির চূড়ায় উঠতেই দেখতে পেল নিচে উপত্যকার অন্য পাড়ে অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। ঐ শিখাগুলো হিকস্ ক্যাম্প নির্দিষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট।

শত্রুর রথগুলো শূন্য, চতুর্কোণে থামানো ও ঘোড়াগুলো চাকার সাথে বাঁধা। দু'জন সৈন্য আগুনের ছায়ায় তাদের শোবার মাদুরে শুয়ে আছে। 'তারা আমাদের পূর্বে দিকে যেতে দেখেছে। আমরা অবশ্যই আশা করি তারা বিশ্বাস করে যে আমরা এখানো পূর্ব দিকেই যাচ্ছি এবং আমরা তাদের পিছু তাড়া থেকে মুক্ত।' নেফার তাদেরকে বালির নিচে পিছলে নামতে ইশারা করে বলল। তারা ক্যাম্প থেকে কয়েকশ কিউবিট নিচের উপত্যকায় এসে পৌঁছেছে।

তাদের নড়াচড়া ও তাদের যে কোন শব্দ ঢাকার পক্ষে যথেষ্ট দূর তা।

রাস্তা দেখার জন্যে তারা ক্যাম্পের আগুনের হালকা আলো ব্যবহার করে চলল, হাতে হাত ধরল যাতে কেউ অন্ধকারে রাস্তা না হারায় এবং তারা চোরাবালির

কিনারে যাওয়ার রাস্তাটা হাতড়ে ফিরল। একত্রে কাছাকাছি থেকে তারা ক্যাম্পের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো এবং ঠিক আগুনের আলোর বৃত্তের বাইরে গুটিসুটি মেরে বসে রইল। দু'জন প্রহরী ছাড়া মনে হল পুরো শত্রু শিবির ঘুমাচ্ছে। ঘোড়াগুলো শান্ত ছিল এবং একমাত্র শব্দ ছিল আগুনের শিখার ক্রমাগত পটপট আওয়াজ। হঠাৎ একজন প্রহরী উঠে দাঁড়াল এবং যেখানে তার সঙ্গী বসে আছে ওখানে হেঁটে গেল। দু'জন নিচু গলায় কিছু কথা বলল। এই দেরিতে নেফার অস্থির হয়ে পড়ল এবং প্রায় টাইটার সাহায্যের জন্য বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি তার অজান্তেই তাকে সাহায্য করল। সে তার লাঠিটা ঐ দুটি কালো অবয়বের দিকে নির্দেশ করল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের কণ্ঠ নেশাগ্রস্তের মতো শোনাল এবং অবশেষে একজন প্রহরী উঠে দাঁড়াল, প্রসারিত হল এবং হাই তুলে মন্থর গতিতে নিজের আগুনের কাছে ফিরে গেল। নিজের কোলে সে তার তলোয়ার নিয়ে বসল আরাম করে।

টাইটা তার দিকে দন্ডটি ধরে নাড়াতেই ধীরে ধীরে লোকটির মাথা সামনে ঝুকে গেল, চিবুকটা তার নিজের কাঁধের উপর স্থির হল। আগুনের অন্য প্রান্ত থেকে মৃদু নাক ডাকার শব্দ এল তখন। লোক দুটো দ্রুত ঘুমের অতলে হারিয়ে গেল। নেফার হিল্টো ও ম্যারনকে স্পর্শ করল। প্রত্যেকে তারা তাদের দায়িত্ব জানে। তারা টাইটা ও মিনটাকাকে রেখে আগুনের কুন্ডলী দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো।

নেফার সবচেয়ে কাছের প্রহরীর পিছনে এল। প্রহরীর তলোয়ারটা তার কোল থেকে পিছলে গিয়ে পাশেই বালিতে পড়ে আছে। অস্ত্রটা তুলে নিয়ে সে লোকটির কপালের এক পাশে তলোয়ারের বাট দিয়ে সজোরে আঘাত করল। কোন শব্দ ছাড়াই প্রহরীটি মরে গেল এবং টান হয়ে আগুনের পাশে পরে রইল।

তারপর তলোয়ারটা হাতে শক্ত করে ধরে নেফার আগুনের অন্য পাশটার দিকে তাকাল সতর্ক দৃষ্টিতে। হিল্টো ও ম্যারন ইতোমধ্যে প্রহরীটির ব্যবস্থা করে ফেলেছে। হিল্টোর হাতে তলোয়ার। তিনজন দৌড়ে সামনে বাড়ল এবং সবচেয়ে কাছের রথের নিকট পৌছল। পাশের পাত্রে বল্লমগুলো তখনো রয়েছে। নেফার একটা তুলে ধরল। একটু ভারি লাগল তবে তার মুঠোয় মানান সই। ম্যারন এরও নিজের অস্ত্র হয়েছে। হঠাৎ একটি ঘোড়া মৃদুভাবে ডেকে উঠল এবং খুর দাপাল। নেফার জমে গেল। মুহূর্তের জন্য সে ভাবল বুঝি কেউ তাদের দেখে ফেলেছে। আর তখনই রথের ও পাশ থেকে একটা ঘুমন্ত কণ্ঠ ডেকে উঠল।

'নূসা, ওটা কি তুমি? তুমি কি জেগে আছো?

আগুনের আলোয় হেঁটে একজন সৈন্য এল, এখনও অর্ধ ঘুমন্ত, নিম্নাংশে শুধু কাপড় ছাড়া আর গায়ে কিছু নেই। তার ডান হাতে সে একটি তলোয়ার ধরা।

হঠাৎ থেমে প্রহরীটি স্থির দৃষ্টিতে নেফারের দিকে চেয়ে রইল। 'তুমি কে?' তার কণ্ঠ চড়ে গেল বিপদের আভাসে।

ম্যারন সাথে সাথে একটা বল্লাম নিক্ষেপ করল যা লোকটির বুকের আঘাত করল। হাত তুলে প্রহরীটি ধাপস করে বালিতে পড়ে গেল। ম্যারন লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে তার পড়ে থাকা তলোয়ারটা তুলে নিল। উন্মাদ জিনের মতো চিৎকার করে তারা তিন জন তার উপর দিয়ে লাফ দিল ও দৌড়ে ছুটল রথগুলোর উদ্দেশ্যে। তাদের চিৎকার বড় দ্বিধায় ফেলে দিল সদ্য জাগ্রত লোকগুলোকে। এদিকে তাদের তিন জনের অস্ত্র তখন সদ্য জাগা লোকগুলোর উপর ছন্দে উঠা-নামা করতে লাগল। ফলাগুলো রক্তে ভিজে উঠল।

একজন মাত্র শুধু গালি গালাজ করল এবং তাদের উপর চড়াও হল। লোকটি একটা মানুষ নামে বিশাল পশু এবং সে তাদের পিছু হটাল, আঘাত খেয়ে আহত সিংহের ন্যায় গর্জে উঠল। সে নেফারের মাথা বরাবর লক্ষ্য স্থির করল এবং যদিও নেফার তা শক্ত ভাবে ঠেকালো, কিন্তু তার বাহু থেকে কাঁধ পর্যন্ত তা অসাড় করে দিল। ফলাটা হাত থেকে পড়ে গেল তার।

নেফার অস্ত্রহীন এবং শত্রু তার তলোয়ারটা উপরে তুলে দোলাতে লাগল এবং তাকে শেষে করার জন্যে তার মাথা বরাবর তা তাক করল। টাইটা তখন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে পিছনে এসে তার লাঠি দিয়ে লোকটার মাথায় হালকা দ্রুত আঘাত করতেই লোকটি ধপাস করে পড়ে গেল। নেফার তার অচেতন আঙ্গুল থেকে তলোয়ারটা কেড়ে নিল মাটিতে তা পড়ার আগে।

লড়াই শেষ। বেঁচে থাকা পাঁচজন মাথা নিচু করে হাতে ভর দিয়ে বসে ছিল, হিল্টো ও ম্যারন তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মিনটাকা ও টাইটা আগুন পুনরায় জ্বালাল এং শিখার আলোয় তারা আবিস্কার করল যে তিনজন সৈন্য মৃত এবং অন্য দুজন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত।

টাইটা যখন তাদের আঘাত চিকিৎসা করছিল তখন অন্যরা রথ থেকে অতিরিক্ত দড়ি এনে বন্দীদের হাত ও পা বাঁধল শক্ত করে। তারপর তারা পানির থলে থেকে ইচ্ছে মতো পানি পান করল, রুটির থলে থেকে রুটি নিল এবং শুকনা মাংসের টুকরো খেল পরম তৃপ্তিতে। তাদের খাওয়া ও পান করা যখন শেষ হল তখন নতুন দিনের আলো জোরাল হচ্ছিল। এটা আরো একটা আশংকাপূর্ণ রক্তিম লাল সকাল এবং ইতোমধ্যে তাপ তার দহন শুরু করে দিয়েছে। নেফার তাদের টানার জন্যে তিনটা রথ এবং সর্বোত্তম ঘোড়া বাছাই করল। বাছাইকৃত রথ থেকে তারা সব অপ্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ফেলে দিল, যেমন সৈন্যদের ব্যক্তিগত ব্যাগ এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত অস্ত্র ইত্যাদি। অতিরিক্ত ঘোড়াগুলোকে নেফার ছেড়ে দিল এবং অজানায় তাড়িয়ে দিল।

প্রতি মুহূর্তে রহস্যজনক ভোরের লালাভ আলো শক্তিশালী হচ্ছিল এবং তারা দ্রুত রথে চড়ল। যাবার আগে নেফার বন্দীদের দলের কাছে গেল।

'তোমরা মিশরীয়, যেমন আমরাও। আমাকে তা গভীর ভাবে কষ্ট দিচ্ছে যে আমারা তোমাদের কিছু সঙ্গীদের হত্যা করেছি এবং আঘাত করেছি। এটা

আমাদের না পছন্দ, না খুশির। অত্যাচারী উরুক এটা করতে আমাদের বাধ্য করেছে।'

সে বিশাল লোকটার পাশে আসন করে বসল যে তাকে প্রায় হত্যা করতে বসেছিল। 'তুমি একজন সাহসী লোক। আমি আশা করি একদিন আমরা এক সাথে কোন এক শত্রুর সাথে পাশাপাশি যুদ্ধ করব।' নেফারের স্কার্টটা বাতাসে উড়ছিল যখন সে বসল তখন তার ডান উরুর মসৃণ মাংসপেশীর দিকে গেল বন্দীর চোখ। তার মুখ হা হয়ে খুলে গেল। 'ফারাও নেফার সেটি মৃত। কেন তুমি তার রাজকীয় স্মারক বহন করছো?' সে প্রশ্ন করল।

নেফার চিহ্নটা স্পর্শ করল যা টাইটা অনেক আগে সেখানে এঁকেছিল। 'অধিকারের কারণে আমি এটা বহন করি।' নেফার বলল। 'আমি ফারাও নেফার সেটি।'

'না! না!' বন্দীটি উত্তেজনা ও ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠল।

মিনটাকা লাফ দিয়ে রথ থেকে নেমে তাদের নিকট এল। সে লোকটির সাথে বন্ধুত্ব পূর্ণ কণ্ঠে কথা বলল। 'তুমি জান আমি কে?'

'আপনি মহামান্য রাণী মিনটাকা। আপনার পিতা ছিল আমার প্রভু ও কমান্ডার। তাকে আমরা খুব ভালোবাসতাম। তাই আমি আপনাকে নিচু ও সম্মান করি।'

মিনটাকা খাপ থেকে ছুরি বের করে তার বাধন কেটে দিল, 'হ্যাঁ'; সে বলল, 'আমি মিনটাকা এবং এ হচ্ছেন ফারাও নেফার সেটি যে আমার বাগদত্ত। একদিন আমরা মিশরে ফিরবো আমাদের জন্মাধিকার দাবি করতে এবং ন্যায় ও শান্তিতে শাসন করতে।'

নেফার ও মিনটাকা উঠে দাঁড়াল এবং সে বলে চলল, 'এই বার্তা তোমার সহ যোদ্ধাদেরকেও দিও। লোকদের বলো যে আমরা জীবিত এবং আমরা এই মিশরে ফিরে আসছি।'

লোকটি হাঁটু দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগিয়ে তার পায়ে চুমু খেল এবং তারপর সে নেফারের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে গেল এবং তার একটি পা নিয়ে সে ওটা তার মাথার উপর রাখল।

'আমি আপনার প্রজা।' সে বলল, 'আমাদের কাছে শীঘ্রই ফিরে আসুন, মহান ফারাও।'

অন্য বন্দীরা আনুগত্যের ভালোবাসায় দৃঢ়ভাবে তার সাথে যোগ দিল। 'জয়, ফারাও, আপনি হাজার বছর বাঁচুন ও শাসন করুন।'

নেফার ও মিনটাকা তাদের দখল করা রথে উঠল এবং মুক্ত হওয়া বন্দীরা তখন চিৎকার করে উঠল, 'বাক-হারা! বাক-হারা!'

ধ্বংস প্রাপ্ত ক্যাম্প থেকে তিনটা যান বেরিয়ে গেল। টাইটা যানে একা, কারণ সে ইশতারের কুমন্ত্রণা প্রতিহত করতে সবচেয়ে সামর্থ পূর্ণ এবং সেই সাথে সঠিক রাস্তা আবিষ্কার করতে যা তাদের কাছে লুকায়িত। নেফার ও মিনটাকা কাছাকাছি থেকে তাকে অনুসরণ করল এবং হিল্টো ও ম্যারন পিছনে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত। যে পথে এসেছে সে পথ অভিমুখেই তারা চলল।

তারা চোরা বালির উপত্যকার একটু পথ গিয়েছে মাত্র এবং ক্যাম্পটা এখনো দৃষ্টি গোচর তখন টাইটা থামল ও পিছনে তাকাল। অন্য দুটো যানও তার পিছনে থামল। 'কি হয়েছে?' নেফার জিজ্ঞেস করল এবং টাইটা তার হাত উঠাল। স্তব্ধতায় তারা দূরে অন্য তীর বরাবর টর্ক বাহিনীর আগমন শুনল। তারপর হঠাৎ ভোরের শেষ হতে যাওয়া লাল আভায় তারা দূরবর্তী বালিয়াড়িতে তার বাহিনীকে উদয় হতে দেখল।

অগ্রবর্তী যানে টর্ক তীব্রভাবে লাগাম টেনে ইশতারের উদ্দেশ্যে চেঁচালো, 'সেথের রক্ত ও বীজের নামে, ওয়ারলক তোমাকে আবার বোকা বানিয়েছে। তুমি কি আগেই দেখনি যে তারা ফিরে আসতে পারে ও আমাদের প্রহরী দল থেকে রথ কব্জা করবে?'

'আপনি কি এটা আগে দেখে ছিলেন?' ইশতার তার উদ্দেশ্যে ঘোঁত ঘোঁত করল, 'আপনি মহান সেনাপতি।'

টর্ক তার এই ধৃষ্টতায় তার উল্কি আঁকা মুখের চাবুক মারার জন্যে চাবুক ধরা হাতটা তুলল, কিন্তু যখন মেডির কালো চোখে চোখ পড়ল তখন সে আবো ভালো কিছু চিন্তা করল এবং চাবুক নামাল। 'এখন কি, ইশতার? তুমি কি তাদের বাধা বিহীন ভাবে পালিয়ে যেতে দিবে?'

'তাদের ফিরে যাওয়ার একটাই রাস্তা আছে এবং যানদার দুই শত রথ নিয়ে সে পথে আসছে। তাদের এখনও আপনি শান পাথরের মাঝে পাবেন।' ইশতার গম্ভীর কণ্ঠে বলল। টর্কের মুখ একটা বন্য হাসিতে উজ্জ্বল হল। রাগে সে প্রায় যানদারকে ভুলে গিয়েছিল।

'সূর্য মাত্র উদিত হয়েছে। এখনও আপনার হাতে নরম শিলার সেতুটা পার হওয়ার জন্য সারা দিন রয়েছে এবং তাদের অনুসরণ করার,' ইশতার বলে চলল। 'আমার নাসিকায় তাদের গন্ধ পাচ্ছি। আমি আমার যাদুর জাল বিছাবো তাদের ফাঁদে ফেলতে এবং একটি বিশ্বস্ত কুকুরের ন্যায় আমি আপনাকে শিকারের কাছে নিয়ে যাবো।'

টর্ক তার ঘোড়া বাড়িয়ে জলার কিনারের শক্ত ভূমি দিয়ে এগিয়ে অন্য তীরের তিনটি রথের বিপরীত দিক দিয়ে দাঁড়ালো। সে কোন রকমে একটু হাসি, যাকে বন্য হাসি বললে ভুল হবে না তা দিয়ে বলল,

'আমি তোমাদের চেয়ে এটা বেশিই অনুভব করছি, আমার বন্ধুরা। প্রতিশোধ হল এমন খাবার যা ঠান্ডা খেতেই সর্বাধিক মজা! সেথের কসম, আমি এর স্বাদ নেবো।'

'তোমাকে অবশ্যই রান্না করার পূর্বে তোমার খরগোশ ধরতে হবে।' মিনটাকা প্রতিত্তর করল।

'আমি তা-ই করবো। নিশ্চিত থাকো। এখানো কিছু বিস্ময় রয়ে গেছে তোমাদের আনন্দ দিতে।' তার হাসি মলিন হল যখন তিনটা রথ বালিয়াড়ির মধ্যে দিয়ে সামনে চলতে শুরু করল। মিনটাকা উচ্ছ্বাসে তার দিকে হাত নাড়ল। যদিও টর্ক জানে এটা সে করেছে তাকে রাগাতে, তবুও এটা তার নিকট এতো বেশি আবমাননাকর মনে হল যে রাগে তার নাড়িভূড়ি পর্যন্ত গরম ও তিতা হয়ে গেল।

'ফিরে চল'; সে তার লোকদের উদ্দেশ্যে চেঁচালো। 'সেতুটা পার হয়ে ফিরে চল।'

যখন তারা চলছিল তখন টাইটা বার বার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। তার অভিব্যক্তি গম্ভীর ও চিন্তিত। সে সালফারের মেঘটি মাটির কাছাকাছি নেমে আসতে দেখল।

'আমি কখনো এমন আকাশ দেখি নি'; হিল্টো বলল, যখন পূর্বাহ্নের মাঝামাঝি সময়ে তারা ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াতে থামল। 'প্রভুরা নারাজ।'

তাদের কাছে এটা অদ্ভুত লাগল যখন নির্দ্বিধায় তারা সঠিক রাস্তাটা খুঁজে পেল। বিভক্তিটা যেখানে তাদের দ্বিধায় ফেলেছিল এখন তা দূর থেকে দেখতে সমতল দেখাচ্ছে। মনে হল তারা সম্ভবত লম্বা পাথরটা এবং লোহিত সাগরের প্রধান রাস্তা, যেখান দিয়ে ব্যবসায়ীরা যাতায়াত করে, আরো গভীরভাবে তা মাড়ানো; দৃশ্যত হালকা দাগের রাস্তা দিয়ে তারা চোরাবালির উপত্যকায় অনুসরণ করেছে।

'ইশতার আমাদের অন্ধ করে দিয়েছিল'; রাস্তার সংযোগ স্থলের দিকে এগুতে এগুতে নেফার বিড়বিড় করে বলল। 'কিন্তু এবার অন্তত অতো সহজে বোকা হচ্ছি না।' তার পর সে অস্বস্তিতে আকাশের দিকে তাকাল এবং শয়তানের বিরুদ্ধে চিহ্ন আঁকল। 'যদি প্রভুরা দয়ালু হন।'

শুধু মাত্র হিল্টো তার যুদ্ধের চোখ দিয়ে তাদের সামনের ধুলার মেঘটা দেখতে পেল। নিচু, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ওটাকে অস্পষ্ট করে রেখেছিল। হিল্টো গতি তুলে টাইটার রথের পাশে এসে চিৎকার করে তাকে বলল, 'ম্যাগোস! আমাদের সামনে ওগুলো রথ এবং সংখ্যায় অনেক।'

তারা লাগাম টানল এবং সামনে তাকিয়ে রইল। তারা যখন তা পর্যবেক্ষণ করছিল ধুলোর মেঘ তখন নড়ছিল।

'কতটা সামনে?' টাইটা জিজ্ঞেস করল।

'অর্ধ ক্রোশ কিংবা তারও কম।'

'তোমার কি মনে হয় টর্কের পিছনে তার দ্বিতীয় সেনাদল আসছে?'

'আমার চেয়ে আপনি ভালো জানেন, ম্যাগোস, যে এটা হিকস্‌দের একটা সাধারণ কৌশল। আপনার কি ডামেন এর যুদ্ধে কথা মনে নেই? কিভাবে অ্যাপেপি আমাদেরকে তাদের দুই বাহিনীর মাঝে চেপে ধরেছিল?'

'তারা আমাদের ধরার পূর্বেই কি আমরা রাস্তার সংযোগ স্থলে যেতে পারবো?' টাইটা জিজ্ঞেস করল এবং হিল্টো তার চোখ সরু করল।

'হয়তো পারব। কিন্তু এটা হবে প্রতিযোগিতাপূর্ণ।'

টাইটা ঘুরে পিছন দেখল। 'টর্ক ইতোমধ্যে আমাদের পিছনের রাস্তায় ধেয়ে আসছে। আমরা তার কব্জায় ফিরে যাবার সাহস করি না।'

'রাস্তা ত্যাগ করে বালিতে প্রবেশ করাটাও হবে নিশ্চিত বিপর্যয়। আমরা তাদের জন্য আমাদের অনুসরণ করার একটি পরিষ্কার চিহ্ন ছেড়ে এসেছি। ঘোড়াগুলোও দিনের শেষে ব্যর্থ হবে।'

'কোন ভুল নেই টর্ক আমাদের উপহাস করবে।' মিনটাকা তিক্ত ভাবে বলল।

'আমরা আরেক বার মাইনকা চিপায় পড়তে যাচ্ছি।' ম্যারন সম্মত হল।

'আমাদের অবশ্যই এ থেকে বাঁচতে হবে।' নেফার সিদ্ধান্ত নিল।

'আমাদেরকে অবশ্যই রাস্তার সংযোগ স্থালে পৌছানোর চেষ্টা করতে হবে এবং তাদের আগে মূল রাস্তায় যেতে হবে। এটাই আমাদের একমাত্র পালানোর পথ।'

'আমাদের সর্বোচ্চ গতিতে, এমনকি যদি ঘোড়াগুলোকে এই কাজে নিঃশেষিত করতে হয় তবুও', হিল্টো সম্মতি জানাল।

তারা তিনজন একসাথে সামনে গতি তুলল। রথগুলো প্রতিবাদ করে উঠল কিন্তু ঘোড়াগুলো ভালোই যাচ্ছে। সামনের ধূলোর মেঘ তারো ভয়ংকর হয়ে গেল যখন তারা ওটার দিকে ধেয়ে গেল। মনে হল পাথরের স্তূপটা কখনোই আর কাছে আসবে না। বাঁক থেকে তখনো তারা ৫০০ কিউবিটের চেয়ে বেশি দূরে যখন কাছে আসা সেনাবাহিনীর প্রথম রথটা দৃষ্টি গোচর হল, ধুলোয় ও ভয়ানক হলুদ আলোয় অস্পষ্ট।

রথের সারি থামল, ধাবমান যানগুলোর অনিশ্চিত পরিচয় জানতে, যা তারা তাদের দিকে আসতে দেখল।

টাইটা শেষ বারের মতো ঘোড়াগুলোর গতি তোলার চেষ্টা করল কিন্তু অনুভব করল ক্লান্তি তাদের ছেয়ে ফেলছে।

তারা সম্ভাব্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধরে রাখল, কিন্তু শত্রুরা তাদের মুখোমুখি আসছে এবং তারা পূর্বের রাস্তার মোড়ে পৌছাতে পারবে না। অবশেষে টাইটা তার

মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তুলে থামার নির্দেশ দিল। 'যথেষ্ট!' সে চিৎকার দিল, 'আমরা কখনোই এই দৌড়ে জিততে পারবো না।'

তারা পথে উপর থেমে পড়ল, ঘোড়াগুলো ঘামে একাকার এবং ঘন নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে ফোঁসছে। রথীরা ধুলায় বিবর্ণ হয়ে গেছে, তাদের দেহ ধূলোয় ঢেকে আছে এবং হতাশা তাদের চোখে স্পষ্টত।

'কোন দিকে, ফারাও?' হিল্টো চিৎকার করল। তারা ইতোমধ্যে নেতৃত্বের জন্যে নেফারের দিকে ঝুকতে শুরু করেছে।

'একটা মাত্র রাস্তাই খোলা। যে পথে এসেছি সে পথে ফেরা।' এবং তারপর এতো আস্তে পরের কথাটা বলল যে শুধু মিনটাকা তা শুনতে পেল।

'টার্কের নাগালে। এটা কমপক্ষে আমাকে তার সাথে মোকাবেলার একটা শেষ সুযোগ দিবে।' টাইটা সম্মতিতে মাথা ঝাঁকালো এবং সে-ই প্রথম তার রথ পুরো গতিতে ঘুরালো। সে তাদের চোরাবালি বরাবর রাস্তার দিকে নিয়ে চলল। অন্যরা তার পাশে চলল ধুলো অনুসরণ করে। প্রথম দিকে ধুলা তাদের দৃষ্টি অনুসরণে বাঁধা দিচ্ছিল কিন্তু তারপর গরম বাতাসের এক ঝাপটা যখন দক্ষিণ দিকে তা সরিয়ে দিল তখন তারা দেখল ইতোমধ্যে সবাই রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে।

তারা সামনে এগোল কিন্তু নেফার বুঝল তার ঘোড়াগুলো প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে। তাদের চলন ভারি হয়ে আসছে, পাগুলো এলোপাথারি ভাবে পড়ছে এবং তাদের খুর কাত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। নেফার জানত এটা প্রায় শেষ। সে একহাতে মিনটাকার কোমর জাড়িয়ে ধরল। 'আমি তোমায় প্রথম যখন দেখেছি তখন থেকেই নিচু। আমি তোমাকে অনন্তকাল ভালোবাসবো।'

'যদি তুমি আমায় সত্যিই ভালোবাসো তবে তুমি আমাকে আবার টর্কের হাতে পড়তে দেবে না। সর্ব শেষে এটাই হবে আমার জন্য তোমার ভালোবাসা প্রমাণের পথ।'

নেফার তাকে দেখার জন্য ঘুরল, হতভম্ব। 'আমি বুঝলাম না।' সে বলল এবং পাশে রাখা তলোয়ারটা স্পর্শ করল।

'না!' সে প্রায় চিৎকার করে উঠল এবং তার সব শক্তি দিয়ে তাকে সে তার দিকে জড়িয়ে ধরল।

'তোমাকে এটা আমার জন্য অবশ্যই করতে হবে, আমার হৃদয়! তুমি আমাকে টর্কের কাছে ফিরিয়ে দিতে পার না। আমার নিজের এটা করার সাহস নেই, তাই তোমাকে আমার জন্য শক্ত হতে হবে।'

'আমি পারব না'; সে আর্তনাদ করে উঠল। 'এটা হবে দ্রুত ও ব্যথাহীন। অন্যপথ...'

নেফার এতোটাই হতাশার মধ্যে ছিল যে সে প্রায় টাইটার রথের পিছনে ধাক্কা খাচ্ছিল যখন ওটা হঠাৎ থামল তাদের সামনের রাস্তায়। টাইটা সামনে নির্দেশ করল।

টর্ক! এমনকি দূর থেকেও তারা তার ভাল্লুক দেহটাকে প্রথম সারির-সম্মুখে চিহ্নিত করতে পারল। তাদের দিকে সে সোজা আসছে। তারা পিছনে দেখল এবং অন্য শত্রুর দলটাও দ্রুত কাছাকাছি হচ্ছে।

'একটা শেষ যুদ্ধ!' হিল্টো খাপ থেকে তার তলোয়ারটা বের করল। 'প্রথমটি সবচাইতে খারাপ। দ্বিতীয়টাও একই রকম। আর শেষ খেলাটা সর্বোত্তম।' এটা যুদ্ধের ময়দানে একটা প্রবোচন এবং সে প্রকৃত মনোবাসনা নিয়েই কথাটা বলল।

টাইটা পিত্ত রঙের আকাশটার দিকে তাকাল এবং বাতাসের একটা ঝটকা তার চুলের উপর বয়ে গেল, রূপালি ঘাসের মাঠের মধ্যে দিয়ে যেমন বাতাস বয়।

মিনটাকা নেফারের বাহু চেপে ধরল। 'আমাকে কথা দাও!' সে ফিসফিস করে বলল এবং তার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠেছে।

'আমি তোমাকে ওয়াদা করছি'; সে বলল এবং শব্দগুলো তার মুখ ও গলাকে দগ্ধ করল যেন, 'এবং তারপর আমি নিজে হাত টর্ককে খুন করবো। যখন তা শেষ করবো, আমি তোমার পিছনে খুব কাছে থেকে অন্ধকার যাত্রায় তোমাকে অনুসরণ করব।'

টাইটা জোরে কথা বলল না কিন্তু তা সবার কাছে পৌছে গেল: 'এই পথে, আমার চাকার দাগ সবাই ভালোভাবে চিহ্নিত কর ও বিশ্বস্ততার সাথে অনুসরণ কর।'

তাদের অবাক করে দিয়ে টাইটা রাস্তা থেকে ডান দিকে বালিয়াড়ির বরাবর রথটা ঘোরালো, নেফার ভেবেছিল সঙ্গে সঙ্গে চাকার কেন্দ্রমূল পর্যন্ত ঢেবে যাচ্ছে। কিন্তু হয়তো কোন ভাবে সে নরম উপরিভাগের নিচে শক্ত স্তরটা খুঁজে পেয়েছে। সে দৃঢ় ভাবে দুলকি চালে এগুলো এবং তারা তাকে খুব কাছে থেকে অনুসরণ করল, যদিও তারা জানে এটাই শেষ, ভাগ্য পরীক্ষা। পিছনে তাকিয়ে নেফার তখনো পূর্ব ও পশ্চিম থেকে তাদের অভিমুখে আগত দুই শত্রু বাহিনীর ধুলোর মেঘ দেখতে পারল। একটুও সুযোগ নেই, তারা তাদের নাগাল পাবেই; যদি না টাইটা লুকিয়ে থাকার একটা যাদু ব্যবহার করে ইশতারকে বোকা বানায়। কিন্তু ওটা এক হতাশ জনক সুযোগ। ইশতার প্রমাণ করেছে যে সে এই রকম ডাইনী বিদ্যা দ্বারা সহজে প্রভাবিত হয় না এবং টর্ক তার নিজের চোখ দিয়ে অবশ্যই দেখতে থাকবে যে তারা রাস্তা থেকে একপাশে ঝাপ দিয়েছে।

তারপর সে সামনে তাকাতেই দেখল টাইটা লসট্রিসের স্বর্ণের কবজ ডান হাতে ধরে রেখেছে এবং কোমরে ঝুলিয়ে রেখেছে নেকলেসটা যা বে-এর উপহার। সে তার অনুসারীদের দিকে ফিরে দেখল না, কিন্তু তার চেহারা ভীতিকর, আকাশের

দিকে তোলা এবং অভিব্যক্তি বিমোহিত। তাদের মনে হল আশাহীন কিন্তু নেফার একটা অযৌক্তিক ও উল্টো আশার আলো অনুভব করল। সে বুঝল কোন রহস্যজনক ভাবে, বে-এর উপহার বিজ্ঞ বৃদ্ধ লোকটির দুর্জেয় শক্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। 'টাইটার দিকে তাকাও', সে ফিসফিসিয়ে মিনটাকাকে বলল। 'সম্ভবত এখনই এটা শেষ নয়। সম্ভবত আমাদের জন্য বাও এর গুটির আরেক চাল বাকি আছে, খেলার ফলাফল এখনও বাকি।'

টর্ক দ্রুত গতি তুলে সেই স্থানে এল যেখানে সে শত্রুর রথ তিনটিকে এদিকে ঘুরে বালিয়াড়িতে চলে যেতে দেখেছে। তাদের চাকার দাগ বালিতে গভীর ভাবে বসেছিল। আর ঠিক তখন যানদার বিপরীত দিক থেকে কলামের সম্মুখে এসে উপস্থিত হল।

'ভালো করেছ! তুমি শিকারকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমরা, তাদের এখন পেয়েছি', টর্ক তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল।

'এটা একটা ভালো তাড়ানো হয়েছে', কর্নেল যানদার গর্জন করল। 'আপনি এখন আমার কাছ থেকে কি রকম বিন্যাস চান?'

'আবারও পেছনের রক্ষী হও। চার সারিতে। আমাকে অনুসরণ করো।' সে আসামীদের অনুসরণ করতে ঘুরল, তার দুটি রথের ডিভিশন পিছনে পড়ে গেল। সে সম্মুখে তাকাল। টাইটা তার ক্ষুদ্র দলসহ এরই মাঝে উঁচু বালির পাহাড়ের চুঙ্গির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাদের মধ্যকার গভীরতা অন্ধকার ও ছায়াময় নিচু হওয়া আকাশ ঢেকে রেখেছে। সে ২০০ কিউবিটও যায়নি তার সারির বাইরের রথগুলো নরম বালিতে আটকে গেল। তখন সে বুঝল কেন টাইটা এরকম দৃঢ় বিন্যাস বজায় রেখে এগিয়েছে। একমাত্র মাঝের লাইনটা একটি রথের ভার বহনের জন্য যথেষ্ট শক্ত।

'এক লাইন করে আগে বাড়ো!' সে তার বিন্যাস পাল্টাল। 'আমার পথে থাকো।' দুটি যৌথ বাহিনী অর্ধ ক্রোশের চেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে প্রসারিত হয়ে অচেনা পথে টর্ককে অনুসরণ করল। সৈন্যরা সচকিত ভাব নিয়ে উঁচু বালির দেয়াল ও কদাকার আকাশের দিকে তাকাল। টর্ক তার ঘোড়াগুলোকে মরণাপন্ন গতির জন্যে জোর করল না এবং তারা হাঁটার গতিতে নেমে এল। কিন্তু সে চাকার দাগ ট্রাক করতে পারল যা টাইটা তাদের জন্য ফেলে গেছে, তাই সে আরো ধীরে চলছে।

তারা আরো এক ক্রোশ পথ চলল তারপর আকস্মিক ভাবে আগের ভূমিটা বদলে গেল। নরম বালির ঢেউ থেকে তারা একটি কালো পাথরের দ্বীপ উঠে এল।

এটা ছিল ছোট শিল্প-কর্মের ন্যায় বালিয়াড়ি যা সমুদ্রে হারিয়ে গেছে। এটার পাশগুলো গুহায় পূর্ণ এবং সহস্র বছরের বালি ঝড়ে ও ভারি বাতাসের ঘর্ষণে ক্ষয়ে গেছে। কিন্তু চূড়াটা কোন পৌরণিক দৈত্যের দাঁতের ন্যায় তীক্ষ্ম।

চূড়ার উপর, দূরত্বের কারণের ক্ষুদ্র, পাতলা ও লম্বা রূপালি চুলের বন্য ঝোপ নিয়ে একটা নির্ভুল অবয়ব এগিয়ে চলছে যা অদ্ভুত ও ভয়ার্ত আলোতে রহস্যময় দেখাচ্ছে।

'ওটা ওয়ারলক', টর্ক ইশতারের দিকে চোখ ছোট করে তাকাল। 'তারা পাথরে আশ্রয় নিয়েছে। আমি আশা করি তারা সেখানে আমাদের সাথে লড়াই করার চেষ্টা করবে।' তারপর সে তার যুদ্ধবাদককে বলল, 'যুদ্ধের বাজনা বাজাও।'

যখন নেফার ও মিনটাকা পাথরের স্তুপটাকে সম্মুখে আবছাভাবে স্পষ্ট হতে দেখল, দুজন তখন অবাক হল। 'টাইটা কি আগে থেকেই জানতো এটা ওখানে ছিল?' মিনটাকা জিজ্ঞেস করল।

'সে কিভাবে জানবে?' উত্তরে বলল নেফার।

'তুমি একবার আমায় বলেছিলে সে সব জানে।' নেফার চুপ হয়ে গেল। নিজের অনিশ্চয়তা ঢাকার জন্য পিছনে তাকাল সে এবং খুব কাছের অনুসারীকে দেখল। সূর্যহীন আকাশ হলুদ আভার সাথে মিশে উঠছে।

'এটা কোন ব্যাপারই না। ওটা আমাদের কি উপকারে আসবে?' নেফার প্রশ্ন করল। 'আমরা হয়তো কিছু সময়ের জন্য ঐ পাথরগুলোতে নিজেদের রক্ষা করতে পারবো, কিন্তু টর্কের লোক শত শত। আমরা প্রায় শেষ।' সে পানির মশকটা স্পর্শ করল যা তার পাশে দন্ডটার সাথে ঝুলানো।

মশকটা প্রায় শূন্য, এমনকি ঘোড়াগুলোকে আরো একদিন বাঁচিয়ে রাখার মতোও কোন পানি নেই।

'আমাদের অবশ্যই টাইটাকে বিশ্বাস করতে হবে', মিনটাকা বলল, নেফার তিক্ত ভাবে হাসল।

'মনে হচ্ছে প্রভু আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন। টাইটা ছাড়া আর কে আছে এ মুহূর্তে বিশ্বাস যোগ্য?'

তারা সামনে এগোল, ঘোড়াগুলোকে প্রায় জোর করে চালাতে হচ্ছে। তাদের পিছনে তারা তাদের অনুসরণকারীদের ক্ষীণ আওয়াজ শুনল। দল নেতা তার সৈন্য বাহিনীকে এক লাইনে আসতে বলছে। খোলা অস্ত্রের আওয়াজ ও গোঙানি এবং শুকনো চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ ধ্বনি জোরালো হচ্ছিল প্রতি নিয়ত।

অবশেষে তারা কালো ও ধূসর রঙের পাথরের পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছল। উচ্চতায় পাথরটা একশ ফুট প্রায় উঁচু, তাপের কিরণে তার গা থেকে বাষ্প উদ্‌গিরিত হচ্ছে। কোন উদ্ভিদ পাথটির গায়ে নিরাপদ স্থান খুঁজে পায় নি কিন্তু বাতাস ওটার গায়ে চিড় ও খাজের সৃষ্টি করেছে। 'রথগুলোকে পর্বতের কাছাকাছি নিয়ে এসো', টাইটা আদেশ দিল এবং তারা নির্দ্বিধায় তা মানল। 'এবার ঘোড়া গুলোকে মুক্ত করে তাদের এই পথে আনো।' পাথর মুখের কোনার পাশে নিজের দলটাকে নিয়ে গিয়ে টাইটা দেখিয়ে দিল কোথায় আসতে হবে। এখানে পাথরের মধ্যে খাজ গভীর চিড় তৈরি করেছে।

'এই পথে।' সে তাদের পথ দেখাল, যতো দ্রুত সম্ভব তারা এগুল গভীর খাজের বালির মেঝে দিয়ে। 'এখন ঘোড়াগুলোকে শুইয়ে দাও।' সকল যুদ্ধের ঘোড়াগুলোকে এ কৌশল রপ্ত করার প্রশিক্ষণ দেওয়া থাকে। তাদের চালকের উৎসাহে তারা নিজেদের হাঁটু ভেঙে বসল এবং তারপর নাক দিয়ে আওয়াজ করল ও নিশ্বাস ছাড়ল। তারা মেঝেতে এক পাশে হয়ে শুয়ে রইল।

'এই ভাবে!' টাইটা তাদের বলল। সে রথ থেকে একটা বিছানার রোল এনেছে। ওটা থেকে কাপড় টুকরো করে সে ঘোড়াগুলোর চোখ বেঁধে দিল তাদের শান্ত ও চুপ রাখার জন্য। তারপর নরম মাটিতে সে একটা বল্লম গেঁথে ওটাকে খুঁটি রূপে ব্যবহার করল। পোতা খুঁটিটা ঘোড়াগুলোকে আবার উঠা থেকে রোধ করবে। সবাই তার উদাহরণ অনুসরণ করল।

'এখন পানির যতোটুকু বাকি আছে তা নিয়ে এসো। এটা করুণ সে ঘোড়াগুলোকে শেষ বিন্দু পান করানোর মত যথেষ্ট নেই কিন্তু আমাদের নিজের প্রতিটি ফোঁটা দরকার হবে।'

যেন সে ওটার অস্তিত্বের কথা জানত, কেননা টাইটা তাদের পবর্তের একটি অগভীর তাকের কাছে নিয়ে গেল। তাকের নিচে প্রধান কক্ষটি এতো নিচু যে কেউ প্রবেশ করার চেষ্টা করলে হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে বসতে হবে।

'পর্বতের খোলা পাথর ব্যবহার করে এটাকে ভিতর থেকে বন্ধ করে দাও।'

'একটা জেবরা দেয়াল?' নেফারকে হতাশ দেখাল। 'আমরা এই স্থানটাকে রক্ষা করতে পারব না। একবার আমরা গুহায় ঢুকে গেলে আর দাঁড়াতে পারব না। অস্ত্র চালানোর কথা তো বাদই দিলাম।'

'তর্ক করার কোন সময় নেই।' টাইটা তার দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকাল। 'যেমন বলছি কর।'

মিনটাকার জন্যে নেফারের ভয় হল এবং গত কয়েক দিন যেভাবে তারা কষ্ট করে বাস করেছে তাতে সে ক্লান্ত। সে টাইটার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। অন্যেরা কৌতুহল নিয়ে দেখল তা। তরুণ ষাঁড় একটি বৃদ্ধ ষাঁড়কে চ্যালেঞ্জ করছে। কয়েক সেকেন্ড চলে গেলে হঠাৎ নেফার তার বোকামিটা বুঝল। একমাত্র এই

একজন ব্যক্তিই তাদের রক্ষা করতে পারে এবং সে আত্মসমর্পণ করল। নিচু হয়ে খোলা পাথরের স্তুপ থেকে একটি বড় পাথর তুলে নিয়ে টলমল পায়ে অগভীর গুহার দিকে চলল সে। জায়গামতো ওটা রেখে সে আরেকটার জন্যে দৌড়ে এল। অন্যরাও কাজে যোগ দিল, এমন কি কাজে ভাগ বসাতে শিলার এক টুকরা বহন করল মিনটাকাও। দেয়ালের পিছনের সংকীর্ণ জায়গাটা বন্ধ করে দেয়ার পূর্বে দেখা গেল তার হাতের চামড়াটা ছিড়ে গেছে।

'আমরা এখন কি করব?' নেফার জোর গলায় জিজ্ঞেস করল, এখনও ম্যাগোসের সাথে তর্ক করতে তার দ্বিধা হচ্ছে।

'পান কর।' টাইটা জবাবে বলল।

নেফার পানির থলে থেকে একটি চামড়ার মগে পানি ঢেলে তা মিনটাকার দিকে এগিয়ে দিল। সে কয়েক চুমুক খেয়ে তা টাইটাকে সাধল।

টাইটা মাথা নেড়ে বলল, 'পান কর এবং গভীরভাবে।'

তারা পেট ভরে পান করার পর নেফার আবার টাইটাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি?'

'এখানে অপেক্ষা করো।' টাইটা আদেশ করল এবং তার লম্বা লাঠিটা তুলে নিয়ে সে পাথরের খাজ বেয়ে চড়তে শুরু করল।

'এই জেবরার কি হবে?' নেফার তার পিছনে চিৎকার করে বলল। 'এটা কি উদ্দেশ্যে করা হল?

টাইটা তাদের থেকে ৩০ ফুট উপরে সংকীর্ণ তাকের উপর থেমে নিচে তাকাল। 'সময় হলেই মহামান্য তা জানবেন।' টাইটা আবার চড়তে শুরু করল।

'একটি লুকানোর স্থান? একটি কবর, সম্ভবত?' নেফার তাকে ব্যঙ্গ করল কিন্তু টাইটা কোন উত্তর দিল না কিংবা ফিরেও তাকাল না।

বিশ্রাম কিংবা না থেমেই টাইটা এক নাগারে চড়ে গিরির চূড়ায় পৌঁছল। সেখানে সে দাঁড়িয়ে যে দিক থেকে টর্ক আসতে পারে সে দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে।

গিরি শৈলীর পাদদেশ থেকে ছোট দলটাকে দেখতে লাগল– কিছু হতাশা, কিছু আশা নিয়ে এবং কিছুটা রাগান্বিত হয়ে।

নেফার নিজেকে তুলল। 'রথ থেকে বল্লম ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে এসো। নিজেদের রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।' যেখানে তারা রথ রেখে এসেছে সে দিকে দৌড়ে সবাই। সে হাত ভর্তি বল্লম নিয়ে ফিরল এবং ম্যারন ও হিল্টো তার পিছনে একই ভাবে অনুসরণ করল। 'টাইটা কি করছে?' সে মিনটাকাকে জিজ্ঞেস করল। সে চূড়ার দিকে নির্দেশ করে বলল,

'সে নড়েছে না।'

তারা অস্ত্রগুলো সাজিয়ে রেখে রুক্ষ পাথরের আশ্রয়ে প্রবেশ মুখে বসল। সবার চোখ আবার টাইটার দিকে গেল।

ভয়ংকর সালফার আকাশের নিচে সে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা যেন। কেউ কথা বলল না। কেউ নড়ল না। যতোক্ষণ না তারা সেই ভয়ংকর শব্দটা আবার শুনল। প্রচন্ড ভয় নিয়ে তারা শত শত রথের চাকার, মানুষের কোলাহল, ক্ষীণ ঝন ঝন ও কিচির মিচির শব্দ শোনার জন্যে তাদের মাথা ঘুরালো, কখনো তা বালিয়াড়িতে চাপা পড়ছিল, কখনও পরিষ্কার ও ভীতিকর শুনালো।

ধীরে ধীরে টাইটা তখন তার দু'হাত তুলে আকাশের দিকে নির্দেশ করল। সে গতিটা অনুসরণ করল সকলের চোখ। ডান হাতে সে তার লাঠিটা ধরে আছে আর বাঁ হাতে ধরে রেখেছে লসট্রিসের কবজ এবং গলায় সে পরিধান করে আছে বে-এর দেওয়া উপহারটা।

'সে এখন কি করছে?' হিল্টো জিজ্ঞেস করল, ভয়ার্ত কণ্ঠে। কেউ তাকে জবাব দিল না। টাইটা এমন ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন তাকে পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। তার মাথা পিছনে হেলানো, আর চুলগুলো তার কাঁধের উপর রুপার সুতোর ন্যায় ছড়িয়ে আছে। তার পোশাক উপরে উঠানো যার ফলে তার সরু জঙ্গ বেরিয়ে আছে। তাকে নীড়ে থাকা বৃদ্ধ পাখির মতো দেখাচ্ছে।

আকাশটা নিচু, ভারি মেঘে একটা ঘূর্ণি খেয়ে গেল। আলো ক্ষণস্থায়ী হয়ে মলিন হচ্ছে ক্রমশ। হঠাৎ লুকানো সূর্যটা আরো ভারি ভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। মেঘমালা পাতলা হয়ে ধোয়া উদ্‌গীরণ করতে লাগল।

তখনো টাইটা নড়ল না, তার লাঠিটা আকাশের গর্ভপূর্ণ পেটের দিকে স্থির করা। আগমনরত বাহিনীর অস্ত্রের ঝনঝন আওয়াজ আরো স্পষ্ট হল এবং হঠাৎ দূরে র‍্যাম হর্ণের তূর্য ধ্বনি বেজে উঠল।

'এটার যুদ্ধের ডাক। টর্ক টাইটাকে দেখে ফেলেছে', মিনটাকা শান্ত কণ্ঠে বলল।

টর্ক তার তূর্য বাদকের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিল, 'আরো বাজাও!' কিন্তু মনে হল যুদ্ধের শব্দটা শূন্য মরু ও নিচু রাগান্বিত আকাশ সব গিলে ফেলবে।

'থামো?' ইশতার দি মেডি বলল। সে পাথরের পাহাড়ের উপর টাইটার ক্ষুদ্র দেহটা দেখতে পেয়েছে। 'থাম!'

'ওটা কি?' টর্ক জানতে টাইল।

'এখনও আমি তা বুঝতে পারি নি।' ইশতার জবাবে বলল, ওয়ারলকের উপর থেকে তার দৃষ্টি না সরিয়ে। 'কিন্তু এটা ব্যাপক ও শক্তিশালী।'

যুদ্ধ বাহিনী থেমে গেল, ভয়ে প্রত্যেকে চূড়ার উপরস্থ অবয়টার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। একটা ভয়ংকর নিরবতা নেমে এল মরুতে। সামান্য কোন শব্দও ছিল না। এমনকি ঘোড়াগুলোও স্থির, অস্ত্র-শস্ত্রের কোন ঝন্ঝনানি বা রুন রুন শব্দটা পর্যন্তও নেই।

শুধু মাত্র আকাশ নড়ল। এটা ম্যাগোসের মাথার উপর একটা ঘূর্ণিঝড় তৈরি করল, ধিক ধিক করে জ্বলা মেঘের বিশাল ঘূর্ণিচাকা। তারপর ধীরে ধীরে ঘূর্ণি ঝড়টির কেন্দ্রস্থল খুলে একটা জাগ্রত দৈত্যের চোখে পরিণত হল। ঐ স্বর্গীয় চোখ থেকে চোখ ধাঁধানো আলোর একটি বান ফেটে পড়ল।

'হুরাসের চোখ!' ইশতার দম নিল, 'সে প্রভুকে ডেকেছে।' ইশতার প্রতিরক্ষার একটা চিহ্ন আঁকল এবং তার পাশে টর্ক নিরব ও শক্ত হয়ে আছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয়ে।

চমকপ্রদ আলোর বজ্রটা চূড়ায় আঘাত করল এবং ওয়ারলকের অবয়বকে আলোকিত করে দিল ঠিক অন্ধকারে চমকানো বজ্রপাতের ভারি তীরের মতো। এটা তার মাথার চারপাশে জ্যোতি চক্রের হয়ে ঘুরল। সে তার লম্বা লাঠি দিয়ে একটি ধীর চক্র অতিক্রম করল এবং হিকস্স রথীরা চাকের নিচে অসভ্য কুকুরের মত নুইয়ে পড়ে তার প্রভাবে। তারপর মেঘ প্রশস্ত হয়ে গেল এবং আকাশ হয়ে গেল পরিষ্কার। সূর্যালোক বালিয়াড়ির উপর নেচে উঠল যেন এবং তাদের চোখে তা পলিশ করা ব্রোঞ্জের শীটের ন্যায় প্রতিফলিত হল, চিক চিক করল ও তাদের অন্ধ করে দিল। ঐ অদ্ভুত রশ্মি থেকে নিজেদের চোখ রক্ষা করতে তারা তাদের ঢাল ও হাত তুলল মুখের উপর। কিন্তু তারা কোন আওয়াজ করল না।

চূড়ার উপর টাইটা তার লাঠি দিয়ে আরেকটি ইচ্ছাকৃত বৃত্ত রচনা করল এবং অবশেষে আওয়াজ হল। দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় তা ঐ আকাশ থেকে নিঃসৃত হল। সবাই উৎসটা খুঁজতে মাথা ঘুরাল।

আরো একবার টাইটা ইশারা করতেই চাপা শব্দটা শন্শন্ ধ্বনি, একটা কোমল শীষে পরিণত হল। ওটা পূর্বে থেকে আসছে এবং সবার মাথা ওদিকে ঘুরে গেল ধীরে ধীরে।

ঐ অদ্ভুতের বাইরে, মেঘহীন প্রভা, তারা দেখল; ওটা আসছে। ওটা ছিল শক্ত মেঠো বর্ণের বালির দেয়াল যা মাটি থেকে উঠে আকাশের উঁচু পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

'খামসিন!' টর্ক ফিসফিসিয়ে ভয়ংকর শব্দটা বলল।

বাতাস বাহিত বালির দেয়ালটা তাদের দিকে ভয়ংকর ধীরতা নিয়ে এগিয়ে আসছে। জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় ওটা দোলল ও স্পন্দিত হল এবং ওটার কণ্ঠ বদলে গেল। এখন আর ফিস্ফিসানি নেই। গর্জনে পরিণত হয়েছে তা। এক শয়তানের কণ্ঠ।

'খামসিন?' শব্দটা রথ থেকে রথে ধ্বনিত হল। কোন যোদ্ধার আর যুদ্ধ করার মতো উৎসাহ নেই এখন। ছোট ভয়ার্ত এই ঝড়টা মানব, শহর ও সভ্যতা ধ্বংস কারীর চেহারায়, বিশ্ব খাদকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে।

রথের সারি শৃংখলা হারিয়ে ফেলল এবং ছোট ছোট হয়ে ভেঙে গেল। তারপরও রথীরা চাকা ঘুরিয়ে ওটা থেকে পালানোর চেষ্টা করল প্রাণপনে।

যখনই তারা শক্ত ভূমির সরু রাস্তা থেকে সরে গেল বালির তাদের চাকাগুলোকে টেনে ধরল। লোকজন ককপিট থেকে লাফিয়ে নামল এবং তাদের যান ছেড়ে দিল, ঘোড়াগুলোকে বাঁধা অবস্থাতেই ফেলে পালাতে লাগল। সহজাত প্রবৃত্তিতে ঘোড়াগুলো বিপদ বুঝতে পারল এবং পিছনে তাকাল এবং চিৎকার করল, পালানোর চেষ্টা করছে, লাথি মেরে নিজেদের লাগাম থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করল।

খামসিনটা নির্মম ভাবে আঘাত হানল তাদের উপর। ওটার কণ্ঠ গর্জন থেকে হুংকারে পরিণত হয়েছে এখন। নির্মম যন্ত্রণায় লোকগুলো ওটার আগে ছুটল জীবন বাজি রেখে।

তারা পিছলে গেল এবং নরম বালিতে আছড়ে পড়ল, নিজেদের আবার টেনে তুলে দিল দৌড়। পিছনে তাকিয়ে দেখল বিশাল ঝড়টা দ্রুত এগিয়ে আসছে, পাগলা দৈত্যের ন্যায় গর্জন করতে করতে নিজের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে, বালির পর্দাটা বারবার পাকিয়ে উঠছে। সূর্যালোক যেখানে তাদের উপর পড়ছিল সে স্থানটা চকচক করে উঠছিল। বাকি অংশটুকু ছিল পিঙ্গল ও অন্ধকার। টাইটা তার হাত ও লাঠি প্রসারিত করে দাঁড়াল এবং তার নিচে সেনাবাহিনীকে বন্দী হতে দেখল। সে দেখল টর্ক ও ইশতার এখানো একজোড়া মূর্তির মতো সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে আছে, এবং তারপর, যখন ঝড়টার সামনের দিকে তাদের কাছে পৌঁছে গেল, তারা যাদুর দ্রুততা নিয়ে চলে গেল। তারা এবং তাদের সকল লোক, রথ ও ঘোড়াগুলো খামসিনের ঘূর্ণনরত ঢেউ-এ ঢুকে গেল।

টাইটা তার হাত নামিয়ে দৈত্যটার দিকে তার পিঠ ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে গিরি থেকে নামতে শুরু করল। তার দীর্ঘ পাগুলো বন্ধুর স্থানটির এক পাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত প্রসারিত হল এবং সে তার লাঠির উপর ঝুঁকে কিনার থেকে কিনারে পা এলিয়ে এগিয়ে চলল।

নেফার ও মিনটাকা পর্বতের পাদদেশে হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাকে বিমোহিত অভিব্যক্তি নিয়ে স্বাগত জানাল এবং মিনটাকার কণ্ঠ চাপা ও অবিশ্বাসী। সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঝড়টা ডেকে এনেছেন।'

'এটা গত কয়েক দিন যাবৎ সৃষ্টি হচ্ছিল'; টাইটা বলল। তার চেহারা অভিব্যক্তিহীন এবং কণ্ঠ দ্ব্যর্থ। 'তোমরা তাপ ও বিষাদময় হলুদ কুয়াশাটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ।'

'না'; নেফার বলল। 'এটা প্রকৃতিতে ছিল না। এটা তুমি, তুমিই সব জানতে ও বুঝেছিলে। তুমি ওটাকে ডেকে এনেছো এবং আমি এ বিষয়ে তোমাকেই সন্দেহ করছি।'

'এখন নিরাপদ আশ্রয়ে যাও'; টাইটা বলল। 'এটা প্রায় আমাদের উপর আসছে।' তার কণ্ঠ খামসিনের বেসুর আওয়াজে হারিয়ে গেল। মিনটাকা পথ দেখিয়ে এগুগো, নিচু সরু গুহার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে রুক্ষ দেয়ালের খোলা মুখ দিয়ে ঢুকল। অন্যরা তাকে অনুসরণ করল, ক্ষুদ্র জায়গায় গাদাগাদি হয়ে অবস্থান নিল সবাই। ভেতরে ঢোকার ঠিক পূর্বে হিল্টো প্রায় খালি হয়ে যাওয়া পানির থলেটা তুলে নিল এক হাতে।

শেষে, শুধুমাত্র টাইটা আশ্রয় স্থানের বাইরে রইল। প্রায় যেন ঝড়টা তার সৃষ্টি এমনভাবে তার চেহারা অভিব্যক্তিহীন রইল এমনকি যখন তা তার উপর আবছা ভাবে পড়ল তখনও। এতো জোরে ঝড়টা আঘাত হানল যে তাদের আশপাশের পাথরগুলোকে মনে হল যেন দুলে উঠল ও কেঁপে উঠল এবং টাইটা এর ভেতরে ঢুকে গেল, তার লম্বা অবয়বটা তার মাঝে উধাও হয়ে গেল। প্রথম ঝটকা করে কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হল ঝড়টা। কিন্তু যখন তান্ডব শেষ হল দেখা গেল টাইটা তখনও সেখানে অনড় ও স্থির। ঝড়টা ক্ষিপ্ত দৈত্যের ন্যায় গর্জন করে নিজেকে সমর্পণ করল এবং ওটা তার সমস্ত ভয়ংকর শক্তি তাদের উপর সজোরে নিক্ষেপ করল। টাইটা গুহার খোলা মুখ দিয়ে নিচু হয়ে ভেতরে ঢুকে তার পিঠ ভেতরের দেয়ালে লাগিয়ে বসে রইল।

'এটা বন্ধ করে দাও', সে বলল এবং ম্যারন ও হিল্টো প্রবেশ পথটা তাদের হাতের কাছে থাকা পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিল।

'তোমাদের মাথা ঢাকো'; টাইটা বলল এবং হাতের কাপড় দিয়ে তারা চেহারা ঢাকল। 'চোখ বন্ধ কর, নইলে তোমরা তোমাদের দৃষ্টিশক্তি হারাবে। সর্তকভাবে তোমাদের মুখ দিয়ে নিশ্বাঃস টেনে নাও নইলে ভেতরে বালি টেনে নেবে।'

ঝড়টা এতো শক্তিশালী ছিল যে ওটা প্রথম টানে টর্কের রথ তুলে নিল এবং ঘোড়াগুলোসহ পাকিয়ে তা ধ্বংস করে দিল, আর্তনাদ করতে করতে প্রাণীগুলো লুটিয়ে পড়ল।

টর্ক দূরে নিক্ষিপ্ত হল। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে সে লড়াই করল। কিন্তু আবার তাকে আঘাত করল ঝড়টা, কোন রকমে সে নিজেকে দাঁড় করাল তার সকল পশুর শক্তি ব্যবহার করে, কিন্তু সে চলার পথের সকল জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। যখন সে তার চোখ খোলার চেষ্টা করল, বালিতে সে অন্ধ হয়ে গেল। সে জানল না কোন দিকে সে যাচ্ছে কিংবা কোথায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ঝড়টার কর্কশ গতি তার গাল ও ঠোঁট থেকে ঘষা দিয়ে শক্ত চামড়া তুলে ফেলল যতোক্ষণ না সে ওগুলো তার হাতের কাপড় দিয়ে ঢাকল রক্ষা করতে।

বালি ও বাতাসের ঘূর্ণনের মাঝে টর্ক চিৎকার করে উঠল, 'আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও, ইশতার! আমি তোমাকে তোমার সর্বোচ্চ লোভনীয় স্বপ্নের চাইতেও বেশি পুরস্কার দেবো।'

এই কান ফাটানো গর্জনের মধ্যে তার কথা কেউ যে শুনবে এটা অসম্ভব। আর ঠিক তখন সে অনুভব করল ইশতার তার হাত ধরেছে এবং সজোরে ধরে তাকে সর্তক করতে চাচ্ছে।

তারা হোঁচট খেয়ে পড়ল, মাঝে মাঝে হাঁটু পর্যন্ত বালিতে ডুবে যাচ্ছিল যা পানির মতো প্রবাহিত হচ্ছে। একটা বাঁধায় পা আটকে টর্ক হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল এবং ইশতারের সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলল। সে আতংকে তাকে অন্ধের মতো খুঁজল। তখন সে ঐ বস্তুটি স্পর্শ করল যা তাকে ফেলে দিয়েছে এবং বুঝল এটা একটা ফেলে যাওয়া রথ তার পাশে পড়ে আছে। সে ইশতারের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল, চক্রাকারে টলমল পায়ে ঘুরল। ইশতার হাত দিয়ে তার দাড়ি আকড়ে ধরে তাকে পথ দেখাল। সে বালিতে প্রায় ঝলছে যাচ্ছে, অন্ধ হবার উপক্রম এবং বালিতে ডুবে যাচ্ছে।

সে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল এবং ইশতার তাকে আবার টেনে তুলল, এতে তার এক মুঠো দাড়ি ছিড়ে গেল। টর্ক কথা বলার চেষ্টা করল কিন্তু মুখ খুলতেই বালি দ্রুত মুখের ভেতর ঢুকে পড়ল এবং তার দম আটকে গেল। সে অনুভব করল যেন সে মারা যাচ্ছে, কোন মানুষের পক্ষে এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে বাঁচা সম্ভব না। মনে হল এটা সীমাহীন, এ যেন তাদের লক্ষ্যহীন এক যন্ত্রণাদায়ক কোনো যাত্রা। তারপর আচমকা সে অনুভব করল বাতাসের বেগ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু গর্জন তখনো থামে নি- পক্ষান্তরে মনে হল তা তখনো চড়াও হচ্ছে। তাদের অবস্থা মাতালের মতো, হেলে দুলে এক জন অন্যজনের সাথে ঠেস খাচ্ছে যেন দু'জন মাতাল একে অপরকে সরাইখানা থেকে বাড়ির পথ দেখানোর চেষ্টা করছে। বাতাসের শক্তি পড়তির দিকে। একটা অনিশ্চিত ও দ্বিধান্বিত পথে, টর্ক ভাবল কোন ভাবে ইশতার তাদের রক্ষা করার জন্য কোন যাদু চেলেছে, কিন্তু তখন একটি আকস্মিক ঝাপটা তাকে প্রায় শূন্যে তুলে ফেলে দিল এবং তাদের বন্ধন ভেঙে দিল যা ইশতার ও তার দাঁড়ির মধ্যে স্থাপিত ছিল। সে একটা পাথরে দেয়ালের উপর এতো জোরে গিয়ে পড়ল যে তার মনে হল বুঝি তার ঘাড়ের হাড় ভেঙে গেছে।

সে তার হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল এবং পাথরে ঝুলে রইল, একটি শিশু যেমন তার মাতৃ দুগ্ধে ঝুলে থাকে। কীভাবে ইশতার তাদের এখানে নিয়ে এসেছে সে তা জানে না এবং এর তোয়াক্কাও করে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে তাদের উপর পূর্বের ঝড়টি পূর্ণ গতিতে ভেঙে পড়েছে। সে অনুভব করল ইশতার তার পাশে হাঁটু ভর দিয়ে বসে আছে এবং কাপড় তুলে তার মাথা ঢেকে দিল সে। তারপর ইশতার তাকে পর্বতের আশ্রয়ে ধাক্কা দিয়ে সমতলে শুইয়ে দিয়ে তার পাশে শুয়ে পড়ল।

ক্ষুদ্র গুহার মধ্যে নেফার হামাগুড়ি দিয়ে মিনটাকার কাছে গেল এবং তাকে তার বাহুতে টেনে নিল। সে তার সাথে কথা বলার ও তাকে সান্ত্বনা সাহস দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু দু'জনেরই মাথা কাপড়ে ঢাকা এবং বাতাসে সব শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে। মিনটাকা তার মাথা নেফারের কাঁধে রাখল এবং তারা একে অপরকে আঁকড়ে ধরল সজোরে। গর্জনরত অন্ধকারে তারা যেন সমাহিত। প্রত্যেকটি গরম শ্বাস তারা কাপড়ের মধ্য দিয়ে ছেঁকে টানছে এবং প্রতিবারে একটু করে দম নিচ্ছে তারা, যা সাদা সুন্দর বালি তাদের ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা প্রতিরোধ করছে।

কিছুক্ষণ পর বাতাসের গর্জন তাদের বধির করে দিল এবং তাদের অন্য অনুভূতিগুলো ভোঁতা করে দিল। কোন বিরতি বা ক্লান্তি ছাড়াই তা বয়ে চলল অবিরত। সময়ের আবর্তন পরিমাপ করার জন্য তাদের কোন পথ ছিল না, শুধুমাত্র তাদের চোখের পাতার মধ্যে দিয়ে আলো ও আধারের ন্যূনতম সচেতনা ব্যতীত। দিনের আগমন নির্দেশ করতে সেখানে একটা ক্ষীণ আলোর আভা ছিল; যখন রাত নামত তখন তা ঘোর অন্ধকারে বিলীন হয়ে যেতো। নেফার কখনোই এমন পূর্ণ ও অসীম অন্ধকারকে সহ্য করতে পারেতো না যদি সে মিনিটাকার দেহের খুব কাছে থাকতো। অন্য সময় হলে ভাবতো সে হয়তো পাগল হয়ে গিয়েছে।

প্রতিবার যখন দীর্ঘ সময়ের জন্যে মিনটাকা তার দিকে ঝুকতো তখন সে তার নিজের বাহু দিয়ে তার বাহু চাপ দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করতো। হয়তো কখনও নেফার ঘুমিয়ে পড়তো কিন্তু সেখানে কোনো স্বপ্ন থাকতো না, শুধুমাত্র খামসিনের গর্জন ও অন্ধকার ছাড়া।

আরো অনেকক্ষণ পর সে তার পা নড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু সে পারল না। অজানা আতংকে সে ভাবল সম্ভবত সে তার দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ সে দুর্বল ও মারা যাচ্ছে। সে তার পুরো শক্তি দিয়ে আবার চেষ্টা করল এবং কোনভাবে তার পা ও পায়ের পাতা নড়াল, তখন সে বুঝল সে বালির ফাঁদে পড়েছে যা তাদের আশ্রয়ের জেবরা দেয়ালের ছোট ছোট ফুটো দিয়ে ঢুকেছে। এরই মধ্যে তা তার কোমর সমান উঁচু হয়ে গেছে। তারা ধীরে ধীরে জীবন্ত সমাহিত হতে যাচ্ছে। ঐ কুচক্রী মৃত্যুর চিন্তা তাকে ভয়ে পূর্ণ আতংকিত করে তুলল। তার নগ্ন হাত দিয়ে সে তার পা নাড়নোর মতো সামর্থ হওয়ার জন্য যথেষ্ট বালি সরাল এবং মিনটাকার জন্যে একই কাজ করল।

সে বুঝল অন্যরাও জানাকীর্ণ গুহার ভিতরে একই কাজ করছে, বালি দূরে সরানোর চেষ্টা করছে কিন্তু তা পানির মতো চুয়াচ্ছে। এটা তাদের উপর ঘূর্ণায়নমান ধুলার ঘন মেঘ হয়ে ন্যস্ত হয়েছে যেন।

এবং ঝড় বেড়েই চলল।

দুই দিন তিন রাত ধরে ক্লান্তহীন ভাবে বাতাস বয়েই চলল। এই সময়টাতে নেফার কোনো রকমে তার মাথা ও হাত নড়ানোর মতো যথেষ্ট বালি সরাতে পারল, কিন্তু তার দেহের নিম্নাংশ শক্ত ভাবে বন্দী হয়ে গেছে। বালি খনন করে সে নিজেকে করে বের করতে পারল না, কারণ সেখানে এমন কোন স্থান ছিল না যে সে বালি সরিয়ে রাখবে।

সে একটা হাত তুলে তা বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে শক্ত পাথরটার অবস্থান বুঝার চৈষ্টা করল এবং বুঝল এটা একটু গম্বুজাকৃতির। ইতোমধ্যে বালি গুহার প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিয়েছে যার ফলে আর বালি ঢুকছে না। কিন্তু সে তখনো শুনতে পেল ঝড়টা সীমাহীন ভাবে গর্জন করছে।

সে অপেক্ষা করল। মাঝে মাঝে সে অনুভব করল মিনটাকা তার পাশে নিরবে কাঁদছে। নেফার তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল তার বাহুতে আলাতো চাপ দিয়ে। যেহেতু বাতাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে ফলে স্থানটি দূষিত, গন্ধময় ও জীর্ন হয়ে গেল। ভাবল শীঘ্রই তারা আর জীবিত থাকবে না, কারণ প্রতিটি নিশ্বাস এখন একটি লড়াই এ পরিণত হয়েছে, তবুও তারা এখন পর্যন্ত জীবিত।

পানির থলেতে যতোটুকু অবশিষ্ট ছিল তা তারা পান করে ফেলেছে, তলায় এখন একটু রয়েছে। সবাই এখন প্রচন্ড তৃষ্ণার্ত। এ গদাগদির মধ্যেও তারা এতোটুকু ঘামছিল না, কারণ গরম-শুষ্ক বালি ও বাতাস দ্রুত শুষে নিচ্ছিল তা। নেফার অনুভব করল তার জিভ ধীরে ধীরে মুখের তালুর সাথে আটকে যাচ্ছে। তারপর তা শুষ্ক হতে শুরু করল ফলে তার শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াটা কষ্ট সাধ্য হয়ে প্রায় অম্ভব হয়ে পড়ল, বিশাল স্পঞ্জের মতো যেন কিছু তার মুখ পূর্ণ করে রয়েছে।

ভয় ও তৃষ্ণায় সে সময়ের বহতা হারিয়ে ফেলল; এবং মনে হল বছর পার হয়ে গিয়েছে। নেফার নিজেকে ইন্দ্রীয় সচেতনহীন অবস্থা থেকে টেনে তুলল যা তাকে ক্রমশ গ্রাস করে ধরেছিল। সে বুঝল কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে। সে বুঝার চেষ্টা করল ওটা কি। কিন্তু তার মনটা ছিল অসাড় ও প্রতিক্রিয়া হীন। মিনটাকা তার পাশে স্থির হয়ে বসে আছে। নেফার তাকে ভয়ার্ত ভাবে চাপ দিল। জবাবে সে নড়াচড়া ও মৃদু কম্পন অনুভব করল।

সে এখনো জীবিত। তার দু'জনেই জীবত, কিন্তু সমাহিত, শুধুমাত্র নিজেদের দেহের কিছু ছোট অংশ নড়াচড়া করতে সক্ষম।

নেফার অনুভব করল আবার তাকে ঘিরে ফেলছে যেন কোন জল কুন্ডলী, বিশাল উন্মুক্ত নদীর মাঝে যার অবস্থান। সে নিজেকে অন্ধকার থেকে জোর করে টেনে তুলল এবং শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু সে কিছুই শুনল না যা তাকে জাগিয়েছে। কোন শব্দ ছিল না। খামসিনের হুংকারের উচ্চশব্দ গভীর নিরবতা দিয়ে গেছে। একটা বন্ধ কবরের নীরবতা, সে ভাবল, এবং ভয় পূর্ণ শক্তিতে ফিরে এল আবার।

সে আবার লড়াই করতে শুরু করল, বালি থেকে বের হবার রাস্তা তৈরির চেষ্টা করল। অবশেষে কোন রকমে সে তার ডান হাত মুক্ত করে হাতটা বাড়াল এবং মিনটাকার ঢাকা মাথাটা খুঁজে পেল। সে তার মাথায় হাত বুলালো এবং নীরবতার মাঝেও তার কাতর কণ্ঠের কান্না শুনল। তাকে আশ্বস্ত করতে সে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু তার স্ফীত শুষ্ক জিভ তাকে কোনো শব্দ বের করতে দিল না। এর পরিবর্তে সে তখন হাত সরিয়ে হিল্টোকে স্পর্শ করার উদ্দেশ্যে সামনে বাড়ালো, যে তার অপর পাশে বসে আছে। হয় হিল্টো চলে গেছে অথবা তার হাতের সীমার বাইরে আছে, কারণ সে কিছুই স্পর্শ করল না।

একটু সময় বিশ্রাম নিয়ে আরেকবার নিজেকে টেনে তুলল নেফার এবং গুহার প্রবেশ মুখের বালি পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। কিন্তু ভেতরে অল্প স্থানই ছিল বালুগুলো সরিয়ে রাখার জন্যে। প্রতি বারে এক মুঠো করে সে তা সরাল এবং ধাক্কা দিয়ে তাদের ক্ষুদ্র কক্ষের এক কোনায় রাখল। শীঘ্রই সে তার ডান হাতের সীমার সবচেয়ে দূরে পৌঁছে কাজ করতে সামর্থ্য হল, প্রতিবার অল্প করে বালি তুলে ফেলছিল। এটা ছিল একটা হতাশজনক প্রয়াস কিন্তু সে জানে তাকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। নইলে আশা ছেড়ে ভাগ্যের হাতে জীবন সমর্পণ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

হঠাৎ সে অনুভব করল বালির ধারা তার নিচে নেই। এমনকি তার মাথার কাপড়ের ভাজের মধ্য দিয়ে সে সতেজ বাতাসের ঝটকা অনুভব করল যা গুহার মধ্যে নব জীবন সঞ্চারিত করল এবং সে তার চোখের পাতার উপর আলোর ক্ষীণ প্রভা সম্পর্কে সচেতন হল। বহু কষ্টে সে তার মুখের উপর থেকে কাপড়টা খুলে ফেলতেই আলোটা আরো জোরালো হল এবং বাতাস তার শুষ্ক মুখ ও যন্ত্রণায় কাতর ফুসফুসে মিষ্টি দোলা দিয়ে গেল। সে তার একটি চোখ অর্ধেক খুলল, সাথে সাথে আলোতে সে প্রায় ধাঁধিয়ে গেল। তার দৃষ্টি মানিয়ে গেলে সে দেখল বাইরের দিকে একটি গর্ত সে করেছে যা তার বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনীর বৃত্ত থেকে বড় না, কিন্তু বাইরে সম্পূর্ণ নীরবতা। ঝড় থেমে গেছে।

উত্তেজিত ও নতুন আশা নিয়ে সে কাপড়টা টান দিল যা মিনটাকার মাথা ঢেকে রেখেছে। সাথে সাথে সে তাকে সতেজ বাতাসে দমের নিঃশ্বাস নিতে শুনল। নেফার কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু আবারও তার কণ্ঠ তাকে নিরাশ করল। সে নড়ার চেষ্টা করল, ভারি বালির ভয়ংকর থাবা থেকে পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার দেহ এখনো বগল পর্যন্ত বালির নিচে বন্দী।

তার অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি নিয়ে, সে নিরবে নিজেকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করে গেল, কিন্তু পরিশ্রম শীঘ্রই তাকে নিঃশেষিত করল এবং তার গলা তৃষ্ণায় জ্বালা ও ব্যথা করতে লাগল। সে ভাবল এখন মারা যাওয়া কি নিষ্ঠুর হবে না! যখন বাতাস ও আলোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্র তাকে উপহাস করছে।

সে ক্লান্তিতে চোখ আবার বন্ধ করল ও খুলল। অনুভব করল আলোতে অন্য একটা পরিবর্তন যেন হয়েছে, এবং তার চোখ আবার খুলল তখন সে। অবিশ্বাস্য অনুভূতি নিয়ে সে দেখল একটা হাত বালুর ভেতর থেকে বেরিয়ে তার খোলা মুখের দিকে এগিয়ে আসছে। বৃদ্ধ হাত, শুষ্ক চামড়া বয়সের গভীর দাগে ঢাকা।

'নেফার!' সে একটা কণ্ঠ শুনল; এতো অপরিচিত, এতো কর্কশ এবং এতো পরিবর্তিত যে মুহূর্তের জন্য সে সন্দেহ করল এটা ম্যাগোস কিনা। 'নেফার, আমার কথা কি তুমি শুনতে পাচ্ছো?'

নেফার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু এবারও কোন কথা বলতে পারল না। সে হাত বাড়াল ও টাইটার আঙুল স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ মানুষটির আঙুল তার আঙুলগুলোকে বিস্মিত শক্তিতে জড়িয়ে ধরল।

'শক্ত করে ধরে রাখো। আমরা তোমাকে খুঁড়ে বের করবো।'

তখন সে অন্য কণ্ঠগুলোও শুনল, তৃষ্ণায় রুক্ষ ও ক্ষীণ ও পরিশ্রমে কাতর। তারপরও সবাই তাদের হাতগুলো দিয়ে খাবলে বালি সরাতে লাগল যা তাকে আটকে রেখেছিল। অবশেষে তারা তাকে তুলে ধরল এবং টান দিকে নরম ও ভয়ংকর বালির কব্জা থেকে মুক্ত করল।

নেফার পিছলে সরু ফাটল দিয়ে বের হল যা পাথুরে গিরিটায় সে জন্ম দিয়েছে। তারপর হিল্টো ও ম্যারন পুনরায় প্রবেশ করে মিনটাকাকে নরম ও অন্ধকার বালির গর্ভ থেকে উজ্জ্বল সূর্যালোতে টেনে বের করল।

তারা তাদের দু'জনকে দাঁড় করালো এবং পড়ে যাওয়া হতে তাদের ধরে রাখল, কারণ তাদের পায়ে কোন শক্তি ছিল না। নেফার এক পাশে কাত হয়ে মিনটাকার কাছে গেল এবং নিরবে তাকে জড়িয়ে ধরল। মিনটাকা কাঁপছিল যেন তার ম্যালেরিয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ পর নেফার তার মুখটা দুই হাতে তুলে ধরে ভয় ও করুণা নিয়ে তা লক্ষ্য করল। তার চুল বালিতে সাদা, তার চোখের ভ্রু পুরু হয়ে আছে ঐ বালিতে। তার চোখগুলো গাঢ় লাল গহ্বরে পরিণত হয়েছে যেন এবং ঠোঁট ফুলে কালো হয়ে গেছে। ফলে যখনই সে কথা বলার চেষ্টা করল, ওগুলো ফেটে গেল এবং এক ফোঁটা রক্ত; রুবির ন্যায় লাল দেখাতে, তার চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

'পানি', নেফার অবশেষে কোন রকমে উচ্চারণ করল। 'তাকে (মিনটাকাকে) অবশ্যই পানি পান করাতে হবে।'

সে তার হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল এবং পাগলের মতো বালি খুঁড়তে করতে লাগল। ম্যারন ও হিল্টোও তার সাথে হাত মেলালো এবং তারা পানির থলেটা উন্মুক্ত করল। ওটা টেনে বের করে তারা দেখল যে বেশিরভাগ পানিই যা ওটার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল বাষ্পে পরিণত হয়েছে অথবা চাপে তা থেকে বেড়িয়ে গেছে। এখন প্রত্যেকের জন্য কয়েক বার মুখ ভরে পান করার মতো অবশিষ্ট আছে কেবল, তবে ঐ পরিমাণ তাদের আরো কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট। নেফার তার

জল শূন্য দেহে শক্তি ফিরে আসা অনুভব করল এবং প্রথম বারের মতো নিজের দিকে মনোযোগ দিল।

সময়টা ছিল সকালের মাঝামাঝি। সে জানে না কোন সকাল বা কত দিন তারা সমাহিত ছিল। এখনো স্থির বাতাসে স্বর্ণের ধুলার ন্যায় বালির একটা পাতলা আবরণ ভেসে বেড়াচ্ছে।

সে তার চোখের উপর হাত রেখে মরুভূমির বাইরে তাকাল এবং কিছুই চিনতে পারল না। জায়গাটা পুরোপুরি বদলে গেছে। উঁচু বালিয়াড়িগুলো চলে গিয়ে অন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যা ভিন্ন আকৃতির ও ভিন্ন বিন্যাসের। যেখানে পর্বত ছিল সেখানে উপত্যকা এবং এখন যেখানে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে তা সমতল ছিল। এমনকি রং-টা পর্যন্ত বদলে গেছে। চাপা রক্তবর্ণ ও ভাঙ্গা নীলের স্থানে লাল ও সোনালি হলুদ বর্তমান।

সে বিস্ময়ে তার মাথা নাড়ল এবং টাইটার দিকে তাকাল। ম্যাগোস তার লাঠিতে ভর দিয়ে বেঁকে আছে, নেফারকে দেখছিল সেই মলিন, পুরানো কিন্তু বয়সহীন চোখ দিয়ে।

'টর্ক?' নেফার কোনভাবে বলল। 'কোথায়?'

'সমাহিত', টাইটা উত্তর দিল এবং এখন নেফার দেখতে পারল যে সেও লাকড়ির লাঠির মতো শুষ্ক হয়ে গেছে এবং একই যন্ত্রণায় ভুগছে যেমনটা তারা ভুগছে।

'পানি?' নেফার ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তার স্ফীত ও রক্তাক্ত মুখ স্পর্শ করল।

'এসো', টাইটা বলল।

নেফার মিনটাকার হাত নিল এবং ধীরে ধীরে তারা ম্যাগোসকে অনুসরণ করে পিঙ্গল বর্ণের বালির মধ্যে বেরিয়ে এল। প্রচন্ড তৃষ্ণা ও সূর্যালোক টাইটার উপর যেন জেকে বসেছে, তথাপি তার চলার গতি ধীর ও দৃঢ়। অন্যরা তার পিছনে টল মল পায়ে এগিয়ে চলল।

টাইটাকে মনে হল উদ্দেশ্যহীন ভাবে সুন্দর বালির নতুন উপত্যকার মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ে চলছে। হঠাৎ সে তার সামনে তার লাঠিটা তুলে ধরে ওটা ঝাড় দেওয়ার মতো গতি তৈরি করে একি ওদিক ঘুরালো। একবার, তারপর আবার হাঁটুতে ভর দিয়ে সে নিচু হয়ে কপাল দিয়ে মাটি স্পর্শ করল।

'সে কি করছে?' মিনটাকা ফিসফিসিয়ে বলল। যে টুকো পানি তারা পান করেছে তা তাদের ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল না এবং সে আবার দুর্বল হয়ে পড়ছে। 'সে কি প্রার্থনা করছে?'

নেফার শুধু তার মাথা নাড়ল। সে অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা বলে শক্তি ব্যয় করল না। টাইটা ধীরে এগিয়ে চলল এবং প্রসঙ্গত তার লাঠি দিয়ে সে একই রকম ঝাড়ু দিয়ে যাচ্ছে, নেফারের পানি গনকের কাজটার কথা মনে পড়ে গেল।

আরো একবার টাইটা হাটুগেঁড়ে বসল এবং তার চেহারা মাটির কাছাকাছি রাখল। এবার নেফার তাকে আরো মনযোগ দিয়ে দেখল এবং লক্ষ্য করে দেখল যে সে প্রার্থনা করছে না বরং বালির স্তরের কাছের মাটি শুকছে। তখন সে বুঝল আসলে সে কি করছে। 'সে টর্ক বাহিনীর সমাহিত রথের সন্ধান করছে', সে ফিসফিস করে মিনটাকাকে বলল। 'তার লাঠিটা হচ্ছে একটি ঐন্দ্রজালিক দন্ড এবং সে বালির নিচে পচনের গন্ধ খুঁজছে।'

টাইটা হঠাৎ অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়াল এবং হিল্টোর উদ্দেশ্যে মাথা নাড়াল। 'এখানে খনন কর,' সে আদেশ দিল।

তারা সবাই জনাজীর্ণ হয়ে সামনে হামাগুড়ি দিল এবং বাটির মতো করে হাত দিয়ে বালি খুঁড়তে লাগল। তাদের বেশি দূর যেতে হল না। এক হাত গভীরে তাদের হাত শক্ত কিছুর সাথে ধাক্কা খেল এবং তারা কাজের গতি তখন প্রায় দ্বিগুণ করল।

দ্রুত তারা একটা রথের চাকার কিনারা বের করল যা রথটার পাশেই পড়ে ছিল। পাগলের মতো খননে তাদের আরো কয়েক মিনিট গেল এবং তারা একটি পানির থলে টেনে বের করল। তারা ওটার দিকে হতাশা নিয়ে তাকিয়ে রইল কারণ ওটা ফেটে গেছে, সম্ভবত যখন রথটা উল্টে গিয়েছিল। থলেটা শুকনো, যদিও তারা পাগলের মতো ওটা পিষল তবুও তা থেকে এক ফোটা মূল্যবান তরল বের হল না।

'নিশ্চয়ই আরেকটা থাকবে।' নেফার শুষ্ক স্ফীত ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে বলল। 'আরো গভীরে খনন করো।'

তারা বালিতে তাদের শক্তির শেষ হতাশ জনক বিস্ফোরণে থাবা দিল এবং যখন গর্তটা আরো গভীর হল মৃত ঘোড়ার দুর্গন্ধ তখন জোরালো হল এবং বমির উদ্রেক হল। ওগুলো তাপের মধ্যে এই দিন গুলোতে পড়েছিল।

হঠাৎ নেফার গর্তের গভীরে হাত ঢুকাল এবং কিছু একটা নরম ও নমনীয় বস্তু অনুভব করল। সে ওটার চাপ দিল এবং তারা সবাই পানির গর গর শব্দ শুনল। সে আরো আলগা বলি সরিয়ে ওগুলোর মধ্যে থেকে একটা ফোলানো পানির থলে তুলে আনল। তাদের তৃষ্ণা তখন আরো বেড়ে গেল ও কাতর স্বরে আর্তি জানাল সবাই। টাইটা ছিপি খুলে চামড়ার মগে কিছু পানি ঢালল যা পানির থলের পাশে গর্তের মধ্যে পড়ে ছিল।

পানির তাপমাত্রা ছিল রক্তের উষ্ণতার সমান। টাইটা মগটি মিনটাকার ঠোঁটের কাছে নিয়ে ধরল। সে তার চোখ বন্ধ করে পরমানন্দে পানি পান করল।

'প্রথমেই বেশি নয়'; টাইটা তাকে সর্তক করল, তার কাছ থেকে মগটা নিয়ে নেফারকে দিল। তারা পর্যায়ক্রমের পান করল। তারপর আবার মিনটাকা পান করল এবং মগটা আরো একবার ঘুরল সবার হাতে হাতে।

এরইমধ্যে টাইটা আরো অনুসন্ধান চালানোর জন্য তাদের ত্যাগ করল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে আবার তাদের খনন করতে ডাকল। এইবার তারা সৌভাগ্যবান;

অল্প বালির নিচে শুধুমাত্র রথই না সেখানে পানির তিনটি থলেও ছিল এবং একটাও নষ্ট হয়নি।

'এবার ঘোড়াগুলো'; টাইটা তাদের বলল এবং তারা একে অপরের দিকে দোষীর মতো তাকাল। ওগুলোর কথা তারা ভুলে গিয়েছিল, পানির থলেগুলো নিয়ে তারা পা টেনে টেনে বালির মধ্যে দিয়ে পর্বতের পাদদেশে ফিরে চলল। সরু গিরিখাতটায় যার মধ্যে তারা ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রেখেছিল অবশ্যই খামসিনে পূর্ণ শক্তি সত্ত্বেও বাঁধার দেওয়ার জন্য তা ভালোভাবে কাজ করে থাকবে। তারা খননে কাঠের কোদাল ব্যবহার করল যা তারা সমাহিত রথের মালপত্রের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল। যাইহোক, গন্ধ তাদের সতর্ক করল কি আশা করতে হবে। পশুটা মৃত এবং ওটার পাকস্থলি গ্যাসে ফুলে বেলুনের মতো হয়ে আছে। তারা পশুটির আশা ত্যাগ করে পরের পশুটার জন্য খনন করল।

এবার তারা আরো বেশি ভাগবান। এটা একটা ঘোটকী, ঘোড়াগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ইচ্ছুক এবং শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান যা তারা চোরাবালির ওখান থেকে ধরে এনেছিল। প্রাণীটা জীবিত, কিন্তু কোনমতে। তারা তার বাঁধনটা কেটে দিল যা তাকে নিচে ধরে রেখেছিল, কিন্তু প্রাণীটা এতো দুর্বল ছিল যে চিকিৎসা ছাড়া নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারল না। সবাই তাকে ধরে তুলল। দুর্বল ভাবে পশুটা দাঁড়াল এবং কাঁপছিল ও দুলছিল। আবার মনে হল পড়ে যাবে, কিন্তু মিনটাকা যখন তার সামনে পানির বালতিটা ধরল তখন সে লোভীর মতো তা পান করল এবং মনে হল তৎক্ষণাৎ উন্নতি হল তার।

এরই মধ্যে লোকেরা অন্য ঘোড়াগুলোর জন্য খনন শুরু করেছে। তারা আরো দুটি তৃষ্ণার্ত অথবা দম আটকে যাওয়া মৃত ঘোড়া পেল, কিন্তু অন্য দুটা এখনো জীবিত। প্রাণীগুলো সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল যখন তাদের পানি দেওয়া হলো।

তারা মিনটাকাকে তিনটি দুর্বল ঘোড়া দেখাশুনা করার জন্য রেখে রথের কাছে ফিরে গেল। এবার গবাদিপশুর খাবার খুঁজতে বালি খোঁড়া আরম্ভ করল তারা। অবশেষে শস্যের থলে ও অন্য একটা পানির থলে নিয়ে তারা ফিরল।

'তুমি দেখছি তাদের সাথে ভালোই ভাব জমিয়েছো'; নেফার মিনটাকাকে বলল, ঘোটকীর ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে। 'কিন্তু ভয় হচ্ছে চলার মতো তাদের সামর্থ আছে কিনা।'

সে তার দিকে তীব্রভাবে ঘুরল; 'আমি তাদের সবগুলোকে সুস্থ করে তুলব। আমি দেবীর সাথে শপথ করেছি। আমি নিশ্চিত বাইরে বালির নিচে আরো শত শত গবাদিপশুর খাবার ও পানির থলে রয়েছে। আমাদের এখানে আরো অনেক দিন থাকতে হাতে পারে। আর যখন আবার যাত্রা করবো তখন এই সাহসী জন্তুগুলো আমাদের এখান হতে বাইরে নিয়ে যাবে।'

নেফার তার কুঞ্চিত শুষ্ক ঠোঁটের মধ্য দিয়ে তাকে উপহাস করল। 'আমি তোমার আবেগী স্বভাবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল।'

'তাহলে আমাকে আর তিরস্কার করো না'; সে তাকে সর্তক করল। 'নইলে তুমি এর আরো অনেক প্রমাণ সামনে দেখবে।' এই প্রথম বারের মতো খামসিন শেষ হওয়ার পর মিনটাকা হাসল। 'এখন যাও অন্যদের গিয়ে সাহায্য কর। আমাদের তো আর পানির বিশাল সরবরাহ নেই।'

নেফার তাকে ছেড়ে বালির মধ্য দিয়ে চলে গেল যেখানে টাইটা ভূমিতে আরো অনুসন্ধার চালাচ্ছে। হিকসদের সবগুলো রথই হালকা ভাবে বালিতে ঢাকা ছিল না যেমন করে তারা প্রথমটা খুঁজে পেয়েছিল। অনেকগুলো উঁচু নতুন বালিয়াড়ির নিচে ঢাকা পড়েছে।

তারা অনুসন্ধান চালিয়ে পাথুরে গিরি থেকে আরো অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেল এবং বালির নিচে অনেক মরদেহ পেল যাদের স্ফীত পেট থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। শীঘ্রই তারা যেখানে মিনটাকা সেবিকার ভূমিকায় ঘোড়াগুলোর যত্ন নিচ্ছিল তার সীমার বাইরে চলে গেল।

সব শব্দ থেমে গেলে টর্ক নিজের সম্বতি ফিরে পেল। তারপর একটু এগুবার জন্যে নড়ার চেষ্টা করতেই সে কঁকিয়ে উঠল ব্যথায়। বালির পাহাড় যেন তার উপর চেপে বসে আছে। মনে হলো তার পাঁজর ভেঙে যাবে এবং ফুসফুস থেকে বাতাস বের করে দিবে, তবুও সে জানত ঝড় থেকে বাঁচার জন্যে এ স্থানটি ইশতার তাদের জন্য পছন্দ করেছে। ভাগ্যবশত অথবা নিয়তি যাই বলা হোক অন্য কোন জয়গায় হলে হয়ত তারা চির দিনের জন্যে সমাহিত হয়ে যেতো।

এখন সে উঠার জন্য লড়াই করল; ডুবুরির মতো আলো ও বাতাস যেন গভীর পুকুরের গভীরতা থেকে তার কাছে আসছে। বালির মধ্যে দিয়ে কষ্ট করে যখন সে সাঁতার কাটল, তখন তা হলো এক জ্বলন্ত যন্ত্রণা। সে লড়াই চালিয়ে গেল যতোক্ষণ না তার কাপড়ে ঢাকা মাথাটা বালির বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে এল। নতুন এক জগৎ তার সামনে উন্মোচিত হল তখন। চিকচিক আলোয় তার চোখ পিটপিট করে উঠল। ঝড়ো বাতাস থেমে গেছে কিন্তু বাতাসে উড়ন্ত ধুলা সুন্দর করে উজ্জ্বল হয়ে জ্যোতি ছড়াচ্ছে। সে ঐ ভাবেই কিছুটা সময় বিশ্রাম নিল সে যতোক্ষণ না তার কাঁধের ব্যথা একটু কমল। তারপর সে বালির স্তরের এক পাশে উঁচু হয়ে থাকা ঢিবিটা ধাক্কা দিয়ে সরাল যা তার দেহের নিম্নাংশ ঢেকে রেখেছিল এবং ডাকার চেষ্টা করল, 'ইশতার! তুমি কোথায়?' কিন্তু তার কণ্ঠ যেন কিছু চেপে ধরে আছে। ধীরে ধীরে সে মাথা ঘুরিয়ে যাদুকরকে দেখল। তার কাছাকাছি বসে রয়েছে, পিঠটা পাথুরে পর্বতের দিকে মুখ করা। তাকে কবর থেকে তুলে আনা শব দেহের মতো দেখাল যা কয়েক দিনের মৃত দেহের ন্যায় শীর্ণ। আর তখন ইশতার তার একটা ভালো চোখ খুলল।

'পানি?' টর্কের কণ্ঠটা শুধু একটু বোঝা গেল। কিন্তু যাদুকর তার মাথা দোলালো।

'তাহলে আমারা ঝড়ের মধ্যে বেঁচে আছি, এই বালির কবরে মরতে মরতে।' টর্ক বলার চেষ্টা করল, কিন্তু কোন শব্দ তার বিধ্বস্ত গলা ও মুখ দিয়ে বের হলো না।

সে আরো কিছুক্ষণ শুয়ে রাইল। ইচ্ছে করছে চোখ বন্ধ করে তার ঘুমিয়ে পড়তে এবং আর কখোনই জেগে না উঠতে। ভাবনাটা তাকে তাড়িত করল এবং জোর করে সে তার শক্ত চোখের পাতা খুলল, অনুভব করল কাঁকড় তার পাতার নিচে অক্ষিগোলকের সাথে ঘষা খাচ্ছে।

'পানি' সে বলল। 'পানি খোঁজ।'

পাথরকে ভিত্তি ধরে সে একদিকে কাত হয়ে পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল এবং দুর্বলতায় দুলে উঠল ও ঘামতে লাগল।

ইশতার তাকে দেখল, একটা অন্ধ চোখে তাকে কোন সরীসৃপ অথবা মরদেহের চোখের মতই লাগছে। টর্ক মাতালের ন্যায় সামনে এগোতে শুরু করল। প্রতি পদক্ষেপে সে বাঁধা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। পাহাড়ের পাদদেশ বরাবর তারা রাস্তা করে নিল যতোক্ষণ না সে বাইরে মরুভূমিতে তাকাল। বালিয়াড়গুলো আদিম ও নিখুঁত, একজন তরুণীর দেহের মতই ইন্দ্রিয় সুখাবহ রূপ নিয়ে বাঁকানো।

মানুষ বা রথের কোনো চিহ্ন নেই। তার যুদ্ধ বাহিনী সমগ্র মিশরে সবচেয়ে সুন্দর, কোন চিহ্ন ছাড়াই তারা বিলীন হয়ে গেছে। সে তার ঠোঁট অবলেহন করতে চাইল। কিন্তু বালুতে মাখামাখি মুখে তার কোন থু থু ছিল না। সে অনুভব করল তার পা নিচে ভেঙে পড়তে চাইছে এবং জানে যদি পড়ে যায় তাহলে কখনোই সে আর উঠতে পারবে না। তারা কোথায় যাচ্ছে সে জানে না। তার মাথায় এখন একটাই চিন্তা, শুধু এগিয়ে যাওয়া।

তখন সে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনল এবং জানত তার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। তারপর আবার নিরবতা। সে মনোযোগ দিল। কণ্ঠস্বরগুলো আবার এল। এবার ওগুলো আরো কাছে এবং আরো পরিষ্কার। তার দেহে সে অপ্রত্যাশিত এক শক্তি প্রবাহতা অনুভব করল। কিন্তু যখন সে ডাকার চেষ্টা করল তার শুকনো গলা থেকে কোনো শব্দ বের হল না। আরো একবার সব নিরব হল। কণ্ঠস্বরগুলো থেমে গেছে।

সে আবার সামনে বাড়ল, তারপর হঠাৎ থেমে গেল। একটি নারী কণ্ঠ, কোনো ভুল নেই। একটি মিষ্টি, পরিষ্কার গলা।

'মিনটাকা!' নামটা নিরবে তার স্ফীত ঠোঁটের উপর সৃষ্টি হল। তারপর আরেকটি কণ্ঠ। এবার একজন পুরুষের। সে শব্দগুলো বুঝতে পারল না বা বক্তাকে চিনতে পারল না। কিন্তু যদি সে মিনটাকার সাথে হয় তবে সে অবশ্যই আসামীদের একজন হবে যাদের টর্ক অনুসরণ করছে। শত্রু!

টর্ক নিজের দিকে তাকাল। তার তলোয়ারের বেল্টটা হারিয়ে গেছে এবং সেই সাথে তার হাতিয়ারটাও। সে নিরস্ত্র; আর তার পরিহিত কাপড়ে এতো বালি লেগে আছে যে তা তার শরীর একটা পশমের শার্টের ন্যায় গরম করে রেখেছে। একটি অস্ত্রের জন্য সে তার চারপাশে তাকাল, একটি লাঠি কিংবা একটা পাথর, কিন্তু কিছুই ছিল না। সব কিছু বালিতে ঢাকা পড়েছে।

সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং কণ্ঠগুলো আবার এলো। মিনটাকা ও লোকটি পাহাড়ের মধ্যে একটা গিরিখাতে রয়েছে। যখন সে ইতস্তত করছিল তখন সে বালির কচকচ আওয়াজ শুনল, কারো পায়ের নিচে লবণের ক্রিসটাল ভাঙ্গলে যেমন হয়। ঐ লোকটি গিরিখাত থেকে নেমে আসছে যেখানে টর্ক দাঁড়িয়ে আছে সেই বরাবর। টর্ক পাথুরে দেয়ালের পিছনে আড়াল নিল এবং একজন লোক গিরিখাতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, বিশ কদম দূরে যেখানে টর্ক লুকিয়ে আছে তার কাছেই। অপরিচিত লোকটি দৃঢ় পদক্ষেপে বালিয়াড়ির দিকে যাত্রা করল। খুবই পরিচিত, কিন্তু পরিচয় লুকিয়ে লোকটা টর্ককে এড়িয়ে গেল। তারপর ঘুরে গিরিখাতের দিকে ডেকে বলল, 'নিজেকে অসঙ্গত ভাবে কষ্ট দিও না, মিনটাকা! তুমি একটা যন্ত্রণাদায়ক অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে সময় পার করছ।' তার পর সে হাঁটা শুরু করল।

টর্কের মুখ তার পিছনে হাঁ হয়ে গেল। ও তো মৃত, ভাবল সে। এ হতে পারে না। নাজার কাছ থেকে আসা বার্তাটি ছিল পরিষ্কার...। সে সম্ভাবনাটা বিচার করল। একটা জ্বিন বা কোন খারাপ আত্মা সম্ভবত নেফার সেটির রূপ ধারণ করেছে এবং তাকেই সে মরুভূমির দিকে যেতে দেখছে। তারপর সে ঝাপসা চোখে দেখল অন্য তিন জনের সাথে সে যোগ দিচ্ছে। তাদের মধ্যে ওয়ারলকের নির্ভুল অবয়টা সে চিনতে পারল; টর্ক বুঝল, অবশ্যই সে সব কিছুর মূলে, কোনো অদ্ভুত ও রহস্যজনক ভাবে ফারাও নেফার সেটির পুনজাগরণ ঘটিয়েছে। কিন্তু এখন তার না আছে সময় কিংবা ইচ্ছা এই বিষয়ে ভাবার। তার মনে শুধু একটাই এখন চিন্তা এবং তা হচ্ছে পানি।

যতোটা সম্ভব সে পারল সঙ্গোপনে হামাগুড়ি দিয়ে গিরিখাতে প্রবেশ করল যেখানে মিনটাকার কণ্ঠটা শুনেছে এবং পর্বতের কোনা থেকে উঁকি মেরে ভেতর দেখল। প্রথম দর্শনে সে তাকে চিনতে পারল না; একজন চাষির মতো নোংরা হয়ে আছে সে। তার চুল ও ছিন্ন বস্ত্র বালিতে শক্ত হয়ে আছে। চোখ কোঠরে বসা ও লাল। সে একটা ছোট ঘোড়ার পালের সামনে হাঁটুগেড়ে বসে আছে, ওটাকে পানি করানোর উদ্দেশ্যে একটা পানির পাত্র ধরে রয়েছে হাতে।

পানিই একমাত্র বস্তু যার বিষয়ে টর্ক ভাবতে পারল। সে এই দূর থেকেই তার গন্ধ নিতে পারল এবং তার পুরো দেহ একটা ব্যাকুল কামনায় ছেয়ে গেল। টলতে টলতে মিনটাকার দিকে এগিয়ে গেল সে। মেয়েটির পিঠ তার দিকে ঘুরানো এবং নরম বালি তার আসার শব্দ ঢেকে দিল। মিনটাকা তার সম্পর্কে সচেতন হল না

যতোক্ষণ না তার বাহু ধরল সে। ঘুরে তাকে দেখতে পেয়েই মিনটাকা একটা চিৎকার দিল। ততোক্ষণে টর্ক তার হাত থেকে পানির পাত্রটা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তাকে নিচে ফেলে দিল। যেহেতু পানি পান করতে হাতটা প্রয়োজন তাই সে তাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়ে হাঁটুগেড়ে তার ছোট পিঠের উপর চড়ে বসল তাকে বাধ্য রাখতে, যাতে পাত্র থেকে পানি পান করতে সহজ হয়।

সে বড় বড় ঢোক গিলে গলগল শব্দ করে পান করতে লাগল এবং ঢেকুর তুলল। একটু থেমে তারপর আরো কিছু পান করল। মিনটাকা তার নিচে মুচড়াচ্ছিল এবং চিৎকার করল, 'নেফার। টাইটা! আমাকে বাঁচাও।'

টর্ক আবার ঢেকুর তুলে মিনটাকার চেহারা বালির মধ্যে চেপে ধরল তাকে চুপ করাতে এবং পাত্র থেকে শেষ বিন্দুটা পান করল। মিনটাকার তার চার পাশে তাকাল, তার উপর টর্ক এমন ভাবে গুটিসুটি মেরে বসে আছে ঠিক এটা সিংহ তার শিকারের উপর যেমনটা থাকে। গিরিখাতের দেয়ালের সাথে পানি থলেগুলো দেখতে পেল টর্ক, সেই সাথে বল্লম এবং তলোয়ারও পাশে রয়েছে।

সাথে সাথে টর্ক দাঁড়িয়ে ওগুলোর দিকে যেতে শুরু করল। তৎক্ষণাৎ মিনটাকা লাফ দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল কিন্তু টর্ক তাকে আবার লাথি মেরে ফেলে দিল। 'আর কোন সুযোগ পাবে না, বেশ্যা কুত্তি'; কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল টর্ক এবং ঘন বালি মাখা এক মুঠো চুল ধরে তাকে বালির মধ্যে দিয়ে পিছলে টেনে নিয়ে চলল সে যতোক্ষণ না পানির থলের কাছে পৌঁছল। সেখানে পৌঁছে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। তারপর স্যান্ডেল পরিহিত তার বিশাল পা দিয়ে আবার চেপে ধরল তার পিঠ। হাত বাড়িয়ে পানির থলেটা নিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে খানে মিনটাকাকে চেপে ধরে সে কাঠের ছিপি খুলল। ঠোঁটের কাছে তা তুলে গরম ও লোনা পানির ধারা তার গলা দিয়ে বয়ে যেতে দিল।

যদিও মুখটা বালির মধ্যে চেপে ধরা ছিল তবুও মিনটাকা বুঝল যে টর্ক পানি পানের জন্য কামাতুর হয়ে আছে। সন্তুষ্টি লাভ ও পুরো মনযোগ তার উপর আসার আগেই তাকে যা করার করতে হবে। মিনটাকা জানে তার সহ্যের সীমার চাইতে বেশি অপমান টর্ক সহ্য করেছে এবং আরেক বার তার হাত থেকে পালিয়ে যাওয়ার আগেই সে তাকে এখানেই হত্যা করবে।

পাগলের মতো সে পাথরের দেয়ালে সাজানো হাতিয়াড়ের বান্ডিলের দিকে হাত বাড়াল। তার আঙ্গুলগুলো একটি বল্লমের ফলার কাছাকাছি রয়েছে। টর্ক তখনো তার মাথা পিছনে হেলে পান করে চলেছে। কিন্তু টর্ক তার নড়াচড়াটা অনুভব করল। সে পানির থলেটা নামাল, আর ঠিক তখন মিনটাকা তার পেট ও কুচকিতে ছোট কিন্তু ভয়ংকর অস্ত্রটা দিয়ে আঘাত করার জন্য মোচড় দিল। যাই হোক আক্রমণটা লক্ষ্য স্থির হয়েছিল, নিচ থেকে তা হওয়ায় শক্তি ছিল কম।

টর্ক চকচকে ব্রোঞ্জের তীক্ষ্ণ প্রান্ত ঝলকাতে দেখল শুধু। একটি হতভম্ব চিৎকার করে সে লাফ দিয়ে পিছু সরে গেল আঘাতটা এড়িয়ে যেতে। 'বিশ্বাস ঘাতক নোংরা

মেয়ে মানুষ।' সে পানির থলেটা ফেলে দিয়ে তাকে ধরতে সামনে এগোল দ্রুত। কিন্তু সেই সময় তার উপর থেকে ওজন সরে গেলে মিনটাকা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সে তার হাত থেকে গলে দৌড়ে প্রবেশ দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল প্রাণপণে। কিন্তু টর্ক তার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছে এবং তার দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে তাকে ধরতে হাত বাড়াল, তার কাপড়ের আঁচল ধরে ফেলল সে। কিন্তু লাফিয়ে এক পাশে সরে গেল মিনটাকা। আঁচলের লিনেন সুতায় টর্কের আঙুল ছিড়ে গেল এবং সে মোচড় দিয়ে তার থেকে সরে দাঁড়াল। কিন্তু গিরিখাতের মধ্যে তখনো মিনটাকা বন্দী অবস্থায়। একটা কর্কশ শব্দ করে তাকে টর্ক ধরতে এল কিন্তু মিনটাকা তখন পর্বতের দেয়ালের দিকে দৌড় দিল এবং ওটা আরোহণ করতে শুরু করল, একটা বিড়ালের ন্যায় নমনীয় ও দ্রুত গতিতে।

টর্ক তাকে ধরার আগে সে তার নাগালের বাইরে চলে গেল, উপরে উঠে গেল দ্রুত। এদিকে টর্ক তাকে অনুসরণ করার আশা ততোক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে। সে বল্লম ছুঁড়ে মারল, কিন্তু সে তার বাম হাত ব্যবহার করছে এবং নিক্ষেপের শক্তিটা ছিল অল্প।

মিনটাকা মাথা নিচু করতেই বল্লমটা তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল ও তার সামনে পাথরে ঢুকে গেল। ভয় পেয়ে সে আরো দ্রুত উঠতে লাগল। টর্ক টলতে টলতে অন্য একটা বল্লম তুলে নিল এবং পুনরায় নিক্ষেপ করল যা তার এক হাত দূর দিয়ে চলে গেল ব্যর্থ হয়ে। টর্ক রাগ ও হতাশায় বিরক্তি প্রকাশ করল এবং তৃতীয় বল্লামটা টেনে নিল। কিন্তু মিনটাকা তখন হামাগুড়ি দিয়ে তার দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। সে নিজেকে একটা পাথরের সাথে আড়াল করে লুকিয়ে রইল। সেখান থেকে সে টর্ককে তার উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করতে ও কসম খেতে শুনল। এমনকি তার দুরাবস্থার মধ্যেও তার নোংরা শব্দ তাকে অসুস্থ করে তুলল যা সে বলছিল উদ্দেশ্যে করে।

অন্য একটি বল্লম যেখানে মিনটাকা শুয়ে আছে তার উপর দিয়ে উড়ে গেল এবং তার ঠিক উপরে পাথরের মুখে লেগে ঠনঠন শব্দ তুলল। খাড়া তাক বরাবর পড়ছিল ওটা এবং পুনরায় গিরির মেঝেতে পড়ার আগেই মিনটাকা তা ধরে ফেলল। সে তাকের কিনারা দিয়ে উঁকি দিল ও পিছু হটার জন্য প্রস্তুত। অনিশ্চিতভাবে টর্ক তার দিকে তাকিয়ে আছে, তার আঘাত প্রাপ্ত হাত তার পাশে ঝুলছে। তার মাথা দৃশ্যত হলে দেখা গেল রাগে ও আঘাতের ব্যথায় তার চেহারা বিকৃত হয়ে আছে এবং সে সামনে বাড়ল যেন তার দিকে চড়তে চায়।

মিনটাকা তখন তাকে বল্লমের তীক্ষ্ম মাথাটা দেখাল, 'হ্যাঁ, উপরে এসো'; সে তাকে শাসালো, 'এবং এটা তোমার ঐ শূকরের মতো পেটে ঢোকাতে দাও।'

থেমে গেল টর্ক। তাকে আরো এক হাত চড়তে হবে এবং নিজেকে অক্ষত একটা হাত দিয়ে রক্ষা করতে হবে। সে দেখল তার হুমকি সত্য। যখন সে ইতস্তত করল, মিনটাকা তখন চিৎকার করতে লাগল। 'নেফার! টাইটা! হিল্টো! আমাকে বাঁচাও।'

তার কণ্ঠ পর্বতে প্রতিধ্বনিত হয়ে গিরিখাতে বেজে উঠল বারবার। টর্ক তার চারপাশে হতাশ হয়ে তাকাল, আশা করল অস্ত্রহাতে শত্রুরা তার দিকে ছুটে আসবে এখনই। হঠাৎ করেই টর্ক একটা সিদ্ধান্ত নিল। সে পানির থলে তুলে ওটা তার কাঁধে ঝোলালো, 'ভেবো না তুমি আমার কাছ থেকে চিরদিনের মতো পালিয়ে যেতে পারলে। একদিন আমি তোমার দেহের সকল আনন্দ মিটিয়ে দিব এবং তারপর তোমাকে আমি একটা খেলনার মতই আমার সৈন্য বাহিনীর কাছে তোমাকে তুলে দেবো।' তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল সে এবং তারপর ঘোটকীটার উপর উঠার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রাণীটা এতো দুর্বল ছিল যে তার বিশাল দেহ বইতে পারল না এবং তার নিচে পড়ে গেল।

টর্ক তখন তার নিজের পায়ের উপর ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে পা টানতে টানতে গিরি থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনটাকার একটু সন্দেহ হল তার এ চলে যাওয়া হয়তো কোন চাল হবে। সে পর্বতের নিরাপদ উঁচু স্থানটা হতে নামার সাহস করল না। সে বন্য ভাবে চিৎকার করে গেল, 'নেফার! আমাকে সাহায্য কর।'

সে তখনো চিৎকার করছিল যখন নেফার দৌড়ে তার নিচে পাথুরে গিরিতে ফিরল, হাতে তার একটা তলোয়ার ধরা, হিল্টো ও ম্যারন তার পিছনে কাছাকাছি। 'কি হয়েছে?' নেফার জানতে চাইল, যখন সে পর্বত থেমে নেমে তার বাহুতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'টর্ক!' সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল তাকে নিরাপদে ধরে রাখায় স্বস্তি পেয়ে। 'টর্ক জীবিত। সে এখানে ছিল।'

সে বোকার মত কি হয়েছে খুলে বলল। তার তথা শেষ হবার আগেই নেফার অন্যদের আদেশ দিল নিজেদের অস্ত্রে সজ্জিত হতে।

টকর্কে ধাওয়া করতে যাবার প্রস্তুতি নিতে।

•

টাইটা তাদের সাথে যোগ দিতে ফিরে এসেছে। সে মিনটাকার সাথে থাকল যখন বাকি তিন জন টর্কের পায়ের ছাপ অনুসরণ করছিল, এতো সতর্ক ভাবে যে যেন তারা একটা আহত সিংহকে অনুসরণ করছে। তারা পর্বতের ভিত্তি ধরে এগেলো

যতোক্ষণ না তারা চিড়টায় পৌছল যেখানে টর্ক খামসিনের ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্যে আশ্রয় নিয়েছিল। নেফার এলোমেলো বালি পরীক্ষা করল এবং সংকেতগুলোর অর্থ করল। 'তারা দুইজন।' সে বলল, 'তারা ঝড়ে সমাহিত হয়েছিল যেমনটা আমরা হয়েছি। তারা নিজেদের খুঁড়ে বের করেছে। একজন এখানে অপেক্ষা করেছিল।' পশমের একটা সুতা তুলে নিল সে যা পাথরের সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে ছিল এবং ওটা আলোর মধ্যে ধরে বলল, 'কালো।' এ ধরনের কালো রং মিশরীয়রা কদাচিৎ পরিধান করে। 'প্রায় নিশ্চিত এটা যাদুকর মেডির।'

সম্মতি জানিয়ে মাথা দুলালো হিল্টো। 'ইশতার হয়তো ঝড় থেকে বাঁচার জন্য কোন ডাইনী বিদ্যা প্রয়োগ করছে। এটা নিশ্চিত যে সে টকর্কে রক্ষা করেছে ঠিক যেভাবে টাইটা আমাদের রক্ষা করেছে।'

'এখানে', নেফার উঠে দাঁড়াল এবং চিহ্নটা নির্দেশ করল। 'পানির থলেটা নিয়ে টর্ক যাদুকরকে খুঁজতে ফিরেছিল এবং তারা এই পথে চলে গিয়েছে।'

তারা মরুভূমিতে অল্প কিছু দূর পর্যন্ত পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করল। 'তারা পশ্চিমে গিয়েছে। অ্যাভারিস ও নীলের দিকে ফিরে গেছে। তারা কি কখনো ওখানে পৌছতে পারবে?'

'না যদি আমি তাকে ধরে ফেলি।' নেফার গম্ভীরভাবে বলল এবং বল্লমটা শক্ত হাতে নাড়াল যা সে বহন করছিল।

'মহামান্য!' হিল্টো আনুগত্য কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'তাদের পানির থলে রয়েছে এবং এতোক্ষণে তারা এখান থেকে অনেক দূর চলে গেছে। পানি ছাড়া আপনার অনুসরণ করার সাহস করা ঠিক নয়।'

নেফার ইতস্তত করল। যদিও হিল্টো যা বলল তাতে সে যুক্তি দেখল তবুও টর্ককে পালিয়ে যেতে দেওয়াটা তাকে যন্ত্রণা দিল। মিনটাকা যা তাকে বলেছে তাতে টর্ক আঘাত প্রাপ্ত এবং প্রতিপক্ষ হিসেবে খুব বিপদজনক হবে না, তারপরও নেফার এখনো দুর্বল।

শেষ পর্যন্ত সে এক দিকে ঘুরল এবং দৌড়ে সব চেয়ে কাছের বালিয়াড়ির চূড়ায় উঠল। চোখের উপর হাত রেখে সে পশ্চিম দিকে তাকাল– আদিম, বাতাস বাহিত বালির উপর পায়ের চিহ্নের রজ্জু বরাবর যতোক্ষণ না দূরে অর্ধ ক্রোশ বা বেশি দূরে সে দুটি ক্ষুদ্র অবয়ব খুঁজে পেল, ধীর ভাবে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে তারা। ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতেব সে তাদের দেখল যতোক্ষণ না তারা আন্দোলিত তাপের মরীচিকায় অদৃশ্য হল।

'সময় আবার আসবে', নেফার ফিসফিস করল, 'আমি তোমার জন্য আসব। আমি হুরাসের পবিত্র দুইশ নামে শপথ করছি।'

আরো ষোলটা সমাহিত রথ তারা খুঁজে পেল এবং উন্মোচন করল সবগুলো। এরকম পানি ও খাবারের প্রচুর সরবরাহে ঘোড়া ও মানুষগুলো সেরে উঠল দ্রুত। সেই সাথে তারা টর্কের সৈন্যবাহিনীর আরো অনেক মৃত দেহ বের করেছে। তাদের থেকে তারা নিজেদের পোশাক পরতে সক্ষম হল। নেফার মিনটাকার পায়ের মাপের একজোড়া স্যান্ডেল বদলে দিল, তার আঘাত প্রাপ্ত পা প্রায় পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেছে।

দশম দিনে তারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। চারটা রয়ে যাওয়া ঘোড়া ঢিলা বালির মধ্য দিয়ে রথ টেনে নেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না তাই নেফার তাদের মালবাহী ঘোড়া হিসেবে ব্যবহার করা সিদ্ধান্ত নিল; এবং তারা যতোটা বহন করতে পারে ততোটা পানির থলে তাদের পিঠে দিল।

রাতে নামলে ঘোড়াগুলো নিয়ে তারা বালিয়াড়িতে যাত্রা শুরু করল। খামসিন ভূমিকে এতোটাই বদলে দিয়েছে যে টাইটাকে তারার সাহায্য নিতে হল। তারা ঐ সারা রাত দৃঢ়ভাবে তারা দেখে চলতে থাকল এবং তার পরের রাতও চলল একইভাবে। দ্বিতীয় দিনের ঊষার পূর্বে তারা পুরানো ক্যারাভানের রাস্তায় পৌছল। এর কয়েক জায়গায় খামসিনে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারা আরো বেশি দূর যাওয়ার পূর্বেই আলো জোরালো হলো এবং তারা পাথরের নুড়িটা দেখল যা সামনের রাস্তার সংযোগস্থল নির্দেশ করে। তারা আবিষ্কার করল ঝড় শেষ হবার পর এ পথে তাদের আগে আরো কারো পদ চিহ্ন পড়েছে। দুই জোড়া পদ চিহ্ন এ পথ দিয়ে পশ্চিমের রাস্তা ধরে চলে গিয়েছে যা নীলের উপত্যকা ও অ্যাভারিসের দিক নির্দেশ করে। টাইটা ও নেফার ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করল তা।

'এটা টর্কের। এই রকম পা আর কারো নেই, নীলের বজরার সাইজ। মিনিটাকা ঠিক। সে আঘাতপ্রাপ্ত, ডানপাশে। হাঁটার সময় সেই চিহ্ন ফেলে গেছে।' টাইটা চিহ্নটা পড়ল। 'এখনও আমি অন্যটার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না। আমাদের দেখতে দাও সে কিছু সূত্র ফেলে গেছে কিনা যা তার পরিচয় প্রকাশ করবে।' তারা চিহ্ন অনুসরণ করল যতোদূর পর্যন্ত চিহ্নটা শিলাস্তূপে বিদ্যমান ছিল।

'আহ! এখানে।' শিলাস্তূপের কাছাকাছি কেউ একজন সম্প্রতি বালিতে পাথরের একটি জটিল প্যাটার্ন তৈরি করেছে। এখন আর সন্দেহ নেই। এটা যাদুকর ইশতার'। রাগান্বিতভাবে টাইটা পাথরগুলো ছড়িয়ে দিল। 'এটা তার নোংরা মারডুক খাদকের প্রতি একটা আহবান।' বলেই সে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট পাথর রাস্তায় নিক্ষেপ করল যা টর্ক ও ইশতার ওখানে স্থাপন করেছে। 'যদি ইশতারের সাথে কোন বাচ্চা থাকত তবে সে হয়তো তা বলি দিত। মারডুক মানুষের রক্তের জন্য তৃষ্ণার্ত।'

এখানে, চিহ্নিত শিলাস্তুপের কাছে, নেফার একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিল। 'যদি আমাদের পূর্বে দীর্ঘ যাত্রা করতে হয় তবে আমাদের খাবার ও স্বর্ণের প্রয়োজন হবে। আমাদের অ্যাশিরিয়ান দরবারে ভিখেরি ও অবাঞ্ছিতের ন্যায় গিয়ে উপস্থিত হলে চলবে না।

টাইটা মাথা ঝাঁকলো সম্মতি প্রকাশ করে। 'মিশরে এমন আনেক ক্ষমতাবান লোক রয়েছে যারা আমাদের পূর্ণ সাহায্য করবে যদি তারা শুধু এটুকু জানে যে তাদের ফারাও এখনও জীবিত।'

'হিল্টো ও ম্যারনকে থেবস্ ফিরে যেতে হবে', নেফার বলল। আমি নিজে যেতাম কিন্তু পুরো দুনিয়া আমাকে ও মিনটাকাকে খুঁজছে।' সে তার একটা রাজকীয় আংটি খুলে তা হিল্টোর হাতে তুলে দিল। 'এটি হবে তোমার পরিচয়ের চিহ্ন। এটা আমাদের বন্ধুদের দেখাবে। তুমি অবশ্যই আমাদের জন্য লোকজন, স্বর্ণ, রথ ও ঘোড়া নিয়ে ফিরবে। যখন আমরা রাজা সারগনের কাছে যাবো তখন তাকে দেখানোর জন্যে আমাদের অবশ্যই এমনভাবে যেতে হবে যে আমরা এখনো মিশরকে চালনা করি।

'আপনি যে ভাবে আদেশ দিলেন সে ভাবেই আমি করব, মহামান্য।'

'যতোটা দরকার তার চেয়ে বেশি সতর্ক থাকবে। তোমাকে অবশ্যই খবর সংগ্রহ করতে হবে। নকল ফারাও এর সব বিষয়ে জানবে।'

'আমি রাতেই রওনা দিচ্ছি, ফারাও!' হিল্টো সম্মত হল।

পুরো দীর্ঘ উষ্ণ দিনটি তারা চাঁদোয়ার নিচে ছায়ায় শুয়ে পরিকল্পনা করে কাটাল যা তারা একটা সমাহিত রথ থেকে উদ্ধার করেছে। যখন সূর্য দিগন্তে ডুবে গেল এবং তাপ হারাতে শুরু করল তখন তারা আলাদা হয়ে গেল। হিল্টো ও ম্যারন পশ্চিম দিকে থেবসের দিকে এবং টাইটা, নেফার ও মিনটাকা গেল পূর্ব দিকে।

'আমরা তোমাদের জন্যে গালালার ভগ্নাংশে অপেক্ষা করব।' হিল্টোর উদ্দেশ্যে নেফারের শেষ কথা ছিল এটি। তারপর তারা তাকে ও ম্যারনকে বড় রাস্তা নিতে দেখল এবং পড়ন্ত সন্ধ্যায় তারা অদৃশ্য হয়ে গেল দ্রুত।

টাইটা, মিনটাকা ও নেফার ক্যারাভান ধরে গালালার দিকে পথ নিল। বিশ দিন পর মাত্র কয়েক ফোঁটা পানি থলেতে অবশিষ্ট নিয়ে তারা তাদের সে নিদর্শন ভগ্নস্থানে পৌছল।

সপ্তাহ পার হয়ে মাস হয়ে গেল এবং তারা গালালায় অপেক্ষা করেই চলল। টাইটা তার দিনগুলো একেকটি পাহাড়ে কাটাতে লাগল, যেগুলো শহরটা ঘিরে আছে। নেফার ও মিনটাকা মাঝে মাঝে তার দেখা পেত। দূর থেকে তাকে দেখতো যখন

সে উপত্যকা ও গিরিখাতগুলোতে ঘুরঘুর করতো। প্রায়ই তারা তাকে তার লাঠি দিয়ে পাথর চাপড় দিতে ও খোঁচাতে দেখতো। অন্য সময় সে শহরের দেয়ালের বাইরে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া কুয়াটার পাশে বসে থাকতো, গভীর খাড়া নিচের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত শুধু।

যখন নেফার তাকে পরোক্ষভাবে প্রশ্ন করল, সে তা এড়িয়ে যেতে চাইল। 'এক দল আর্মির পানি দরকার।' এই ছিল যা সে বলল।

'আমাদের খুব অল্পই পানি আছে'; নেফার জানাল, 'একজন আর্মি তো কথা পরের কথা।' টাইটা মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং পাহাড়ের দিকে চলে গেল তার লাঠি পাথরে চাপড়াতে চাপড়াতে।

মিনটাকা ভগ্নাংশের মধ্যে তাদের জন্য একটা কক্ষ তৈরি করল এবং নেফার তার উপরে ছাদ দিল ছেঁড়া কাবাকো দিয়ে। হিকস্ রাজকন্যা হিসেবে মিনটাকাকে কখনো খাবার রান্না করতো বা ঘর ঝাড়ু দিতে হয়নি, তাই তার প্রথম চেষ্টাটা ছিল বিব্রতকর। মুখ ভর্তি খাবার চিবাতে চিবাতে একবার টাইটা বলল, 'আমরা যদি টর্কের আর্মি ধ্বংস করতে চাই তবে সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হবে তোমাকে তাদের কাছে বাবুর্চি হিসেবে পাঠানো।'

'যদি তুমি ততোখানি দক্ষ হও, তবে তো তুমিই তোমার রান্নার দক্ষতা দিয়ে আমাদের সম্মানিত করতে পারো।'

'হয় তাই করতে হবে, নয় অনাহারে কাটাতে হবে', টাইটা সম্মত হল এবং তাকে আগুনের কাছে নিয়ে গেল। নেফার তার পুরনো শিকারীর ভূমিকায় গেল এবং মরুভূমিতে তার প্রথম দিন শেষে ফিরল একটা সুটৌল তরুণ গজলা হরিণ ও চারটি চমৎকার পাখির ডিম নিয়ে। তবে একটু পচা ছিল তা। মিনটাকা তার অংশের ডিমের ওমলেট শুকে দেখল, যা টাইটা তৈরি করেছে এবং ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। 'এই কি একই ব্যক্তি যে আমার রান্নার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল?' সে আগুনের আড়াআড়ি নেফারের দিকে তাকাল। 'তুমিও তার চেয়ে কম দোষী নও, নেফার। ডিম পর্যন্ত চিনতে পারলে না। পরের বার আমি তোমার সাথে যাব নিশ্চিত করতে যেন অল্প হলেও খাওয়ার যোগ্য কিছু আনা যায়।'

একটা অগভীর ওয়াদির মধ্যে তারা পাশাপাশি শয়ন করল যা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে খাঁজ কেটে চলে গিয়েছে এবং সেখান হতে এক পাল দাজলা হরিণকে দেখল তারা।

'ওগুলো পরীদের মতো সুন্দর!' মিনটাকা ফিসফিস করে বলল, 'কত সুন্দর!'

'যদি তোমার অস্বস্তি লাগে, আমি তীর নিক্ষেপ করছি'; নেফার তাকে বলল।

'না'; সে তার মাথা নাড়ল। 'আমি বলিনি যে আমি তা করব না।' তার কণ্ঠে দৃঢ় সংকল্প এবং এতো দিনে সে তাকে যথেষ্ট জেনেছে তার সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন বিদ্ধ না করতে। পুরুষ হরিণটা তার দল থেকে এগিয়ে গেল। তার পিঠ কমনীয় দারুচিনি রঙের এবং তলপেটটা ছিল দিগন্তে ওঠা কোন বজ্রের মাথার ন্যায় রূপালি সাদা।

সূঁচালো তূর্যাকৃতির কান দুটোর মধ্য স্থানে তার শিং দুটো বীনা আকৃতির ও মসৃণ। সে তার দীর্ঘ বাঁকানো ঘাড়ের উপর তার মাথাটা ঘুরালো এবং তার ছোট দলটার দিকে তাকাল। একটা বাচ্চা লাফাতে শুরু করল তার লম্বা পায়ের উপর। পুরুষটা তার নাক উঁচিয়ে এটার পাশ গিয়ে তার লাফানো খুর স্পর্শ করল। এটা হল সতর্কীকরণ আচরণ।

'এই ছোট প্রাণীটা শুধু অনুশীলন করছে এবং দেখাচ্ছে।' নেফার হাসল।

পুরুষ হরিণটা এই প্রদর্শনীতে আকর্ষণ হারাল এবং সামনে এগেলো যেখানে তারা ওত পেতে শুয়ে আছে। সে পাথুরে ভূমি দিয়ে তার রাস্তা নিল ও বিচক্ষণ মাধুর্যতায় কয়েক কদম পর পর থামছে চিন্তিত ভাবে বিপদের আশংকায় আশপাশ দেখার জন্য।

'সে আমাদের দেখে নি, কিন্তু সে শীঘ্রই দেখবে', নেফার ফিসফিস করে বলল। 'আমাদের পাশে টাইটা নেই যে তাকে ধোকা দিবে।'

'সে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে'; মিনটাকা ফিসফিস করে বলল।

'পঞ্চাশ কদম, আর নয়, তীর নিক্ষেপ কর নইলে সে যে কোন সময় চলে যেতে পারে।' মিনটাকা অপেক্ষা করল যতোক্ষণ না পুরুষ হরিণটা আরো একবার তার মাথা ঘোরালো। তারপর সে ধীরে ধীরে তার হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে ধনুকটা তুলে নিল। এটা একটা ছোট বাকানো অস্ত্র যা তারা সমাহিত রথ থেকে এনেছে। সে তীরটা ছুঁড়ল এবং তা মলিন মরুর আকাশে একটু বাঁক নিল।

তার বড় কালো চোখগুলো দিয়ে গজলা হরিণটি তৎক্ষণাৎ তাদের উঠার ছোট নড়াচড়া ধরে ফেলেছে। সে তার মাথা ঘুরিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল, তীর ছাড়ার মুহূর্তে ধনুকের গুণের আওয়াজে সে সামনে লাফ দিল, তীরটা তখনো বাতাসে। সে দৌড় দিল, ধুলোর ক্ষুদ্র ঝাপটা উঠিয়ে। তীরটা পাথরে লেগে ঝনঝন শব্দ করল, এক মুহূর্ত আগেও প্রাণীটা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। মিনটাকা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং তাকে যেতে দেখে নেফার হাসল। শিকার ধরতে না পারায় তার মাঝে কোন হতাশা দেখা গেল না।

'তার দৌড় দেখো, আবাবিল পাখির মতোই উড়ে চলছে।'

টাইটা নেফারকে শিখিয়েছে প্রকৃত শিকারী তার শিকারকে ভালোবাসে ও সম্মান করে। ঐ প্রাণীগুলোর জন্যে তার সহানুভূতি দেখে মিনটাকার প্রতি নেফারের আরো বেশি ভক্তি ও প্রশংসা বৃদ্ধি পেল। সে তার দিকে ঘুরল, এখনো সে হাসছে। 'আমি দুঃখিত আমার হৃদয়, তোমাকে আজ রাতে ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই বিছানায় যেতে হবে।'

'না, টাইটা রান্নার আগুনে এই বাতাস থেকেও খাবার তুলবে।'

তার দুজনে তীরটা কুড়াতে গেল। মিনটাকা একটু আগে ওটার কাছে পৌছালো। সে ওটা তোলার জন্য ঝুকতেই তার ছোট ছিন্ন স্কার্টের পিছনের দিক

উঠে গেল। তার উরু মসৃণ ও বাদামী এবং নিতম্বটা সুষম গোলাকার। তার ত্বক মলিন ও নিখুঁত যেখানে সূর্য কখনো স্পর্শ করেনি, পূর্বের সিল্কের মতই কমনীয়।

সে সোজা হয়ে এক ঝটকায় ঘুরল তার চোখের অভিব্যক্তি ধরার জন্য। যদিও সে কুমারী, তার নারীসুলভ স্বভাব পূর্ণ বিকশিত। সে তার নিষ্পাপ ভঙ্গিটা দেখতে পেল যা তার মাঝে এক ধরনের আবেগ তৈরি করল এবং ওটা তাকে নাড়াও দিল। সে তাকে কতটা চায় তা দেখে সেও তাকে গভীর ভাবে চাইল যা ছিল যন্ত্রণাদায়ক। সে অনুভব করল তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার ভালোবাসায় বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। শান্ত ভাবে দুলতে দুলতে সে তার দিকে এগুলো। কিন্তু নেফার শারীরিক ইচ্ছায় উষ্ণ, একটা লজ্জা অনুভব করল যা তাকে আবার প্রায় বিমোহিত করে তুলল। সে তার কাছে করা তার ওয়াদাটা স্মরণ করল, 'আমি বরং মরে যাব তবুও আমার শপথ ভাঙ্গবো না এবং তোমার অসম্মান করবো না।' নেফার তাকে বলেছিল এবং এই স্মৃতি তাকে তার দিক থেকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করল। সে দেখল তার হাত কাঁপছে এবং তার কণ্ঠ কর্কশ শুনাল যখন সে বলল, চোখ অন্যদিকে সরিয়ে, 'আমি জানি অন্য পালটা কোথায়, কিন্তু আমাদের জলদি যেতে হবে যদি আমরা তাদের অন্ধকারে আগেই খুঁজে পেতে চাই।' নেফার তার দিকে পিছু না তাকিয়ে রওয়ানা দিল এবং একটা বিতৃষ্ণা অনুভব করল। এই ভূমিতে মিনটাকা বেশিই কিছু চেয়েছে। সে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে নেফারকে অনুসরণ করল। তার অদ্ভুত অনুভূতিগুলো সে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে যা তাকে প্রায় ঘিরে ধরেছিল। কিন্তু এতো সহজে সব সরে যাওয়ার নয়।

সে দ্রুত তার নাগাল ধরল এবং তাকে পিছনে ফেলে কয়েক কদম দুলকি চালে এগিয়ে গেল। নেফারের দৃষ্টি তার পিঠে মনোযোগ দিল। সে দেখল কীভাবে তার ঘন কালো কোকড়া চুল কাঁধের উপর লাফাচ্ছে। সে অবাক হয়ে দেখল তার কাঁধ বেশ প্রশস্ত হয়েছে সেই সময় থেকে যখন সে তার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করেছিল। তারপর সে আরো নিচের দিকে তাকাল এবং অনুভব করল তার গাল গরম হয়ে পড়ছে যখন সে দেখল তার নিতম্ব তার খাটো পাতলা কাপড়ের নিচে আন্দোলিত হচ্ছে। নিজের অনুভূতিতে সে নিজেই লজ্জা পেল।

তাড়াতাড়িই তারা দীর্ঘ ওয়াদির কিনারে পৌছে গেল যা পর্বতের সাথে দৃঢ় ভাবে এটে আছে। নেফার মাথা ঘুরিয়ে তাকে দেখার জন্য ঘুরল এবং তার দেহ নিরীক্ষণ করতে লাগল। ঠিক একই সময়ে মিনটাকাও তার চোখের দিকে তার দৃষ্টি তুলল।

'পর্বতের নিচে শত শত কবর আছে। আমি এগুলো প্রথম দেখেছিলাম যখন আমার পিতা আমাকে এই পথে নিয়ে এসেছিল, ঠিক তার...' সে থেমে গেল। শেষ দিনটা যখন সে ট্যামোস-এর সাথে ব্যয় করেছিল সেই দিনের স্মৃতিতে দুঃখী হয়ে গেল।

'কাদের কবর?' মিনটাকা জিজ্ঞেস করল যন্ত্রণায় কিছু থেকে তার মনযোগ সরানোর জন্য।

'টাইটা বলে তারা হাজার বছরের পুরানো, চিওফস ও চেফ্রেন-এর সময় থেকে যারা গিজার বিশাল পিরামিড তৈরি করেছিল।'

'তাহলে তারা প্রায় ম্যাগোসের মতোই বৃদ্ধ।' মিনটাকা মুচকি হেসে বলল।

'তুমি কি কখনো ওগুলো খুঁড়েছো?' সে তাকে প্রশ্ন করল।

নেফার তার মাথা নাড়ল, 'যখন আমি এখানে প্রথম আসি, আমি প্রায়ই তা করার কথা ভাবতাম, কিন্তু কখনো কোন সুযোগ ছিল না।'

'তাহলে চল এখন আমরা তা করি', মিনটাকা বলল।

নেফার দ্বিধান্বিত। 'আমাদের দড়ি ও প্রদীপ থাকতে হবে।' কিন্তু ইতোমধ্যে মিনটাকা চূড়া থেকে নামতে শুরু করে দিয়েছে এবং সেও বাধ্য হল তাকে অনুসরণ করতে।

ভিত্তি মূলে পৌঁছে তারা শীঘ্রই দেখতে পেল যে বেশির ভাগ কবর তাদের আয়ত্তের বাইরে, খাড়া পর্বত মুখের অনেক উপরে যাদের নিচে ভয়ংকর খাদ।

কিছুক্ষণ পর নেফার একটা প্রবেশ পথ খুঁজে পেল এবং ভাবল তারা হয়তো পৌছতে সক্ষম হবে। তারা একটা অংশে উঠল যেখানে চূড়ার মুখ ভেঙে পড়েছে এবং একটা সরু তাকেতা পৌছেছে। ওটা দিয়ে তারা সতর্ক ভাবে এগিয়ে চলল, নেফার সামনে। অবশেষে সে অন্ধকার প্রবেশ দ্বারে পৌছতে পারল এবং ওটার মধ্য দিকে উঁকি দিতে ঝুকল। 'অবশ্যই এটা মৃতদের আত্মা দিয়ে প্রহরারত।' সে কৌতুকের মতো করে এটা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু মিনটাকা তার আসক্তি বুঝতে পারল এবং সেও এটা দ্বারা আক্রান্ত হল।

'অবশ্যই!' মিনটাকাও কৌতুক করল, কিন্তু তার পিছনে সে শয়তানের বিরুদ্ধে চিহ্ন আঁকল।

'এখানে খুব অন্ধকার'; নেফার চিন্তিত ভাবে বলল। 'আমাদের উচিত হবে কাল একটা তেলের প্রদীপ নিয়ে এখানে আসা।'

মিনটাকা তার কাঁধের উপর দিয়ে সামনে তাকাল। একটা ছোট পথ একটু উপরে বাঁকানো শক্ত পাথরের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। এমনকি শতাব্দী পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পরও দেয়ালের চিত্র কর্মগুলো এখনো স্পষ্ট দৃশ্যত।

'দেখ।' মিনটাকা একটা স্পর্শ করল। 'এটা একটা জিরাফের ছবি এবং এটা একজন মানুষের।'

'হ্যাঁ।' নেফার দাঁত বের করে হাসল, 'এবং একজন খুব বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ। এতে কোন ভুল নেই।'

মিনটাকা সংযত হওয়ার ভান করল কিন্তু তার হাসি লুকাতে পারল না। প্রাচীন শিল্পী অবয়বটাকে একজন বিশাল খোজা সদস্যের চরিত্র দান করেছেন।

'এখানে।' সে স্থানটার আরো গভীরে প্রবেশ করল। 'এই যে লেখা। এইগুলোর অর্থ কি হবে তা নিয়ে আমি বিস্মিত।'

'কেউ কখনো জানবে না'; নেফার বলল এবং হেঁটে তাকে অতিক্রম করে গেল, 'প্রাচীন এ লিপির সূত্র অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত।'

মেঝেটা বাতাস বাহিত বালির একটি স্তরীভূত অংশে অশুভ অন্ধকারে অস্পষ্ট।

'আমরা আরও একটু নিরীক্ষণ করতে পারি'; মিনিটাকা একঘেয়ে ভাবে বলল।

'আমার মনে হয় না এটা একটা ভালো ধারণা।'

'এখানে।' মিনটাকা তাকে ধাক্কা দিয়ে অতিক্রম করল, 'আমাকে আগে যেতে দাও।'

'দাঁড়াও'; সে তাকে থামাতে গেল, কিন্তু সে হেসে এগিয়ে গেল। নেফার তার চাকুর বাটে একটা হাত রাখল এবং তাকে অনুসরণ করল। তার উদাহরণ ও জিদের কাছে সে লজ্জিত ও পরাজিত।

প্রতি পদক্ষেপে সামনের অন্ধকার ভারি হল। এমনকি মিনটাকাকেও থামতে হল এবং অস্বাভাবিকভাবে সামনে উকি দিল সে। বালির মেঝে থেকে একটা ক্ষুদ্র পাথরের পাতলা টুকরো তুলে নেয়ার জন্য সে ঝুকল এবং কাঁধের উপর দিয়ে তা সামনে মধ্যবর্তী গোপন স্থানের অন্ধকারে নিক্ষেপ করল, একটা পাথুরে দেয়ালে লেগে তা ঝনঝন করে উঠল। 'কিছুই না'; নেমে আসা নীরবতায় সে বলল, কিন্তু সম্মুখে আরেক পদক্ষেপ সে নেয়ার আগেই কিছু এককটা সামনের অন্ধকারে নড়ল যেন। তারা একটা খসখস আওয়াজ শুনল যা আরো বেশি জোরে শোনাল এ সরু স্থানে। দু'জনে নিজেদের স্থানে জমে গেল, এবং অন্ধকারে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনা গেল সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রতিধ্বনি তুলল দলবদ্ধ ভাবে। খসখসানি হয়ে গেল তীব্র গর্জন এবং অন্ধকার থেকে বেরিয়ে সরাসরি একটা চিঁ চিঁ শব্দ তীব্র বেগে ছুটন্ত অবয়বের উড়ন্ত মেঘ হয়ে সজোরে তাদের চেহারা বরাবর নিক্ষিপ্ত হল, যাদের পাখাগুলো তাদের বিস্মিত চেহারায় চাবুক মারল যেন।

মিনিটাকা চিৎকার দিয়ে ঘুরে নেফারের দিকে দৌড় দিল এবং দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল। সেও তাকে আঁকড়ে ধরল এবং শক্ত করে ধরে রাখল। বালির মেঝেতে তাকে টেনে নামাল।

'বাদুর'; সে তাকে বলল। 'ওগুলো বাদুর।'

'আমি জানি!' মিনটাকা শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বলল,

'তারা তোমাকে আঘাত করবে না।

'আমি জানি।' তার কণ্ঠ আরো বেশি শান্ত কিন্তু সে তার গলা থেকে তার হাত সরানোর কোন প্রয়াস দেখালো না। নেফার তার চেহারা তার ঘন কোঁকড়ানো চুলের মধ্যে ডুবালো। সুবাসটা সুন্দর, নতুন কাটা ঘাসের সুবাসের মতো যা।

মিনটাকা সুখানন্দে নরম, বিড়বিড় আওয়াজ করল, তাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরল এবং মৃদু ছন্দে তার আরো নিকটে এল।

'মিনিটাকা,' সে তাকে আলতো করে সরাতে চাইল। 'আমি তোমাকে কথা দিয়েছি যে এটা আর কখনো হবে না।'

'আমি তোমাকে ঐ ওয়াদা থেকে মুক্ত করলাম।' তার কণ্ঠ এতো নরম যে তা শোনাই গেল না। সে তার মুখ তার আরো কাছে উঠাল, তার নিঃশ্বাস উষ্ণ, মিষ্টি ও সুঘ্রাণ যুক্ত। তার ঠোঁট কোমল ও পূর্ণ এবং কাঁপছিল যে সে প্রায় কেঁদেই ফেলবে। 'আমি জীবনে যতো কিছু চেয়েছি তার চেয়ে বেশি চাই আমি তোমার স্ত্রী হতে।' বলেই সে তাকে চুমু খেল। তার ওষ্ঠ নিজের দখলে নিল। যা ছিল আর্দ্র ও এতো উষ্ণ যে মনে হল যেন তাতে তার ঠোঁট পুড়ে যাবে। সে নিজেকে তার মাঝে হারিয়ে ফেলল। তৃষ্ণার্ত ভাবে সে তাকে চুমু খেয়েই চলল। কামাতুর আওয়াজ তার কণ্ঠে ছন্দ তুলল, মিনটাকা তাকে আরো কাছে টেনে নিল। বুঝাতে চাইল যে আসলেই সে তাকে পাগলের মতো ভালোবাসে এবং পেতে চায়। টর্কের সাথে তার তিক্ত স্মৃতিটা সর্বদাই তাকে তাড়িয়ে বেড়াত। হঠাৎ করেই যেন তার সব মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

নেফারও তার আবেগে সাড়া দিল। মিনটাকা অনুভব করল তার হাতটা ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এবং নিতম্বের কাছে এসে থেমে গেছে। মিনটাকা আরো সজোরে তার স্তন নেফারের বুকে চেপে ধরল।

'আমাকে স্পর্শ করো'; সে তার মুখে বলল। 'হ্যাঁ, আমাকে স্পর্শ কর। আমাকে ধরো।'

'আদর করো, আরো বেশি আমাকে ভালোবাসো।'

কামাবেগটা এতো দ্রুত উভয়ের দেহে ও মনে ছড়িয়ে পড়ল যে তাদের প্রতিটি কোষে তা স্পন্দন তুলল। নেফার অবশেষে দীর্ঘ চুম্বনের ইতি টানল। মিনটাকা অনুভব করল তার ঠোঁট ঝিনঝিন করছে। সহজাত প্রবৃত্তিতে মিনটাকা বুঝতে পারল এখন নেফার কি চায়। সে তার জামা খুলে নিজেকে উন্মোচিত করল। নেফারের মাথা তার বুকে টেনে নিল। নেফারও তৃষ্ণার্ত শিশুর ন্যায় তার স্তন চোষে গেল। মিনটাকার দেহে একটা অদ্ভুত শিহরণ বয়ে গেল, সে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল। অবচেতন ভাবে সে তার জামা খুলতে লাগল একে একে তারপর নেফারের সব কিছু। তার সমস্ত শরীরে হাত বুলাতে লাগল। হঠাৎ তার হাতে দন্ডের ন্যায় কিছু ঠেকল, এতো জীবন্ত যে তা তাকে আরো উত্তেজিত করে তুলল। নেফারকে এক ধাক্কায় একটু সরিয়ে দিল তা ভালো করে দেখতে।

'তুমি খুব সুন্দর।' সে দম নিল; 'খুব মসৃণ, শক্তিশালী।' সে তাকে আবার চুমু খেল ও কাছে টেনে নিল। নিচে টেনে নিয়ে তাকে সে তার পেট উঁচু করে ধরে রাখল। তারপর দু'পা ছড়িয়ে তাকে আমন্ত্রণ জানালো, তার অনভিজ্ঞতায় সে তা করতে বাধ্য হল।

নেফার ঘোড়ায় চড়ার মতো তার উপর চড়ে বসল। মিনটাকা অনুভব করল একটা শক্ত কিছু তার নিম্নাঙ্গে প্রবেশ করছে সজোরে। ভালোলাগা ব্যথার এক মিশ্র অনুভূতিতে সে কঁকিয়ে উঠল।

নেফারও তার সাথে অনেক উঁচুতে ও খুব দ্রুত উঠতে লাগল যতোক্ষণ না সে জানল যে সে তার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। তারপর অবিশ্বাস্যভাবে তারা ঐ সীমা ও তার বাধার আরো অনেক দূরে গেল। তারপর অবশেষে অনুভব করল এটা তাকে পৃথিবীর সব বন্ধন থেকে মুক্ত করল এবং তাকে স্বর্গের সুখে ভাসাল। তাদের কণ্ঠে এক বিজেতার চিৎকার শুনা গেল। অনেকক্ষণ পরে যখন তারা এক সাথে এই দূরের উচ্চতা থেকে বাস্তবে ফিরল, তারা এক জন অন্যজনের বাহুতে শুয়ে রইল। তাদের ঘাম ও তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস মিশে একাকার তখন।

'আমি চাই নি এটা কখনো শেষ হোক', মিনটাকা অবশেষে ফিসফিস করে বলল। 'আমি তোমার সাথে এই ভাবে সারাজীবন থাকতে চাই।'

আরো কিছুক্ষণ পর সে ধীর গতিতে উঠে বসল এবং গুপ্ত জায়গাটার খোলা মুখের দিকে তাকাল। 'ইতোমধ্যে অন্ধকার হতে শুরু করেছে', নেফার বলল অবাক কণ্ঠে। 'দিনটা খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেল।'

মিনটাকা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল, তারপর স্কার্টটা ঠিকঠাক করে নিল। নেফার তার আঁচলের উপর তাজা দাগটা স্পর্শ করল। 'তোমার কুমারীত্বের রক্ত', সে ভয়ে ফিসফিস করে বলল।

'তোমাকে দেওয়া আমার উপহার।' সে উত্তর দিল। 'একমাত্র তোমারই জন্যেই আমার ভালোবাসার প্রমাণ এটি।'

সে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরল এবং তার স্কার্টের আঁচল থেকে তার কনিষ্ঠ আঙুলের নখের সমান রক্তমাখা একটু কাপড় ছিড়ে নিল।

'কি করছ?' জিজ্ঞেস করল মিনটাকা।

'আমি এটা চিরদিন রেখে দেব এই চমৎকার দিনের স্মরণে।' সে তার গলায় পরা লকেটি খুলে কাপড়ের টুকরাটা তার কালো চুলের গোছার সাথে রেখে দিল।

'তুমি কি সত্যি আমাকে ভালোবাস, নেফার?' সে জিজ্ঞেস করল যখন সে তাকে লকেটটা বন্ধ করতে দেখল।

'আমার ধমনীতে যতো রক্ত বইছে তার প্রতিটি ফোঁটা গুনলে যা হবে তার চেয়েও বেশি। অনন্ত জীবনের চেয়েও।'

যখন তারা প্রাচীন ভবনের কক্ষটায় এল যা তারা ঠিক-ঠাক করে বসবাসের উপযোগী বানিয়েছে, দেখল টাইটা আগুনের কুন্ডলীর কাছে বসে কয়লার উপর রাখা একটি হাঁড়ি নাড়ছে। সে মিনটাকার দিকে তাকাল, সে খোলা দরজায় তার পিছনে

দিনের শেষ আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র। তার স্কার্ট এখনো ভেজা যা সে কুয়ার অপ্রতুল পানি দিয়ে ধুয়েছে এবং তা তার উরু পর্যন্ত ঝুলে আছে। 'আমি দুঃখিত আমাদের ফিরতে দেরি হয়ে গেল, টাইটা!' সে লাজুকভাবে বলল। 'আমরা মরুতে গজলা হরিণ অনুসরণ করছিলাম।'

মিনটাকা আগে কখনো তাদের ফিরতে দেরি হওয়ার জন্য ক্ষমা চায় নি এবং টাইটা তাদের দু'জনের দিকে ভালোভাবে তাকাল। নেফার তার উপর দিয়ে বিমূঢ় অভিব্যক্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে। তাদের ভালোবাসার প্রবাহটা এতো শক্তিশালী যে তা তাদের চতুর্দিকে ঝিকমিক করা প্রভার মতো আলো বিস্তার করতে লাগল এবং টাইটা বাতাসে তার গন্ধ পেল একটা বন্য ফুলের গন্ধের ন্যায়।

তাহলে যা অবশ্যম্ভাবী ছিল অবশেষে তা ঘটল; সে গম্ভীরভাবে ভাবল। একমাত্র বিস্ময় যে তা এতো দেরিতে হল। সে বিরক্তি প্রকাশ করল, কোন মন্তব্য করল না। 'এটা নিশ্চিত যে তোমরা তাদের ধরতে পার নি। তারা কি খুব জোরে দৌড়ে পালিয়েছে না তোমরা অমনোযোগী ছিলে?' তারা অস্বস্তিকরভাবে দাঁড়িয়ে রইল, দ্বিধা ও অপরাধে ঢাকা যা। তারা জানে কারণটা তার কাছে স্পষ্ট।

টাইটা রান্নার হাঁড়ির দিকে ঘুরল। 'তথাপি কমপক্ষে আমাদের মধ্যে একজন সরবরাহকারী রয়েছে। আমি একজোড়া বন্য পায়রাকে ফাঁদে ফেলতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের অন্তত না খেয়ে ঘুমোতে যেতে হবে না।'

সামনের দিনগুলো আনন্দের এক সোনালি আভায় কেটে গেল তাদের। তারা ভাবল তারা চতুর হচ্ছে, এবং টাইটার উপস্থিতিতে আলাদা থাকছে। একজন অন্যজনের থেকে চোখ সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে গেল এবং স্পর্শ করত যখন তারা ভাবত সে দেখছে না।

মিনিটাকা তার নিজের জন্য একটা খালি কক্ষে একটা সাজ-ঘর তৈরি করেছে যা তাদের প্রধান কক্ষ থেকে দূরে। প্রতিরাতে নেফার অপেক্ষা করত যতোক্ষণ না টাইটা নরম সুরে নাক ডাকা শুরু করত। তখন নেফার চুপিচুপি উঠে হামাগুড়ি দিয়ে এই ছোট কক্ষে আসতো। প্রতিদিন সকালে মিনটাকা তাকে সকালের অনেক আগেই উঠিয়ে দিত এবং তাকে তার নিজের বিছানায় প্রধান কক্ষে পাঠিয়ে দিত; তারা ভাবত টাইটা তখনো ঘুমাচ্ছে।

তৃতীয় সকালে টাইটা দুর্বোধ্য ভাবে ঘোষণা করল, 'মনে হচ্ছে এই কক্ষে ইঁদুর অথবা অন্যান্য অদ্ভুত প্রাণী বসবাস করছে। কারণ আমি তাদের চুপচাপ ও ফিসফিসানিতে ঘুমাতে পারছি না।' তাদের দু'জনকে তখন হচকিত দেখাল এবং সে বলে চলল, 'থাকার জন্যে আমি আরো অধিক শান্তিময় স্থান পেয়েছি।'

সে নিজের বিছানা এবং মালপত্র একটা ছোট ভগ্নাংশে নিয়ে গেল। প্রতি সন্ধ্যায় তারা এক সাথে খাবার খাওয়ার পর সে সেখানে বিশ্রাম করতে চলে যেতে।

এদিন গুলিতে প্রেমিক যুগল মরুতে ঘুরে বেড়াল, কথা বলে সময় কাটাল। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে হাজার পরিকল্পনা করল, সিদ্ধান্ত নিল কখন ও কিভাবে তারা বিয়ে করবে, কয়জন ছেলে ও কয়জন মেয়ে সে তাকে দিবে এবং প্রতি জনের জন্যে নাম খুঁজে এক স্বপ্নীল সময় অতিবাহিত করতে লাগল দু'জনে।

তারা একে অন্যের মধ্যে এতোটাই হারিয়ে গেল যে তারা ভুল গেল এই নির্জন মরুর বাইরের দুনিয়ার কথাটা। এক সকালে তারা ভগ্ন শহরটা ছেড়ে এক কুন্ডলী রশি ও দুটা তেলের প্রদীপ নিয়ে পাহাড়ে এল। এবার তারা দৃঢ় সংকল্প আরো গভীরে পুরানো কবরগুলো আবিষ্কার করতে। একটা ঘুরো পথে তারা পর্বতের চূড়ায় পৌছে যায়, সেখানে তারা দম নেওয়ার জন্য থামল এবং নীল, গোপন পাহাড়ে ভোরের আগমনের চমৎকার দৃশ্য দেখার জন্য বসল।

'দেখ!' মিনটাকা হঠাৎ চিৎকার দিল, তার বান্ধন থেকে বেড়িয়ে যেতে শুরু করল এবং পশ্চিম দিকে পুরানো জনপদ বরাবর নির্দেশ করল যা মিশরের দিকে চলে গেছে। নেফার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং তাদের নিচে উপত্যকার অদ্ভুত ক্যারাভানের দিকে যানগুলোর আগমনের দিকে চেয়ে রইল। পাঁচটা ভগ্নপ্রায় যান আগে চলছে, পিছিয়ে পড়া এক সারি মানুষ তা অনুসরণ করছে।

'ওখানে অবশ্যই একশত লোক হবে, কমপক্ষে', মিনিটাকা বিস্মিতভাবে বলল। 'তারা কারা হতে পারে?'

'আমি জানি না।' নেফার গম্ভীরভাবে স্বীকার করল। 'কিন্তু আমি চাই তুমি দৌড়ে টাইটার কাছে যাও এবং তাদের আগমনের কথা টাইটাকে সতর্ক কর। এদিকে আমি লুকিয়ে তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছি।'

মিনটাকা তর্ক করল না, বরং গালালার উদ্দেশ্যে সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিল। সে দৌড়ে পাহাড়ের কালো খাজ দিয়ে নামল, একটা বন্য আইবেক্সের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে এগিয়ে চলল। নেফার রাশি ও প্রদীপ লুকিয়ে রাখল তারপর তার ধনুকে গুণ লাগিয়ে খাপের তীরটা পরীক্ষা করল। পাহাড়ের চূড়ার দিক থেকে হামাগুড়ি দিয়ে দৃষ্টির আড়ালে গেল। সে একটা উপযুক্ত জায়গায় পৌছে সেখান থেকে নজর রাখতে লাগল নিচে ধীরে আসা ক্যারাভানের দিকে।

এ ছিল এক করুণ দৃশ্য। বহরটা কাছাকাছি আসতেই নেফার দেখল প্রথম দুটো যান যুদ্ধ রথের মতো স্থুল ও হৈ-চৈ ভরা। ওগুলো টানা হচ্ছে শুকনো পরিশ্রান্ত ঘোড়া দিয়ে। যানগুলো দুজন লোক বহন করার মত নকশা করা কিন্তু প্রতিটায় চার থেকে পাঁচজন করে অবস্থান নিয়েছে। তাদের পিছনে আসছে নানা রকমের ওয়াগন ও এক্কা গাড়ি, প্রথম রথগুলো থেকে তাদের অবস্থা মোটেও ভালো নয়। নেফার দেখল যে ওগুলো অসুস্থ অথবা আঘাতপ্রাপ্ত লোকে ভরা, করুণভাবে গাদাগাদি করে আছে সবাই অথবা অন্য কিছু না পেয়ে খড়ের গাদায় শুয়ে আছে কেউ কেউ। ওয়াগনের পিছনে লম্বা এক সারি হন্টনরত মানুষ পিছিয়ে পড়েছে, কয়েকজন

লাঠিতে ভর দিয়ে খোড়াচ্ছে অথবা লাঠির উপর ঝুঁকে আছে। অন্যরা স্ট্রেচার বহন করছে যার উপর অন্য অসুস্থ বা আঘাতপ্রাপ্ত লোক শুয়ে রয়েছে।

'হুরাসের নামে, তাদের যুদ্ধের ময়দান থেকে ফেরারি লোকেরা মতই দেখাচ্ছে।' নেফার বিড়বিড় করল, সে তার চোখ টান করল সামনে রথের লোকদের ঠিকভাবে দেখার জন্য।

হঠাৎ সে পাথরের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল যা তাকে লুকিয়ে রেখেছিল এবং উত্তেজনায় চিৎকার দিয়ে উঠল, 'ম্যারন!' সে অবশেষে লম্বা অবয়বটা চিনতে পেরেছে যে প্রথম রথের লাগাম ধরে আছে। ম্যারন লাগাম টেনে ঘোড়াগুলোকে থামাল এবং চোখে ছায়া দিয়ে উদিয়মান সূর্যের চোখের ভেতর দিয়ে তাকাল। তখন সেও চিৎকার দিল এবং হাত নাড়াল যখন সে আকাশের সীমায় উঁচুতে নেফারকে দেখতে পেল। নেফার দৌড়ে খাঁজ বেয়ে নামল এবং পিছলে গেল খোলা নুড়ি পাথরে। অবশেষে ম্যারনের নিকট পৌঁছে তাতে সজোরে আলিঙ্গন করল, হাসল এবং একই সাথে দু'জনে কথা বলল।

'তুমি কোথায় ছিলে?'

'মিনটাকা ও টাইটা কোথায়?'

তারপর হিল্টো দ্রুত নেফারের কাছে এল এবং রাজকীয় সম্বোধন করল। তার পিছনে পরিশ্রান্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত লোকেরা জড়ো হল। তাদের মুখগুলো পরিশ্রান্ত ও রোগা এবং রক্ত ও পুঁজ তাদের নোংরা ব্যান্ডেজ ভেদ করে বের হয়ে আছে এবং শুকিয়ে তা মচমচে হয়ে গেছে। এমনকি ওয়াগন ও স্ট্রেচারের লোকেরা যারা দাঁড়াতেও অক্ষম নিজেদের ভুল দেখছে ভেবে নেফারের দিকে ভয়ে তাকাল।

দ্রুত পর্যবেক্ষণে নেফার দেখতে পেল এই লোকগুলো যোদ্ধা, কিন্তু যুদ্ধে আহত, তাদের দেহ ও স্পৃহা ভাঙ্গা।

হিল্টো নেফারকে অভিবাদন জানিয়ে তাদের দিকে ঘুরে চিৎকার করে বলল, 'এই যা আমি তোমাদের কাছে ওয়াদা করেছিলাম। এখানে তোমাদের সম্মুখে তোমাদের প্রকৃত ফারাও নেফার সেটি দাঁড়ানো। ফারাও মৃত নন! ফারাও জীবিত!'

নিশ্চুপ ও উদাসীন, অসুস্থ ও মনোবলহীন লোকগুলো অনিশ্চিতভাবে নেফারের দিকে চেয়ে রইল।

'মহামান্য', হিল্টো তাকে ফিসফিস করে বলল, 'দয়া করে এই পাথরের উপর দাঁড়ান যাতে তারা আপনাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়।' নেফার লাফ দিয়ে পাথটার উপর উঠল এবং মনোযোগ দিয়ে সামগ্রিকভাবে তাদের অবলোকন করল। তারাও চুপ করে তার দিকে চেয়ে রইল, অধিকাংশই পূর্বে কখনো তাদের রাজাকে চোখে দেখেনি। এমনকি অল্প কয়েক জন যারা তাকে রাজপ্রাসাদের অনুষ্ঠানে দেখেছে তারাও অনেক দূর থেকে দেখেছে। তখন সে দেখতে একটা পুতুলের মতো ছিল, গলা থেকে পা পর্যন্ত দামী কাপড় ও গহনায় ঢাকা, তার মুখে প্রসাধনের সাদা মুখোশ শক্ত হয়ে বসত, রাজকীয় গতিতে যা সাদা মহিষ টানত। তারা সেই

দূরবর্তী অস্বাভাবিক অবয়বের সাথে এই লম্বা সুন্দর তরুণ মানুষটিকে মিলাতে পারল না। পৌরুষদীপ্ত ও শক্ত সামর্থ তার চেহারা সূর্যে পোড়া এবং তার অভিব্যক্তি জীবন্ত ও সচকিত। সে এখন বাচ্চা ফারাও নয় যাকে তারা শুধু নামে সম্মান করতো।

তারা তখনো অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়েছিল ও সন্দেহের দৃষ্টি বিনিময় করল, তখন অন্য একটা অবয়ব মনে হলো বাতাস থেকে সৃষ্টি হল। একটা জ্বীনের মতো সে পাথরের উপর নেফারের পাশে উদয় হয়েছে। এ লোকটিতে তারা ভালোভাবেই জানে, সম্মানে ও চেহারায় দু'ভাবেই।

'ও টাইটা, ওয়ারলক,' সবাই ভয়ে জোরে শ্বাস নিল।

'আমি জানি তোমরা কি দুর্দশা সহ্য করেছো', টাইটা তাদের এমন কণ্ঠে বলল যা সবার কান পর্যন্ত পৌঁছল, এমনকি ওয়াগনের অসুস্থ ও আঘাতপ্রাপ্তদের কাছেও।

'আমি জানি তোমরা আততায়ী ও দখলদার স্বৈরচার রুখতে কি মূল্য দিয়েছো। আমি জানি তোমারা এখানে এসেছো তোমাদের প্রকৃত রাজা এখনো জীবিত কিনা তা খুঁজতে।'

তারা সম্মতিতে গুঞ্জন তুলল এবং হঠাৎ নেফার বুঝল তারা কারা। এরা হচ্ছে নাজা ও টর্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকারীদের মধ্যে বেঁচে যাওয়া কয়েকজন। হিল্টো তাদের কোথায় পেয়েছে এ রহস্যজনক, কিন্তু এসব ভগ্ন অবশিষ্টাংশ লোকগুলো এক সময় ছিল যুদ্ধের সৈন্য, সম্মানী রথী ও যোদ্ধা।

'এ হচ্ছে যেখান থেকে আবার শুরু হবে', টাইটা তার পাশে থেকে নরম সুরে তাকে বলল, 'হিল্টো তোমার ভবিষ্যৎ সেনাবাহিনীর বীজ নিয়ে এসেছে। তাদের উদ্দেশ্যে কথা বল।'

নেফার তাদের আরো কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল, তাদের সামনে দাম্ভিক ও লম্বা হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। সে সেনাদল থেকে একজনকে বেছে নিল, যে অন্যদের থেকে বয়স্ক, চুলে মাত্র পাক ধরেছে তার। লোকটির চোখ তীক্ষ্ম ও অভিব্যক্তি বুদ্ধিদীপ্ত। ছেঁড়া কাপড় ও অর্ধাহার দেহ সত্ত্বেও তার মাঝে কর্তৃত্ব ও আদেশের একটা ভাব বিদ্যমান। 'আপনি কে, সৈন্য? আপনার পদবি ও আপনার রেজিমেন্ট কি?'

লোকটি তার মাথা তুলে তার রোগা কাঁধটা প্রসারিত করল, 'আমি শাবাকো, দশ হাজার বাহিনীর সর্বোত্তম। রেড রোড পাড়ি দিয়েছি। যুদ্ধের ময়দানে দক্ষ স্মার্ট রেজিমেন্টের কমান্ডার।'

একজন সিংহ পুরুষ! নেফার ভাবল, কিন্তু বলল, 'আমি আপনাকে অভিবাদন জানাই, শাবাকো।' তারপর নেফার তার স্কার্ট উপরে তুলে তার উরুর উপরের চিহ্নটা প্রকাশ করল, 'আমি নেফার সেটি, উচ্চ ও নিম্নরাজ্যের প্রকৃত ফারাও।'

কাকতাড়ুয়া বাহিনীর মধ্য দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ও গুঞ্জন বয়ে গেল যখন তারা রাজকীয় চিহ্নটা চিনতে পারল। প্রকৃত প্রজার ন্যায় তারা আনুগত্যে নিজেদের মাটিতে নিক্ষেপ করল।

'বাক হার! পবিত্র একজন, প্রভুদের প্রিয় ।'

'আমরা আপনার আনুগত প্রজা, ফারাও। আমাদের জন্য প্রভুদের কাছে অনুনয় করবেন ।'

মিনটাকা টাইটার সাথে এসেছে এবং নিচে দাঁড়িয়ে । নেফার নিচে নামল এবং তার হাতটা নিল। সে তাকে তার পাশে পাথরের উপর তুলে আনল। 'আমি আপনাদের রাজকন্যা মিনটাকে দিলাম, যে অ্যাপেপির বংশধর। মিনটাকা, যে হবে আমার রাণী এবং আপনাদের সর্বোচ্চ সম্মানী মহিলা ।'

'হিল্টো ও শাবাকো আপনাদের নির্দেশ দিবে', নেফার ঘোষণা করল। 'বর্তমান সময়ের জন্য গালালা হবে আমাদের ঘাঁটি যতোক্ষণ না আমরা থেবস্ ও অ্যাভারিসে বিজয়ীর ন্যায় ফিরছি ।'

সবাই উঠে দাঁড়াল, এমনকি মারাত্মক আহতরাও তাদের স্ট্রেচার থেকে উঠার চেষ্টা করল, এবং তারা তাদের সম্বোধন করল। তাদের কণ্ঠ পাতলা এবং মরুর বিশালতায় প্রায় হারিয়ে গেল, কিন্তু শব্দটা নেফারকে গর্বিত করল ও তার সংকল্প ও সিদ্ধান্তকে নতুন শক্তি দিল। সে প্রথম রথে উঠল। ম্যারেনের কাছ থেকে লাগাম নিয়ে তার ছোট্ট ছিন্ন ভিন্ন সেনাবাহিনীকে তার ভাঙ্গা রাজধানীতে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল ধীর লয়ে ।

ভগ্ন শহরে তাদের ব্যারাক স্থাপন করা শেষ হলে নেফার শাবাকো, হিল্টোকে এবং অন্য অফিসারদের ডেকে পাঠাল। প্রথম রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত এবং পরের অনেক রাতের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সে তাদের সাথে বসত। তাদের বিদ্রোহের কারণ, যুদ্ধ ও দুই ফারাও এর যুদ্ধ শক্তি এবং তাদের পরাজয়ের কথা বিস্তারিত শুনে গেল। তারা তাকে ভয়ংকর শাস্তির কথা বলল যা টর্ক ও নাজা বিদ্রোহীদের উপর চালিয়েছে যারা তাদের হাতের মুঠিতে পড়েছিল ।

নেফারের আদেশে তারা নতুন মিশরীয় আর্মির যুদ্ধ কৌশল বর্ণনা করল; কমান্ডারদের নাম, সদস্য এবং তাদের রেজিমেন্টের নাম ও মোট লোক সংখ্যা, রথের ও ঘোড়ার সংখ্যা যা নাজা ও টর্কের দখলে আছে সবকিছুর পরিসংখ্যান সে নিল। পলাতকদের মধ্যে তিনজন সেনা অনুলেখক ছিল এবং নেফার তাদের কাজে লাগিয়ে দিল সাথে সাথে। তারা এসব বিষয় লিখে রাখল ও শত্রুদের রক্ষী, সেনাদের ও দুর্গের তালিকা লিখে রাখল মাটির ফলকের উপরে ।

এ সময় মিনিটাকার সাহায্যে টাইটা একটি আরোগ্যশালা স্থাপন করল, যেখানে সকল আহত ও অসুস্থ লোকদের রাখা হল। হিল্টো তার সাথে ১২ জন বা ওরকম সংখ্যক মহিলা এনেছিল। পলাতকদের কয়েকজনের স্ত্রী ছিল তারা। শুধুমাত্র ক্যাম্প অনুযায়ী টাইটা তাদের সেবিকা ও বাবুর্চি হিসেবে নিল। টাইটা সারাদিন ভাঙ্গা হাড়

ঠিক করা, ভাঙ্গা তীরের মাথা মাংস থেকে বের করা. তার স্বর্ণের ছুরি দিয়ে তলোয়ারে কাটা সেলাই করার কাজ করে গল এবং কোন ক্ষেত্রে এমনকি ফাটা, চাপা খুলিতে অস্ত্রোপাচার করল যা যুদ্ধকালীন সময় শক্ত কাঠের গদার সজোর আঘাত পেয়ে হয়েছে।

যখন আলো ক্ষীণ হতো এবং আর অসুস্থদের সাথে কাজ করতে পারতো না তখন সে নেফার ও তার কমান্ডারদের সাথে যোগ দিতো। তারা শক্ত ভেড়ার চামড়ার ওপর আঁকা মানচিত্রে ঝুঁকে পরিকল্পনা করে ও বিন্যাস করে রাত অতিবাহিত করতো তেলের প্রদীপের আলোতে। যদিও নেফার তাদের মনোনীত সর্বোচ্চ কমান্ডার, বাস্তবিকভাবে সে ছিল যুদ্ধ কৌশলের একজন ছাত্র এবং ঐসব বৃদ্ধ সৈন্যরা ছিল তার নির্দেশক, তাদের কাছ থেকে সে যা শিখল তা অমূল্য।

স্বাভাবিকভাবে মধ্যরাত হয়ে গেলে নেফার এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শেষ করতো এবং চুপি চুপি মিনিটাকার কাছে বিছানায় যেতো যেখানে সে তার জন্যে ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করে থাকতো। তারা তখন ভালোবাসা ও এক সাথে ফিসফিস করে কথায় মত্ত হয়ে যেতো। যদিও উভয়েই তাদের পরিশ্রমে ক্লান্ত থাকতো তবুও তারা একজন অন্যজনের বাহুতে ঘুমানোর আগেই প্রায়ই ঊষা নিরব মরুভূমিতে উঁকি মারতো।

সব মিলিয়ে মোট দেড়শ থেকে কম মানুষ ও পঞ্চাশ থেকে কম সংখ্যক ঘোড়া ছিল তাদের। কিন্তু প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে শহরের তিক্ত কুয়াগুলো এ সংখ্যক লোককে সমর্থন করতে পারবে না। প্রতিদিন তারা তা শূন্য করল এবং প্রতিরাতে ওগুলো পূর্ণ হতে বেশি সময় লাগত। এমনকি পানির মানও কমতে লাগল, এটা প্রতিদিন আরো তিতা ও লোনা হয়ে গেল। এমনকি ঘোটকীর দুধ না মিশিয়ে অল্পই তা পানের যোগ্য রইল।

তারা বাধ্য হল পানির ব্যবহার কমাতে। ঘোড়াগুলোর সমস্যা হল বেশি, ঘোটকীগুলো তাদের দুধ হারাল। এখনো মাটির নিচে পানির ক্ষরণ কম।

শেষ পর্যন্ত নেফার তার কমান্ডারদের নিয়ে একটা জরুরি সভা ডাকল। এক ঘণ্টার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শেষে হিল্টো গম্ভীরভাবে তার সার-সংক্ষেপ করল, 'যদি না হুরাস আমাদের জন্যে একটা অলৌকিক ঘটনা না ঘটান তাহলে কূপগুলো পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে এবং আমরা বাধ্য হবো শহরটা ত্যাগ করতে। তখন আমরা কোথায় পালাবো?'

তারা নেফারের দিকে তাকাল, যে আশা নিয়ে টাইটার দিকে তখন ঘুরল। 'যখন পানি শুকিয়ে যাবে, আমরা কোথায় যাবো, ম্যাগোস?' সে প্রশ্ন করল।

টাইটা তার চোখ খুলল, এই দীর্ঘ বির্তকের সময় সে নিরবে বসেছিল এবং সবাই ভেবেছে সে ঝিমোচ্ছে। 'আগামীকাল প্রথম আলোতে, আমি প্রতিটি লোককে

চাই যারা হাঁটতে পারে ও কোদাল ব্যবহার করতে পারে। সবাই শহরের ফটকের সামনে জড়ো হবে।'

'কি উদ্দেশ্যে?' নেফার জিজ্ঞেস করল। টাইটা তখন একটি রহস্যজনক হাসি দিল।

উষার ঠাণ্ডায় ছাপান্ন জন লোক প্রাচীন ফটকের সামনে অপেক্ষা করছিল যখন টাইটা এগিয়ে এল। সে তার সকল প্রতীক ও চিহ্ন পরিধান করে আছে: মাদুলি, বে এর উপহার এবং তার অন্য সব নেকলেস, ব্রাসলেট ও তাবিজ। সে তার চুল ধুয়েছে যা চমকাচ্ছিল এবং মিনটাকা ওগুলো বেণী করে দিয়েছে। সে তার সাপের মাথার মতো বাঁকানো দন্ডটি হাতে ধরে রয়েছে। নেফার তার পাশে, একটা গম্ভীর ভাব ও বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে। টাইটা জড়ো হওয়া লোকদের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। যেহেতু সে আদেশ দিয়েছিল তাই তারা সবাই খনন করার যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে। কাঠের কোদাল ও শাবল, ধাতুর অগ্রভাগ সম্বলিত খনন করার যন্ত্রপতি, কাঠের টুকরো তাদের হাতে শোভা পাচ্ছে। টাইটা সন্তুষ্টিতে মাথা ঝাঁকাল, তারপর পায়ে পায়ে উপত্যকার দিকে রওনা দিল।

নেফারের এক কথায় লোকগুলো তাদের যন্ত্রপাতি কাঁধে নিল ও বৃদ্ধ লোকটিকে অনুসরণ করতে লাগল। স্বভাবিকভাবেই সবাই মিলিটারি গঠনের ন্যায় পদক্ষেপে চলছে। যাই হোক তাদের বেশি দূর যেতে হল না, কারণ টাইটা পাহাড়ের পাদদেশে থামল এবং উচ্চতা দেখল।

নেফারের মনে পড়ল এই সেই জায়গা যেখানে টাইটা গত কয়েক মাসে অনেক সময় ব্যয় করেছে। প্রায়ই সে ও মিনটাকা তাকে এখানে বসে থাকতে দেখেছে, নীল মাথা টিকটিকির ন্যায় চোখ বন্ধ করে সূর্যের মধ্যে সে ঝিমুত, তার লাঠি দিয়ে পাথরের মধ্যে এখানে চাপড়াতো ও খুঁচিয়েছে।

প্রথম বারের মত নেফার এ দিককার পাহাড়ের গঠন লক্ষ্য করল এবং বুঝল এগুলো অন্যদের থেকে আলাদা। পাথরগুলো ভঙ্গুর ও ধূসর। চুনাপাথরের ধারা ভঙ্গুর শিলায় ঢুকে গেছে। একটা গভীর স্তর, ভগ্ন ও তির্যকভাবে খালি। পোড়া পাথরের মুখে দিয়ে বয়ে গেছে এবং কিনারে বিভিন্ন রঙের শিলা স্তর। তখন সে অন্য কিছু খেয়াল করল। সম্প্রতি কেউ একজন কিছু পাথরের উপর দাগ দিয়েছে, দুর্বোধ্য হায়ারোগ্লিফিক চিহ্ন দিয়ে যা সাদা পেস্ট দিয়ে আঁকা, সম্ভবত তা ভাঙ্গা চুনাপাথরের সাথে কুয়ার পানি মিশিয়ে তৈরি করা। সেখানে মাটির উপর পাথরের কিছু স্তূপ জমা করে রাখা।

'নেফার, লোকদের অবশ্যই পাঁচটি দলে বিভক্ত হতে হবে।' টাইটা তার উদ্দেশ্যে বলল। কথা মতো তারা প্রস্তুত হলে টাইটা প্রথম দলটাকে সামনে এগোনের আদেশ দিল। 'এখানে পাহাড়ের পাশে একটা কূপ খনন শুরু কর।' সে হায়ারোগ্লিফিক চিহ্নের দিকে নির্দেশ করল যেটা উল্লম্ব স্থানের খোলামুখ নির্দেশ করেছে যেখানে সে তাদের খনন শুরু করাতে চায়।

লোকগুলো একে অন্যের দিকে তাকাল, হতভম্ব ও অনিশ্চিত, কিন্তু যখন টাইটা কিছু না বলে তাদের দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকাল, শাবাকো তখন তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে সামলে নিল। 'তোমরা ম্যাগোসের কথা শুনেছ? কথা মতো কাজ করতে যাও, এখনই এবং ভালোভাবে।'

কাজটা ছিল যথেষ্ট কষ্টসাধ্য, যদিও নিচের পাথরগুলো যে বরাবর টাইটা পছন্দ করেছে সেই বরাবর ভাঙা ছিল। তাদের প্রতিটি খন্ড চাপ দিয়ে খুলতে হল, তারপর খোলা মাটি খনন করল যা তার নিচে ছিল। চারপাশে ধুলোর মেঘ উঠল এবং শীঘ্রই তা তাদের দেহে মেখে গেল। এমনকি যদিও তাদের হাত গদা ও তলোয়ার ব্যবহারে শক্ত তবুও তাদের হাতের তালুতে ফোস্কা পড়ল, ছিলে গিয়ে রক্ত পর্যন্ত ঝরল। তারা লিনেন কাপড়ে তা বেঁধে অভিযোগ ছাড়াই কাজ করে গেল। সূর্য উঠার সাথে সাথে তাপ দ্রুত বাড়তে লাগল এবং শাবাকো প্রথম দলটাকে খনন থেকে বিরতি দিল ও পরবর্তী দলটাকে পাঠাল।

সূর্য মাথার উপর উঠলে তারা দুপুরে এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিল। টাইটা তখন অগভীর গুহায় চলে গেল এবং পাথরের মুখ পরিদর্শন করল মনোযোগ দিয়ে। কোন মন্তব্য ছাড়াই সে সূর্যালোকে বেরিয়ে এল এবং শাবাকোকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আদেশ দিল। এটা চল, যতোক্ষণ না অন্ধকার নামল। শাবাকো তখন তাদের মুক্তি দিল এবং তাদের সামান্য রাতের খাবার খেতে পাঠাল। কুয়ার পানির ন্যায় খাবার ও শস্য দ্রুত শেষ হয়ে আসছিল।

ঠাণ্ডার সুবিধা নিয়ে, তারা ঊষার আগেই কাজ শুরু করল পুনরায়। নামতে নামতে তারা পাহাড়ের পাশে মাত্র বিশ কিউবিট খনন করার পর সেখানে শক্ত নীল, অতি স্বচ্ছ পাথরের শক্ত স্তরে আঘাত করল অবশেষে। ব্রোঞ্জের ডগাওয়ালা কাঠের ফলা ওটার উপর কোন দাগ ফেলতে পারল না এবং লোকগুলো অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করল। 'আমরা কি যোদ্ধা না খনি খননকারী?' একজন বৃদ্ধ প্রবীন যোদ্ধা মিনমিন করল তার ফোস্কা পড়া হাত পরীক্ষা করতে করতে।

'আমরা কি জন্যে খনন করছি? আমাদের নিজেদের কবর?' অন্য জন প্রশ্ন করল, তার হাতের সম্মুখ ভাগের গভীর কাটা ব্যান্ডেজ করতে করতে, যা অসতর্কভাবে খুড়তে গিয়ে হয়েছে।

'আমরা কি ভাবে শক্ত পাথরের মধ্যে দিয়ে খনন করব?' অন্য এক জন গড়িয়ে পড়া ঘাম মুছল।

টাইটা তাদের নিচের উপত্যকায় পাঠালো যেখানে মরা অ্যাকাসিয়া গাছের ঘন বন পানির কাছে নিরব নিদর্শনের হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেগুলো অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে। তারা শুকনো ডাল কাটল এবং আঁটিগুলো খননের কাছে বয়ে নিয়ে এল। টাইটার নির্দেশনায় তারা শক্ত পাথরের উপর লাকড়িস্তূপ করল এবং তাতে আগুন জ্বালাল। তারা সারারাত আগুন জ্বলতে দিল, কিছুক্ষণ পর পর লাকড়ি দিল এবং পরবর্তী সকালে, যখন তাপে পাথর লাল হয়ে জ্বলছিল, তখন তারা তা মরে

যাওয়া কূপের পানি পূর্ণ থলের দ্বারা নেভাল। হঠাৎ পানি ঢালায় হিস্ করে বাষ্পের মেঘে তুলে পাথরটা ফেটে গেল, ভেঙে গেল ও বিস্ফোরিত হল।

একজন লোক একটা উড়ন্ত তীক্ষ্ণ ভগ্নাংশ দিয়ে আঘাত পেল এবং তার ডান চোখ হারাল। টাইটা ওটার বাকি অংশ বের করে সেলাই করে লোকটির চোখের পাতা বন্ধ করে দিল।

'এই ধরনের দুর্ঘটনার জন্য প্রভু আমাদের দুটো চোখ দিয়েছেন।' সে রোগীকে আশ্বস্ত করে বলল। 'তুমি একটা চোখ দিয়ে তেমনটাই দেখবে যেমনটা তুমি দুই চোখে দেখতে।'

তারা ভাঙ্গা পাথরটা ঠাণ্ডা হতে দিল তারপর চাপ দিয়ে তার বিশাল কালো টুকরোটা খুলল। এর পিছরে পাথর এখনো শক্ত ও অভেদ্য। তারা লাকড়ির সতেজ ডালপালা ওটার উপর স্তূপ করল এবং কষ্টকর, বিপদজনক কাজটা পুনরায় করল। একই ফল পেল। নির্মম কষ্টের খাটুনিতে দিনে তারা কয়েক কিউবিট পর্যন্ত অর্জন করল।

এমনকি নেফারও নিরুৎসাহিত হয়ে গেল এবং মিনটাকাকে তা বলল যখন তারা ঐ রাতে একসাথে অন্ধকারে শুয়ে ছিল। 'অনেক কিছু আছে যে আমি বুঝতে পারছি না, আমার হৃদয়'; সে তার মাথা দোলালো ও ফিসফিসিয়ে বলল।

'আমরা এমন কি জানিও না কেন সে আমাদের দিয়ে এই গর্ত খনন করাচ্ছে এবং যখন আমি তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করি তখন সে আমাকে তার ঐ হিংস্র দৃষ্টি উপহার দেয়, একটা বৃদ্ধ কচ্ছপের মতো যা দেখতে। লোকগুলো যথেষ্ট করেছে এবং আমিও।'

মিনটাকা ফিক করে হেসে উঠল। 'বৃদ্ধ কচ্ছপ! তোমার নিশ্চিত হওয়া উচিত যে সে ওটা শুনেনি। সে তোমাকে একটি ব্যাঙ বানিয়ে দিতে পারে এবং আমার মোটেই তা পছন্দ নয়।'

পরের দিন খুব সকালে, ক্লান্ত অসন্তুষ্ট দলটা অনিচ্ছা ও ক্লান্তিতে ধীরে ধীরে উপত্যকায় উঠল এবং টানেলের মুখে জড়ো হয়ে ম্যাগোসের আগমনের অপেক্ষা করল।

তার নাটকীয়তা ও স্বাভাবিকতা নিয়ে টাইটা তার পিছনে সূর্যদয়ের প্রথম রশ্মি নিয়ে ঢালে এল। তার চুলের রূপালি ঝোপে ধীরে ধীরে আলো ছাড়িয়ে পড়ছিল তখন। এক কাঁধে সে এক রোল লিলেন কাপড় বহন করছিল। নেফার ও অন্য অফিসাররা তাকে স্বাগত জানাতে দাঁড়াল কিন্তু সে তাদের স্যালুট এড়িয়ে গেল এবং শাবাকোকে নির্দেশ দিল গর্তের মুখে লিলেনটা পর্দার মতো ঝুলিয়ে দিতে। তা করা হলে সে পর্দায় ঢাকা সরু স্থানে প্রবেশ করল এবং বাইরে জড়ো হওয়া লোকগুলোর মধ্যে তখন নিরবতা নেমে এল।

মনে হল এটা দীর্ঘ অপেক্ষা কিন্তু বাস্তবে এক ঘণ্টারও কম কারণ দিগন্তে সূর্য মাত্র এক হাত উঠেছে, তখন পর্দাটা এক পাশে সরে গেল এবং টাইটা গুহার মুখে

এসে দাঁড়াল। হয় ভাগ্যক্রমে অথবা ম্যাগোসের নকশায় সূর্যালোক সরাসরি খনিকূপ আলোকিত করল। খনিকূপের মুখ উজ্জ্বলভাবে আলোকিত এবং লোকেরা আশাতীতভাবে সামনে এগোল। তারা দেখল যে এখন মহান প্রভু হুরাসের আঘাত প্রাপ্ত চোখের একটা প্রতিরূপ নীল পাথরে অঙ্কন করা।

টাইটার অভিব্যক্তি ছিল বিমোহিত যখন সে মন্ত্র পড়তে শুরু করল স্বর্গের হুরাসকে আহ্বান করতে। অপেক্ষারত জনতা হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল এবং এক সাথে বলল,

'স্বর্গের হুরাস, মহান পিতা; শক্তিতে অজেয়! তার শত্রুদের প্রভু! তার উদয়ে পবিত্র! বিশ্বের আহত চোখ! আমাদের প্রয়াসে আশীর্বাদ করো।'

শেষ স্তবকের পর টাইটা ঘুরে গেল এবং প্রতিটি চোখ উৎসুকভাবে তার উপর নিবদ্ধিত তখন। বড় পদক্ষেপে মধ্যবর্তী স্থানটায় নেমে শেষ প্রান্তের উন্মোচিত পাথরের নীলাভ ধূসর দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল সে। শিলা পাথরের ক্ষুদ্র স্বচ্ছ টুকরো ওটার মধ্যে রাখা এবং ঝলমল করল যখন সূর্য তাদের উপর খেলা করল।

'খিদাস!' টাইটা চিৎকার করল এবং দেয়ালটায় তার লাঠি দিয়ে আঘাত করল। প্রবেশ দ্বারের লোকগুলো সংকুচিত হয়ে পিছিয়ে গেল, কারণ এটা ছিল ক্ষমতার শব্দ।

'ম্যানসোর!'

তারা ভয় পেল এবং সে আবার আঘাত করল।

'নকুব!' সে তৃতীয় বারের মতো সে আঘাত করল এবং শেষ বার আঘাত করে পিছিয়ে এল।

কিছুই ঘটল না এবং নেফার ডুবন্ত হতাশা ও নিরাশা অনুভব করল। টাইটা অনড় দাঁড়িয়ে রাইল। ধীরে ধীরে সূর্য আরো উঁচুতে উঠল এবং ছায়া পাথুরে দেয়ালে পড়ল।

হঠাৎ নেফার উত্তেজনার এক শিহরণ অনুভব করল এবং তার চারপাশের লোকজন নড়ে উঠল ও ফিসফিস করতে লাগল। পাহাড়ের মুখের মধ্যবর্তী স্থানে, অংকিত চোখের নিচে একটা কালো ভেজা দাগ দৃশ্যত হলো তা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল এবং আর্দ্রতার এক ফোঁটা চুইয়ে পড়ল, সূর্যালো তাতে একটা ক্ষুদ্র মণির ন্যায় জ্বলজ্বল করল। তারপর তা টিপটিপ করে দেয়াল বেয়ে নেমে এল এবং মেঝের ধুলোয় দলা পাকিয়ে এগুতে লাগল।

টাইটা ঘুরল ও খনি কূপ থেকে বেরিয়ে গেল। তার পিছনে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হচ্ছিল। একটা শুকনো ডাল ভাঙ্গার ন্যায় এবং পাহাড়ের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত একটা সুন্দর চিড় লম্বালম্বি ভেঙে গেল। পানি মেঝেতে ঝরে পড়ল, ফোঁটার পর ফোঁটা পড়ার গতি দ্রুত টুপটপে উন্নিত হলো।

অন্য একটা শব্দ, মাটির হাঁড়ির টুকরা আগুনের শিখায় মট করে ভাঙ্গার মতন এবং এক খন্ড পাথর দেয়াল থেকে খসে পড়ল। হলুদ কাদার রেখা সেখান দিয়ে

চুইয়ে বের হল। তারপর একটা গর্জন দিয়ে সমগ্র পাহাড়ের মুখ ধসে পড়ল কাদার তীব্র প্রবাহ নিয়ে এবং স্বচ্ছ উজ্জ্বল পানির একটা প্রবল বিস্ফারিত ঝর্ণার উদয় হলো সেখানে, হাঁটু পর্যন্ত গভীর যা।

ধুলোয় মাখা লোকদের মাঝ থেকে বিস্ময়, প্রশংসা ও অবিশ্বাস্যের চিৎকার উঠল, হঠাৎ ম্যারন দৌড়ে সামনে গেল এবং মাথা পর্যন্ত প্রবাহমান ধারায় ডুবিয়ে দিল। তারপর সে দুই হাত পূর্ণ করে পানি তুলে তা গলধঃকরণ করল। 'মিষ্টি!' সে চিৎকার করে উঠল। 'এটা মধুর মতো মিষ্টি।'

লোকজন তাদের কাপড় ফেলে দিল এবং নগ্ন হয়ে দৌড় দিল ঝর্ণায়, পানির ঝাপটা দিল, কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি করল, একে অন্যকে পানিতে চুব দিল এবং হাসি দিয়ে চিৎকার করল। নেফার লোভ সামলাতে পারল না। সে সকল গাম্ভীর্যতা ঝেড়ে লাফ দিয়ে ম্যারনের উপর পড়ল এবং পানির নিচে তার সাথে কুস্তি করতে লাগল পরমানন্দে।

ঝর্ণার তীরে দাঁড়িয়ে বিশৃঙ্খলার দিকে সহৃদয় অভিব্যক্তি নিয়ে নিচে তাকিয়ে রইল টাইটা, তৃপ্ত অভিব্যক্তি নিয়ে। তারপর সে মিনটাকার দিকে ঘুরল, 'তোমার মন থেকে চিন্তাটা সরিয়ে রাখ।'

'কোন চিন্তা?' মিনটাকা নির্দোষ ভান করল।

'এটা একটা অবমাননা হবে একজন মিশরের রাজকন্যাকে এই কর্কশ নগ্ন সৈন্যদের সাথে লাফালাফি করতে পাওয়া।' সে তার হাত ধরল এবং পাহাড়ের নিচে পথ দেখাল। কিন্তু সে বিষণ্ন ও ব্যাকুলভাবে আনন্দোৎসবের দিকে ফিরে তাকাল।

'তুমি এটা কীভাবে সম্ভব করলে, টাইটা?' সে জিজ্ঞেস করল। 'তুমি কীভাবে ঝর্ণাটাকে দৃশ্যত করলে? এটা কোন ধরনের যাদু ছিল?'

'স্বাভাবিক জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের যাদু। পানি ওখানে শতাব্দী ধরে ছিল, শুধু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল খনন করে নিচে নামিয়ে আনার।'

'কিন্তু প্রার্থনা ও শক্তির শব্দগুলোর ব্যাপার কী? ওগুলোর কি কোন প্রভাব ছিল না?'

'মাঝে মাঝে মানুষের উৎসাহের দরকার হয়।' সে মুচকি হাসল এবং তার নাকের পাশটা স্পর্শ করল। 'একটা ছোট্ট যাদু ঝিমিয়ে পড়া উদ্যমতার জন্য সর্বোত্তম টনিক।'

তারপরের কয়েক মাস প্রতিটি লোক পাহাড়ের পাশ থেকে পানির প্রবাহ কুয়া পর্যন্ত আনার জন্য খাল খননের কাজ করে গেল। ফলে তা বসতিটির জন্য মজুদ জলাধার হয়ে গেল। যখন তা ছাপিয়ে পড়ল তখন টাইটা উপত্যকার নিচু শেষ অংশের পুরানো জমিগুলো অবলোকন করল যেগুলো এখন পাথুরে উৎপাদন। যাই হোক

পুরানো সেচের গর্তগুলোর সীমারেখা এখনো দেখা যায়। তাদের স্তর পুরানো অধিবাসীদের দ্বারা বের করা। তাদের সীমারেখা বের করতে ও তাদের মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত পানি বইয়ে দিতে অল্পই কষ্ট হল তাদের।

মরুর মাটি ছিল উর্বর দেবীর আশির্বাদে কোন ভারি বৃষ্টিপাত দ্বারা তা নিষ্কাশিত হয় নি। অবিরাম সূর্যালো এবং পানির প্রচুরতার এক অলৌকিক প্রভাব আছে এখানে। তারা শস্য রোপণ করল। সকল মিশরীয়রা প্রাকৃতিকভাবে ও ঐতিহ্যগতভাবে কৃষক ও মালী, তারা তাদের দক্ষতা জমি ও শস্যের উপর ব্যয় করল। কয়েক মাসের মধ্যে তারা প্রথম শস্য কাটার দুররা উৎসব পালন করল। তারপর তারা তাদের পশুর জন্য ঘাস বপন করল, যা তাদের বর্তমান প্রয়োজনের অনেক বেশি ছাড়িয়ে গেল। মহিলারা গবাদিপশুর খাবার বন্টন, শুকানো ও সাজানোর কাজে যোগ দিল এবং বছরের মধ্যে একদল যুদ্ধ সেনা ধারণের জন্য তাদের যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন হলো যদিও তখনো তাদের ঘোড়া ছিল কম।

প্রায় প্রতি বছর ফেরারি লোকেরা শহরে ছেড়ে নকল ফারাও এর স্বৈরাচারী শাসন থেকে পালিয়ে মরু পাড়ি দিয়ে এখানে এসে যোগ দিতে লাগল। তারা একা অথবা ছোট দলে আসল, ক্লান্ত, তৃষ্ণায় ও ক্ষুধায় প্রায় মুমূর্ষ অবস্থায় আসতো। পাহাড় বরাবর তাদের অধিগ্রহ করার জন্যে প্রহরী রাখা হল এবং তারপর প্রথমে তাদের হিল্টোর কাছে পাঠানো হতো। সে তাদের ফারাও নেফার সেটির প্রতি অনুগত থাকার শপথ করাতো। তারপর তাদের রেশন অনুমোদন করত এবং উপযোগিতার উপর নির্ভর করে তাদের প্রশিক্ষণ রেজিমেন্টে পাঠিয়ে দিত অথবা তাদের মাঠে কাজ করতে পাঠাতো কিংবা পুরানো শহরের ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনগুলো পুনঃনির্মাণে লাগিয়ে দিত। যাই হোক এসব গৃহহীন ও নাম পরিচয়হীনরাই একমাত্র সদস্য ছিল না, নকল ফারাও-এর আর্মি থেকে পরিত্যক্ত একটা দল তাদের বল্লম নিয়ে বীর দর্পে এগিয়ে এল এবং দেয়ালের নিকটবর্তী হয়ে নেফার সেটির প্রশংসায় চিৎকার করতে লাগল। তারপর বিশটি রথের একটা দল, আনখা রেজিমেন্টের কর্নেল যার নাম টিমোস প্রথমে রথ চালিয়ে অস্ত্র নিয়ে এল এবং ফারাও নেফার সেটির রেজিমেন্টে উৎসাহ নিয়ে শপথ করল। টিমোস গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর নিয়ে এসেছে। সে জানালো নাজা ও টর্ক অবশেষে ব্যাবিলিয়ন ও অ্যাশিরিয়ার রাজা সারগনের বিরুদ্ধে তাদের যুগ্ম আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত।

গত কয়েক মাস ধরে দুই ফারাও তাদের তিন হাজার রথের প্রশিক্ষণ অ্যাভারিসে দিয়েছে এবং এখন তারা প্রায় তাদের প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে। তারা ভূমির সেতুর অতিক্রম করবে যা মিশরকে বিশাল তিক্ত হ্রদ ও টিমাশ হ্রদ-এর পূর্বদিকের ভূমির সাথে যোগ করেছে। ইতোমধ্যে তারা এক সারি সৈন্য পাঠিয়েছে ব্যাবিলিয়নের সীমানা বরাবর। তারপর যখন রাস্তা পরিষ্কার হবে তখন তারা গাড়ি ও ওয়াগনে করে দশ হাজার পানির পাত্র পাঠাবে এবং কৌশলে বসানো মজুদ গুদাম ঘরের শক্ত ভূমিতে ওগুলো স্থাপন করবে। দেশটি ছিল উর্বর ও পানিপূর্ণ।

তারা পূর্ণিমায় ভূমির সেতু পার হওয়ার পরিকল্পনা করেছে। রাতের আলো ও ঠাণ্ডা ব্যবহার করে দ্রুত ইশমাইলিয়া এবং খাতমিয়া পাস পেরিয়ে বীরসেবার দিকে যাবে, যেখানে তাদের অনুগত বাহিনী অপেক্ষায় থাকবে।

নেফার ও টাইটা নকল ফারাওদের অতর্কিত হামলা থেকে গালালা রক্ষা জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তারা জানে এতো দিনে পুরানো শহরে তাদের উপস্থিতি তারা দৃঢ়ভাবে আশা করেছে। নাজা ও টর্ক প্রথমে তাদের দিকে এগুবে, মেসোপটেমিয়ার অভিযানের আগেই। তাই তারা এ স্থগিতাদেশ দেখে অবাক হল।

'তারা হুমকিটা গুরুত্বপূর্ণভাবে নেয়নি যে তাদের বর্ডারের খুব কাছে আমাদের অবস্থান।' নেফার মহোল্লাসে বলল। 'যদি এখন তারা আমাদের আক্রমণ করতো এ দুর্বল অবস্থায় আমাদের উড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকতো না।'

'সম্ভবত তারা তাদের হিসাবে ঐ সম্ভাবনাটা নিয়েছিল', টাইটা সম্মত হলো। 'সম্ভবত তারা মেসোপটেমিয়া দখলের দিকে বেশি মনোযোগী এবং যে কোন সমর্থন শেষ করে দিতে চায় যা আমরা পূর্ব থেকে পেতে পারি। তারা তখন আমাদের ঘেরা অবস্থায় পাবে। আমার মনে তারা ভুল হিসেব করেছে। কারণ তারা আমাদের আরো শক্তিশালী হওয়ার জন্য কম করে হলেও আরো একটি বছর সময় দিতে যাচ্ছে।'

'আমরা কি নিশ্চিত হতে পারি যে এটা পরিবর্তিত হবে না?' নেফার চিন্তিত প্রশ্ন করল। 'পূর্বের অভিযান কি একটা ভান? সম্ভবত তাদের প্রকৃত আক্রমণটা আমাদের উপরই আসবে। আমাদের মিথ্যা নিরাপত্তায় ঘুম পাড়ানোর পর।'

'এই সম্ভাবনা সবসময়ই আছে। টর্ক একটা ষাঁড় কিন্তু নাজা বিশেষভাবে চতুর ও শঠতাপূর্ণ। সে কোন ধাপ্পাবাজির চেষ্টা করবে।'

'আমাদের অভিযান মূলত আর্মি প্রহরায় রাখতে হবে।' নেফার সিদ্ধান্ত নিল। 'আমি একদল সৈন্য নিয়ে যাব উত্তরে ইশমাইলিয়ার মধ্যে রাস্তা দেখতে এবং নিশ্চিত হতে চাই যে তারা ঐ রাস্তা অতিক্রম করছে।'

'আমিও তোমার সাথে যাবো।' টাইটা সম্মত হলো।

'না, ম্যাগোস', নেফার আপত্তি করল। 'তোমার এখানে বেশি দরকার আমাদের প্রতিরক্ষাকে সজাগ রাখতে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে যদি নাজা তিন হাজার রথ আমাদের দিকে পরিচালনা করে, তবে লোকজনকে তৎক্ষণাৎ লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত করা। এছাড়াও আরেকটা কাজ আছে যাতে আমাকে তোমার দরকার।' সে ইতস্তত করল ... 'মিনটাকার খেয়াল রাখা। আমার বিশ্বাস সে এখানকার অন্য মহিলাদের সাথে অসন্তুষ্ট থাকবে এবং বোকার মতো কোন কাজ করতে পারে।'

টাইটা হাসল। 'রাজকন্যার ক্ষেত্রে দুর্ব্যবহার সবসময়ই একটা পৃথক সম্ভাবনা। আমি খুব ভালোভাবেই জানি আমার দায়িত্ব কোথায়।' যদিও নেফার অনেকক্ষণ ও

জোরালোভাবে তর্ক করল, টাইটা অনড় রইল এবং শেষ পর্যন্ত নেফার স্বস্তি পেল জেনে যে বৃদ্ধ লোকটা সবসময়ের মতই তার পাশে থাকবে, যেমন ছিল।

এমনকি তাদের দলে সর্বশেষ আগত সেনাদল সহ তারা মাত্র ৩২টি রথ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে পারল এবং একশরও কম ঘোড়া ছিল ওগুলো টানার জন্যে উপযুক্ত।

গালালা প্রতিরক্ষার জন্য তারা অর্ধেক রথ রেখে গেল যাদের নেতৃত্বে থাকবে শাবাকো। হিল্টো ও ম্যারনকে সাথে করে তারা ষোলটা যুদ্ধ রথ নিয়ে বিশাল তিক্ত হ্রদের পূর্বদিকে ছুটল ইশমাইলিয়ার প্রধান সড়ক অধিগ্রহণ করতে। নতুন চাঁদের মাত্র এক দিন পূর্ণ হয়েছে। রাতগুলো অন্ধকার ও আরামদায়কভাবে ঠাণ্ডা। তাই তারা ভালোভাবে এগিয়ে গেল এবং অজানা বুনোপথে তারা যাত্রা শেষ করল চাঁদ চার ভাগের দ্বিতীয় ভাগে থাকার আগেই।

গালালা ছাড়ার পনের তম দিনের ভোর বেলা তাদের ইশমাইলিয়ার পূর্বে পাহাড়ের উপর লুকিয়ে শুয়ে থাকতে দেখা গেল। এখান থেকে দূরে শহরটা দেখতে পাওয়া যায়। প্রধান সড়কটি তাদের প্রহরার নিচ দিয়ে গেছে এবং দুই ফারাও এর আর্মিদের এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। ইশমাইলিয়া ছিল মিশরের সীমার সুরক্ষিত এলাকা এবং ক্যাম্পেইন শুরুর স্বাভাবিক স্থান।

'মনে হয় আমাদের বুদ্ধিটা যথেষ্ট ভালো', নেফার নিচে টাইটাকে ডেকে বলল। সে সামনের পাহাড়ের ঢালের একটা লম্বা সিডার গাছে চড়েছে এবং সেখান থেকে সে সমতলের অনেক ক্রোশ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে দেখতে পারল। 'শহরটা ব্যস্ততায় পূর্ণ। ঘোড়ার লাইন এবং দুর্গের দেয়ালের বাইরে তাঁবুর একটা শহর দেখা যাচ্ছে।' সে তার চোখের উপর হাত রাখল আরো ভালোভাবে দেখতে। 'ডেল্টা থেকে রাস্তা দিয়ে ধুলার ঝড় আসছে। মিশরের সকল ওয়াগন ও রথের এগিয়ে আসার মতো দেখাচ্ছে।'

ঐদিন সকালের বাকিটা সময় সে ম্যাগোসকে তার দৃশ্যত সব কিছু বলে চলল যতোক্ষণ না তাপ তেতো হয়ে উঠল ও শহরের বাকি কর্মতৎপরতা নিদ্রালু দুপুরে ঢাকা পড়ে গেল। তখন সে নেমে এল এবং দলের বাকিদের মতো ছায়া খুঁজতে গেল। অপেক্ষার পর পড়ন্ত বিকেলে বাতাস ঠাণ্ডা হলে তারা নিজেদের ঘোড়াগুলোকে খাবার দিতে ও পানি পনি করানোর জন্য তুলল। তারপর নেফার তার প্রহরার স্থানে চড়ল আবার। তৎক্ষণাৎ প্রতীয়মান হলো যে তারা ঠিক সময়েই পৌঁছেছে। পূর্ব দিকে রাস্তাটা বিশাল সৈন্য বাহিনীর জীবনাশক্তির একটা স্পন্দনে ভরে গেছে। দল পর দল, ৫০টি শক্তিশালী রথ ইশমাইলিয়ার প্রবেশ পথ দিয়ে

বেঁকে প্রবেশ করল। প্রতিটির পিছনে ওয়াগন অনুসরণ করছে তাদের মালপত্র ও গবাদিপশুর খাবার ভর্তি যান। তাদের গোপন স্থানের পাশ দিয়ে ঝর্ণা ধারার ন্যায় এগিয়ে যেতে লাগল তারা। অগ্রবর্তী দলটা যেখানে নেফার বসেছিল তার এতো কাছে দিয়ে গেল যে তারা সবাই স্বতন্ত্র রইল।

সেনা দলটা অসীম নদীর মতো বয়ে গেল, ব্রোঞ্জের হাতিয়ারগুলো প্রতিফলনে ঝিকঝিক করছে, এর ধুলো ঘন মেঘ হয়ে এতো উপরে উঠল যেন তা সূর্যকে ঢেকে ফেলার হুমকি দিল।

চারটা দল অগ্রণীদল গঠন করল এবং তার পর এল একটা ফাঁকা স্থান। স্পষ্টতভাবে এটা ধুলা সরে যাওয়ার জন্যে এবং রাজকীয় দলটার অস্বস্তি উপশম করানোর জন্য তা করা হয়েছে।

পরবর্তীতে দুটি রথ পাশাপাশি এল। উভয় রথই এতো ভারি ও স্বর্ণের পাতে ঢাকা ছিল যে প্রতিটায় ছয়টা ঘোড়া দরকার হলো তা টানার জন্যে। নেফারের মনটা পিত্তরসের ন্যায় বিতৃষ্ণ হয়ে গেল যখন সে চালকদের চিনতে পারল।

সবচেয়ে কাছের রথটার লাগাম টর্কের হাতে। তার চওড়া কাঁধ ও দাড়ির কালো ঝোপে কোন ভুল নেই যে সে-ই। সে একটা স্বর্ণের হেলমেট পরিধান করে আছে যা দেখতে মৌচাকের মতন। ফেনার ন্যায় সাদা অস্ট্রিচের পুচ্ছের ঝুটি দিয়ে তা সাজানো।

তার কাঁধে ঝুলছে দ্বিগুণ বড় ঢাল, প্রতিটি পাত তার বৃদ্ধাঙ্গুলের মতো পুরু, এতো ভারি যে এটা বলা হয় থাকে তার আর্মির মধ্যে একমাত্র সেই তা ব্যবহার করতে পারে, ঠিক যেমন বিশাল যুদ্ধ ধনুকটা তার ডান হাতের পাশের তাকে রাখা।

অন্য আরেকটি বিশাল রথে রয়েছে ফারাও নাজা কাইফান। সে স্বর্ণের ও দামী পাথরের একটা বর্ম পরিধান করেছে যা লাল সূর্যের আলোতে চমকাচ্ছে। ধুলার মেঘ দিয়ে সে বেরিয়ে এল। মাথায় সে পড়েছেন মিশরের নীল মুকুট এবং তার পাশে ছিল রুপা ও ইলেকট্রানের খাপে ভরা সবুজাভ নীল রত্ন ও লেপিজ লাজুলিতে খচিত বিখ্যাত নীল তলোয়ার, যা সে নেফারের পিতার দেহ থেকে লুণ্ঠন করেছে।

অদ্ভুতভাবে যদিও সে শারীরিক উচ্চতায় টর্কের থেকে কম, তবুও নাজা দু'জনের মধ্যে বেশি হুমকি স্বরূপ।

স্বর্ণের রথগুলো অতিক্রম করল এবং নেফাররা ধুলোর মেঘে হারিয়ে গেল। নেফার সিডার গাছের শাখার সাথে মিশে রইল যখন রণ সাজে সজ্জিত দলটা নিচ দিয়ে বেড়িয়ে গেল।

সূর্য দিগন্তের নিচে পিছলে গেল, কিন্তু তখনো যথেষ্ট আলো ছিল এই সীমহীন মিছিলের পরবর্তী অংশ চিহ্নিত করার জন্যে। নেফার নতুন মজা ও আকর্ষণ নিয়ে সোজা হল তা দেখতে।

প্রধান সড়কের উপরি ভাগ যা ইতোমধ্যে শত শত রথ ও ওয়াগনের চাকা দাগে পিষ্ট তা দিয়ে দোলতে দোলতে ও গড়াতে গড়াতে দুটি মহিষে টানা পালকি এল। ওগুলো এতো বিশাল ও তাদের সিল্কের পর্দাগুলো এতো বিশাল এবং স্বর্ণের ঝালর ও নকশা দিয়ে সাজানো যে নেফার বুঝল ভেতরের যাত্রীরা রাজ হারেমের মহিলা হবে। নেফার কল্পনা করতে পারল না টর্ক তার স্ত্রীদের বা উপপত্নীদের তার সাথে ক্যাম্পেইন করতে নিয়ে যাচ্ছে। সে শুনেছে টর্ক তার আনন্দের জন্য বন্দীদের উপর নির্ভর করে যাদের সে দখলকৃত শত্রুদের শহর থেকে আনে এবং ছেলে অথবা মেয়েদের সাথে একই সমান আনন্দ উপভোগ করে থাকে।

ঠিক তখন পালকির পর্দা এক পাশে সরে গেল, একটা মেয়ে লাফ দিয়ে ধুলার রাস্তায় নামল এবং মহিষগুলোর পাশ বরাবর লাফালো। যদিও সে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে যখন সে তাকে শেষ বার দেখেছিল, তবুও তার সন্দেহ রইল না যে এই সুন্দর সৃষ্টি হচ্ছে মেরিকারা, তার ছোট বোন। সে বাচ্চাদের ন্যায় পাশে চুল বেঁধেছে, তার চুল তার কাঁধে পর্যন্ত কর্তন করা এবং তার আইভ্রুর সমতলে পুরু সোজা প্রান্ত ধরে তা কাটা। তার ঝুটি হারানোর অর্থ হল সে নারীত্বে পদার্পণ করেছে। নেফার একটা ব্যথা অনুভব করল যে তার হাস্যকার ছোট বোনটা আর বাচ্চা নেই। তখন তার মনে পড়ল মেরিকারাকে তার বিছানায় নিতে নাজার আর কোন বাঁধা নেই। সে শুনেছে নাজা একটা কামুক প্রকৃতির লোক এবং তার ছোট বোনকে সে বলৎকার করছে এই ধারণা নেফারকে এতো বেশি বিদ্রোহী করে তুলল যে সে তার গলার পেছনে পচা মাছের স্বাদ পেল, তিক্ত।

সে মেরিকারার সথে কথা বলার একটা বিমোহিত আশা অনুভব করল, জানতে চায় সে সুখী কিনা, যদি কিঞ্চিৎও তা না থাকে তবে সে তাকে অধিক সহজ করে দেওয়ার জন্যে তা করতে পারে। তারপর তার মনে হলো তাকে উদ্ধার করে তাকে গালালায় নিয়ে যাবে। সে জানে এসব চিন্তা বিপদজনক এবং তার সঙ্গীরা তাকে এই রকম আত্মঘাতী কল্পনা থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

পালকির পিছনে খুব কাছাকাছি সে দেখল নকল ফারাও-এর যুদ্ধের সিন্দুক বহন করা এক্কা গাড়িটা। এখানে একটা উদ্দেশ্য ছিল যা অন্যরা বুঝবে। ওগুলো ছিল অলংকারহীন এক্কা, মলিন গম্ভীর নীল রঙে অংকিত। কিন্তু মজবুত। কার্গোর বিশাল ওজন ঠেকানোর জন্য দৃঢ় ভাবে তৈরি করা। ধাতু পরিহিত চাকা রাস্তার উপরিভাগে গভীর ভাবে কেটে যাচ্ছে। ট্রাকের মেঝের পিছনের দরজাগুলো ছিল চেইন দিয়ে আটকানো ও বন্ধ এবং অস্ত্রধারী সৈন্য ওগুলোর পাশে হাঁটছে। এসব হলো ধন-সম্পদ পরিবহনের আদর্শ যান, যা ছাড়া কোন আর্মি কুচকাওয়াজ করে না। নেফারের জানা মতে ওগুলো স্বর্ণের বার বহন করছে। যেগুলো বার, আঙুলের আংটি ও ক্ষুদ্র গুটিকায় রূপান্তর করা। এগুলো সৈন্যদের বেতন দিতে ব্যবহার হতে

পারে এবং ছোট রাজ্য ও জমিদারদের ক্রয় করার জন্য, ব্যাবিলিয়ন ও অ্যাশিরিয়ান মিত্রদের কিনতে এবং শত্রুবাহিনীর গুপ্তচর ও তথ্যদানকারীদের ঘুষ দেওয়ার জন্যে।

নেফার সিডার গাছের ডাল থেকে পিছলে মাটিতে নেমে এল। টাইটা সেখানে নিরবে ঘুমাচ্ছিল, কিন্তু নেফার তার বাহু স্পর্শ করার আগেই সে তার চোখ খুলল। 'নকল ফারাও-এর যুদ্ধের সিন্দুক'; তাকে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল নেফার। 'একটি সেনাবহিনী বা সিংহাসন কেনার জন্যে যা যথেষ্ট।'

পরের অনেক রাত পর্যন্ত নেফার ও ম্যাগোস চাঁদনী ছায়া থেকে সৈন্য সারির সাথে দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটল, এক্কার সাথে সামান্তরাল ভাবে চলল যা ধনরত্ন বহন করছিল, রক্ষীদের রুটিন ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করে গেল মনযোগ দিয়ে। প্রথম থেকেই তারা বুঝল যে এক্কা গাড়িগুলো জব্দ করা অসম্ভব হবে এবং পুরো আর্মি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ওগুলো নিয়ে পালিয়ে যাওয়াটাও অসম্ভব।

'ষাঁড়গুলো যে গতিতে চলছে তাতে আমরা ওগুলোকে নিয়ে এক ক্রোশ যাবার আগেই নাজার রথ আমাদের ধরে ফেলবে'; নেফার চিন্তিত ভাবে বলল। 'তাদের থেকে আমাদের আরও একটু চতুর হতে হবে'; টাইটা সম্মত হলো। 'একমাত্র সময় হলো যখন আমরা সিন্ধুকগুলোর সাথে কিছু করতে সক্ষম হতে পারি তা হচ্ছে দিনের বেলায় যখন তারা পিছিয়ে থাকবে তখন।'

'প্রহরীদের বিষয়ে কি হবে?'

'ওহ্!' টাইটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল। 'রক্ষীরা একটা সমস্যা বটে।'

প্রতি দিন ক্রমশ সূর্য যখন উঁচুতে উঠছিল ও তাপ প্রবাহ বেড়ে চলল পুরো বাহিনীর গতি ততোই ধীর হড়ে পড়ল। রাজ স্ত্রীদের ক্ষুদ্র দল এবং সেই সাথে ধন-রত্ন বহনকারী যানগুলোর দূরত্ব তাদের মূল বাহিনী থেকে বাড়তে লাগল ও পিছিয়ে পড়ল ক্রমশ। বিশ্রাম নিতে থামার পর প্রথমে তারা তাদের বহনকারী প্রাণীগুলোর হার্নেস খুলে দিল ও তাদের পানি এবং খাবার খেতে দিল। তারপর আগুন জ্বালানো হল মধ্যাহ্নের খাবার তৈরির উদ্দেশ্যে। খাবারের পর্ব শেষে হেজারেট, মেরিকারা এবং তাদের দাসীরা তাঁবুতে বিশ্রাম নিতে গেল। যে লোকদের প্রহরার দায়িত্ব ছিল না তারা সারা রাতের এ দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তিতে দ্রুত ছায়ায় গা এলিয়ে দিল।

এদিকে নেফার ও টাইটা তখন তাদের দলের বাকিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপত্যকা ঘুরে কন্টক ঝোপ পেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে শত্রু দলের ক্যাম্পের দিকে এগুতে লাগল।

'তাদের কি বিচ্ছিন্ন করার কোনো উপায় নেই?' নেফার জিজ্ঞেস করল।

'এ কাজের জন্য আমাদের ক্যাম্পের ভেতর থেকে কারো সাহায্যের প্রয়োজন।' টাইটা জবাব দিল।

'মেরিকারা?' নেফার তীক্ষ্ণ দৃষ্ট হেনে তার দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, মেরিকারা।' টাইটা সম্মতি জানিয়ে বলল।

'আমরা কীভাবে তার কাছে বার্তা পাঠাবো?' নেফারকে হতভম্ব দেখাল। কিন্তু টাইটা হাসল ও লসট্রিসের কবজটা স্পর্শ করল যা তার নেকলেস ঝুলানো। সে তার চোখ বন্ধ করল। একটু পর নেফার দেখল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। বৃদ্ধ লোকটি জানে কীভাবে তাকে ক্ষিপ্ত করা যায়।

অবশেষে তার বয়স তাকে ধরেছে, নেফর রাগান্বিত হয়ে ভাবল এবং তাকে জাগাতে প্রায় ঝাঁকি দিচ্ছিল তখন সে ক্যাম্প থেকে একটা আওয়াজ শুনল এবং সে উপরের দিকে তাকাল।

মেরিকারা তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছিল কারণ তার চেহারা লাল এবং বালিশের দাগ মুখে আঁকা। সে আড়মোড়া ভাঙ্গল ও হাই তুলল। সে শুধু একটা নীল লিলেনের স্কার্ট পড়েছে যার ভাজগুলো তার হাঁটুর নিচে ঝুলে আছে, উর্ধ্বাংশ খালি। মেরিকারা তার তাঁবুর প্রবেশ দ্বারে রক্ষীর সাথে তর্ক করল এবং তার কণ্ঠ উদ্ধত, ফলে নেফার প্রতিটি শব্দ শুনতে পেল। 'আমি ঘুমাতে পারব না এবং আমি একটু হাঁটতে যাচ্ছি।' রক্ষীরা তাকে থামাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সে তার মাথা ঝাঁকল, কাঁধের উপর তার চুলও তখন নাচল। 'না, আমি তোমাকে আমার সাথে পাহাড়াদার হিসেবে যেতে দিব না। আমি একা থাকতে চাই।' রক্ষীটা জোর করল এবং সে তার দিকে রাগান্বিত ভাবে তাকাল। 'সরে দাঁড়াও বেয়াদব, নইলে আমি তোমার ব্যবহার আমার স্বামীকে জানাবো।' বিষণ্নভাবে রক্ষী তার আদেশ মানল ও তার বর্শা নামাল। কিন্তু উদ্বিগ্নভাবে পিছু থেকে ডেকে বলল, 'দয়া করে মহারাণী বেশি সময় থাকবে না অথবা বেশি দূরে যাবেন না। ফারাও যদি এই বিষয়ে জানে তবে এর চাইতে আমার জীবনে করুণ কিছু আর হবে না।'

মেরিকারা তাকে এড়িয়ে গেল, ঘোড়ার গাড়ি ও ঝোপের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল যা ক্যাম্পটা ঘিরে আছে। সে শুধু একবার পিছনে তাকাল নিশ্চিত হতে যে তাকে কোনো অনুসরণ করা হচ্ছে না। তারপর সংকেত স্থলের দিকে যেখানে নেফার ও টাইটা শুয়ে আছে সরাসরি সেখানে এল।

নেফার দেখল তার নীল চোখ বিমোহিত ও তার মনোরম চেহারায় একটা অবিনিষ্ট অভিব্যক্তি, যেন সে কোনো গান শুনছে এবং তা সে একাই শুনছে। স্পর্শ

করার মতো কাছাকাছি হতেই নেফার তাকে আস্তে করে বলল, 'মেরিকারা ভয় পেয়ো না, আমি নেফার!'

সে একজন ঘুমে হাঁটা লোকের ন্যায় জাগতে শুরু করল এবং তার দিকে অপলক চেয়ে রইল। তারপর তার চেহারা এক অসীম আনন্দে আলোকিত হলো এবং সে তাকে আলিঙ্গন করতে লাফ দিয়ে সামনে এগুলো।

'থাম!' নেফার আদেশ দিল। 'আমাদের রক্ষীদের কাছে ধরিয়ে দিও না।'

তাকে নিয়ে নেফারের গর্ব হলো, কারণ সে তার কথা শুনল এবং তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। সে সব সময়ই বুদ্ধিমতী বটে। সে দ্রুত চারপাশে চোখ বুলালো এবং তার কণ্ঠ কাঁপল যখন সে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি খুব ভালো ঘুমাচ্ছিলাম কিন্তু হঠাৎ জেগে গেলাম এবং জানলাম যে আমাকে অবশ্যই মরুতে বেরিয়ে আসতে হবে। এটা প্রায় যেন একটা কণ্ঠ আমার মাথার ভেতর আমাকে ডাকছিল।' সে টাইটার দিকে তাকাল। 'ওটা কি তোমার কণ্ঠ ছিল ম্যাগোস?' তারপর তার চোখ আবার নেফার দিকে ফিরে এল। 'প্রিয় ভাই তুমি জান না তোমাকে আমার কত মনে পড়েছে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ এবং আমি তোমার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে আমার মাথায় ছাই নিয়ে শোক করেছি। এই দেখ কাটা দাগ যেখানে আমি তোমার জন্য রক্ত ঝড়াতে আমার হাত কেটেছিলাম।'

'আমি জীবিত, মেরিকারা। আমাকে বিশ্বাস কর, এটা কোনো ছায়া নয় তুমি যা দেখছ।'

'আমি জানি, নেফার। সারা দুনিয়া এখন জানে তুমি কিভাবে মিনটাকাকে অ্যাভারিসের মরুতে নিয়ে গেছ এবং আমার হৃদয় বলেছে একদিন তুমি আমার জন্যও আসবে।' সে সুখের কান্নায় হাসল। 'আমি জানতাম তুমি আসবে।'

'হ্যাঁ!' নেফার বলল, 'আমরা তোমাকে আমাদের সাথে নিয়ে যাব। কিন্তু প্রথমে তোমাকে আমাদের সাহায্য করার জন্য কিছু করতে হবে।'

'তোমার ও টাইটার জন্যে যে কোনো কিছু', সে তৎক্ষণাৎ রাজি হলো।

দ্রুত ও জরুরিভাবে কথা বলে টাইটা বলল তাকে কি করতে হবে এবং তারপর সে তাকে দিয়ে তার পুনরাবৃত্তি করাল। মেরিকারা একদম নির্ভুল ভাবে সব বলল।

'তুমি একটা চালাক মেয়ে আমার ছোট্ট সোনামণি।' টাইটা বলল। 'এটাই তা যা আমরা চাই তুমি কর।' সে তাকে একটা ছোট প্যাকেট দিল। 'এই যে পাউডার, মনে রেখ প্রতি পাত্রে তোমার নখ পরিমাণ শুধু।'

'প্রথমে তুমি আমাকে চালাক বললে এবং তারপর তুমি আমার সাথে এমন ব্যবহার করলে যেন আমি বোকা', সে বিরক্তি প্রকাশ করল।

'আমাকে ক্ষমা করুন, মহারাণী।' টাইটা ক্ষমা ভঙ্গি করল।

'আমাকে আর কখনো ও নামে ডাকবে না। এবং আমি বিরক্ত, কোন সাপকে বিয়ে করা আমি ঘৃণা করি এবং এখন আমি জানি সে আমাকে কি করতে যাচ্ছে! আমি তা আরো বেশি ঘৃণা করি।'

'তোমাকে সহজে খুশি করা যায় না, মেরিকারা। এখন রক্ষীরা তোমাকে খুঁজতে আসার আগেই ক্যাম্পে ফিরে যাও ।'

সে দ্রুত ঝুকে নেফারকে তাঁর ঠোঁটে চুমু দিল। 'কাল পর্যন্ত, আমার প্রিয় ভাই।'

পরের দিন দুপুরে মিশরীয় বিশাল আর্মি উঁচু মালভূমির নিচে ক্যাম্প করল যেখানে বালুময় মরুভূমি ও শুকনো ভূমিটা শেষ হয়েছে। তারা প্রায় সংযোগস্থল সম্পন্ন করেছে এবং কাল তারা যাবে উপরে অধিক ঠাণ্ডা স্থান দিয়ে যেখানে থেকে মরুদ্যানগুলো একদিনের পথ, যেখানে বন ও জমি রয়েছে; আঙ্গুর জন্মে এবং সারা বছর পাহাড়ী ঝর্ণা বয়ে যায়।

রাজ স্ত্রীদের রক্ষীরা যখন দিনের জন্য ক্যাম্প করতে শুরু করল তখন তারা দেখল যে তরুণ রাণী মেরিকারা খিটখিটে ও স্বেচ্ছাচারীত্ব দেখাচ্ছে, তার স্বাভাবিক মিষ্টি ও মাধুর্যময়তা একেবারেই নেই। সে তার তাঁবু তার বোন রানী হেজারেটর কাছ থেকে দূরে স্থাপন করতে চাইল এবং যখন এটা শেষ হল সে জোর করল যেন তারা যানগুলো সরিয়ে দেয় যেগুলো যুদ্ধের সিন্দুকসমূহ বহন করছে। ওগুলোকে সরু ওয়াদির মধ্যে মূল ক্যাম্প থেকে ২০০ কদম দূরে সরাতে বলল। বৃথাই রক্ষীদের কমান্ডার বলল যে ওয়াদির স্তর নরম ও বালুময় এবং ভারি যানগুলোর চাকা গভীরভাবে গেঁথে যাবে।

'আমি তোয়াক্কা করি না ওগুলো পুরোপুরি বালিতে ডুবে গেল কিনা'; সে তাকে বলল। 'আমি ঐ কুৎসিত যানগুলো দেখে দেখে এবং মহিষগুলোর ডাক শুনে ক্লান্ত। ওগুলো আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে যাও।'

কমান্ডার ভাবল ফারাও নাজা কাইফান এর কাছে আবেদন করতে তার ছোট স্ত্রীর এই অযৌক্তিক আদেশকে দূর করার জন্য। তারপর বিষয়টা সে ভাবল যে সৈন্য বাহিনী মরুতে প্রায় চার ক্রোশ স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এটা বাহিনীর মাথায় ফারাও এর কাছে পৌছাতে এক ঘণ্টার কঠোর যাত্রা হবে এবং তারপর ফিরে আসাটা হবে এরকম কষ্টকর। এই দিনটা চলে যাওয়া দিনগুলো থেকে অধিক গরম এবং তাছাড়া মেরিকারা তারই এক দাসী মেয়ের সাথে তার গোপন সাক্ষাৎ করার কথাটা জানে যে একটা মোহিনী ছোট কালো নুবিয়ান যে কিনা প্রশিক্ষিত বানরের চাইতে বেশি কৌশলী। তা প্রকাশ পেলে তাকে বিপদে পড়তে হবে। সে গাড়িগুলোকে ওয়াদির তলদেশে সরালো, বিবেকের তাড়নায় সেখানে রক্ষী প্রহরা দ্বিগুণ করল।

নিজের মন মতো সব পেয়ে মেরিকারা আবার প্রিয় বালিকা হয়ে গেল যাকে তারা সবাই খুব ভালোবাসে। 'আমি দুঃখিত, আমি তোমার সাথে কঠোর আচরণ করছি, মোরাম। এটা অবশ্যই এই ভয়ংকর তাপের জন্য যা আমাদের সবাইকে আক্রমণ করেছে।' সে রক্ষীদের গার্ডকে তার লোকের সামনে মিষ্টি করে বলল। 'আমি আমার ব্যক্তিগত ভান্ডার থেকে মিশাকে দিয়ে তোমার জন্য পাঁচ পাত্র মদ পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদের সতেজ করার জন্য। নিশ্চয়ই তুমি তা তোমার লোকদের সাথে সমান ভাগ করবে কারণ আমি তাদের অতিরিক্ত কাজ করিয়েছি ও সমস্যাও দিয়েছি।'

মিশা, খোদাই করা নিশ্চল মূর্তির মতন নুরিয়ান দাসীটি দ্রুত এক জোড়া বাহনে করে মোরামের তাঁবুতে মদের পাত্র নিয়ে এল এবং লোকেরা তাদের অংশ নেওয়ার জন্য লাইন ধরে দাঁড়াল। রাণী মেরিকারা উপর প্রভুর আশীর্বাদ ও তার সুস্বাস্থ্য কামনা করল সবাই যখন তারা ফেনায়িত মদের প্রথম ফোঁটা পান করল।

মেরিকারার কাছে তার ওয়াদা সত্ত্বেও মদটা এতো বেশি চমৎকার ছিল যে মোরাম তার নিজের অংশের চেয়ে বেশি পান করল। যখনই তারা তার তাঁবুতে একা হল মোরাম ও মিশা তাদের গোপন অভিলাষে মত্ত হল। কিন্তু মোরাম ধীরে ধীরে কাত হয়ে পড়ে গেল। সমঝোতা পৌছার আগেই দ্রুত ঘুমিয়ে গেল সে। মিশা বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইল। এই ক্ষুদ্র কিন্তু ব্যস্ত জীবনে এরকমটা তার সাথে পূর্বে কখনো হয়নি। মোরামের নাক দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে আসল যা দূরে বজ্রপাতের ন্যায় বারবার প্রতিধ্বনিত হলো। মিশা লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে তার স্কার্ট নামাল একং তার ঘুমন্ত দেহে একটা হিংস্র লাথি মারল। তারপর ঝড়ের বেগে তাঁবু থেকে বেরিয়ে তার মালকিনের কাছে ফিরে এল। রাজকীয় তাঁবুর প্রবেশ দ্বারে প্রহীরটাও একইভাবে মরার মতো ঘুমাচ্ছিল।

'সবগুলো শূকর', অসভ্য ভাষায় গালি দিল মিশা এবং তার লম্বা ও সুঠাম ডান পা দিয়ে সকল শক্তিতে তাকেও লাথি মারল।

নেফার শুকনো নদী তট দিয়ে তার ছোট দলটাকে পথ দেখাল। তারা তীরের কাছাকাছি রইল এবং তাদের পায়ের আওয়াজ ঢেকে দিল নরম বালি।

চারটা ধন-রত্নের গাড়ি পাশাপাশি রাখা এবং ওগুলোর চাকা এক সাথে বাঁধা যাতে তাদের দস্যু বা ডাকাতেরা দ্রুত নিয়ে যেতে না পারে।

আটজন অস্ত্রধারী প্রহরী তাদের চারপাশে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকে বালির উপর মরার মতো পড়ে রয়েছে মমি হবার অপেক্ষায়। টাইটা একে একে সবার কাছে গেল ও তাদের গলার কাছে হাত দিয়ে নাড়ি দেখল। তারপর অচেতন

লোকদের চোখের একটা পাতা টেনে পরীক্ষা করল। অবশেষে সে নেফারের উদ্দেশ্যে মাথা দুলিয়ে প্রথম গাড়ির পিছনের দরজায় গেল সন্তর্পণে।

সে তার ঝোলা থেকে একটা লম্বা ব্রোঞ্জের প্রেষণী বের করে গভীর মনোযোগ দিয়ে ভারি ব্রোঞ্জের তালার উপর কাজ করল। কয়েক মিনিটের মধ্যে পট করে তালার আংটা খুলে গেল। টাইটা ভারি ধাতব দরজাটা খুলল চারটা ছোট বাক্স প্রকাশ করার জন্য যা ওয়াগনের মেঝেতে আংটার সাথে নিচে বাঁধা। রত্নের সিন্দুকগুলোর ঢাকনা কাদার আস্তর দ্বারা বন্ধ ও ফারাও নাজা কিয়াফানের সীলমোহর খোদাই করা।

টাইটা সীলটা উঠানোর জন্য তার ছুরির ফলা ব্যবহার করল, এবং ওগুলো তার থলের ভেতর ফেলল যাতে পরবর্তীতে যখন গাড়ির দরজা খোলা হবে তখন কোন প্রমাণ না থাকে। সে তার চাকুর ডগা ব্যবহার করে বাঁধনগুলো কাটল যেগুলো চাকাটাকে বেঁধে রেখেছে। তারপর তা উঠাতেই দেখল সিন্দুকগুলো ছোট চামড়ার থলেতে পূর্ণ। টাইটা একটা তার হাতে নিয়ে ওজন দেখল এবং হাসল। সে থলেটির মুখ খুলল ভেতরকার দামী ধাতুর নির্ভুল ঝলকানি দেখার উদ্দেশ্যে।

যখন সে ব্যস্ত ছিল তখন নেফার এবং ম্যারন ওয়াগনের চাকার দাগের নিচে অগভীর গর্ত খুড়ল। টাইটা নেফারের হাতে চামড়ার থলেটা দিল, যা সে গর্তের তলদেশে রাখল। সর্বমোট টাইটা প্রথম সিন্দুক থেকে পঞ্চাশটা সবচেয়ে ভারি থলে বাছাই করল। তারপর পুনরায় ঢাকনা লাগিয়ে দিল সে। নতুন কাদা ব্যবহার করে সে ঢাকনাটা আবার সীল করে দিল যা সে তার সাথে এনেছে। খোদাইকৃত রুবির আংটি দিয়ে সে সীলমোহর দিল যা নাজা তাকে উপহার হিসাবে দিয়েছিল যখন সে থেবস্ ত্যাগ করেছিল। সে কাদার উপর রাজচিহ্ন এঁকে দিল। তারপর সে চারটি সারির পরের সিন্দুকের কাছে গেল ও একই কাজ করল দক্ষ হাতে।

'আমরা যথেষ্ট নিচ্ছি না'; ম্যারন বিড়বিড় করে উঠল অসন্তোষ প্রকাশ করে। 'আমরা নাজা ও টর্কের জন্য অর্ধেকেরও বেশি ফেলে যাচ্ছি।'

'লোভ আমাদের সর্বনাশ ঢেকে আনবে,' টাইটা বিরক্তি প্রকাশ করল। শেষ বক্সটার ঢাকনা চাপ দিয়ে খুলতে খুলতে সে বলল, 'এই পদ্ধতিতে তারা জানবে না যে কোন ঘাটতি আছে যতোক্ষণ না বেতন প্রদানের জন্যে পুনরায় এই বাক্স খুলবে এবং গণনা না করবে, যা আরো কয়েক মাসেও হয়তো হবে না।'

বাকি চারটা গাড়ির প্রতিটি বাক্স থেকে তারা একই ভাবে পঞ্চাশটি করে চামড়ার থলে তুলল এবং ওয়াদি তটের নরম বালিতে পুঁতে রাখল। যদিও সতর্কতা যতোটা অনুমতি দিল তারা ততটা দ্রুত করল তবু সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল যখন তারা শেষ সিন্দুকটা পুনরায় সীল করে দিল। শেষ গাড়িটার পিছনের দরজা বন্ধ করার সময় একজন ঘুমন্ত প্রহরী নড়ে উঠল, বিড়বিড় করল এবং উঠে বসার চেষ্টা করল। টাইটা তার কাছে গেল এবং তার ভ্রু'র উপর আলতো করে হাত

রাখল। লোকটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তখন শুয়ে পড়ল আবার। টাইটা তখন টেনে মুখ খুলে তার জিহ্বার নিচে এক চিমটি সাদা পাউডার রাখল।

'আমাদের এখন দ্রুত করতে হবে। তাদের জেগে উঠার সময় হয়ে গেছে।'

শেষ ওয়াগনের নিচের গর্তের তলদেশে তারা থলের সারির উপর বালি ছড়িয়ে দিল এবং তারপর এলোমেলো পদচিহ্ন আঁকল যাতে মসৃণ বালি সন্দেহাহীন না হয়।

'আমরা কি পরিমাণ নিয়েছি তুমি মনে কর?' নেফার জিজ্ঞেস করল।

'যতোক্ষণ না আমরা ওজন করছি তা বলা অসম্ভব।' টাইটা জবাব দিল। 'কিন্তু আমার অনুমান যে আমরা কমপক্ষে তিন লাখ নিয়েছি।' 'একটি সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে ও সজ্জিত করতে যথেষ্ট।' হাতের কাজ করতে করতে নেফার বিড়বিড় করল।

শেষবারের মতো তারা দ্রুত কিন্তুপরীক্ষা করল গাড়িগুলো ও তাদের চারপাশের স্থান। যখন তারা নিশ্চিত হল যে দূর থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না তখন প্রহরীদের গভীর ঘুমে রেখে তারা ওয়াদি থেকে বেরিয়ে এল এবং মালভূমিকে নিচে রেখে পাহাড়ের পাদদেশে ফিরে গেল। সেখানে তারা হিল্টোকে রথের কাছে রেখে গিয়েছিল। এ সুবিধাজনক স্থান থেকে তারা তাদের লুণ্ঠন করা সমাহিত স্বর্ণ নজর রাখতে পারবে। তারা লক্ষ্য করল যে ওয়াদিতে কোন চিৎকার বা অস্বাভাবিক কর্ম ব্যস্ততার কোন লক্ষণ নেই। সম্ভবত প্রহরীরা খুব দোষী অনুভব করছে যখন তারা তাদের দায়িত্বের অবহেলার রিপোর্ট করতে লাগল।

ঠিক অন্ধকারের পূর্বে নেফাররা দেখল গাড়ি টানার মহিষগুলো ও চারটা যানকে নদী তট থেকে টেনে বের করছে সৈন্যরা এবং রাজ পালকির পিছনে অবসন্ন ভাবে সেগুলো চলতে লাগল যখন ভুয়া ফারাও-এর লোকেরা তাদের রাতের যাত্রা শুরু করল পুনরায়।

এ স্থানটা পেরুতে আরো পাঁচ দিন ও রাত লাগল মিশরের বিশাল সেনাবাহিনীর। প্রথমে রথ বাহিনী, তারপর গুলতিধারী বাহিনী, ধনুকধারী ও বর্শাধারী বাহিনী চলল পর্যায়ক্রমে। ওগুলোর পিছনে এল পদ চলিত দাসদের হাঁটার দল যারা ভবন তৈরি এবং দখলকৃত শহরে দেয়াল ভাঙ্গার কষ্টকর কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে। তারপর এল কারিগরেরা যারা রথ তৈরি করবে এবং কাঠ মিস্ত্রিরা, বর্ম ও তীর প্রস্তুতকারকেরা এবং তাদের পর ক্যাম্পের লোকেরা, স্ত্রী-রা, প্রেমিকারা এবং বেশ্যারা তাদের দাসদের চাকরদের ও শিশুদের নিয়ে তাদের অনুসরণ করল। ব্যবসায়ীরা ওয়াগনভর্তি মালপত্র ও বিলাসপণ্য সহকারে চলছে। প্রতিটি সম্ভাব্য জিনিস সৈন্যদের কাছে তারা বিক্রি করবে যখন তারা লুণ্ঠন ও ডাকাতি করে ধনী হবে।

তবুও এই বিশাল বাহিনী থেকে পাহাড়ের উপরের দর্শনার্থীরা দেখল কেউ শুকনো ওয়াদিতে প্রবেশ করল না যেখানে স্বর্ণগুলো সমাহিত। যদিও প্রতিদিন

সহীসরা ও সৈন্যবাহিনী কাছেই ক্যাম্প করল তবুও কেউ ওয়াদির কাছে ঘেঁষল না। এমনকি পায়খানা বা ক্যাম্প করার জন্যেও না।

যখন ঐ বিশাল বাহিনীর শেষ রথ অবসন্নভাবে চলে গেল এবং খাতমিয়ার পাথুরে রাস্তা মধ্য দিয়ে উঠে গেল এবং শেষ পথভ্রষ্ট দলটা পর্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেল তখন পর্যন্ত নেফার ও টাইটা নিশ্চিত ছিল যে আর্মির বেতন প্রদানের কর্মচারীটির দ্বারা রত্নের গাড়ির বাটগুলোর অল্প ওজন আবিষ্কৃত হয় নি।

অবশেষে রাস্তা শূন্য হলে রাতের বেলা তারা পাহাড় থেকে নেমে এল এবং রথগুলো ও ঘোড়াগুলো তারা বাঁধা অবস্থায় ওয়াদির উঁচু তীরে রাখল, দ্রুত পালাতে প্রস্তুত। নেফার ও ম্যারন বালিতটে নেমে গেল এবং চাদের আলোয় রত্নের গাড়ি ও প্রাণীগুলোর ফেলে যাওয়া দাগ সহজেই চোখে পড়ল তাদের। কাঠের কোদাল দিয়ে কয়েক বার ঠেলা দেওয়ার পরই ম্যারন খুশিতে শিস দিয়ে প্রথম স্বর্ণের থলেটা টেনে বের করে আনল। যখন তারা গর্ত থেকে প্রতিটি থলে তুলল ও গুনল তখন নিশ্চিত হল যে একজনও তাদের দেখছে না। তারপর তারা ওগুলোকে ওয়াদির তীরে নিয়ে এল, থলেগুলোর ভারে তারা টলমল করছিল এবং অপেক্ষারত রথের পাশে তা সাজিয়ে রাখল। মনোরম ৮০০ চামড়া পূর্ণ থলের সুন্দর স্বর্ণের স্তূপ করল তারা।

'অনেক বেশি! আমরা এগুলোর সব বহন করতে সক্ষম হব না'; নেফার সন্দিহান ভাবে বলল।

'এটা এই খারাপ দুনিয়ার একটি স্বাভাবিক নিয়ম।' টাইটা তার মাথা ঝাঁকালো। 'স্বর্ণ কখনো বেশি হয় না।'

হালকা যুদ্ধের রথ মালামালের গাড়ির ন্যায় তৈরি হয় নি, কিন্তু তারা ওগুলো পূর্ণ করল যতোক্ষণ না অক্ষদন্ড অস্বাভাবিকভাবে ঝুলে পড়ল ও চাকা আর্তনাদ করল, এখনো তারা গাড়িতে তার অর্ধেকও নেয় নি। ঘোড়াগুলোকে তাদের পথ দেখাল, তারা অতিরিক্ত ভরা রথগুলোকে পাহাড়ের মধ্যে নিয়ে গেল, তারপর পরের বার নিতে ফিরে এল। সবগুলো নিতে আরো দুইবার আসতে হল তাদের।

তারা রত্নগুলোকে পাঁচটি সমান ভাগ করল এবং চার ভাগ গোপন স্থানে সমাহিত করল। চিহ্নসমূহ ভালোভাবে ঢাকতে খুব সতর্ক থাকল এবং কোন সংকেত রাখল না। এভাবে যদি একটা ভান্ডার আবিষ্কৃতও হয় তবে তারা সব হারাবে না। পঞ্চম ভাগ তারা তেরটা রথে বোঝাই করল এবং নেফার হিল্টোর নেতৃত্বে তাদের গালালায় ফেরত পাঠাল। একবার তারা শহরে পৌছলে হিল্টো তখন অবশিষ্টগুলো নিতে ভারি ওয়াগন নিয়ে ফিরবে।

নেফার বাকি তিনটা রথ রেখে দিল। ওগুলো সে নিজে, টাইটা ও ম্যারন চালাবে, দুই দল আলাদা হয়ে গেল। হিল্টো আবার দক্ষিণে বোঝাইকৃত যান নিয়ে এবং নেফার তার ছোট দলটাকে পূর্বদিকে নিচ্ছে– দুই ফারাও এর আর্মির পিছনে।

নেফার দিনের বেলা এগিয়ে চলল, জানে যে সেনাদের অনুসরণ করছে তারা ক্যাম্পে বিশ্রাম নিবে এবং দিনের আলোতে সামনে তারা কোন অদৃশ্য বিপদে হঠাৎ পড়বে না।

তারা পাসের মধ্য দিয়ে মালভূমিতে চলছে যেখানে তারা প্রচুর পানি পেল, যদিও এর বেশিরভাগ হাজার হাজার পশু ও লোকজন দ্বারা নষ্ট হয়েছে যারা তাদের সামনে এগিয়ে চলছে। তারা শত শত ক্যাম্পের স্থান পেরোলো, নিভে যাওয়া আগুন ও আশ্রয়ের পালকির অক্ষদন্ড ও ছড়ানো ময়লা দ্বারা যা চিহ্নিত। সেখানে ঘোড়ার কবরও ছিল কারণ একদল আর্মি চলার সময় অবিরাম ক্ষয়রোগে ভুগে। কিছু কিছু ইতোমধ্যে হায়েনা ও খেকশিয়াল খুঁড়ে ফেলেছে। মৃত দেহগুলোকে টেনে বের করেছে যার আংশিক পচে গিয়েছে।

'আমাদের তাকে প্রয়োজন', একজন তরুণ মহিলার দেহের সামনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নেফার বলল, সম্ভবত সে আর্মিদের বেশ্যার একজন। কি ভাবে মারা গিয়েছে তা বলার কোন উপায় নেই কারণ শকুনগুলো প্রায় তা শেষ করেছে যা হায়ানা শুরু করেছিল। শবটার চোখ ও ঠোঁট নেই এবং খুলিটা তাদের দিকে দাঁত বের করে হাসছে তার রক্তে কালো হাওয়া দাঁতের মধ্য দিয়ে।

'প্রভুদের সব ভালোবাসায়', ম্যারন চিৎকার দিল। 'আপনি কি আপনার সব অনুভূতি হারিয়েছেন? ঐ জিনিসটা চারপাশে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।'

'তাকে ঢাকতে আমাকে সাহায্য কর।' নেফার তার প্রতিবাদ উপেক্ষা করল। সে ছেড়া লিনেনের এক খন্ড খুঁজে পেয়েছে। এতো ছিন্ন ও নোংরা যে এমনকি বেদুঈনরাও এটা কোন কাজের জন্যে খুঁজে পায়নি যারা আর্মিদের পিছনে খোঁজাখুজি করছিল। তারা দু'জনে মৃত মহিলাদের অবশিষ্ট অংশ ধরে উপর তুলল এবং ঠিক ভাবে তাকে আবৃত করল। তারপর তার জোরালো ব্যক্ত বিতৃষ্ণায় সত্ত্বেও বান্ডিলটা মেরেনের রথের পিছনে বাঁধল তারা।

যদিও তারা ভোর থেকে ধুলোয় ঢাকা রাস্তায় চলছে তবুও পিছনের রক্ষী সেনা দলকে ধরার পূর্বে মধ্য সকাল হয়ে গেল তাদের। সমগ্র অভিযাত্রী সৈন্যরা ইতোমধ্যে ছাউনিতে চলে গেছে এবং রান্নার আগুনের ধূয়া সামনের রাস্তা বরাবর শত শত আলাদা আলাদা ক্যাম্প নির্দেশ করছে।

নেফার তাদের ঘুরানো রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেল। তারা মালপত্র এবং গাড়ি এড়ানোর জন্য ঘুরে এল, রাস্তার দৃষ্টি সীমার বাইরে রইল। সামনে ভালোভাবে দেখে তারা সতর্কভাবে আগ বাড়ছে। ঘটনাক্রমে তারা রত্নের গাড়ির বহরের ও রাজ-স্ত্রীদের পালকির কাছে পৌছে গেল যা একটা জলপাই গাছের ঝোপে

থামানো। নেফার হামাগুড়ি দিয়ে ওগুলোর কাছাকাছি একটা গাছে উঠল। সেখান থেকে সে লুকিয়ে কাঁটার ঝোপে ঘেরা ক্যাম্পের ভেতর দেখতে পারল। রাণী মেরিকারার তাঁবু হেজারেটের তাঁবুর কাছ থেকে একটু দূরে স্থাপন করা কিন্তু দুই বোন একটা লিনেনের চাঁদোয়ার নিচে বসে আছে, সূর্য থেকে সুরক্ষিত এবং খাবার খাচ্ছে যা তাদের পরিবেশন করতে দাসীরা মাত্র আগুন থেকে নামিয়ে এনেছে।

তাদের কথাবার্তা শোনার মত কাছে নেফার ছিল না। হেজারেট তার দিকে মুখ বারে বসা, কথা বলছে ও আনন্দে হাসছে। সে আরো সুন্দর হয়েছ যখন শেষ বার নেফার তাকে দেখেছিল তার চেয়েও। এমনকি এ রকম সাধারণ পরিবেশেও সে খুব সতর্ক ভাবে প্রসাধন ব্যবহার করেছে, যাতে তাকে ম্যামফিসের হাথোরের মূর্তির ন্যায় লাগছে। সে দামী অলংকারে সজ্জিত একটা পোশাক পরিধান করেছে এবং তার ঘন কালো চুল সুন্দরভাবে তেল দেওয়া ও কোঁকড়ানো করে বাঁধা। মিশা, লম্বা কালো দাসী মেয়েটি চমৎকার পশ্চাদ্দেশ নিয়ে তার কাঁধের উপর ঝুঁকে আছে তার স্বর্ণের পাত্রটি পূর্ণ করার জন্য। একটু লাল মদ হেজারেটের পোষাকের সামনে ছলকে পড়ে গেল। সে লাফ দিয়ে দাঁড়াল এবং মিশার মাথায় রূপা ও অস্ট্রিচের পালকের পাখা দিয়ে আঘাত করল। মেয়েটি দু'হাত দিয়ে মাথা ঢেকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কিন্তু তার আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে রক্তের ধারা বেরোতে দেখা গেল এই দূর থেকেও। মেরিকারা তার বড় বোনকে থামানোর চেষ্টা করল কিন্তু হেজারেট মিশার মাথায় এক নাগারে আঘাত করে চলল যতোক্ষণ না পাখাটার হাতল দু'ভাগ হয়ে গেল। তারপর ভাঙ্গা প্রান্তটা মেরিকারার দিকে সজোরে নিক্ষেপ করে গটগট করে চলে গেল সে। হুমকি দিল এবং তার কাঁধের উপর দিয়ে বিশ্রি ভাষায় গালি দিল।

মেরিকারা দাস মেয়েটিকে ধরে দাঁড় করিয়ে নিজের তাঁবুতে নিয়ে গেল। নেফার তেঁতুল গাছে উপরের শাখায় লুকিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছু সময় পর মিশা তার মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে তাঁবু ত্যাগ করে কাঁদতে কাঁদতে গাছ-পালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। নেফার নড়ল না, যতোক্ষণ না তার তাঁবুর প্রবেশ দ্বারে দৃশ্যমান হল মেরিকারা।

শেষবার যখন তারা কথা বলেছিল নেফার তখন তাকে যে কোন কাজ করতে ও কাছে আসার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছিল। এখন সে তার চারপাশে সতর্কভাবে দেখল তাঁবুর দরজায় দাড়ানো রক্ষীর সাথে কথা বলল এবং ঘোরাঘুরি শুরু করল, দৃশ্যত কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই ক্যাম্পের পরিধির চারপাশে। পরিষ্কার ভাবে সে নেফারের নির্দেশনা গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে এবং ঝোপের চতুর্দিকে তার উদ্ধারকারীকে এক ঝলক দেখার জন্যে খুঁজছে। একমাত্র সে-ই নড়াচড়াকারী ব্যক্তি; অন্যরা বেশির ভাগ সূর্য ও তাপ থেকে আশ্রয় নিচ্ছে এবং এমনকি রক্ষীরাও তার প্রতি মনোযোগ দিল না।

নেফার তার থলে থেকে একটা ছোট রূপার পলিশ করা আয়না হাতে তুলে নিল, সূর্যের প্রতিফলন দেখাল। মেরিকারা সাথে সাথে থেমে গেল, চোখের উপর

হাত রেখে আলো আসার পথে চোখ সরু করে তাকাল। নেফার আরো তিনবার করল তা। পূর্ব কথিত সংকেত এবং সে এমনকি এতো দূর থেকেও তার হাসিটা দেখল যা সূর্যের রশ্মির মতই উজ্জ্বল, যা তার মনোরম চেহারায় নৃত্য করে উঠল।

মেরিকারা দুল্যমান নৃত্যরত পালকিতে রাজ হাঁসের পালকের কুশনে শুয়ে আছে। পাশেই একটা গালিচার উপর মিশা তার পায়ের কাছে একটি ঘুমন্ত কুকুরের ন্যায় দেহটা বাঁকিয়ে কুকড়ে আছে, কিন্তু সে জাগ্রত ও সচকিত ছিল। পালকির পর্দাটা কতক উঠানো যাতে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকতে পারে। সে সেনাদের কুচকাওয়াজের শব্দ শুনছিল: খুরের ঠনঠন শব্দ, ওয়াগনের কড় কড় ও ঝন ঝন শব্দ, গাড়িটানা ষাঁড়গুলোর ডাকাডাকি, ওয়াগনের যাত্রীদের কান্না এবং পালকির পাশে রক্ষীদের ভারি পদ শব্দ মিলে মিশে একাকার। হঠাৎ সামনে হৈ চৈ বাধল, চাবুকের শাঁই শাঁই ও আকস্মিক তীক্ষ্ম শব্দ ভেসে এল। পাথরে চাকার ঠুকনো শব্দ, বয়ে চলার পানির আওয়াজ এবং পশুগুলোর চলায় ওখানে ছলৎ ছলৎ শব্দ হচ্ছে। তখন মেরিকারা তার বোনের ঝগড়াটে কণ্ঠ শুনল, 'ওখানে কি! কি হচ্ছে?'

'মহারাণী, আমরা একটা ছোট ঝর্ণা পার হচ্ছি। আমি আপনার কাছে অনুনয় করছি নামার জন্য, নাইলে পালকি উল্টে যাবে। আপনার নিরাপত্তাই আমাদের লক্ষ্য।'

সে শুনল হেজারেট তিক্ত ভাবে এই বিড়ম্বনার জন্য অভিযোগ করছে এবং মেরিকারা এই মতানৈক্যের সুযোগ নিল। সে মিশাকে ফিসফিসিয়ে তার শেষ নির্দেশনা দিল। তারপর পালকি থেকে নামল তারা। দাসরা প্রদীপ নিয়ে নদীর তীরে পথ দেখাতে অপেক্ষা করছিল, হেজারেট ইতোমধ্যে সেখানে অপেক্ষা করছে।

'আমি ঘুমাচ্ছিলাম এমন সময় তারা আমাকে জাগাল', সে মেরিকারাকে বলল। আমি এই আনাড়ি ক্যারাভান চালকটার নামে আমার স্বামী উচ্চ মিশরের ফারাও এর কাছে রিপোর্ট করবো।'

'আমি নিশ্চিত এটা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হবে, তার পিঠ থেকে ছাল তুলে ফেলাটা', মেরিকারা সম্মত হল, মিষ্টি উপহাস সহকারে। হেজারেট তার মাথা দুলালো ও ঘুরে গেল।

ঐ মুহূর্তে একটা নাইটিংগেল আমি ডাক দিয়ে উঠল উজান থেকে। মেরিকারা শব্দটায় কেঁপে উঠল। ছোট থাকতে নেফার তাকে এই ডাকটা ও পাখির গান কিভাবে অনুকরণ করতে হয় তা শিখাতে বহুবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে কখনো তা শিখতে পারে নি। পাখিটা তিনবার ডাকল, কিন্তু একমাত্র সে তা লক্ষ্য করল। অন্যরা তখন বেঢপ পালকিগুলো পারাপার করতে ব্যস্ত। তাদের সামনের হাজার হাজার যান জলাভূমির তলদেশে আটকে আছে এবং পারাপার শেষ হতে মধ্যরাত

পেরিয়ে গেল এবং তারা শেষ রত্নের গাড়িটা সজোরে টানছে পাড়ে উঠানোর জন্য। 'জোরে টান দাও!' আদেশ ও চাবুকের তীক্ষ্ণ আওয়াজ অন্য তীরের উপর আছড়ে পড়ল।

তখন ক্যারাভানের প্রধান রাজ স্ত্রীদের জন্য দুটি বহনকারী বিশাল চেহারার চেয়ার নিয়ে এল। তারা আসনে বসল এবং দাসদের দল তাদের বয়ে নিল। যখন তারা অন্য তীরে পৌঁছল তখন সেখানে আরো হৈচৈ ও দ্বিধা জমে উঠল কারণ একটা রত্নের গাড়ির চাকা হারিয়েছে এবং সামনের রাস্তা আটকে দিয়েছে। এই দুর্ঘটনার ধাক্কায় দাসরা যারা হেজারেটকে বহন করছিল কিছুটা ভারসাম্য হারাল। ফলে চেয়ারের পাদানি উপচে পানি তার পায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল যা তার স্যান্ডেল ভিজিয়ে দিল। হেজারেট তখন জোরালো ভাবে আদেশ করে বলল যেন ঐ দাসদের ওখানেই শাস্তি দেওয়া হয়। কর্ম সর্দারের চাবুকের আওয়াজ ও দুরাচারীদের আর্তনাদ ও চিৎকার চেঁচামেচির সাথে যোগ হলো।

এগুলো ছাপিয়ে মেরিকারা আবার নাইটিংগেল-এর ডাক শুনল এইবার আরো নিকটে এবং ঝর্নার একই পাশে। 'আমাকে নিরাশ করো না', সে মিশাকে বলল।

'আমার জীবন আপনার, মালকিন।' মেয়েটি উত্তর দিল এবং মেরিকারা তাকে চুমু খেল।

'তুমি তা আগেও প্রমাণ করেছ এবং আমি তা কখনও ভুলব না।' সে মিশার কাছ থেকে ঘুরল এবং শান্ত ভাবে অন্ধকারে হাঁটা শুরু করল।

শুধুমাত্র হেজারেট তাকে একটু লক্ষ্য করল। 'তুমি কোথায় যাচ্ছো, মেরিকারা?'

'খারাপ পরীদের তাড়াতে।' তাদের শিশুকালের সুভাষণ ব্যবহার করল মেরিকারা। হেজারেট আর কিছু না বলে পাদানিতে পা রেখে তার নিজের পালকিতে চড়ল এবং পর্দা টেনে দিল।

রাস্তা থেকে আড়াল হতেই মেরিকারা থেমে তার নিজের অদক্ষ পাখির ডাক দিল। তৎক্ষণাৎ একটা শক্ত হাত তার উর্ধ্ব বাহুটা ধরল এবং তার ভাইকে তার কানে ফিসফিস করে বলতে শুনল, 'দোহাই থাম, ছোট্ট সোনামণি। এখান থেকে বীরসেবা পর্যন্ত সকল নাইটিংগেলকে দেখছি তুমি ভয় পাইয়ে দেবে।'

সে ঘুরে তার সব শক্তি দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল ও এতো আবেগ আপ্লুত হয়ে গেল যে কোন কথা বলতে পারল না। আলতোভাবে নেফার বন্ধনটা খুলে তাকে অন্ধকারে নদীতে নিয়ে চলল। নেফার দ্রুত চলছিল এবং শব্দ না করে। মনে হল তার বুঝি সিংহের ন্যায় রাতের দৃষ্টি আছে কারণ সে কখনো হোঁচট খেল না বা ইতস্তত করল না। সে কোন কথা বলছিল না শুধুমাত্র ফিসফিসিয়ে মাঝে মাঝে সতর্ক করছিল যখন কোনো গর্ত বা বাঁধা এল রাস্তায়। মেরিকারা তাকে অন্ধের মত অনুসরণ করে গেল। অর্ধরাতের পর সে থামল তাকে বিশ্রাম দিতে।

'মিশা কি জানে কি করতে হবে?' নেফার জিজ্ঞেস করল। 'সে পালকির পর্দা বন্ধ রাখবে এবং জিজ্ঞেস করলে সবাইকে বলবে যে আমি ঘুমাচ্ছি এবং বিরক্ত হতে চাই না। কেউ জানবেই না যে আমি চলে গেছি।'

'যতোক্ষণ না তারা কাল থামছে'; নেফার শুধরে দিল। 'আমাদের মাত্র ওটুকু সময়ই আছে পালানোর জন্য। তুমি চলার জন্যে প্রস্তুত? আমাদের এখানে নদী পার হতে হবে।'

খুব সহজে সে তাকে কোলে তুলে বহন করে পার করল। মেরিকারা তার ভাই কতটা শক্তিশালী হয়েছে দেখে অবাক হয়ে গেল। তার হাতে তাকে একটা পুতুল মনে হচ্ছিল। বিপরীত পারে তাকে সে নামালো এবং তারা চলতে লাগল আবার। একটু পর সে তার নাকে হাত দিল। 'ঐ জঘন্য গন্ধটা কিসের?' সে বিতৃষ্ণা নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'এটা তুমি'; নেফার তাকে বলল। 'এমন একজন যে তোমার স্থলাভিষিক্ত হবে।' কথাটা শেষ হওয়ার পূর্বে দুটি কালো অবয়ব তারার আলোয় তাদের সামনের পথে পা বাড়িয়ে বেরিয়ে এল এবং মেরিকারা ভয়ে একটু আওয়াজ করে উঠল।

'এরা টাইটা ও ম্যারন', তাকে নিশ্চিত করতে বলল নেফার। তারা তাকে ছোট ছোট গাছের ঝোপের মধ্যে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল। তারপর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে ম্যারন লিলেনে ঢাকা শবটা খুলল যা সে বহন করছিল? ক্ষীণ হলুদ আলোয় মেরিকারা বিভীষিকাময় বস্তুটি মাটিতে ছড়িয়ে থাকতে দেখে নেফারকে ভয়ে আঁকড়ে ধরল। একটা মৃত দেহ এতো ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যে বলা মুশকিল এটা কোনো মানুষ এবং মহিলা।

'এখন দ্রুত?' নেফার তাকে বলল। 'তোমার সব গহনা ও কাপড় আমাকে দাও।'

মেরিকারা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সবকিছু নেফারের হাতে তুলে দিল। পরিবর্তে টাইটা অতিরিক্ত এক প্রস্ত কাপড়, জামা, স্কার্ট ও স্যান্ডেলের একটা বান্ডিল দিল তাকে।

নেফার মরদেহটার পাশে হাঁটুগেড়ে বসে মৃত মেয়েটার গলায় নেকলেসের সূতা বাধল এবং আংটি ও চুরিগুলো কংকালসার আঙ্গুল ও কব্জিতে পড়িয়ে দিল। সে মেরিকারার স্কার্ট ও নিতম্বের পোশাক ওটার শক্ত পায়ে পরাতে পারল না। অগ্যতা সে তা ছিড়ে ময়লা মাখাল। তারপর সে তার নিজের বৃদ্ধাঙ্গুল ছুরি দিয়ে কাটল এবং সুন্দর কাপড়ের উপর সতেজ রক্ত ঝড়ালো। নিকটে থাকা ক্ষুধার্ত হায়েনা দলের সমোচ্চারিত চিৎকার ও ডাকাডাকি ভেসে এল সাথে সাথে তখন।

মেরিকারা কেঁপে উঠল। 'তারা দেহটার গন্ধ পেয়েছে।'

'তারা নাজাকে বিশ্বাস করানোর জন্য খুব অল্পই প্রমাণ রেখে যাবে। সবাই ভাববে যে তোমাকে বন্য পশুরা খেয়ে ফেলেছে।' সে উঠে দাঁড়াল। 'এখন আমাদের যেতে হবে।'

ঝর্ণার উজানে একটু দূরে রথগুলো অপেক্ষা করছিল। নেফার তাদের চিহ্ন মৃত মেয়েটার দেহের কাছাকাছি ফেলে যেতে চাইল না। সে মেরিকারাকে তার পাশে পাদানিতে তুলে পূর্ব দিকে তাকাল। 'ভোরের তারা', সে শান্ত ভাবে বলল। 'এক ঘণ্টার মধ্যে আলো ফুটবে। আমরা বাকি অন্ধকারে দ্রুত এগিয়ে যাবো।'

যখন উষা ফুটল, গোলাপ ও মিষ্টি হলুদ ফুলের সুবাস তাদের পিছনের আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারা তখন মালভূমির ঢালে অর্ধেক পথ নিচে নেমে গিয়েছে এবং তাদের নিচে মরুভূমি ছড়িয়ে আছে বিস্তৃত প্রান্তর জুড়ে।

এ এমন মহিমান্বিত দৃশ্য যে না চাইতেও তারা ঘোড়ার লাগাম টানল এবং শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়ে সোনালি বালুর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে, ম্যারন ছাড়া বাকি সবাই। বাতাসে যারা প্রভুদের সান্নিধ্য পেতে অর্ধ পৃথিবী জুড়ে ভ্রমণ করেছে তাদের নামে সে পূজা করল। তারপর মেরিকারার দিকে তাকিয়ে রইল যে প্রথম রথে তার ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। দীর্ঘ রাতের যাত্রায় সে তার কাছ থেকে অন্ধকার দিয়ে লুকানো ছিল। কিন্তু এখন সকালের সূর্য তার উপর পড়তেই সে তাকিয়ে রইল মুগ্ধ নয়নে। সে তার জীবনের বেশির ভাগ সময় তাকে জেনেছে তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, দুষ্ট বালিকা হিসেবে। দুই বছরের মধ্যে এই প্রথমবার সে তার দিকে দৃষ্টি দিল। সময় তার মাঝে এক অলৌকিক পরিবর্তন এনেছে। এখন প্রতি মুহূর্তে তার প্রতিটি নড়াচড়া ও তার মাথার প্রতিটি ঘূর্ণন মাধুর্যময়। তার চেহারার কোনো অংশ সরু, দেহের প্রতিটি বাঁক মনোরম। তার ত্বক ক্রিম ও মুক্তার ন্যায়। তার চোখ যে কোন পান্নার চেয়ে সবুজ ও উজ্জ্বল। তার কণ্ঠ ও হাসি সবচেয়ে মনোহরিণী সঙ্গীত যা সে এ পর্যন্ত শুনেছে।

টাইটা তার অভিব্যক্তি ধরল এবং মনে মনে হাসল। এমনকি সবচেয়ে ভয়ংকর পরিস্থিতিতে জীবন নিজেকে নতুন করে লড়াই করতে শেখায়, সে ভাবল। তারপর উচ্চস্বরে বলল, 'মহামান্য! আমাদের এখানে দেরি করা ঠিক নয়। ঘোড়াগুলোর পানি দরকার।'

পাহাড়ের পাদদেশে তারা প্রধান সড়ক ছেড়ে দক্ষিণে বিশাল তিক্ত হ্রদ বরাবর রওনা দিল। তারা চলতে থাকল যতোক্ষণ না তারা প্রথম পানি পাত্রের গুপ্ত ভান্ডারে এসে পৌঁছল যা তারা তাদের ফিরতি যাত্রার জন্য ফেলে গিয়ে ছিল এবং দেখল হিল্টো সেখানে ছিল তাদের পূর্বে। তার রথের দাগ থেকে তারা বলতে পারল যে তার রথগুলো স্বর্ণের বাটে বোঝাই ফলে খুব ধীরে তা চলছে এবং সে সামনে খুব বেশি দূরে নয়।

তারা স্বস্তি পেল যে সে সব পানি শেষ করেনি বরং চারটা জার অস্পর্শ রেখেছে যা তাদের ঘোড়াগুলোর জন্যে যথেষ্ট। এ দিয়ে তারা পরবর্তী মরুদ্যান যিনাল্লাতে পৌছতে পারবে।

যদিও মেরিকারা নেফার ও টাইটার সংস্পর্শে উৎফুল্ল ও প্রাণবন্ত ছিল, কথা বলল ও হাসি তামাশা করল তবুও সে কোন কারণে ম্যারনকে খেয়াল করল না অথবা তার দিকে তাকাল না। যখন সে বুঝল যে তা করা নিরাপদ চুপিসারে একবার তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। যদিও তা বেশিদিন আগে নয় সে তাকে প্রভুত্বের তাচ্ছিল্য নিয়ে বিবেচনা করেছে, তবুও ম্যারন এখন খুব দমিত তার সাথে সরাসরি মুখোমুখি হতে। কারণ সে হল রাণী, যদিও হোক না ভূয়া ফারাও এর। এখন তার চোখে সে কমপক্ষে একজন দেবী।

এক শত বার হবে তারা থেমেছে আর এখন সে নিজেকে তার দিকে সরাসরি নিষ্পাপভাবে চোখ রেখে ছড়ানো একাসিয়া গাছের অপ্রতুল ছায়ায় বিশ্রাম নিল। এবার মেরিকারা তার দিকে চোখ তুলল এবং মাথা বাঁকাল। তখন একটা রাজকীয় আনুগত্য প্রকাশ করল ম্যারন। 'অভিবাদন মহারাণী, আমি আনন্দিত আপনাকে নিরাপদ দেখে। আমি আপনার নিরাপত্তা নিয়ে মারাত্মক ভাবে চিন্তিত ছিলাম।'

সে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল, খুঁজল ও হিসেব করল তার বর্ধিত উচ্চতা এবং তার কাঁধের আত্মবিশ্বাসী শক্তিশালী গঠনটা। সে দেখল তার চুল কত ঘন ও বড় হয়েছে। এই দিনে শুধু এ প্রথমবার নয় সে তার শ্বাস-প্রশ্বাসে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা খেয়াল করল। 'ম্যারন ক্যামবাসিয়েস,' তার গলা কেঁপে উঠল;

'শেষ বারের হিসেবে তোমার সাথে আমার একটা লেনদেন বাকি আছে। তুমি আমার প্রিয় ঘুড়িটা ভেঙে দিয়েছিলে। আমি কি আবার তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?'

'আপনার জীবন দিয়ে।' সে আন্তরিক ভাবে বলল।

ঘোড়াগুলো ক্লান্ত ছিল ও বিশ্রাম নিল। চলার সময় হলে মেরিকারা তার ভাইকে আকস্মিকভাবে বলল, 'তোমার ঘোড়াগুলো সারারাত আমার অতিরিক্ত ওজন বহন করেছে। আমার মনে হয় আমার এখন তাদের মুক্তি দেওয়া উচিত।'

'তুমি তা কিভাবে করবে?' তাকে হতভম্ভ দেখাল। 'আমি অন্য রথে চড়ব', সে বলল এবং যেখানে ম্যারন তার জন্য অপেক্ষা করছিল সেখানে গেল।

পরের দিন তারা যিনাল্লার মরুদ্যানে পৌছাল এবং সেখানে হিল্টোর দলটা তাদের আগে গিয়ে অবস্থান নিয়েছে। এবার নেফার রথের মধ্যে লোকজন ও বাটগুলো সমানভাবে ভাগ করে দিল এবং তারা আরো ভালো গতিতে গালালার দিকে এগিয়ে চলল তখন।

মিনটাকা হাথোর মন্দিরের ছাদের উপর ছিল, যা সে এবং আরো কয়েকজন মহিলা ও কয়েক জন বৃদ্ধ লোক মিলে দেবীর জন্যে তৈরি করেছে যাতে তারা তার উপস্থিতিতে তাদের পূজা করতে পারে। ভবনটা হয়তো হাজার বছরের পুরানো হবে, নির্ণয় করার কোন রাস্তা নেই। অনেকগুলো প্রাচীর চিত্র তখনও চমৎকার অবস্থায় ছিল এবং শুধুমাত্র একটু কষ্ট করে তা উপরে উঠানোর দরকার। ছাদটা ছিল আরেক চিন্তার বিষয়। যাহোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপাদানগুলো দিয়ে খুব ভালোভাবেই দেয়ালের বড় গর্তগুলো ঢাকা গেল। শুধু পচা কাঠের স্তূপগুলো সরানোর দরকার ছিল যা পূজারীদের মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রেখেছে। মিনটাকা এই কাজের দেখাশুনা করল। সে অন্য মহিলাদের মত সাধারণ কাপড় পরিধান করেছে যা ছিল খুব পুরানো এবং তাদের মত সেও রোদে পুড়ে বাদামী হয়ে গিয়েছে। এই জীবনটা তার রাজকীয় যাপন থেকে অনেক আলাদা এবং সে তার নতুন স্বাধীনতা ভালোই উপভোগ করছে। বিশেষ করে তার নতুন সাধারণ সঙ্গীদের বন্ধুত্ব ও সহচার্যে।

অনভ্যস্ত কাজের ফাঁকে তার ব্যথিত পিঠটা সোজা ও প্রসারিত করে সে উঁচু দেয়ালের উপর সহজভাবে নিজের ভারটা সামলালো, তারপর চোখের সামনে ছায়া দিয়ে নতুন শস্য ক্ষেতের উপর দিয়ে দূরে তাকাল এবং সেচের গর্তের প্যাটার্ণগুলো টাইটার ঝর্ণার পানিতে ঝিকমিক করতে দেখল যা পানিতে পূর্ণ। গরুর পাল ও মোটা লেজের এক পাল ভেড়া সবুজ ছোট মাঠে ঘাস খাচ্ছে কিন্তু খুব অল্প কয়েকটি ঘোড়া সেখানে রয়েছে। গালালার অন্য প্রতিটি মানুষের মতো সেও এই অপূর্ণতা খুব গভীরভাবে অনুভব করল।

সেই সাথে তার অতিক্রান্ত দীর্ঘ ও নিঃসঙ্গ দিনগুলোর প্রতিটি মুহূর্তও ছিল যখন থেকে নেফার শহর ছেড়েছে। সে চোখ ফিরিয়ে নিচের উপত্যকায় তাকাল, শূন্য নিষিদ্ধ পাহাড়গুলোর মধ্যে ওটা শহরের চারপাশের ঝাঁক বাঁধা সবুজ মঠের সাথে বিষন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এ হল সেই পথ যে দিক দিয়ে নেফার আসবে। কোন আশা ছাড়াই সে নীল দূরত্বটা পরিমাপ করল, সে সম্প্রতি প্রায়ই হতাশ হয়ে যায়।

হঠাৎ আলোর ঝলকানির বিপরীতে সে তার চোখ সরু করল এবং তার হৃদ্স্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল। কিছু একটা সেখানে আকাশের অনেক উঁচুতে বিশালত্বের বিপরীতে ক্ষুদ্র বাতাসে ভাসমান একটা পালকের মতো অলীক ও বায়বীয় একটা ধুলোর শয়তান ঝলক তুলল, সম্ভবত একটা বাওকুড়ানী মরুর গরম বাতাসে সৃষ্টি হয়েছে।

সে অন্য দিকে তাকাল এবং তার ঘনকালো ভ্রু থেকে ঘাম মুছল, চোখগুলোকে বিশ্রাম দিতে। তারপর পুনরায় তাকালে ধুলার মেঘটা আরো নিকটে মনে হল এবং সে আশায় বুক বাধল। সেই সময়ে র‍্যাম বাশি সতর্ক করতে জোরে একবার বেজে

উঠল। পাহাড়ের চূড়ার প্রহরীরাও এটা দেখেছে। তার আশপাশের অন্যরা কাজ থামিয়ে তখন উপত্যকায় উঁকি দিল। নিচের রাস্তা থেকে ছেলেমেয়েদের উত্তেজিত চিৎকার এল, বধূরা দৌড়ে ঘরে গেল, রথীরা বাজারের বাইরে যেখানে তাদের যান ছিল সেখানে চলল। সবাই সুখের উত্তেজনায় কর্মব্যস্ত।

মিনটাকা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। সে উঁচু বেদি থেকে নেমে এল যা মন্দিরের বাইরের দেয়াল ঢেকে আছে। বাগানের ফল চোর ধরতে যেমন ব্যস্ত তেমন ব্যস্ততায় সে দৌড় দিল। শাবাকো ট্যানোসের যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ পেরিয়ে প্রধান ফটকের দিকে তার রথ দ্রুত চালাচ্ছে।

'শাবাকো!' সে দৌড়ে তাকে ধরতে গেল। শাবাকো তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এক পাশে সরে এল এবং সে থামাতেই মিনটাকা পাদানিতে তার পিছনে লাফিয়ে উঠল। তারা দ্রুত ফটক দিয়ে প্রবেশ করল, চাকার দাগের পথ দিয়ে।

'এটা কি তারা, শাবাকো? বল আমাকে, তারা কি?'

'আমি তাই বিশ্বাস করি মহামান্য', সে চিৎকার করে বলল, বাতাসের গতি ছাড়িয়ে।

'তাহলে তুমি এতো ধীরে চলছো কেন?'

তাদের সম্মুখের ছোট পাহাড়ে একটা যান দেখা গেল। মিনটাকা ড্যাশ বোর্ডে ঝুঁকে রথীকে চেনার চেষ্টা করল, কিন্তু সে তখনো অনেক দূরে।

'দেখুন মালকিন! সে নীল ছোট পতাকা উড়াচ্ছে।' শাবাকো রং করা কাপড়ের একটা টুকরোর দিকে নির্দেশ করল যেটা রথের উপর একটা লম্বা বাঁশের উপর পড়ে দুলছে।

'এটা নেফার! ওহ্ দেবীকে সকল প্রশংসা, এটা সে!'

মিনটাকা তার মাথার কাপড় টেনে খুলে তা নাড়ালো। নেফার দ্রুত গতিতে চলে এল তার কাছে।

'আমাকে নামতে দাও!' সে শাবাকোর কাঁধ ধরে বলল, তার আদেশ জোরালো করার জন্য। তার ঘোড়াগুলো দুলকি চালে ধীর করল শাবাকো। মিনটাকা রথটা থামার আগেই লাফ দিল। তারপর সে তার দুই বাহু প্রসারিত করে দৌড় দিল এগিয়ে আসা রথের সাথে সাক্ষাৎ করতে।

পিছনে আসতে আসতে টাইটা ভাবল যে তার ব্যাকুলতায় নেফার হয়তো রথটা থামাবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে সরে এল এবং যখন রথটা গতি হারাল সে ককপিটের পাশ দিয়ে অনেক খানি ঝুঁকে গেল এবং মিনটাকার জন্যে হাত বাড়াল, বিশ্বস্তভাবে সেও নিজেকে তার বাহুর বৃত্তে নিক্ষেপ করল। যদি সে ইতস্তত করত বা পিছিয়ে যেত তবে সে ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর নিচে পিষ্ট হত অথবা ধাতুর চাকার নিচে পড়ত নিশ্চিত। কিন্তু সে তাকে ধরে তুলে নিল, তাকে উঁচু করে দুলালো এবং সেও তার বাহুতে হাসল।

নেফার পুরানো শহরের মঞ্চে তার সভাসদদের সমাবেশ ডাকল এবং তাদেরকে সব কিছু বিস্তারিত বর্ণনা দিল। সে রত্নের গাড়ি থেকে বাটগুলো তোলার বিস্তারিত বর্ণনা করল এবং ব্যাকুলভাবে তা শুনল সবাই। তারপর সে তাদের নিকট মেরিকারাকে উপহার দিল এবং বিবৃত করল কিভাবে তাকে নাজা ও টর্কের নাকের ডগা দিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে। তারা চিৎকার করে উঠল তখন,'বাক হার!' এবং তাকে সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়াল।

তারপর নেফার অনুলেখকদের ডেকে তার সভাসদদের সামনে স্বর্ণের বাটগুলো মাপল একে একে। 'শেষ গণনা হল অর্ধ লাখের বেশি, আমার লর্ড! আমরা যা অর্জন করেছি তা এর মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ। হিল্টো অবশিষ্টগুলো নিরাপদে আনতে ওয়াগন নিয়ে যাবে। সে আগামীকাল যাবে কিন্তু তার সাথে যাওয়ার জন্য লোক দরকার।'

মনে হল গালালার প্রতিটি সক্ষম দেহ স্ব-ইচ্ছায় যেতে উদ্যমী, কিন্তু যখন শাবাকো এবং সর্বাধিক পরিক্ষিত ও অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের বাদ দেয়া হল তখন তারা তিক্ত প্রতিবাদ করল। 'ফারাও কি আমাদের এখানে এই গালালায় বসিয়ে রাখবেন বৃদ্ধ মহিলাদের মতো ঘরে বসে স্বপ্ন দেখতে?' শাবাকো জিজ্ঞেস করল।

নেফার হাসল। 'আপনাদের জন্য আমার কাছে আরো কঠোর কাজ আছে। কিন্তু এখন অনেক বেলা হয়েছে এবং একটা বিজিত ভোজ আমাদের জন্য প্রস্তুত। আমরা শীঘ্রই যুদ্ধ সভায় মিলিত হবো, আমি এ ব্যাপারে আপনাদের আমার কথা দিলাম।' সে তাদের নিশ্চিত করল এবং সভা ভেঙ্গে দিল। তারা ক্ষোভে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল, কিন্তু তাদের মেজাজ আবার পুনঃজ্জীবিত হল নতুন তৈরি সতেজ মদের প্রথম পত্র পান করার পর।

নেফার দুটি বলদ ও এক ডজন নাদুস নুদুস ভেড়া জবাই করার আদেশ দিয়েছে এবং তার ফেরার পর থেকে মহিলারা একটা উজ্জীবিত ভোজ প্রস্তুত করতে প্রতিটি মিনিট ব্যয় করেছে। শহরের প্রতিটি পুরুষ ও মহিলাদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং এমনকি পাহাড়ের চূড়ার দূর্গ ও দর্শন স্থানের প্রহরীদেরও তাদের অংশ পাঠানো হল। ঝর্ণাটা খনন করার মতই স্বর্ণ জেতাটা একটা অর্জন ছিল যা পুরো গোত্রটাকে আরো কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

এই উপলক্ষ্যটা স্মরণীয় করার জন্য টাইটা একটি বীরত্বগাঁথা কবিতা লিখল এবং তার সকল সৃজনশীল কাজের ন্যায় এটাও একটা নিদর্শন, মোহিত সফলতা হল। যখন সে শেষ করল তারা তাকে বসতে দিল না, বরং চিৎকার করে ও তাদের পাত্র টেবিলে বাজিয়ে তাকে আরো ৬০ লাইন পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য করল সবাই। তখনই তারা পুরো মহাকাব্যটা মুখস্থ করল এবং সঙ্গীতজ্ঞরা এর একটা সুর দিল সাথে সাথে। সবাই মিলে বিশুদ্ধ আনন্দে তৃতীয় ও শেষ পরিবেশনায় যোগ দিল।

তারপর নেফার যে কোন একজন নাগরিককে যে বক্তৃতা দিয়ে চায় দাঁড়াতে আহ্বান জানালো। বক্তৃতায় কিছুটা অসংলগ্ন ছিল কিন্তু ভালোভাবেই গৃহীত হল, অন্যরা আনন্দে উদ্বেল ছিল অথবা এতো মর্মভেদী ছিল যে অধিকাংশ মহিলা ও অনেক পুরুষ পর্যন্ত আবেগে কাঁদল। এই আবেগে আপ্লুত পরিবেশে মেরিকারা মিনটাকার কোলে মাথা রেখে তার ভাইয়ের সাথে কথা বলল। তাদের চারপাশের হট্টগোল এতো বেশি ছিল যে শোনানোর জন্য তাকে তর কণ্ঠ উঠাতে হল। 'রাজকীয় ও মহান ভাই।' সে তাকে খোঁচা মারল কারণ সেও মদের উপাদান কিছুটা পরীক্ষা করে দেখেছে। 'আমি তোমার কাছে ছোট্ট একটা জিনিস চাই।'

'ছোট্ট বোন, কেউ আর ক্ষুদ্র নেই, তোমার যা খুশি চাও এবং যদি তা আমার ক্ষমতার মধ্যে হয় তবে তুমি তা পাবে।'

'এটা সম্পূর্ণ তোমার ক্ষমতার মধ্যে।' সে বোকার মতো বলল। নিচে টেবিলে ম্যারনের দিকে সে তাকাল। তার উৎসুক দৃষ্টি তখন তার উপর নিবদ্ধ। সে তার চোখ নামাল এবং আবেগের গোলাপী আভায় লাল হয়ে গেল। 'তুমি জান যে শিশু বয়স থাকতেই আমার বিয়ে হয়েছিল আমার সম্মতি ছাড়া ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমি চাই তুমি আমাকে মুক্ত করে দাও যাতে আমি আমার নিজের পছন্দের স্বামীর কাছে যেতে পারি। এটা হবে আমার জন্যে সবচেয়ে দামী উপহার যা তুমি আমাকে কখনো দিয়েছো।'

'তা কি সম্ভব?' নেফার তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, এবং টাইটার দিকে তাকাল। 'তা কি আমার ক্ষমতার মধ্যে যে কোন স্বামী ও স্ত্রীকে আলাদা করে দেবো প্রভুদের সম্মুখে?'

'তুমি ফারাও', টাইটা উত্তর দেওয়ার পূর্বেই মেরিকারা বলে উঠল। 'ঠিক যে ভাবে টর্ক মিনটাকাকে তালাক দিয়েছে, সে ভাবে তুমি আমাকে নাজা থেকে আলাদা করতে সক্ষম।'

'টর্ক মিনটাকাকে তালাক দিয়েছে?' নেফার জানতে চাইল, এতো তীক্ষ্মভাবে যে যারা শুনল চুপ হয়ে গেল।

'তুমি কি জান না?' মেরিকারা প্রশ্ন করল। 'ক্ষমা কারো, তোমার কাছে এরকম সাধারণ ও অচিন্তনীয়রূপে প্রকাশ করার জনে। আমি ভেবেছিলাম এরকম স্মরণীয় সংবাদ এখানেও পৌঁছে গেছে।' নেফার মিনটাকার হাত ধরল ও তার মাথা নাড়ল এতোটাই আবেগাপ্লুত যে কথা বলতে পারল না। মেরিকারা প্রাণবন্ত হয়ে বলে চলল, 'ওহ, হ্যাঁ! তার নিজের পবিত্র দিনে তার নতুন মন্দিরে ফারাও টর্ক একটা ভেড়া বলি দিয়ে তিনবার উচ্চারণ করেছে, 'আমি তাকে তালাক দিলাম।' মেরিকারা হাততালি দিল। 'এবং প্রমাণিত! ভয়ংকর কাজটা শেষ।'

নেফার মিনটাকাকে আরও একটু তার কাছে টেনে নিল এবং টাইটার দিকে তাকাল। বৃদ্ধ লোকটি আইনটা যে কোন মিশরের অনুলেখকদের চেয়ে ভালো জানে এবং নেফারের নীরব জিজ্ঞাসায় সে নিরবে মাথা ঝাঁকাল।

মেরিকারা কথা বলেই চলছিল। 'অবশ্যই, সঙ্গে সঙ্গে তালাকের পর সে আরেকটা ভেড়া বলি দিল এবং ব্যভিচার ও প্রভুদের বিরুদ্ধে অসদাচরণ করার জন্যে মিনটাকাকে মৃত্যুদন্ড দিল।'

নেফার ঘুরে মিনটাকার চোখের গভীরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সেও তাকিয়ে রইল, তারা মেরিকারার প্রকাশিত তথ্যটা বিবেচনা করতে লাগল। ধীরে ধীরে নেফারের চেহারায় একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি ছড়িয়ে পড়ল, একজন দোষী ব্যক্তির ন্যায় তার দন্ডাদেশটা শুনে। 'তুমি মুক্ত আমার, ভালোবাসা।' সে বলল, এবং 'তোমার স্বাধীনতা আমাকেও মুক্তি দিল।'

পরের দিন উষার পূর্বে যখন ভালো মদের প্রভাবে শহরের অধিকাংশ ঘুমাচ্ছিল নেফার একটা পুরানো ভবনে তার ব্যক্তিগত বাসস্থানে টাইটাকে খুঁজতে গেল। টাইটা প্যাপিরাসের স্ক্রোল থেকে চোখ তুলে তাকাল, সে একটা তেলের প্রদীপের মিটিমিটি হলুদ আলোতে পড়ছিল তা।

'তুমি কি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত?' নেফার অদ্ভুত সংশয় নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'দেখতেই পারছ যে আমি ব্যস্ত।' টাইটা বলল কিন্তু সেই সাথে আত্মসমর্পিত চিত্তে সে স্ক্রোলটা কাঠের দন্ডের উপর ভাজ করতে শুরু করল। কিছুক্ষণ নেফার কক্ষটার ভেতর উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাফেরা করল, কিছু জিনিস দেখার জন্য থামল যা বৃদ্ধ লোকটি সংগ্রহ করেছে। যতোদিন ধরে তারা এখানে গালালায় আছে– রঙে বেরঙের পাখিদের সংরক্ষিত চামড়া, ছোট স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপের কংকাল, শুকনো কাঠ অথবা চারাগাছের অস্বাভাবিক আকৃতির টুকরো এবং অন্যান্য আয়তাকার বস্তু, বোল অথবা বোতল অথবা থলের মধ্যে যা বেঞ্চের উপর অথবা অস্বাভাবিক স্তুপ করা সব সংগ্রহ করেছে। টাইটা ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করল তার আগমনের কারণটা জানতে, যদিও সে ভালোভাবেই জানত যে তা কি হতে পারে।

নেফার অনেক পুরানো কাঁকড়ার একটা ফসিল তুলে নিল এবং তা প্রদীপের আলোয় ধরল। 'মিনটাকা আর টর্কের সাথে বিবাহিত নয়।' সে বলল চোখ না তুলেই।

'আমার দুই কানে তখন পাথর চাপা পড়েছিল না যে আমি বুঝতে সক্ষম ছিলাম না।'

নেফার ফসিলটা পূর্বের স্থানে রেখে দিল এবং আইসিসের একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি তুলে নিল যা টাইটা শহরের দেয়ালের নিচ থেকে খুঁড়ে তুলেছে। এর উপরটা সবুজ তাম্রলংকের ভারি স্তরে ঢাকা।

'চিফ্রেন এর মূর্তির নিচে একজন রাজার বিয়ের উপর কি কি শর্ত আরোপিত হয়েছে?' যে সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করল।

টাইটা চিন্তায় মগ্ন হয়ে আনমনে তার নাক ধরল এবং নিরীক্ষণ করল সে তার তর্জনীর শেষ প্রান্তে কি ধরে আছে। 'অন্য যে কোন বিয়ের কন্যার মতো তার স্ত্রীরও বিয়ে করার জন্য স্বাধীন হওয়া উচিত, হয় একজন কুমারী অথবা একজন বিধবা।' সে বলল।

'অথবা তার স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত।'

'অথবা ক্ষমতাধীন ফারাও এর আইন দ্বারা', টাইটা মাথা ঝাঁকাল এবং 'সে দেবত্বপ্রাপ্ত বা বিয়ে করার পূর্বে তাকে তার সার্বভৌম ক্ষমতায় স্থিরকৃত হওয়া উচিত।'

'স্থিরকৃত হওয়ার জন্য ফারাওকে অবশ্যই তার সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছাতে হবে। যা আমার নেই অথবা তার গড বার্ড ধরতে হবে, যা আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু বিফল হয়েছি, অথবা তাকে যুদ্ধে পারদর্শী হতে হবে– রেড রোড এ।' নেফার থামল তারপর বলে চলল, 'যা আমার নেই এখনো।' সে শেষ শব্দটায় জোর দিল। টাইটা চোখ পিটপিট করে তাকাল, কিন্তু উত্তর দিল না।

নেফার মূর্তিটাকে রেখে দিল এবং সংকল্প নিয়ে টাইটার দিকে তাকাল। 'আমি রেড রোড এ অংশ নিতে ইচ্ছুক।'

টাইটা নিরবে তাকে পর্যবেক্ষণ করল। 'তুমি এখনো তোমার পূর্ণ বৃদ্ধি ও শক্তিতে নেই।'

'আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি এবং শক্তিশালী।'

'তোমার সাথে কে দৌড়াবে?'

'ম্যারন।' নেফার দৃঢ়ভাবে বলল।

'আরো অধিক শক্তিশালী ও অধিক অভিজ্ঞ লোক আছে যারা তোমাকে আরো বেশি সাহায্য করতে পারবে। অনেক লোক আছে যারা ট্যামোসিয়ান বংশের একজন ফারাও এর চুলের বিনুণী একত্রিত করতে খুব ভালোবাসে।'

'আমি ম্যারনকে কথা দিয়েছি।' নেফার দৃঢ়ভাবে বলল।

দুটো কুকুরছানা তাদের উদ্যমতা ও অজ্ঞতায় তাদের নিজেদের থাবায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, টাইটা ভাবল কিন্তু পরিবর্তে সে বলল, 'গালালায় কোন অক্ষত ঘোড়া নেই। অন্তত একটি, যা এই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে।'

'আমি জানি কোথায় তাদের পেতে হবে। নাজা ও টর্ক অরক্ষিত অবস্থায় এর অনেকগুলো মিশরে ফেলে গেছে।' টাইটা ঐ জোরালো উক্তির বিভ্রান্তি চিহ্নিত করে তাকে বিব্রত করল না। ভুয়া ফারাও মিশর প্রহরায় এমনকি তার মেসোপটেমিয়া অভিযানে তাদের সাথে যতো নিয়ে গেছে তার চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ সৈন্য রেখে গেছে। কিন্তু সে জানে নেফার কোন যুক্তি শুনতে ইচ্ছুক নয় যা তার নির্ধারিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়।

'যদি তুমি ব্যর্থ হও তবে তুমি তোমার চুলের থেকে বেশি হারাবে। তুমি এতোটাই সম্মান হারবে সে সিংহাসনের প্রতি তোমার দাবিও ব্যর্থ হতে পারে।'

'আমি ব্যর্থ হব না'; নেফার শান্ত ভাবে বলল। টাইটা ঠিক এই উত্তরটাই আশা করেছিল।

'তুমি কখন রেড রোড চেষ্টা করতে চাও?' সে জিজ্ঞেস করল।

'প্রথমে আমাকে আমার ঘোড়া পেতে হবে।'

যখনই তারা ঝর্ণা খনন করেছে এবং গালালাকে স্থায়ী বসতি হিসেবে ব্যবহার শুরু করেছে তখনই নেফার টাইটার উপদেশে শহরের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন করেছে। মানুষের মল, গবাদি পশুর বর্জ্য ও ঘোড়ার সারি থেকে গোরুর গোবর পর্যন্ত গাড়িতে একত্রিত করে সার হিসেবে জমিতে ছিটানো হয়। আর বাকি অবশিষ্টাংশ উপত্যকার প্রান্তের জলায় নেওয়া হলে তা শীঘ্রই কাক ও চিলের, শকুন ও কলিজা খাদকের স্থায়ী আবাসে পরিণত হয়েছে। বেবুনগুলো পাহাড় থেকে নেমে আসে এবং শতশত খেঁকশিয়াল ও বেওয়ারিশ কুকুর আবর্জনার স্তূপ থেকে খাবার খায়।

নেফারের আদেশে প্রত্যেক সন্ধ্যায় জলাশয়ে ফাঁদ পাতা হল এবং পরের দিন সকালে আটক প্রাণীগুলোকে খাঁচায় ভরে নিয়ে আসা হলো।

এর মধ্যে শাবাকো ও তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোকদের নীল উপত্যকার শহর ও গ্রামে খোঁজ নিতে ও গোপন খবর সংগ্রহ করতে পাঠাল। তারা সরাইখানায় পান করল এবং ভ্রমণকারী যাদের সাথে তাদের পথে দেখা হলো তাদের প্রশ্ন করল। তারা প্রতিটি দুর্গ এবং রক্ষী সেনাদলকে লক্ষ্য করল এবং সৈন্য যাদের শহরে ঢুকতে, ত্যাগ করতে এবং কুচকাওয়াজ করতে দেখল তাদের সংখ্যা গুনল। সপ্তাহ পরে তারা সংবাদ নিয়ে ফিরে তার বিস্তারিত ও সঠিক তথ্য দিল।

তারা রিপোর্ট করল যে ভুয়া ফারাওরা তাদের পিছনের যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য কমপক্ষে তাদের অর্ধ পদাতিক বাহিনী, বর্শাবাহক, গুলতিধারী ও ধুনকারীদের রেখে গেছে। সীমান্তের সব দুর্গগুলো পুরোপুরি প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ও প্রহরারত এবং রক্ষীসেনারা মনে হলে সচকিত ও হুঁশিয়ার। 'তাদের অশ্বারোহী দলের খবর কি?' নেফার জিজ্ঞেস করল, যখন শাবাকো তার দীর্ঘ রিপোর্টের শেষ প্রান্তে চলে এল।

'টর্ক তার অধিকাংশ রথ তার সাথে মেসোপটেমিয়ায় নিয়ে গেছে। সে মিশরে দুই রেজিমেন্টেরও কম সৈন্য রেখে গেছে। যাই হোক সব সৈন্যরা আরো অধিক রথ নির্মাণের কঠিন কাজে ব্যস্ত।'

'ঘোড়াগুলো?' নেফার জানতে চাইল।

'তারা উভয় রাজ্যের প্রতিটি প্রাণী দখল করে নিয়েছে। এমনকি তারা সৈন্য ব্যবসায়ীদের লিবিয়া পাঠিয়েছে, তারা যা পায় তা ক্রয় করবে। মনে হয় নতুন অশ্ব সরবরাহ নির্বাসনগুলো থেইন ও মানাশি পুরো শক্তিশালী। যাই হোক এদের অধিকাংশ প্রাণীগুলো মনে হয় তরুণ ও অদক্ষ। কঠিন যুদ্ধে প্রশিক্ষিত প্রাণীগুলোকে পূর্বে আর্মিরা তাদের সাথে নিয়ে গেছে।'

'থেইন', নেফার সিদ্ধান্ত নিল। 'এটা মানাশি থেকে মরুর বেশি কিনারে ও কাছে।' তার মনে পড়ল যে থেইন হলো সেই জায়গা যেখানে টাইটা নাজার থেকে নেওয়া তার আজ্ঞাবহের কাগজটা ব্যবহার করেছিল সোক্কোর কাছ থেকে সতেজ ঘোড়া ও রথ সংগ্রহ করতে যে ছিল হিল্টোর পুরানো সহযোগি। তারা তখন মিনটাকাকে অ্যাভারিস থেকে উদ্ধার করার জন্যে রাস্তায় ছিল। সে তার মন পিছনে ফেরালো এবং রক্ষী সেনাদল ও প্রহরারত সৈন্য দলের অবস্থা মনে করার চেষ্টা করল কিন্তু তা ছিল অনেক দিন আগের।

'তুমি থেইন সম্পর্কে যতোটুকু পার বল। এখনও কি সেখানে সোক্কো নেতৃত্ব দেয়?'

'আমরা দুর্গের একজন সার্জেন্টের সাথে স্থানীয় সরাইখানায় মদ পান করে ছিলাম। সে বলেছে যে সোক্কো এতো ভালো কাজ করেছে যে তাকে দশ হাজার সৈন্যের মধ্যে সর্বোত্তম পদে উন্নীত করা হয়েছে।'

দশদিন পর, নেফার ও টাইটা ঘন সবুজ ঘাসের মধ্যে বসেছিল এবং ছাগলের পাল দেখার ভান করছিল যা তাদের চারপাশে চড়ে খাচ্ছে। যদিও থেইনের দুর্গের চারপাশের ভূমি ভালোই আবাদী ও ঘাসে পূর্ণ তবুও তা ছিল সমতল, গাছ বিহীন ও বৈশিষ্ট্যহীন। সেখানে কোন পাহাড় ছিল না যেখান থেকে তারা দূরের ক্যাম্পটা দেখতে পারবে। সবচে কাছের উঁচু ভূমি মরুর কিনারা বরাবর পূর্বদিকে এক ক্রোশ।

তারা দু'জনে বেদুঈনদের ছেঁড়া ধুলামাখা কালো পোশাক পড়েছে। এই ছদ্মবেশে তারা একজোড়া খরগোশের বা কাকের ন্যায় সহজভাবে ঘুরে বেড়াতে সক্ষম। বিরতি নিতে তারা দাঁড়াল এবং ছাগলগুলোকে দুর্গের আরো একটু কাছে নিয়ে নিয়ে গেল। তারপর আবার বেদুঈন রাখালদের মতো করে আসন করে বসে পড়ল।

তারা যেখানে বসেছিল সেখান থেকে নতুন অশ্ব সরবরাহের পালগুলো খুব দূরে ঘাস খাচ্ছিল না। অস্ত্রধারী ও ইউনিফর্ম পরা রাখাল প্রহরারত সেখানে। 'আমার মনে হলো এখানে দুই হাজারের অধিক প্রাণী হবে।' নেফার অনুমান করল।

'সম্ভবত অতো নয়', টাইটা তার মাথা ঝাঁকালো। 'পনের শত এর কাছাকাছি, কিন্তু আমরা যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব তা থেকে বেশি।'

দীর্ঘ সকাল-বিকাল জুড়ে তারা দেখল ও অপেক্ষা করল। সৈন্য সারির পাশে বেড়ার মধ্যে রাখালেরা কাজ করছিল। তরুণ প্রাণীগুলোকে রথের হার্নেস থেকে তারা খুলছে। বিকেলে তাদের চিৎকার করা আদেশ শেষে ঘোড়ার পালগুলোকে মাঠ থেকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং দুর্গের ওপাশে পৌছিয়ে দীর্ঘ আস্তাবলে রাখা হলো। দূর থেকে তারা তাদের বাঁধতে ও রাতের জন্য বিছানা পাততে দেখল।

যখন সূর্য ডুবছিল, নেফার ও টাইটা তাদের ছাগলগুলোকে একত্রিত করে বৃত্ত করল এবং ধীরে ধীরে মরুভূমিতে নিয়ে গেল। গোধূলি লগ্নে চারটি রথের একটা ছোট বিযুক্ত সেনা দল অ্যাভারিস থেকে রাস্তা দিকে হাওয়ার বেগে এল। সামনের রথে দাঁড়িয়ে আছে একজন স্থূলকায় অফিসার, দশ হাজারের, সর্বোত্তম রূপার বর্ম পরিহিত। যখন সে কাছাকাছি এল তারা দু'জনে তাকে চিনতে পারল।

'সেথের অভিশাপ পড়ুক এর উপর', নেফার বিড়বিড় করল। 'এ তো সোঙ্কো, হিল্টো পুরানো সহযোদ্ধা। সে কি আমাদের চিনবে?'

তারা তাদের মাথা নোয়ালো, অনুগতভাবে তাদের কাঁধ নামাল এবং ছাগলগুলোর পিছনে পা টেনে এগিয়ে চলল। হঠাৎ সোঙ্কো তার গতি পরিবর্তন করে সরাসরি তাদের দিকে তার রথ চলালো। 'তুই অসভ্য জঞ্জাল!' সে চিৎকার করল! 'কতবার তোকে সাবধান করেছি ও বলেছি তোর নোংরা রোগাক্রান্ত পশুগুলোকে আমার ঘাস ও ঘোড়া থেকে দূরে রাখতে।' সে নিচু হয়ে নেফারের কাঁধে সশব্দে আঘাত করল। চাবুকটা তার শরীরে মাংস কেটে বসে গেল এবং লাল দাগ নেফারকে অন্ধ করে দিল।

সে সোঙ্কোকে রথ থেকে প্রায় টেনে বের করতে যাবার পূর্বে টাইটা তাকে ধরে ফেলল এবং তাকে সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই স্থির রাখল। মনে হল এটাও সোঙ্কোকে আক্রমণ করল, কারণ তার কণ্ঠ পরিমিত হলো যখন সে তার চাবুক কুন্ডলী করল এবং বলল 'যদি আমি তোমাদের আবার এখানে পাই তবে তোমাদের বিচি খুলে নেবো।' সে তার যান পুনরায় রাস্তার দিকে ফিরিয়ে দুর্গের দিকে দুলকি চালে চলে গেল।

ছয় রাত পর নতুন চাঁদের অন্ধকারে তারা শক্তি নিয়ে থেইন এ ফিরল। গালালা হতে প্রতিটি লোক যারা পায়ে চলতে পারে তারা সহ ৪০ জন ঘোড়া সাওয়ারী কালো কাপড় পরিহিত ও অর্ধ ঢাকা চেহারায় রয়েছে। প্রত্যেক আরোহী একটি করে বড় থলে বহন করছিল, ঘোড়ার পশ্চাৎদেশে তা ঝোলানো। থলের ভেতরের জিনিসগুলো দেহ মোড়ানো ও নড়াচড়া করছিল। প্রাণীগুলো চাপা ধ্বনি ও কাতর স্বর নির্গত করছে। প্রতিটি থলেতে রয়েছে দুইটা বা তিনটা জীবন্ত খেঁকশিয়াল। তাদের পা বাঁধা এবং হালকা প্যাঁচানো কাপড়ের টুকরা তাদের মুখে গোঁজা রয়েছে তাদের মুখরোধ করার জন্য।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ চাপা দেওয়া হলো চামড়ার জুতা দিয়ে। নেফার তাদের দুর্গের পশ্চিম পাশের দিকে এক সারিতে প্রশস্ত প্রদক্ষিত পথে নিয়ে গেল। সৈন্যরা সাবধান থাকল যাতে রক্ষীদের সতর্ক না হতে পারে।

প্রতিটি লোক জানে তাকে কি করতে হবে কারণ তারা এই কৌশলটি অনেকবার অনুশীলন করেছে। তারা নিরবে তাদের গঠনে, কালো ঘোড়া সওয়ারীদের অর্ধচন্দ্রাকায় অবস্থায় রাখল থেইন ও নদীর বরাবর। একত্রে থেকে তারা তাদের মাঝের দূরত্ব রাখল যথেষ্ট কাছাকাছি যাতে একটা নিরব নিদর্শন সারি মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে পারে। নেফার ছিল মধ্যখানে, ম্যারন বা দিকের অংশে এবং শাবাকো ডান দিকে।

যখন নেফার সন্তুষ্ট হলো যে তারা অবস্থান ঠিক ভাবে নিয়েছে তখন সে নাটিংগেইলের মত ডাক দিল, তিনবার পুনরাবৃত্তি করল এবং অন্ধকারে তখন সে জ্বলন্ত দাগের লাল সারিটা দেখল। কারণ তার লোকেরা কাদার আগুনের পাত্রের ঢাকনা খুলে দিয়েছে যা সবাই বহন করেছিল। সেও একই কাজ করল। সে তার ঘোড়ার পিছনে রাখা একটা থলের মুখ খুলে ভেতরে হাত ঢুকাল। ঘাড়ে ধরে সে একটা শৃগালী বের করল যে তার মুঠোর মধ্যে আর্তনাদ করে উঠল।

একটা কর্কশ আলকাতারার গন্ধ তার নাকে এল। স্বাভাবিক দুর্গন্ধ ঢেকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী একটা কালো আঠালো তরলে প্রলেপ শেয়ালটার চামড়া ও লেজে দেয়া হয়েছে। টাইটা এই আঠালো পদার্থটি একটা প্রাকৃতিক ঝর্ণা থেকে সংগ্রহ করেছে যা সে আগে থেকেই চিনত। এটা মাটি থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে এবং টাইটা বলেছে যে তা অনেক গভীর থেকে আসে। এটা খুবই দাহ্য কিন্তু সে এটাকে অন্য একটা পদার্থের সাথে মিশিয়েছে, একটা হলুদ স্ফটিক নির্মিত পাউডার যা এটাকে আরো অধিক দাহ্য করে তুলেছে। প্রতিটি আটক করা খেঁকশিয়ালকে এই মিশ্রন দিয়ে লেপ দেওয়া হয়েছে।

নেফার তার ছুরি দিয়ে প্যাঁচানো রশিটা কাটল যা শৃগালীর চারটি থাবা একসাথে বেঁধে রেখেছিলো। প্রাণীটা মুক্ত হতেই নেফার তার হাতের মধ্যে রেখে তাকে লাথি দিল, প্রাণীটা তোলপাড় করল। সে তার পশমি লেজটা আগুনের পাত্রে স্পর্শ করাল যা ফুতফুত করে ধোঁয়া সৃষ্টি করে আগুন ধরাল। পালানোর জন্য প্রাণীটা তার চেষ্টা দ্বিগুণ করছে, কিন্তু মুক্ত হওয়ার পূর্বে নেফার তার ঠোঁটের মধ্যে ছুরির ডগা ঢুকিয়ে দিয়ে প্যাচানো রশি কেটে দিল যা তার মুখরোধ করেছিল। সাথে সাথে সে তার চোয়াল প্রশস্ত করে একটা কান ফাটানো চিৎকার দিল, অলীক ও ভয়ার্তক। নেফার তাকে মাটিতে ফেলে দিল এবং ছোট প্রাণীটি আগুনের একটা প্রবাহ এবং স্ফুলিঙ্গ তার পিছনে ছড়িয়ে গর্জন করতে করতে ছুটে গেল ও এমনভাবে চিৎকার করছে যা তার স্নায়ুকে সচকিত করল এবং তার ঘাড়ের পিছনের চুল খাড়া করে ফেলল।

তারপর থলে থেকে আরেকটা খেঁকশিয়াল বের করল সে। অন্ধকারে আগুনের সব বৃত্তগুলো সারি ধরে জ্বলল, খোলা মাঠে ঘুরে বেড়ালো এবং এক ভয়ংকর কাতর গর্জন রাতটাকে অশুভ করে তুলল। যন্ত্রণা কাতর প্রাণীগুলোর অল্প কয়েকটা নদী উপত্যকা ফিরে এল কিন্তু অন্যরা সহজভাবে মরুতে তাদের আবাসের দিকে চলল। থেইনের দুর্গের দিকে সরাসরি তাদের রাস্তায় একত্রে তারা সৈন্য সারির দিকে দ্রুত চলল।

যখন নেফার শেষ চিৎকাররত খেঁকশিয়ালটা অবমুক্ত করল, সে তার তলোয়ার বের করল এবং লাথি দিয়ে ঘোড়া ছুটাল। সে জ্বলন্ত প্রাণীগুলোর পিছু নিল এবং উভয় পাশে তার সাথে তার সৈন্যরা চলছে। তারা সবাই তাদের কণ্ঠে শয়তানের মতো শব্দ করল চিৎকারের সাথে যুক্ত করে।

কয়েকটা শিয়াল তাদের আগুনধরা লেজগুলো শুকনো ঘোড়ার খাবার ও বাসস্থানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ফলে তাতে আগুন ধরে গেল। একটা রহস্যজনক মিটমিট আলোয় দৃশ্যটা আলোকিত হল যা অন্ধকারের যাত্রীদের মনে হলো কোন দৈত্য।

সম্মুখে নেফার দেখল সবচেয়ে কাছের রক্ষীরা তাদের অস্ত্রগুলো একপাশে সজোরে নিক্ষেপ করে পালিয়ে যাচ্ছে জলন্ত প্রাণীগুলোর মতই সজোরে চিৎকার করতে করতে।

'জ্বিন!' তারা আর্তনাদ করল।

'আমাদের রক্ষা কর! সেথ! অন্ধকারের রাজা আমাদের সাহায্য কর।'

'নরকের পাল! ভাগ! ভাগ!'

বাঁধা ঘোড়াগুলো পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল এবং ওগুলো সামনে পিছনে নড়াচড়া করতে লাগল। একটা খুঁটি মাটি উপড়ে উঠে গেল, আরেকটি দীর্ঘ সারির টানে মট করে ভেঙে গেল, বিশটা ঘোড়া তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে গেল এবং আর্তনাদ করা, চিৎকার করা আরোহী যারা ক্যাম্পের মধ্যে ঠেলাঠেলি করছিল তাদের সামনে দিয়ে দৌড়ে বের হয়ে গেল।

নেফার তার ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে শুয়ে দৌড়াদৌড়ি করা রক্ষীদের তার বাঁকা তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে লাগল, তাদের দুই হাতের মধ্যখানে গভীরভাবে আঘাত করল এবং ফলাটা দেহর মধ্য দিয়ে অবাধে যেতে দিল। তারপর নেফার এক সারি ভয়ার্ত ঘোড়া যারা একটা দড়ি ছিড়তে লড়াই করছে মুক্ত হওয়ার জন্য, এক কোপে সে রশিটা কেটে দিল এবং হাঁক দিয়ে তাদের ভয়ার্ত পালটার সাথে যোগ দিতে পাঠালো। তারপর ঘুরে অন্য এলোমেলো পশুদের কাছে গেল এবং মুক্ত মাঠে ধাক্কা দিয়ে তাদের খোয়াড় থেকে বের করে দিল। শাবাকো ও তার লোকেরা তার সাথে জোরে চিৎকার করে গেল, তারা ঘোড়াগুলোকে চাবুক মারছে। লোকজন ও প্রাণীর চলন্ত স্রোত একটা অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করল এবং তাদের পিছনে জলন্ত দুর্গ আলোয় আলোকিত। শিয়ালদের শেষটা জ্বলে মরে

গেছে এবং তাদের কালো ধিকিধিকি পুড়া মৃতদেহগুলো ঘাসে পড়ে রইল যখন আরোহীরা পাহাড়ের দিকে প্রচন্ড গতিতে চলল।

শাবাকো অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল এবং নেফারের পাশে পাশে চলল, 'সেথের মিষ্টি বীজের নামে!' সে চিৎকার করল, 'ওটা দারুন এক মজা হল!' তারপর সে ঘুরে পিছনে তাকাল। 'অনুসরণের কোন চিহ্ন এখনো নেই, বরং বেশি করুণা হচ্ছে। এই আনন্দদায়ক সন্ধ্যার জন্য একটা ভালো পান ও ভোজ হতে পারে।'

'আমি তোমাকে ওয়াদা করছি পরে আরো বেশি বিনোদন হবে।' নেফার হাসল, 'কিন্তু এখন আমাদের অবশ্যই দলটার নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে তারা এলোমেলো হয়ে যাওয়ার পূর্বেই।'

তারা তাদের ঘোড়াগুলোকে জোরে ধাক্কা দিল, ছুটন্ত দলটার মধ্য দিয়ে ছুটল যতোক্ষণ না তারা দলটার প্রথমে চলে এল, আড়াআড়ি ভাগ হয়ে দৌড় থেকে দুলকি চালে তাদের ঘোড়াকে নিয়ে এল এবং তারপর তাদের মুক্ত মরু ও গলালার দিকে ঘুরিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল।

সকাল বেলা ঘোড়ার দীর্ঘ পালটাকে কৃশ পাথুরে গিরিখন্দের মধ্যে ছড়ানো পেল, নেফারের গতি ছিল সহজ কিন্তু ধীর। শাবাকোর তাদের চিহ্নিত করল যখন ম্যারন ও তার রাখালেরা পিছন থেকে দলভ্রষ্টদের দেখাশুনা করতে লাগল।

সূর্যের প্রথম রশ্মির দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে নেফার শাবাকোকে ডেকে বলল, 'তাদের উপর মুখ উপরে ধরে রাখো ও চলতে থাক। আমি পিছনে যাচ্ছি দেখতে যে সোক্কো ও তার লোকেরা এখানে আমাদের পিছু নিয়েছে কিনা।'

যাবার সময় সে ম্যারন ও অন্য তিনজনকে চিহ্নিত করল, সবাই তারা বল্লম ও তলোয়ার চালনায় দক্ষ। সে তাদের ইশারা করল এবং তারা দৌড়ে তার সাথে যোগ দিতে এল। 'যদি তারা আমাদের পিছু নেয়, আমাদের উচিত তাদের মন পরিবর্তনের চেষ্টা করা।'

নেফার পিছনের রাস্তা দিয়ে তাদের নিয়ে চলল এবং একটা স্থানে যেখানে পাথুরের গিরিটা সরু সেখানে পৌঁছে তারা সৈন্যদের তাদের ঘোড়া রাখতে বলে সে ও ম্যারন পাথরে ঢাকা খাড়া খাজে উঠে গেল।

চূড়ায় যখন তারা পৌছল তখন সূর্য দিগন্তে পরিষ্কার, কিন্তু এখনো রাতের ঠাণ্ডা পুরোপুরি যায় নি এবং ধুলা ও তাপের পাতলা স্তর সৃষ্টি হয়নি। ভূমি মরুর ঊষার বিশেষ মৃদু সঞ্চারনশীল আলোয় চকচকে পাথর ও বালিয়াড়ির পর্বত, প্যাঁচানো ও কর্কশ গাছের প্রতিটি অংশকে শ্বাসরুদ্ধকর এক সৌন্দর্য অঙ্কন করেছে।

'ওখানে!' নেফার বলল, ম্যারনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। 'দশজন আরোহী', ম্যারন তাদের প্রথমে দেখতে না পাবার হতাশা লুকানোর চেষ্টা করল।

‘এগার জন!’ নেফার তাকে শুধরে দিল, এবং সে তর্ক করল না। পরিবর্তে সে আনন্দে দাঁত বের করে হাসল। ‘আমাদের পাঁচজনের জন্য সুন্দর বিরক্তি।’

‘আমরা তাদের এখানে নিয়ে আসব।’ নেফার নিচে গিরি খাদের দিকে নির্দেশ করল। ‘ওখানে যেখানে তা সরু। আমি চাই না তাদের খবর অ্যাভারিসে নিয়ে যেতে কেউ বেঁচে থাকুক।’

‘সব থেকে ওটাই আমাকে মানায়।’ ম্যারন হাসল। তারা বড় পাথরগুলোর মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘোড়াগুলোর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তাদের নাসিকায় হাত রেখে তাদের আওয়াজ করতে বা নাক ডাকা প্রতিরোধ করল তারা। আর তখন অদক্ষভাবে ফাঁদের মধ্যখানে নেফার একটা চামড়ার থলে ঝুলালো যা পূর্বে আটককৃত শিয়ালগুলোকে বহন করেছিল।

যখন নিচে গিরিখাতের পাথুরে ভূমি হতে তারা খুরের আওয়াজ শুনল নেফার তখন খোলা ভূমির দিকে তাকাল যেখানে ম্যারন ও অন্য লোকদের একজন লুকিয়ে ছিল, গিরিখন্দের অন্য প্রান্তে। সে আঙুল ছড়িয়ে তার বাম হাত তুলল। চুপ ও সতর্ক থাকার সংকেত। তার পিতা তাকে শিখিয়েছেন যে হাতের ইশারা মুখের আদেশ থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য। বিশেষত যুদ্ধের ময়দানে যখন হার ও নিমজ্জিত হয়ে যাবে, গন্ডগোল অথবা এমন পরিস্থিতিতে যখন লুকিয়ে থাকাই সবচেয়ে জরুরি।

এখন সে অন্য একটা ছোট আওয়াজ করল, বালির আওয়াজের মাঝে উচ্চ কপিকলের ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ। অপর তীরের ঝনঝন শব্দের মাঝে নেফার বড় পাথরটার চারপাশে তাকাল যা তাকে ও তার দুজন সৈন্যকে লুকিয়ে রেখেছে। ফুলের গাছের একটা কটকটে ঝোপ তার মাথার ছায়ামূর্তিটাকে বাধা দিচ্ছে।

গিরিখাতের মুখে একজন দৃশ্যমান হল এবং সৈন্যটি তার ঘোড়া থামাল যখন সে চামড়ার থলেটা পথে পড়ে থাকতে দেখল। সে সতর্কভাবে চারপাশে দেখল এবং তার বাকি সৈন্য তার পিছনে ভিড় করল। এমনকি কুমিরের চামড়ার হেলমেটের নিচ দিয়ে নেফার সোক্কোকে চিনতে পারল এবং তার পিঠে কাঁধের উপর দিয়ে চাবুকটা উঁকি দিচ্ছে।

প্রতিঘাতের উপযুক্ত সময়, নেফার দাঁত চেপে ভাবল। অভিজ্ঞ সৈন্যের ন্যায় সোক্কো সময় নিল পরিস্থিতি বুঝতে, কিছু একটা তার মনে সন্দেহ জাগিয়েছে। সে তার ঘোড়াকে একটু এগিয়ে নিয়ে গেল, বাকিরাও তাকে অনুসরণ করল। সবার দৃষ্টি তখনও থলেটির দিকে, ঘোড়ার পিঠে উবু হয়ে তারা ওটা দেখছে। সোক্কো হঠাৎ আদেশ করল, ‘সবই সতর্ক হও! আমার পিছন দিকটা লক্ষ্য রাখবে।’ বলেই সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। এগিয়ে গিয়ে সে থলেটার উপর থামল। নেফার তখন তার বাম হাতটা উঠিয়ে নির্দেশ দিতেই তার লোকেরা পাথর নিক্ষেপ শুরু করল। তারা একেক জনকে লক্ষ্য স্থির করে আঘাত হানছে এবং হিল্টো ও শাবাকো আগে থেকেই সমঝোতা করে প্রস্তুতি নিয়েছে যেন তাদের উভয়ে একই লক্ষ্যে

আঘাত না করে। পাঁচ জন সেনা এমন স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হল যেখনে কোন বর্ম পরিধান করা থাকে না, তিন জনের গলায় এবং বাকি দুজন পিছনে ঘাড়ে আঘাত পেল। এই পাঁচ জন ঝুপ করে ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে গেল এবং সাথে সাথে তাদের স্টারলেটের খুড়ের নিচে পতিত হলো।

নেফার ও তার লোকজন তখন চিৎকার করতে করতে অ্যাম্বুশ থেকে বেড়িয়ে এল উদ্যত তলোয়ার হাতে, 'হুরাস এবং সেথের নামে!'

প্রথম আঘাতের ঝাপটা সামলে যে সকল যোদ্ধা টিকেছিল তারা দ্রুত ঘুরে তাদের মুখোমুখি হলো, কিন্তু শাবাকোর তলোয়ারের আঘাত ফেরানোর মতো পর্যাপ্ত সময় তারা পেল না। ঘোড়াগুলো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, সোক্কোর দুটি ঘোড়া নিজেদের সামলে নিল এবং তার পিঠের আরোহীকে ছুড়ে ফেলে দিল।

নেফার সবচেয়ে কাছের লোকটিকে ধরল সে তখনো বসেছিল এবং তাকে কণ্ঠ নালীতে আঘাত করে হত্যা করল। ইত্যবসরে সাক্কো তার তলোয়ার বের করে নেফারের পেটের দিকে তেড়ে এল।

নেফার আঘাতটা ঘুরিয়ে দিল এবং তার ঘোড়া পিছিয়ে গেল। তারপর ঘোড়াটা উভয় খুর দিয়ে সোক্কোতে আঘাত করল, যার একটা ছিল নিরেট আঘাত, বালির উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল সে। নেফার তাকে শেষ করতে পারার পূর্বে শত্রুদের আরেক জন তার দিকে এগিয়ে এল দ্রুত। তলোয়ার উঁচু করে নেফার আঘাতের নিচ দিয়ে চলে গেল এবং শত্রুকে পাল্টা আক্রমণ করে হত্যা করল।

প্রথম ধাক্কা থেকে সোক্কোর লোকেরা মাত্র সেরে উঠছে, এদিকে ম্যারনও তার পালা সঠিকভাবে পছন্দ করল। সৈন্যদের সাথে এলোমলো লড়াই এর মধ্যে দিয়ে তীব্র ধাওয়া করল সে। এক সৈন্যের হৃদপিন্ড বরাবর আঘাত করে সে বিজেতার চিৎকার দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ফলাটা বিপরীতে ঘুরিয়ে আবার আরেক জনকে হত্যা করল, এক কোপ ঘাড়ের আড়াআড়ি; তার শিকার টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ল ছিন্ন মাথা নিয়ে।

সোক্কো তার হেলমেট ও তলোয়ার হারিয়ে ফেলেছে এবং হাঁটুগেড়ে বসে পাগলের মতো হামাগুড়ি দিয়ে তার অস্ত্র আবার ধরার চেষ্টা করল। তার লোকদের মধ্যে এখনো একমাত্র সেই সক্ষম প্রতিরোধ করার জন্য। নেফার তার ঘোড়ার পিঠে শুয়ে কাত হয়ে খোলা স্থানটা লক্ষ্য করল যেখানে তার কুমীরের চামড়ার বর্ম বুকের অংশে কাঁধের সাথে বাঁধা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে নিজেকে লক্ষ্যে পৌছাতে পারল না। সে তার আক্রমণ পরিবর্তন করে হালকা করে তার কব্জি ঘুরিয়ে তলোয়ারের হাতলের কাস্তে আকৃতির ফলার বাঁকা অংশ দিয়ে সোক্কোর ধূসর মাথার পিছনে আঘাত করল। লোকটি উপুড় হয়ে বালিতে পড়ে গেল সাথে সাথে।

নেফার চারপাশে নজর বুলালো নিশ্চিত হতে যে সব কিছু ম্যারনের নিয়ন্ত্রণে কিনা, তারপর পিছলে ঘোড়া থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়াল। এমন সময় সোক্কো আর্তনাদ করে তার মাথায় হাত রেখে উঠে বসতে চেষ্টা করল। নেফার সাজোরে

তার গোড়ালি তার শত্রুর বুকের উপর রাখল এবং তাকে পিছন হতে ধাক্কা দিয়ে তার তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ডগা ধরল তার কণ্ঠে বরাবর। 'চিৎকার কর সোঙ্কো, নইলে আমি তোমার মৃত্যুর খবর তোমার মায়ের কাছে, ওই সব একশ দুর্গন্ধময় ছাগলের পালের কাছে পাঠাবো যাদের হাত রয়েছে তোমাকে জন্ম দানে।'

একটা বিমূঢ় অভিব্যক্তি সোঙ্কোর মাঝে স্পষ্ট হলো এবং আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইল।

'মহামান্য', সে সজোরো উচ্চারণ করল। 'আমাকে ক্ষমা করুন, আঘাত করুন, আমার মূল্যহীন জীবন নিয়ে নিন বাজোয়াপ্ত হিসেবে– আমার ঐসব অমার্জিত ও অসভ্য শব্দগুলোর জন্যে। আমি গুজবটা শুনেছিলাম যে আপনি এখনো জীবিত কিন্তু আমি আপনার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে কেঁদেছিলাম এবং এই রকম একটা অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করতে পারি।'

নেফার স্বস্তিতে হাসল সে তাকে খুন করতে চায় নি। সে একজন বৃদ্ধ দুর্বৃত্ত এবং হিল্টো বলেছিল যে সে মিশরের সব আর্মিদের মধ্যে অন্যতম একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ার। 'তুমি কি আমাকে ফারাও হিসেবে তোমার আনুগত্যে শপথ নিবে?' নেফার কঠোর ভাবে জানতে চাইল।

'আনন্দের সহিত, কারণ সকল দুনিয়া আপনাকে ভয় পায়। আপনার নাম নেফার সেটি, সকল প্রভুর প্রিয় এবং এই মিশরের আলো। আমার হৃদ্স্পন্দন শুধু আপনার জন্যে এবং আমার আত্মা আপনার দায়িত্বের গান গাইবে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত।'

'তাহলে সোঙ্কো আমি তোমাকে এক হাজার রথের প্রধান বানালাম এবং টাইটা তার রাজকবির পদবি অদ্যবদি ভালোভাবে প্রহরায় রেখেছে। আর তুমি সুন্দর করে কথা বল যা তার উপকারেই আসবে।'

'আমাকে আপনার পদ চুম্বন করতে দিন, ফারাও।' সোঙ্কো অনুনয় করল।

'বরং তুমি তোমার হাত দাও।' নেফার বলল, তার শিং-এর মতো কঠিন মুঠোটা ধরে তাকে টেনে তুলল। 'তোমার লোকদের জন্য করুণা হচ্ছে।' নেফার মরদেহগুলোর দিকে নজর বুলালো। 'যদি তারা তোমার রাজ অনুভূতি ভাগ করে নিতো তাহলে তাদের মরার দরকার ছিল না।'

'তারা এক জন প্রভুর হাতে নিহত হয়েছে', সোঙ্কো বলল। 'এর চেয়ে আর কোন বড় সম্মান নেই। তাছাড়া টাইটা, ওয়ারলক হয়তো কয়েক জনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে যারা এখনো আর্তনাদ করছে ও বেঁচে আছে।'

তিনদিন পর যখন তারা গালালার মধ্য দিয়ে পাশাপাশি ঘোড়াগুলো নিয়ে চলছিল, সোঙ্কো তার নতুন ফারাও এর ডান পাশে গর্বিতভাবে এগিয়ে চলছে। তার হেলমেট তার ব্যান্ডেজের উপর উঁচু করে বসানো যা তার আঘাত প্রাপ্ত মাথার চারপাশে জড়ানো।

দশ হাজার সৈন্যের সর্বোত্তম পদবি নিয়ে সোক্কো ভুয়া ফারাওদের সৈন্যদের রসদ সরবরাহের অফিসারই শুধু ছিল না সে যুদ্ধের ময়দানের একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ সেনাপতি। সে নেফারকে শত্রুদের যুদ্ধ রথের ও ওয়াগনের সঠিক হিসাব দিতে সক্ষম হল যা নিয়ে তারা সংশয়ে ছিল। স্মৃতি থেকে সে ডেল্টার মজুদ ভান্ডারের সংখ্যার তালিকা এবং সর্বশেষ আবিষ্কৃত অস্ত্রসমূহ যা অস্ত্রাগারে মজুদ তার একটা তালিকা বের করল।

'টর্ক ও নাজা তাদের প্রায় শেষ কর্মক্ষম যুদ্ধ রথটা তাদের সাথে পূর্বের অভিযানে নিয়ে গেছে। মিশরে বর্তমানে পঞ্চাশটারও কম আছে, হয় উচ্চ রজ্যে অথবা নিম্ন রাজ্যে। অ্যাভারিস, থেইন ও আসওয়ানের আর্মিরা কারখানায় দিন রাত কাজ করছে। কিন্তু প্রতিটি রথ যা তারা তৈরি করছে তা সঙ্গে সঙ্গেই বীরসেবা ও মেসোপটেমিয়ার রাস্তায় পাঠানো হচ্ছে।'

'আমাদের এখন যথেষ্ট ঘোড়া আছে, থেইনে ফারাও-এর শক্তিশালী হানাকে ধন্যবাদ। এমনকি যদিও অধিকাংশ তরুণ অপ্রশিক্ষিত, কিন্তু আমরা কোন যুদ্ধ রথ ছাড়া কিছুই করতে পারব না।' হিল্টো গম্ভীরভাবে বলল। 'যা নেই আমরা তা ধরতে পারব না এবং রাজকোষের সকল অর্থ দিয়ে আমরা একটা সৈন্য দল কিনতে পারবো না।'

যখন তারা গালালা থেকে বিশাল ঘোড়ার পাল দখলে ছিল তখন হিল্টো পূর্ব দিকে মহাসড়ক থেকে গুপ্ত ভান্ডারের অবশিষ্ট স্বর্ণ নিয়ে এসেছে। গালালা শহরের নিচে পুরানো জলাধারে তিন লাখেরও বেশি মূল্যবান ধাতু লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সে বলে চলল, 'শীঘ্রই টর্ক আমাদের সফলতার কথা জেনে যাবে। সে তখন বুঝবে যে আমরা একটা সত্যিকারের হুমকিতে পরিণত হয়েছি। যখনই তার ব্যাবিলন দখল করা শেষ হবে তখন সে তার সৈন্যবাহিনীকে ভাগ করে দিয়ে এখানে আমাদের আক্রমণ করতে বলবে। সে যদি মাত্র একশ রথও পাঠায় বর্তমানে আমাদের যে অবস্থায় আমরা তাদের সামনে দাঁড়াতে পারব না।'

যখন অন্যদের সবার কথা বলা শেষ হল, নেফার সভা সম্বোধন করার জন্য দাঁড়াল তবে সে বেশিক্ষণ কিছু বলল না। 'সোক্কো, তুমি আমার জন্য ঘোড়াগুলোকে প্রশিক্ষণ দাও,' সে বলল। 'টাইটা এবং আমি রথের ব্যবস্থা করবো।'

'মহামান্য তা হবে একটা সাধারণ ঘটনা', সোক্কো গম্ভীরভাবে বলল।

'অত খুশি হয়ো না এক হাজার রথের প্রধান।' নেফার তার দিকে চেয়ে হেসে বলল। 'আমরা কিভাবে আপনার উপাধিকে একটা ক্ষুদ্রতম অলৌকিক বিষয়ের সাথে ভালো করতে পারি? আমাদের বিশ্বাসকে একটা বৃহত্তম কিছুতে রাখি চলুন।'

টাইটা কালো পাহাড়ের শিলার উপরিভাগে দাঁড়িয়ে আছে। তার চারপাশে দৃষ্টি জুড়ে বালিয়াড়ি ছড়িয়ে রয়েছে। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে একশ' লোক তাকে দেখছিল বিস্মিত কিন্তু কৌতূহলী। ম্যাগোসের খ্যাতি তাদের কাছে মরুর মতই অসীম। তারা সবই হচ্ছে যোদ্ধা যারা তাদের নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছে, ভুয়া ফারাওদের ছেড়ে তাদের সমর্থন নেফার সেটিকে দিতে। এই জোটটা একটু অসম, তারা এখানে নিজেদের অস্ত্র ও রথহীন অবস্থায় পেয়েছে এবং প্রতিদিন একটা সতেজ গুজব আসছে যে হয় টর্ক নয় নাজা অথবা দু'জনেই তাদের ত্যাগ করার প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসছে।

ফারাও নেফার সেটি ওয়ারলকের পাশে সরু পাহাড়ের শিখরে দাঁড়িয়েছিল। গভীর আলোচনায় তারা ব্যস্ত। মাঝে মাঝে একজন অথবা অন্য জন পশ্চিম দিকে অঙ্গভঙ্গি অথবা নির্দেশ করল, যেখানে অবিরত বালি আর বালি ছাড়া আর কিছু দেখার ছিল না।

তারা দিনের তাপের মধ্যে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করল। কেউ মোহমুক্তি বা অবিশ্বাস প্রকাশ করল না, কারণ সবাই টাইটাকে সম্মান করে। যখন বালি ঘড়ির শূন্যতায় ছায়াগুলো গভীর হয়ে রক্ত বর্ণ হল তখন ঐ বেমানান যুগল তরুণ শাসক ও বৃদ্ধ ম্যাগোস পর্বত শিখর থেকে নেমে এল এবং বালিয়াড়িতে হাঁটতে বের হল। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়াই ওয়ারলক একটা বালিয়াড়ির মুখের সামনে ও পিছনে গেল। সে মধ্যবর্তী স্থানে থামল এবং অদ্ভুত ও রহস্যজনক ভঙ্গি করল তার দীর্ঘ লাঠি দিয়ে, তারপর আবার চলল; ফারাও ও তার অফিসারেরা তাকে অনুসরণ করে গেল শুধু।

অবশেষে পড়ন্ত গোধূলি লগ্নে ম্যাগোস তার লাঠি নরম বালিতে গাঁথল এবং ফারাও নেফার সেটির সাথে কথা বলল একান্তে। তখন হঠাৎ করে তারা অফিসারদের চিৎকার করে আদেশে উদ্দীপ্ত করল।

বিশ জন লোক সামনে দৌড়ে গেল খননের যন্ত্রপাতি নিয়ে যা তাদের দেয়া হয়েছে। হিল্টো ও ম্যারনের নির্দেশনায় ও ম্যাগোসের নিবিড় পর্যবেক্ষণে তারা খনন করতে শুরু করল। যখন গর্তটা বাঁধ সমান গভীর হল তখন খোলা বালি নিচে পড়তে লাগল ততোটাই দ্রুত যতো দ্রুত তারা তা বের করেছে, এবং চেষ্টা দ্বিগুণ করতে হলো তাদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে। খননকারীদের মাথাগুলো দ্রুত চারপাশের মাটির সমতলের নিচে ধীরে ধীরে ডুবে গেল, এমন সময় গর্তের তলা থেকে উত্তেজিত চিৎকার এলো। নেফার সশব্দে দৌড়ে সামনে গেল ও কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল।

'এখানে কিছু আছে, মহামান্য,' একটা লোক গর্তের তলায় হাঁটুগেড়ে বসে আছে।

'আমাকে দেখতে দাও', নেফার লাফিয়ে নামল এবং লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে থেকে সরাল। একটি লুকানো বস্তু উম্মোচিত হলো এখনো চুলে ঢাকা কিন্তু সিডার কাঠের ন্যায় শক্ত।

নেফার টাইটার দিকে তাকাল। 'এটা একটা ঘোড়ার দেহ!' সে ডেকে বলল।

'কি রঙের?' টাইটা জানতে চাইল। 'এটা কি কালো?'

'তুমি কি ভাবে জানলে?' নেফার প্রকৃতপক্ষে অবাক হলো না।

'ঘোড়ার গলার দড়িতে কি ফারাও টর্ক উরুর স্বর্ণের সীল আছে?' টাইটা আরেকটি প্রশ্ন দিয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দিল।

'খনন করে এটাকে বের কর!' নেফার তার চারপাশের ঘর্মাক্ত লোকদের আদেশ দিল। 'কিন্তু এখন আলতোভাবে। কোন ক্ষতি করো না।'

তারা সতর্কতার সাথে কাজ করে গেল, এবার তারা হাত ব্যবহার করল বালি সরাতে। শীঘ্রই তারা কালো ঘোড়াটার সম্পূর্ণ মাথা বের করল যার মাথায় টর্কের স্মারক পরিহিত, স্বর্ণের পাতে খচিত ঠিক যেমনটা টাইটা পূর্বে দেখেছে।

তারপর তারা মৃত দেহটার অবশিষ্টাংশ বের করতে শুরু করল। প্রাণীটা গরম শুষ্ক বালি দিয়ে ভালোভাবেই সংরক্ষিত হয়েছে, মমি করলে যেমনটা হয়। তাছাড়া এর সাথে তার হার্নেসের সঙ্গীটাও পড়ে আছে, অন্য একটা খোজ না করা ঘোড়া যা। নেফারের মনে করল কিভাবে সে এই চমৎকার প্রাণীগুলোকে শেষবার দেখেছিল যখন প্রাণীগুলে টর্কের রথ সামনে টেনে নিচ্ছিল কালো হয়ে আসা খামসিনের ধুলোর মেঘের নিচে দিয়ে।

ইতোমধ্যে রাত নেমে এলে কর্মীরা তেলের প্রদীপ জ্বালালো ও গর্তের ধারে তা সাজিয়ে রাখল। সারারাত কাজ করে মৃত ঘোড়গুলোকে বাঁধন থেকে মুক্ত করে বের করল তারা। শুষ্ক মৃত দেহগুলো এতো হালকা যে চারজন লোক সহজেই তা বহন করতে পারল।

তারপর তারা হার্নেসটি বের করে আনল। এটা পুরোপুরি সংরক্ষিত ছিল, এবং নেফার সেটি তার সহিসদের সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দিল– চামড়ায় তেল দিতে এবং স্বর্ণের ও ব্রোঞ্জের অংশগুলো পালিশ করতে।

আবার তারা রথে কাজ করতে ফিরল এবং খনন কারীদের মাঝ থেকে একটা চিৎকার এলো যখন ড্যাশবোর্ডটা ঘিরে থাকা বালি পরিষ্কার হলো। এটা সোনার পাতে ঢাকা এবং প্রদীপের আলায় ঝিকিমিকি করছে, আলোটা তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। বল্লমগুলো ও বর্শাগুলো এখনো তাদের পটে বাঁকা পিঠের পাশে রথীর হাতের কাছে প্রস্তুত। প্রতিটি অস্ত্র নিজেই একটা শিল্প। বর্শার হাতলগুলো শক্তির জন্য স্তরে স্তরে বিন্যস্ত এবং ধাতব মাথাগুলো শস্যবিদের ছোট ছুরির ন্যায়

ধারালো। তীরগুলো অ্যাভারিসের গ্রিপ্পার তৈরি, বানগুলো সোজা ও যথার্থ; পুচ্ছটা লাল, হলুদ ও সবুজ রঙে রাঙানো, বানের মধ্যে রাজ সীলমোহর আঁকা।

টর্কের বিশাল যুদ্ধের ধনুক এখনো ওটার তাকে রয়েছে এবং শুধুমাত্র ধনুকের তারটা লাগানো বাকি। নেফার বর্শাটা হাতে নিল এবং আফসোস করল যদি তা যুদ্ধে ব্যবহার করার শক্তি তার থাকত।

যখন সমস্ত রথটা অবমোচিত হলো, তারা তলদেশের নিচ দিয়ে রশি ঢুকালো এবং গর্ত থেকে তা টেনে বের করল। সোনার পাতগুলোকে পিটিয়ে এতো পাতলা করা হয়েছে যে এগুলো যানটার ওজনে কমই যোগ করেছে এবং তলদেশটা কালো শক্ত কাঠে তৈরি করা, যা অনেক দূর মিশরের দক্ষিণ সীমান্তের অশুভ রেইন ফরেস্ট থেকে সংগ্রহ করা। এসব গুঁড়ি সর্বোত্তম ব্রোঞ্জ থেকে অধিক স্থিতিস্থাপক, কিন্তু হালকা ও শক্ত। শক্তি না হারিয়ে ওজন বাঁচাতে তারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এখন সকাল, এবং সূর্য দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে। নেফার ও টাইটা রথটা ঘিরে ছিল যখন তা আলোতে ঝিকিমিকি করল। এটা এতো চকচকে ও মাধুর্যময় যে মনে হল ইতোমধ্যে এটা চলছে, শুধু মাত্র প্রেমিকের মতো দুটি গর্বিত ঘোড়ার স্পর্শের অপেক্ষায় নেফার স্বর্ণের কারুকার্যে হাত বুলালো। তা একজন আকর্ষণীয় রমনীর ত্বকের মতই মসৃণ এবং তার হাতের নিচে উষ্ণ।

'মনে হচ্ছে এটা একটা জীবন্ত প্রাণী,' সে একটা বড় শ্বাস ছাড়ল।

'নিশ্চিতভাবে এর চাইতে চমৎকার যুদ্ধের অস্ত্র কখনো তৈরি হয় নি।'

'পঞ্চাশ বছর আগে আমি লর্ড ট্যানোসের জন্য একটা রথ তৈরি করেছিলাম।' টাইটা অবজ্ঞা করল ও মাথা ঝাঁকালো। 'তোমার ওটা দেখা উচিত ছিল। কিন্তু তা তার সাথে তার কবরে বহুদূরে ইথিপিয়ায় বিশ্রামে এখন।'

নেফার হাসি লুকালো– বৃদ্ধ লোকটি কখনোই সর্বোত্তমটা স্বীকার করবে না। 'তাহলে আমাকে এখন অবশ্যই এই নিচু কারুকার্যের বস্তুটি দ্বারা সন্তুষ্ট থাকতে হবে।' সে গম্ভীর ভাবে বলল। 'এখন শুধু আমার অস্ত্রাগারটা সম্পূর্ণ করতে নীল তলোয়ারটি দরকার যা নাজা আমার পিতার কাছ থেকে চুরি করেছে।'

পরবর্তী সপ্তাহ ও মাস জুড়ে টাইটা সমাহিত যানগুলো ও তাদের সরঞ্জাম চিহ্নিত করল, পারদর্শী লোকের একটা দল তাদের খনন করে বের করে সেগুলো রথ তৈরি কারিগরদের কাছে পাঠাল যারা পাহাড়ের চূড়ায় একটা কর্মশালা স্থাপন করেছে, শুকনো তাল পাতা দিয়ে ওটার ছাদ দেওয়া। এখানে, তাদের পঞ্চাশ জন এবং কাছেই আরো একশ অস্ত্র মেরামতকারী দিনের বেলা পরিশ্রম করে গেল, দুপুরের তীব্র তাপেও তা বন্ধ রাখল না। কারিগরেরা তলোয়ার, বল্লম ও বর্শাগুলো চকচকে ও ধারালো করল। তারা পুনরায় বান বাঁধল ও মাথাগুলো পুনঃস্থাপন করল। ধীর আগুন দিয়ে তারা তীরগুলো সোজা করল যেগুলো বেঁকে গিয়েছিল। রথ কারিগরেরা প্রতিটি রথ খুলে ফেলল যখন তা বালির নিচ থেকে বেরিয়ে এল;

প্রতিটি যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করল, রং করল এবং তলদেশ ও প্যানেল শক্ত করল এবং সুষম করল ও তৈলাক্ত পদার্থ চাকায় লাগাল যথার্থ ও ভালোভাবে চলার জন্যে। তারপর তারা তাদের একত্রিত করে গালালায় পাঠাল, ঠিক করা অস্ত্রে পরিপূর্ণ আর্মিদের সজ্জিত করতে যাদের হিল্টো, শাবাকো ও সোক্কো প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

অনেক যান তপ্ত হলুদ বালিয়াড়ির এতো গভীরে চাপা পড়েছিল সে তারা চিরতরে হারিয়ে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ১০৫টা উদ্ধার করল যা পাঁচটি দলকে সজ্জিত করতে যথেষ্ট ।

যখন নেফার রাজকীয় রথে চড়ে গালালার ফটক দিয়ে চলল, ম্যারন তার পাশে পাদানিতে অবস্থান নিল।

মিনটাকা ও মেরিকারা এক সাথে হাথোরের মন্দিরের ত্রিকোনা ছাদে দাঁড়িয়েছিল, এবং করবী ফুলের পাঁপড়ি তাদের উপর ছিটালো যখন তারা নিচ দিয়ে গেল।

'সে খুব সুন্দর।' মেরিকারার কণ্ঠে গর্ব ফুটে উঠল। 'এতো লম্বা ও সুন্দর।'

'লম্বা, সুন্দর ও শক্তিশালী,' মিনটাকা সম্মত হলো। 'সে এই মিশরের ইতিহাসের সবচাইতে মহান ফারাও হবে।'

'আমি নেফারের কথা বলি নি।' মেরিকারা বলে উঠল।

এরই মধ্যে শহরটি ও মিশরের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ চোরা যোগাযোগ গড়ে উঠেছে এবং পূর্বের সাগরের সাফাগা বন্দর থেকে নিয়মিত অন্যান্য ক্যারাভান আসতে লাগল। টর্ক ও নাজার ধন-রত্ন দখল করার পর হতে গালালা স্বর্ণ সমৃদ্ধ একটা শহর হয়ে উঠেছে। হায়েনার ন্যায় ব্যবসায়ীরা বহু দূর থেকে হলুদ ধাতুর গন্ধ পেল এবং তাদের পণ্য সামগ্রী দুনিয়ার শেষ প্রান্ত থেকে নিয়ে এল বিক্রি করতে। বর্তমানে এমন কোন বিলাসপণ্য বা প্রয়োজনীয় পণ্য ছিল না যা শহরে পাওয়া যায় না, তাই মিনটাকাকে বুশিরিস এর অশিরিশ মন্দিরের আঙ্গুর বাগান থেকে সর্বোত্তম লাল মদের এক ওয়াগন সংগ্রহ করতে কষ্ট হল না স্বাগত ভোজ সভার জন্যে, যেদিন রথীরা ফিরল সেদিন সন্ধ্যায় যার আয়োজন করল সে।

তার আদেশে কসাইরা দশটি বড় ষাঁড় বিদ্ধ করল ও পোড়ালো এবং সেই সাথে শত শত মুরগি ও হাঁস। নতুন রথের দ্রুত চালানে সতেজ মাছ ও শৈবালে থাকা গলদা চিংড়ির ঝুড়ি এল উপকূল থেকে। অধিকাংশ লম্বা গোঁফওয়ালা কাঁকড়া জাতীয় প্রাণীগুলো তখনো জীবিত ছিল যখন তাদের চিঁ-চিঁ শব্দে ফুটন্ত পানিতে ফেলা হল। শিকারীরা মরুর চতুর্দিক গেল এবং গজলা হরিণ, অরিক্স এবং অস্ট্রিচের মাংস ও ডিম নিয়ে ফিরল।

ভোজ সভাটা তাদের অর্জনের ও নকল ফারাওদের বিরুদ্ধে ছোট জয়ের একটা আনন্দ মুখর উদ্‌যাপন ছিল। মদের তীব্র প্রবাহ বয়ে গেল যখন নেফার অতিথিদের স্বাগত জানাতে ও সৈন্য দলের জন্যে পাঁচটি রথ বালির নিচ থেকে উদ্ধার হয়েছে তা ঘোষণা করতে উঠে দাঁড়াল। 'ঘোড়াগুলো সহ যা আমরা টর্কের শোষণ থেকে মুক্ত করেছি...' এই কথায় সবার মাঝে অট্টহাসি ছড়িয়ে পড়ল, '...এবং অস্ত্র ও রথসমূহ যা আমাদের এখন আছে, আমরা তা দিয়ে নিজেদের টর্ক ও নাজা থেকে ভালোভাবে রক্ষা করতে সক্ষম। যেমনটা আপনারা জানেন, প্রতিটি দিন যা অতিক্রম করছে নীলের ব্যানারে। শীঘ্রই এটা আমাদের নিজেদের শুধুমাত্র রক্ষার বিষয় হবে না বরং যা আমাদের কাছে থেকে চুরি হয়েছে তা ফিরিয়ে নেবার এবং ভয়ংকর কাজগুলোর প্রতিশোধ হবে যা ঐ দুই দৈত্য করেছে। তারা তাদের নিজ হাতে প্রকৃত ও মহান রাজাদের খুন করেছে। তারা রাজা অ্যাপেপির খুনী; যে আমার পাশের সম্মানিত রমণীর পিতা, এবং তারা আমার নিজের পিতাকেও হত্যা করেছে, ফারাও ট্যামোসকে।' অতিথিরা এখন নিরব ও হত বিস্মিত, নির্দেশনার জন্যে এক জন অন্য জনের দিকে তাকাচ্ছে। তখন হিল্টো উঠে দাঁড়াল। নেফার তাকে অনুমতি দিল এবং তার মুখে প্রশ্ন এল। 'মহামান্য, আমার অজ্ঞতা ক্ষমা করবেন কারণ আমি একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু আমি বুঝি নি। সমগ্র পৃথিবী জানে রাজা অ্যাপেপি দূর্ঘটনায় মারা গেছে যখন তার জাহাজে আগুন লাগে, যখন বালাসফুরায় তারা সবাই ছিল। কিন্তু এখন আপনি তার মৃত্যুর জন্য দোষটা প্রতারকদের দিচ্ছেন। তা কিভাবে হতে পারে?'

'আমাদের মাঝে একজন আছে যে ঐ নির্মম রাতের প্রকৃত ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।' নেফার হাত বাড়াল ও মিনটাকাকে দাঁড় করাল। অতিথিরা তাকে অভিবাদন দিল কারণ তারা সবাই তাকে তার সৌন্দর্য ও তার মাধুর্যমন্ডিত স্পৃহার জন্যে ভালোবাসে। নেফার তার হাত উঠাতেই তারা শান্ত হলো এবং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল। সে তাদের সাথে বন্ধু ও সহযোদ্ধার মতো কথা বলল, এখন সে তাদের সাথে তার নিজের ভয় ও দুঃখ ভাগাভাগি করতে সক্ষম। যখন সে শেষ করল তারা খাঁচায় বন্দী ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় গর্জন করতে লাগল।

এবার শাবাকো উঠে তার প্রশ্ন করল। 'কিন্তু মহান ফারাও আপনি আপনার নিজের পিতার মৃত্যুর কথাও বললেন, রাজা ট্যামোসের। তিনি কি ভাবে খুন হয়েছেন এবং কার হাতে?'

'এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমি ম্যাগোসকে অনুরোধ করছি, লর্ড টাইটা, যার কাছে কোনো রহস্য যতোই কঠিন হোক তা সরল ও লুকিয়ে থাকতে পারে না।'

টাইটা তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল যা তাদের মনোযোগ ধরে রাখতে কার্যকর হল বেশি। তার প্রতিটি শব্দ এমনি যারা জনতার শেষ প্রান্তে ছিল তাদের কাছেও পরিষ্কার পৌছল, এবং ঐ সব শব্দগুলোর কোমলতা ভয়ংকর

ঘটনাগুলোর সাথে এতোটাই আবেগ সৃষ্টি করল যে পুরুষেরা কেঁপে উঠল এবং মহিলারা কাঁদল।

শেষে টাইটা লাল, সবুজ ও হলুদ পালকের ভাঙ্গা তীরটা উঁচু করে ধরল, 'এটা হল ফারাও ট্যামোসের মৃত্যুর হাতিয়ার। তীরটা যা টর্কের সীলমোহর বহন করে, কিন্তু তা নাজা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, যে মানুষটাকে ফারাও ভালোবাসতো ও বিশ্বাস করত একজন ভাইয়ের মতই।'

তারা তাদের রাগ ও আশা নিয়ে ন্যায় বিচারের জন্য গালালার উপরের তারা খচিত আকাশ পানে গর্জন করে উঠল। টাইটা তীরটা সবচেয়ে কাছের আগুনে জোরে নিক্ষেপ করল যার উপর একটা ষাঁড় পোড়া হচ্ছিল। এটা গভীর পরীক্ষা করার দরকার ছিল না কারণ এটা ঐ তীরটা ছিল না যা ফারাওকে হত্যা করেছে, বরং এটা ছিল ঐগুলোর একটা যা সে সমাহিত রথ থেকে নিয়েছে। সে বসে পড়ল এবং তার চোখ বন্ধ করল যেন সে ঘুমানোর চেষ্টা করছে।

নেফার অতিথিদের তাদের অনুভূতির পূর্ণ প্রকাশ হতে দিল এবং যখন তারা একটু চুপ হতে লাগল সে আরো বড় মদের বোতল আনতে ইঙ্গিত করল। একটা শেষ ঘোষণা আছে যা তাকে অবশ্যই করতে হবে এবং অপেক্ষা করল সবার মেজাজ আরেকটু নরম হতে। সে আবার দাঁড়ানোর পূর্বে সবাই চুপ হয়ে গেল এবং তাকে পূর্ব জ্ঞান নিয়ে দেখল যা বুশিরিসের ভালো মদের কারণে উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত। রাতটা ইতোমধ্যে অনেক চমক দিয়েছে এবং তারা অবাক হচ্ছিল এখন আবার কি আসবে কে জানে!

'একজন রাজাকে তার সৈন্যদের শত্রুদের বিপক্ষে নেতৃত্ব দেওয়ার পূর্বে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের এই ভূমিতে প্রকৃত পক্ষে তিনি যে একজন রাজা তা প্রমাণ করতে হবে, যিনি হবেন একজন সত্যিকার ও যথার্থ রাজা। আমার উদ্দেশ্য আপনাদের দখলদারদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া। কিন্তু আমি এখনো ফারাও হিসেবে অধিষ্ঠিত নই, আমি এই নিশ্চয়তা পেতে পারি যদি আমি অপেক্ষা করি যতোক্ষণ না আমার সংখ্যাগরিষ্ঠতার বছর আসবে। কিন্তু সেটা এখনো অনেক দূরে এবং আমি অতো দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে রাজি নই। এমনকি আমার শত্রুরাও ঐ সুযোগ দিবে না।' সে থামল এবং তারা তার দিকে তাকিয়ে রইল বিমোহিত হয়ে–চমৎকার গড়নের, বয়স কম তবুও লম্বা এবং সোজা, যেমনটা তার পিতা তার পূর্বে ছিল। এখন সে তার ডান হাত শপথ নেয়ার মত করে তুলল।

'আমার লোকদের ও আমার প্রভুদের সম্মুখে, আমি রেড রোডে দৌড়ে আপনাদের প্রমাণ দিতে চাই যে আমি আপনাদের রাজা।'

কিছু লোক দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং তাদের মাথা ঝাঁকাল, অন্যরা দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, 'না! ফারাও, আমরা আপনাকে মৃত দেখতে পারব না।' তখন অন্যরা বলল, 'বাক হারা! যদি সে ব্যর্থ হয় তবে সে একজন সাহসী মানুষের মতই ব্যর্থ হোক।'

ঐ রাতে মিনটাকা কান্না করল এবং তাকে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে কেন তুমি প্রথমে বলনি?'

'কারণ তুমি আমাকে থামানোর চেষ্টা করতে।'

'কিন্তু কেন তোমাকে এটা অবশ্যই করতে হবে?'

'কারণ আমার প্রভুদের এবং আমার দায়িত্বের জন্যে এটা দরকার।'

'এমন কি যদি এটা তোমার মৃত্যুর কারণও হয়?'

'এমনকি যদি তা আমার মৃত্যুর কারণ হয় তাও।'

সে তার সবুজ চোখগুলোর মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল এবং দেখল তার সিদ্ধান্ত কতটা দৃঢ়। তারপর সে তাকে চুমু খেল এবং বলল, 'আমি গর্বিত যে আমি তোমার মত একজন মানুষের স্ত্রী হবো।'

হুরাসের পুরোহিতদের মধ্যকার জ্যোতিষীরা ম্যাগোসের সাহায্যে ক্যালেন্ডার হিসাব করল এবং রেড রোডের পরীক্ষার তারিখ ঠিক করল, প্রভুর নতুর চাঁদের দিনে তা অনুষ্ঠিত হবে।

'অতএব হাতে সময় অল্প।' টাইটা মন্তব্য করল। নেফার তার ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে খুব অল্প সময় পাচ্ছে। তাই সে তার অন্য সকল দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলো। এমন কি রাজ্য সম্পর্কিত বিষয়াদি টাইটা ও সভাসদের হাতে ছেড়ে দিল এবং সমস্ত মনোযোগ সে তার আসন্ন প্রথম কাজে দিল। একজন শিক্ষানবীশ নিজেকে পরীক্ষার জন্য উপস্থাপনা করার পূর্বে অবশ্যই তাকে তার নিজের ঘোড়ার দল গঠন করতে হবে ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে যা তাকে রেড রোডে বহন করবে।

নেফারকে পাল থেকে– যা তারা থেইনে দখল করেছিল ঘোড়াদের একটা দল বেছে নিতে হবে, তারপর রথের সাথে বেঁধে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সে সোক্কোকে তা পছন্দ করার সাহায্যের জন্যে বলতে পারে। সে শুধু বিখ্যাত সহিসই না বরং সে প্রতিটি আটক প্রাণীকে চেনে। তাছাড়া সোক্কো ছিল সেই পাঁচ জনের এক জন যে গালালায় অংশ নেওয়া রেড রোড যোদ্ধাদের অন্যতম এবং সে নেফারের পরীক্ষা নিতে পারবে। তবে সে ভাগ্য পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না।

আরও একজন ছিল যার কাছে নেফার কিছু গ্রহণ করতে পারবে। টাইটার জ্ঞান, সমঝোতা এবং ঘোড়া ও রথের কৌশল বিষয়ক অভিজ্ঞতা, সোক্কোর চেয়েও যা বেশি প্রজ্ঞার দাবি রাখে, যদিও টাইটা কখনো রেড রোডের যোদ্ধা ছিল না। তার দৈহিক ত্রুটি এবং আধ্যাত্মিকতাই এর কারণ।

প্রথম দিন তারা দু'জন পাহাড়ের পাদদেশে সবুজ ভূমির পাশে বসে ঘোড়াগুলো দেখে কাটিয়ে দিল। তারা একত্রে বসে নিচে চলাফেরা রত

ঘোড়াগুলোকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। নেফার একটি চমৎকার সাদা কোল্ট নির্দেশ করতেই টাইটা মাথা নেড়ে নাকচ করে দিল সাথে সাথে। 'ধূসর বর্ণের প্রাণীগুলো দেখতেই সুন্দর যা। কিন্তু আমি এদের বিষয়ে সন্তুষ্ট নই। আমি যতোদূর দেখেছি তাদের প্রাণশক্তি এবং জোর কম থাকে। আমাদের হয় কালো কিংবা অন্য কোন বর্ণের খুঁজতে হবে।'

নেফার পুনরায় একটি ধবধবে সাদা ব্লেজকে নির্দেশ করল, কিন্তু টাইটা আবার মাথা নেড়ে তা খারিজ করে দিল। 'বেদুইনেরা বলে সাদা প্রাণীর দিকে শয়তান কিংবা জ্বীনের দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ হয়। আমি কোন সাদা প্রাণী পছন্দ করতে ইচ্ছুক নই।'

'তুমি তাদের ঐ সব কথা বিশ্বাস করো?'

টাইটা জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'সাদা হচ্ছে কবরের চিহ্ন। তুমি এবং তোমার দলকে অবশ্যই ফারাও এর মতোই দেখতে হতে হবে।'

রাত অব্ধি তারা এভাবে কাটিয়ে দিল। পরদিন ভোরে তাদের সাথে ম্যারন এবং রাজকন্যারাও যোগ দিল। তারা ঘোড়া বাছাই করতে লাগল, কিন্তু দুপুর পর্যন্ত কোন কিছুই হল না। এদিকে ঘোড়াগুলো বেশ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তারা ওগুলোকে একত্রিত হতে দিল এবং অবশেষে সেগুলো একত্রে ঘাস খেতে লাগল।

'আমি ঐ কাল কোল্টটা পছন্দ করছি।' নেফার বলল।

'ওটা খোঁড়া। ইতোমধ্যে ওটা তার সামনের বাঁ-পায়ে খোড়াচ্ছে।'

'ওটা খোঁড়া নয়।' নেফার প্রতিবাদ করল।

'ওটার বাম কানটা লক্ষ্য করো। প্রতি পদক্ষেপে তা নিচু হচ্ছে। ম্যারনকে বলো ওটাকে পরীক্ষা করতে।'

কিছুক্ষণ পর নেফার একটি কাল রঙের ঘোটকী নির্দেশ করল। 'তার মাথাটা সুন্দর এবং চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল।'

'ওটা অধিক শক্তিশালী। তার চোখ দুটো যতোটা না বুদ্ধিদীপ্ত প্রখর তার চেয়ে বেশি নার্ভাস। যুদ্ধক্ষেত্রে ওটা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ম্যারন ইচ্ছে করলে পরখ করে দেখতে পারে।'

'ঐ লম্বা লেজ এবং পিঠবিশিষ্ট কালো কোল্ট কেমন হবে?'

সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে মাত্র ছয়টি ঘোড়া অবশিষ্ট ছিল পর্যবেক্ষণের অপেক্ষায়। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে তারা ঘোড়াটা পর্যবেক্ষণ করে গেল।

অবশেষে ম্যাগোস কথা বলল, 'ওটার মাঝে আমি কোন ত্রুটি খুঁজে পাচ্ছি না। তার দ্যুতিময় চোখ দেখে মনে হয় যেন তার হৃদয় থেকে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে।'

'আমি তাকে ক্রুস নামে ডাকবো।' নেফার সিদ্ধান্ত নিল। 'এটা একটি বেদুইন নাম, যার অর্থ আগুন।'

'হ্যাঁ, নাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার জানা মতে কোন চমৎকার ঘোড়ার কুৎসিত নাম হয় না। কেননা ঈশ্বর তাদের নাম দিয়ে চিনবেন। ক্রুসকে তোমার ডান দিকের বাহক রূপে নিবে। কিন্তু এখন বা দিকেরটা খুঁজা প্রয়োজন।'

'আরেকটি কোল্ট!' নেফার উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল। কিন্তু টাইটা তাকে থামিয়ে দিল।

'না, আমাদের এখন বা-দিকের জন্যে একটি ফিল্লি ঘোড়া দরকার। পরিশ্রমী, যে শক্ত রাস্তায়ও ক্লান্ত হবে না।'

'তুমি নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে ওটা পছন্দ করে ফেলেছো, না-কি?' নেফার জিজ্ঞেস করল।

'এবং তুমিও।' টাইটা মাথা নাড়ল সম্মতিতে। 'আমরা উভয়েই জানি কোনটি হবে তা।'

তাদের দৃষ্টি নির্দিষ্ট ফিল্লিটার উপর নিবদ্ধিত হল, ওটা প্রধান সেচ নালাটির কাছে তখন ঘাস খাচ্ছিল, ক্রুস থেকে পুরোপুরি আলাদা দেখতে। যেন প্রাণীটা তাদের কথা শুনতে পেল, মাথা তুলে ওটা তাদের দিকে তার উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকাল।

'ঘোটকীটা খুব সুন্দর,' নেফার আনমনে বিড়বিড় করে উঠল। 'আমি কোন দড়ি ছাড়াই তাকে আয়ত্তে নিতে চাই এবং আমি তা চেষ্টা করতে যাচ্ছি।'

সে দাঁড়িয়ে ম্যারনের উদ্দেশ্যে বলল; 'অন্য ঘোড়াগুলোকে সরিয়ে নাও, শুধুমাত্র ফিল্লিটা ছাড়া।'

নেফার ফিল্লিটার কাছে এগিয়ে গেল। ওটার মন ভোলাতে সে সুর করে গান গাইতে লাগল।

'এসো, প্রিয়তমা।'

প্রাণীটা অস্বস্তিতে নাক ফুঁসল ঘন ঘন।

'সুইট হার্ট,' সে আদুরে গলায় বলল। 'আমার ভালোবাসার ধন।'

ঘোটকীটা যেন এক পা এগিয়ে এল। নাকটা উঁচু করল। নেফার এগিয়ে গিয়ে তাকে স্পর্শ করতেই প্রাণীটা লাফিয়ে বিদ্যুৎ বেগে সরে গেল।

'বাতাসের মতই তার গতি।' ম্যারন বলে উঠল।

'ডোভ', নেফার বেদুইন শব্দটা ব্যবহার করল যা উত্তরের বাতাস বুঝায়, মৃদু শীতল হাওয়া শীতকালে প্রবাহিত হয়। 'ডোভ, এর নাম দিলাম।'

পরবর্তী দিনগুলোতে তারা প্রাণী দুটোকে বশ মানাতে বিভিন্ন কসরত করে গেল। এমন কি নেফার নাওয়া-খাওয়া ভুলে ওদের পিছনে সময় ব্যয় করতে লাগল। মিনটাকাকে পর্যন্ত পর্যাপ্ত সময় দিল না।

একদিন মিনটাকা অভিযোগের সুরে বলল, 'আমি ঈর্ষায় পুড়ে মরছি। ইতোমধ্যে তারা আমার চেয়েও তোমাকে দেখি বেশি ভালোবাসতে শুরু করেছে।'

'তুমি দেখছি আর সব সাধারণ মহিলার মতো করে কথা বলছ।'

কথাটা বলেই নেফার একটা শীষ বাজাল। ডোভ মাথা উঁচিয়ে তার দিকে তাকাল এবং তার সাথে মিলিত হতে এগিয়ে এল। আরেকবার শীষ দিতে ক্রুসও এগিয়ে এল। তারা দু'জনে প্রাণীগুলোকে আদর করতে লাগল।

টাইটা তখন কাছে এসে দাঁড়াল। 'একটি রাজকীয় জোড়া। তারা রেড রোড পাড়ি দিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করবে।'

'হ্যাঁ, ডোভ বাতাসের মতো খামসিন হয়ে গতি তুলবে, দেখো।' আনন্দে বলল মিনটাকা।

পরবর্তী দিনগুলোতে তারা প্রাণীগুলোকে রেড রোডের জন্যে প্রস্তুত করতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে গেল। গালালার মরুতে নেফার ও ম্যারনের যুগ্ম অংশ গ্রহণে চলল কঠোর অনুশীলন।

শহরের প্রতিটি লোক দূরে দাঁড়িয়ে তা উপভোগ করল। তারা কখনও হাত তালি কিংবা কখনও 'বাকহারা!' ধ্বনিতে উৎসাহ দিল তাদের। ঘোড়াগুলোও দ্রুত প্রশিক্ষণ নিল, যা তাদের মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘোড়ায় পরিণত করল।

দূর্গ শহর গালালায় মাত্র পাঁচজন যোদ্ধা ছিল যারা রেড রোড এ অংশ নিয়েছে। হিল্টো, শাবাকো, সোঙ্কো, টিমোস এবং টরান। আরও অনেকেই চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে এবং কেউ কেউ জীবন পর্যন্ত দিয়েছে। গালালা হচ্ছে সেই স্থান যেখানে লর্ড ট্যানোস তার মিশরের শত্রুদের ধ্বংস করেছিলেন এবং শহরটির চত্বরে তাদের অনেকের মস্তক ছিন্ন করেন। মাঝ রাতের পর হিল্টো একটি সাদা ষাঁড়কে তাড়িয়ে শহরের বাইরে সরু টানেলটার নিকট নিয়ে এল। যা শহরের বাইরে কবরস্থানের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। সে প্রাণীটিকে একটি পাথরের বেদীর উপর রেখে বলি দিল, যা পূর্ব থেকে প্রস্তুত করা ছিল।

মশালের আলোতে জ্বলজ্বল করে উঠল প্রবাহিত রক্ত ধারা। তখন পাঁচ যোদ্ধা তাদের তরবারী তাতে ডুবাল এবং গোপনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করল যেন তাদের ত্যাগ তিনি গ্রহণ করেন এবং তাদের পথে তিনি সাহায্য করেন। তারা ফারাও নেফার সেটি এবং তার সঙ্গীর জন্যে তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে বিবেচনার জন্যেও আবেদন করল।

ভোরের আলো তখনও ভালোভাবে ফুটেনি, গোলাপি আভায় ভোরের তারা বিদায় নিচ্ছে এমন সময় শাবাকো এগিয়ে এসে তাদের দীক্ষা নিতে গোপন সভাকক্ষে যাবার জন্যে বলল।

তারা তাকে টানেলের ভেতর দিয়ে পাথরের লাইন বরাবর অনুসরণ করে গেল। মশালের আলোয় মমির রং করা শবাধারগুলো জ্বলজ্বল করছিল। যার ভেতর পাঁচ শত বছরের পুরানো পুরুষ ও মহিলাদের মৃত দেহ রয়েছে। বাতাস ছিল শুষ্ক ও ঠাণ্ডা। মাটি ও মাশরুমের ভ্যাপসা গন্ধ তাদের নাকে বারবার ধাক্কা দিচ্ছে। তাদের পদ শব্দ আবদ্ধ স্থানটায় প্রতিধ্বনি তুলল। বাতাসে একটা ফিস্‌ফিসানির গুঞ্জন গায়ে কাঁটা দিল সবার। সম্ভবত ওগুলো মৃতদের কণ্ঠ কিংবা বাদুরের ডানার ঝাপটানির আওয়াজ হয়ে থাকবে।

তারা কক্ষটায় প্রবেশ করতেই তাজা রক্তের গন্ধ পেল, যা তাদের পায়ের সাথে লেগেছিল যখন ষাঁড়টা জবাই করা হয় এবং তারা তা মাড়িয়ে এসেছে। দেয়ালের চর্তুদিকে তাদের মশালের আলো কিরণ ছড়াতে লাগল।

'কে এই রহস্যে প্রবেশ করেছে।' হিল্টোর কণ্ঠ বলে উঠল, কিন্তু তার মুখটা আচ্ছাদিত।

'আমি নেফার সেটি।'

'এবং আমি ম্যারন ক্যামবাসিয়েস।'

'তোমরা কি রেড রোডে অংশ নিতে ইচ্ছুক?'

'আমরা তা করতে চাই।'

'তোমরা কি কোন শুদ্ধ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তোমাদের প্রথম প্রতিপক্ষকে হত্যা করেছো?

'আমরা তা করেছি।'

'কোন যোদ্ধা কি আছেন যে তোমার স্পন্সর হবে, নেফার সেটি?'

'আমি সেই স্পন্সর।' শাবাকো তার উদ্দেশ্যে বলে উঠল।

'এবং তোমারও কি কোন যোদ্ধা আছেন যে তোমার স্পন্সর হবে, ম্যারন ক্যামবাসিয়েস?'

'আমি তার স্পন্সর।' সোক্কো জবাবে বলল।

দীক্ষা পর্ব শেষ হলে নেফার এবং ম্যারন প্রথম গ্রেডে পদার্পণ করল।

'ষাঁড়টির রক্তের নামে এবং আগুন, যা তাঁর শক্তি, তোমরা দেবতার শিক্ষা-নবীশ রূপে গৃহীত হলে। যদিও এখনও তোমরা পূর্ণাঙ্গ যোদ্ধা, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গ্রেডে অধিষ্ঠিত হওনি, রেড রোডের পূজারী রূপে যোগ্য হও নি, এমনকি তার গোপন নাম অর্জনে। তোমরা শুধু সে অধিকার পেলে রোড এ অংশ নেবার চেষ্টা চালাতে যা ঈশ্বর তোমাদের জন্যে নিবেদন করেছেন এবং তা জেনে যে তা মৃত্যুর কারণ হতে পারে, তোমরা কি সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছো?'

'হ্যাঁ, আমরা তা করছি।'

পরের দিনগুলোতে টাইটা তাদের বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করতে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেল। রথগুলোর নিয়ন্ত্রণটাই ছিল প্রধান এবং সেই সাথে গতি। দশটি রথ সহযোগে তারা মরুতে কঠোর অনুশীলণে ব্যস্ত রইল।

মিনটাকা মেরিকারাকে মরুতে নিয়ে এল নিজেদের রথ চালিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেখতে।

প্রথম দিকে ক্রুস ও ডোভ ঠিক মতো ছন্দ মেলাতে পারছিল না। কিছু সমস্যা ছিল তাদের যা টাইটা বাতলে দিল নেফারকে। দু'দিন ধরে নেফার প্রাণী দু'টোকে বারবার তা শুধরাতে প্রশিক্ষন দিয়ে গেল।

দশম দিনে টাইটা পাহাড়ের চূড়ায় বসে তাদের প্রশিক্ষণ দেখছিল, সারি বাঁধা টার্গেট যেখানে রথ ছুটে যাবে। ক্রুস দূর থেকে রঙ করা বৃত্তটা দেখল এবং অস্থির ভাবে কান নাড়তে লাগল। কিন্তু ছোটার পূর্বে নেফার 'নীল' শব্দটা উচ্চারণ করল জোরে, যা ক্রুসের প্রতি নেফারের একটা সংকেত ছিল নির্দিষ্ট টার্গের বরাবর ছুটতে।

ডোব এবং ক্রুস দ্রুত গতি তুলল, এক সময় মনে হল তারা পাল তুলে যেন উড়ছে। টার্গেটের নিকটবর্তী হয়ে নেফারের প্রথম বর্শাটি লাল বৃত্তের নির্দিষ্ট অংশে বিদ্ধ করল সরাসরি। সবাই হাত তালি দিয়ে উঠল।

তার পরদিন টাইটা গুণে বসানো নেফারের তীরের খাঁজটা পরখ করল। নেফার তখন হলুদ পতাকা সংযুক্ত লক্ষ্যটা দেখছিল যা তাদের কাছ থেকে দুইশ' কদম সম্মুখে স্থাপন করা। পতাকাটি উড়ছিল, এক মুহূর্তের জন্যে ওটার উপর দিয়ে মরুর তপ্ত হাওয়ার একটা ঝটকা বয়ে গেল। নেফার তীরটা ছেড়ে দিল এবং বাতাসে ওটা নিজেকে ভাসিয়ে দিল অলসভাবে। তীরটি তার লক্ষ্যের শীর্ষে পৌঁছে গেল এবং এটি তার পতন শুরু করতেই বাতাস টাইটার গালে আবার ঝাপটা দিল।

তীরটাও বাতাস অনুভব করল এবং প্রত্যক্ষ ভাবে উড়ার দিক পরিবর্তন করল। এটা লক্ষ্যের দিকে পড়ল, এবং লাল লক্ষ্য বস্তুটার কাছ থেকে তিন হাত দূরে পড়ল।

'এই প্রতারক বাতাসের উপর সেথ বমি করুক!' নেফার অভিশাপ দিল।

'হালকা তীর এটা বেশি অনুভব করবে।' টাইটা বলল এবং হেঁটে ছোট এক্কা গাড়ির কাছে ফিরল যা অতিরিক্ত ধনুক ও তীরের খাপ বহন করছে। চামড়ার খাপে মোড়ানো দীর্ঘ বান্ডিল নিয়ে সে ফিরল।

'না!' নেফার বলল, সে টর্কের বিশাল যুদ্ধের ধনুকটা তখন খুলল। 'এটা আমাকে আরো ভালো করে!'

'কখন তুমি এটি টানার শেষ চেষ্টা করেছো?' টাইটা তাকে জিজ্ঞেস করল।

'যে দিন আমরা এটা মাটির নিচ থেকে বের করলাম।' জবাব দিল নেফার। 'তোমার জানা উচিত। তুমিও সেখানে ছিলে।'

'তা ছমাস আগের কথা', টাইটা বলল এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে নেফারের নগ্ন বুকে ও বাহুতে নজর বুলালো। মাংসেপেশী বাঁকানো, সিডার কাঠের ন্যায় শক্ত হয়ে গিয়েছে। সে ধুনকটা তার হাতে দিল।

বিষণ্নভাবে নেফার ওটা নিয়ে তার হাতে ঘুরালো। সে দেখল এটা মেরামত করা হয়েছে। ধাতুর সুন্দর তার তাতে বাঁধা হয়েছে এবং তা চকচক করছিল। ধনুকের গুণটা নতুন, সিংহের সামনের পায়ের পেশী তন্তু শুকিয়ে পাকানো হয়েছে যতোক্ষণ না ওগুলো ব্রোঞ্জের মত শক্ত অনমনীয় হয়েছে।

অসম্মতি তার ঠোঁটে আবার উঠল কিন্তু তারা বেরোলো না কারণ টাইটা তাকে দেখছিল। সে ধনুকটা তুলল এবং জায়গামত তীর না লাগিয়ে তা টানার চেষ্টা করল। অর্ধেক কিউবিট টানার পর তার বাহু জমে গেল এবং মাংসপেশী বুকে আড়া আড়ি শক্ত হয়ে গেল, তবু তা আর নড়ল না। সর্তক ভাবে নেফার চাপটা ছেড়ে দিল এবং ধুনকের গুণ বিশ্রাম নিতে ফিরল।

'আমাকে এটা ফিরিয়ে দাও।' টাইটা তার থেকে অস্ত্রটা নিতে হাত বাড়াল। 'তোমার না আছে শক্তি, না রয়েছে সংকল্প।'

নেফার তার হাত থেকে ঝাঁকি দিয়ে তা সরিয়ে নিল এবং তার ঠোঁটগুলো চিকন ও সাদা হয়ে গেল, চোখ ঝলসে উঠল। 'তুমি সব কিছু জান না, বৃদ্ধ মানুষ, যদিও তুমি মনে কর যে সব জান।'

সে গাড়ির কাছে পৌঁছে তাকের উপর রাখা খাপ থেকে টর্কের সীল আঁকা দীর্ঘ ভারি তীর গুলোর একটা টেনে নিল। ধনুকটার মত এটাও সমাহিত রথ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সে দীর্ঘ পদক্ষেপে তীর ছোড়ার স্থানে ফিরল এবং তার অবস্থান নিল। সে তীরটা লক্ষ্য স্থির করল। তার বক্ষ ফুলে উঠল এবং একটা বড় নিঃশ্বাস নিল সে। একটা চোখ চেপে সে টানতে শুরু করল। ধীরে ধীরে টেনে গুণটার মধ্যবর্তী স্থানে তীরটি নিয়ে এল। বিতৃষ্ণার একটা শব্দ করল সে এবং তার শ্বাস তার গলা দিয়ে শাঁ শাঁ আওয়াজ করে বের হল, তার বাহুর মাংসেপেশী গুলো উঁচু ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে এবং সে তা পূর্ণ টেনে আনল, গুণটাকে একজন প্রেমিকের মত চুমু খেল তারপর। ঐ একই সময় সে ওটা ছেড়ে দিল এবং ভারি

তীরটা লাফ দিয়ে চলে গেল। লক্ষ্যের অনেক উপর দিয়ে ওটা উড়ে গেল, গেল এবং দ্বিগুণ দূরে গিয়ে পড়ল। তারপর পাতলা মাথাটা দূর পাহাড়ে আঘাত করে উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ তৈরি করল এবং আঘাতের ভয়ংকর শক্তিতে বানটা মট করে ভেঙ্গে গেল।

নেফার অবাক হয়ে তীরটার পিছনে চেয়ে রইল। টাইটা বিড়বিড় করে বলল, 'সম্ভবত তুমি ঠিক।'

নেফার ধনুকটা ফেলে দিল এবং তাকে জড়িয়ে ধরল। 'তুমি যথেষ্ট জান, বৃদ্ধ পিতা'; সে বলল। 'যথেষ্ঠ আমাদের সবার জন্য।'

টাইটা এরপর নেফার ও ম্যারনকে মরুভূমিতে নিয়ে গেল, তিন দিন ধরে রুক্ষ ও সুন্দর ভূমিতে ভ্রমণ করল তারা। সে তাদের লুকানো উপত্যকায় নিয়ে গেল যেখানে কালো তরল পাহাড়ের গভীর খাজ দিয়ে চুইয়ে পড়ে। এটা সেই পুরা আঠালো বস্তু যা তারা থেইনে ঘোড়া দখলের সময় শিয়ালের পশমি লেজে মেখেছিল।

তারা তাদের সাথে আনা মাটির পাত্রগুলো পূর্ণ করল এবং গালালার কর্মশালায় ফিরল। টাইটা কালো তরল বিশোধন করে ধীর আগুনে তা ফুটালো যতোক্ষণ না এটা সুন্দর সিল্কের মত পিচ্ছিল হল। 'এটা চাকার নাভি গোলককে পিচ্ছিল, মসৃণ ও দীর্ঘস্থায়ী করবে, শূকর চর্বি বা অন্য কোন বানানো তেল থেকে বেশি। এটা তোমাকে প্রতি হাজারে পঞ্চাশ কদম বেশি সহায়তা দিবে। সম্ভবত সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্যে পার্থক্য এনে দিবে, অথবা এমনকি জীবন ও মরণের মধ্যেও।'

নেফার রেড রোডে রাজকীয় রথটা চালানোর ইচ্ছা পোষণ করল, কিন্তু টাইটা তাকে উল্টো জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সত্যিই একটা সোনার শবাধারে চড়তে চাও?'

'সোনার কারুকার্যের ওজন মাত্র দুই টেল। তুমি নিজেই ওটাকে বেশি ভারি করেছো।'

'এটা তখন দুইশ' হবে যখন তুমি সেখানে বেরিয়ে যাবে।'

টাইটা ১০৫টা রথের প্রত্যেকটির কাছে গেল যেগুলো তারা বালির নিচ থেকে উদ্ধার করেছে। তাদের মধ্য থেকে দশটা সে বাছাই করল এবং তাদের খুলে ফেলল। সে কাঠামো ওজন করল এবং যানগুলোর প্রতিটি জোড়ার শক্তি পরীক্ষা করল।

সে চাকাগুলো তাদের নাভি গোলকে ঘোরালো, চোখের মাপে তাদের ঘূর্ণনের ন্যূনতম কম্পন বিচার করল। অবশেষে সে তার চূড়ান্ত পছন্দ করল।

সে পছন্দ করা যানের নাভিগোলক বদলে দিল যাতে চাকাগুলো একমাত্র ব্রোঞ্জের পিন দ্বারা ধরে রাখা যায় যেটা হাতুড়ির এক আঘাতেই বের করতে পারা যায়। সে রথটা আবার জোড়া দিয়ে ড্যাশবোর্ড এবং পাশের প্যানেল বাদলে দিল। অতিরিক্ত বিন্দু পরিমাণ ওজন থেকে এটাকে মুক্তি দিল সে। ড্যাশবোর্ড ও প্যানেলের সাহায্য ছাড়া রথীদের সম্পূর্ণ তাদের নিজের ভারসাম্যতা জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হবে এবং রশির একটা ভাঁজ পাদানিতে লাগানো রইল যা তাদেরকে সবচেয়ে রুক্ষ ভূমিতে দৃঢ় রাখতে সাহায্য করবে। সব শেষে সে চাকার চক্র দন্ডে তেল লাগালো যা মরুর কুয়া থেকে আনা কালো গ্রীজ দিয়ে তৈরি করেছে সে।

টাইটার অধীনে তারা প্রতিবারে হার্নেসের এক ইঞ্চি সেলাই করে গেল এবং মিনটাকা, মেরিকারা ও তাদের দাসীরা অনেক রাত পর্যন্ত সেলাই করল এবং দ্বিতীয় বার সেলাই করল জোড়া ও বাইনগুলোকে।

তারপর তারা অস্ত্র পছন্দ করল যা তারা বহন করবে, বল্লমগুলো ও তীরগুলো বের করে ঘুরিয়ে দেখল, একটা বিশেষ ভারসাম্য তাদের বোর্ডে ঝুলছিলো যা টাইটা নকশা করেছে, বাট অথবা মাথার সামঞ্জস্যতা পরখ করল তারা। তীরের ডগা তীক্ষ্ণ করা হল যাতে তারা লক্ষ্য বস্তু কামড়ে আকড়ে ধরতে পারে। তারা তাদের স্যান্ডেলে পুনরায় সোল লাগাল এবং কাঠি দিয়ে ব্রোঞ্জের কীলক পূর্ণ করল। তাদের সম্মুখ বাহু রক্ষা করতে ও ধনুকের গুণের ও বল্লমের চামড়ার ফালির আঘাত থেকে রক্ষা পেতে তারা নতুন চামড়ার বন্ধনী তৈরি করল। তারা প্রত্যেকের জন্য তিনটি করে তলোয়ার বাছাই করল কারণ অনেক সময় ব্রোঞ্জের ফলা যুদ্ধের তাপে মট করে ভেঙে যায়। তারা প্রান্তগুলো ধার দিল, তারপর ঝামা পাথরের পাউডার দিয়ে ঘষল, যতোক্ষণ না ওটা দিয়ে তারা তাদের নিজেদের বাহু থেকে চুল শেভ করতে পারল। তারা অতিরিক্ত ধনুকের গুণগুলোর পরিচর্যা করল ও পাকালো, তাদের কোমরে তা বাঁধা বেল্ট হিসেবে তারা বহন করবে। চামড়ার হেলমেট ও আটসাট জামা ছাড়া তারা রাস্তায় অন্য কোন বর্ম পড়বে না। এসব তাদের ওজন কমাবে যাতে ডোভ ও ক্রুসের সুবিধে হবে। তারা কামার শালার বন্ধ দরজার পিছনে কাজ করল যাতে অন্যেরা তাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে না পারে।

কিন্তু অন্য কিছু চেয়ে সর্বোপরি তারা প্রশিক্ষণ নিল ও অনুশীলন করল। তাদের শক্তি ও তেজ গড়ে তুলল এবং সেই সাথে ঘোড়াগুলোর বিশ্বাস।

ডোভ ও ক্রুসের জন্য অগ্নি পরীক্ষার আগুনটাই হবে সবচেয়ে খারাপ। তারা কাঠের আটি ও শুকনো খড়ে সাজিয়ে তাদের নিজেদের আগুন বাইরে মরুতে তৈরি করল। ঘোড়াগুলোকে আগুন দেখতে দিল এবং সেই সাথে ধোঁয়ার গন্ধ নিতে, তারপর তাদের চোখ বেধে দিল। যদিও প্রথমে ক্রুস বাঁধা দিল এবং ভয়ে আওয়াজ করল, শেষ দিকে সে অন্ধ হয়ে দৌড়াবে তার পিঠের লোকটির উপর ভরসা করে মচমচে অগ্নি শিখার কাছাকাছি থেকে, যেমনটা তারা তার নাম রেখেছে।

মিনটাকা ও মেরিকারা নতুন তৈরি করা হাথোরের মন্দিরে অপেক্ষারত দিন গুলির দীর্ঘ সময় ব্যয় করল তাদের জন্যে প্রার্থনা করে ও দেবীদের কাছে তাদের জীবন ভিক্ষা চেয়ে যেন তাদের প্রিয় মানুষগুলো ভালোভাবে ফিরে আসে।

* * *

হুরাসের পূর্ণিমার পঁয়ত্রিশ দিন পূর্বে একটি অদ্ভুত ক্যারাভান দল গালালায় এসে উপস্থিত হল। এটি উপকূল থেকে এসেছে, সেই দূর সাফাগা বন্দর থেকে। এর নেতৃত্বে ছিল একজন এক চোখা কানা এবং এক হাত বিশিষ্ট বিশালাকায় দৈত্য, যার নাম আর্টেলা। শহরের দেয়ালের বাইরে থাকতেই রেড রোডের পাঁচজন যোদ্ধা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে গেল এবং তাকে গালালায় সম্মানের সাথে আমন্ত্রণ জানালো, কেননা সে ছিল তাদের তৃতীয় গ্রেডের ভ্রাতা যোদ্ধা, যে প্রায় ত্রিশ বছর আগে তাদের সাথে রেড রোড দৌড়িয়েছে। বিশ বছর আগে ফারাও ট্যামোসের লিবিয়া অভিযানের সময় তার চোখের মধ্যে একটা তীর বিদ্ধ হয় এবং তার পাঁচ বছর পর একজন নুবিয়ান কুঠারবিদ এক কোপে তার কুনুই থেকে নিচের অংশ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

আর্টেলা বর্তমানে একজন ধনী ব্যক্তি। সে একটি সার্কাস পার্টির মালিক, যারা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে মানুষকে বিনোদন দেয়। তার দলে বিভিন্ন কৌশল, দক্ষতার পুরুষ ও মহিলারা রয়েছে। তার এক দল মহিলা আছে যাদের ধরা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মেয়েলোক। এর মাঝে একজন রয়েছে যে এক বারে দুটি ঘোড়াকে এক সাথে দূরে নিক্ষেপ করতে পারে এবং আরেকজন রয়েছে সে ব্রোঞ্জের দন্ডকে কামড়ে বাঁকা করে পিন্ডে পরিণত করে ফেলে। আরেক মেয়েলোকের পৃথিবীর সেরা সুন্দরী রূপে খ্যাতি রয়েছে এবং খুব কম লোকই তার দিকে দীর্ঘক্ষণ চেয়ে থাকতে পারে। তাকে সেই উত্তর থেকে নিয়ে আসা হয়েছে সেখানে প্রায় সারা বছর নদী সাদা পাথরে পরিণত হয়ে থাকে। তার মুখের পর্দা সরিয়ে তাকে দেখার জন্যে আর্টেলা দশ টেইল রূপার মুদ্রা দাবি করে থাকে। দেহের অন্যান্য অংশ প্রদর্শনেও রয়েছে বিভিন্ন মূল্য, যা কেবল ধনীদের দ্বারাই সম্ভব।

এছাড়া আর্টেলার অধীনে আরও একটি কালো দাস মেয়ে আছে যে অগ্নি ভক্ষন করতে পারে এবং আপাদমস্তক সে জীবন্ত বিচ্ছু ভর্তি ঢালার মাঝে নিজেকে ঢুকিয়ে রাখার সাহস দেখায়। সে তার গলায় একটি অজগর সাপ পেঁচিয়ে রাখে এবং তার খেলা প্রদর্শনের এক পর্যায় সে নগ্ন হয়ে সাপটির লেজ তার গোপন অঙ্গ দিয়ে জরায়ুর ভেতর ঢুকিয়ে দেয়।

এগুলো হচ্ছে আর্টেলার সার্কাসের আকর্ষণ, যা দর্শকদের মজা দিয়ে থাকে। এছাড়া আরো একটি আকর্ষণ রয়েছে যা নিয়ে সে গর্ব করে তা হলো তার চ্যাম্পিয়নরা– এক দল যোদ্ধা, কুস্তিগীর এবং তলোয়ারধারী। যারা যে কারো সাথে

দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অংশ নিতে বসে থাকে। আর্টেলা এক টেইল স্বর্ণ বাজী রাখে যারা তাদের যে কাউকে হারাতে পারবে তার জন্যে। অনেকেই আগ্রহ দেখায়, কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ তাদের পরাজিত করতে পারেনি এবং আর্টেলার সম্পদ এভাবে ক্রমশ বেড়েই চলেছে। যদিও আজকাল সে নিজে কোন লড়াই এ অংশ গ্রহণ করে না, তবুও সে যুদ্ধ হৃদয়ের মানুষ এবং রেড রোডের জন্য নিবেদিত প্রাণ।

তাই যখনই তার কানে পৌঁছেছে যে ফরাও ট্যামোসিয়ান সাম্রাজ্যের কেউ রেড রোডে অংশ নিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে তার এই চ্যাম্পিয়নদের প্রায় অর্ধ পৃথিবী ঘুরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে তার বিপক্ষে অংশ নিতে। সে এই খেলাটা পছন্দ করে, আর তাই এ জন্যে কোন খরচা নিতেও সে ইচ্ছুক নয়, উপভোগ করাটাই মূল উদ্দেশ্য।

তার যোদ্ধা ভ্রাতারা প্রাচীন শহরটির এক স্থানে তার ও তার দলের জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করে দিল এবং পর দিন তাদের সম্মানে এক ভোজের আয়োজন করা হল, সেখানে শুধু নেফার ও ম্যারনকে নিমন্ত্রণ করা হল না। এর কারণ আর কিছুই নয়, প্রতিযোগীতার পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরিচয় না ঘটানো আর কি।

পরের দিন থেকে আর্টেলার বাহিনী ধারাবাহিক কঠোর অনুশীলনে নেমে পড়ল। যাই হোক টাইটা তার কাছে অপরিচিত কেউ ছিল না। যেদিন আর্টেলা তার বাহুটা হারাল এবং তা আক্রান্ত হয়ে পচন ধরেছিল এবং তার জীবন মরণাপন্ন, তখন টাইটা এগিয়ে এসে সঠিক চিকিৎসা দেওয়ায় সে অল্পতে রক্ষা পায়। আর্টেলা তাই তাকে তাদের অনুশীলন পর্বে আমন্ত্রণ জানাল এবং সবচেয়ে রূপবতী মেয়েটি তার সেবায় শরবত নিয়ে এল। মেয়েটি টাইটাকে দেখল তার সেই সর্বনাশা মনোহরী দৃষ্টি নিয়ে।

আলোচনার প্রথমে আর্টেলা তাকে সর্বশেষ সংবাদটা দিল যা সে আসার সময় জেনে এসেছে। মিশরীয়দের মেসোপটেমিয়ার অভিযান সম্বন্ধে। যতোদূর সে জেনেছে রাজা সারগন ও তার আর্মি বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং রাজধানী ব্যাবিলিয়নের দেয়ালের ভেতর অবস্থান করছে। এখন তার পতন শুধু সময়ের ব্যাপার। তারপর জয় শেষে ফারাও এর আর্মি শীঘ্রই মিশর ফিরবে এবং গালালার এই ক্ষুদ্র বাহিনী যা তার সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ তা উচ্ছেদ করতে মনোনিবেশ দিবে। যখন সে এ কথাটা বলল তার চেহারাটা অর্থ-পূর্ণ দেখাল, যা তার এই প্রাক্তন বন্ধুর জন্যে সময়াচিত সতর্কতার প্রকাশ বৈকি আর কিছু না।

যখন তারা কুশনে হেলান দিয়ে এসব ছাড়াও অন্যান্য বিষয়াদি যেমন রাজনীতি, ক্ষমতা, যুদ্ধ, ওষুধ, যাদু এবং দেবতারদের নিয়ে আলোচনা করল, টাইটা তখন আর্টেলার বাহিনীর অনুশীলন চুপিসারে অবলোকন করে গেল। এই চ্যাম্পিয়ানরা বেঁচেই আছে প্রতিপক্ষকে হত্যার মধ্য দিয়ে এবং এটাই তাদের একমাত্র আরাধনা।

সন্ধ্যা বেলা টাইটা কক্ষে ফিরে দেখতে পেল নেফার ও ম্যারন তার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। 'আমি তাদের অনুশীলন দেখেছি এবং আমি তোমাকে সতর্ক করতে চাই এই বলে যে আমাদের আরো অধিক অনুশীলন করতে হবে টিকে থাকতে চাইলে।' সে বলল, 'আর মাত্র হাতে গুনা কয়টা দিন বাকী রয়েছে।'

'আমাদের খুলে বল, বৃদ্ধ পিতা।' নেফার বলল।

'প্রথমে যার কথা বলতে হয় সে হল পোলিওস, কুস্তিগীর...' টাইটা বলে গেল, 'এবং তার শক্তি ও কৌশল অন্য সবার চেয়ে আলাদা। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তার সমকক্ষ আর কেউ না।' তারপর সে তার দূর্বলতাটাও বর্ণনা করল, যা সে খুঁজে পেয়েছে।

প্রতিযোগিতার দশ দিন পূর্বে হিল্টো এবং শাবাকো শহরের সবাইকে ইশতেহার পাঠ করে শোনাল। তারা প্রতিযোগিতার যাবতীয় নিয়ম ও ধারাবাহিকতা বর্ণনা করল বিস্তারিত ভাবে।

'কুস্তির অগ্নি পরীক্ষায় ফারাও নেফার সেটি লড়বে উর' এর পোলিওসের সাথে।' জনতা পোলিওসের নাম শুনে হর্ষধ্বনি দিয়ে উঠল। কেননা সে বিখ্যাত এবং সবাই তার সম্বন্ধে জানে। তার ডাক নাম ব্রেক বেকার। সম্প্রতি সে দামেস্কে একজন লোককে হত্যা করেছে, রিং এ- যে তার সতের তম শিকার।'

'ম্যারন ক্যামবাসিয়েস লড়বে নুবিয়ার সিগাসার সাথে।' তাকেও ভালোভাবে চেনে সবাই। লোকজন তাকে কুমীর বলে ডাকে। কারণ কিছু অদ্ভুত রোগে তার দেহের চামড়া শক্ত, খসখসে, উঁচু-নিচু ও কাল হয়ে গিয়েছে। যার ঘষা খেলে যে কারো দেহ ছিড়ে যাবে।

'তলোয়ার যুদ্ধের অগ্নি পরীক্ষায় ফারাও নেফার সেটি তাওরিনের খামা'র সাথে লড়বে।'

'ম্যারন লড়বে ইন্দাসের ড্রোসার সাথে।'

ঐ রাতে মিনটাকা ও মেরিকারা দেবীর উদ্দেশ্যে একটি সাদা ভেড়া বলি দিল এবং কেঁদে তাঁর কাছে তাদের প্রিয় মানুষদের রক্ষা করার জন্যে প্রার্থনা জানাল।

রেড রোড দৌড়ানোর সাতদিন পূর্বে পাঁচ যোদ্ধা তাদের চিহ্ন রেখা স্থাপন করল। কেউ, যে একজন রাজার বিনুণী করা চুলের গোছা কেড়ে নিতে পারবে, সে-ই অমরত্ব প্রত্যাশা করবে। হিল্টো তাদের অবগতি করল যে এক খন্ড বিনুণী করা

চুলের গোছা পাঁচ কিউবিট উঁচুতে বাঁধা থাকবে এবং যে প্রথমে ওটা কেড়ে নিবে কৃতিত্ব তার। সে পাঁচ হাজার টেইল স্বর্ণ পাবে, যা কোন চমৎকার এলাকা কেনার জন্যে যথেষ্ট, যখন সে তার নিজ ভূমে ফিরে যাবে। সেই সাথে পুরস্কার হিসেবে সে রেড রোডের যাবতীয় অস্ত্র নিজের জন্য পাবে। পাঁচ যোদ্ধাকে একে একে হারিয়ে চূড়ান্তে পৌঁছাতে হবে এবং শুরুটা হবে কেন্দ্রীয় চত্বর হতে।

প্রতিযোগিতার সাত রাত পূর্বের রাতে মিনটাকা নেফারকে তার বাহুতে নিতে অস্বীকৃতি জানাল। 'আমার ভালোবাসা তোমাকে দুর্বল করে দিতে পারে।'

হুরাসের পূর্ণিমার একদিন আগে সবাইকে বিশ্রাম নিতে আদেশ করল টাইটা। ডোভ এবং ক্রুসকে ঝর্ণার ধারে মাঠে নীরবে চরতে দেখা গেল। মেরিকারা এক ঝুড়ি কমলা, দুররা কেক ও অন্যান্য ফল নিয়ে ঝর্ণার ধারে ম্যারনের পাশে বসে ঘোড়া দুটোকে দেখছিল। মেরিকারা হাঁটুগেড়ে তার পিছনে বসে চুলগুলো বিনুণী করে দিচ্ছিল পিঠের উপর দিয়ে। সে তার মুখটা ম্যারনের চুলের ভেতর গুজে দিল, এক অদ্ভুত ভালো লাগায় সে রাঙা হল। 'এতো সুন্দর সুবাস। কোন কিছুই যেন আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে না পারে।'

'যদি আমি সফল হই তবে আমাকে কি দিয়ে পুরস্কৃত করবে তুমি?' ম্যারন তার মাথা বুকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমি তোমাকে এমন পুরস্কার দেবো যা তুমি স্বপ্নেও ভাবনি।' সে হেসে বলে উঠল।

'আমি এই স্বপ্নে বেঁচে থাকবো।' সে তাকে আশ্বস্ত করে বলল। 'আমি আমার জীবনের প্রতিটি রাতে এই স্বপ্ন দেখি।'

প্রতিযোগিতার দিন সকালে টাইটা নেফারকে জাগাতে এল। সে তখনও হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিল। টাইটা তাকে স্পর্শ করতেই সে উঠে বসল। চুলের বিনুণী করা মোটা গোছাটা যা মিনটাকা বেঁধে দিয়েছে তা তার কাঁধের নিচ পর্যন্ত নেমে গেছে। টাইটার দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই সে শক্ত হয়ে গেল, তার মনে পড়ল আজকের দিনটা কত কঠিন এবং বৃদ্ধ তারই উৎকণ্ঠায় অধির। আজ সকালের পরিবেশটাও যেন এক অদ্ভুত বিষন্ন।

দেয়ালের উপর দিয়ে যখন সূর্যোদয় হল, দশটি রথকে তখন চত্বর ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। পুরো শহর জনতার হর্ষ ধ্বনিতে উৎসব মুখর। কেউ

ড্রাম বাজাচ্ছে, কেউ শিষ দিচ্ছে, মহিলারা ফুল ছুঁড়ে মারল তাদের উদ্দেশ্যে, কিন্তু যোদ্ধারা সবকিছুকে ছাপিয়ে নির্লিপ্ত রইল।

নেফার এবং ম্যারন হালকা বর্ম পরিধান করেছে এবং তাদের শরীর তেল দিয়ে রাখা কুস্তি লড়তে। টাইটা এগিয়ে যেতেই তারা রথ থেকে নেমে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। সে তার হাত তাদের মাথার উপর তুলে হুরাস এবং রেড গডের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করল তাদের আশীর্বাদ এবং সুরক্ষার জন্য। সবশেষে সে তার নিজের গলা থেকে মাদুলি সহ নেকলেসটি খুলে নেফারের গলায় পড়িয়ে দিল। এই কবজটা টাইটা ছাড়া আর কেউ কোন দিন স্পর্শ করেনি।

তারপর হিল্টো, মাথায় লাল টুপি পরিহিত যা থার্ড গ্রেডের প্রতীক, একটি পাথরের বেদীর উপর উঠে দাঁড়াল এবং যাবতীয় নিয়মাবলি বর্ণনা করল উঁচু গলায়। পাঠ শেষে সে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি সবকিছু বুঝতে পেরেছো এবং রেড রোডের নিয়ম মেনে তাতে অংশ নিতে কি ইচ্ছুক?'

'রেড গডের নামে আমরা রাজি।' নেফার জবাবে বলল।

'কে চুলের বিনুণী করা গোছা কাটবে?' হিল্টো জিজ্ঞেস করল। মিনটাকা ও মেরিকারা পিছন থেকে এগিয়ে এল তখন। মিনটাকার চোখের পাতা ফুলা, সারা রাত সে ঘুমাতে পারেনি। দু'জনেই তারা উদ্বিগ্ন এবং ভয়ে বিবর্ণ। নেফার ও ম্যারন মাথা নত করতেই এই দু'তরুণী তাদের মাথা থেকে বিনুনী করা চুলের গোছা ছুরি দিয়ে কেটে নিল এবং হিল্টোর হাতে তুলে দিল তা।

হিল্টো সেগুলো তখন তাদের রথের পাদানিতে স্থাপিত পতাকার দন্ডের উঁচুতে বেঁধে দিল। এগুলোই ট্রফি, যা তাদের জীবন দিয়ে রক্ষা করতে হবে যেন বিপক্ষের প্রতিযোগী তা ছিনিয়ে নিতে না পারে।

'তোমাদের রথে চড়!' হিল্টো নির্দেশ দিতেই নেফার ও ম্যারন পাদানিতে লাফিয়ে উঠে গেল।

'পাখি দুটোকে নিয়ে এসো।' হিল্টো আদেশ করল।

একজন সেবক তার দু'বাহুতে করে দু'টো মোরগ নিয়ে এল। মোরগ দু'টোর গলার কাছ থেকে পালক উঠানো। রোদে তাদের ঝুটি চকচক করে উঠল।

'ছেড়ে দাও এবং শুরু!' হিল্টো চিৎকার করে উঠল। মোরগ দুটিকে একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মাঝে বালুর মাঠে ছেড়ে দিতেই জনতা উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল।

এদিকে নেফার ডোভ ও ক্রুসের পিঠে চাবুক চালাল এবং রথ দ্রুত ছুটতে লাগল।

নিয়মানুসারে মোরগ দু'টো যতোক্ষণ লড়াই করতে থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত নেফার তার রথ চালিয়ে বল্লম নিক্ষেপের স্থান পর্যন্ত দৌড়ে যাবে, সেখানে শাবাকো

অপেক্ষা করছে বিচারক হিসেবে। তারা সেখানে তাদের বল্লম নিক্ষেপের অগ্নি পরীক্ষায় অংশ নেবে। তা শেষ করতে পারলে পরবর্তী ধাপের জন্যে এগিয়ে যাবে। যতো দ্রুত শেষ করবে ততোই তারা অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকবে। যে কোন একটি মোরগের মৃত্যু হতেই বাকী প্রতিযোগিরা তাদের ধাওয়া করবে। তখন সবার আগে যে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে প্রতিটি ধাপ পেরোতে পারবে সেই হবে জয়ী। নেফার ও ম্যারন মূল উপলক্ষ্য বিধায় অন্যদের কাজ শুধু ধাওয়া-করা, অন্যান্য পরীক্ষায় তারা অংশ নেবে না।

মোরগ দুটো তাদের সর্পিল ঘাড় ও ভীষণ বাঁকানো চঞ্চু দ্বারা একে অন্যের পালক ও মাংস ছিড়ে ফেলবে এবং যখন রক্ত ঝড়ে তারা দুর্বল হয়ে যাবে তখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেবে।

বড় পাখিটার পালকগুলো সোনালি ও কপার বর্ণের। উদিত সূর্যের মতই উজ্জ্বল, তার লেজ লম্বা। অন্য পাখিটা কালো, কিন্তু চমৎকার জ্বলন্ত পিঠ এবং তার নগ্ন মাথা রক্তিম বর্ণের।

তারা এখন এক জন অন্যকে বৃত্তাকারে ঘুরল, ইতোমধ্যে তারা অনেক কঠিন ও দীর্ঘ সময় লড়েছে। আলগা পালকগুলো তাদের বালিতে পড়ে আছে ও পশ্চিমের বাতাসের গরম ঝাপটায় তা দূরে সরে গেল। উভয় পাখিরই রক্ত ঝরছে, বড় বড় ভারি ফোঁটায় এবং তারা তাদের পায়ের উপর একটুখানি অস্থির হয়ে গেল। যাই হোক তাদের চোখ উজ্জ্বল ও হিংস্র যেমনটা লড়াইয়ের শুরুতে ছিল।

'সুন্দর ও পূজনীয় হাথোর, তাদের দু'জনকে বেঁচে থাকার শক্তি দাও।' মেরিকারা ফিসফিসাল, সে দৃঢ়ভাবে মিনটাকার হাত ধরে আছে। 'তাদেরকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত লড়াই করতে দাও।' যদিও সে জানত তার আবেদন কতটা বৃথা। 'এবং ম্যারন ও নেফারকে ক্ষতি থেকে দূরে রাখো।'

হঠাৎ কালো পাখিটা মাথা উঁচু করে উড়াল দিল, তার শক্তিশালী ডানা ঝাপটিয়ে সামনের দিকে পাগুলো পুরো প্রসারিত করে। অন্য পাখিটা তাকে সাক্ষাৎ করতে উঠল কিন্তু সে প্রায় নিঃশেষিত এবং তার প্রতিরোধ ছিল দুর্বল। সে আঘাতটা রুখতে দেরি করে ফেলল যা তার পালকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সংঘর্ষ করল। এক সাথে গড়াগড়ি খেল ওগুলো এবং যখন তারা আলাদা হল লাল মোরগটা তখন একটা ডানা টানছিল। এটা প্রায় শেষের পর্যায়ে।

মেরিকারা জোরে ফুঁপিয়ে উঠল, 'ওহ্! হাথোর, তাকে মরতে দিওনা', সে মিনটাকার বাহুতে নখ বসিয়ে চামড়ায় উজ্জ্বল লাল দাগ ফেলে দিল, কিন্তু মিনটাকা তা অনুভবই করল না। সে ভয় নিয়ে দেখছিল যখন লাল পাখিটা দুর্বল ভাবে দুলছিল এবং জনতা বন্য ভাবে গর্জন করল।

কালো পাখিটা বুঝল সে জিতে গিয়েছে এবং তার শক্তি ফিরে এল। সে আবার উড়ে শক্তি সঞ্চয় করে ঘুরল, তার ডানা গুলো প্রসারিত এবং উজ্জ্বলভাবে তা চমকাচ্ছে। পাখিটা তার ভারসাম্য ফিরে পাবার আগেই সে লাল মোরগটাকে আঘাত করল। তারপর পাখিটা কোন রকমে উঠে করুণভাবে দৌড় দিল, তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ভর সহ কেননা কালো পাখিটার ওটার উপর তখন। মেয়েরা গর্জন করে উঠল। 'তাকে যেতে দে, সেথের কালো ছায়া। তাকে বাঁচতে দে!'

লাল পাখিটা তাকে নিয়ে দৌড়াল, প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল তার অধিকতর দুর্বল এবং অবশেষে সে পড়ে গেল।

'সে মৃত!' কেউ একজন জোরে বলল, 'লড়াই শেষ। ধাওয়াকারীদের যেতে দাও।'

'না! সে এখনো জীবিত।' মিনটাকা ভয়ংকর ভাবে চিৎকার করে উঠল।

কালো পাখিটা লাল পাখিটাকে ছেড়ে দিল এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তার শক্তি ও সাহসের শেষটা নিয়ে লাল পাখিটা নিজেকে দাঁড়াতে বাধ্য করল এবং দুলতে দুলতে দাঁড়াল, দুই ডানা বালিতে ঝুলিয়ে এবং তার গালের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে।

কালো পাখিটা মনে হল তাদের মধ্যকার দূরত্ব হিসাব করল, তারপর আরো একবার সে শূন্যে উঠল এবং এক মুহূর্তের জন্য তার শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পায়ের নখগুলো পুরো শক্তিতে ঢুকিয়ে দিল ওটার হৃদপিণ্ড ও ফুসফুস দিয়ে। লাল মোরগটা তার নিচে গড়িয়ে পড়ল এবং শুয়ে পড়ল। তার চঞ্চু নিরব মৃত্যুর কান্নায় নেতিয়ে পড়ল এবং তার ডানাগুলো ভগ্নভাবে কাঁপছে।

কালো মোরগটা মৃত দেহটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল, তার মাথা পিছনে নিয়ে বিজেতার ডাক দিল যা মনে হল মিনটাকার মেরুদন্ড ছিঁড়ে নামল এবং তাতে কাঁপন ধরাল।

'প্রভু কথা বলেছেন। এটা শেষ।' হিল্টো ছিন্ন ও রক্তাক্ত মৃত দেহটা ঘাড়ে ধরে তুলল এবং বেস এর মন্দিরের পতাকা পড়ে গেল। সে রথীদের দিকে ঘুরল যারা তাদের ঘোড়ার দলের পিছনে গুটি সুটি মেরে আছে।

'তোমরা রেড রোডে যেতে মুক্ত!' চিৎকার করে বলল সে। 'মৃত্যু অথবা বিজয়ে সওয়ার হও!' দীর্ঘ চাবুকগুলো তখন আওয়াজ তুলল, ঘোড়াগুলো তাদের মাথা নিক্ষেপ করল, তাদের কেশর দোলালো এবং দশটা যুদ্ধের রথ একবারে এক সাথে সভাস্থল ঘুরে এল। মহিলারা চিৎকার দিল এবং পুরুষের উল্লাস করে উঠল। তারপর তারা শহরের ফটক দিয়ে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে চলল, পতাকার সারি অনুসরণ করে।

নেফার একটু সময় নিল ঘোড়াগুলোকে প্রশ্রয় দিতে ও আশ্বস্ত করতে; সে প্রতিটির ঘাড়ে একটি করে হাত দিয়ে দাঁড়াল এবং তাদের ফিসফিসিয়ে সাহস জোগাল। তারপর সে দৌড়ে পাদানিতে গিয়ে উঠল এক লাফে। সে তাদের প্রথমে হাঁটার গতিতে, তারপর ধীরে ধীরে দৌড়ের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এল। যখন তারা নিঁখুতভাবে এক তালে সামনে বেগে দৌড়াচ্ছিল তখন সে তাদের গতি কমান্ড দিয়ে পরিবর্তন করল, 'নীল!'

মসৃণভাবে তারা লক্ষ্যের দিকে দ্বিতীয় বারের জন্যে এগোলো এবং তখন সে ম্যারনের হাতে লাগামটা দিল। সে তাকে কোন তিরস্কার করল না, সে জানে ম্যারন এখনো তাদের প্রথম চেষ্টার ব্যর্থতায় কষ্ট পাচ্ছে। ইতোমধ্যে তারা এগিয়ে থাকলেও বল্লম পরীক্ষাটা পার হতে পারেনি এখনও। নেফার যতোটা না ব্যর্থ হচ্ছিল ম্যারনের প্রচেষ্টা ছিল বেশি হতাশজনক।

যখন সে তার কব্জিতে চামড়ার ফালিটা প্যাচালো নেফার খেয়াল করল ক্রুসের কানটা কোন সংকেতের অপেক্ষায়, যে আবার পদক্ষেপ ভাঙ্গতে পারে। কিন্তু সে তা সামনে খাড়া করে রেখেছে এবং ঠিক মতো দৌড়াচ্ছে। সে সারিটা নিখুঁতভাবে ধরে রাখল যখন তারা প্রথম লক্ষ্যের সামনে এল এবং তার বল্লমটা মধ্যের লাল বৃত্তে ঢুকে গেল এবার। মনে হল যেন সাথে সাথেই দ্বিতীয় লক্ষ্যটা এসে গেল, সে মসৃণ ভাবে নিক্ষেপ করল এবং তীক্ষ্ম প্রান্ত গভীরভাবে ভেতরের বৃত্তে ঢুকে গেল। তার পাশে ম্যারন চুপ, তার সর্ব শক্তি ও প্রচেষ্টা দিয়ে দলটাকে চালাচ্ছে।

তৃতীয় বল্লমটা সূর্য রশ্মির ন্যায় জ্বলে উঠল যখন তা দূর দূরত্ব অতিক্রম করল এবং শাবাকো আরেকটি আঘাতের জন্যে লাল পতাকা তুলল।

শেষ বল্লমটা নেফারের হাতে, চামড়া ফালিটা দৃঢ় ভাবে তার কব্জিতে প্যাঁচানো, সে ঘোড়াগুলোকে গুন গুন করে বলল, তার কণ্ঠ দৃঢ় ও বিশ্বস্ত, 'আরো একবার। মাত্র আর একবার আমার জন্যে!'

মনে হল ক্রুস নিজেকে একত্রিত করল ও তার চিবুক ঠেসে ধরল, সুন্দর ভাবে সারিটা ধরল সে এবং যখন নেফার নিক্ষেপ ওটা করল সে জানত তা লাল বৃত্তে আঘাত করতে যাচ্ছে। সে তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল যখন ওটা স্থির হল উড়ন্ত অবস্থাতে।

'হা! হা! চলে এসো' এবং তারা সামনে বাড়ল মসৃণগতি থেকে পূর্ণ বেগে, এতো জোরালোভাবে যে নেফারকে তার পা দৃঢ় করতে হল এবং পিছনের পতন রোধ করতে রশিটা ধরতে হল।

শাবাকো তার মাথার উপর লাল পতাকাটা দুলালো এবং তার কণ্ঠে পরিষ্কার শোনা গেলম, 'বাক হারা! মহামান্য! আপনি নিখুঁত!'

কিন্তু নেফার জানে তারা কখনো রাস্তাটুকু পুষিয়ে নিতে পারবে না যা তারা হারিয়েছে এবং ধাওয়াকারীরা এরই মধ্যে দ্রুত ও কঠিন ভাবে আসছে তাদের পিছনে।

পতাকার সারি তাদের প্রশস্ত বৃত্তে নিয়ে এল, উত্তর দিকের গভীর খাদের তীক্ষ্ণ ধারের কিনারে এবং প্রাকৃতিক এক সারি সমতল ভূমির উপর যেখানে মাটির গঠন নরম রসালো ফলের মতো, কিন্তু নগ্ন ও কঠিন।

তৃতীয় ও শেষ সমতল ভূমিটা পঞ্চাশ জনের মতো দর্শক দ্বারা ঘেরা যারা গালালা থেকে উঠে এসেছে। যখন নেফারের রথ তাদের দিকে দৌড়ে গেল তারা হৈ হৈ করে উঠল, তারা তার প্রবেশের জন্য পথ ছেড়ে দিল। উঁচু ভূমিটার চূড়া সমতল ও মসৃণ। এই খোলা স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে কুস্তিগীররা অপেক্ষা করছিল। সাদা পাথর দ্বারা ঘেরা স্থানে তারা নিজেদের বৃত্তে দাঁড়িয়ে আছে। নেফার তাদের দিকে চলল। জনতা তাদের পিছনে উত্তেজনায় উল্লাস করতে করতে ও হাসতে হাসতে এগিয়ে চলল। নেফার ঘোড়াগুলোকে থামাল এবং দু'জন সাহিস যারা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দৌড়ে এল তাদের মাথাগুলো ধরতে।

'দেখো প্রত্যেকে যেন মাত্র এক বালতি পান করে।' নেফার তাদের আদেশ দিল যখন সে লাফিয়ে নামল। এটাই প্রথম জায়গা যেখানে তারা ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ানোর অনুমতি পেয়েছে, কিন্তু নেফার চায় না তাদের পেট তরলে ফুলে যাক।

দ্রুত নেফার ও ম্যারন তাদের চামড়ার বর্ম খুলে ফেলল এবং নিচের স্কার্ট খুলে সূর্যালোকে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেল। তাদের তরুণ শক্ত দেহ দেখে জনতা গুঞ্জন করে উঠল, নিখুঁত কুস্তির জন্যে যা প্রশিক্ষিত। তা উন্মুক্ত হলে নিচু জাতির ও সন্দিগ্ধ নৈতিকতার কিছু মহিলাও উত্তেজনায় চিৎকার করল।

এখন প্রতিটি অতিক্রান্ত হওয়া মুহূর্ত রথ ধাওয়াকারীদের কাছে নিয়ে আসছে। নেফার এমনকি নৃত্যরত মহিলাদের দিকেও তাকালো না বরং সে ও ম্যারন দূর পদক্ষেপে সামনে বাড়ল সে দিকে যেখানে তাদের নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা করছিল। নেফার সাদা পাথরের বৃত্তের বাইরে এল এবং উর'-এর পোলিওস এর দিকে তাকাল যে কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে।

সে আশানুরূপ ভাবে বড় অথবা লম্বা ছিল না, নেফারের চাইতে বৃহৎ বা ভারিও নয়, কারণ বিচারকেরা তাদের সতর্কভাবে ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করেছেন। যাই হোক কোন চর্বি বা অতিরিক্ত ঝোলালো মাংস পোলিওসের ছিল না। তবে এটা নিশ্চিত যে সে নিজেকে নমনীয় করতে তেল মেখেছে, কারণ যখন সে তার

মাংসপেশী ফুলালো তখন তা চকচক করল। তার সবকিছুই কঠিন। তার পেট সমতল, তার হাত-পা দীর্ঘ ও সুকোমল। সে হাতগুলো তার বুকের উপর ভাজ করে দাঁড়িয়ে আছে এবং একটা কঠিন শীতল দৃষ্টিতে নেফারকে খেয়াল করছে।

নেফার একটা দীর্ঘ দম নিল এবং তখন তার কানে আবার টাইটার কথাগুলো বাজল, এতো পরিষ্কার যে যেন সে তার কানে কানে কথা বলছে। 'বাম হাঁটু, ওটা তার একমাত্র দুর্বলতা।'

নেফার তার দৃষ্টি প্রতিপক্ষের দেহের উপর নিবদ্ধ করল, কিন্তু পোলিওসের বাম হাঁটু তার ডান হাঁটুর মতই ভালো ঠেকল। শক্ত ও দুর্জেয় জলপাই গাছের প্রধান শাখার মতো যা।

নেফার তার গলার সোনার মাদুলিটা স্পর্শ করে পা বাড়িয়ে পাথরের বৃত্তে প্রবেশ করল, জনতা গর্জে উঠল ও আর্তনাদ করল এবং চিৎকার দিল। পোলিওস তার হাত হাঁটুতে বেঁধে কাঁধটা কুজো করল এবং সর্পিল সমতল অভেদ্য দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখল। নেফার জানত তাকেই প্রথমে আঘাত করতে হবে কারণ পোলিওসের কোন তাড়া নেই। পোলিওসের কাজ হল নেফারকে এখানে দেরি করিয়ে দেয়া যতোক্ষণ না ধাওয়াকারীরা তাকে ধরে ফেলে। নেফার একবার তাকে আবর্তন করল এবং পোলিওসও ধীরে তাকে মোকাবেলা করতে ঘুরল।

'হ্যাঁ!' নেফার নিজে নিজে বলল, 'ওখানে তা, সে তার বাম পাতা টানছে।' কিন্তু তা ছিল তার ক্ষুদ্র একটা দোষ যা নেফার টাইটার উপদেশ ছাড়া কখনো বের করতে পারতো না। 'এটা তার পুরানো আঘাত', টাইটা তাকে বলেছিল, 'এখানে!' এবং সে তার বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে নেফারের হাঁটুতে চাপ দিয়ে প্রকৃত স্থানটা দেখিয়েছে। কিন্তু তারপরও টাইটা তাকে বলল, 'তবুও তাকে হালকা ভাবে নেয়ার সাহস দেখিও না। সে একজন মানুষ হত্যাকারী। এটা তার প্রিয় কাজ এবং তা খুব অপ্রতিরোধ্য।' টাইটা তাকে স্পষ্ট করে বলেছে।

নেফার অন্য পথে বৃত্তাকারে ঘুরে এল এবং পোলিওসও তার সাথে ঘুরল। নেফার তখন তা দেখল, একটা ছোট অস্বাভাবিক গর্ত তার হাঁটুর টুপির স্ফীতির নিচে। সে কোন ঝুঁকি নিতে চাইল না এবং সে কাছাকাছি এল। তারা প্রত্যেকে চিরায়ত নিয়মেই এগুল, উভয়ে হাতে দিয়ে একে অন্যকে আঁকড়ে নিক্ষেপের সুযোগ খুঁজছে। ধারা পরিবর্তন করে ওজন বদলে ধাক্কা দিল ও তারপর অন্যের ভারসাম্য অনুভব করতে দিল। তখন হঠাৎ পোলিওস সামনে লাফিয়ে নিচু হল, নেফারের বক্ষের নিচে এবং নেফারও তা আশা করেছিল। সে দীর্ঘ বাহুটা তার কোমরে প্যাঁচিয়ে হঠাৎ তাকে এতো উপরে তুলল যে সে শুধু তার পায়ের পাতা মাটিতে স্পর্শ করে রইল এবং পোলিওস তাকে নিয়ে তার বাহুতে ঘুরল, তাকে পিছনে ঘুরালো যাতে সে তার ভারসাম্য রাখতে না পারে। তারপর হঠাৎ পোলিওস তার ডান হাঁটুতে পড়ে নেফারকে তার সাথে নিচু করল। তার অন্য পা কঠিন দৃঢ়, বাম

উরু ভূমির সাথে। নেফার তখন তার উপর আড়াআড়ি নেমে এল এবং তাকে তার পিঠে আঘাত করল কিডনি বরাবর। এটা তার মেরুদন্ড ভেঙে ফেলার কথা, নেফার আক্রমণটা ম্যারনের সাথে শতবার অনুশীলন করেছে। প্রতিপক্ষ আঘাতটা নিতে তার পিঠ বাকা করল এবং একই সময়ে তার উভয় গোড়ালি মাটিতে সজোরে বদ্ধ করে দিল শক্তি ভাঙতে। তবুও সে তার মেরুদন্ড ক্যাচ ক্যাচ করতে অনুভব করল যখন তার কশেরুকাগুলো সর্বোচ্চভাবে বেঁকে গেল।

পোলিওস তার পূর্ণ ওজন নিয়ে তার উপর নেমে এল, কিন্তু নেফার তার পিঠের নিচ দিয়ে পিছলে গেল এবং ডান হাত দিয়ে পোলিওসের হাঁটু জড়িয়ে ধরল, টাইটা তার ডান বৃদ্ধাঙ্গুলটা শক্ত করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করেছে– চামড়ার বল পিষত যতোক্ষণ না তা উপরের স্তরে কোন গভীর দাগ না ছাড়ত। এমনকি তারপরও টাইটা সন্তুষ্ট হত না। সে নেফারকে এই অনুশীলন করতে বাধ্য করত যতোক্ষণ না সে বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনীর মধ্যে একটা কড়ি গুঁড়ো করতে পারত। তারপর সব সময় টাইটা হাঁটুর টুপির নিচে ঠিক স্থানটা স্পষ্ট করেছে যেখানে আঘাতটা আছে এবং চাপের মাধ্যমে তাকে তা পৃথক করতে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। নেফার এবার তা পেল এবং তার বৃদ্ধাঙ্গুল ঢিবির মাথা ও অমিলিত হাঁটুর টুপির মধ্যকার ক্ষতে ঢুকিয়ে দিল।

নেফারের ডান হাতের প্রতিটি মাংসপেশী দাঁড়িয়ে গেল কসরতে এবং চোখগুলো মনে হল কোঠর থেকে বেড়িয়ে যাবে। তারপর হঠাৎ সে তার বৃদ্ধাঙ্গুলের ডগার নিচে কিছু অনুভব করল এবং শেষ একবার চেষ্টা করল। তার বৃদ্ধাঙ্গুল আরো গভীরে ঢুকল, দুর্বল উপলব্ধি এবং পেশীতন্ত্র ক্যাচ ক্যাচ করল এবং কট করে শব্দ হলো যখন তারা ছিড়ে গেল, হাঁটুর টুপিটা নেফারে মুঠিতে উঠে এল বিচ্ছিন্ন হয়ে।

পোলিওস আর্তনাদ করে উঠল, এমন চরম যন্ত্রণার শব্দ করল যে তা দর্শকের চিৎকার পর্যন্ত থামিয়ে দিল, যারা বৃদ্ধের কিনারে ভিড় করেছিল। পোলিওস তার নিজের মুঠি ছেড়ে দিল এবং নেফারকে তার কাছ থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু নেফার গড়িয়ে তার আঘাত এড়িয়ে গেল খুব সহজেই।

হঠাৎ, শিশুর মতো করুণ ও অসহায় হয়ে পোলিওস ফুঁপিয়ে উঠল এবং কুঁকড়ে গেল ব্যথায়। নেফার তার উপর উঠে তার চেহারাটা মাটির দিকে চেপে ধরল। সে তার বাম পা-টা প্যাঁচিয়ে তার পিছনে তুলল এবং পোলিওস বাঁধা দিতে পারল না। নেফার ভাঙ্গা হাঁটু পিছনে বাকাল যতোক্ষণ না গোড়ালিটা পোলিওসের নিতম্ব স্পর্শ করল এবং তার সব ভর ওটার উপর ছেড়ে দিল। পোলিওস যে ভয়ংকর চিৎকারটা দিল তা কোন মানুষের ছিল না।

'আর্তনাদ কর!' নেফার আদেশ দিল, কিন্তু পোলিওস ব্যাথায় বোকা হয়ে গেল এবং অবশ হয়ে গেছে। আম্পায়ার নেফারের কাঁধ স্পর্শ করার জন্য এগিয়ে এল এবং তার জয় নির্দেশ করল।

নেফার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং পোলিওসকে আর্তনাদ করতে ছেড়ে গেল। তার সামনের দর্শকেরা নিরবে ভাগ হয়ে গেল, তার জয়ের দ্রুততা ও সম্পূর্ণতায় তারা বিস্মিত। নেফার শুনল জনতার কেউ বলছে, 'সে তার ঐ পা দিয়ে আর কখনো হাঁটতে পারবে না'। কিন্তু সে পিছু দেখল না যখন সে অন্য বৃত্তের দিকে দৌড়ে গেল এবং ধাক্কা দিয়ে লোকদের সরিয়ে তার পথ করল যারা ওখানে ভিড় করছিল।

ম্যারন ও সিগাসা– কুমিরটি, বুকে বুকে চেপে আছে। তারা বৃত্তের ভেতরে গড়াগড়ি খেল, প্রথমে একজনের উপর একজন, পরে অন্য জন। নেফার এক নজরে দেখল ম্যারন আঘাতপ্রাপ্ত। সিগাসার রোগান্বিত ত্বক পুরু ও কণ্টকময়, ব্যাথার জন্য অভেদ্য এবং সে এখন তা অস্ত্রের মতোই ব্যবহার করছে, নিজেকে তার সাথে ঘর্ষণ করে। ম্যারনের মাংস তা ছিড়ে ফেলল, তার বুক ও বাহু থেকে রক্ত ঝরছে। টাইটা তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছিল, কিন্তু তার অস্বস্তিকর আলিঙ্গনটা এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল এবং ম্যারন ছিল আক্রান্ত। নেফার একেবারে ঠিক সময়ে পৌঁছেছে।

রেড রোডের নিয়ম ইচ্ছে করেই শিক্ষানবীশদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। যাই হোক, তারা একজন শিক্ষানবীশকে অন্য জনের সাহায্যে আসার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র তখন যখন সে তার নিজেকে প্রতিপক্ষকে হারাতে পারবে তার পর। এটা হল কয়েকটা সুযোগের একটা যা তারা পেয়েছে। নেফার এর পূর্ণ সুযোগ নিল। যে মুহূর্তে সে বৃত্তে ছিল নেফার থেমে গেল এবং একটা সাদা পাথর তুলে নিল যা একটা পায়রার ডিমের আকৃতির। ম্যারনকে সাহায্য করতে দৌড়ে যাবার মুহূর্তে সে পাথরটা তার তালুর কেন্দ্র স্থলে স্থাপন করল, আঙ্গুলগুলো দিয়ে মুঠো করে ধরল এবং এতো দৃঢ়ভাবে ধরল যে তার আঙ্গুলের গাঁটগুলো পর্যন্ত চাপে সাদা হয়ে গেল। সে তার মুঠকে অস্ত্রে রূপান্তরিত করল মিস্ত্রির হাতুড়ির মতই যা কার্যকর এখন।

জনতা কুমিরের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে সতর্ক করল এবং ম্যারনকে ছেড়ে দিয়ে সে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। সে নেফারের দিকে এগিয়ে এল মাথা নিচু করে। টাইটা তাদের সতর্ক করেছিল যে তার টাক ও গোল খুলিটা দুরমুজের মতই ভয়ংকর। সিগাসা ইতোমধ্যে ম্যারনের দুটো পাজরে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে তার প্রথম আক্রমণেই এবং এখন সে নেফারের সাথে তা করতে যাচ্ছে।

নেফার তাকে আসতে দিল, তার চলন পরিমাপ করল। তারপর দৃঢ়ভাবে পা দু'টো স্থাপন করে সে তার বদ্ধ ডান মুষ্ঠি দিয়ে সিগাসার চোয়ালে আঘাত করল সজোরে, সেই নির্দিষ্ট স্থানে যা টাইটা তাদের দেখিয়েছে। সিগাসার নিজের দৌড়ের ওজন ও গতি নেফারের কাঁধের পূর্ণশক্তির সাথে সংঘর্ষ ঘটল আঘাতের পিছনে।

বিশাল মাথাটা পিছন দিকে ভেঙে গেল এবং সিগাসার পাগুলো তার নিচে সেদ্ধ খাবারের মতো নরম হয়ে গেল কিন্তু তার ভরবেগ তাকে বয়ে নিল আরো কিছুক্ষণ। তারপর দাগ দেওয়া পাথরের মাঝে হাত পা ছড়িয়ে সে পড়ে রইল।

ভিড়ের কেউ কখনো শূন্য মুঠি অস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হতে দেখে নি। তারা বিস্ময়ে চিৎকার দিল। এমনকি ফলাফলে নেফারও হতভম্ব, কারণ সিগাসা একটুও না নড়ে পড়ে আছে। নেফার মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল এবং আম্পায়ারদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল, 'সিগাসা বৃত্ত ত্যাগ করেছে। সে অবশ্যই বাজেয়াপ্ত।'

আম্পায়ার চিৎকার করে তার সম্মতি জানাল, 'নেফার সেটি বিজয়ী! সিগাসা প্রতিদ্বন্দ্বীতার অধিকার হারিয়েছে। আপনি বিজয়ী নেফার সেটি!'

নেফার দৌড়ে ম্যারনের কাছে গেল এবং তাকে টেনে দাঁড় করাল। 'তুমি কি ব্যথা পেয়েছ?'

'আমার পাঁজর! শূয়রটা ষাঁড়ের মতো আঘাত করেছে।' সে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করল।

'আমাদের যেতে হবে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' ম্যারন সোজা হলো এবং কাঁধ ঘুরালো। ব্যাথায় তার মুখটা ছাই এর ন্যায় ধূসর হয়ে আছে। 'এটা কিছু না।' কিন্তু সে তার বুকের পাশ চেপে ধরল যখন তারা দৌড়ে রথে ফিরল। তারা তাদের স্কার্ট এবং চামড়ার বর্ম পরিধান করল দ্রুত।

'অনেক সময় লেগে গেছে। আমরা প্রতি সেকেন্ডে ভূমি হারাচ্ছি।' যখন তারা হামাগুড়ি দিয়ে রথের পাদানিতে উঠল তখন তারা উভয়ে পিছনে পাহাড়ের খাদ্যের সমতলের নিচে অবস্থান করছিল। বল্লমের মাঠের দিকে সমতলে তারা পিছনে তাকাল। 'ঐ যে তারা!' ম্যারন বিতৃষ্ণার আওয়াজ করল এবং সূর্যালোতে ধুলার মেঘটা বিপদজনক ধূসর ও রহস্যজনক হয়ে উঠল। উড়ন্ত ধুলার নিচে ধাওয়া করা যানগুলো এখনো কালো বিন্দুর মতো, কিন্তু মনে হলো আকারে বাড়ছে।

বলার কিছু ছিল না। ধাওয়াকারীরা কুস্তিগিরদের সাথে লড়বে না। তারা সোজাসুজি পাথরের বৃত্ত পেরিয়ে যাবে। নেফার ও ম্যারন জানত তাদের এগিয়ে থাকা কতটা প্রয়োজন এবং কত দ্রুত তারা এ ছোট সুবিধাটা হারাতে পারে। এখন শুধুমাত্র একটা ভুল পদক্ষেপ অথবা ভুল হিসাব সব পাল্টে দিতে পারে।

নেফার লাগাম ঝাঁকি দিল এবং তা দলের উদ্দেশ্যে হাক দিল। ডোভ ও ক্রুস বিশ্রাম নিয়েছে যখন তারা কুস্তি লড়ছিল। এখন তারা সতেজ, তারা বেঁকে গতি তুলল। সামনে পতাকার সারি কোর্স নির্দেশ করছে যা দক্ষিণে বিশাল বাঁক নিয়ে ফিরে গেছে সে দিকে যে দিক থেকে তারা এসেছে।

'অর্ধ রাস্তা দিয়ে।' ম্যারন আনন্দ প্রকাশ করার চেষ্টা করল কিন্তু তার কণ্ঠ তারা কাঁটা পাজরের ব্যাথায় শক্ত এবং প্রতিটি শ্বাস সে টানছিল ব্যথিত হয়ে। তারা মালভূমি

পেরিয়ে অন্য পাশে পৌছে গেল সেখানে খাদের কিনারে সমতলগুলো বিশাল পদক্ষেপে তাদের পিছনে পড়তে লাগল। তারা সেচ ভূমির ছোট মাঠ ও ভূমির দিকে নিচে তাকাল, অবাক করা সবুজের বিপরীতে গিরিমাটি ও পিঙ্গল বর্ণ চারপাশের ভূমির এবং গালালার টাওয়ার ও ছাদগুলো এতো ভগ্ন ও মেটো রঙের যে এই দূরত্ব থেকে তাদের মানুষের তৈরি মনে হল না বরং মরুর প্রাকৃতিক দৃশ্য মনে হল।

তারা সামনে দেখল, খাদটা তাদের দিকে দৈত্যের মতো চেয়ে আছে। এটার ঢাল খাড়া এবং অপরিমেয়, ছায়াম্বিত লাল গভীরে পতিত। রাস্তায় ছোট এক দল দর্শনার্থী ছিল যারা পর্বতের চূড়ার প্রান্ত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। এরা হলো সেই দর্শক যারা বল্লমের পরীক্ষা দেখেছে এবং তারা সংক্ষিপ্ত রাস্তা নিয়ে তীরের পরীক্ষা দেখার জন্য তাড়াহুড়ো করছে।

নেফার শক্ত হাতে রথটা চালিয়ে সমতল থেকে নামছিল ঘোড়াগুলোকে তাদের সর্বোচ্চ গতিতে তুলে, ধাওয়াকারীদের থেকে এমনকি কয়েক গজ এগিয়ে জিত ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। এটা হল সেই স্থান যেখানে ক্রুস তারা বল্লম পরীক্ষায় তার ভুলের ক্ষতি পূরণ করেছিল। তার বিশাল শক্তি তাদের দ্রুত চালিত করল এবং তার পাশে ডোভকে নতুন হৃদয় দিল। তারা খাদের নিকট পৌছে কিনার ধরে দৌড়াল। যদিও ক্রুস এটার পাশে ছিল তুবও সে কখনোই তার পদক্ষেপ ভাঙ্গল না বরং তার মন প্রাণ দিয়ে দৌড়াল। নেফার তার প্রাণ শক্তিটা উঁচুতে উঠতে অনুভব করল।

'আমরা এখনো তাদের সেতু পর্যন্ত পিছনে রাখতে পারব।' সে বাতাসে চিৎকার করল, 'চল, ক্রুস! চল, ডোভ।'

নেফার সামনে দেখল এবং টাইটার লম্বা, নির্ভুল অবয়বটাকে কিনারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। সে খাদ পেরিয়ে ধনুকের লক্ষ্যের দিকে অন্য পাশটা দেখছে এবং সে ঘুরে দেখল না যখন তারা তার পিছনে থামল এবং রথ থেকে লাফিয়ে নামল।

গত সন্ধ্যায় টাইটা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল। 'পশ্চিমের বায়ু প্রবাহ, ধনুক ও খাদ অতিক্রম ফলাফল নির্ণয় করবে। আমি তোমাদের জন্য ওখানে অপেক্ষা করব।'

তারা তাক থেকে ধনুক ও তীরের খাপ নামল এবং ঘোড়াগুলো অপেক্ষারত সাহসীদের তত্ত্বাবধানে দিয়ে টাইটার সাথে মিলিত হতে দৌড়ে পর্বতের কিনারে গেল।

'বল্লম খেলায় আমরা সময় নষ্ট করেছি', নেফার গম্ভীরভাবে তাকে বলল বিশাল যুদ্ধ ধনুকে তীরটা লাগাতে লাগাতে।

'ক্রুস খুব ব্যাকুল ছিল', টাইটা বলল, 'এবং তাই তুমিও। কিন্তু পিছনে দেখে কোন লাভ নেই। সামনে দেখ!' সে গভীর খাদের উপর দিয়ে নির্দেশ করল যেখানে লক্ষ্যগুলো একটা হালকা বাঁশের মঞ্চের উপর ঝুলানো।

বল্লম পরীক্ষার মতো, এখানেও পাঁচটা লক্ষ্য। ওগুলো শুকরের ফোলানো মূত্র থলি। প্রত্যেকটা আড়াআড়িভাবে ভারে পাকানো সুতায় ঝুলানো। ওগুলো আলাদা করে ঝুলানো যাতে একটা তীর একটাকেই লক্ষ্যভেদ করে ও অন্যটিকে ভাগ্যক্রমে আঘাত না করতে পারে। সুতাটা যা তাদের ধরে রেখেছিল তা দুই কিউবিট লম্বা যাতে তাদের নড়াচড়ার সুযোগ থাকে। বাতাসের মতই হালকা তারা পশ্চিম বাতাসে নাচল, অপ্রত্যাশিত ভাবে দ্রুত ওঠানামা ও উপর নিচ করছে।

তাদের মধ্যকার বিশাল উন্মুক্ত খাদ সঠিকভাবে দূরত্ব পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব করে তুলল এবং পশ্চিমা ঘূর্ণবাতাস বৃত্তাকারে পর্বতে বয়ে গেলে। খাদের এপাশে বাতাসের ধাক্কা ও দিক তারা যা অনুভব করল তা অন্যপাশ থেকে ভিন্ন হবে। যাই হোক এটা তীরগুলোকে ততোটাই আক্রমণ করবে যতোটা লক্ষ্যগুলোকেও করছে।

'দূরত্ব কত হবে, বৃদ্ধ পিতা?' নেফার জিজ্ঞেস করল, খাপ থেকে একটা দীর্ঘ তীর পছন্দ করতে করতে। ঐ সকালের প্রথমে টাইটা এই খাদের কিনার বরাবর সমকোণবিশিষ্ট ত্রিভুজের একপাশ পরিমাপ করেছে। তারপর সে অন্য পাশের লক্ষ্যের কোণটা মেপেছে একটা ভূতুড়ে আয়োজন করে। তারের একটা বোর্ডের উপর সে এসব পরিমাপ এমনভাবে ব্যবহার করেছে যা নেফারের কাছে অবোধ্য, খাদ পেরিয়ে দূরত্ব পরিমাপ করতে।

'একশত পঞ্চাশ কিউবিট', টাইটা তাকে এখন বলল। নেফার এই তথ্য তার নিজের বাতাসের গতি ও দিকের হিসাবের সাথে যোগ করল এবং সে তার অবস্থান পর্বতের ভাঙা কিনারে নিল। ম্যারন তার হাতে হালকা সৈনিকের ধনুকটা নিয়ে তার পাশে দাঁড়াল।

'হুরাস ও দেবীর নামে,' নেফার প্রার্থনা করল, 'চল আমরা শুরু করি।' তারা একই সাথে তীর ছুঁড়ল।

নেফারের তীর মঞ্চের আড়াআড়ি কাঠের উপর দিয়ে পড়ল, অনেক দীর্ঘ ও উঁচুতে। ম্যারনের তীর বাতাসে মাত্রাতিরিক্ত কোণে উঠল লক্ষ্যের দূর দিয়ে। যখন এটা উচ্চতার শীর্ষে পৌঁছে ধীর হলো, বাতাস তখন এটার নিয়ন্ত্রণ নিল এবং ওটা বামে সরে গেল, প্রায় এটা দূরত্বের সীমায় ঝুলন্ত ওঠানামা করা শূকরের মূত্রথলে সারির দিকে পড়ল, মাঝের লক্ষ্যে পরিষ্কার আঘাত করল এবং তারা ফট আওয়াজ শুনল যখন তা বিস্ফোরিত হল এবং যাদুর এক ঘাতের মতোই অদৃশ্য হয়ে গেল।

দর্শকদের মধ্য থেকে একটা অনন্দের চিৎকার এল এবং আম্পায়ার উচ্চ কণ্ঠে তা বলল, কিন্তু ম্যারন বিড়বিড় করল যখন সে অন্য একটা তীর নিল। 'ওটা সৌভাগ্য ছিল।'

'আমি যে কোন সৌভাগ্য নিব যা তোমার খাপে আছে।' নেফার বলল, 'বাক-হার!, ভ্রাতা, বাক-হার!'

তারা আবার নিক্ষেপ করল, এবার ম্যারনের তীর আগেই পড়েই গেল, পর্বতের পাথরে লেগে ঝনঝন শব্দ করল। নেফারেরটা মূত্রথলিটির ডান দিকে ১/২ কিউবিট দূর দিয়ে এড়িয়ে গেল এবং বাতাসের জন্য সেথকে অভিশাপ দিল যা সে পাঠিয়েছে। বল্লমের ন্যায় রেড রোডের নিয়ম তীরের সংখ্যার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ দেয়নি, শুধুমাত্র শর্ত ছিল যে তাদের গুগুলো রথে বহন করতে হবে শুরু থেকে, এটা ওজন ও সংখ্যার মধ্যকার হিসাব। তারা প্রত্যেকে পঞ্চাশটা করে তীর এনেছে। কিন্তু ম্যারনের তীর থেকে নেফারের প্রতিটি তীর লম্বা, অর্ধেক বেশি ওজন।

তারা ছাড়ল এবং ভুল করল; আবার ছাড়ল এবং আবার ভুল করল। টাইটা বাতাস ও প্রত্যেক তীরের উড্ডয়ন দেখল। সে তার সব শক্তি তার চারপাশে জমা করল ঘাতক বাতাসের শক্তি ও তেজ অনুভব করার জন্য। সে প্রায় তা দেখতে পারল, এটার প্রবাহ ও শক্তি পানির পরিষ্কার ঝর্ণার স্রোতের মতো।

'লক্ষ্যের একই স্থানে ধরে রাখ?' সে নেফারকে আদেশ দিল। 'কিন্তু আমার নির্দেশের অপেক্ষা করো।'

নেফার পুরো শক্তিতে গুণ টেনে ধরল এবং তার ডান হাতের প্রতিটি মাংসপেশী কাঁপল কসরতে যা সে ধরে আছে।

টাইটা বাতাস পরখ করল ও তার অংশ হয়ে গেল, তার নিজের সত্তার গভীরে তা অনুভব করল। 'এখন!' সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল এবং তীরটা খাদের উপরে উঁচুতে লাফিয়ে ছুটে গেল এবং বাতাসে একটু দুলল। তারপর উঁচুতে থাকা বাজপাখির মতো মনে হল যখন এটা নিজেকে একত্রিত করল এবং লক্ষ্যের দিকে ঝুঁকল। মূত্রথলি ফট করে উঠল যখন এটা তা আঘাত করল এবং জনতা গর্জে উঠল। 'পরের টা!' টাইটা আদেশ দিল এবং নেফার টানল তার বাহু উঁচু করে এবং দ্বিতীয় মূত্রথলির ডান দিক বরাবর।

'এবার।' টাইটা ফিস্‌ফিস্ করে বলল। মনে হল বৃদ্ধ মানুষটি তার মনের শক্তি দিয়ে তীরটার গতি নিয়ন্ত্রণ করছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে আঘাত করার পূর্বে পশ্চিমা বাতাস বিদ্বেষ পূর্ণভাবে ওটাকে একপাশে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তীরটা লাইন বজায় রাখল এবং মূত্রথলি বিস্ফোরিত হল তীক্ষ্ম কাটার আওয়াজ করে।

'পরেরটা লাগাও!' টাইটা ফিসফিসাল, 'ধরে রাখ!' এবং একটুর জন্যে এখন এইবার তীরটা প্রায় মূত্র থলিটা স্পর্শ করে ফেলেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বলটা একপাশে লাফিয়ে সরে যায়। নেফার আবার টাইটার নির্দেশে তীর ছুড়ল এবং একটা তীরের সমান দীর্ঘ উঁচু দিয়ে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল এবং চলে গেল। বিশাল ধনুকটাকে নিয়ে কাজের ক্লান্তি খুব বেশি, তার ডান হাত ব্যথা করছে এবং পেশী আপনা আপনি সংকুচিত হচ্ছে ও লাফাচ্ছে।

'বিশ্রাম নাও?' টাইটা আদেশ দিল। 'লসট্রিসের কবজটা তোমার ডান হাতে নাও এবং বিশ্রাম কর।'

নেফার ধনুকটা এক পাশে রেখে মাথা প্রার্থনার ভঙ্গিতে নত করে দাঁড়িয়ে রইল, সোনার মাদুলিটা ডান হাতে নিয়ে। সে অনুভব করল শক্তি তার ধনুক নিক্ষেপের হাতে ফিরে আসতে শুরু করেছে। ম্যারন এখনো ছোট ধনুক দিকে চেষ্টা করছে কিন্তু তার কাটা পাজরের ব্যথা তার উপর প্রায় দ্বিগুণ হয়ে কষ্ট দিচ্ছে এবং যন্ত্রণার ঘাম তার বিবর্ণ মুখ বেয়ে পড়ছিল।

ঐ সময় পর্বতের চূড়ার লোকজন নড়ে উঠল ও ঘুরে গেল এবং উঁচু সমতলে ফিরে তাকাল। কেউ একজন চিৎকার করল, 'তারা আসছে' এবং চিৎকারটা জনতা তুলে নিল, যতোক্ষণ না চিৎকার কানে তালা লাগিয়ে দিল। নেফার তার মাথা তুলে আকাশের সীমায় প্রথম রথটা দেখল। লাগাম ধরা ডায়ামিওসকে চেনার জন্য এটা যথেষ্ট কাছে ছিল; তার সোনালি চুল বাতাসে পিছনে উড়ছে। তার পিছনে সারি ধরে ধাওয়াকারীদের অন্য রথগুলোও এল। ক্ষীণভাবে সে চালকদের ঘোড়াগুলোর উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে শুনল এবং রুক্ষ ভূমিতে চাকার ঘড় ঘড়ানি শব্দটাও।

'তাদের দিকে দেখো না'; টাইটা তাকে আদেশ দিল। 'তাদের নিয়ে ভেবো না। শুধু তোমার লক্ষ্য সম্পর্কে চিন্তা কর।' নেফার অগ্রসরামান যানের সারির দিকে পিঠ ফেরালো এবং ধনুক তুলে নিল। 'টান এবং ধরে রাখ।' টাইটা বলল। বাতাস আকস্মিক বেগে ধাবিত হল এবং পড়ে গেল। তীরটা নির্ভুলভাবে খাদের উপর দিয়ে চলল এবং চতুর্থ মূত্রথলি বিস্ফোরিত হল।

নেফার খাপ থেকে অন্য একটা তীর টেনে নিল, তারপর সে তার হাতে নিয়ে থামল এবং তার হৃদয়ে হতাশা অনুভব করল। মরুভূমি থেকে একটা ধুলোর দৈত্য ঘুরতে ঘুরতে লক্ষ্যের সারির উপর এল। পিঙ্গল বর্ণে ধুলার পর্দা এবং বালি ও ধ্বংসাবশেষ দূরত্ব আচ্ছন্ন করে দিল এবং তার গভীরতায় একমাত্র অবশিষ্ট মূত্রথলিটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাদের পিছনে পাহাড়ে উঁচুতে ধাওয়াকারী রথীরা জয়ে চিৎকার করল এবং ঘূর্ণয়মান বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে নেফার ডায়ামিওসের কণ্ঠ শুনল, 'এবার তোমাকে দাঁড়াতে হবে এবং আমার সাথে লড়াই করতে হবে, নেফার সেটি।'

'তোমার সমাপ্তি হওয়ার পূর্বে আর একটা লক্ষ্য'; সোক্কো, আম্পায়ার, কঠোর ভাবে চিৎকার করল। 'তোমার স্থানে দাঁড়াও।'

'ওখানে কোন লক্ষ্য সেই', নেফার প্রতিবাদ করল।

'নামহীন প্রভুর ইচ্ছা', সোক্কো তাকে বলল, 'তোমাকে অবশ্যই তার কাছে সম্পর্কিত হতে হবে।'

'ওখানে?' টাইটা চিৎকার করল। 'আরো অধিক মহান ও শক্তিশালী দেবীর প্রতীয়মান ইচ্ছা আছে।' সে গভীর সংকীর্ণ উপত্যকার হলুদ ধুলার অভেদ্য মেঘ নির্দেশ করল।

ঘোলাটে হ্রদের গভীর হতে ভেসে ওটা ছিপির মতো, মূত্রথলিটা তার ভাঙা সুতা নিয়ে এটার নিচে নড়াচড়া করে ধুলার মেঝের শীর্ষে উঠল এবং গরম বাতাসে দ্রুত নড়াচড়া করল।

'এবার দেবী লসট্রিসের নামে।' টাইটা নেফারকে উৎসাহ দিল। 'সে-ই একমাত্র একজন যে তোমাকে এখন সাহায্য করতে পারে।'

'দেবীর নামে!' নেফার চিৎকার করল, বিশাল ধনুকটা উপরে তুলে ঝড়ের বন্য আলিঙ্গনের ক্ষুদ্র বেলুটার লক্ষ্যে সে তীর ছুড়ল। উপরে ও আরো উপরে তীরটা উঠল এবং মনে হলো বুঝি এটা বাম দিক দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, কিন্তু হঠাৎ মূত্রথলিটা নড়ে উঠল এবং তীরটির সাথে সাক্ষাত করতে ডুব দিল। রেজারের মতো ধারালো পাতলা তীরের মাথা এটাকে ভাগ করে খুলে দিল, ওটা বিস্ফোরিত হল এবং কাপড়ের টুকরার মতো বাতাসে ভেসে গেল।

'আপনি বিজিত!' সোঙ্কো তাদের চিৎকার করে ছেড়ে দিল। নেফার ধুনকটা ফেলে দিল এবং রথের দিকে দৌড় দিল, ম্যারনও তার পিছনে দৌড় দিল, তার আহত পাঁজর সামাল নিয়ে এবং জনতা উৎসাহ দিল যখন ডোভ ও ক্রুস একসাথে লাফিয়ে আগে বাড়ল। তাদের পিছনে ধাওয়াকারীদের চিৎকার হতাশ ও রাগান্বিত। কিন্তু নেফার পিছন ফিরে তাকাল না।

এক হাজার কদম সামনে ঝুলন্ত সেতুটা পর্বত থেকে পর্বতে ছড়িয়ে আছে, নিচে ভয়ংকর খাদ, কিন্তু ওটাতে পৌছার আগে তাদের আগুন অতিক্রম করতে হবে।

শাবাকো ছিল সেতু পারাপারের আম্পায়ার। ঘোড়ার পিঠে করে সে বল্লমের পরীক্ষা থেকে দৌড়ে এখানে এসেছে। এখন সে তার পরবর্তী অবস্থান সেতুতে নিয়েছে। এটা হল সমগ্র রেড রোডের সবচেয়ে কঠিন ধাপ।

শিক্ষানবীশদের এখানে একটা পছন্দ থাকে। তারা সেতুতে পৌছাতে আগুনের দেয়াল এড়িয়ে যেতে পারে। পরিবর্তে তাদের দীর্ঘ ঘুরে যেতে হবে এবং আরো নিচে উপত্যকা পেরোতে হবে যেখানে পর্বত সুন্দর ভাবে দূরে চলে গিয়েছে। যাই হোক, এটা কোর্সে প্রায় দুই ক্রোশ যোগ করে।

শাবাকো সেতুর মাথায় দাঁড়িয়ে নেফারের রথটাকে ধনুক পরীক্ষা স্থল ত্যাগ করতে দেখল এবং পিছনে খুব কাছে ধাওয়াকারীরা দৌড়ে প্রপাতের কিনারা দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

শাবাকোর সহানুভূতি তার ফারাও এর সাথে। যাই হোক, রেড গডের প্রতি তার আনুগত্যতা তার চেয়ে বেশি জোরালো। যদিও সে তার পুরো হৃদয় দিয়ে নেফারকে বিজিত দেখতে চায়, তবুও তাকে সহানুভূতি দেখানোর সাহস সে করে না। তা তার পবিত্র শপথের বিরুদ্ধে যাবে এবং তার অমর আত্মাকে বিপদে ফেলবে।

সে বেড়াটা বিবেচনা করল। এর দৈর্ঘ্য বরাবর শাবাকোর লোকেরা গুটিসুটি মেরে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে অবস্থান করছে। বেড়াটা একজন লোকের দ্বিগুণ লম্বা এবং শুকনো ঘাসের বান্ডিল দিয়ে তৈরি যা এই গরম, শুষ্ক বাতাসে দাহ্য পদার্থের মতো জ্বলে উঠবে। বেড়াটা অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত; প্রত্যেক প্রান্ত পর্বতের কিনার পর্যন্ত গাথা, যা তার বাহুতে সেতুটা ধরে আছে, এবং ঘুরে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। সেতুর মাথায় পৌছাতে শিক্ষানবীশদের অবশ্যই তা ভেঙে যেতে হবে।

শাবাকো অনিচ্ছুক ভাবে চিৎকার করে আগুন লাগানোর আদেশ দিল। মশালবাহীরা এর দৈর্ঘ্য ধরে দৌড় দিল, বেড়ার তলদেশে আগুন ধরিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তা জ্বলে উঠল। লালচে শিখা ও কালো ধোঁয়ায় ওটা হয়ে উঠল ভয়ংকর রক্তিম এক দেয়াল।

নেফার তাদের সামনে আগুনের দেয়াল উঠতে দেখল। যদিও সে তা আগে থেকে জানত তবুও এখন তার স্পৃহা ভয় পেয়ে কমে গেল এবং সে ঘোড়াগুলোর জন্য ভয় পেল কারণ তারা ইতোমধ্যেই অনেক পরিশ্রম করেছে। সে ক্রুসের কান খেয়াল করল এবং ওগুলোকে সতর্কতার সাথে সামনে পিছনে করতে দেখল যখন প্রাণীটা ধোঁয়ার গন্ধ পেল ও আগুনের শিখা জ্বলতে দেখল এবং বাতাসে তা উঠতে দেখল।

তাদের পিছনে ধাওয়াকারীরা খুব দূরে নয়। সে ডায়ামিওসের অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যঙ্গ শুনল, 'দীর্ঘ রাস্তা নাও, নেফার সেটি। তোমার কোমল চামড়ার জন্যে আগুনটা খুব বেশি গরম।'

নেফার তাকে অবহেলা করল এবং আগুনের দেয়ালটা পর্যবেক্ষণ করল, ওটার দিকে দ্রুত এগুতে লাগল। কোন দুর্বল স্থান ছিল না যা সে দেখতে পেল, কিন্তু সবচেয়ে কাছের প্রান্তটা প্রথমে জ্বলে উঠেছে এবং আগুন দ্রুত ও অধিক হিংস্রতায় তা পুড়িয়ে দিল। সে দেখল শুকনো ঘাসের ভারি এক বান্ডিলটা দেয়াল থেকে পরে গেল এবং একটা সরু ফাঁকা স্থান তৈরি করল যার মধ্য দিয়ে সে ওপাশের বাষ্প-মন্দ তাপের অস্পষ্ট সেতুর মাথার সীমায় রাস্তা তৈরি করতে পারে।

সে ফাঁকা স্থানটার দিকে চালনা করল এবং পাশে থাকা ম্যারনকে বলল, 'তোমার মাথা ঢাক।' তারা তাদের মাথায় কাপড় প্যাঁচালো এবং পানির থলে থেকে তাদের উপর পানির ঝাপটা দিল, মাথার কাপড় ও স্কার্ট ভেজালো।

'চোখ বাঁধার কাপড় প্রস্তুত রাখ', নেফার ম্যারনকে বলল। তারা এখন এতো কাছে যে তারা অনুভব করল তাপ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে আসবে এবং ক্রুস পদক্ষেপ ভাঙ্গল এবং লাফিয়ে উঠা আগুনের শিখার বাঁধায় বেঁকে বসল যা তার সম্মুখে ছিল।

'উপরে চড়!' নেফার আদেশ করল এবং দ্রুত ছুটন্ত অবস্থায় তারা ঘোড়াগুলোর মধ্যেই জোড়া দন্ডের উপর দৌড়ে গেল এবং তাদের পিঠে দুলে উঠল। নেফার ক্রুসের ঘাড়ে শুয়ে পড়ল এবং তার সাথে কথা বলল শান্ত ভাবে। 'সব ঠিক, আমার প্রিয়। তুমি চোখ বাঁধাটা চেন। তুমি জান আমি তোমাকে আঘাত করবো না। আমাকে বিশ্বাস কর ক্রুস! আমাকে বিশ্বাস কর!' এবং সে তার চোখে মোটা পশমি কাপড়টা বেঁধে দিল এবং হাঁটু দিয়ে আগাত করে তাকে জ্বলন্ত দেয়ালের সরু ফাঁকের দিকে চালাল এবং নেফার তার হাতের পিছনে ফোস্কা পড়া অনুভব করল। ক্রুসের কেশরের অগ্রভাগ কালো ও মচমচে হয়ে গেল আঁচে। কিন্তু উভয় ঘোড়া দৌড়ে চলল সাহসীর ন্যায়।

তারা প্রজ্বলিত ঘাসের দেয়ালে আঘাত করল এবং তাদের চারপাশে তা ছড়িয়ে পড়ল। নেফার তার চোখ আগুনের আঁচ অনুভব করল এবং সে তাদের কঠিনভাবে বন্ধ করল এবং ক্রুসকে উৎসাহ দিয়ে চলল। তারা অন্যপাশে বিস্ফোরিত হয়ে বের হল, স্ফুলিঙ্গ ও আগুন হেচড়ে নিয়ে।

নেফার তার হাতের নিচ দিয়ে পিছনে দেখল এবং দেখল ডায়ামিওস ফাঁকের মধ্য দিয়ে তার রথটা লক্ষ্য করছে যা তারা জ্বলন্ত দেয়ালে সৃষ্টি করেছে। ডায়ামিওসের ঘোড়াগুলোর চোখ বাঁধা নয়, তারা আগুন দেখল এবং রাস্তা থেকে ভয় পেয়ে সরে গেল এবং পিছিয়ে যেতে ও সামনে-পিছে নড়াচড়া শুরু করল। ভয়টা যা তারা তাদের সামনে দেখল তা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য লড়াই করছে।

'ডায়ামিওসের ঘোড়াগুলো অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।' নেফার ডোভের পিছেনে থাকা ম্যারনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, 'আমরা এখন একটা সুযোগ পেয়েছি।' তারা সেতুর মাথার দিকে এগিয়ে চলল, ঘোড়াগুলোর লাগামের নিয়ন্ত্রণে নিল এবং একটু দূরে তাদের থামাল।

'তাদের চোখ বাঁধা রাখ!' নেফার আদেশ দিল। 'তাদের খাদটা দেখতে দিও না।'

সেতুর সংকীর্ণ পায়ে চলার পথটা ইচ্ছে করেই এতোটাই সরু করে তৈরি করা হয়েছে যে একটা রথ পর্যন্ত পার হতে এবং এটার পুরো ভার বহন করতে পারবে না। তাদেরকে যানটকে বিভক্ত করে তা খণ্ড খণ্ড করে বহন করে পার করতে হবে। যখন ম্যারন হার্নেস খুলে ফেলল এবং ঘোড়াগুলোর দুই পা বেঁধে দিল, নেফার তখন হাতুড়ি নিয়ে চাকার কেন্দ্রস্থলের ব্রোঞ্জের আটকে রাখার পিনগুলোকে বের

করল, তারপর টেনে চাকাগুলোকে বের করল। সে তাদের একটা তুলে নিয়ে ম্যারনকে অন্যটা নিল, তারপর দৌড়ে গেল সেতুর দিকে।

সেতুটা আলতোভাবে দুলে উঠল। এটা তাদের দু'জনের পাশাপাশি পার হওয়ার জন্য যথেষ্ট চওড়া নয়। নেফার ইতস্তত করল না বরং দৌড়ে সরু পথে বেরিয়ে গেল এবং ম্যারন খুব কাছ থেকে পিছনে তাকে অনুসরণ করল। সেতুটা তাদের নিচে নড়ে উঠল সাগরে একটা জাহাজের ডেকের ন্যায় কিন্তু তারা অতি কষ্টে ভারসাম্য ধরে রাখল এবং তাদের চোখ অন্য তীরে নির্দিষ্ট করল, কখনোই তাদের নিচে ভয়ংকর খাদের দিকে তাকাল না যা গিরিখাতের তীক্ষ্ণ অভিক্ষিপ্ত পাথরে সাজানো।

অবশেষে তারা অপর প্রান্তে পৌছে গেল, চাকাগুলোকে রেখে ফিরতে দৌড় দিল। জ্বলন্ত বেড়ায় আগুন তখন অনেক উঁচুতে এবং হিংস্র ডায়ামিওসকে অতিক্রম করতে দিচ্ছিল না যদিও সে তার দলকে নির্দয়ভাবে চাবুক মারছিল এবং চিৎকার করে গালি দিয়ে যচ্ছিল তাদের।

তারা পানির থলেগুলো পরিত্যাগ করল, সেই সাথে তীরের অবশিষ্টগুলো এবং অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির সব, দু'জনে একসাথে অবকাঠামো তুলে নিয়ে তা সেতুর উপরে বয়ে নিয়ে গেল। প্রতিটি সতর্ক পদক্ষেপ যা তারা নিল মনে হল তাতে এক জীবন লাগাল, কিন্তু অবশেষে তারা অন্য পাশে পৌছে অবকাঠামো রাখল এবং ফিরতি দৌড় দিল আবার। নেফার জোড়া দন্ডটা নিল এবং তারা আবার পার হল। এখন শুধুমাত্র ঘোড়াগুলোকে আনা বাকি।

যখন তারা ফিরতে শুরু করল তারা দেখল যে আগুন নিভে যাচ্ছে। তারা ঘোড়াগুলোর কাছে পৌছালো, ডোভ ও ক্রুস ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পা ও চোখ বাঁধা, তারা হাঁটুর বাঁধন খুলে দিল। 'ডোভকে প্রথমে পার করাও'; নেফার আদেশ দিল। 'সে স্থির।'

যখন নেফার তার বাহু ক্রুসের ঘাড় প্যাঁচিয়ে অপেক্ষা করছিল তখন ম্যারন ডোভকে সেতুর সরু পায়ে চলার পথে নিয়ে গেল। প্রাণীটা তার পায়ের নিচে নড়তে অনুভব করল, তার মাথা তুলল এবং সতর্কতায় নাক দিকে শব্দ করল ঘোঁত ঘোঁত করে। ম্যারন নরমভাবে তখন তার সাথে কথা বলল ও সতর্কভাবে অন্য কদম বাড়াল এবং আবার থেমে গেল।

'তাকে দ্রুত করিও না'; নেফার ডেকে বলল, 'তাকে তার নিজের মতো করে এগুতে দাও।' প্রতিবার উঁচু পদক্ষেপে ডোভ এক-পা এক-পা করে এগোল। মধ্যবর্তী স্থানে পৌছে হঠাৎ সে জমে গেল এবং চার পায়ে কম্পমান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ম্যারন তার কপালে হাত বুলিয়ে দিল এবং ফিসফিসিয়ে তাকে কিছু বলল এবং সে এগুতে লাগল পুনরায়। অবশেষে সে অন্য পাশে পৌছে শক্ত মাটি অনুভব করল ও তার খুরের নিচে ডাকল এবং তার মাথা দুলালো স্বস্তিতে।

এখনো জ্বলন্ত বাঁধা দিয়ে আবদ্ধ ডায়ামিওস চিৎকার করছে, 'তারা তাদের দলের একটাকে পার করতে পেরেছে, আমাদের তাদের এখনই থামাতে হবে। রাসতাফা আমাকে তোমার ঘোড়াগুলো দাও। যদিও তারা আহত আমি তাদের চড়েই পার হব, এমনকি যদি তা তাদের হত্যা করেও।'

নেফার পিছনে তাকাল এবং দেখল ডায়ামিওস ছাই এর জ্বলন্ত বিছানা দিয়ে আসছে। এটা তার ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত পৌছে গেল এবং পঙ্গু প্রাণীটা হোঁচট খেল এবং প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ডায়ামিওস এটাকে স্ফুলিঙ্গের বর্ষণের মধ্য দিয়ে চালিয়ে আনল এবং চুল ও মাংস পোড়ার দুর্গন্ধ বের হল তখন। ভয়ংকরভাবে আহত প্রাণীটা তাকে বয়ে নিয়ে এল তারপর ধপাস করে পড়ে গেল যখনই ওটা খোলা ভূমিতে পৌছাল। ডায়ামিওস লাফিয়ে ওটার পিঠ থেকে নেমে তার তলোয়ার মুক্ত করল এবং নেফারের দিকে দৌড় দিল।

নেফার তার নিজের তলোয়ার মুক্ত করল এবং খাদের ওপাশে ম্যারনকে ডেকে বলল, 'ফিরে এসো এবং ক্রুসকে নিয়ে যাও। আমি এই জারজটাকে খেলায় ভুলিয়ে রাখব।' ডায়ামিওসের সাথে মিলতে সামনে এগুল সে। সে তার আক্রমণ স্বাভাবিক রাস্তায় মোকাবেলা করল এবং ফলাগুলো কর্কশ শব্দ করে উঠল এবং পূর্ণ পরিসরে তারা মারামারি করল। ডায়ামিওস ঘুরে গেল এবং আবার আঘাত হানল তার মাথা বরাবর। নেফার আঘাতটা আটকালো তারপর দ্রুত তার অস্ত্র চালনা করল, তাকে লাফ দিয়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল।

নেফার পিছনে দেখার জন্য এক মুহূর্ত সময় পেল এবং দেখল ম্যারন ইতোমধ্যে ক্রুসকে দোদুল্যমান সরু পথে বের করে নিয়ে গেছে। ক্রুস তার খুরের নিচে নড়া অনুভব করল। তার মাথা ঝাঁকাল এবং পিছু নেবার চেষ্টা করল।

'যাও, ক্রুস!' নেফার তার দিকে কঠোর ভাবে চিৎকার করল, এবং তার কণ্ঠের শব্দে ঘোড়াটা দৃঢ় হলো এবং সতর্ক ভাবে পা বাড়াল কাঠের আস্তরণের উপর দিয়ে।

ডায়ামিওস আবার এগিয়ে এল এবং নেফারকে তার মনযোগ তখন তার উপর নিবদ্ধ করতে হল। সে নেফারের গলা ও বুক বরাবর পরপর কয়েকটা দ্রুত আঘাতের লক্ষ্য স্থির করল এবং যখন নেফার তা আটকে ও ফিরিয়ে দিল সে ঘুরে গেল এবং তার গোড়ালির গাটের দিকে আক্রমণ করল। নেফার ফলার ঝিকঝিক করা বৃত্তের উপর দিয়ে লাফ দিল এবং তার নগ্ন কাঁধের দিকে এগিয়ে গেল। সে তাকে স্পর্শ করল এবং দেখল রক্ত তার তামাটে ও তৈলাক্ত মাংসপেশি দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

কিন্তু মনে হল অগভীর ক্ষত, ডায়ামিওস তা অনুভব করল না। সে পূর্বের মত জোরালো ডাকে এগিয়ে এল। তারা আঘাতের পর আঘাত বিনিময় করল এবং

কাটার জন্য আটকে দিল, তারপর ডায়ামিওস পিছু হটল এবং বাম দিক দিয়ে ঘুরল, তার পিছন থেকে চলার চেষ্টা করল এবং তাকে আলাদা করে ফেলল সেতুর মাথা থেকে। কিন্তু নেফার তার দিকে আবার এগিয়ে তাকে জায়গা দিতে বাধ্য করল।

এক মুহূর্তের বিরাম এবং নেফার দেখল যে শিখা নিভে গেছে, ঘাসের বেড়া প্রায় সম্পূর্ণ পুড়ে শেষ। অন্য ধাওয়াকারীরা জ্বলন্ত ছাই-এর বিছানা লাফিয়ে পার হচ্ছিল এবং লড়াইয়ে যোগ দিতে দৌড়ে আসছে, 'তার চতুর্দিকে বৃত্ত কর এবং তাকে কেটে ফেল।' ডায়ামিওস তাদের উদ্দেশ্য চিৎকার করল যখন তারা দৌড়ে এল। নেফার পিছনে তাকাল এবং দেখল যে ম্যারন ক্রুসকে সরু পথের অনেকখানি নিয়ে গিয়েছে। ঘোড়াটা কাঁপছিল ও ঘামছিল তার খুরের নিচে নড়বড়ে ডেকের অনুভবে কিন্তু সে তার নিচে ভয়ংকর খাদ দেখতে পারছিল না।

ঠিক তখন অন্য ধাওয়াকারীরা দৌড়ে এল, তাদের ফলা ঘুরিয়ে এবং নেফারকে ব্যঙ্গ করতে করতে। 'এবার আমরা তোমার চুলের বিনুণী তোমার ডান রাজকীয় নিতম্বের উপরে ফুটো করে ঢুকাবো।'

নেফার দ্রুত সেতুর উপরে ফিরে গেল। এখন তারা তার কাছে মাত্র একজন করে আসতে পারবে এবং বিদ্রুপ থেমে গেল। তারা সরু রাস্তার মাথায় জড়ো হয়ে থামল। 'সে আমাকে কেটে দিয়েছে', ডায়ামিওস বলল, 'তুমি কি ওর পিছু যাবে, রাসতাফা, যখন আমি তা বাধবো।'

তার দাঁত দিয়ে সে তার কাপড়ের আঁচল থেকে এক টুকরো ছিড়ে অগভীর মাংসের ক্ষতের উপর তা বাঁধল। যখন সে এটা করছিল রাসতাফা তখন সেতুতে উঠল দৌড়ে। তার দাড়ি ছিল এবং দেখতে শ্যামবর্ণের। কালো ও রাগত দৃষ্টির একজন বিশাল মানুষ, কিন্তু ফেরিটের মতই দ্রুত। সে আন্দোলিত ডেকে সহজেই ভারসাম্য রাখল এবং নেফারের গলার দিকে আঘাত হানল, এতো জোরালো ভাবে তা এল যে নেফারকে আবার পিছাতে হল।

ক্রুস তার পিছনে খুব কাছাকাছি ফলার ঘর্ষণ ও চিৎকার শুনল এবং প্রতিবাদে পিছনে ধাবিত হল। সেতুটা লাফিয়ে উঠল এবং তার নিচে ওটা নড়ে চড়ে উঠল। এবং একটা ভয়ংকর মুহূর্তের জন্যে মনে হল ঘোড়াটা হয়তো তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে এবং পাশ দিয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু কোন অলৌকিক ভাবে সে তার চারপায়ে ভারসাম্য রাখল এবং কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়াল হিংস্রভাবে দুল্যমান সরু পথটার উপর।

রাসতাফাও হোঁচট খেল এবং কিনারে টলমল করতে করতে দাঁড়ালো, সে তার বাহু বাতাসে ছড়িয়ে দিল তার ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে। নেফার তার দিকে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ফলাটা ঢুকিয়ে দিল তার উঁচু করা বাহুর নিচে। ব্রোঞ্জের ফলাটা পাজরের মধ্য দিয়ে পিছলে গেল এবং গভীরে চলে গেল।

রাসতাফা তার দিকে মৃদু বিস্ময় নিয়ে তাকাল এবং বলল, 'লেগেছে, সেথের কসম, এটা আঘাত করেছে!'

নেফার হেঁচকা টান দিয়ে ফলাটা বের করে নিতেই রাসতাফার হৃদপিন্ডের রক্ত এটার পিছনে ঝরে পড়ল। রক্তিম পদার্থটা বের হল দ্রুত বেগে। সে নড়বড়ে হয়ে গেল এবং পিছন দিকে পড়ে অতল গহ্বরে চলে গেল, হাত ও পা চাকার স্পোকের মতো ছড়িয়ে। তার কণ্ঠ ছিল বন্য, চিৎকার ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে গেল যখন সে পড়ে গেল এবং শব্দটা হঠাৎ বিছিন্ন হয়ে গেল। তার বর্ম গিরিখাতের পাথরে লেগে ঠনঠন শব্দ করল। তার সঙ্গীরা সেতুর মাথায় ইতস্তত করল, ঐ মৃত্যুর ভয়ে আতংকিত।

নেফার সুযোগটা নিল, পিছু ঘুরে ক্রুসের কম্পামন পশ্চাৎ দেশে হাত বুলালো, 'স্থির হও, ক্রুস, আমি এখানে, আমার প্রিয়, হাঁট।' ক্রুস তার কণ্ঠ পেয়ে শান্ত হল এবং তারপর যখন সেতুর বন্য ঘূর্ণন শান্ত হল, সে এক কদম সামনে বাড়ল, তারপর আরেক বার।

'হাঁট, ক্রুস, হেঁটে এগিয়ে যাও।' তারা প্রায় অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করেছে এমন সময় ম্যারন চিৎকার করে তাকে সতর্ক করল, 'তোমার পিছনে দেখো, ভ্রাতা।'

নেফার ঠিক সময়ে ঘুরল অন্য একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হতে। নেফার তাকে নামে জানত। সে একজন লিবিয়ান দাস এবং তার স্বাধীনতার অধিকার চাচ্ছিল। ভয়হীন ভাবে সে সরু ডেকে দৌড়ে নেমে এল সোজা নেফারের দিকে। সে তার পুরো শক্তি ব্যবহার করল এবং নেফার শুধুমাত্র প্রথম আঘাতটা পাশে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হল। তারা ফলা আবদ্ধ করে একে অন্যকে জিঘাংসু আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল তাদের মুক্ত হাত দিয়ে। তারা তাদের সবলে টান দিল এবং কুস্তি করল, ধাক্কা দিল সুবিধার জন্য। ক্রুস তার পিছনে লড়াই শুনল এবং তা তাকে তাড়না দিল। সে আবার সামনে ঝুকে পড়ল আরো কয়েক পদক্ষেপ, অন্য তীরের নিরাপত্তার দিক দিয়ে।

নেফার আবার লোকটার মুখোমুখি হল, তার দাঁতগুলো কালো এবং অমসৃণ এবং তার নিঃশ্বাসে পঁচা মাছের গন্ধ। সে ঐ নোংরা তীক্ষ দাঁতগুলো নেফারের মুখে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। একটা কুকুরের মতো তাড়া দিয়ে কামড়ে এল। কিন্তু নেফার পিছিয়ে গেল। তারপর সে তার কপাল বরাবর হেলমের চূড়া ও নাকের সংযোগের উপর সজোরে আঘাত করল। সে বুঝল লোকটার হাড় ও কোমলাস্থি ভেঙ্গেছে এবং লোকটা তার মুঠি ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল। সে তার পদ স্থাপন হারিয়ে ফেলল এবং নিজেকে স্থির করতে সেতুর পাশের রশি ধরল। তার পিঠ খাদের উপর নেমে গেল। নেফার তার আকড়ে রাখা আঙ্গুলগুলো মুক্ত করে দিল এবং সে পিছলে গেল বাতাসে চিৎকার করতে করতে।

মনে হল দীর্ঘ সময় ধরে পড়ল সে, তারপর অনেক নিচে পাথরে দুম করে পড়ার শব্দ হল

তার পিছনে সরু পথে তিনজন লোক ছিল ডায়ামিওসের নেতৃত্বে। তার ক্ষতটা সে বেঁধেছে এবং মনে হলো অক্ষত। কিন্তু তার দুই সঙ্গীর কি হয়েছে সে তা দেখেছে এবং এখন সে আরো বেশি সর্তক। নেফার তাকে আক্রমণ করল। হঠাৎ ম্যারন বিজয়ের চিৎকার দিল, 'আমরা পেরিয়ে গেছি, মহামান্য।' এবং সে শুনল ক্রুসের খুর পাথুরে তীরে ঠনঠন আওয়াজ করছে। ক্রুস পেরিয়ে গেছে।

নেফার ঘুরে দেখল না কারণ ডায়ামিওসের ফলাটা তার চোখের সামনে ঝিকমিক করে উঠল রোদে। নেফার তখন চিৎকার করে বলল, 'সেতু কেটে দাও ম্যারন, প্রধান অবলম্বনটা কেটে দাও এবং তাকে পড়ে যেতে দাও।'

ডায়ামিওস আদেশটা শুনল এবং বিপদসংকেতে লাফিয়ে পিছু হটল। সে তার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে দেখল এবং পরিমাপ করল সে সরু পথে কতটুকু চলে এসেছে ও অন্য প্রান্ত কত দূরে।

ম্যারন দুটো পুরু রশির উপর দাঁড়াল সেগুলো সরু পথের সম্পূর্ণ ভার বহন করছে। সে একটা কোপ দিল এবং তার প্রথম আঘাত অর্ধেক পর্যন্ত দেবে গেল। তন্তুগুলো ফট করে শব্দ করে আলাদা হয়ে গেল এববং মিলিত হওয়া সাপের মতো খুলতে শুরু করল। ক্ষীণ ভয় ডায়ামিওসের ঘর্মাক্ত চেহারায় খেলল এবং ঘুরে পালাল, তার সঙ্গীরাও তার সাথে সরু পথে ফিরে গেল। নেফার ঘুরে দৌড়ে ম্যারনের সামনে চলে এল। সে সেতুর প্রান্তে পৌঁছে লাফ দিয়ে নিরাপদ স্থানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তখন ম্যারন অন্য প্রধান অবলম্বনটা কেটে দিল এবং সমগ্র সেতুটি কেঁপে উঠল। তারপর ভয়ংকরভাবে এক দিকে কাত হয়ে থাকল ওটা। ডায়ামিওস নিজেকে টেনে শক্ত ভূমিতে তুলল, আর ঠিক তখন সেতুটা বেঁকে অতল গহ্বরে হারিয়ে গেল। নেফার গিরিখাতের অপর প্রান্তে তা দেখতে কয়েক সেকেন্ড নষ্ট করল। সে দেখল ডায়ামিওস ও বেঁচে যাওয়া ধাওয়াকারীরা ইতোমধ্যে তাদের রথে চড়ে বসেছে এবং জ্বলন্ত ঘাসের বেড়ার শেষ ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে এক সারি করে গতি তুলে এগিয়ে যাচ্ছে। গিরিখাতের কিনার বরাবর রাস্তা অনুসরণ করে চলছে তারা যা তাদেরকে ওপাশে নিয়ে যাবে যেখানে পর্বতগুলো সমতল হয়ে গেছে। সেখানে পৌঁছে তারা আবার তাদের ধাওয়া করতে পারবে।

নেফার ম্যারনকে দ্রুত ঘোড়ার হার্নেস বাধতে তাড়া দিল এবং হেঁচকা টান দিয়ে ওগুলোকে দীর্ঘ জোড়া দন্ডে তুলল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে পাদানিতে উঠে নির্দেশিত পতাকার সারি ধরে চলতে শুরু করল। তারা এ সমতলের উপর ঘোড়াগুলোকে সর্বোচ্চ গতিতে তুলল, কারণ এটার শেষে তাওরিনের খামা এবং ইনডাসের দ্রোসা অপেক্ষা করছে। ঘোড়াগুলো তখন দীর্ঘ বিশ্রাম পাবে যখন তাদের

চালক বৃত্তে পৌঁছে কুখ্যাত এই দুই আর্টেলার তলোয়ারধারীর সাথে লড়বে। নেফার গতি তুলল এবং নির্দেশিত পতাকাগুলো দ্রুত ফেলে এগিয়ে চলল। তারা শেষ ঢালের শীর্ষে উঠল এবং দেখল তাদের সামনে দীর্ঘ সরু উপত্যাকার অপর প্রান্তে গালালা শহর তার ফটক নিয়ে তাদের স্বাগত জানাতে সম্পূর্ন খুলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু উপত্যকার মাথায় তাদের ও শহরের মাঝে, পাহাড়ের অগভীর অংশে লোকের বৃহৎ ভীড়। মনে হল যেন শহরে প্রতিটি শেষ সদস্য শহর থেকে বেড়িয়ে এসেছে তলোয়ারের পরীক্ষা দেখার জন্য। তারা দ্রুত চালিয়ে এল এবং জনতার হৈ চৈ অভিবাদন জানাল।

জনতার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটা সরু রাস্তা কাঠের রেলিং দিয়ে সীমা চিহ্নিত করা। তারা কেন্দ্রস্থলের দু'টো সাদা পাথরের বৃত্তে গেল এবং লাফিয়ে নিচে নামল, এবং সহিসরা দৌড়ে আগে বাড়ল ঘোড়াগুলোকে ধরতে, নেফার ম্যারনকে আলিঙ্গন করল তারা।

'তুমি মারাত্মকভাবে আহত'; নেফার ম্যারনকে ফিসফিসিয়ে বলল। 'এতে কোন লজ্জা নেই। কারণ এটা একটা ক্ষত যা সম্মানের সাথে গৃহীত কিন্তু এটা তোমাকে ব্যাহত করবে। তোমাকে ড্রোসার মোকাবেলা করতে হবে না। সে দ্রুত ও শক্তিশালী এবং পুরোপুরি বর্ম পরিহিত। তার থেকে দূরে থাকবে এবং ভাগতে থাকবে যতোক্ষণ না আমি তোমাকে সাহায্য করতে না আসি।'

তারপর তারা আলাদা হলো। প্রত্যেকে তাদের নিজেদের আম্পায়ার কর্তৃক নির্ধারিত বৃত্তের দিকে গেল এবং নেফার সাদা রঙের পাথরের সারির কাছে থামল ও কেন্দ্রস্থলে যোদ্ধার দিকে তাকাল। তাওরিনের খামা পুরো বর্মে সজ্জিত, শিরস্ত্রাণ বুকে ও পায়ে বাঁধা। যদি নেফার ও ম্যারন একই নিরাপত্তা চাইত তবে শুরু থেকে তাদের রথে তা বহন করতে হত। কিন্তু দু'টি পোশাকের ওজন এমনকি ক্রুসের শক্তিকেও শুষে নিত। পাথরের বৃত্তের কিনারা হতে নেফার তার প্রতিপক্ষকে পর্যবেক্ষণ করল। খামার হেলমেটা তার বিভৎস মুখের কানের উপরে পর্যন্ত ছড়ানো এবং নাকের অংশটা ঈগলের মতো চোখা। চোখটা যা ফুটোর পিছনে ঝিকমিক করে উঠলছিল অমানবিক ও কৃপাহীন দেখাল। তার বুক ব্রোঞ্জের বর্মে সুরক্ষিত। তার দস্তানা সোনালি মাছের আঁশে ঢাকা। সে তার বাম কাঁধে একটা ছোট বৃত্তাকার ঢাল বহন করছে।

'গলা, কবজি, বগল, গোড়ালির গাট এবং চোখ।' টাইটা নেফারকে নির্দেশনা দিয়েছে, এছাড়া সব ঢাকা। নেফার তার মাথার উপর লসট্রিসের মাদুলিটা তুলল এবং সোনার চেইনটা তার বাম কব্জিতে প্যাঁচালো। তারপর সে ক্ষুদ্র সোনার আবরণটা তার ঠোঁটের কাছে ধরল এবং ওটাতে চুমু খেল। সে সাদা পাথরের উপর দিয়ে পা বাড়াল এবং সামনে এগোলো তাওরিনের খামা'কে মোকাবেলা করতে।

তারা ডান দিক দিয়ে একবার ঘুরল, তারপর ফিরল এবং হঠাৎ খামা আঘাতের পর আঘাত ও কোপের উপর কোপ দিতে লাগল, সেগুলো এতো দ্রুত ছিল যে চোখ এড়িয়ে যায়। বর্মের ওজন বহন করে নেফার তাকে এতো দ্রুত হওয়ার আশা করে নি। তাকে হারাতে তাকে তার সব দক্ষতা ও শক্তি প্রয়োগ করতে হবে এবং এখনই সে তার চামড়া দেহ বর্মের মধ্য দিযে একটা কোপ খেল যা তার পাজরে লাগল। সে গরম রক্ত তার টপটপ করে ঝরতে অনুভব করল এবং আবার বৃত্তাকারে খামা ঘুরল।

জনতা চিৎকার ও গর্জন করছিল। তাদের চতুর্দিকে একটা সাগরের ঝড়ের মত তা মনে হল। কিন্তু হঠাৎ নিরবতায় যখন তারা চুপ হল সে ব্যথার একটা চিৎকার শুনল। অন্য বৃত্ত থেকে তা এল এবং সে ম্যারনের কণ্ঠ চিনল। ম্যারন একটা আঘাত পেল এবং শব্দটায় মনে হল আঘাত মারাত্মক। তার নেফারের সাহায্যে দরকার। সম্ভবত তার জীবন এর উপর নির্ভর করছে। কিন্তু নেফারের নিজের জীবনই এখন ভয়ংকর ঝুঁকির মধ্যে। কারণ সে পূর্বে কখনোই খামার মতো প্রতিপক্ষের সাথে মোকাবেলা করেনি। এমনকি টাইটও তার কোন দুর্বলতা সম্পর্কে ভবিষৎবাণী করতে পারেনি। তারা আবার এক সাথে বৃত্তের মধ্যে আক্রমণ চালাল ধাতুর উপর ধাতুর আঘাতে ঢং ঢং শব্দ তৈরি করল। হঠাৎ নেফার প্রতিপক্ষের একটা ক্ষুদ্র দোষ লক্ষ্য করল। যখন খামা মাথা নিচু করে কোপ দেয় তখন তার বাম দিকটা এক মুহূর্তের জন্য খুলে যায় এবং তার মাথা তখন সামনে বাড়ায় একটা অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে।

নেফার জানে সে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। খামা তার তুলনায় অতিরিক্ত দক্ষ ও শক্তিশালী।

'সব কিছু পাশার একটা চালের উপর,' সে ঝুঁকিটা নিল এবং তার ডান নিতম্ব অরক্ষিত রাখল টোপ হিসেবে। খামা সেদিকে এগিয়ে গেল নিচু কোপ দিতে। তার সম্মুখ খুলে গেল এবং তার মাথা সামনে এগোলো। এর জন্য নেফার প্রস্তুত ছিল, সে তার নিতম্ব দুলিয়ে আঘাত এড়িয়ে গেল এবং ফলাটা তার স্কার্টের আঁচল ভেদ করে গেল রক্ত না ঝড়িয়েই।

লসট্রিসের সোনার মাদুলিটা ঝিকমিক করে উঠল যখন সে তা ঘুরালো, তারপর নেফার চেইনটার শেষ প্রান্ত দিয়ে গুলতির আঘাতের মতো তাকে কশাঘাত করল। চেইনটাকে ব্যবহার করল আঘাতটার গতি সঞ্চার করতে। এটা রোদে আলোর শানিত রশ্মি হয়ে গেল যাতে খামার হেলমেটের অক্ষি কোঠার ঝলসে উঠল এবং তীক্ষ্ণ ধাতব প্রান্ত তার অক্ষি গোলকে ঢুকে গেল।

খামা চোখের জেলি ও রক্ত তার মুখোশের ভেতর দিয়ে মিশ্রণ হয়ে ঝরতে লাগল, সে পিছিয়ে গেল। অন্ধ হয়ে গেল সে এবং ব্যথায় কুঁকড়ে গেল। তার

হেলমেট তীব্র টান দিয়ে খোলার চেষ্টা করল তার বিস্ফোরিত চোখ ধরার জন্য। যখন তার হেলমেটের প্রান্ত উঠল এবং তার গলা উন্মোচিত হলো, নেফার তার তলোয়ারের ডগা তার গলার মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দিল বৃদ্ধাঙ্গুলের সমান প্রশস্ত করে। অগ্রভাগটা তার মাথার পিছনে কোনাকুনি চলে গেল এবং খামা তার বাহু প্রসারিত করে পড়ে মারা গেল। তার বর্ম মাটিতে ধুকে ঝনঝন শব্দ করার পূর্বেই নেফার মৃত দেহটাকে ফেলে রেখে চলে গেল এবং কবজের চেইনটা তার কজ্বিতে আবার প্যাচালো ও বৃত্ত থেকে দৌড়ে বের হল। সে অন্য বৃত্তে পৌছানোর চেষ্টা করল, সেখানে সে জানত ম্যারন মারাত্মক বিপদে। কিন্তু লোকের ভিড় তাকে বাঁধা দিল সে রাস্তা পরিষ্কার করতে সে তলোয়ার দোলানো এবং দর্শকেরা তার সামনে চিৎকার করে পালাল। সে সরু স্থান দিয়ে ভেঙ্গে চলল এবং দেখল দ্বিতীয় বৃত্তে ম্যারন তার অস্ত্র হারিয়েছে এবং তার ডানদিকের একটা মারাত্মক আঘাত থেকে খুব রক্ত ঝরছে ও একটা কোপ তার কানের অর্ধেক কেটে দিয়েছে। ড্রোসা হাসছিল, ষাঁড়ের মতো গর্জন করছিল খুনের আনন্দে। ড্রোসার পিঠ নেফারের দিকে ঘোরানো ছিল। নেফার তার দিকে তাকিয়ে এগোলো এবং তার বর্মের আটেক রাখা ফিতার দিকে আঘাতের লক্ষ্য স্থির করল। একটা বন্য প্রাণীর মতো সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে ড্রোসা বিপদ অনুভব করল এবং তার মুখোমুখি হতে ঘুরল। নেফারের আঘাতটা ধাতব রুক্ষ বর্মে লাগল এবং একপাশে সরে গেল এবং ড্রোসা তার মাথা বরাবর ভয়ঙ্কর কোপ দিতে উদ্যত হল। নেফার লাফিয়ে উঠল এবং পিছিয়ে গেল এবং তারা একে অপরকে ঘিরে বৃত্তাকারে ঘুরল।

ম্যারন তার সুযোগ দেখল এবং তলোয়ার তুলতে ঝুকল যা সে ফেলে দিয়েছিল কিন্তু ড্রোসা তার দিকে লাফিয়ে উঠল। ম্যারন এতো দুর্বল ছিল যে সে পিছনে বেঁকে পড়ে গেল। ড্রোসা লাথি দিয়ে পড়ে থাকা তলোয়ারটা বৃত্তের বাইরে ফেলে দিল এবং তার পা ম্যারনের দুই কাঁধের মাঝে রাখল এবং নিচের দিকে চেপে ধরল।

'দেখুন মহান ফারাও, সমস্ত দুনিয়া ভয় পায় যাকে, আমার কব্জার মধ্যে আপনার বাজে ছেলেটাকে পেয়েছি।' সে আঘাত করার ভান করল কিন্তু তলোয়ারটা ম্যারনের ঘাড়ের পেছনে থামিয়ে ফেলল। 'আমি কি আপনাকে তার মাথা দিব? একজন রাজার জন্য সঠিক উপহার।'

নেফার তার মধ্যে চরম রাগ অনুভব করল এবং ড্রোসাকে ম্যারনের ধরাশায়ী দেহের উপর থেকে সরিয়ে দিতে সে ছুটল।

আকস্মিক ভাবে ম্যারন হাত বাড়ালো এবং ড্রোসার গোড়ালির গাঁট তার রক্তাক্ত হাত দুটো দিয়ে ধরে ফেলল এবং তাকে হোঁচট খাওয়ানোর চেষ্টা করল। ড্রোসা হোঁচট খেল, গালি দিল এবং লাথি মেরে তার পা মুক্ত করল। কিন্তু এক মুহূর্তের

জন্য সে ভারসাম্যহীন হল এবং নেফার সুযোগটা কাজে লাগাল এবং দৌড় দিল। সে তার কণ্ঠে নিশানা করল। তার হেলমেটের চিবুকের টুকরো ও হুকের প্লেটের মধ্যকার ফাঁকা দিয়ে ড্রোসা মুচড়ে সরে গেল এবং নেফারের তলোয়ারের ডগাটা শব্দ করে বাজল ধাতু উপর।

নেফার হত্যা করার জন্য তার সুযোগটা নষ্ট করেছে। কিন্তু সে ড্রোসাকে তার শিকারের উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং ম্যারন হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং নেফারের পিছনে চলতে লাগল তাকে সুরক্ষিত ঢাল রূপে ব্যবহার করে।

তারা আবার চক্কর দিল। নেফার জানত সে আশা করতে পারে না ড্রোসার মতো একজন মানুষ তাকে আরেকটি সুযোগ দিবে। হতাশায় সে আবার মাদুলিটা দিয়ে চেষ্টা করল। স্বর্ণের চেইন ধরে দুলাল এবং ড্রোসার হেলমেটের সংকীর্ণ ফাটল লক্ষ করল। তারা চক্কর দিল ও আক্রমণের ভান করল। ড্রোসা সহজেই নড়াচড়া করছিল। কিন্তু ম্যারনকে রক্ষা করার প্রয়োজনে নেফার বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। সে কোন আক্রমণ রচনা করতে পারল না, ম্যারনকে অরক্ষিত রেখে।

'ধাওয়াকারীরা!' ভিড়ের কেউ চিৎকার করল এবং প্রতিটি মাথা দুলে উঠল এবং দীর্ঘ উপত্যাকার মাথার ঢালের চূড়ার দিকে মুখ তুলল। ডায়ামিওসের রথ আকাশসীমার উপর দিয়ে দৌড়ে আসছে। সেতুর মাথায় তার অপমানের শোধ নিতে সে উদগ্রীব, কঠোর গতিতে অন্যদের থেকে এগিয়ে সে। তাদের দিকে তার গতির সর্বোচ্চে সে আসছে।

'আপনি আমার অধিকার মহান মিশর!' ড্রোসা নেফারকে উপহাস করল। আমি ডায়ামিওসের মতো একটা ভুঁইফোড়কে আপনার বিনুণী নিয়ে যেতে দেব না আমার হাত থেকে।'

সে নির্মমভাবে নেড়ে উঠল এবং নেফারতার ধূসর চোখে শীতল সংকল্প দেখতে পেল যেগুলো তাকে হেলমেটের সংকীর্ণ ফাঁক দিয়ে দেখেছে।

নেফার ফিসফিসিয়ে ম্যারনকে বলল, 'যদি আমি পড়ে যাই তবে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেকে বাঁচিও।'

'না ফারাও! আমি আপনার সাথে স্বর্গের পথে বর্শা বাহক হিসেবে ভ্রমণ করবো'; ম্যারন নরম স্বরে বলল এবং তার শক্তি তাকে ব্যর্থ করল। তার পাগুলো তার নিচে নড়ে উঠল এবং রক্ত ঝরে ঝরে সে মাটিতে পড়ে গেল। ড্রোসা সুযোগটা কাজে লাগাল। নেফারের উপর তার তলোয়ার ঝনঝন করে উঠল এবং নেফারের তলোয়ারের উপর তাম্রকারের হামারের মতো শব্দ করল যখন সে তা ফেরাল।

প্রতিটি আঘাতে কর্কশ শব্দ হল এবং নেফারের ডান হাত থেকে কাঁধ পর্যন্ত তা অবশ করে দিল এবং সে বুঝল সে আর বেশিক্ষণ টিকবে না। এখনও সে দেখল ড্রোসার চোখ প্রতিআঘাত পর্যবেক্ষণ করছে এবং তাদেরকে সরু ও জ্বলতে দেখল যখন সে নিজে তাকে হত্যা করার আঘাতের জন্য একত্রিত করল।

এটা উঁচু থেকে এল আকাশ থেকে বজ্রের ন্যায় এবং নেফার জানত সে ঘুরে যেতে পারবে অথবা এক হাতে তা থামাতে পারবে না, এটা খুব জোরালো ছিল।

তাই সে তার তলোয়ারের হাত দৃঢ় করল বাম হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জি ধরে, সেই হাত দিয়ে যে হাতে সোনার মাদুলিটা ধরা।

দুটি তলোয়ার একত্রিত হল শক্তি নিয়ে, উভয় ফলা পুরোপুরি ভেঙে গেল এবং দূরে সরে গেল, সাদা পাথরের বৃত্তের বাইরে।

এক আঘাতেই তারা দু'জনেই নিরস্ত্র হয়ে গেল এবং এক মুহূর্ত বিস্ময়ে একে অন্যের দিকে চেয়ে রইল। নেফার প্রথমে সামলে নিল এবং ড্রোসার মাথা বরাবর তলোয়ারের বাট সজোরে নিক্ষেপ করল। সহজাত ভাবেই ড্রোসা চোখ মিটমিট করে মাথা নিচু করল। নেফার তাকে তীব্র বেগে আক্রমণ করল এবং তার বুকে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়ালো। মন্দিরের এক জোড়া নৃত্য শিল্পীদের মতো তারা একসাথে ঘুরলো, একে অন্যকে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করছে। নিজেকে রক্ষা করার জন্য নেফারের কোন অস্ত্র ছিল না, লসট্রিসের মাদুলি ছাড়া। তার সব শক্তি একত্রিত করে সে কোন মতে স্বর্ণের চেইনের একটা ফাঁদ ড্রোসার হেলমেটে নিক্ষেপ করতে পারল। সে তার কব্জিতে তা প্যাঁচিয়ে চেইনটাকে নিচের দিকে ঠেলা দিল যতোক্ষণ না হঠাৎ করে হেলমেটের প্রান্তের নিচে ফাঁকা স্থানটা খুঁজে পেল এবং ড্রোসার ঘাড়ে আটকে গেল। নেফার টান দিল এবং চেইনের প্রান্ত করাতের মত চালাল এবং বুঝল সোনার আংটা জীবন্ত মাংসে গভীর ভাবে কামড়ে দিল।

ড্রোসা দম নিল, তার মুঠি খুলে দিল এবং উভয় হাত বাড়িয়ে দিল মুক্ত হওয়ার জন্য। সে নেফারের কব্জি ধরল এবং তাকে তার গলা থেকে ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু এটা ফাঁসটাকে কাটার ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দিল। হেলমেটের সংকীর্ণ ফাঁকা দিয়ে তাকিয়ে নেফার দেখল ড্রোসার চোখগুলো তাদের কোঠর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে এবং রক্তে ফুলে উঠল। নেফারের কব্জি ধরে ড্রোসা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। নেফার তার সামনে দাঁড়াল এবং তার কব্জি ঘুরাল, চেইনটাকে শক্ত করল যতোক্ষণ না হঠাৎ সে অনুভব করল বিৎসভাবে কিছু কেটে গেল এবং ড্রোসার শ্বাস বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ল তার ছিন্ন শ্বাসনালি হতে। তার শ্বাসনালি পুরোপুরি কেটে গেছে এবং সে ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ল। যখন নেফার দুলতে দুলতে পিছু এল সে আম্পায়ারের চিৎকার শুনল। 'আপনি মুক্ত ও অবাধ'। সে রক্তাক্ত সোনার চেইনটা পিছন দিয়ে তার মাথার উপর দিয়ে পড়ল। তখন সে পাগল হওয়া জনতার মাথার উপর দিয়ে তাকাল, পাহাড়ের ঢালের দিকে। ডায়ামিওসের রথ এরই মধ্যে অর্ধেক পথ চলে এসেছে এবং পূর্ণ গতিতে সোজাসুজি তার দিকে আসছে।

নেফার ম্যারনের উপর ঝুকল। 'তুমি দাঁড়াতে পারবে?' সে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু যখন ম্যারন চেষ্টা করল তার পা ভেঙে পড়ল এবং সে মাটিতে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেল। নেফার তাকে এক হাত দিয়ে টেনে তুলল তারপর হাতটা তার ঘাড়ের পিছন দিয়ে ঝুলিয়ে দিল। ওজন তার কাঁধে নিয়ে, সে ম্যারনকে দাঁড় করাল।

ম্যারন একজন ভারি মানুষ, এবং নেফার প্রায় নিঃশোষিত ছিল, তবুও সে তাকে নিয়ে দুলতে দুলতে অপেক্ষয়মান রথের দিকে চলল এবং তাকে মেঝের তক্তার ওপর স্তূপের মতো করে শুইয়ে দিল। তারপর এক মুহূর্ত সে চাকার সাথে হেলান দিয়ে হাঁফাল এবং পিছনে তাকাল। ডায়ামিওস ঢালের সমতল ভূমিতে পৌছে গেছে এবং চারশ' কদমের কম দূরে এখন। এতো দ্রুত আসছে এবং এতো কাছে যে নেফার তার চেহারায় বিজেতার অভিব্যক্তি দেখতে পারল।

অন্য ধাওয়াকারীদের রথগুলো তাকে অনুসরণ করছে, তারা ছয় জন। নেফার মন থেকে তাদের সামনে লড়াইয়ের জন্য দাঁড়ানোর চিন্তা তৎক্ষণাৎ বের করে দিল। তার বর্তমান অবস্থায় সে এমনকি ডায়ামিওসের সাথে লড়াইয়ে টিকবে না। তাকে ভাগতে হবে।

নেফার বাঁধার রশি দিয়ে ম্যারনের দেহে দুটা প্যাঁচ দিল ও বেঁধে তাকে পাদানির সাথে আবদ্ধ করল। তারপর সে নিজেকে টেনে টেনে পাদানিতে তুলল এবং ম্যারনের দেহের উপর দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

'তাদের ছেড়ে দাও।' সে সহীসদের ডেকে বলল, যারা ঘোড়াগুলোর মাথা ধরেছিল। তারা তাদের ছেড়ে লাফিয়ে রাস্তা থেকে সরে গেল।

'চল ডোভ! চল ক্রুস!' সে তাদের ডাকল এবং লাগাম দিয়ে তাদের চকচকে পিঠে আঘাত করল। তারা এক সাথে লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল এবং তাদের সামনে জনতা এলোমোলো হয়ে গেল। সে তাদের মাথা উপত্যকার নিচে শহরের খোলা ফটকের দিকে নির্দেশ করল এবং তাদের দৌড়াতে দিল।

সে পিছনে নজর তুলল এবং দেখল ডায়ামিওস তাদের দিকে তীব্র বেগে আসছে। সে তার দলটাকে চাবুক দিয়ে নির্দয়ভাবে আঘাত করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্যে রাগতভাবে চিৎকার করেছে, কিন্তু ডোভ ও ক্রুস তাদেরকে পেছনে রাখল ডায়ামিওসের চাবুকের নিষ্ঠুর কাজ সত্ত্বেও। নেফার সামনে দেখল এবং দূরত্ব হিসাব করল যা তাদের এখনও দৌড়াতে হবে।

অর্ধ ক্রোশের চেয়ে কম গালালার ফটক পর্যন্ত। ইতোমধ্যে সে পাম গাছে পাতার বেষ্টনী চিহ্নিত করতে পারল যা দেয়ালগুলোকে অলংকৃত করেছে এবং প্রবেশের লাল পাথরের কলামগুলোকে সাজিয়েছে।

হঠাৎ তার রথের একটা চাকা উঁচু পাথরে লেগে উল্টে যাবার উপক্রম হল এবং রথে গতি কমে গেল। ঘটনাটার জন্যে তার অমনযোগিতাই দায়ী। এখন যখন নেফার পিছনে তাকাল সে দেখল সে ভুলটা তাদের ভালোই মূল্য দিয়েছে। কারণ ডায়ামিওস তাদের দিকে একশ' কদম এগিয়ে এসেছে। সে বল্লমের সীমায় চলে এসেছে এবং নেফার তাকে তার অস্ত্রের জন্য তার পাশের পটের দিকে হাত বাড়াতে দেখল এবং চামড়ার ফালি তার কব্জিতে বাঁধছে।

তার জন্য নেফারের কোন উত্তর নেই। সে তার সব বাণ প্রথম ধাপে ব্যবহার করে ফেলেছে। সে খাদের কাছে তার ধনুক ফেলে এসেছে এবং তার শেষ তলোয়ারটা ড্রোসার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভেঙ্গে গেছে। এমনকি তার চাবুকও নেই। তাই একমাত্র আত্মরক্ষা হল গতি।

সে ঘোড়াগুলোকে বলল,'চল ডোভ! চল ক্রুস!' এবং তাদের কান পিছনে ঝুকল যখন তাদের নাম ডাকতে শুনল এবং তাদের খুরগুলো শক্ত মাটিতে আওয়াজ তুলল এবং চাকার কেন্দ্রস্থল ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করল। কারণ এমনকি টাইটার কালো তেল শুকিয়ে যাচ্ছে।

তখন অন্য খুরের আওয়াজ এল, নেফারের দলের আওয়াজের সাথে মিশে। এবার পিছনে তাকাতেই দেখল ডায়ামিওস আরো কাছাকাছি। তার ঘোড়াগুলোকে সে চাবুক মারল। ডায়ামিওসের বল্লম প্রস্তুত ছিল এবং সে তা জোরে নিক্ষেপ করল এবং বিষাক্ত পোকার মতো তা উড়ে এল।

সহজাত ভাবেই নেফার সংকুচিত হয়ে গেল, তার ডান পায়ের কাছে বল্লমটা মেঝের তক্তায় আঘাত করল, দাঁড়িয়ে রইল কাঁপতে কাঁপতে।

'চল, আমার বন্ধুরা!' তার কণ্ঠ তিক্ষ্ণ ছিল এবং ঘোড়াগুলো তা শুনল। 'তোমার যা আছে আমাকে সব দাও।' ক্রুস তার বিশাল হৃদয়ে আর একটু কিছু পেল এবং তার সাথে ডোভকেও তা উদ্দীপ্ত করল। তারা ডায়ামিওসের ছিন্ন ও রক্তাক্ত যুগল থেকে এগিয়ে যেতে শুরু করল।

'টান, শূয়র!' ডায়ামিওস চিৎকার করল। 'টান, নইলে আমি তোদের পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেব।' এবং তার দীর্ঘ চাবুকটা শব্দ করে উঠল।

ডায়ামিওস তখন অন্য একটা বল্লম নিল এবং চামড়া ফালি প্যাঁচালো। যখন সে তার বাহুর পিছনে তা দোলালো নিক্ষিপ্ত করতে, নেফার তখন তার নড়াচড়া দক্ষভাবে বিচার করল এবং লাগামে টোকা দিল। বল্লম বাতাসে ছুটতেই নেফার ডোভকে ক্রুসের কাঁধের দিকে কাত করাল এবং তারা একটু গতি পরিবর্তন করল, নিশানা ব্যর্থ হল। ডায়ামিওস তার শেষ বল্লমটা টেনে নিল পাত্র থেকে। সে এখন কাছে, খুব কাছে।

নেফার মরিয়া হয়ে তাকে খেয়াল করল, তার দলকে একত্রিত করল বড় লাগামে যাতে তারা তার কমান্ড আগেই বুঝতে পারে।

সে মুহূর্তে ডায়ামিওস তার ডান কাঁধ সামনে বাড়াল নিক্ষেপ করতে, নেফার তার দলকে অন্যদিকে ঘুরালো, তাদের দৌড় পূর্ণ গতিতে অসংগত হয়ে গেল। কিন্তু বল্লমটা তার হাত ত্যাগ করেনি তখনও; সে ভান করেছে। সে বল্লমটা আবার প্রস্তুত অবস্থায় তুলে অবস্থান নিল এবং নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত।

নেফার পিছনে দুলতে অথবা রাস্তা ত্যাগ করতে বাধ্য হল এবং রুক্ষ পথে নেমে গেল এবং ছড়ানো উঁচু উঁচু স্থান। সে দিক পরিবর্তন করল এবং এবার ডায়ামিওস নেফারের দিকে নয় বরং ডোভের দিকে লক্ষ্য স্থির করল, ঘোরার ফলে যার পেটের অংশ বেরিয়ে পড়েছে।

বল্লমটা ডোভের পশ্চাৎ দিকে উপরে বিঁধল। এটা চামড়া ও উঁচু মাংশপেশী কেটে গেল, তারপর হাড়ে ধাক্কা খেল এবং তার গভীর অংগে প্রবেশ করল না। এটা কোন মারাত্মক আঘাত নয়, কিন্তু খারাপ কারণ বল্লমের মাথা আটকে গেছে এবং তার পেটের নিচে তা ঝুলে রইল। তার নেওয়া প্রতি পদক্ষেপ ওটা বাঁধা দিচ্ছে।

নেফার তার নিচে রথটা ধীর হচ্ছে বুঝল এবং যদিও সে ডোভকে উৎসাহ দিল।

ডায়ামিওস সামনে বাড়ল এবং তার চোখের কোণ দিয়ে নেফার দেখল তার দৌড়রত ঘোড়ার মাথাগুলো তার বাঁ দিকের চাকার সমতলে চলে এসেছে, এবং ডায়ামিওসের কর্কশ কণ্ঠ এবং বিজয় তার কানে প্রায় কথা বলল।

'শেষ, নেফার সেটি। আমি এবার তোকে পেয়েছি।'

নেফার তার মাথা ঘুরলো এবং তার দিকে আড়াআড়ি তাকাল। ডায়ামিওসের ঠোঁটগুলো ভয়ংকর ভাবে পিছনে টানা, মৃতদেহের ঠোঁটের মতো।

সে তার শেষ বল্লমটা নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু সে তার তলোয়ার মুক্ত করেছে এখন।

'ফটকে পৌছতে কতটুকু দৌড়াতে হবে?' নেফার ভাবল। সহজাতভাবেই সে মন্দিরের ছাদে তাকাল। একটা ক্ষুদ্র মানব অবয় চোখে ধরা পড়ল সারি করা লোক জনের মধ্যে, ঠিক সেখানে সে তা দেখার আশা করেছিল। সে মিনটাকার লাল স্কার্ট চিনতে পারল এবং দেখল সে তার মাথার উপর একটা সবুজ পতাকা দোলাচ্ছে। তার লম্বা কালো চুল একটা ছোট পতাকার মতো উত্তরের বাতাসে দুলছে।

সবকিছু ছাড়িয়ে একটা উপহার, সে ভাবল এবং তার হাত ডায়ামিওসের বল্লমের উপর পড়ল যেটা মেঝের তক্তার মধ্যে গেঁথে ছিল তার পায়ের কাছে। মাথাটা কাঠের মধ্যে গভীরে ঢুকে আছে, কিন্তু সে শক্ত করে ওটা মুচড়ালো ও ঝাঁকাল এবং টেনে ওটা মুক্ত করল।

তার নিক্ষেপের ফালি নেই, কিন্তু সে এটা একটা বর্শার মতো ধরল এবং আড়াআড়ি তার শত্রুর দিকে তাকাল। ডায়ামিওসের চোখ সরু হয়ে গেল যখন সে দেখল অস্ত্রটা নেফারের হাতে। সে তখন আত্মরক্ষার অবস্থা নিয়ে নেফারের পাশাপাশি চলে এল এবং ঝুকে আঘাত করল। নেফার বল্লমের দন্ড দিয়ে আঘাতটা ঘুরিয়ে দিল। দুইটা যান হঠাৎ গতি পরিবর্তন করে আলগা হয়ে গেল। তারপর আবার একসাথে হলো এবং এতো কঠিনভাবে তাদের টক্কর লাগল যে নেফার প্রায় পাশ দিয়ে পড়ে গিয়েছিল এবং নিজেকে স্থির করতে বেপরোয়াভাবে লাগাম খাবলে ধরতে বাধ্য হল সে।

ডায়ামিওস লম্বা দন্ডটায় একটা কোপ দিতে এল যার মধ্যে নেফারের চুলের বিনুনী বাঁধা কিন্তু শক্ত বাশ ছিন্ন করতে পারল না। নেফার তার ভারসাম্য ফিরে পেল এবং বল্লম নিয়ে ডায়ামিওসকে আক্রমণ করতে গেল, তাকে তাড়িয়ে দিল। এখন দুটি যান চাকায় চাকায় লেগে এবং কেন্দ্রস্থল কেন্দ্রস্থল বরাবর দৌড়াচ্ছে ।

নেফার ও ডায়ামিওস আড়াআড়ি বেঁকে গেল। একে অন্যকে কোপ দিল এবং আঘাত করল। যদিও নেফার লাগামের দিকে পিছনে হেলে ছিল কিন্তু ব্রোঞ্জের ফলায় বুকের বর্মের চামড়া কেটে গেল এবং সে ফলার কিনারের তীক্ষ্ণতা অনুভব করল। তখন সে বল্লমের অগ্রভাগ ডায়ামিওসের মুখের দিকে বাড়াল এবং তাকে ঘুরে যেতে বাধ্য করল।

ডোভ খুব কষ্ট করছে। বল্লমের কাটা এখনো তার চামড়ায় ঢুকে আছে এবং বানটা প্রতি পদক্ষেপে তার পায়ে আঘাত করছে। নেফার অনেক কণ্ঠের আওয়াজ শুনল প্রথমে কোমল এবং ধনুকের আওয়াজে এবং চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ ও গুড়ুম গুড়ুম শব্দে প্রায় হারিয়ে গেল তা। কিন্তু শব্দটি প্রতি পদক্ষেপে জোরালো হচ্ছে। সে চোখ তুলল এবং গড়িয়ে পড়া ঘামের মধ্য দিয়ে যা তার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিল, দেখল ফটকগুলো সরাসরি সামনে। শহরের দেয়ালগুলো ও ছাদগুলো মানুষে পূর্ণ। তাদের জয়ধ্বনি কোলাহলের মধ্য দিয়ে যেন সে মিনটাকার কণ্ঠের আওয়াজ শুনল। এটা তার নিজের ক্লান্তির ভ্রম ছাড়া কিছুই না। কিন্তু তা তাকে শক্ত করে তুলল এবং সে ঘোড়াগুলোকে হাক দিল এবং লাগাম দিয়ে তাদের একত্রিত করল। কিন্তু ডোভ দোলছিল ও পড়ে যাচ্ছিল। ডায়ামিওস আবার এল, এবার নেফারের উপর দিকে আক্রমণ করল। শত্রু তার পূর্ণ আঘাত মানুষটার দিকে নয় বরং বল্লমটার দিকে চালাল। তার ফলা নেফারের মুঠির উপর থেকে বল্লমটাকে কেটে আলাদা করে দিল এবং তার হাতে রইল অপ্রয়োজনীয় কাঠের দন্ড। নেফার তা ডায়ামিওসের মাথার দিকে সজোরে নিক্ষেপ করল। কিন্তু সে মাথা নিচু করে তা এড়িয়ে গেল এবং নেফারকে আক্রমণ করল, তাকে পা-দানির অন্যপাশে সরে যেতে বাধ্য করল উজ্জ্বল ফলাটা এড়ানোর জন্য।

ডায়ামিওস তৎক্ষণাৎ সুযোগটা নিল এবং নেফারের সামনে তার পথ নিল। যখন সে আক্রমণ করে কাছে এল তখন সে হাত বাড়িয়ে দন্ডটা ধরল যার উপর নেফারের চুলের বিনুণী নাচছিল এবং বাতাসে দোল খাচ্ছে। সে এটাকে ভেঙে নেওয়ার চেষ্টা করল। যদিও এটা প্রায় দ্বিগুণ বেঁকে গেল তবুও এটা তার প্রয়াসকে রুখে দিল। তখনও এক হাতে লম্বা দন্ডটা ধরে রেখে ডায়ামিওস অন্য হাত বাড়াল পুরু চুলের গোছাটা ধরতে। এটা ঝাকি খেল এবং তার আঙুলের ডগায় নেচে উঠল। কিন্তু একই সাথে তলোয়ারের বাটে তার মুঠি আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছে সে এবং সে পুরস্কারটা সম্পূর্ণ ধরতে পারল না। সে তার তলোয়ার ফেলে দিয়ে এবার বিনুণিটা ধরল এবং তা ছিড়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু বাঁশটা ছিল স্থিতিস্থাপক ও শক্ত এবং বিনুণিটাও শক্ত করে বাঁধা। ক্রুস ও ডায়ামিওসের ডানপাশের ঘোড়া কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছুটছে। ডায়ামিওস সম্পূর্ণ মগ্ন তার পুরস্কার বাঁশের লাঠি থেকে ছিড়তে। সে জানত নেফার নিরস্ত্র এবং কোন প্রকৃত বিপদ নেই এবং সে পাথুরে ফটকটা অবহেলা করল যা আবছাভাবে তাদের সামনে আবির্ভূত হলো। 'ভিতরে বাঁকা হও।' নেফার ক্রুসের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল, 'তাকে তোমার সহায়তা দাও!' নেফার লাগামগুলোকে করাতের মতো ব্যবহার করল। এটা হলো তা যার জন্য তারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে মরুভূমিতে ঐ মাসগুলো জুড়ে। টাইটার সাথে অন্য দল চালিয়ে নেফার ক্রুসকে এ শক্তির প্রতিযোগিতা ভালোবাসতে শিখিয়েছে এবং এবার সে তার বিশাল ডান কাঁধ বেঁকে দিল। অন্য ঘোড়াটার ঠিক পিছনে তা ঠেলে দিল এবং তাকে ভারসাম্যহীন করে দিল। আবদ্ধ রথগুলো ডানদিকে মোড় নিল, প্রবেশদ্বার দ্রুত চলে আসছিল। প্রবেশদ্বারটা টুকরো করা লাল পাথরে সারি এবং শত বছরের কাঁকড় বাহিত বায়ু তাদের মসৃণ করেছে ও আকৃতি দিয়েছে তবু এখনও তারা ভারি ও বিপদাপন্ন।

'তাকে নিয়ে চল।' নেফার চিৎকার করে ক্রুসকে বলল এবং লাগামে একটা শক্ত হাত রেখে তাকে উৎসাহ দিল। ক্রুস অন্য ঘোড়াকে জোর করে আরো কয়েক কদম নিয়ে গেল যতোক্ষণ না সে সোজাসুজি নিরেট লাল পাথরের দেওয়ালের দিকে ধাবিত হল।

একেবারে শেষ মুহূর্তে ডায়ামিওস কি ঘটছে সে সম্বন্ধে সচেতন হলো এবং একটি বিপদ সংকেতের জন্য চিৎকার দিয়ে সে বাঁশের দন্ড ছেড়ে দিল এবং তার ছুটন্ত রথের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ক্রুস অন্য ঘোড়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল তখন এবং তাকে মাথার বরাবর পাথুরে প্রবেশদ্বারের দিকে নিয়ে চলল।

ডায়ামিওস অনুধাবন করল সে উড়ন্ত রথটাকে থামাতে পারবে না এবং সংঘর্ষ এড়াতে পারবে না। সে উৎক্ষিপ্ত ককপিঠ থেকে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সে ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার উভয় ঘোড়া পাথুরে সারির মধ্য দিয়ে

পূর্ণ বেগে ধাবিত হল। প্রচন্ড সংঘর্ষ সাথে সাথে তাদের হত্যা করল। নেফার তাদের শেষ ভয়ার্ত আর্তনাদ শুনল যখন তারা প্রবেশ করল। সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হওয়ার শব্দ, তাদের ভাঙ্গা হাড়ের মড় মড় শব্দ এবং কাঠের টুকরার ছিন্ন ও বিদীর্ণ হওয়ার শব্দে পরিবেশটি ভারি হয়ে গেল। একটা চাকা পরিষ্কার খুলে গেল এবং এক মুহূর্তের জন্য নেফারের যানের পাশে লাফ দিল। ডায়ামিওস তার একটা বল্লমের মতোই সজোরে নিক্ষিপ্ত হল সোজাসুজি দেয়ালে। প্রথমে তার মাথায় ঠুকরে গেল এবং তার খুলি এমন ভাবে ফেটে গেল যেন সে একটা বেশি পাকা তরমুজ। তার শক্ত সাদা দাঁতগুলো লাল পাথরের উপরি স্তরে পড়ে রইল, বদমায়েশরা পরে যা চাপ দিয়ে খুলে স্মৃতিচিহ্ন বানাবে, সোনার চেইনে বাধবে এবং বাজারে বিক্রি করবে।

নেফার ক্রুস ও ডোভকে তোরণের দিকে চালাল, এবং যদিও তার বাঁ দিকে চাকার কেন্দ্রস্থল পাথরে ঠুকরে গেছে তবু তারা শহরের প্রধান রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করল যার উভয় পাশে উল্লাসিত জনতা দিয়ে সারিবদ্ধ। তারা রাস্তাটা পামপাতা ও ফুল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে এবং এমনকি শাল ও মাথার টুপি এবং তাদের নিজেদের পোশাকের অন্যান্য টুকরো দিয়েও।

নেফারের প্রথম চিন্তা ছিল ডোভের জন্য। সে ঘোড়াগুলোকে থামিয়ে লাফ দিয়ে নামল এবং দৌড়ে আহত ঘোড়াটির কাছে গেল। বল্লমের ফলা তার কাঁধের গভীরে ঢুকে আছে। একমাত্র টাইটাই ভরসা ওগুলোকে বের করার জন্য, কিন্তু সে বানটা ভেঙে দিল যাতে এটা আর তার পাশে ঝুলতে না পারে। তারপর সে পাদানিতে ফিরে আবার লাগাম তুলে নিল।

লোকজন রাস্তায় ঝাঁক বেঁধে চলল এবং রথের পাশাপাশি দৌড়াল যখন এটা হাঁটার গতিতে চলল। তারা হাত বাড়াল নেফারকে স্পর্শ করার জন্য । তাদের মাথার টুপি, পাগড়ি তার রক্ত মোছার জন্য ব্যবহার করল যা তার ক্ষত থেকে পায়ে গড়িয়ে পড়েছে। একজন প্রভুর রক্ত, একজন ফারাও ও একজন রেড রোড যোদ্ধার যা কাপড়টাকে পবিত্র করে দিতে পারবে। উন্মত্তভাবে তারা চিৎকার করে তাদের প্রশংসার বাণী বলল।

'আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন, মহান মিশর, প্রকৃত ফারাও!'

'আমাদের নেতৃত্ব দিন, মহান ফারাও!'

'জয়, রেড প্রভুর মহান ভাই-এর জয়!'

'আপনি হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকুন, নেফার সেটি আসল ফারাও!'

সভাস্থলের প্রবেশদ্বারে জনতার ভিড় এতো ঘন ছিল যে শহরের রক্ষীদের রথের সামনে দৌড়াতে হল এবং রাস্তা করতে হল। নেফার সভাস্থলের দিকে এগিয়ে চলল।

সভাস্থলের কেন্দ্রস্থলে হিল্টো সাজানো উঁচু পাথুরে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে তাদের নতুন ভ্রাতা যোদ্ধাদের স্বাগত জানাতে। নেফার ভাঙ্গা, ধুলোয় ও রক্তে মাখা রথটাকে মঞ্চের নিচে থামাল এবং দুজন মানুষ নেমে এল ও ম্যারনকে উঠাতে তাকে সাহায্য করল। তারা তাকে হাথোর মন্দিরে নিয়ে গেল যেখানে টাইটা তার চিকিৎসা করার জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা ম্যারনকে কাঠের টেবিলের উপর শুইয়ে দিল যেটা টাইটা তৈরি করেছে এবং বৃদ্ধ ম্যাগোস সাথে সাথে তার চিকিৎসা শুরু করে দিল। প্রথমে তার পাশের তলোয়ারে কাটা গভীর ক্ষতটা পরিচর্যা করল। মেরিকারার চোখের জল ম্যারনের ভাঙা ও রক্তাক্ত দেহের উপর পড়ল এবং তার ক্ষতে পড়ল।

রেড রোডের যোদ্ধারা নেফারকে সভাস্থলে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর নেফার সিঁড়ি দিয়ে নেমে রথ থেকে দু'টা চুলের বিনুনি তুলে ধরল এবং ওগুলোকে বড় কড়াইয়ের কাছে নিয়ে গেল যেটা উঁচু পাথরের বেদির কেন্দ্রস্থলে ত্রিপদীর উপরে জ্বলছিল। সে কাড়াইটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল এবং ঘোষণা করল, 'কোন শত্রু আমাদের এই সম্মান ও তেজের পুরস্কারে হাত লাগাতে পারে নি।' সে ওগুলোকে উঁচিয়ে ধরল যাতে সারা দুনিয়া প্রত্যক্ষ করতে পারে। এবং তারপর পরিষ্কার ও সদম্ভে বলল, 'আমি তাদের রেড প্রভুকে উৎসর্গ করলাম।' সে চুলের বিনুণিগুলো আগুনে নিক্ষেপ করল, তারা উজ্জ্বল হয়ে পুড়ে গেল। নেফার উঠে দাঁড়াল এবং তার ক্ষতের কারণে দুর্বল হয়ে পড়ল, দুলতে লাগল যখন সে তাদের সামনে দাঁড়াল। 'আমি রেড রোড দৌড়িয়েছি। যদিও আমি কিছু বছর হারিয়েছি তবুও আমি আমার মিশরের দ্বৈত মুকুটের অধিকার নিশ্চিত করেছি। আমি নিজেকে ফারাও ঘোষণা করলাম। সাহস থাকলে অন্য কাউকে মুকুট দাবি করার ভান করতে দাও।'

তারপর তারা তাকে আরো উৎসাহ দিল যখন রেড রোডের যোদ্ধারা তার সামনে হাঁটুগেড়ে বসল, তার ডান হাত ও পা চুম্বন করল এবং মৃত্যু ও তাদের পরের জীবন পর্যন্ত তাদের আনুগত্যের শপথ নিল।

দুটি বিশাল নদীর পানিতে ভেসে থাকা শহরটা তাদের সামনে একটা পদ্ম ফুলের মতো উপস্থিত হল, তোলার জন্য প্রস্তুত। এর দেয়ালগুলো পোড়া ইটের, তারা সাতাশ কিউবিট পুরু এবং এই উর্বর ও পনি সমৃদ্ধ ভূমির সবচেয়ে লম্বা পাম গাছের চাইতেও উঁচু।

'তাদের মধ্যবর্তী ব্যবধান কত?' টর্ক ইশতার ডি মেডিকে জিজ্ঞেস করল। 'শহরে যেতে কত পথ পড়ি দিতে হবে?'

'দশ ক্রোশ মহামান্য।' ইশতার তাকে বলল। 'অর্ধ দিনের পথ।' টর্ক তার রথের পাদানিতে লম্বা হয়ে দাঁড়াল এবং তার চোখে ছায়া দিল। 'ওটাই কি সে কিংবদন্তীর লৌকিক উপ্যাখ্যানের নীল ফটক?' সে জানতে চাইল। সে জানে ইশতার ব্যাবিলনের রাজকীয় শহরে পনের বছর যাবৎ বাস করেছে এবং তার যাদুর বেশির ভাগই এখানে মারডুকের মন্দিরে শিখেছে।

এমনকি এ দূরত্ব থেকেও প্রবেশদ্বার মূল্যবান রত্ন-পাথরের মতো ঝিকমিক করল। গোবরাট এতো চওড়া যে দশটি রথ পাশপাশি এক সাথে প্রবেশ করতে পারে এবং সিডার কাঠের তৈরি ফটকগুলো দশ জন লোক একে অপরের কাঁধের উপর দাঁড়ালো সে উচ্চতা হবে তার চাইতেও বেশি।

'এটা আসলেই নীল রঙের।' টর্ক বিস্মিত হল। 'আমি শুনেছি এটা লেপিস ও লাজুলি দিকে আবৃত।'

'তা নয়, মহামান্য।' ইশতাদের চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। 'ওগুলো সিরামিকের টাইলস। প্রতি টাইলসে ব্যাবিলনের দুই হাজার দশটা প্রভুর একজন করে আঁকা।'

টর্ক নীল ফটকের প্রত্যেক পাশের মাইলের পর মাইল দেয়াল বরাবর তাকাল। প্রতি দুই হাজার কদম পর পর প্রহরা ভবন আছে এবং নিয়মিত বিরতিতে পুরু দেয়ালগুলো ভারি করে মজবুত করা। ইশতার জানত সে কি ভাবছে।

'দেয়ালের চূড়া পর্যন্ত একটা রাস্থা আছে। দুটি রথ পাশাপাশি চলার মত যথেষ্ট প্রশস্ত। এক ঘন্টার মধ্যেই সারগন পাঁচ হাজার সেনাকে এটার যে কোন অবস্থানে দিতে পারে যা একটা দখলদার আর্মির জন্য হুমকি স্বরূপ।'

টর্ক বিরক্তে শব্দ করল, বুঝাতে চাইল যে সে আকর্ষিত নয়। 'যে কোন দেয়ালের দুর্বলতা এবং তার নিচে সুড়ং খনন করা থাকতে পারে। আমাদের দুটোর একটি দরকার।'

'ভিতরে আরেকটা দেয়াল আছে, মহান ফারাও'; ইশতার নরম সুরে বিড় বিড় করল। 'এটা প্রায় প্রথমটার মতই অভেদ্য।"

'যদি আমরা সরাসরি যেতে না পারি, আমরা একটা ঘোরা পথ খুঁজে নেব।' টর্ক কাঁধ উঠাল। 'ওগুলো কি সারগনের প্রাসাদের বাগান?' সে তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে সারিবিদ্ধ ভবনগুলো নির্দেশ করল যেগুলো আকাশে বিশাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা এতো দক্ষভাবে একটা আরেকটার উপর নির্মাণ করেছে যে দূর থেকে মনে হচ্ছে একটা ভাসমান উল্টানো পিরামিড, মনে হয় যেন তারা বিশাল ঈগলের মত ডানা ছড়িয়ে মাটির বন্ধন থেকে মুক্ত।

ইশতার তার সদ্য নীল ট্যাটু লাগানো হাত দিয়ে নির্দেশ করল। 'পাঁচটা সারিবদ্ধ ভবন আছে এক বিশাল উঠান ঘিরে, প্রতিটা প্রথমটার থেকে চওড়া।

আন্দর মহলেরই একা রয়েছে পাঁচ হাজার কক্ষ, প্রতিটি সারগনের একটা করে স্ত্রীর জন্যে। তার রত্নভান্ডার প্রাসাদের নিচে গভীর কক্ষে সমাহিত করা। এটা একটা মানুষের মাথার সমান উচ্চতা করে সোনা দ্বারা প্যাক করা।'

'তুমি কি ঐ বিস্ময়গুলো তোমার নিজের চোখে দেখেছ?' টর্ক তাকে চ্যালেঞ্জ করল।

'আন্দর মহল দেখি নি।' ইশতার স্বীকার করল, 'কিন্তু আমি রত্নের প্রধান ভল্টে প্রবেশ করেছিলাম এবং আমি আপনাকে সোজাসুজি বলি, রাজা যিনি একজন প্রভু, তার যা আছে আপনার সব আর্মির পর্যাপ্ত ওয়াগন নেই এতো রত্ন বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য।'

'এবং আমি তোমাকে সোজাসুজি বলি, ইশতার দি মেডি, যে আমি সব সময় নতুন ওয়াগন তৈরি করতে পারি।'

টর্ক তার মাথা পিছনে নিয়ে পশুর মতো উচ্চশব্দে হাসল।

ব্যাবিলনে সৈন্য নিয়ে যাওয়াই একটা দীর্ঘ জয়, বিজয়ের অভঙ্গুর রজ্জু। তাদের রান এর সাথে সাক্ষাত হয়েছিল, সারগনের বড় ছেলে, বাহর- আল-মিলহ এর তীরে; টর্ক ও নাজার রথগুলোর মাঝামাঝি। তারা তার আর্মিকে তুলার মতো ধূলিসাৎ করে দিয়েছে এবং তাদের হ্রদে নিক্ষেপ করেছে যতোক্ষণ না হ্রদের পানি রক্তে লাল হয়। মরদেহগুলো এক পার থেকে অন্য পার পর্যন্ত ছেয়ে যায়।

তারা রান এর ছিন্ন মস্তক তার পিতার কাছে পাঠিয়েছে একটা বর্শায় গেঁথে। দুঃখে পাগল হয়ে সারগন ফাঁদে পা দিয়েছে যা তারা তার জন্য প্রস্তুত করেছিল তারা। যখন নাজা তাকে সামনে থেকে মোকাবেলা করতে তাকে প্রলুব্ধ করল, টর্ক তখন দক্ষিণ দিক ঘুরে এসেছে, এক হাজার রথ নিয়ে পিছনে। যখন সারগন তাদের মালামালের গাড়ি রক্ষা করতে ঘুরে ফিরল, নিজেকে সে ব্রোঞ্জের চকচকে বৃত্তের মধ্যে পেল।

সারগন কোন মতে পঞ্চাশটি রথ নিয়ে পালাল কিন্তু সে ২০০ রথ ফেলে গিয়েছে এবং এগার হাজার লোক তার পিছনে। টর্ক বন্দিদের খোঁজ করল। যা করতে তার দুদিন সময় লাগল। কিন্তু সে প্রতিটি লোককে বলি দিল, এবং অমার্জিত আনন্দ পেল যখন তার প্রতিটি শিকারের চোখের সামনে তাদের ছিন্ন অঙ্গ ঝুলল। তারপর সে তার শিকারদের রক্তক্ষরণে মরার অনুমতি দিয়েছে, তাদের রক্ত সেথের নামে উৎসর্গকৃত, ক্ষুধার্ত প্রভু যে এরকম নিষ্ঠুরতা ভালোবাসে। টর্ক ছিন্ন পুরস্কারগুলো সারগনকে পাঠাল লবণের প্যাকেট করে একশ সিডার কাঠের সিন্দুকে ভরে। একটা সুকৌশল বিপদ সংকেত, যে যখন টর্ক ও নাজা ব্যাবিলনে আসবে সে কি আশা করতে পারবে।

ব্যাবিলন দুই নদীর মাঝখানে সরু নলাকার ভূমির উপর নির্মিত, ইউফ্রেতিস পশ্চিমে এবং টাইগ্রিস পূর্বে। তড়িৎ পিছু হঠার কারণে সারগন সেতুগুলো ধ্বংস

করতে সক্ষম হল না। যে কোন ক্ষেত্রে ঐ ভারি পুড়ানো ইটের পিলার যেগুলোর উপর তারা নির্মিত ভাঙ্গতে এক সৈন্যবাহিনী লাগবে। সারগনের আর কোন সেনাবাহিনী ছিল না, তার একটা শেষ পদাতিক বাহিনী অবশিষ্ট ছিল কেবল সেতুগুলোকে রক্ষা করার জন্য, কিন্তু তারা মনোবলহীন এবং তাদের রথ ছিল না তাদের। তারা দুই ফারাও এর বিরুদ্ধে বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি। টর্ক জীবিতদের হাত ও পা বেঁধে তাদের সেতুর কেন্দ্রস্থলের উঁচু স্থান থেকে প্রশস্ত নদীতে ফেলে দিয়েছে এবং মিশরের সৈন্যরা পাচিলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাদের আপন আনন্দ অনুভব করল যখন তারা ডুবল। এখন ব্যাবিলন তাদের সামনে। এক বছরের একটু বেশি লাগল যখন তারা অ্যাভারিস থেকে যাত্রা শুরু করেছে।

'তুমি সুরক্ষাগুলো জান ইশতার। তুমি তাদের নকশা করতে সাহায্য করেছিলে। শহর পতনে কত সময় লাগবে?' টর্ক অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করল। 'আমার কত সময় লাগবে দেয়ালগুলো ভাঙ্গতে।'

'দেয়ালগুলো অজেয়, মহামান্য।' ইশতার বলল।

'আমরা দু'জনেই জানি এটা সত্য নয়', টর্ক তাকে বলল। 'যথেষ্ট সময় লোক জন ও সংকল্প থাকলে কোন দেয়াল তৈরি হয় না যা ভাঙ্গতে পারা যায় না।'

'এক বছর,' ইশতার চিন্তিতভাবে বিড়বিড় করল। 'অথবা দুই বছর, হয়তোবা তিন।' কিন্তু তার ট্যাটু খঁচিত চেহারায় একটা প্রতারণা ভাব রইল এবং তার চোখগুলো ছিল ধূর্ত ও কুটিল।

টর্ক হাসল এবং খেলার ছলে ইশতারের পিচ্ছিল চোখা দাড়ির এক মুঠো টেনে ধরল। সে তা পাকাল যতোক্ষণ না ব্যথায় তার চেহারা বিকৃত হয়ে গেল এবং তার চোখে পানি এল। 'তুমি আমার সাথে খেলতে চাও যাদুকর? তুমি তো জানই আমি একটা ভালো খেলা খেলতে কতো ভালোবাসি,তাই না?'

'দয়া করুন মহান মিশর!' ইশতার অনুনয় করল। টর্ক তাকে এতো জোরে ধাক্কা দিল যে সে প্রায় রথের পাদানি থেকে পড়ে যাচ্ছিল এবং নিজেকে স্থির রাখতে ড্যাশবোর্ডের পাশ ধরতে হলো তাকে।

'এক বছর, তুমি বললে? দুই? তিন? আমার এখানে বসে থাকার অত সময় নেই এবং ব্যাবিলনে সৌন্দর্য ও বিস্ময়গুলো দেখার আমার তাড়া আছে। ইশতার দি মেডি এবং তুমি জান এর অর্থ কি, তাই না?'

'আমি জানি, প্রভুর ক্ষমতা অসীম এবং আমি একজন মানুষ ছাড়া কিছুই না। নমনীয় ও গরিব।'

'গরিব!' টর্ক তার চেহারার উপর চিৎকার করল। 'সেথের কসম, ভন্ড তুমি ইতোমধ্যেই আমার এক লাখ সোনা চোষে নিয়েছ এবং এটার জন্য আমি কি দেখতে পারি?'

'আপনার একটা শহর ও একটা রাজত্ব আছে। মিশরের পর দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী, আমি যা আপনার পায়ে লুটিয়েছি।' সে এখন টর্ককে ভালো করে চেনে, জানে ঠিক কতদূর সে যেতে পারে।

'আমি শহরটির চাবি চাই,' টর্ক তার চেহারা খেয়াল করল, খুশি হল যা সে ওখানে দেখল। সে ইশতারকে ততোখানিই চেনে যতোখানি যাদুকর তাকে চেনে।

'এটা হয়তো একটা সোনার তৈরি চাবি হবে'; ইশতার গভীর চিন্তিত ভাব নিয়ে বলল। 'সম্ভবত তিন লাখ সোনা?'

টর্ক হাসির একটা বিশাল বিস্ফোরণ বেরিয়ে যেতে দিল এবং তার মাথা বরাবর বর্ম পরিহিত মুঠি দিয়ে আঘাতের নিশানা করল। এটা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ছিল না এবং ইশতার ওটার নিচে সহজেই মাথা নিচু করল।

'তিন লাখ দিয়ে আমি আরেকটা সেনা বাহিনী কিনতে পারি।' টর্ক তার মাথা নাড়াল এবং তার দাঁড়ির সুতাগুলো প্রজাপতির মেঘের মতই নাচল।

'বন্ধু সারগনের রত্নভান্ডারে একশ' লাখ পড়ে আছে। একশ' থেকে তিন বাদ, একটা ক্ষুদ্র মূল্য।'

'তা শোধ করার জন্য আমাকে শহরটা দাও। ইশতার এটা আমাকে তিনটা পূর্ণ চাঁদের মধ্যেই দাও এবং আমি তোমাকে সারগনের ভাণ্ডার থেকে দুই লাখ সোনা দেব।' সে ওয়াদা করল।

'যদি আমি এটা আপনাকে পরবর্তী পূর্ণ চাঁদের আগেই তা দিই?' ইশতার কার্পেট ব্যবসায়ীদের মতো তার হাতগুলো এক সাথে ঘষল।

এই কথায় টর্কের দাঁত বের করা হাসি তার চেহারায় আছড়ে পড়ল এবং সে গম্ভীরভাবে বলল, 'তাহলে তুমি তোমার তিন লাখ পাবে। একটা সুরক্ষিত ওয়াগনের দল বহরও পাবে তাদের বয়ে নেওয়ার জন্য।

দুই ফারাও-এর আর্মিরা নীল ফটকের সামনে জামায়েত হল এবং টর্ট সারগনের কাছে একজন দূত পাঠাল যেন শহরটি তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ করে। '...এ রকম অসাধারণ শৈল্পিক নিদর্শন আগুন থেকে রক্ষার করতে এবং আপনার লোক ও পরিবার এবং জনগণকে তলোয়ার থেকে।' যখন টর্ক কৌতুকপূর্ণভাবে তার চাহিদা ভাষায় প্রকাশ করল জবাবে সারগন একগুয়ে ও অবাধ্যতা দেখিয়ে বার্তা বাহকের ছিন্ন মাথা টর্কের কাছে ফেরত পাঠাল। প্রাথমিক প্রাপ্তি শেষ হওয়ার পর টর্ক ও নাজা দেয়ালগুলোকে একবার প্রদক্ষিণ করল। ব্যাবিলিয়নীদের তাদের পূর্ণ শক্তি ও বীর্য দেখানোর অনুমতি দিল।

ইশতার তখন টর্ক ও নাজার সামনে একটি মানচিত্র এনে রাখল।

'এটা তোমার অধিকারে কীভাবে এল?' নাজা জানতে চাইল।

'বিশ বছর আগে রাজা সারগনের আদেশে আমি শহরটা পর্যবেক্ষণ করি এবং এ মানচিত্রটা আমার নিজ হাতে আঁকি।' ইশতার জবাব দিল। 'অন্য কেউ এতো নিখুঁত ও সুন্দর করে পেতে পারবে না।'

'যদি সে তা অর্পণ করেছিল তবে কেন তুমি তার সারগনকে দাও নি?'

'আমি দিয়েছি।' ইশতার মাথা ঝাঁকালো।

'আমি তাকে নিম্নমানের চিত্রটা দিয়েছিলাম যখন গোপনে আমি আসল কপিটা রেখে দিই আপনারা আজ যা আপনাদের সামনে দেখেছেন। আমি জানতাম কেউ এক দিন আমাকে আরো বেশি দিবে যা সারগন দিয়েছে তার থেকেও অনেক বেশি।'

আরো এক ঘণ্টা তারা মানচিত্রটা পর্যবেক্ষণ করল, মাঝে মাঝে গুন গুন করে মন্তব্য করল। কিন্তু বেশির ভাগ সময় চুপ ও নিমগ্ন হয়ে রইল তারা। যুদ্ধের জেনারেল হিসাবে যুদ্ধের ময়দানে বৈশিষ্ট্যের জন্য পেশাদারীত্ব পূর্ণ চোখ দিয়ে তারা দেওয়ালগুলো, টাওয়াগুলো ও দুর্গগুলোর গভীরতা ও শক্তির প্রশংসা করতে সক্ষম হল যেগুলো শব্দাতী জুড়ে এক স্তরের পর আরেক স্তর বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

অবশেষে টর্ক টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল।

'কোন দুর্বলতা নেই যা আমি ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারি। যাদুকর! তুমি প্রথম বারের মতো সঠিক। ঐ দেয়াল গুড়ো করে ভেঙে প্রবেশ করতে তিন বছরের কঠিন কাজ। তোমাকে এটার চাইতে ভালো করতে হবে তোমার তিন লাখ অর্জন করতে।'

'পানি', ইশতার ফিসফিস করে বলল। 'পানির দিকে দেখুন।'

'আমি পানির দিকে দেখেছি; নাজা তার দিকে চেয়ে হাসল; কিন্তু তা ছিল একটা সাপের হাসি, ঠাণ্ডা এবং পাতলা ঠোঁটের। 'খালগুলো শহরের প্রতিটি ভবনে যথেষ্ট পানি সরবরাহ করে, সারগনের ছয়টা ভবনের বাগান বাড়িতেও, যেগুলো আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। শহরটাকে পানি দিচ্ছে একশ বছর ধরে।'

'ফারাওরা সর্বদর্শী, সর্ব জ্ঞানী।' ইশতার তাকে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানল, 'কিন্তু এই পানি কোথা হতে আসে?'

'বিশাল দুই নদী থেকে। নীলের পর দুনিয়ার সবচেয়ে বিশাল নদী ওগুলো। একটা পানির সরবরাহ যা এই একশ' বছরেও ব্যর্থ হয় নি।'

'কিন্তু কোথা দিয়ে পানি শহরে ঢোকে? কিভাবে এটা বেরিয়ে যায়, নিশ্চয়ই এ দেয়ালগুলোর নিচ অথবা উপর দিয়ে?' ইশতার জোর দিল এবং নাজা ও টর্ক এক অর্থপূর্ণ উপলব্ধির দৃষ্টি বিনিময় করল।

ব্যাবিলনের অর্ধমাইল উত্তরে, শহরের দেয়ালের বাইরে, ইউফ্রাতিসের পূর্ব তীরে, একটা স্থানে যেখানে নদী প্লাবিত হয় ও মন্থর গতিতে বয়ে গেছে, যেখানে নিনুরতা মন্দিরটি অবস্থিত; ইউফ্রাতিসের সিংহ মাথার ডানাওয়ালা প্রভু যে। এটা পাথরের স্তম্ভের উপর নির্মিত তা, নদীর মধ্যবর্তী বর্ধিত স্থানে। প্রভুর নানা রকম প্রতিমূর্তি একটা বিশেষ দেয়ালে অঙ্কিত যা ভেতরের চারটা দেয়াল ঘিরে আছে। প্রবেশে পথের উপরে আক্কাডিয়ান ভাষায় পাথুরে দেয়ালে সবার জন্য একটা সতর্ক বাণী খোদাই করা, যাতে বলা আছে যারা গোপন কুঠরী আক্রমণ করার সাহস করবে তাদের উপর প্রভুর কঠোর দণ্ড নেমে আসবে।

ইশতার প্রবেশ পথের উপর একটা মন্ত্র চালনা করল অভিশাপটা অকার্যকর করতে, দু'জন বন্দীর গলা লম্বালম্বি কেটে এবং তাদের রক্ত তোরণে ছড়িয়ে দিয়ে। পথ পরিষ্কার হতেই পিছনে বিশ জন জন সৈন্য নিয়ে সে মন্দিরের উঠানে দ্রুত পদক্ষেপ প্রবেশ করল সেখানে লাল পোশাক পরিহিত নিনুরতার যাজকেরা জমায়েত হয়েছিল। তারা মন্ত্র পড়ছিল এবং অঙ্গভঙ্গি করছিল, অনাহুত প্রবেশকারীদের দিকে তারা হাত নাড়ছে, ইউফ্রাতিসের পানি তাদের পথে ছড়িয়ে নিনুরতাকে আহ্বান করছে একটা অদৃশ্য যাদুর দেয়াল তৈরি করে টর্ককে ফিরিয়ে দিতে।

বিনা বাঁধায় টর্ক দেয়ালের ভেতর দিয়ে বড় বড় পদক্ষেপ এগিয়ে প্রধান যাজককে হত্যা করল, বৃদ্ধ লোকটার গলার মধ্যে এক আঘাতেই। তার এই পরিণতি দেখে অন্য যাজকেরা নিজেদেরকে তার সামনে সমর্পণ করল আনুগত্য প্রকাশ করতে।

টর্ক তার তলোয়ার নিচু করে ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্যে মাথা ঝুকালো, যে রক্ষীদের কমান্ড ছিল। 'তাদের সবার হত্যা নিশ্চিত কর, কেউ যেন বেঁচে না যায়।'

তারাপ দ্রুত তার আদেশ পালন করল এবং আঙ্গিনাটা রক্তিম কাদার দেহে ভরে গেল। টর্ক তখন আদেশ দিল। 'তাদের নদীতে নিক্ষেপ করো না। আমি চাই না শহরের রক্ষী তাদের ভেসে যেতে দেখুক এবং অনুমান করুক আমরা কোথায় আছি।' তারপর সে ইশতারকে দেখতে ঘুরল, সে তখন আঙ্গিনায় প্রবেশ করে আরেকটা মন্ত্র প্রয়োগ করছে প্রভুর অশুভ প্রভাব ব্যর্থ করে দিতে যা তারা আহ্বান করছিল। চার কোনায় সে ধূপ পোড়াল, যা পুরু পিচ্ছিল ধোঁয়া নির্গত করল যা নিনুতার অপছন্দনীয় এবং টর্ক আনন্দে তাকে উৎসাহ দিয়ে গেল। পবিত্রকরণ সম্পন্ন হলে ইশতারের মন্দিরের পবিত্র স্থান দিয়ে পথ দেখল এবং টর্ক ও তার সৈন্যরা তাকে অনুসরণ করল, রক্তমাখা প্রাসাদ পেরিয়ে।

তাদের কীলক দেওয়া স্যান্ডেল উচু, গুহাময় হলের অন্ধকার গুপ্তস্থানে তা এমনভাবে প্রতিধ্বনি তুলল যে এমনকি টর্কও একটা ধর্মীয় শিহরণ অনুভব করল

যখন তারা প্রভুর প্রতিমূর্তির সামনে এগিয়ে গেল। সিংহের মাথা নিরবে দাঁত বের করে গর্জন করছে যেন এবং পাথুরে ডানাগুলো প্রসারিত। ইশতার প্রভুর উদ্দেশ্যে আরেকবার প্রার্থনা করল তাকে শান্ত করতে। তারপর টর্ককে নিয়ে গেল সরু পথ দিয়ে, পিছনের দেয়াল ও মূর্তির পিঠের মধ্যে দিয়ে। এখানে সে লোহার গ্রিলে ঘেরা গেইট খুঁজে পেল যা ভালোমত নিনুরতার দেহকে ঘিরে তৈরি। টর্ক গ্রিলের দন্ডগুলো ধরে তাদেরকে তার ভালুকের শক্তি দিকে নাড়াল। তারা নড়ল না।

'আরেকটা অধিকতর পথ আছে, সর্বজ্ঞানী ফারাও', ইশতার মিষ্টি করে পরামর্শ দিল। 'চাবিটা প্রধান যাজকের দেহের উপর হবে।'

'ওটা আন।' টর্ট তার রক্ষীদের ক্যাপ্টেনকে উচ্চ কণ্ঠে আদেশ দিল যে দৌড়ে গেল, যখন ফিরল তার হাতে রক্ত লেগেছিল। সে এক গুচ্ছ ভারি চাবি বহন করছে, তাদের কোনটা হাতের সমান লম্বা। টর্ক গ্রিলের তালায় দুটা দিয়ে চেষ্টা করল এবং দ্বিতীয়টা প্রাচীন এই নির্মাণশৈলীকে ঘুরিয়ে দিল। ফটকটা ক্যাচ ক্যাচ করে খুলে গেল।

টর্ক উঁকি দিয়ে দেখল একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি অন্ধকারে নেমে গেছে। নীবর ফাঁকা স্থানের বাতাসটা ঠাণ্ডা ও স্যাঁত-সেঁতে এবং সে অনেক নিচে বয়ে চলা পানির আওয়াজ শুনল।

'মশাল আনো?' সে আদেশ করল; এবং ক্যাপ্টেন তার দলের চারজনকে তার মাথা উপর মশাল ধরে রাখতে বলল। টর্ক সরু অরক্ষিত সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। সে সাবধানে এগোল, কারণ সিঁড়ির ধাপগুলো ছিল কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল। বয়ে যাওয়া পানির শব্দ জোরালো হল যখন সে নেমে গেল। ইশতার ঘনিষ্টভাবে তাকে অনুসরণ করল।

'এ মন্দির ও এর নিচের টানেলগুলো প্রায় পাঁচ শত বছর পূর্বে নির্মিত।' সে টর্ককে বলল।

অবশেষে টর্ক তলদেশে পৌছল এবং একটা পাথুরের ভিত্তিতে নামল। কম্পমান মশালের আলোতে সে দেখল তরা একট বাঁকানো ছাদের প্রশস্ত টানেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছাদ ও দেয়ালগুলো সিরামিকের টাইলসের উপর জ্যামিতিক ভাবে দাঁড়ানো। টানেলের উভয় প্রান্ত গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

ইশতার দেয়াল থেকে একটুকরো ফাংগাস তুলে প্রবাহের মধ্যে ছুড়ে মারল, যা দ্রুত নালার নিচে বয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'এটা একজন মানুষের চেয়ে বেশি গভীর।' সে বলল এবং টর্ক রক্ষীদের ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল যেন সে ঐ বক্তব্যটা বিবেচনা করতে চায়।

'এই পায়ে চলার পথ যার উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি তা পুরো নালা জুড়ে বিস্তৃত।' ইশতার ব্যাখ্যা করল। 'যাজকেরা যারা টানেলটা মেরামত করে তারা দ্রুত চলাচলের জন্যে এটা ব্যবহার করে।'

'এটা কোথা হতে শুরু এবং এর শেষ কোথায়?' টর্ক জানতে চাইল।

'নদী তটে একটা নিষ্কাশন কূপ রয়েছে, মন্দিরের স্তম্ভের নিচে, যার মধ্যে দিয়ে পানি প্রবাহিত হয় সেখানে শুরু এবং নালার শেষ প্রান্তে নিনুরতার আরেক মন্দির যা ব্যাবিলনের দেয়ালের অভ্যন্তরে অবস্থিত নীল ফটকের কাছে শেষ হয়েছে'; ইশতার ব্যাখ্যা করল। 'এক মাত্র যাজকেরাই এই টানেলের খবরটা জানে। অন্যরা বিশ্বাস করে পানিটা প্রভুর একটা দয়া। এটা মন্দিরের পরিসরের ঝর্ণা হতে বের হওয়ার পর পানির তোলার চাকার দ্বারা উঠিয়ে প্রাসাদের বাগানগুলোতে অথবা শহরের প্রতিটি কোয়ার্টারের খালগুলোতে পাঠানো হয়।

'আমি বিশ্বাস করি, ইশতার দি মেডি, যে তুমি তোমার তিন লাখ অর্জন করার খুব কাছে।' টর্ক আনন্দে হাসল। 'তোমার জন্য এখন যা শুধু অবশিষ্ট তা হচ্ছে এই খরগোশের গর্ত দিয়ে আমাদের পথ দেখানো এবং শহরের বিস্ময়কর সম্পদ, বিশেষ করে রত্ন ভান্ডারের কাছে নিয়ে যাওয়া।'

টর্ক যুক্তি দেখাল সে শহরের দেয়ালের ভেতরের নিনুরতার প্রধান মন্দিরের যাজকেরা নিয়মিত নদীর মন্দিরের যাজকদের সাথে যোগাযোগ রাখত।

প্রায় নিশ্চিতভাবে তারা এই নালাকে এ দুই গোত্রের মধ্যে সড়ক হিসেবে ব্যবহার করত। আর এটা আবিষ্কার করতে সময় লাগবে না সে নদীর মন্দিরে তাদের ভ্রাতাগনের খারাপ কিছু হয়েছে। তাকে তার পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

টর্ক তার সবচেয়ে ভালো ও বিশ্বস্ত দুইশ' লোক বাছাই করল, সবাই তার নিজের সিংহ দলের সদস্য। সে তাদের দুই ভাগে ভাগ করল। যখন তারা শহরের রাস্তায় যুদ্ধ করবে তখন প্রথম দলটা নীল ফটক পাহারায় থাকবে এবং তা খুলে রাখবে যতোক্ষণ না এটা দিয়ে ফারাও নাজা কিয়াফানের প্রধান সৈন্য বাহিনী প্রবেশ করতে পারে। দ্বিতীয়টা খুব ছোট দল এর কাজ প্রাসাদে তাদের অবস্থান নেওয়া এবং তারা রত্ন দখল করবে সারগনের তা লুকানোর আগেই। 'যদি তা বয়ে নিতে এক হাজার ওয়াগনের দরকারও হয়।' ইশতার তাকে আশস্ত করল।

বাছাই করা ২০০ জনকে সারগনের আর্মির পোশাক পরানো হল যা বন্দীদের ও যুদ্ধের ময়দানের মৃতদের থেকে নেওয়া। তারা গোড়ালির গাট পর্যন্ত লম্বা ডোরাকাটা কাপড় পড়ল, কোমরে বেল্ট লাগানো এবং লম্বা হেলমেট পরল। ইশতার তাদের দেখাল কি ভাবে দাড়িয়ে মেসোপটেমিয়ার ঐতিহ্য অনুযায়ী কোমর বাঁকা করতে হবে। তারা তাদের শত্রুদের থেকে নিজেদের আলাদা করতে শুধু মাত্র একটা লাল কাপড়ের একটা ফালি পড়ল। আর্মির অনুলেখকেরা দ্রুত শহরের মানচিত্রের অতিরিক্ত কপি বানাল এবং উভয় ডিভিশনের ক্যাপ্টেনদের তা দিল যাতে

তারা রাস্তা ও ভবনের অবস্থান জানতে পটারে। সন্ধ্যার মধ্যে তারা সবাই জেনে গেল তাদের কি করতে হবে, একবার শহরে প্রবেশের পর।

অন্ধকার নামতেই নাজা শান্তভাবে তার বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে নীল ফটকের বাইরে অবস্থান নিল, শহরে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত। টর্কের লোকেরা তা খুলে দিলেই তার ভেতরে প্রবেশ করবে।

নিনুরতার নদী মন্দিরের উঠানে টর্ক তার ডিভিশন জমা করল। দিনের আলো থাকতেই সে ও ইশতার তাদেরকে এক সারিতে সিঁড়ি দিয়ে নালার সমতলে পথ দেখাল।

কোন তাড়াহুড়া ছিল না, কারণ তাদের এই ভূগর্ভস্ত যাত্রা শেষ করতে যথেষ্ট সময় হাতে রয়েছে। তাদের কীলক দেওয়া স্যান্ডেলের আওয়াজ চাপ দেওয়া হয়েছে চামড়ার মোজা দিয়ে তাই তাদের ভারি পদক্ষেপ অন্ধকার টানেলে প্রতিধ্বনি তুলল না। তার নিরবে এগিয়ে গেল, প্রতি দশজন একটা করে মশাল নিয়ে। তাদের বাম পাশে পানির অনন্ত প্রবাহ অন্ধকারে কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। প্রতি এক হাজার কদম পর পর ইশতার প্রভু নিনুরতাকে উপহার ও মন্ত্র দিয়ে শান্তি করার জন্যে থামলো এবং সামনের পথবে যাদুর বাঁধা-বিঘ্ন থেকে মুক্ত করতে যা মৃত যাজকেরা স্থাপন করেছিল।

তুবও এই নিরব হাঁটাটা টর্কের কাছে কাছে সীমাহীন মনে হলো এবং এটা একটা বিস্ময়ের মতো এল যখন ইশতার হঠাৎ করেই থামল ও সামনে নির্দেশ করল, চকচকে সিরামিকের দেয়াল থেকে আলোর ক্ষীণ প্রতিফলন হল। টর্ক তাকে অনুসরণ করা লোকদের থামার ইশারা করল। তারপর, ইশতারের সামনে আগ বাড়ল। তাদের নিজেদের পোশাকের উপর তারা পাগড়ি ও রক্তে মাখা পোশাক পড়ল যা হত্যা করা যাজকদের শরীর থেকে নেওয়া হয়েছে।

যখন তারা আলোর উৎসের দিকে গেল, তারা আরেকটা গ্রিল ঘেয়া ফটক দেখল এবং একটা বিকৃত ছায়া ফটকের উপরে স্থাপিত মশালের আলো থেকে দেয়ালের উপর পড়েছে। যখন তারা কাছাকাছি গেল তারা দেখল যে গ্রিলের অন্য পাশে দু'জন পোশাক পরিহিত যাজক টুলের উপর বসে আছে; তারা বাও খেলায় নিমগ্ন। ইশতার তাদের নরম সুরে ডাকতেই তারা চোখ তুলল। মোটা জন দাঁড়াল এবং ফটকের দিকে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে দেখল।

'তুমি সিন্নার কাছ থেকে এসেছো?' সে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।' ইশতার আশ্বস্ত করতে জবাব দিল।

'তুমি দেরি করেছ। আমরা রাত নামা থেকে অপেক্ষা করছি। তোমার এখানে কয়েক ঘন্টা আগে থাকা উচিত ছিল। প্রধান যাজক, অসন্তুষ্ট হবে।'

'আমি দুঃখিত'; ইশতার অনুতাপ প্রকাশ করল। 'কিন্তু তুমি সিন্নাকে চেন।'

মোটা যাজকটা মুখ টিপে হাসল, 'হ্যাঁ, আমি সিন্নাকে চিনি। সে আমাকে ত্রিশ বছর আগে আমার দায়িত্বগুলো শিখিয়েছিল।'

সে তারা চাবি ফটকের তলায় লাগল এবং তারপর তা খুলল। 'তোমাকে দ্রুত করতে হবে', সে বলল। টর্ক তার চেহারা ঢেকে সামনে এগোল, পোশাকের ভাঁজে তার তালোয়ার নিয়ে। তাকে যেতে দিতে যাজক দেয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়াল। টর্ক তার সামনে থামল এবং ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'নিনুরতা তোমাকে পুরস্কার দিবে, ভ্রাতা।' এবং তার চিবুক দিয়ে হাতের তলোয়ারটা ঢুকিয়ে তার মস্তক পর্যন্ত টেনে এক আঘাতে তাকে হত্যা করল।

বিপদসংকেতের এক চিৎকার দিয়ে, তার সঙ্গী পিছিয়ে গেল, বাও বোর্ড ফেলে দিল ও গুটিগুলো স্তম্ভের উপর ছড়িয়ে পড়ল। দুটি বড় পদক্ষেপে সে তার কাছে গেল এবং তার মাথা ধর থেকে আলাদা করল।

আর কোন শব্দ না করে যাজকটা পিছনের অন্ধকার নর্দমায় পড়ে গেল এবং তার কাপড় বেলুনের মতো ফুলে তাকে ভাসিয়ে রাখল, সে পানির টানের নিচে চলে গেল।

টর্ক একটা নরম শিষ দিতেই চাপা শব্দে তার লোকজন খোলা তলোয়ার নিয়ে মশালের আলোয় আগে বাড়ল। ইশতার তাদের পথ দেখাল যতোক্ষণ না তারা আরেকটা পাথরের সিঁড়ির সামনে পৌঁছাল। তারা দ্রুত তা বেয়ে উঠে গেল এবং একটা ভারি পর্দার কাছে পৌঁছল যা তাদের রাস্তা আটকে আছে। ইশতার এটার কিনারে দিয়ে দেখল এবং মাথা নাড়ল, 'মন্দির খালি।'

টর্ক প্রবেশ করে তার চারপাশটা ভালো ভাবে দেখল, এই মন্দিরটা আরো বৃহৎ ও অধিক মনোহর নদীর মন্দির থেকে। সিলিং এতো উঁচু যে পঞ্চাশটা মশালের আলো ক্ষীণ হয়ে গেল তার কাছে। তাদের নিচে প্রভুর প্রতি মূর্তি গুপ্তস্থানের মুখে গুটিসুটি মেরে আছে যেখান থেকে নালা পূর্ণ শক্তিতে দানবীয় ঝর্ণার বেগে প্রবাহিত হচ্ছে একটা গভীর পুকুরে সাদা পাথরের উপরি স্তর দিয়ে। যাজকটির মৃত দেহ যার মাথা টর্ক প্রায় আলাদা করে দিয়েছে পুকুরের জলে ভাসছে, যেখান থেকে পানি খালে পড়ছে ও তা শহরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও বাতাসে ধূপের পুরো গন্ধ, মন্দিরের বিশাল হলটা শূন্য।

টর্ক তার লোকদের সামনে আসার ইশারা করল। তারা টানেল থেকে বেরিয়ে এসে তাদের অধিনায়কের পিছনে সারি বদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। টর্ক হাত উঠিয়ে সংকেত দিতেই তারা দুলকি চালে সামলে বাড়ল। ইশতার ছোট দলটাকে নেতৃত্ব দিয়ে হলের একটা পাশের দরজা দিয়ে বারান্দায় নিয়ে গেল যেটা সারগনের প্রসাদের সাথে সংযুক্ত। এদিকে টর্ক তার লোকদের মন্দিরের পিছনের সরু চত্বরে নিয়ে গেল এবং মানচিত্রটা তার যতোখানি মনে আছে সেই অনুযায়ী দ্বিতীয় রাস্তা চওড়া চত্বরের দিকে ঘুরল, তার জানা মতে যা নীল ফটকের দিকে চলে গেছে। তখনও অন্ধকার ছিল এবং তারাগুলো ঘুমন্ত শহরের উপরে চমকাচ্ছে।

তারা পথে একাধিক সংখ্যক মুখ ঢাকা অবয়বের সাথে সাক্ষাত করল, একজন বা দু'জন মাতাল হয়ে দুলছে কিন্তু অন্যরা রাস্তা ছেড়ে অস্ত্রধারী যোদ্ধাদের কালো সারিটাকে যেতে দিল। একজন মহিলা বাচ্চা কোলে তাদের পিছন থেকে ডেকে বলল, 'মারডুক তোমাদের সহায় হোক, সাহসী সৈনিক এবং আমাদেরকে টর্ক থেকে নিরাপদ রাখুন, মিশরের নাপিতটা থেকে।' টর্ক আক্কাডিয়ান ভাষা তার কথার অর্থ বোঝার মতো যথেষ্ট বুঝল এবং তার দাড়ির আড়ালে হাসল।

তাদের নকল বেশে, তারা কোন বাধা ছাড়াই রাস্তার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল, সামনে প্রবেশ দ্বার উন্মোচিত হল, তখন একটা কণ্ঠ রক্ষী ভবনের দরজা থেকে তাদের উদ্দেশ্যে বলল,

'দাড়াও! আজ রাতের সংকেতটা দাও। তোরণের পিছন থেকে পাঁচ জন লোক মশালের আলো হাতে বেরিয়ে এল। কিন্তু তারা প্রস্তুত ছিল না। হেলমেট ও দেহ বর্ম ছাড়া, তাদের চোখ ফোলা এবং তার মুখগুলো এখনো ঘুমাচ্ছন্ন।

'রাজা সারগনের কাছে মিশরের ফারাওদের পক্ষ থেকে সম্মানিত দূত'; টর্ক তার কাঁচা ভাষায় বিড়বিড় করল এবং তার দলকে আক্রমণ চালাতে হাত দিয়ে সংকেত দিল। 'ফটক খোল এবং সরে দাঁড়াও!' সে সোজাসুজি দলানের তাঁর দিয়ে দৌড় দিল।

একমুহূর্তের জন্য লোকটি অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে তলোয়ারের ঝলক দেখল এবং জরুরিভাবে চিৎকার দিল, 'অস্ত্র তুলে নাও। রক্ষীদের বের হতে বলো।' কিন্তু খুব দেরি গেছে। টর্ক এক আঘাতে তাকে তার জায়গায় ফেলে দিল এবং তার লোকেরা অন্য রক্ষীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারা নিজেদের আত্মরক্ষার কোন সুযোগ পেল না। কিন্তু গোলমাল ফটকের উপরের পাঁচিলের রক্ষীদের সর্তক করে দিয়েছে ততোক্ষণে। তারা বিপদ সংকেতের ঘণ্টা বাজাল এবং তাদের বল্লম আক্রমণকারীর দিকে ছুরে মারল।

'তাদেরকে ওখান থেকে টেনে বের করো।' টর্ক আদেশ করল এবং তার অর্ধেক লোক ঢালু পথের দিকে ছুটল ফটকের প্রত্যেক পাশের পাঁচিলে পৌঁছানোর জন্যে। তারা তৎক্ষণাৎ দেয়ালের রক্ষীদের সাথে প্রচন্ড ও উন্মুক্ত লড়াইয়ে জড়াল, টর্ক তার সাথে অর্ধেক সৈন্য রাখল।

ইশতার ফটকের কক্ষটা বর্ণনা করেছিল যার মধ্যে জটিল যন্ত্রপাতি রাখা, ভারি কল ও কপিকলের একটা সিস্টেম, যা ভারি ফটকগুলোকে চালায়। টর্ক তার লোকদের প্রবেশ পথের দিকে নিয়ে গেল ভেতরের রক্ষীরা তা বন্ধ করে দেওয়ার পূর্বে এবং মাত্র কয়েক মিনিটের ভয়ংকর লড়াইয়ের পর তারা তাদের অধিকাংশদের হত্যা করতে অথবা আহত করতে সমর্থ হল।

জীবিতরা তাদের অস্ত্র ফেলে দিল, কেউ হাঁটুগেড়ে বসল এবং অরণ্যে রোদন করল। তাদের কেউ ছুরিকাঘাতে নিহত হল এবং দূরমুজের আঘাত পেল যখন যারা

হাঁটু গেড়ে বসেছিল। অন্যরা পিছনের দরজা দিকে পালিয়ে গেল এবং টর্ক তার লোকদের বিশাল কপিকলটার দিকে নিয়ে গেল। এর প্রতি স্পোকে দু'জন করে লোক নিয়ে তারা ফটকগুলো খুলতে শুরু করল।

কিন্তু বিপদ ঘণ্টা শহরের রক্ষীদের জাগিয়ে দিয়েছে। যারা তাদের ব্যারাক থেকে মাছির মতো বেরিয়ে এল। কয়েক জন বর্ম ছাড়া এবং এখানো অর্ধ ঘুমন্ত এবং প্রবেশ পথ রক্ষা করতে দৌড় দিল।

টর্ক কপিকল কক্ষের ভারি খিল আটকে দিল এবং প্রবেশমুখে লোক নিযুক্ত করল তা প্রতিরোধ করতে। প্রবেশ পথের উপরের পাচিল থেকে তার লোকেরা প্রহরীদের হত্যা করেছে অথবা তাদের দেয়ালের শীর্ষ স্থান থেকে নিক্ষেপ করছিল, এখন তারা ঢালু পথে লড়াই করল, আক্রমণরত ব্যাবিলনদের আটকে রাখল।

কপিকল কক্ষের দরজাটা কেঁপে উঠল এবং ফাঁপা হয়ে গেল যখন ব্যাবিলিয়নরা ওটা পাগলের মতো ভাঙতে চেষ্টা করল কিন্তু কপিকলগুলো টর্কের লোকদের প্রয়োগে ধীরে ধীরে ঘুরল এবং বিশাল ফটকগুলো তাদের স্থান ছেড়ে নিচে ফাঁকা স্থানে নির্মমভাবে নেমে গেল।

এখান ফটকের দিকের রাস্তা ব্যাবিলনের রক্ষীদের দ্বারা জনাকীর্ণ। কিন্তু তারা তাদের নিজেদের সংখ্যায় বাঁধাগ্রস্থ হল। এক সাথে মাত্র চারজন ঢালু পথে উঠতে পারল দেয়ালের শীর্ষের দিকে এবং টর্কের লোকেরা তাদের সাক্ষাৎ করল এবং তাদের সজোরে পিছনে নিক্ষেপ করল। অন্যরা এখানো দরজা ভেঙে কক্ষে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে যার মধ্যে কপিকলগুলো অবস্থিত কিন্তু দরজাটা নিরেট। যখন অবশেষে তারা তাদের গুড়িয়ে দিল তারা দেখল টর্ক ও তার লোকেরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

দেয়ালের বাইরে নাজার লোকেরা মৌমাছির ঝাকের মতো সামনে আসছে বাঁকা লৌহদন্ড ও লিভার নিয়ে। তারা ভারি ফটকগুলোকে প্রশস্ত থেকে প্রশস্তর করল, যতোক্ষণ না অবশেষ রথের একটা দল অতিক্রম করতে পারল। তারপর তারা সরে দাঁড়াল এবং নাজার যুদ্ধ রথের একটা দল ফটক দিয়ে পশুর বেগে প্রবেশ করল এবং রাস্তার পাশ থেকে পাশে ঠেলা দিল মিশরের আর্মি পিছনে আসল। টর্ক সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণে নিল ও শহরের মধ্য দিয়ে প্রাসাদে তার দলকে ছুটাল।

ব্যাবিলনে লুণ্ঠন শুরু হয়ে গেল।

প্রাসাদের প্রতিরক্ষা ছিল কঠোর, স্বয়ং সারগনের নেতৃত্ব। যাইহোক, ঐ সন্ধ্যার মধ্যে টর্ক প্রথম প্রাসাদের বাইরের দেয়ালে একটা ফাঁটল ধরাল। একটা শক্তিশালী সৈন্য দল ওটার দিকে নেতৃত্ব দিল এবং প্রতিরক্ষা ভেঙে গেল। তারা সারগনের

শয়নকক্ষ ভেঙ্গে প্রবেশ করল। সারগন তখন মারডুকের প্রতিমূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল, মেসোপটেমিয়ার ক্ষুধার্ত প্রভু একটা রক্তাক্ত তলোয়ার তার হাতে নিয়ে। তার পাশে পড়ে আছে তার প্রিয় পত্নীর দেহ। একজন ধূসর চুলের মহিলা সে তার সাথে ত্রিশ বছর যাবৎ বাস করছে, সে তাকে একটি সকরুণ মৃত্যু উপহার দিয়েছে সেটা থেকে যা সে টর্কের লোকদের কাছ থেকে আশা করতে পারত। যাই হোক, সারগন নিজেকে, তার নিজের তলোয়ারে পড়ার মতো শক্ত করতে সক্ষম ছিল না। টর্ক তার হাত থেকে আস্ত্রটা ফেলে দিল।

'আমাদের অনেক কিছু আলোচনা করার আছে মহারাজ'; সে তাকে ওয়াদা করল। এটা কি আপনি নন যে আমাকে সেথের কালো বক্ষ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন? আশা করি আমি আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারছি যে আপনি আমাকে ভুল রং-এ এঁকেছেন।'

অন্দর মহলের মহিলাদের দল বেঁধে প্রাসাদ থেকে বের করা হলো, মাত্র তাদের পাঁচশ' জন পাঁচ হাজার নয় যা ইশতার বলল। টর্ক তার নিজের বিনোদনের জন্য সবচেয়ে কম বয়সী ও সুন্দরী বিশ জন বাছাই করল এবং বাকিদের তার উচ্চপদস্থ অফিসারদের দেওয়া হল, তারা তাদের উপভোগ করার পর তাদেরকে সাধারণ সৈনিকদের কাছে দিয়ে দিবে।

প্রাসাদের নিচে মাটির গভীরে সমাহিত রত্ন ভান্ডার ভেঙ্গে বের করতে আরো দুদিন লাগল, কারণ অনেক সুনিপুণ স্থাপনা ও কৌশলে তাদের রক্ষা করা হয়েছিল। ইশতারের দক্ষতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া প্রধান রত্ন ভাণ্ডারের প্রবেশ করতে হয়তো আরো বেশি সময় লাগত।

রাস্তা পরিষ্কার হলে, টর্ক ও নাজা, হেজারেটসহ সিঁড়ি দিয়ে নামল এবং কক্ষে প্রবেশ করল। ইশতার একশ' তেলের প্রদীপ দিয়ে অভ্যন্তরটা আলোকিত করেছে এমন কি দুই ফারাও ও হেজারেট রত্নের দীপ্ততা দেখে বিমোহিত হয়ে গেল। রুপার বার সাজানো, সোনা চোঙ্গাকৃতি পিন্ডে পরিণত করা যেগুলো একে অন্যে সাথে সমাঞ্জস্য করে সাজনো সুবিধার্থে। সবগুলোর উপর স্বর্ণকারের চিহ্ন ও সারগনের স্মারক আঁকা।

হেজারেট কিছুক্ষণের জন্য ভাষাহীন হয়ে পড়ল, তার নাজুক চোখে ধাতুর ঝালক থেকে বাঁচানো জন্য ছায়া দিতে হল। নাজা সারির মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে সামনে হেঁটে গেল, যেগুলো তার মাথা থেকেও উঁচু। কয়েক পদক্ষেপ পর পর থামল পিন্ডগুলোকে হাত বুলানো জন্যে। অবশেষে তার কণ্ঠ ফিরে পেল সে এবং ফিস্‌ফিস্ করে বলল। 'তারা মসৃণ ও উষ্ণ, একজন কুমারী দেহের মতই।'

টর্ক প্রতি হাতে একটি করে বার নিল এবং আনন্দে হাসল। 'কত ওজন?' সে ইশতারের কাছে জানতে চাইল।

'হায়! মহান রাজা, আমারা এখনো তা হিসেব করার সুযোগ পাই নি। কিন্তু আমরা সারগনের অনুলিপির স্ক্রোলটা দেখেছি। তারা রুপার হিসাব রেকর্ড করেছে সর্বমোট ৫৫ লাখ আর স্বর্ণ তেত্রিশ।' সে তার ট্যাটু করা হাতগুলো অনুমোদনের ভঙ্গিতে ছড়ালো। 'কিন্তু কে এক জন ব্যাবিলিয়ানের হিসাব বিশ্বাস করে?'

'সারগন একজন অধিকতর মহান লুণ্ঠনকারী যতোটা আমি তাকে ভেবে ছিলাম?' টর্ক এটা প্রশংসার বাণীর মতো বলল।

'কমপক্ষে এখানে যথেষ্ট পরিমাণ আছে আমাকে দাক্ষিণ্য দিতে যা আপনি ওয়াদা করেছেন।' ইশতার মৃদু পরামর্শ দিল।

'আমার মনে হয় আমাদের এটা পরে আলোচনা করা উচিত।' টর্ক সদায়ভাবে তার দিকে হাসল। 'আমি একজন দয়ালু ও ভদ্র মানুষ, ইশতার, যেমনটা তুমি খুব ভালো করেই জান। যাইহোক, অতি ভদ্রতা বোকামির একটা লক্ষণ। কি অসভ্য আমি না?'

রত্নভান্ডার ছাড়াও শহরটাতে আরো অনেক কিছু দেখার ছিল এবং বিস্মিত হওয়ার আছে। টর্ক ও নাজা প্রাসাদ ঘুরে এল, টাওয়ারের শীর্ষ, তাদের ঝর্ণা, বাগান ও বন।

এই উচ্চতা থেকে তারা উভয় বিশাল নদীটা নিচে দেখল এবং সংকীর্ণ জলা এবং প্যাপিরাসে বিশাল বন শহরের দেয়ালে বাইরে।

পরে তারা মন্দিরগুলো দর্শন করল, কারণ এসব চমৎকার ভবনগুলোর গঠন সুন্দর, তাদের আসবাবপত্র, গোপনস্থান, মোজাইক ও অন্যান্য সব কিছু শিল্পকর্মে ঠাসা। যখন তারা এগুলো সরাল নাজা ও টর্ক অধিষ্ঠিত প্রভুর সাথে কথোপকথন করে কথা বলল, সে ভ্রাতা, প্রভু ও সমমানের বলে তাদের সম্বোধন করল। টর্ক ব্যাখ্যার করল যে ব্যাবিলন আর একটা রাজধানী শহর নয় বরং তা এখন মিশরের একটা অংশ। তাই প্রভুর উচিত তার পৃথিবীর আসন অ্যাভারিসে সরিয়ে নেয়া, যেখানে টর্ক তাকে উপযুক্ত বাসস্থান দেওয়ার দায়িত্ব নিল। প্রভুর সম্পদের অপসারণ ধার রূপে বিবেচনা করা উচিত যা পরে শোধ করা হবে।

ঔসব মন্দিরগুলোর সবচেয়ে বৃহৎটি হল মারডুকের। টর্ক এটাকে শুধু দামী ধাতু ও গহনার খনি নয় বরং অসীম আবাসস্থলের একটা স্থান বলে স্বীকার করল।

ইশতার মারডুকের একজন ভক্ত এবং তরুণ অবস্থায় সে এই একই মন্দিরের প্রধান যাজকের কাছে যাদু শিখেছে। যেহেতু সে এখনও তার পুরস্কার পায়নি তাই সে টর্কের এতো কাছাকাছি লেগে আছে যে যেন একটা আটুলি একটি সিংহের পেটে। সে টর্ককে নির্দেশনা দিয়েছিল মারডুকের পূজার মধ্যে এবং টর্ক মন্তব্য করল, 'মারডুকের স্বাদ আমার নিজের অনেক পরিচিত সেথের স্বাদের কাছাকাছি। তারা ভাই ভাই।'

'তা সবসময় সুস্পষ্ট, মহারাজ। যাই হোক মারডুকের ক্ষুধা মানুষের বলীর জন্যে, তা সেথের ক্ষুধার চাইতে বেশি এবং সে খুঁতখুতে তা কীভাবে তার কাছে উপস্থাপিত হলো সে বিষয়ে।'

সে টর্ককে অলিগলি ধরে বাগানের উঠান দিয়ে মন্দিরের গভীর স্থানে পবিত্রদের পবিত্র স্থানে নিয়ে এল, যেটা নিজেই একটা ছোট শহর ছিল। তারা শেষে এল চুল্লী ভবনে।

যখন তারা প্রধান বলী কক্ষের উপর দাঁড়াল, টর্ক নিচে এর ভেতরে তাকাল, সে এর নকশা ও স্থাপনা দেখে সম্পূর্ণ বিমোহিত হয়ে গেল। 'এটা আমার কাছে ব্যাখ্যা কর।' সে ইশতারকে আদেশ করল।

'দুইটা চুল্লী আছে, আলাদা আলাদা নয়, ঐ দেয়ালের পিছনে প্রত্যেকটা।' ইশতার চকচকে কপারের দেয়ালগুলোর দিকে নির্দেশ করল। 'যখন কাঠ কয়লার আগুন জ্বলে ওঠে তারা বিশাল গর্জন করে উস্কে দেয় যতোক্ষণ না ধাতব দেয়াল গুলো উদিয়মান সূর্যের মতো তাপে জ্বলতে থাকে। দেয়ালগুলো অপসারণ যোগ্য। কপিকলের সাহায্যে কাজ করা হয়, ফলে তা তাদের সামনে গড়িয়ে যেতে সক্ষম অথবা তাদের টানে আলাদা করতে সক্ষম হয়...।'

যখন ইশতার তার ব্যাখ্যা শেষ করল, টর্ক তার বর্মপরা হাতটি মুঠি করে অন্য হাতের তালুতে দুম করে আঘাত করল। 'সেথ্ ও মারডুকের কসম, আমি কখনো এমনটা শুনি নি। আমাকে এটা স্বচক্ষে দেখাতে হবে। যদি এটা এমন হয় যেমনটি তুমি বর্ণনা করলে, আমি তেমন একই অদ্ভুত নির্মাণ অ্যাভারিসে আমার নিজের মন্দিরে করবো। যাজকদের তাদের নারকীয় চুল্লীটা জ্বালাতে আদেশ কর। আমরা আমাদের বিজয় উদ্‌যাপন করব মারডুককে একটা বলী দিয়ে।'

'চুল্লীটা আশানুরূপ তাপে পৌছাতে কয়েক দিন সময় লাগবে।' ইশতার তাকে সর্তক করল।

'আমি কয়েক দিনই আছি, আমাকে লুটের মালের প্রেরণ দেখাশুনা করতে হবে এবং আমাকে সারগনের বিশ জন কমবয়সী স্ত্রীর সন্তুষ্টি ও ভালোটাও দেখা শুনা করতে হবে।'

সে তার চোখ ঘোরালো। 'সবচেয়ে দুঃসাধ্য কাজ, যে কোন ঘটনায়, আমরা বদমায়েশরা এখনো শহর লুঠতে ব্যস্ত। আমি তাদের সজ্ঞানে ফিরিয়ে আনতে কিছু সময় ব্যয় হবে শুধু।'

তিন দিন পর টর্ক তার উচ্চপদস্থ অফিসারীদের জন্য একটা বিজয়ী ভোজ সভার আয়োজন করল বিলাশ ভাবনের সর্বোচ্চ ছাদে। অতিথিরা বিশাল কাদার পাত্রে বেড়ে ওঠা কমলা গাছের বনের মধ্যে এলিয়ে পড়ল; সবই পূর্ণ বিকশিত তাই বাতাসটাও মিষ্টি সুবাসে পূর্ণ। তাদের ঘিরে ঝর্ণাগুলোও কলকল শব্দে বয়ে চলল। ভোজের টেবিল সিল্কের কার্পেট দিয়ে ঢাকা। সকল বোল ও পাত্রগুলো রুপা ও স্বর্ণ

এবং দামী পাথরে খচিত, ওগুলো মন্দিরে নৈবেদ্য থেকে আনা হয়েছে। টুলের উপর যে অতিথিরা বসেছিল তারা সারগনের স্ত্রী, তারা ছিল সোনার চেইন ব্যতীত সম্পূর্ণ নগ্ন। পরে যখন ফেনিত বীয়ার ও মিষ্টি মদের বোতলগুলো প্রভাব বিস্তার করল তখন এই জীবন্ত টুলগুলো বালিশ ও গালিচা হিসাবে ব্যবহৃত হল সবার।

এই আনন্দের মাঝে ইশতার হামাগুড়ি দিয়ে টর্কের পাশে এল এবং তার কানে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ফারও প্রভু। যে সমুদ্র গলাধ:করণ করে এবং তারা ভক্ষণ করে, চুল্লী প্রস্তুত।'

টর্ক দুলতে দুলতে দাঁড়িয়ে হাততালি দিল। 'সম্মানিত ভ্রাতাগণ!' সে তার অফিসারদের সম্বোধন করল এবং তারা আনন্দে গর্জে উঠল।

'আমার কাছে আপনাদের জন্যে একটা বিনোদন আছে, আমার সাথে আসুন', এবং সে অস্থিরভাবে সিঁড়ির দিকে এগোল তার পিছনে তার লোকজনের ভিড় নিয়ে।

তারা পাঁচিলে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল এবং বলীর কক্ষে তাকাল। চুল্লী দুটো দিয়ে ধোয়া তাদের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল, এবং তারা তাপে ঘামাতে লাগল যা উজ্জ্বল ধাতব দেয়াল থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে।

'আমারা আজ এখানে মহান প্রভু মারডুক উৎসর্গ করতে জমায়েত হয়েছি, যে আমাদেরকে তার শহর যুদ্ধের উপহার হিসেবে দিয়েছে।' টর্ক তাদের বলল প্রধান যাজকের কণ্ঠ নকল করে। তারা আনন্দিত ভাবে তাকে উৎসাহ দিল।

'একজন রাজা ও তার রাজপরিবার ছাড়া আর কোন ভালো বলী আমরা দিতে পারি?' তারা আবার উল্লাস ধনি করল।

টর্ক ইশতারের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল, যে দ্রুত বেগে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে কক্ষের দিকে নিচে গেল যেখানে একশ দাস চরকির কাছে দাঁড়িয়ে আছে ও যন্ত্র চালনা করতে প্রস্তুত। প্রধান যাজকের নির্দেশে তারা মারডুকের উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়তে শুরু করল।

পুরোহিত তখন খোলা কক্ষের উপর তার বেদীতে উঠল পিছনে মন্ত্র পাঠরত দাসদের নিয়ে। সে তার উভয় বাহু তুলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগল চওড়া কণ্ঠে।

তার নির্দেশে চুল্লী কক্ষের পাথরের দেয়ালে একটা ছোট দরজা খুলে গেল; এবং অন্য যাজকেরা এক সারিতে থাকা মানুষগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। তারা সাধারণ সাদা পোশাকে ছিল এবং দাঁড় ছাড়া আর কোন অলংকার তাদের শরীরে ছিল না।

তারা উভয় লিঙ্গের ছিল এবং সব বয়সের, কেউ ছিল কেবল শিশু তাদের মাতৃ কোলে; কিছু ছিল মাত্র হাঁটতে শিখছে; অন্যরা ছিল বয়ঃসন্ধি কালের। কিন্তু সব

চেয়ে লম্বা জন ছিল একজন বাঁকা সাদা চুলের মানুষ একজন রাজা, যুদ্ধার ভঙ্গিমায়।

'জয়! সারগরন, স্বর্গের ও পবিত্র ভূমি মহান শাসক দুই নদীর মধ্যেখানের।' টর্ক তাকে বিদ্রুপ করল। 'আমি তোমার জন্য তা করব যা তুমি তোমার জন্যে করার সাহস পাও নি। আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি বাহক হিসাবে তোমার প্রভুর স্নেহার্ত বাহুতে, মারডুকের কাছে। আমি একজন সহানুভূতিশীল ব্যক্তি এবং আমি তোমার স্ত্রীদের চাই না এবং তোমার ছোট ছেলে ও মেয়েরা তোমার জন্য দুঃখ করুক তাও চাই না। আমি তাদেরকে তোমার সাথে তোমার পথে সঙ্গী হিসাবে পাঠাচ্ছি।' সে তার লোকদের হাসি দমিত হতে দেওয়ার জন্য থামল। তারপর সে বলে চলল, 'এই বার্তাটা মারডুককে দিও, যখন তুমি তার সাথে মুখোমুখি দাঁড়াবে। বলো তাকে যে টর্ক, তার মহান ভাই, তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং তার সুদৃষ্টি কামনা করেছে।'

সারগন তার চারপাশে তার পুত্রদের জড়ো করল এবং টর্কের দিকে তাকাল না বা তার কথার উত্তর দিল না।

টর্ক প্রধান যাজকের দিকে তাকাল, 'এখন যাজক, দেখান আমাদের আপনার এই যন্ত্রের কাজ কেমন।'

প্রধান যাজক আবার গাইতে শুরু করল কিন্তু এক ভিন্ন প্রার্থনা, কর্কশ ও অপরিচিত। তার পিছনে কক্ষে দাসরা তার সাথে গাইল এবং এক সাথে ধাপ আগে বাড়াল, তারপর তাদের নগ্ন পায়ে তাল তুলল· পাথর খন্ডের উপর বজ্রপাতের শব্দের ন্যায়। প্রতিবারে এক ধাপ চরকিটা ঘুরতে শুরু করল।

প্রথমে কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না তখন ইশতার ফিসফিসিয়ে বলল, 'জ্বলন্ত দেয়াল গুলোতে দেখুন, মহান টর্ক, সফল নায়ক– রাজাদের মহান। দেখুন তারা কি ভাবে একে অন্যের দিকে চলতে শুরু করেছে, ধীরে ধীরে, ওহ, খুব ধীরে ধীরে।' যতোক্ষণ না তারা অবশেষে মিলিত হল এবং বলীগুলো মচমচে এবং কালো হয়ে গেল প্রদীপের শিখায় পড়া মথের মতন। টর্ক সামনে ঝুকল, তার চেহারা ঘাম ও উত্তেজনায় চকচকে।

'মারডুক সন্তুষ্ট', ইশতার ঘোষণা করল মদের পাত্র থেকে মুখ তুলে উপরে তাকিয়ে। 'আপনি তাকে চুল্লীতে যা উৎসর্গ করলেন তা তার কাছে সবচেয়ে গ্রহণীয়।'

টর্ক মাথা ঝাঁকাল, 'আমার ভাই মারডুককে বলা আমি সন্তুষ্ট তার সন্তুষ্টিতে।'

টর্ক সিংহের চামড়ার একটা স্তূপের উপর হাঁটুগেড়ে বসল যা মন্দিরের ভেতরের কক্ষে পাথরের উপর মারডুকের বেদির সামনে ছড়ানো। প্রভুর সোনার মূর্তিটা ছিল

নব যৌবনের এক হাসিতে প্রসন্ন মুখ। মূর্তিটা স্বাভাবিক আকারের তিন অথবা চার গুণ। একমাত্র বৈশিষ্ট্য যা প্রভুকে একজন নশ্বর থেকে আলাদা করে, তার আকার ছাড়া অন্য কিছু তা– তার কোকড়া চুলের মাথার প্রত্যেক পাশে ক্ষুদ্র ছাগলের মত শিং এবং পায়ের পরিবর্তে দ্বিখন্ডিত খুর।

'তুমি আমাকে বলেছিলে মারডুক একজন ভয়ংকর প্রভু ছিল, অধিক নিষ্ঠুর ও হিংস্র যে কোনো বাঘ থেকে, এমনকি সেথের থেকেও হিংস্র,' টর্ক ইশতারকে চ্যালেঞ্জ করছে, যখন প্রথমে সে মূর্তিটা দেখল। 'সে দেখছি এক জন সুন্দর বালক।'

'মহান ফারাও প্রতারিত হবেন না!' ইশতার তাকে সর্তক করল, 'এই চেহারাটা মারডুক মানুষের দুনিয়াকে দেখায়। তার আসল রূপ এতোটাই বীভৎস যে, যে তা দেখবে সাথে সাথে অন্ধ হয়ে যাবে ও বকবক করে পাগল হয়ে যাবে।'

চিন্তায় গম্ভীর হয়ে টর্ক মূর্তির সামনে হাঁটুগেড়ে বসল এবং শান্ত রইল যখন যাজকেরা নবজাত দুটি শিশু নিয়ে এল। ইশতার সোনার বোলটা বেদির পূর্বে স্থাপন করে তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে বলি দিল।

ইশতার তাদের গলা এতো দক্ষভাবে কাটল যে তারা চিৎকার দিতেই পারল না যখন তাদের রক্ত সোনার বোলে পড়ল যা সে তাদের নিচে ধরেছিল।

যখন ছোট নিস্তেজ দেহগুলো সংকীর্ণ ঢালু মার্বেলের পথে ফেলে দেওয়া হল যা পবিত্র স্থানের নিচে চুল্লীতে চলে গেছে, ইশতার সোনার বোলটা তখন বেদির সামনে রাখল ও ধূপের কড়াই জ্বালাল। গুনগুন করে ও মিনমিন করতে করতে সে হাত ভর্তি হার্ব ও ধূপ আগুনে ফেলল যতোক্ষণ না বন্ধ কামরাটা নীল ধুঁয়ায় ভরে গেল এবং বাতাস সুরভিত ও নেশাদ্দীপক হল। কিছুক্ষণ টর্ক বুঝল পরিষ্কারভাবে চিন্তা করা কঠিন এবং তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল ফলে মনে হল ছায়াগুলো নড়ছে ও নৃত্য করছে এবং সে দূরে আওয়াজ শুনল, বিদ্রুপের। সে তার চোখ বন্ধ করল এবং তার আঙ্গুলগুলো চোখের পাতায় চেপে ধরল। যখন সে তাদের আবার খুলল, সে দেখল যে প্রভুর চেহারার মিষ্টি হাসি উধাও হয়ে গিয়েছে এবং তা এতো অশ্লীল ও ভয়ানক যে গা শিহরিত হলো যেন সে বিষাক্ত পোকার উপর দিকে হাঁটছে। সে অন্য দিকে তাকানোর চেষ্টা করল কিন্তু পারল না।

'মহান প্রভু মারডুক সন্তুষ্ট।' ইশতার পুনরাবৃত্তি করল, রক্তে পূর্ণ বোলের উপরিস্তরে প্রতিফলিত দৈবজ্ঞ পর্যবেক্ষণ করে। 'তিনি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে কৃপা করেছেন।'

'মারডুককে বল যে আমি তাকে আমার পীর হিসাবে সম্মান করি। আমি তার চুল্লীর মধ্যে আরো এক হাজারের বেশি উৎসর্গ করব।'

'মারডুক আপনাকে শুনছেন।' ইশতার বোলটা তুলে ধরল এবং তার মধ্যে উঁকি দিল। দীর্ঘ নিরবতার পর সে সামনে পিছনে মৃদু দুলতে শুরু করল বোলটা

তার কোলে নিয়ে। অবশেষে সে চোখ তুলল। 'মারডুককে দেখুন, ব্যাবিলনের মহান প্রভু! আমাদের সাথে কথা বলুন, আমরা আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।'

সে তার বাহুগুলো সোনার মূর্তিটার দিকে খুলে দিল এবং প্রভু একটা বাচ্চার কণ্ঠে কথা বলল, আধো আধো ও সুমধুর। 'আমি তোমাকে অভিবাদন জানাই, আমার ভাই টর্ক!' অদ্ভুত কণ্ঠটা বলল, 'তুমি জানতে চাও বাচ্চা বাজপাখিটা সম্বন্ধে যে তার ডানা প্রসারিত করে মরুভূমিতে বাঁকানো নখরগুলো ধারালো করছে।'

টর্ক এই বিদ্রোহী কণ্ঠেই শুধু বিস্মিত নয়, এই বিবৃতির যথার্থতায়ও বিস্মিত। প্রকৃতপক্ষে সে ইচ্ছুক ছিল পরামর্শ চাওয়ার নেফার সেটিকে আক্রমণ ও ধ্বংস করার বিষয়ে তার পরিকল্পনার। সে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু কণ্ঠ বন্ধ হয়ে গেল এবং প্রাচীন মমির আবৃত করা কাপড়ের মতো শুকনো হয়ে পড়ল।

মিষ্টি, শিশু সুলভ কণ্ঠ বলে চলল, 'তুমি আমার অনুগত দাস ইশতারের কাছ থেকে ভালো পরামর্শ পেয়েছ। এটা ভালো ছিল সে তুমি তার কথা শুনেছো। যদি তুমি তা না করতে, যদি তুমি গালালায় এগিয়ে যেতে যখন তুমি তা করার চিন্তা করেছিলে তুমি আরো বিপদের সম্মুখীন হতে এমনকি খামসিনের বাতাসের চাইতেও বৃহৎ যা তোমার রাজত্বকে ধ্বংস ও সমাহিত করে দিত।'

টর্ক তিক্তভাবে স্মরণ করল কীভাবে ইশতার তাকে বিরত করেছিল পূর্বে নেফার সেটিকে আক্রমণ করার জন্য ও মিনটাকাকে ধরে আনার জন্য, তার পালিয়ে যাওয়া স্ত্রী-র পিছনে আরেকটা সৈন্য বাহিনী পাঠানো থেকে। অনেক আগেই তার গুপ্তচরেরা তাকে রিপোর্ট করেছে ঠিক কোথায় আছে গালালার যুগলদ্বয়। সে অভিযানের জন্য রথ ও পদাতিক সৈন্যের আরেকটা বাহিনী একত্রিত করেছিল।

সে জানত যদি তার সিংহাসনের প্রতি এই চ্যালেঞ্জ থেকে সে নিজেকে যুক্ত না করে, যদি বালক ফারাওকে তার পূর্ণ শক্তি অর্জনের পূর্বে শেষ না করে তবে শীঘ্রই বিদ্রোহী ও গণ-অভ্যুত্থান তার সমগ্র রাজত্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। একবার তা ঘটে গেলে সে জানত যে বংশ প্রতিষ্ঠা করছে তা শেষ হয়ে যেতে পারে, সর্বনাশ ও ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে।

সে এই চ্যালেঞ্জ ও নেফার সেটির হুমকি থেকে মুক্ত হতে যতোটা ব্যাকুল তার চেয়েও বেশি ব্যাকুল ঐ মহিলাকে ধরতে সে তখনো তাকে বিদ্রূপ করেছিল ও অসম্মান করেছে। তার জন্যে তার ঘৃণা তার সব আবেগকে অতিক্রম করেছে। ইশতার তাকে আক্রমণে যাওয়া থেকে প্রতিরোধ করেছিল, ভয়াবহ ফলাফলের কথা বলে, বিপদ ও মৃত্যুর সতর্কবাণী দিয়ে, ইশতার তাকে জানিয়েছিল তার সৈন্য বাহিনীকে পরিবর্তন করে নাজার সাথে যোগ দিতে এবং এই যৌথ অভিযানকে ব্যাবিলনের দুর্বল শহরের দিকে আনতে।

যদিও এতো দূরে, অভিযানটা এক বিজয়ে রূপান্তরিত হয়েছে, যদিও লুণ্ঠিত মাল ও হত্যা এখন অগণিত তবুও টর্ক নিজেকে অসম্পূর্ণ অনুভব করল।

সে গর্জে উঠল, সে নিজেকে যতোটা বলল ততটা সোনার প্রভুকেও বলল, 'আমাকে অবশ্যই নেফার সেটিকে পেতে হবে। দ্বৈত মুকুটটা আমার মাথার উপর শান্তিতে বসবে না যতোক্ষণ না আমি তাকে খুন করি এবং তার দেহ আগুনে নিক্ষেপ করি যাতে কখনো কার পুনরুত্থান না ঘটে। ইতোমধ্যে আমি তার নাম ও তার বংশের নাম মিশরের প্রতিটি কাগজ ও নিদর্শন থেকে তুলে ফেলেছি, কিন্তু আমাকে অবশ্যই তাকে ও তার স্মৃতিকে ধ্বংস করতে হবে এবং তা চিরদিনের মতো।

তার রাগ ও ঘৃণায় সে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং ইশতার ও তার প্রভুর প্রতি চিৎকার করল। 'তুমি আমাকে আগে একবার তোমার অশুভ কথা ও ভয়ংকর সতর্ক সংকেত দিয়ে আমার লক্ষ্য থেকে সরিয়েছো। এখন আমি তোমাকে তার পীর হিসাবে সম্বোধন করছি, তোমরা সমান এবং একজন পূজারী হিসাবে নয়। আমি চাই তুমি লোকটাকে ও নেফার নেটির আত্মাকে আমার কাছে এনে দাও, আইনত ও উচিত শাস্তি দিতে। এখান আমি তোমার ও তোমার ভৃত্য থেকে আর কোন অস্বীকৃতি গ্রহণ করবো না।' রাগা ও হতাশায় টর্ক ইশতারের দিকে একটা লাথি তাক করল। মেডি তা আসতে দেখে গড়িয়ে এক পাশে সরে গেল। টর্কের ব্রোঞ্জের কীলক গোজা স্যান্ডেল ভবিষ্যৎ দেখার বোলটা ধরল এবং শিশুগুলোর রক্ত প্রস্তর ফলকের উপর ছড়িয়ে পড়ল এবং বেদির সম্মুখে নিচে। এমনকি টর্কও বিহ্বল হয়ে গেল যা সে করেছে। সে মিম্বরে দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির সামনে প্রভুর প্রতি উত্তরের অপেক্ষায়।

'ভ্রষ্টাচার!' ইশতার হাহাকার করে উঠল, 'টর্ক উরুক, এবার তোমার উদ্যোগ নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে।' সে নিজেকে রক্তের লেই এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, এতো ভয়ার্ত যে সে তার চোখ মূর্তিটার দিকে তুলতে পারল না।

একটা ভয়ংকর নিস্তব্ধতা নেমে এল পবিত্র স্থানে। পাথুরে বলির চুল্লীর আগুনের ক্ষীণ পটপট শব্দ যার উপর তারা দাঁড়িয়ে ছিল মনে হল তা বেড়ে গেল।

তারপর একটা শব্দ হলো, নরম কিন্তু সন্দেহাতীত। এটা শ্বাসটানার শব্দ, একটা ঘুমন্ত শিশুর দম টানার মত, কিন্তু তারপর আরো কর্কশ ও শক্তিশালী হতে লাগল। এখন এটা একটা বন্য পশুর শ্বাসে পরিণত হল, তারপর দৈত্যের, যা মন্দিরের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলল। শেষে তা একজন রাগান্বিত প্রভুর হিংস্র তীব্র শব্দ হয়ে গেল, স্বর্গের ঝড়ের গর্জনের ন্যায়, প্রচন্ড বায়ু তাড়িত সাগরের ঢেউ ভাঙার মতন। তার এতো ভয়ানক যে এমনকি ইশতার দি মেডিও শিশুর মতো কাতর স্বরে কেঁদে উঠল।

'প্রভু এখন আর কখনো তোমাকে সফল হওয়ার অনুমতি দিবে না। তুমি টাইটা ও তার অনুগ্রহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস করো না যতোদিন না ওয়ারলক মারা যায়।' ইশতার ফিসফিসিয়ে বলল।

তারপর একটা ভয়ংকর কণ্ঠ কথা বলল এতো রুক্ষ ও অপার্থিব যে এটা টর্কের নার্ভ নাড়িয়ে দিল এবং তাকে কাঁপিয়ে দিল। 'আমাকে শুনছ! টর্ক উরুক! তুমি নশ্বর মানুষ যে প্রভু মাথার অংশ হতে চাও!' বজ্রটা পবিত্র স্থানের অন্ধকার কক্ষে প্রতিধ্বনি তুলল এবং তা দেয়াল থেকে দেয়ালে ঘুরে বেড়াল। 'তুমি জান যে তুমি কোন প্রভু নও। শুনছো আমাকে, ঈশ্বরে নিন্দুক! যদি তুমি আমার ও আমার প্রতিনিধি ইশতার দি মেডির ভবিষ্যৎ বাণী অবাধ্য করে গালালার দিকে যাও, আমি তোমাকে ধ্বংস করব এবং তোমার আর্মিকেও যেমনটা আমি তোমার অন্য আর্মিদের মরুতে সমাহিত করেছিলাম। এবার তুমি আমার ক্রোধ থেকে পালাতে পারবে না।'

যদিও ধূপের কড়াইয়ের বিষাক্ত ধূয়ায় সে বিভ্রান্ত ও মারডুকের রাগে ভয়ার্ত ছিল যা মন্দির পূর্ণ করে দিয়ে ছিল, তবুও টর্ক এখনো যথেষ্ট চতুর ছিল ইশতারের প্রতিবাদের কিছু ভুল অনুভব করার জন্যে, কিছু একটা মারডুকের রাগে বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সে তার সাহস একত্রিত করল, যা প্রভুর অতিপ্রাকৃতিক আবির্ভাবে হারিয়ে গিয়েছিল এবং ঠিকভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করল যা তাকে থামিয়ে দিয়েছিল। সে বুঝল যে নিষ্ঠুর শব্দ এবং বজ্রের মতো কণ্ঠটা সোনার মূর্তির পেট থেকে আসছিল। সে ওটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল এবং দেখল যে প্রভুর নাভিতে একটা কালো ফাটল। সে মূর্তিটার দিকে এক পদক্ষেপ আগে বাড়ল এবং ইশতার বিপদসংকেতে তার হাত তুলল এবং চিৎকার করল, 'সাবধান, ফারাও! প্রভু রাগান্বিত, তার কাছে যাবেন না।'

টর্ক তাকে এড়িয়ে গেল এবং সামনে আরেক পদক্ষেপ বাড়ল, প্রভুর পেটের বোতামের দিকে তাকিয়ে রইল। সে ফাটলের গভীরে একটা ক্ষীণ ঝলক দেখল; একটা সঠিক সময় অনুভব করেছে যখন ভাগ্য তার সহায় হয়েছে এবং সে তা এখন অনুভব করল। সে নিজেকে শক্ত করল এবং চিৎকার দিল, প্রভুর শ্বাসের ভয়ংকর আওয়াজের উপর দিয়ে, 'আমি তোমাকে ত্যাগ করলাম, মারডুক রাক্ষস! আমাকে আঘাত কর, যদি তুমি সক্ষম হও। তোমার মন্দিরের আগুন আমার উপর নিক্ষেপ কর যদি তুমি পার।'

সন্দেহ স্পষ্ট হয়ে গেল যখন ঐ ক্ষীণ আলো আবার প্রভুর পেটের ফাটলে দেখা দিল এবং শ্বাসটা দ্বিধাগ্রস্থ হল। টর্ক তার তলোয়ার বের করল, তার ফলার ধারালো অংশ দিয়ে ইশতারকে তার রাস্তা থেকে সরাল। তারপর সে দৌড়ে সামনে গেল, তারপর দ্রুত বেগে দৌড়ে সোনালি মূর্তির পিছনে। সে পিছনটা পরীক্ষা করল, তার

ফলার ডগা দিকে ধাতুটা আঘাত করল। এটা ড্রামের ন্যায় ফাঁপা আওয়াজ করল এবং সে আরো নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করে সেখানে একটা অপসারণ যোগ্য প্যানেল আবিষ্কার করল যা প্রায় নিখুঁতভাবে লাগালো।

'একটা লুকানো দরজা!' সে গর্জে উঠল। 'মনে হচ্ছে সে মারডুকের পেটে যা তার মুখ দিয়ে এতোদিন গিয়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু।'

সে দ্রুত ফিরে এল এবং প্রভুর পেটের ফাটল দিয়ে উঁকি দিল। একটা মনুষ্য চোখ তার দিয়ে চেয়ে আছে। দৃষ্টি বিস্ময়ে প্রশস্ত হয়ে গেল এবং টর্ক একটা বিশাল চিৎকার দিল। 'ওখান থেকে বেরিয়ে আয়, তুই বিশাল পশুর কীট।' সে তার কাঁধ মূর্তি ঘেষে স্থাপন করল এবং তার সব শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিল। মূর্তিটা এটার পাথুরে ভিত্তির উপর নড়ে উঠল এবং টর্ক আবার ধাক্কা দিল। ধীরে ধীরে মূর্তিটা নিচে চলে গেল এবং পাথুরে সমতলে বিস্ফোরিত হল। ইশতার চিৎকার দিল এবং লাফিয়ে পথ থেকে সরে এল যখন তা তার উপর পড়ছিল।

প্রভুর মাথা কোনাকুনি হয়ে পড়ে রইল এবং চুরমার সংঘর্ষের পর নিস্তব্ধতায় হাতড়ে বেড়ানোর শব্দ হল, চমকিত ইঁদুরের মতো, পতিত মূর্তির ভেতরে। গুপ্ত দরজা খুলে গেল এবং একটা ছোট দেহ হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। টর্ক ওটাকে ওটার ঘন চুল ধরে টেনে তুলল। 'দয়া করুণ, মহান রাজা টর্ক, মেয়েটা অনুনয় করল, মধুময় মিষ্টি কণ্ঠে, এটা আমি নয় সে আপনাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করেছে। আমি অন্যদের আদেশ পালন করছিলাম। সে এতো সুন্দর একটা শিশু ছিল যে, মুহূর্তের জন্যে টর্ক তার রাগ কম অনুভব করল।

তারপর তাকে তার গোড়ালিতে ধরে তুলে এক হাতে তাকে উল্টা করে ঝোলালো। সে কাঁদছিল ও তার মুঠিতে মোচড়াচ্ছিল।

'কে তোমাকে এটা করার আদেশ দিয়েছিল।' টর্ক জানতে চাইল।

'ইশতার দি মেডি।' সে কান্না করল।

টর্ক তাকে তার মাথার চারপাশে দু'বার চক্কর দিল এবং তারপর শিশুটাকে মন্দিরের কলামে প্রচন্ড বেগে নিক্ষেপ করল, তার চিৎকার সাথে সাথে থেমে গেল। তার মৃত দেহ বেদির উপর ভাঁজ হওয়া স্তুপের ন্যায় পড়ে রইল। টর্ক সোনার মূর্তিটার দিকে ফিরে তার তলোয়ারটা লুকানোর দরজা প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। প্রভুর পেটের ভিতর তছনছ করল সেখানে আরেকটা গুপ্তচর ও একটা অদ্ভুত প্রাণী ছিল যে দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল। প্রথমে টর্ক ভেবেছিল এটা একটা বিশাল কোলা ব্যাঙ এবং লাফিয়ে পিছনে সরল। তারপর দেখল সে এটা একটা কুঁজো বামন, এমনকি মেয়েটার থেকে খাটো ও ছোট, যাকে সে এই মাত্র হত্যা করেছে। বামনটা একটা ষাঁড়ের মতো গর্জন করল। সে ছিল সবচেয়ে কুৎসিত ব্যক্তি যাদের টর্ক সারাজীবনে দেখেছে, অস্বাভাবিক আকারের চোখ বিশিষ্ট। কালো চুলের গোছা তার কান ও নাক পর্যন্ত ঝোঁপের মতো বেরিয়ে আছে।

'আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে প্রবঞ্চনা করার চেষ্টা করেছি, মহান প্রভু ও মিশরের রাজা।' টর্ক তার তলোয়ার দিয়ে তার দিকে কশাঘাত করল, কিন্তু প্রাণীটা মাথা নিচু করে পাশ কেটে গেল এবং লাফ দিল। ঐ অদ্ভুত কণ্ঠে গর্জে উঠল। তার ভাড়ামিতে টর্কের হাসি পেল। বামনটা কক্ষের পিছনের দিকে পর্দার পিছনে দৌড়ে গেল এবং গোপন দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টর্ক তাকে যেতে দিল এবং ইশতারের দিকে ঘুরল, ঠিক সময়ে তার শক্ত পিচ্ছিল চুলের মুঠি ধরার জন্যে যখন সে কক্ষ থেকে পালানোর চেষ্টা করল। সে তাকে সজোরে পাথুরে মেঝেতে নিক্ষেপ করল এবং তার পাজর ও পিঠে লাথি মারল।

'তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছো।' টর্ক আর হাসছে না এবং তার চেহারা গাঢ় রক্তিম বর্ণের হয়ে গেল। তুমি ইচ্ছে করেই আমাকে ভুল দিকে চালিত করেছ। তুমি আমাকে আমার লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দিয়েছ। 'দয়া করুন প্রভু'; ইশতার বিলাপ করল, মেঝেতে গড়াগড়ি দিল তীব্র লাথি এড়াতে। 'এটা শুধু আপনার ভালোর জন্য।'

'এটা কি আমার ভালোর জন্য ছিল যে তুই ট্যামোসের বংশধরকে গালালায় স্বাধীনভাবে বাড়তে দিয়েছিস এবং আমার রাজত্বে বিদ্রোহ ও রাজ বৈরী ছাড়িয়ে পড়তে দিয়েছিস?' টর্ক হুংকার দিল। 'তুই কি ভাবিস আমি পাগল এবং এতো বোকা যে আমি তা বিশ্বাস করব?'

'এটা সত্য'; ইশতার ফুপিয়ে কেঁদে উঠল, যখন টর্কের পা তার পাজরে লাথি দিল এবং তাকে চিৎ করে ফেলে দিল। 'কি ভাবে আমরা একজন ওয়ারলকের বিরুদ্ধে যেতে পারি সে ঝড়কে তার ইচ্ছে মতো আদেশ দেয় যেন ওটা তার পোষ্য কুকুর?'

'তুমি টাইটাকে ভয় পাও?' টর্ক জোরে তার শ্বাস ছাড়ল। 'ওয়ারলককে?' সে জানতে চাইল অবিশ্বাস্য ভাবে।

'সে আমাদের দূর থেকে দেখছে। সে আমার নিজের যাদু আমার দিকেই ঘুরিয়ে দিতে পারে। আমি তার বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারব না। আমি শুধুমাত্র তার থেকে আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম, মহান ফারাও।'

'তুমি শুধু মাত্র তোমার নীল ট্যাটুর চামড়া রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলে।' টর্ক উচ্চকণ্ঠে বলল এবং আবার তাকে সজোরে লাথি মারতে গেল।

'আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি, সব প্রভুর প্রথম।' ইশতার মাথা দুই হাতে দিয়ে ঢাকল। 'আমাকে আমার পুরস্কার দিন এবং আমাকে যেতে দিন। টাইটা আমার ক্ষমতা অর্থহীন করে দিয়েছে। আমি তাকে পুনরায় মোকাবেলা করতে পারব না। আমি আর আপনার কোন কাজে লাগব না।'

টর্ক এক পা পিছনে টেনে দাঁড়াল, আরেকটা লাথি মারার ভঙ্গিতে। 'তোমার পুরস্কার?' সে অবাক হয়ে জানতে চাইল। 'নিশ্চয় আমি তুমি বিশ্বাস কর না যে আমি তোমার অবাধ্যতা তিন লাখ সোনা দিয়ে পুরস্কৃত করব।'

ইশতার তার হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে এল এবং টর্কের পায়ে চুমু দেওয়ার চেষ্টা করল। 'আমি আপনাকে ব্যাবিলন দিয়েছি, মহান প্রভু। আপনি আমাকে যা ওয়াদা করেছিলেন তা অস্বীকার করতে পারে না।'

টর্ক রাগান্বিত ভাবে হাসল। 'আমি তোমাকে কিছুই অস্বীকার করতে পারি না যা আমাকে খুশি কর। এমনকি জীবনও। যদি তুমি আরেক দিনও বেঁচে থাকতে চাও তবে আমাকে গালালায় নিয়ে যাও এবং ওয়ারলকের সাথে যাদুশক্তির পরীক্ষার আরেকটা সুযোগ নাও।'

মনে হয় সারা মিশর শুনেছে যে নেফার সেটি রেড রোডে দৌড়িয়েছে এবং তার রাজ অধিকারে ভূষিত হয়েছে। প্রতিদিন সারাদেশ থেকে দর্শনার্থীরা মালামাল পৌছল। কিছু ছিল সৈন্য দলের কর্নেল ও অধিনায়ক। টর্ক ও নাজা তাদের অবর্তমানে মিশর পাহারা দিতে রেখে গিয়েছিল। অন্যরা ছিল নীলের বিশাল শহরগুলো অ্যাভারিস ও ম্যামফিস, থেবস্ ও আসওয়ানের অভিজাত ব্যক্তিবর্গের দূত এবং ঐ সব শহরের প্রধান যাজক। তারা নাজা ও টর্কের স্বৈরাচার ও অত্যাচারে অসুস্থ ও অসহ্য হয়ে গিয়েছে এবং তাদের অনুপস্থিতিতে সাহসী হয়ে সবাই এসেছে নেফার সেটির কাছে তাদের আনুগত্যের শপথ নিতে।

'মিশরের জনগণ আপনাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত', দূতেরা তাকে বলল, 'আমাদের রেজিমেন্টগুলো আপনার সপক্ষে ঘোষণা দিবে যখনই আপনি আবার পবিত্র মাটির দিকে এগুবেন এবং তারা জানে যে আপনার জীবিত থাকার গুজবটা সত্য।' দলনেতা তাকে নিশ্চয়তা দিল।

নেফার ও টাইটা তাদের গভীরভাবে প্রশ্ন করল তাদের রেজিমেন্টের সমাবেশ সম্পর্কে এবং তাদের প্রস্তুতির অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইল। এটা শীঘ্রই পরিষ্কার হলো সে টর্ক ও নাজা রেজিমেন্টের মাখনটা সরিয়ে নিয়েছে তাদের মেসোপটেমিয়া অভিযানের জন্যে এবং শুধু রিজার্ভ সৈন্যদের দল রেখে গেছে যেগুলোর অধিকাংশ নতুন সদস্যে গঠিত, খুব কম বয়সী ও অদক্ষ অথবা বৃদ্ধ দ্বারা যাদের মিলিটারি জীবন শেষের দিকে।

'রথ ও ঘোড়াগুলোর অবস্থা কি?' নেফার মূল্যবান প্রশ্নটা করল। ক্যাপ্টেনরা তাদের ধুসর মাথা নাড়াল এবং গম্ভীর দেখাল।

'নাজা ও টর্ক রেজিমেন্ট শূন্য করে দিয়েছে। প্রায় প্রতিটি যান তাদের সাথে পশ্চিমের রাস্তায় গিয়েছে। তারা পূর্ব সীমান্তে পাহারার জন্য যৎসামান্য ফেলে গেছে, বেদুঈন দখলদারদের মরু থেকে আসতে বাধা দেওয়ার জন্য।'

'ম্যামফিস, অ্যাভারিস ও থেবসের কর্মশালার অবস্থা কী?' নেফার জানতে চাইল। 'তাদের প্রত্যেকে প্রতি মাসে কমপক্ষে পঞ্চাশটা রথ তৈরি করতে পারে।'

'যখনই ঘোড়াগুলো তাদের টানার জন্যে প্রশিক্ষিত হয় তখন তাদেরকে পূর্বে পাঠানো হয় যৌথ ফারাওদের আর্মিতে যোগ দিতে, ব্যাবিলিয়নে।'

টাইটা এই তথ্যগুলো নিরূপণ করল। 'ভুয়া ফারাওয়া সম্পূর্ণ সজাগ হুমকির ব্যাপারে যা আমরা তাদের পিছনে রচনা করতে পারি। তারা নিশ্চিত হতে চায় যে যদি তাদের রেখে যাওয়া রেজিমেন্টরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং প্রকৃত ফারাও নেফার সেটির পক্ষে সমর্থন দেয় তবে তাদের অস্ত্র ও রথের অভাব হবে একটা কার্যকর সৈন্যবাহিনী গঠিত হওয়ার জন্য।

'আপনাকে অবশ্যই আপনার সৈন্য বাহিনীগুলোকে ফিরিয়ে নিতে হবে।' নেফার অফিসারদের আদেশ দিল। 'এরই মধ্যে গালালায় অনেক বেশি আর্মি এবং আমরা আমাদের খাবার ও পানির শেষ পর্যায়ে। আর কোন যান বা ঘোড়াকে মিশর ছাড়ার অনুমতি দিবেন না। আপনার লোকদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন এবং তাদের সর্বোত্তমদের নতুন রথে সজ্জিত করুন যখন তারা সুলভ হয়। আমি শীঘ্রই আপনাদের কাছে আসব, আপনাকে নেতৃত্ব দিতে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে।' তারা তার নামের প্রশংসা করতে করতে ও তাদের আনুগত্য পুনঃনিশ্চিত করে চলে গেল।

টাইটার পরামর্শে নেফার গালালার ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীকে দ্বিগুণ করল নিজের একটা দক্ষ সেনাবাহিনীতে তৈরি করতে ও ভুয়া ফারাওদের শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে। তারা তাদের তরুণ কমান্ডার দ্বারা উদ্বুদ্ধ, কারণ নেফার তাদের যে কারো থেকে বেশি পরিশ্রম করে। সে প্রথম সৈন্যদলের সাথে ও রেড রোডের অন্য যোদ্ধাদের তার পাশে নিয়ে ও টাইটাকে নিয়ে তাকে উপদেশ দিতে ভোরের পূর্বে বের হয়ে যায়, সে ধীরে ধীরে তার ডিভিশনদের একটা দেহে গড়ে তুলল। শহরে ফিরে ক্লান্ত ও ধুলাময় সন্ধ্যাবেলায় সে কর্মশালায় যেতো যেখানে সে বর্ম প্রস্তুতকারক ও রথ তৈরি কারকদের সাথে সুন্দর কথায় ও যুক্তি দিয়ে কাজ করার উৎসাহ দিতো। তারপর, তার খাওয়ার পর সে টাইটার সাথে প্রদীপের আলোয় বসে, যুদ্ধের পরিকল্পনা ও তাদের সৈন্যদের অবস্থা নিয়ে আলোচনায় মত্ত হতো। সাধারণত মধ্য রাতের পর সে হোঁচট খেয়ে বিছানায় যেত, মিনটাকাকে জাগাত এবং সেও বিছানা থেকে উঠত কোন অভিযোগ ছাড়াই, তাকে তার বর্ম ও স্যান্ডেল খুলতে ও তার পা ধুতে ও মিষ্টি তেল দিয়ে তার ব্যথিত মাংসপেশী মালিশ করতে সাহায্য করার জন্যে।

তারপর সে এক বোল মদ ও মধু গরম করে দিতে তাকে ঘুমাতে সাহায্য করার জন্য। প্রায়ই বোলটা তার হাত থেকে পড়ে যেত সে শেষ করার আগেই এবং তার মাথা পিছনে বালিশের উপর এলোপাথারি ভাবে পড়ে রইত। তখন মিনটাকা তার মাথা তার বুকে নিয়ে জড়িয়ে রাখতো যতোক্ষণ না সে ভোরে জেগে উঠত।

প্রত্যেক দিন ম্যারন আঘাত থেকে একটু একটু করে সেরে উঠছিল যা সে রেড রোডে পেয়েছে। টাইটা তার ভাঙা পাজর বেঁধে দিয়েছে এবং তারা যথেষ্ট দ্রুততায় সেরে উঠল। সে তার ছিন্ন কান সেলাই করে দিয়েছে এতো নিখুঁতভাবে যে এখন তা একটু খানি তীর্যকভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং মেরিকারার কাছে মনে হল তার গালের নিচের অর্ধচন্দ্রাকার কাটা দাগটা তাকে আরো বয়স্ক ও আরো স্বতন্ত্র্য করেছে। যাই হোক, তার বাহুর নিচে তলোয়ারের আঘাতটা এমনকি টাইটাকেও চিন্তিত করে তুলেছিল, এখন তাও সেরে উঠেছে। মাঝে মাঝে ম্যারন সুস্থবোধ করত। তারপর যখন পীড়িত পদার্থগুলো আবার উত্থিত হত, সে অর্ধ অচেতনায় ও জ্বরে ডুবে যেত।

মেরিকারা তার পাশে অবস্থান করত তখন, তার কাপড় বদলে দিত এবং ক্ষতে প্রলেপ লাগিয়ে দিত যা টাইটা তার জন্য তৈরি করেছিল। যখন ম্যারন সুস্থ হত সে তাকে গান শুনাত এবং শহর ও আর্মির সব খবর বর্ণনা করত। সে তার সাথে বাও খেলত, এবং ছড়া শুনাত, ধাঁধা বলে আনন্দ দিতো।

প্রত্যেক সকালে সে তার প্রতিটি অংশ ধৌত করল, তার শক্ত মাংসপেশীর প্রতিটি ভাঁজ, সমতল ও স্ফীত অংশ। প্রথমদিকে সে তার চোখ তার গোপনাঙ্গ থেকে সরিয়ে রাখত, কিন্তু শীঘ্রই তা তার কাছে বিনয়াভিমানী মনে হয়।

এক রাতে সে জানালা দিয়ে আসা চাদের আলোয় জেগে গেল। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হল সে তার নিজের শয়নকক্ষে থেবসের নদীর প্রাসাদে আছে। কিন্তু তখন সে ম্যারনের যন্ত্রণাদায়ক শ্বাস প্রশ্বাস শুনল, দুঃস্বপ্ন তাড়িত অসঙ্গত চিৎকার এবং এটা তাকে ভয় পাইয়ে দিল। সে নগ্ন অবস্থায় তার বিছনার পায়ের কাছে তার বিছানা থেকে উঠল এবং দৌড়ে তার কাছে গেল।

যখন সে বাতি জ্বালাল, সে দেখল সে তার চোখ সম্পূর্ণ খোলা কিন্তু দৃষ্টিহীন, এবং তার হোরা পাংশুবর্ণের ও দুমড়ানো, তার ঠোঁটের উপর সাদা ফেনা এবং তার দেহ বয়ে চলা ঘামে চকচক করছে। সে বুঝল এটা সেই সমস্যা যার সম্বন্ধে টাইটা তাকে সতর্ক করেছিল।

'টাইটা!' সে আর্তনাদ করল। 'দয়া কর, আমাদের এখন তোমাকে প্রয়োজন।'

টাইটার কক্ষ তাদের উঠান পেরিয়ে অন্য পাশে এবং সে সর্বদা ঘুমায় তার দরজা খোলা রেখে যাতে সে তার ডাক শুনতে পায়।

'টাইটা!' সে আবার কান ফাটানো চিৎকার দিল যখন সে নিজেকে ম্যারনের বুকে নিক্ষেপ করল তাকে রুখতে। তখন তার মনে পড়ল ম্যাগোস নেফারের সাথে মরুভূমিতে গিয়েছে এবং রথের একটা দল নিয়ে কোন গোপন অভিযানে এবং কয়েক দিনের মধ্যে ফেরার সম্ভাবনা নেই। সে মিনটাকাকে ডাকার কথা ভাবল।

কিন্তু তার কক্ষ পুরানো ভবনের অন্য প্রান্তে এবং সে ম্যারনকে ছেড়ে যাওয়ার সাহস করল না।

'নিজেই নিজের ভরসা।' সে বুঝল যে ম্যারনকে জীবন তার হাতে, এবং ঐ চিন্তায় সে তার আতঙ্ক দমতি হতে অনুভব করল। একটা শীতল সংকল্প তার স্থান নিল। সে তার উপর পড়ল এবং তাকে শক্ত করে ধরে রাখল, ফিসফিসিয়ে সাহস ও নিশ্চয়তা দিল। কিছুক্ষণ পর যে শান্ত হল ফলে সে তাকে এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে যেতে পারল। সে জানালার দেয়ালের কাছের সিন্দুকের কাছে গেল, ওষুধের শিশি খুঁজে নিল যেটা তার জন্য ম্যাগোস রেখে গিয়েছে, তিক্ত ওষুধ যা মদের সাথে মিশাল এবং তা কড়াইতে গরম করল যেমনটা যে তাকে নির্দেশ দিয়েছে।

তারপর সে তাতে তা জোর করে পান করাল। বাটিটা খালি হলে সে পানি গরম করল ও তার চেহারা হতে ঘাম, ঠোঁট হতে ফেনা ধুয়ে দিল। সে তার দেহ ধৌত করতে যাচ্ছিল তখন একজন আকস্মিক জব্দকারক তাকে যন্ত্রণা দিল এবং সে কাঁপতে ও আর্তনাদ করতে শুরু করল। তার ভয় পুরো উদ্যামে ফিরে এল। সে নিজেকে তার উপর নিক্ষেপ করল এবং তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তার সাথে লেগে রইল, 'মরে যেও না আমার প্রিয়।' সে তার কাছে অনুনয় করল এবং তারপর অধিকতর জোরালো কণ্ঠে বলল, 'আমি তোমাকে মরতে দেব না। ও হাথোর আমাকে সাহায্য কর, আমি তাকে আমার নিজের হাতে পাতাল থেকে টেনে আনব।' সে বুঝল সে একটা যুদ্ধে আছে, এবং সে তার সাথে লড়াই করল, তার সব শক্তি বাড়াল ও তার সাথে যোগ করল। যখন সে তাকে তার হাতের মধ্যে অবশ হয়ে যেতে অনুভব করল এবং তার ঘামে ভেজা দেহ ঠাণ্ডা হতে শুরু করল, সে চিৎকার ও আর্তনাদ করে উঠল, 'না, ম্যারন, ফিরে এসো! আমার কাছে ফিরে এসো। তুমি আমাকে ছাড়া যেতে পার না।' সে তার নিজের মুখ তার উপর স্থাপন করল এবং তার নিজের জীবন তার মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করল, হঠাৎ সে একটা শ্বাসের বিস্ফোরণ ঘটাল, তার ফুসফুস খালি করল এবং সে ভাবল সব শেষ। সে তাকে জড়িয়ে ধরল, এবং যখন সে চাপটা ছেড়ে দিল সে আরেকটা জোরালো দম নিল, তারপর আরেকটা ও আরেকটা। তার হৃদপিণ্ডে ধড়ফড়ানি জোরালো নিয়মিত ধুমধাম শব্দে পরিণত হল যা তার দেহ কাঠ মাধ্যে বারবার প্রতিধ্বনিত হল।

'তুমি ফিরে এসেছো', সে ফিসফিসিয়ে বলল। 'তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছো।' সে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে রাখল তার বুকের উপর দিয়ে, এবং তার নিতম্বে তার পা আটকে দিল, তাকে তার নিজের দেহ দিয়ে উষ্ণ করল। ধীরে ধীরে তা শ্বাস প্রশ্বাস গভীর ও নিয়মিত হল, এবং সে তার ধমনীতে উষ্ণ রক্তে প্রবাহ ফিরে আসার অনুভব করল। সে তার সাথে শুয়ে রইল এবং পূর্ণতার একটা গভীর অনুভূতি অনুভব করল কারণ সে জানত সে যে তাকে রক্ষা করেছে। এবং আজকে রাত হতে সে শুধু তার।

ভোরে আরেকটা অলৌকিক ঘটনা করল। সে তার দেহ জাগ্রত অনুভব করল। সে অনুভব করল তার সাথে কিছু একটা ঘটছে এবং সে যখন চোখ খুলল এবং তার চেহারার মধ্যে তাকাল সে দেখল ম্যারন জেগে আছে এবং তাদের মধ্যে এমন এক অভিব্যক্তি ছিল যা তার হৃদয়কে তার বক্ষের ভেতরে স্ফীত করে দিল। ফলে সে অনুভব করল সে হয়তো তার নিজের আবেগের বর্ষণে শক্তিতে দম আটকে যাবে।

'হ্যাঁ?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ', সে উত্তর দিল। 'এটাই যা আমি এই দুনিয়ায় অন্য যে কোন কিছু থেকে বেশি চাই।' সে নিজেকে প্রসারিত করল ও তাকে পথ দেখাল।

সে তার পাশে শান্তভাবে শুয়ে রইল, তাকে বিরক্ত না করতে সতর্ক। সে বুঝল সে জাগছে এবং আলতোভাবে তাকে তার ঠোঁটে চুমু দিল এবং তার চোখে দেখল প্রথমে হত বিমূঢ়ভাবে তারপর নব উন্মোচিত আনন্দে যখন রাতের ঘটনাগুলো তার মনে পড়ল।

'আমি চাই তুমি আমার স্ত্রী হও', সে বলল।

'আমি ইতোমধ্যেই তোমার স্ত্রী।' সে জবাব দিল, 'এবং আমি তোমার স্ত্রী থাকবো আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত।'

মরুর অনুশীলনে নেফার পিছনে রথের সারির দিকে তাকাল, তারা চারটা কলামে রথ নিয়ে পূর্ণ গতিতে পাশাপাশি চলছে। প্লাটুনের কমান্ডার তার সংকেতের অপেক্ষায়। সে সামনে তাকাল এবং শত্রুদের পদাতিক বাহিনীকে সমতল ভূমিতে দেখল, তাপের মরীচিকায় বিকৃত– ফলে তাদেরকে মোচড়ানো ভঙ্গিতে চলা সাপের মত মনে হল, যেন পানির হ্রদে সাঁতার কাটছে যেখানে কোনো পানি নেই। সে তাদের কেন্দ্রস্থলের দিকে সরাসরি রথ চালাল। টাইটার সেবায় ডোভ তার আঘাত থেকে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে এবং এখন সে জোরালো ভাবে ক্রুসের দীর্ঘ পদক্ষেপের সাথে তাল রেখে দৌড়াল।

তারা যখন ছুটল, সে শত্রুদের গঠন পরিবর্তন হতে দেখল। একটা দৈত্যকার শত্রুর ন্যায় সারিটা নিজেই গুটিয়ে একটা বল হয়ে গেল, দুই সারি সৈন্যের একটা শক্ত বৃত্ত বাইরের দিকে দুই মুখ করা। বাইরের দলটা তাদের দীর্ঘ বর্শা অনুভূমিক করে রেখেছে, ফলে তারা ব্রোঞ্জের বর্শার মাথার ঝলমলে দেয়াল প্রদান করল। নেফার বর্শার দুই সারির কেন্দ্রস্থলের দিকে দৌড়ে গেল, এবং তারপর যখন তারা মাত্র দুইশ' কদম দূরে সে হাতের ইশারা করল 'হুরাসের পাখার' মত করে।

গঠনটা সূর্যের মধ্যে একটা ফুলের মতো খুলে গেল, পিছনের সৈন্যরা বিপরীতক্রমে ডানে ও বায়ে চলে গেল, 'হুরাসের পাখা' ছাড়িয়ে দিল গুটি গুটি মারা পদাতিক বাহিনীকে ঢেকে ফেলার জন্য। রথগুলো তাদের চতুর্দিকে যেমনভাবে

চাকার প্রান্ত কেন্দ্রস্থলের চারপাশে ঘুরে তেমন করে প্রদক্ষিণ করল এবং খাটো বাঁকানো অশ্বারোহী সেনাদলের ধনুক হতে তীর কালো মেঘের মতো তাদের দিকে উড়ে গেল।

নেফার আক্রমণ শেষ করে ফিরে আসার সংকেত দিল। মসৃণভাবে রথগুলো চার সারিতে পুনর্গঠিত হল এবং চলে গেল। আরেকটা সংকেত, এবং তারা মধ্য থেকে ভেঙ্গে গেল এবং দৌড়ে ফিরে এল। তাদের বল্লম প্রস্তুত এবং নিক্ষেপণের চামড়ার ফালি তাদের কবজিতে প্যাঁচানো।

যখন সে পদাতিক বাহিনীর বৃত্ত দ্রুত অতিক্রম করল, নেফার তার ডান মুঠো স্যালুটের ভঙ্গিতে তুলল, এবং চিৎকার করে বলল, 'ভালো করেছ! অনেক ভালো হয়েছে।'

পদাতিক সৈন্যরা তাদের বর্শা তুলল তার প্রশংসার বাণী স্বীকার করার জন্য এবং চিৎকার করে বলল, 'নেফার সেটি ও হুরাস।'

নেফার ঘোড়াগুলোকে স্থির করল এবং তাদের দিকে ঘুরে দুলকি চালে পদাতিক বাহিনীর সামনে এল তার স্কোয়াড্রনকে থামাতে। টাইটা তাকে অভিনন্দন জানাতে প্রতিরক্ষা বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এল ।

'কেউ আহত?' নেফার জিজ্ঞেস করল এমন কি যদিও অনুশীলনের তীরগুলো অগ্রভাগ যেগুলোকে তারা ছুড়ছে চামড়ায় প্যাঁচানো তবুও তারা চোখে অথবা অন্য কোন ক্ষতি করতে পারে।

'কয়েকজনের দাগ পড়েছে।' টাইটা কাঁধ উচালো।

'তারা খুব ভালো করেছে।' নেফার বলল, তারপর পদাতিক বাহিনীর দলনেতার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল। 'তোমার লোকদের ভেঙে বের হতে দাও। আমি তাদের সাথে কথা বলতে চাই। তারপর তারা খেতে ও পান করতে পারবে। তারপর আমরা আবার নকল প্রত্যাহার অনুশীলন করব।'

একটা পাথরের একটু উঁচু স্থান ছিল যা একটা প্রাকৃতিক মঞ্চ গঠন করে ছিল নেফার ওটার শীর্ষে চড়ল যখন সব লোক, পদাতিক বাহিনী ও রক্ষীরা তার নিচে জমায়েত হল।

টাইটা পাথরের ভিত্তিমূলে আসন করে বসল এবং খেয়াল করল ও শুনল। নেফার তাকে ফারাও ট্যামোসের কথা খুব মনে করিয়ে দিল, তার পিতা একই বয়সে তার মতই সহজ ভঙ্গি ছিল এবং সাধারণভাবে কথা বলত, কিন্তু কার্যকরভাবে কথ্য ভাষায় যা তার লোকেরা সবচেয়ে ভালো বুঝত। মাঝে মাঝে নেফারও তার মতো তাদের একজন হয়ে যেত, এবং সে উষ্ণতা ও শ্রদ্ধা তারা তার জন্য অনুভব করল তা স্পষ্ট ছিল যেভাবে তারা সাড়া দিল।

নেফার সকালের অনুশীলন পর্যালোচনা করল, যারা যোগ্যতা দেখাল তাদের যথাযথ সম্মান দিল, কিন্তু সেই সাথে নির্মমভাবে তাদের প্রদর্শনের মধ্যকার প্রতিটি অপূর্ণতা তুলে ধরল।

'আমি মনে করি তোমরা টর্ক ও নাজাকে তাদের সুন্দর জীবনের চমক দিতে প্রায় প্রস্তুত।' সে শেষ করল। 'এখন কিছু খাও। আমরা অজকের দিনের জন্য শেষ করি নি, প্রকৃতপক্ষে আমরা মাত্র শুরু করেছি।' তারা হাসল এবং চলে যেতে শুরু করল।

নেফার পাথর থেকে লাফিয়ে নামল এবং যেহেতু সে উঠে গেল তাই টাইটাও দাড়াল। কিন্তু হঠাৎ তাকে শান্তভাবে কিন্তু জরুরি ভাবে বলল, 'দাঁড়াও, নেফার? নড়ো না?' নেফার জমে গেল যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল।

কোবারটার অবশ্যই পাথরের স্তুপে তার বাসা বেঁধে ছিল কিন্তু শোরগোল এবং পা ও খুরের আওয়াজে এটা ফাটল হতে পিছলে বেরিয়ে এসেছে ঠিক যখন নেফার লাফিয়ে নামল এবং প্রায় ওটার শীষে পদার্পণ করল। সাপটা তার পিছনে উঠে দাঁড়াল, তার কোমর সমান উঁচু। সাপটার ফলা প্রসারিত এবং তার পাতলা কালো জিহ্বা সরু কুঞ্চিত ঠোঁটের মধ্য দিয়ে লক লক করল। এটার চোখগুলো মসৃণ পাথরের গুটিকার ন্যায়; কালো মনিতে আলোর স্ফুলিঙ্গ এবং তারা তাদের সম্মুখে সহজে ছোবল মারার দৃষ্টিতে পায়ের উপর নিবদ্ধ।

সবচেয়ে কাছের লোকেরা টাইটার সতর্কবাণী শুনছে এবং তারা ঘুরল। এখন প্রায় পাঁচশ' লোক নেফারের চতুর্দিকে জমায়েত কিন্তু কেউ নড়ার সাহস করল না। তারা তাদের ফারাও এর মারাত্মক দূর্দশার ভয়ে এক দৃষ্টি তাকিয়ে রইল।

কোবরাটা হা করল, আক্রমণের পূর্ব প্রস্তুতি, এবং শক্ত বিষদাঁতগুলো এটার মুখের ধূসর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ধারালো প্রাণে বিষের ফোঁটা ঝলমল করছে।

টাইটা লসট্রিসের মাদুলিটা ওটার লম্বা চেইনের ওপর দোলকের মতো করে দোলালো এবং তা সূর্যের আলোতে ঝিকমিক করে উঠল। সে এটাকে কোবরার তোলা মাথা দুলতে ও অমনোযোগী হতে ব্যবহার করল, সাপটা তার চোখ নেফার থেকে ঘুরিয়ে উজ্জ্বল মাদুলিটার দিকে ফেরালো। টাইটার অন্য হাতে তার লাঠি ছিল এবং সে কাছাকাছি এগিয়ে গেল। 'যখন আমি আঘাত করব, লাফ দিয়ে সরে যাবে', সে আস্তে আস্তে বলল এবং নেফার মাথা ঝুলিয়ে সম্মতি জানাল। টাইটা ধীরে ধীরে এক পাশে ঘুরতে গেল এবং কোবরাটাও তার সাথে ঘুরল, সোনার মাদুলিটা দ্বারা বিমোহিত ওটা।

'এখন!' টাইটা বলল এবং তার লাঠি দিয়ে কোবরাটাকে আঘাত করল। একই মুহূর্তে নেফারও লাফ দিয়ে সরে গেল, এবং সাপটা লাঠিতে ছোবল মারল। টাইটা সরিয়ে নিল তাই কোবরাটা লক্ষভ্রষ্ট হল এবং এক মুহূর্তের জন্য এটা শূন্য মাটিতে ছড়িয়ে গেল। ছোবলটা থেকে অধিকতর গতিতে টাইটা তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করল, এবং স্বস্তির একটা চিৎকার বেরিয়ে এল দর্শকদের মধ্যে থেকে।

কোবরাটা লাঠির প্রান্তে জড়িয়ে গেল এবং কুন্ডলী করে একটা উজ্জ্বল বল হয়ে গেল। টাইটা হাত বাড়িয়ে কুন্ডলীর মধ্য দিয়ে তার হাত ঢুকাল যতোক্ষণ না সে সাপটাকে তার মাথার পিছনে চেপে ধরতে পারল। তারপর সে তা উপরে তুলে ধরল এবং লোকজন তা খেয়াল করে হাফ ছাড়লো। তারা সহজাত ভাবেই পিছু হইল যখন এটা টাইটার দীর্ঘ সরু বাহুতে প্যাঁচিয়ে গেল। তারা চাইল সে ওটাকে হত্যা করুক। কিন্তু মুচড়ানো সাপটাকে নিয়ে টাইটা তাদের সারির মধ্য দিয়ে হেঁটে গেল ও খোলা মরু ভূমিতে বেরিয়ে গেল।

সেখানে সে সাপটাকে তার হাত থেকে নিক্ষেপ করল এবং ভূমিতে পড়তেই তার কুন্ডলী খুলে গেল। পাথুরে মাটির উপর দিয়ে পিছলে পিছলে চলে গেল এবং টাইটা মগ্ন হয়ে দেখতে লাগল সাপটিকে।

হঠাৎ উপরের আকাশ হতে একটা গগনবিদারী চিৎকার ভেসে এল। তারা সবাই সাপ ধরতে এতো মগ্ন ছিল যে কেউ তাদের উপরে নীল আকাশে বাজ পাখিটাকে চক্কর দিতে দেখেনি। এখন এটা মাটির দিকে নিচু হল কোবরাটার দিকে পড়ছে। শেষ মুহূর্তে সাপটা নিজের বিপদ বুঝতে পারল এবং আবার দাঁড়িয়ে গেল, ফলা পূর্ণ প্রশস্ত করে। বাজপাখিটা তার ধারালো নখর সাপটার মাথার পিছনে স্ফীত ফণায় এক ইঞ্চি বসিয়ে ভারি ডানা ঝাপটিয়ে উঠে গেল কোবারটাকে তার থাবার নিচে ঝুলিয়ে ও প্যাচিয়ে নিয়ে।

টাইটা লক্ষ্য করল পাখিটা সাপটাকে নিয়ে চলে গেল এবং শেষে নীলাভ ধূসর তাপের আস্তরের আড়ালে বিন্দুর ন্যায় অদৃশ্য হয়ে গেল। টাইটা দীর্ঘক্ষণ পিছনে তাকিয়ে থাকল। সে ঘরে নেফার যেখানে সেখানে ফিরে এল। তার অভিব্যক্তি ছিল গম্ভীর এবং সে দিনের বাকিটা সময় চুপ করে রইল। সন্ধ্যায় সে নেফারের পাশে রথে করে গালালায় ফিরল, তখনো নীরব।

'একটা কোন অশুভবাণী ছিল', নেফার বলল এবং তার দিকে তাকাল। সে টাইটার চেহারায় দেখল তখনও গম্ভীর। 'আমি লোকদের কথা শুনেছি' নেফার শান্তভাবে বলে চলল। 'তাদের কেউ আগে কখনো এমনটা হতে দেখেনি। কোবরা রাজকীয় বাজ পাখির স্বাভাবিক শিকার নয়।'

'হ্যাঁ', টাইটা বলল, 'এটা একটা অশুভ সংকেত, একটা বিপদ সংকেত ও একটা ওয়াদা প্রভুর কাছ থেকে।'

'এর অর্থ কি?' নেফার তার চেহারা পর্যবেক্ষণ করল।

'কোবরাটা তোমাকে হুমকি দিয়েছিল, তার অর্থ বিশাল বিপদ। বাজ পাখিটা পূর্ব দিয়ে উড়ে গেল কোবরাটাকে তার নখরে নিয়ে এর অর্থ পূর্বদিকে বিশাল বিপদ। কিন্তু শেষে বাজ পাখিটা জিতল।'

তারা উভয়ে পূর্বদিকে তাকাল। 'আমরা কাল ভোরের প্রথম আলোতে একটা তাল্লাশি অভিযান চালাবো।' নেফার সিদ্ধান্ত নিল।

ভোরের পূর্বে অন্ধকারের ঠাণ্ডায় নেফার ও টাইটা পর্বতের চূড়ায় অপেক্ষা করছিল। তল্লাশি দলটার বাকি সদস্যরা পিছনের ঢালে ক্যাম্প করেছে। তারা বিশ জনের মত। লুকিয়ে থাকার জন্য তারা রথগুলোকে গালালায় রেখে এসেছে এবং তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসেছে।

হিল্টো ও শাবাকো অন্য তল্লাশি বাহিনীকে নিয়ে দক্ষিণের ভূখন্ড পর্যবেক্ষণ করতে নিয়ে গেছে, তাদের মাঝখানে তারা গালালায় প্রতি হুমকি সকল পূর্ব শক্তিকে উড়িয়ে দিতে পারে।

নেফার তার দলকে গেবেল অববাহিকার দিকে লোহিত সাগরের পশ্চিম তীর বরাবর এনেছে। রাস্তার পাশের প্রতিটি বন্দর ও জেলেদের গ্রামে দেখেছে। কয়েকটা বাণিজ্যের ক্যারাভান ও বেদুঈনদের ভ্রমণ দল ছাড়া তারা আর কিছু খুঁজে পায়নি। বিপদের কোন চিহ্নই। এখন তারা সাফাগা বন্দরের উপরে ক্যাম্প করেছে।

টাইটা ও নেফার অন্ধকার থাকতেই জেগেছে এবং প্রহরী স্থানের চূড়ায় উঠার জন্য ক্যাম্প ছেড়ে এসেছে। তারা কাছাকাছি নিরবতায় বসল। নেফার অবশেষে কথা বলল।

'এটা কি একটা মিথ্যা অশুভ সংকেত হতে পারে?'

টাইটা নাক দিয়ে বিতৃষ্ণার একটা শব্দ করল ও থু থু ফেলল। 'একটা বাজপাখি তার নখরে একটা কোবরা নিয়ে? এটা স্বাভাবিক নয়। এটা একটা অশুভ সংকেত ছিল, নিঃসন্দেহে কিন্তু সম্ভবত মিথ্যা। ইশতার দি মেডি ও অন্যরা এরকম ফাঁদ পাততে সক্ষম। এটা সম্ভব।'

'কিন্তু তুমি এ রকমটা মনে করছ না?' নেফার জোর দিল। 'তুমি আমাদের দিয়ে এতো কষ্ট করাতে না যদি তুমি বিশ্বাস করতে এটা মিথ্যা।'

'ভোর দ্রুত চলে আসে।' টাইটা প্রশ্ন এড়িয়ে গেল এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পূর্ব আকাশে তাকাল যেখানে শুকতারা ঝুলে আছে, একটা লণ্ঠনের মতো, নিচু দিগন্তের উপর। আকাশটা একটা পাকতে থাকা ফলের মত নরম, খেজুর পাকা ডালিমের মত রং ধারণ করেছে। অন্য তীরের পর্বতগুলো ছিল কালো এবং তীক্ষ্ম ও ছিন্ন। বৃদ্ধ কুমিরের ছেদন দাঁতের ন্যায় আকাশের আলোকিত হওয়া প্রেক্ষাপটের বিপরীতে।

হঠাৎ টাইটা দাঁড়িয়ে গেল এবং তার লাঠির উপর ঝুকল। নেফার কখনো অবাক হতে ব্যর্থ হয়নি ঐ ধূসর বৃদ্ধ চোখগুলোর তীক্ষ্ণতা দ্বারা। সে জানত টাইটা কিছু দেখেছে। নেফার তার পাশে দাঁড়াল।

'কি হল, বৃদ্ধ পিতা?'

টাইটা একটা হাত তার বাহুতে রাখল। 'অশুভ সংকেত মিথ্যা না', সে এতোটুকুই বলল। 'বিপদ এখানে।'

সাগরটা ঘুঘুর পেটের মতো ধূসর হচ্ছিল, কিন্তু যখন আলো শক্তিশালী হলো তখন উপরিস্তর সাদা ফুটকিতে ভরে গেল।

'বাতাস সমুদ্রটাকে কশাঘাত করে সাদা ঘোড়ায় পরিণত করেছে।' নেফার বলল।

'না।' টাইটা তার মাথা ঝাঁকাল, 'ওগুলো কোন সফেন তরঙ্গ নয়। ওগুলো পাল। পালের নিচে একটা জাহাজ।'

সূর্য দূরের পর্বতের চূড়ার উপরে তার উপরিতল ধাক্কা দিয়ে উদিত হলো এবং ক্ষুদ্র ত্রিভুজে সাদা হয়ে জ্বলল, নীড়ে ফেরারত সারস পাখির বিশাল ঝাকের ন্যায়, এক মাস্তুল বিশিষ্ট একটা ঝাক যুদ্ধ জাহাজ সাফাগা বন্দরের দিকে আসছে। 'যদি এটা টর্ক ও নাজার আর্মি হয়, তবে কেন তারা সাগর দিয়ে আসবে?' নেফার শান্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'এটা মেসোপটেমিয়া থেকে সরাসরি ও সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তা। নৌকায় পারাপার ঘোড়া ও মানুষগুলোকে মরুভূমির কষ্টদায়ক ভ্রমণ থেকে রক্ষা করবে। সাপ ও বাজপাখির বিপদ সংকেত ছাড়া, আমরা এদিক থেকে বিপদ আশা করতাম না।' টাইটা উত্তর দিল।

'এটা একটা সুচতুর কাজ।' সে সম্মতিতে মাথা নাড়ল। 'মনে হয় তারা সমগ্র লোহিত সাগর পার হওয়ার জন্যে প্রতিটি ব্যবসায়ীর যান ও মাছের নৌকা দখল করেছে।'

তারা পর্বত বেয়ে নিচের গিরিখাতের ক্যাম্পে ফিরে এল। সৈন্যরা জেগে ছিল ও সচকিত। নেফার প্রহরীদের ডাকল এবং তাদের আদেশ দিল। দুজন সর্বোচ্চ গতিতে গালালায় ফিরে যাবে। সোক্কোর কাছে তার আদেশ নিয়ে, যাকে সে শহরের দায়িত্বে রেখে এসেছে। অন্য লোকদের অধিকাংশকে সে জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করল এবং দক্ষিণে পাঠাল হিল্টো ও শাবাকোর দলকে খুঁজতে এবং তাদেরকে নিয়ে আসতে। সে তার সাথে পাঁচ জন সৈন্য রাখল। নেফার ও টাইটা লোকদের দেখল যাদের সে দ্রুত সংবাদ প্রেরণে পাঠিয়েছে, তারপর তারা পর্বতে চড়ল এবং পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সাফাগায় চলল পাঁচ জন লোক নিয়ে যাদের নেফার বাছাই করেছে। তারা সকালের মাঝামাঝি সময়ে বন্দরের উপরের উঁচু ভূমিতে পৌঁছাল। টাইটা তাদের একটা পরিত্যক্ত ওয়াচ টাওয়ারে নিয়ে গেল যেখান থেকে বন্দর ও তাদের অভিগম দেখা যাবে। তারা সৈন্যদের দায়িত্বে ঘোড়াগুলোকে রেখে ভাঙ্গা মই দিয়ে টাওয়ারের শেষ তলায় উঠে গেল।

'প্রথম নৌকাগুলো উপসাগরে প্রবেশ করছে।' নেফার ওগুলো চিহ্নিত করল। ওগুলো খুব বোঝাই করা কিন্তু বাতাসের সাহায্যে তারা দ্রুত এল। তারা তীর থেকে

একটু দূরে থামল এবং ভারি প্রবালের নোঙ্গরগুলো ফেলল। টাওয়ারের শীর্ষ থেকে নেফার ও টাইটা নিচে খোলা ডেকের সবকিছু পরিষ্কার দেখল, যেটা লোকজন ও ঘোড়ায় জনাকীর্ণ। যখনই এক মাস্তুলের জাহাজগুলো নোঙ্গর ফেলল, তখনই লোকগুলো জাহাজের পাশের কাঠের প্রান্ত সরিয়ে ফেলল। তাদের ক্ষীণ চিৎকার ভাঙ্গা ওয়াচ টাওয়ার থেকেও শোনা গেল যখন তারা ঘোড়াগুলোকে লাফিয়ে নামতে উৎসাহ দিচ্ছিল। তারা বিশাল পানি ছলকে পানিতে নেমে এল। তারপর লোকগুলো তাদের কাপড় খুলে ফেলল এবং তাদের পিছনে লাফিয়ে পড়ল। তারা ঘোড়াগুলোর কেশর ধরে তাদের পাশাপাশি সাগরের তীরে রিয়ে এল। প্রাণীগুলো তীরে এসে তাদের শরীর থেকে পানি ঝাড়ল যা সুন্দর কুয়াশা তৈরি করে সূর্যালোতে রংধনুতে পরিণত হল।

এক ঘণ্টার মধ্যে বীচটা মানুষ ও ঘোড়ায় গিজগিজ করল। ঘোড়া বাঁধার খুঁটি পোঁতা হলো ছোট বন্দরটার কাদার তৈরি ভবনগুলোর চতুর্দিকে।

'যদি আমাদের রথের একটা দল থাকত', নেফার আক্ষেপ করল, 'এটাই হতো আঘাত করার সময়। মাত্র তাদের অর্ধেক সৈন্য তীরে এবং তাদের রথগুলো ভাঙা। আমরা তাদের টুকরো টুকরো করতে পারতাম।' টাইটা কেন উত্তর দিল না।

এরই মধ্যে উপসাগরটা জাহাজে ভরে গেল। নৌকাগুলো যেগুলো রথ ও মালপত্র বহন করবে সেগুলো কাছেই নোঙ্গর করা এবং যখন ভাটা নামল তারা ভূমিতে নিয়ে এল ও তালিকা করল। শীঘ্রই পানি হাঁটু পর্যন্ত গভীর হলো তাদের ঘিরে। তীরের লোকেরা পানি ঠেলে মালপত্র নামাতে শুরু করল। তারা ভেঙে রাখা রথের অংশ তীরে বয়ে আনল এবং তীরে এনে তাদের সংযোগ করল।

পশ্চিম পর্বতে সূর্য ডুবছিল যখন শেষ জাহাজটা উপসাগরে প্রবেশ করল। এটা ছিল সবগুলো থেকে বৃহৎ এবং তার খাটো ও মোটা মাস্তুলের চূড়ায় গর্জনরত সিংহের মাথার পতাকা ও টর্ক উরুক এর হাউজের জমকালো রঙগুলো উড়ছিল।

'ওই যে সে।' নেফার মাস্তুলের অগ্রভাগে সন্দেহাতীত অবয়বটা নির্দেশ করল।

'এবং ওটা ইশতার টর্কের পাশে। কুকুর ও তার প্রভু।' টাইটার ধূসর চোখে একটা হিংস্র ঝলক ছেয়ে গেল যা নেফার পূর্বে কদাচিৎ দেখেছে। তারা অদ্ভুত যুগলকে পানি ঠেলে তীরে আসতে দেখল। তীর থেকে একটা পাথুরে জেটি বেরিয়ে গেছে। টর্ক ওটার উপর উঠল।

'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কোন জাহাজে নাজা?' নেফার জিজ্ঞেস করল এবং টাইটা তার মাথা ঝাঁকাল।

'টর্ক একা অভিযান চালবে। সে নিশ্চয়ই নাজাকে ব্যাবিলিয়ন ও মেসোপটোমিয়া ধরে রাখতে রেখে এসেছে। সে তার ব্যক্তিগত ব্যবসা দেখা শুনা করতে এসেছে।'

'তুমি কীভাবে তা জান?' নেফার জানতে চাইল ।

'তার চতুর্দিকে একটা আভা বিরাজ করছে। এটা একটা গাঢ় লাল মেঘের মত। আমি এমনকি এখান থেকেও তা অনুভব করতে পারছি।' টাইটা নরম সুরে বলল। 'তার সব ঘৃণা মাত্র একজন মানুষের উপর নিবদ্ধ। সে কখনো নাজা বা অন্য কাউকে তাতে ভাগ বসাতে দেবে না, প্রতিশোধের নেশা যা তাকে এখানে নিয়ে এসেছে।'

'আমি তার ঘৃণার বস্তু?' নেফার জিজ্ঞেস করল ।

'না, তুমি না।'

'তাহলে কে?'

'সর্বোপরি সে মিনটাকার জন্য এসেছে।'

যখন সূর্য ডুবল, নেফার ও টাইটা পাঁচ জন সৈন্যকে টর্কের পিছু করতে রেখে এল এবং রাতে দ্রুত তারা গালালার দিকে রওনা দিল ।

সাফাগায় তার আগমণের পরের সকালে, টর্ক দু'জন বেদুঈনকে আটক করল যারা সাফাগার রাস্তায় তাদের গাধা নিয়ে চলছিল। বিনা সন্দেহে তারা সোজাসুজি তার বাহুতে ধরা দিয়েছে। টর্কের সম্মান এমনকি মরুর অসীমতাও বিদ্ধ করেছে, তাই যখনই তারা জালন কে তাদের বন্দিকর্তা বেদুইনরা তখন তাকে সন্তুষ্ট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারা টর্ককে প্রাচীন শহরটির পুনরুত্থানের চমকপ্রদ খবর দিল। তারা মিষ্টি ঝর্ণার কথা বলল যা এখন পাহাড়ের গুহা থেকে প্রবাহিত হয় এবং সবুজ ঘাসের ও বনের কথা যেগুলো গালালাকে ঘিরে আছে। তারা তাকে রথের একটা আনুমানিক হিসাব দিল যা নেফার সেটির আছে। টর্ক বুঝল হিসেব করে দেখল সে তার শত্রুর চেয়ে পাঁচগুণ এগিয়ে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা তাকে সাফাগান থেকে পুরানো শহরে যাওয়া রাস্তার পূর্ণ বর্ণনা দিল। এখন পর্যন্ত টর্কের শুধুমাত্র গালালায় অভিযানের পরোক্ষ জ্ঞান ছিল এবং মনে হলো সে তাকে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল যে দ্রুত চললে তিন থেকে চার দিনে যাত্রা এবং সে পরিকল্পনা করেছিল তার নিজের পানি ও পশুর খাদ্যের ওরাগনগুলো তার সাথে উপকূল থেকে বহন করবে। এটা একটা দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য পদ্ধতি হত। এই নতুন তথ্য সব কিছু বদলে দিল। বেদুঈনরা তাকে নিশ্চয়তা দিল যে সে গালালায় এক দিন ও এক রাতের শক্ত ভ্রমণেই পৌঁছতে পারবে। '

সে ঝুঁকি ও বিপদের কথা পরিমাপ করল, তারপর মরু দিয়ে গালালায় দ্রুত যাত্রার সিদ্ধান্ত নিল শহরটাকে চমকে দিতে। তবে তাকে তার সোজাসুজি যুদ্ধের দীর্ঘ যাত্রা নিঃশোষিত ঘোড়া ও শূন্য পানির থলে নিয়েই করতে হবে। যাই হোক

তারা ঝর্ণার মাথা ও সবুজ ভূমি দখল করতে পারে যা বেদুঈনরা তার কাছে বর্ণনা করেছে। একবার যখন তারা ঐ সব আশীর্বাদগুলো নিয়ে নেবে, বিজয় নিশ্চিত। তার সব সৈন্য বাহিনী অবতরণ এবং রথ জোড়া লাগাতে জন্য আরো দুদিন লেগে গেল। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় সে গালালার উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করতে প্রস্তুত হলো।

পানির থলে পূর্ণ করে অগ্রগামী সৈন্য দল সাফাগা থেকে বের হলো যখন সূর্য ডুবন্ত ও সূর্যের তাপ চলে গেল। প্রতি রথের দুইটা অতিরিক্ত দল থাকল ওটার পিছনে। তারা রাতে ঘোড়াগুলোর বিশ্রামের জন্য থামবে না বরং তাদের বদলে দিবে যখন তারা ক্লান্ত হবে। যে কোন ক্লান্ত প্রাণী ছেড়ে দেওয়া হবে এবং ফেলে যাওয়া হবে অশ্ব সরবরাহ দলের তা আনার জন্য।

টর্ক সামনের দলটাকে নেতৃত্ব দিল এবং ভয়ংকর গতি তুলল। পর্যায়ক্রমে ঢালে উলঠ, তারপর চাবকিয়ে ঘোড়াগুলোকে দুলকি চালে অথবা দৌড়িয়ে পাহাড় থেকে নামাত এবং সমতলে যখন পানির থলে শূন্য হয়ে গেল তখনও কেউ পিছু হটল না। পরের দিনে মধ্য সকালে তাপ ভয়ংকর হয়ে গেল এবং তারা বেশির ভাগ অতিরিক্ত ঘোড়া ব্যবহার করে ফেলেছে।

বেদুঈনদের দিক নির্দেশনায় টর্ক নিশ্চিত থাকল যে সে গালালা সামনে খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু প্রতিবার তারা একটা চূড়ার শীর্ষে উঠল ও একই অলস সংকীর্ণ সরু পথ, পাহাড় ও শুকনো মাটি পেল ও তাপের মরীচিকা তাদের সামনে ঝিকিমিকি করল।

পড়ন্ত বেলায় বেদুঈন পথ প্রদর্শন করা ছেড়ে গেল। জ্বিনের যাদুতে তারা তাপের মরীচিকার মধ্যে গলে গেল এবং যদিও টর্ক এক জোড়া রথ তাদের পিছে পাঠাল তবুও তাদের আর দেখা গেল না।

'আমি আপনাকে সতর্ক করেছিলাম', ইশতার দি মেডি আত্মতৃপ্তভাবে টর্ককে বলল, 'আপনার আমার উপদেশ শোনা উচিতে ছিল। ঐ প্রভুহীন সৃষ্টিগুলো সম্ভবত টাইটা, ওয়ারলকের পাঠানো। প্রায় নিশ্চিতভাবে সে পথ ঢেকে দিয়েছে এবং আমাদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি না কত দূরে এই উপকথার গালালার অথবা ঐ বিষয়ের কারণে যদি তা সত্যি থেকে থাকে।' এই আমন্ত্রণহীন মতামতের জন্য টর্ক তর ট্যাটু করা মুখে চাবুক মারল। একটা সর্বনাশ ও নৈরাশ্য অনুভূতি টর্ককে জেকে বসল, তা লাঘব করার জন্য কিছুই করতে সে পারছিল না। সে ঘোড়াগুলো আরো একবার চাবকালো এবং তাদের পরবর্তী দীর্ঘ পাথুরে ঢালের উপরে নিয়ে গেল যেটা তাদের মুখোমুখি হল। সে অনেক ঘোরাঘুরি করল, তাদের ধৈর্য্যের প্রায় শেষ সীমায় এলে গেল এবং সে সন্দেহ করল যে তারা রাতে যেতে পারবে।

কোনভাবে তারা ঘোড়া চালিয়ে এগুল, তার অধিকাংশ সৈন্য তা করল। পঞ্চাশ অথবা ষাটটা রথ তাদের ঘোড়ার সবশেষ দলটাকে ব্যবহার করে ফেলল এবং টর্ক তাদের রাস্তার পাশে ছড়িয়ে ফেলে এল।

দ্বিতীয় দিন সূর্য উঠল– চুমুর মতো উষ্ণ, রাতের ঠাণ্ডার পর, কিন্তু এটা একটা প্রতারণাপূর্ণ চুমু। শীঘ্রই এটা তাদের লাল লাল চোখে যন্ত্রণা ধরিয়ে দিল ও ধাঁধিয়ে দিল। প্রথমবারের মতো টর্ক মরে যাওয়ার সম্ভাবনার মুখোমুখি হল, যেন এই ভয়ংকর রাস্তার কোন শেষ নেই।

'আবার একটা পাহাড়', সে তার ঘোড়ার শেষ দলটাকে বলল এবং চাবুক পিটিয়ে দলটি তারা চালিয়ে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘোড়াগুলো হোঁচট খেল, সহজ ঢালুতে তাদের মাথা ঝুলছে এবং ঘাম অনেক আগেই শুকিয়ে সাদা লবণ হয়ে গিয়েছে তাদের শরীরে। ঠিক চূড়ার নিচে টর্ক তার আর্মির পিছিয়ে পড়া সারির দিকে ফিরে তাকাল। এমনকি না গুণেই সে দেখল সে তার অর্ধেক রথ হারিয়েছে। শত শত পদাতিক সৈন্যরা সারি পিছনে টলমল ভাবে হাঁটছে। এমনকি সে খেয়াল করে দেখল দুই অথবা তিন জন করে তারা পড়ে যাচ্ছে এবং রাস্তার পাশে মরা মানুষের মতো তারা পড়েই রইল। আকাশে শকুনরা তাদের অনুসরণ করছিল, শত শত কালো বিন্দু আকাশের গায়ে উঁচু বৃত্তে ঘুরছে। সে দেখল কিছু তির্যকভাবে নেমে এল খাবারের দিকে যা সে তাদের জন্য প্রস্তুত।

'একটাই মাত্র পথ আছে', সে ইশতারকে বলল, 'এবং তা হল সামনে।' সে তার ঘোড়াদের পিঠে চাবুক মারল এবং তারা যন্ত্রণায় কাতরভাবে চলতে লাগল।

তারা পর্বতের শীর্ষে পৌঁছল এবং টর্ক বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেল। উপত্যকার দৃশ্য, নিচে আরা কিছুই ছিল না যা সে কখনো কল্পনা করেছে, প্রাচীন শহরে ভগ্নাংশ তার সামনে। তাদের রূপরেখা ভূতুড়ে মনে হল কিন্তু আদি ও অন্তহীন। যেমনটা তার কাছে বলা হয়েছে তেমনি শহরটা ঠাণ্ডা সবুজ মাঠে ও জ্বলজ্বলে পানির খালের জালে ঘেরা। তার ঘোড়াগুলো পানির গন্ধ পেল এবং নতুন শক্তিকে লাগাম টানল।

এমনকি তার বেপরোয়া তাড়াহুড়ার মধ্যেও সে কৌশলগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সময় নিল। সে তৎক্ষণাৎ দেখল সে শহরটা অসহায় ও অরক্ষিত, ফটকগুলো সম্পূর্ণ খোলা এবং তার ভেতর থেকে পলায়নরত আতংকিত উচ্ছৃঙ্খল জনতা বেরিয়ে গেল। কয়েকজন পদাতিক সৈন্য উদ্বাস্তুদের সাথে মিশে আছে, কিন্তু তারা কোন বিষয় নয়। কোন অশ্বারোহী দল বা যুদ্ধ রথের কোনো চিহ্ন নেই। তার নেকড়ে দলের সামনে এক ঝাক ভেড়া, কিন্তু নেকড়েগুলো তৃষ্ণায় কাতর ও দুর্বল।

'সিউথ তাদের আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন', টর্ক বিজয়ে চিৎকার দিল। 'আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই তুমি তোমার আশার চেয়েও বেশি মহিলা ও সোনা পাবে ব্যবহার করতে।'

চিৎকারটা লোকগুলো লুফে নিল যারা তাকে ঢালের উপরে অনুসরণ করল এবং তাদের ক্লান্ত ঘোড়াগুলো তাদের নিয়ে যতো দ্রুত সম্ভব নেমে এল প্রথম সেচের গর্তের কাছে।

'তুমি আমাকে সেচের খালে বিষ মিশাতে দিতে পারতে।' নেফার নিরস ভাবে বলল, যখন তারা উত্যকার অন্য পাশ থেকে সবকিছু দেখছিল।

'তুমি এর চাইতেও তা ভালো জন।' টাইটা তার রূপালি মাথা দুলিয়ে জবাব দিল। 'ওটা একটা অপরাধ হতো যা প্রভু কখনো ক্ষমা করতেন না, এই তিক্ত ভূমিতে একমাত্র সেথ অথবা সিউথ-ই এ রকম জঘন্য কাজ করতে পারে।'

'এই দিনে আমি ইচ্ছাকৃত ভাবেই সেথের চরিত্রে অভিনয় করতাম।' নেফার মজাচ্ছলে হাসল। কিন্তু সে তা বলল কেবলমাত্র ম্যাগোসকে রাগাতে। 'তোমার দুটো বদময়োশ খুব ভালো করেছে।' সে বেদুঈন দুটির দিকে তাকাল যারা টাইটার পাশে হাঁটুগেড়ে বসে আসে। 'তাদের মূল্য দাও ও তাদের যেতে দাও।'

'তারা সোনার কোন মূল্য নেয় না', টাইটা ব্যাখ্যা করল। 'যখন আমি গেবেল নাগারে বাস করতাম তারা আমার কাছে তাদের বাচ্চাদের এনেছিল এবং আমি তাদের হলুদ ফুলের অসুখ থেকে সুস্থ করেছিলাম।' সে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা লোকগুলোর উপর আশীর্বাদের একটা ভঙ্গি করল এবং তাদের আঞ্চলিক ভাষায় তাদের সাথে কিছু কথা বলল। ধন্যবাদ দিল তাদের জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার জন্যে ও টকর্কে ভুল পথে চালিত করতে এবং তাদের কাছে তার ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষার ওয়াদা করল। তারা তার পায়ে চুমু খেল, তারপর বড় পাথরের মধ্যে দিয়ে চলে গেল।

টাইটা ও নেফার নিচের উপত্যকার অপ্রকাশ্য যুদ্ধের দিকে তাদের পূর্ণ মনোযোগ দিল। টর্কের লোকজন ও ঘোড়াগুলো তাদের শেষ সীমা পর্যন্ত পানি পান করেছে এবং এখন তারা তাতে চড়ছে। এমনকি যদিও সে অনেক রথ রাস্তায় হারিয়েছে তবুও এখানে টর্ক নেফারের সেনাবাহিনীর চেয়ে সংখ্যায় তিনগুণ এগিয়ে।

'আমরা তার সাথে খোলা মাঠে লড়াই করার সাহস করি না।' নেফার গম্ভীর ভাবে বলল, এবং নিচে উদ্বাস্তুদের দিকে তাকাল যারা উপত্যকার উপরে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রথম থেকেই শহরে খুব কম মহিলা ছিল, নেফার ইচ্ছাকৃত ভাবেই তাদের সংখ্যা কম রেখেছে তার যোদ্ধাদের জন্য খাবারের মজুদ বাঁচাতে। এমনকি মিনটাকা ও মেরিকারাসহ সব বাচ্চা, অসুস্থ ও আহতরাও এক সাথে দুই দিন আগে গালালা ছেড়ে চলে গিয়েছে। ম্যারন গিয়েছে সম্পদের বহন করা ওয়াগনের সাথে। নেফার তাদের সবাইকে গেবেল নাগারে পাঠিয়েছে যেখানে টর্ক তাদের কখনো খুঁজে পাবে না এবং পানির ক্ষুদ্র ঝর্ণাটা তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত।

এখন গালালা মূল্যবান সবকিছু, প্রতিটি রথ, অস্ত্র ও বর্মের টুকরো পর্যন্ত সুরক্ষিত। সে সন্তুষ্টি নিয়ে নিচের উদ্বাস্তুদের দেখল। এতো কাছ থেকেও বলা

মুশকিল যে তারা মহিলা এবং সাধারণ নাগরিক নয় বরং ছদ্মবেশী পদাতিক সৈন্য। এইসব পেশীবহু লোকদের অনেকেই পা আটকে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল এবং হোঁচট খাচ্ছিল তাদের লম্বা স্কার্ট ও শালে। বান্ডিলগুলো যেগুলো তারা তাদের বাহুতে বহন করছে সেগুলো আসলে শিশু নয় বরং তাদের ধনুক এবং তলোয়ার যেগুলো শালে ঢাকা। তাদের দীর্ঘ বর্শাগুলো উপত্যকার উপরে পাথরের মধ্যে লুকানো রয়েছে যেখানে প্রধান বাহিনী লুকিয়ে আছে।

টর্কের সব রথগুলো পানি খাওয়া শেষ করেছে এবং তারা সবুজ মাঠ পেরিয়ে শক্ত ও সুশৃঙ্খলিত ভাবে আসছিল সারির পর সারি ধরে। পানি অলৌকিকভাবে তাদের পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং তাদের সামনে হাতছানি দিচ্ছে লুটের মাল ও দস্যুতা।

'হুরাসের কাছে প্রার্থনা কর যেন আমরা টর্ককে অনুসরণ করতে প্ররোচিত করাতে পারি এবং উপত্যাকায় প্রবেশ করাতে পারি।' নেফার ফিসফিস করল। 'যদি সে টোপটা না গেলে এবং পরিবর্তে অরক্ষিত শহরটা দখল করে নেয় তাহলে সে আমাদের পানি এবং ঘাস বঞ্চিত করবে। আমরা তখন বাধ্য হব যুদ্ধ করতে খোলা ময়দানে বেরিয়ে আসতে যেখানে সে প্রতিটা সুবিধা পেয়ে থাকবে।'

টাইটা কিছুই বলল না। সে সোনার মাদুলিটা ঠোঁটে চেপে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার চোখ উপরের দিকে ঘুরল এমন ভঙ্গিতে যা নেফার খুব ভালো করেই চেনে।

শত্রুরা এখন অনেক কাছে কারণ নেফার চলন্ত যানের ভিড় থেকে টর্কের রথ চিনতে সক্ষম হল। টর্ক তার প্রধান সৈন্য দলের কেন্দ্রস্থলে ছিল, তার প্রতি পাশে দশটা করে রথ, উপত্যকাকে এপাশ ওপাশ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট চওড়া সম্মুখ। তার পিছনে তার বাকি রথগুলো সুগঠিত। ধুলা তার চারপাশে শান্ত হল এবং একটা ভয়ংকর নিরবতা তাদের উপর নেমে এল। একমাত্র শব্দ ছিল পলায়নরত উচ্ছৃঙ্খল জনতার বকবকানি ও কোলাহল তাদের সম্মুখস্থ সরু উপত্যকার ভেতরে।

'এসো, টর্ক উরুক!' নেফার বিড় বিড় করে বলল। 'আক্রমণ করতে আদেশ দাও! ঐতিহাসিক স্থানটার দিকে এগোও!'

অগ্রগামী রথের বিশাল বাহিনীর সামনে ইশতার দি মেডি টর্কের বিশাল দেহের পাশে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। এতো কৃশকায় যে টর্কের দাঁড়িতে লাগানো ফিতের নিচে পড়ে রয়েছে ইশতার।

'বাতাসে ওয়ারলকের গন্ধটা তীব্র, মনে হচ্ছে দশ দিনের পচা কোন বস্তু।' তার কণ্ঠ তীক্ষ্ণ শোনাল। জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে উপরে আকাশে ভেসে থাকা মেঘের দিকে তাকাল একবার। একটা অনুভূতি তার চেহারায় খেলা করতে দেখা গেল। 'সে ওখানে একটা শিকারী পশুর মতো অপেক্ষা করছে। আমি তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি। উপরে তাকান, মহান ফারাও!'

টর্ক এতো চিন্তিত ছিল যে, আকাশের দিকে দৃষ্টি দিতে তার কষ্ট হল। শকুনগুলো অনেক নিচে নেমে এসেছে। টর্ক উপত্যকার পিছনে দূরে তাকাল। কিন্তু

শত শত শকুন আকাশ ও ভূমির মধ্যবর্তী স্থানে ছড়িয়ে ছিল, সে দ্বিধান্বিত হয়ে গেল।

উপত্যকার পাশে ছড়িয়ে থাকা পাথরের আড়াল থেকে নেফার তাকে দেখছিল। এখন সে আরো কাছাকাছি, সে তার চেহারার অভিব্যক্তিগুলো স্পষ্ট পড়তে পারছিল।

'এগোও টর্ক!' নেফার বিড়বিড় করল প্রার্থনার মতো করে। 'আক্রমণ করতে বল। তোমার আর্মিকে উপত্যকায় প্রবেশ করতে বল।' সে টর্ককে দ্বিধান্বিত হতে দেখল এবং অস্থিরতায় সে হাত কচড়াচ্ছিল। মাথা ঘুরিয়ে টর্ক পাশে থাকা শীর্ণকায় ইশতারের দিকে তাকাল।

মেডির নীল চেহারাটা উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইছে। সে টর্কের বর্মের উপর হাত রেখে বলল, 'এটা একটি ফাঁদ, ওয়ালকের তৈরি। আপনি যদি আগে কখনও আমাকে বিশ্বাস নাও করে থাকেন এখন অবশ্যই তা করতে হবে। চারপাশের বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ এবং চক্রান্তের আভাস। টাইটার যাদুর জাল আমার মুখে বাদুরের ডানার মতো ঝাপটা মারছে।'

টর্ক তার দাঁড়ি ইতস্ততভাবে ঘষতে লাগল, রথের সারি তার নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পাহাড়ের পাশে নেফার চোখ সরু করে তাকিয়ে রইল, পাশ ফিরে সে তার ছদ্মবেশী সৈন্যদের দেখল। মূল্যবান সময়গুলো পার হয়ে যাচ্ছে। 'টর্ককে কি আটকে রেখেছে? সে কি আক্রমণের নির্দেশ দিবে না?' নেফার উত্তেজনায় স্বর উঁচু করল। 'যদি সে এখন আক্রমণ না চালায়...!'

'উপত্যকার মাথায় তাকাও।' টাইটা তার চোখ না খুলেই বলল। বিরক্ত হয়ে নেফার তার কথামতো তাকাল এবং ভয়ের একটা শিহরণ তার হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল।

'এ অসম্ভব!' সে বিস্ময়ে বলল।

উপত্যকার শেষ প্রান্তে উঁচুতে, কিন্তু টর্কের রথ থেকে যা পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর সেখানে একটা উঁচু পাথর অবস্থিত। তার উপর একটি মানব মূর্তি দেখা গেল, একা। যা একটি মেয়ে মানুষের, যুবতী ও স্লিম। এ দূর থেকেও যা রাজকীয় কেউ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না, অ্যাপেপির রাজবংশের কেউ।

'মিনটাকা!' নেফার জোরে শ্বাস ছাড়ল। 'আমি তাকে আদেশ দিয়েছিলাম ম্যারন এবং মেরিকারার সাথে গেবেল নাগার যেতে।'

'আমরা জানতাম সে কখনও তোমার অবাধ্য হবে না।' টাইটা তার চোখ খুলে একটা উপহাস সূচক হাসি দিল।

'এটা তোমার কাজ।' নেফার তিক্ত কণ্ঠে বলল। 'তুমি তাকে টর্কের ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করছো। তুমি তাকে বিপদে ফেলছ।'

'যদিও আমি খামসিনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কিন্তু মিনটাকা অ্যাপেপিকে নিয়ন্ত্রণ করতে কখনও পারি না। সে যা করছে তা তার নিজের ইচ্ছাতেই।'

তাদের নিচে তখন টর্ক তার রথ সারিতে আদেশ দিল নিচের মানুষগুলোকে ছেড়ে গালালার ঝর্ণা দখল করতে, যেমনটা ইশতার তাকে বলেছে। তখন সে তার পাশে থাকা ইশতারকে বিড়বিড় করতে শুনল, 'কিছু একটা আছে, টাইটা জাল বুনেছে।'

টর্ক চারপাশে তাকাল দীর্ঘ উপত্যকা বরাবর। হঠাৎ তার চোখে উঁচু হলুদ পাথরের উপর দাঁড়িয়ে থাকা অবয়টা ধরা পড়ল। তাকে সে চিনতে পারল, সাথে সাথে তার ঘৃণা ও রাগ চরমে পৌঁছে গেল। 'মিনটাকা অ্যাপেপি!' সে ফোঁস করে উঠল। 'আমি তোর কাছে আসছি, বেশ্যা মাগী। আমি তোকে মৃত্যুর পথে পৌঁছে দেব।'

'এটা একটি যাদুর মায়া ফারাও! নিজেকে ওয়ারলকের ফাঁদে পড়তে দিয়েন না।'

'এটা কোন যাদু নয়,।' টর্ক দাঁত চেপে বলল। 'আমি তোমাকে এর প্রমাণ দেবো যখন তার উষ্ণ দেহে আমার তলোয়ারটা ঢুকাবো এবং সেখান দিয়ে রক্ত বের হবে।'

'ওয়ারলক আপনাকে মায়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। চারদিকে আমি মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাচ্ছি।' কথাটা বলেই ইশতার পাদানি থেকে নেমে পালাতে চাইল। নাজা তার কাঁধ শক্ত করে ধরে ফেলল। 'না, ইশতার! আমার পাশেই থাকো। তুমি এর প্রমাণ পাবে।' তারপর টর্ক তার পরবর্তী আদেশ দিল। 'সামনে চল! আক্রমণ!'

'টর্ক অবশেষে আদেশ দিল।' নেফার নরম স্বরে বলল। 'কিন্তু কি লাভ? যদি সে মিনটাকাকে ...' সে বেশি ভাবতে পারল না।

'এখন তোমার লড়াই করার মতো কিছু একটা রয়েছে।' টাইটা শান্তভাবে বলল।

নেফার মিনটাকার জন্যে প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করল এবং তা তার মনে ক্রোধ সৃষ্টি করল। সে পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে এল এবং রথের বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের সামনে এসে দাঁড়াল। টর্ক ও তার বাহিনীর পুরো মনযোগ তখন অসহায় শিকারের দিকে, মিনটাকার দিকে। তার লম্বা অবয়টা কেউ লক্ষ্য করল না। কিন্তু নেফারের প্রতিটি লোক তাকে দেখতে পেল, যারা উপত্যকার বিভিন্ন পাথরের আড়ালে ছিল। নেফার তার তলোয়ারটা মাথার উপর তুলে উঁচু করল এবং শেষ রথটা নিচে নেমে আসতেই সে তা নিচু করলো সংকেতে। তার সংকেত পেতেই পাহাড়ের উপর থেকে ওয়াগনগুলো যাদের শুধু চাকা লাগানো তা তার লোকেরা ছেড়ে দিল, ওগুলো আগে থেকেই তৈরি ছিল। দু'পাশ থেকে ওগুলো প্রচন্ড গতিতে নিচে নেমে আসতে লাগল।

ইশতার চিৎকার দিয়ে উঠতেই টর্ক মিনটাকার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পাশে তাকাল এবং তার বাহিনীকে ছিন্ন বিছিন্ন করতে যানগুলোকে নেমে আসতে দেখল।

'পিছনে!' সে চিৎকার করে উঠল। 'পিছনে ফিরে চল।' কিন্তু রথীরা তাদের রথ থামাতে ব্যর্থ হল।

প্রথম ওয়াগনটা সারির মাথায় ভেঙ্গে পড়ল। হট্টগোল, চিৎকার এবং কাঠ ভাঙ্গার শব্দে চারপাশ নরকে পরিণত হল। দু'পাশ থেকে ওয়াগনগুলো তাদের উপর নেমে আসছিল, উঁচু থেকে নামায় তাদের গতিও ছিল বেশ।

টর্কের কিছু লোকজন লাফিয়ে পালাতে চাইল। কিন্তু তাদের ভারি বর্মের কারণে তারা তা সময় মতো পারল না। কারো মাথা, কারো পা, হাত টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এমন সময় পাথরের আড়াল থেকে নেফারের লোকজন যারা বেঁচেছিল তাদের দিকে বর্শা নিক্ষেপ শুরু করল।

টর্ক চারপাশে তাকাল এবং ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজল। ভাঙা ওয়াগনের জঞ্জাল তার সামনের পথ রোধ করে আছে। পিছনে এতো ভীড় যে এগোবার উপায় নেই, এ দিকে তীর এবং বর্শা বৃষ্টির মতো চারপাশে বর্ষিত হচ্ছে।

টর্কের এই অমনযোগের সুযোগে ইশতার চুপিসারে পাদানি থেকে নেমে পড়ল এবং রথের সারি, ঘোড়া, মানুষদের কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে পালাতে লাগল।

টর্ক সামনে আবার তাকাতেই দেখতে পেল মিনটাকা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

সে সাথে সাথে খাপ থেকে একটা তীর তুলে নিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার সিদ্ধান্তটা পাল্টাল, 'না! এই বেশ্যার জন্যে তীর হবে বড় বেশি সম্মানের। আমি নিজ হাতে তাকে গলা টিপে মারবো।'

সে তলোয়ারটা হাতে নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নামল। ঘোড়ার নিচ দিয়ে দৌড়ে বের হয়ে এল, নেফারের দুই জন লোক তখন পাথরের আড়াল থেকে লাফিয়ে তার দিকে ধেয়ে এল। কিন্তু তার তলোয়ারের সামনে তারা দাঁড়াতে পারল না। সে মেয়েটির জন্যে এতো ক্ষুধার্ত যে কোন কিছুই তাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।

নেফার দেখতে পেল টর্ক ফাঁদ থেকে বের হয়ে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে সামনে চলেছে। 'দৌড়, মিনটাকা! পালাও!' সে তার উদ্দেশ্যে চিৎকার দিল।

টর্কও তার চিৎকার শুনল এবং উপরে তাকাল, 'তুইও আয়, বাচ্চা ছেলে, আমার তলোয়ারে যথেষ্ট ধার করার দু'জনের জন্য।'

দৌড় না থামিয়েই নেফার তার হাতের বর্শাটা নিক্ষেপ করল, কিন্তু টর্ক সহজেই তা হাত দিয়ে সরিয়ে দিল। অস্ত্রটা বাধা পেয়ে দূরে সরে গেল, যা মিনটাকার পায়ের কাছে পাথরটার উপর গিয়ে শব্দ করে পতিত হল। মিনটাকা কোন পাত্তা দিল না।

মুহূর্তের জন্য অস্ত্রটা টর্কের গতি থামিয়ে দিয়েছে এবং নেফার দ্রুত লাফিয়ে তার পাশে চলে এল। নেফারের ক্রোধ থেকে বাঁচতে টর্ক প্রতিক্ষার জন্যে হাত

তুলল এবং ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। ডান হাতে ব্রোঞ্জের তলোয়ারটা তুলে সে বলল, 'আয় খোকা! তোর দ্বৈত মুকুটের স্বাদ মিটিয়ে দেই।'

নেফার এগিয়ে এল, টর্ক তার দিকে তলোয়ার চালাল এবং নেফার পাশ কাটিয়ে আঘাতটা এড়াল।

নেফারের লোকজন দেখতে পেল নেফার যুদ্ধ করছে। যারা আড়ালে ছিল তারা সবাই বেড়িয়ে এসে যাকে সামনে পেল ধরাশায় করতে লাগল। চারিদিকে প্রচন্ড হট্টগোল লেগে গেল।

নেফার টর্কের নিতম্ব বরাবর যেখানে বর্মটা একটু উঠানো ছিল তা লক্ষ্য করে আঘাত হানল। টর্ক ওটা ফেরাতে উদ্যোত হতেই নেফার দ্রুত তার মুখ বরাবর আঘাত করল। আঘাতের শক্তি ও দ্রুততায় টর্ক হতভম্ভ হয়ে গেল। মাথা ঝাকিয়ে সে সরে গেলেও হেলমেটের খোলা অংশ দিয়ে নেফারের তলোয়ারের ফলা তাঁর কপাল স্পর্শ করল এবং সে অনুভব করল সেখান দিয়ে রক্ত ঝরছে। আঘাতটা তাকে পাগল করে দিল, সে গর্জে উঠে নেফারের দিকে তেড়ে এল। চতুর্দিক থেকে আঘাত করতে লাগল সে। নেফার আঘাতগুলো এড়াতে পিছু হটতে বাধ্য হল এবং এক সময় মিনটাকার কাছাকাছি হলো যেখানে সে দাঁড়িয়ে।

জানে এভাবে সে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না টর্কের ঐ ভয়ংকর ক্রোধের সামনে। এ ধরনের লড়াইয়ে খুব কম লোকই টর্কের সামনে দাঁড়াতে পারে।

টর্কের আঘাতগুলো ছিল যেন অপ্রাকৃতিক। নেফার অনুভব করল যেন সে প্রচন্ড কোন ঝড়ের কবলে পড়েছে। নেফার জানে এ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হল দ্রুত গতিতে পাশ ফিরে সুবিধে মতো অবস্থান নেওয়া। কিন্তু তার পিছন দিকে পাথরের প্রাচীর।

হত্যার তৃষ্ণা যেন টর্ককে পাগল করে তুলেছে। নেফারও প্রাণপণে তার আঘাতগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছিল। নেফারের পিছন পাথরে ঠেকল। তার শেষ চেষ্টা দিয়ে সে বাঁচার চেষ্টা করল।

তখন নেফার শুনল মিনটাকা যেন কিছু বলতে চাইছে চিৎকার করে। কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারল না, সে সামনেও এগুতে পারছে না। ক্রমশ টর্ক তার আরো নিকটে চলে এল এবং বুকে বুক ঠেকিয়ে তাকে পরাস্ত করতে চাইছে।

নেফারের দুর্বল হাত থেকে তার তলোয়ার পিছলে গেল। টর্ক তখন দু'হাতে তার তলোয়ার মাথার উপর তুলল, নিশ্চিত নেফারকে মৃত্যুর দেশে যা পাঠিয়ে দেবে। আঘাতটা নেফারের মাথা বরাবর নেমে আসছিল, কিন্তু হঠাৎ তা মাঝপথে থেমে গেল। তার দৃষ্টি বিস্ফোরিত এবং সতর্ক। নেফার চোখ বন্ধ করে আঘাতের অপেক্ষা করছিল। দেরি দেখে চোখ খুলল। দেখল মাঝ পথেই তার তলোয়ার থেমে গেছে এবং টর্ক একটি হাত তার পিছনের পিঠ বরাবর ধরে আছে গলার কাছটায়। তারপর হাতটা সামনে নিয়ে এল আবার, তাতে রক্ত মাখা। কিছু বলার জন্য সে মুখ খুলল, কিন্তু রক্তের দুটি ধারা তার মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল

এবং ধীরে ধীরে সে নেফারের দিক থেকে পিছনে ঘুরল। ঘুরে মিনটাকাকে দেখতে পেয়ে টর্ক চমকে উঠল, যে তার সামনে পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে।

অবিশ্বাস্য অনুভূতিতে নেফার দেখতে পেল একটা বল্লম টর্কের পিঠের উপরে ঠিক গলার নিচে বিদ্ধ।

যখন সে দেখল যে নেফার নিচে ফাঁদে পড়ে গেছে তখন মিনটাকা বর্শাটা তুলে নেয় যা নেফার টর্ককে নিক্ষেপ করেছিল এবং বাঁধা পেয়ে তার পায়ের কাছে এসে পতিত হয়। তারপর নিচে নেমে পেছন থেকে সরাসরি অস্ত্রটা টর্কের ব্রোঞ্জের হেলমেটের নিচে গলা বরাবর চালিয়েছে।

মূর্তির মত নিশ্চল দাঁড়ানো টর্কের মুখের ভেতর থেকে রক্তের ধারা অবিরত বইতে লাগল। সে তলোয়ারটা ফেলে গলা ধরে বসে পড়ল ও সে কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু রক্তের ধারায় তা চাপা পড়ে গেল।

মিনটাকা ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠল যখন টর্ক লাফিয়ে উঠে তাকে ঝাপিয়ে ধরল। নেফার তার পায়ের উপর দুলে উঠল। সে টর্কের ফেলে দেয়া তলোয়ারটা তুলে নিল। মিনটাকার চিৎকার তাকে নতুন করে শক্তি জোগাল যেন, বিশেষ করে তার তলোয়ার ধরা হাতটায়।

প্রচন্ড ক্রোধে সে তলোয়ারটি টর্কের বুক বরাবর স্থির করে চালাল। টর্ক কেঁপে উঠল এবং মিনটাকাকে ফেলে দিল। ভয়ে মিনটাকা সরে এল এবং নেফার আবার ফলাটা বের করে বুকের মাঝখান দিয়ে পুনরায় ঢুকিয়ে দিল সজোরে।

পায়ের উপর দুলে উঠে টর্ক নেফারের দিকে ঘুরল এবং তার দিকে এগিয়ে আসতে চাইল দু'হাত বাড়িয়ে। নেফার তখন তলোয়ারটা তার গলা লক্ষ্য করে চালাল এবং টর্ক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ফলাটা চেপে ধরে। নেফার টান দিয়ে ওটা বের করে নিতেই টর্কের হাতের মধ্য দিয়ে রক্তের অবিরত ধারা বইতে দেখা গেল। মুখটা মাটি বরাবর দিয়ে সে ধপাস করে পড়ে গেল।

নেফার হাত থেকে তলোয়ারটি দূরে ফেলে দিল এবং ঘুরে দেখতে পেল মিনটাকা একটি পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। প্রচন্ড ভয় পেয়েছে সে। বিপদ কেটে গেছে, মিনটাকা ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠল, এখনও সে কাঁপছে, 'আমি ভেবেছিলাম সে তোমাকে মেরেই ফেলবে।'

'সে তা প্রায়ই করে ফেলেছিল'; নেফার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'কিন্তু তোমার জন্যে পারে নি, এই জীবনের জন্যে আমি তোমার কাছে ঋণী।'

'অসহ্যনীয়!' মিনটাকার কণ্ঠ কেঁপে উঠল। 'আমার মনে হচ্ছিল সে কখনও মরবে না।'

'সে একজন দেবতা', নেফার হাসার চেষ্টা করল, 'তাই একটু দেরিতে সে মরল আর কি।'

যুদ্ধের শব্দে সম্বিত ফিরে এল তাদের। টর্কের লোকজন তাদের ফারাও-এর মৃত্যু দেখতে পেয়েছে। তারা যুদ্ধ থেকে পালাল এবং আত্মসমর্পণ করল অনেকে। তারা সবাই ফারাও নেফার সেটির প্রশংসায় তার আনুগত্য স্বীকার করল।

বিজয়ের আনন্দে তাদের ক্ষমা করে দিল নেফার। সে চিৎকার করে আদেশ করল শক্তি ফিরে পেয়ে, 'তাদের জন্যে কোয়ার্টার বরাদ্দ করো। তারা আমাদের মিশরীয় ভাই। অফিসারদের এবং সৈন্যদের নিজ নিজ মর্যাদা মতো সুবিধে দাও।'

টর্কের লোকজন যারা তার আনুগত্য প্রকাশ করল তাদের নিয়ে নেফারের শক্তি এখন প্রায় তিন গুণ বেড়ে গেছে।

তারপর সে এক দল সৈন্যকে সাফাগা অভিমুখে পাঠাল টর্কের বাকি ঘোড়াগুলো এবং পানির ওয়াগনসমূহকে রাজধানী গালালায় নিয়ে আসতে।

নেফার তার শেষ আদেশটা দিয়ে যখন মিনটাকা সহযোগে শহরের তোরণ দিয়ে প্রবেশ করছিল তখন নিচু কণ্ঠে মিনটাকাকে বলল, 'টাইটা কোথায়? ম্যাগোসকে কি কেউ দেখেছে?' কিন্তু টাইটা যেন উধাও হয়ে গিয়েছে।

টাইটা পাথুরে ভূমির উপর থেকে যুদ্ধটা দাঁড়িয়ে দেখছিল। অন্য কেউ লক্ষ্য না করলে তার দৃষ্টি এড়াল না ইশতার দি মেডিকে। পলায়ন পর খরগোশের মতো সে পাথরের আড়ালে আড়ালে পালিয়ে যাচ্ছিল।

টাইটা তাকে পলাতে দিল। তাকে পরেও ধরা যাবে।

অনেক আগে যেদিন টাইটা দূর থেকে মিনটাকাকে দেবীর সামনে কোবরার হাত থেকে রক্ষা করেছিল সে দিন থেকে সে মিনটাকাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন করে।

আজ সে মিনটাকাকে তার ক্ষমতা বলে টর্কের টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে। সে জানত তার প্রতি টর্কের ঘৃণা কতটুকু।

আজ সে এ কাজটা না করলে যুদ্ধের ফলাফল হয়তো উল্টা হতো।

যখন রেড রোডের ভ্রাতারা নেফারকে নিয়ে বিজয়োল্লাস করে এগিয়ে চলছিল তখন কেউ আর তার বিষয়ে মনোনিবেশ করল না।

সে তখন ইশতারের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে গেল। তার মন খুলতেই বাতাসে মেডির ছায়া অনুভব করল। সে তার ফেলে যাওয়া চিহ্ন দিয়ে এগুলো।

ইশতার নিজেকে আড়াল করতে তার যাদু প্রয়োগ করেছে। টাইটা চোখ বন্ধ করে তাকে খুঁজল।

'পানির থলে', সে বিড়বিড় করল এবং সামনে তাকাতেই থলেটা সে দেখতে পেল। তুলে নিয়ে দেখল খালি ওটা। আরও দূর গিয়ে সে আরেকটি খালি পাত্র পেল। পানির থলে নিয়ে ইশতার গালালার পথ ধরেই এগিয়েছে।

রাত নেমে এল, কিন্তু টাইটা থামল না। মাঝে মাঝে মেডির চিহ্ন হারিয়ে যাচ্ছিল।

মেডিও অনুভব করল কেউ তার পিছু নিয়েছে। সে আর কেউ নয় স্বয়ং টাইটা। যাদু বলে সে বুঝল টাইটা অতি নিকটে। সে যাদুর জাল বুনল এবং টাইটাকে ভুল পথে চালনা করল।

বেশ কিছু দূর এগুবার পর টাইটা মেডির চিহ্ন হারিয়ে ফেলল। অনেক চেষ্টা করেও সে তার গন্ধ বাতসে পেল না। চোখ বন্ধ করে সে তার অনুভূতিসমূহ এক করল এক মনে। সব কিছু অস্পষ্ট। সাথে সাথে সে বুঝল যে এটা মেডির যাদুর প্রভাব এবং তাকে সে ভুল পথে চালিত করেছে।

'শিকারের এতো কাছাকাছি আমার আরো বেশি সচেতন থাকা উচিত ছিল, মেডি আমাকে চিহ্নিত করেছে।'

সে থলে থেকে একটু পানি পান করল, তারপর সাবধানতায় সামনে আগে বাড়ল। সে তার লাঠি দিয়ে সামনে নির্দেশ করল এবং ধীরে ধীরে তা এপাশ ওপাশ দোলালো। সে লাঠির নির্দেশিত পথ অনুসরণ করল এবং তার সামনে দেখল, চাঁদনী রাতে ঝিক ঝিক করছে রাস্তার পাশে বিবর্ণ পাথরের একটা বৃত্ত।

'মেডির একটা উপহার', সে জোরে বলল, বিতৃষ্ণা তাকে আবার জেকে ধরল।

সে তার লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করে প্রচন্ড শক্তিতে বলল,

'নকিউব!' তার বিতৃষ্ণা কমে গেল, এবং সে বৃত্তটার কাছাকাছি গেল।

এটা যথেষ্ট জরুরি নয় যে আমাকে তার মন্ত্র ভাঙ্গাতে হবে। সে গম্ভীরভাবে চিন্তা করল, আমি এটা মেডির উপরেই ঘুরিয়ে দেব।

সে তার লাঠির ডাল ব্যবহার করে একটা নুড়ি পাথর বৃত্ত থেকে সরল ও এটার শক্তি নষ্ট করল। এবার সে বৃত্তটার পাশে বসল আসন করে। কোন ক্ষতির সম্মুখীন না হয়ে কোন নুড়ি স্পর্শ না করেই সে কাছাকাছি ঝুকে গেল এবং তাদের গন্ধ শুকল। মেডির গন্ধ তাদের উপর জোরালো এবং সন্তুষ্টিতে হাসল সে।

'সে খালি হাতে তাদের স্পর্শ করেছি।' টাইটা ফিসফিস করে বলল। ইশতার তার ঘামের চিহ্ন তাদের উপর ফেলে গিয়েছে। টাইটা ঐ ক্ষুদ্র স্রোতধারা ব্যবহার করতে পারবে। সতর্ক রইল একই ভুল সে না করতে। সে তার লাঠির ডাল দিয়ে নুড়িগুলোকে সরাল এবং তাদের অন্য একটা প্যাটার্ন দিল– একটা তীরের মাথা ঐ দিকে যে দিকে ইশতার গিয়েছে। সে থলে থেকে মুখ ভর্তি পানি নিয়ে তা নুড়ির মধ্যে ফেলল যেগুলো ভিজে চকচক করল চাঁদের আলোয়। তারপর সে তার লাঠিটা বল্লামের মত তীরের মাথা সেদিকে নির্দেশ করেছে সেদিকে নির্দেশ করল।

'খাইদাস!' যে চিৎকার করল এবং অনুভব করল যে কানের পর্দায় চাপ পড়ছে যেন সে সমুদ্রের অনেক গভীরে ডুবে গিয়েছে। এটা অসহনীয় হওয়ার আগেই ধীরে ধীরে তা কমতে শুরু করল এবং সে একটা ভালো লাগা ও সন্তুষ্টি অনুভব করল। এটা অবশেষে সে তা মেডির উপর ঘুরিয়ে দিয়েছে।

এক ক্রোশ সামনে ইশতার রাস্তা ধরে দ্রুত চলছে। সে এখন অনুসরণ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। সে এখন আত্মবিশ্বাসী, যে বাঁধা সে রাস্তায় স্থাপন করেছে তার অধিকাংশ লোকদের থামায়। কিন্তু সে জানে এটা টাইটাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না।

হঠাৎ সে দুলে উঠল এবং দুই হাতে কান ঢাকল। ব্যথা বাড়ছিল, যেন একটা লাল গরম চাকু তার কানের গভীরে আঘাত করছে। সে আর্তনাদ করে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। 'এটা ওয়ারলক', সে ফুঁপিয়ে উঠল। ব্যথাটা এতো তীব্র যে সে পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারল না। 'সে তার আমার উপরেই তা ঘুরিয়ে দিয়েছে।'

কাঁপা কাঁপা হাতে সে বেল্টের ঝোলাতে হাত বাড়াল এবং তার সবচেয়ে ক্ষমতাধর মাদুলি বের করে আনল, এতো ফারাও ট্যামোসের একটা সন্তানের যে জন্মের পরেই হলুদ ফুলে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল, তার একটা শুকনো মমি করা হাত। ইশতার এটা ছোট প্রিন্সের কবর থেকে চুরি করেছে। হাতটা কালো এবং বানরের থাবার মতো হয়ে আছে।

সে এটা তার যন্ত্রণা কাতর মাথার কাছে ধরল এবং অনুভব করল ব্যাথাটা কমতে শুরু করেছে। সে অস্থিরভাবে দাঁড়াল এবং পা টেনে টেনে নাচতে শুরু করল, মন্ত্র পড়ল এবং আর্তনাদ করল, তার কানের ব্যথা চলে গেল। সে বাতাসে শেষ লাফটা দিয়ে যে পথে সে এসেছে সেদিকে ফিরে দাঁড়াল, কাছে কোথাও সে ওয়ারলকের উপস্থিতি অনুভব করল, গ্রীষ্মের বজ্রপাতের হুমকির ন্যায়।

সে তাদের জন্যে একটা ফাঁদ পাতার চিন্তা করল, কিন্তু জানে টাইটা তা তার উপর ঘুরিয়ে দিবে। 'আমাকে সরে যেতে হবে এবং আমার পথ লুকাতে হবে।' সে সিদ্ধান্ত নিল এবং ঘুরে রাস্তা বরাবর দৌড় দিল যতোটুকু সম্ভব।

সে একটা কঠিন রাস্তা বেছে নিল, তার উপর এমনকি টর্কের সৈন্যরাও কোন চিহ্ন ছেড়ে যেতে পারে নি।

সে তার বাম তর্জনী দিয়ে পাথরের উপর মারডুকের সংকেত হালকা করে আঁকল, ওটার উপর থু থু দিল এবং প্রভুর তিনটা লুকানো নাম উচ্চারণ করল যা তাকে হাজির করতে পারবে।

'আমার শত্রু থেকে আমাকে লুকান, মহান মারডুক। আমাকে নিরাপদে আপনার ব্যাবিলনের মন্দিরে নিয়ে যান, এবং আমি আপনার সবচেয়ে পছন্দের বলি দিবো।' সে ওয়াদা করল। মারডুক সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে ছোট মেয়েকে তার চুল্লীতে পাঠানো। ইশতার এক পায়ে দাড়িয়ে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ কদম লাফিয়ে পিছনে এল, মারডুকের রহস্যময় সংখ্যা যা শুধু তার ভক্তরাই জানে। তারপর সে

একটা তীক্ষ্ণ বাক নিয়ে ডানদিকে মোড় নিল উত্তরের বন বরাবর। সে দ্রুত এগোতে লাগল, তার ও আর অনুসারীর মাঝে দূরত্ব বাড়ালো চেষ্টা করল।

টাইটা সেই স্থানে এল যেখানে ইশতার তার রাস্তা লুকিয়েছে এবং হঠাৎ থেমে গেল, যে আভাসটা একটু আগেও খুব শক্তিশালী ছিল তা হঠাৎ বিলীন হয়ে গেল উদিত সূর্যের তাপে কুয়াশার ন্যায়। মেডির কোন গন্ধ না স্বাদ কোনটাই নেই। সে রাস্তায় আর একটু গেল, কিন্তু দেখল রাস্তাটা শূন্য ও শীতল। দ্রুত সে যেখানে ইশতারে আভা হারিয়েছিল সেখানে এল। ইশতার শুধুমাত্র লুকানোর জন্য সময় নষ্ট করেনি। সে জানে যে ছাই অথবা পানি ও রক্ত আমাকে কদাচিৎ থামাতে পারলে। সে ভাবল।

সে আকাশের দিকে তাকাল এবং দেখল তারা খচিত আকাশের মাঝে একমাত্র লাল তারা দিগন্তে নিচু হয়ে আছে যা দেবী লসট্রিসের তারা। সে মাদুলিটা নিয়ে দেবীর প্রশংসায় মন্ত্র পড়তে শুরু করল। প্রথম অংশ শেষ না করতেই একটা রাগান্বিত অচেনা উপস্থিতি অনুভব করল। অন্য একটা প্রভুকে এ পথে আহ্বান করা হয়েছে এবং যেহেতু সে ইশতারকে জানে তাই অনুমান করতে পারল এটাকে। সে প্রশংসার দ্বিতীয় স্তবক শুরু করল এবং তার সামনের খালি পাহাড়ে একটা ঝলক গঠিত হতে লাগল, মারডুকের মন্দিরের চুল্লীতে কপারের দেয়ালের মতন যখন বলির আগুন জ্বলছিল।

মারডুক মুখোমুখি হল এবং তার রাগ দেখাল, সে সন্তুষ্টি নিয়ে ভাবল। সে ক্ষীণ রক্তিম আভার উপর দাঁড়াতে গেল এবং বলল, 'তুমি তোমার নিজের ভূমির মন্দির থেকে এতো দূরে চুল্লীর মারডুক। এ মিশরে অল্প কয়েকজন তোমাকে পূজা দেয়। তোমার ক্ষমতা শেষ। আমি দেবী লসট্রিসকে আহ্বান করেছি এবং তুমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না।'

সে তার স্কার্ট খুলে ফেলল, 'আমি তোমার আগুন নিকুচি করি, মারডুক।' সে বলে চলল, এবং একজন মহিলার মতো করে বসে সে পাথরের উপর প্রসাব করল। 'দেবী লসট্রিসের নামে, মারডুক সরে যা এবং আমাকে যেতে দে।'

পাথরটা দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে গেল এবং যখন বাষ্প মিলিয়ে গেল, সে আরো একবার মেডির ছায়াময় চিহ্ন চিহ্নিত করতে পারল, সে পর্দাটা যা ইশতার ছাড়িয়েছে তা ছিন্ন ও বিদীর্ণ হয়ে গেল, টাইটা তার মধ্যে দিয়ে এগোল এবং আবার তাকে অনুসরণ করল।

দিগন্ত বিবর্ণ হয়ে পূর্বে আলো সোনালী রশ্মিতে পরিণত হল। টাইটা জানে যে সে দৃঢ়ভাবে তা অর্জন করছে এবং সে চোখ বড় বড় করে বাড়ন্ত আলোর মধ্যে

তাকাল তার শিকারকে দেখতে। সে দ্রুত থেমে গেল। তার পায়ের কাছে একটা গভীর খাদ, যার তীক্ষ্ম পার্শ্বগুলো অনেক নিচে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। কোনো মানুষ ঐ গভীরতা মাপতে পারবে না এবং এই বাঁধার চারপাশে কোন রাস্তা নেই, টাইটা অন্য পারটা দেখল। এটা কমপক্ষে ১০০০ কদম দুরে এবং পাড়টা আরো বেশি ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

অনেকগুলো শকুন তলহীন খাদের উপর অনেক উঁচুতে উড়ছিল। টাইটা সম্মানিত সূচক মাথা নাড়ল। 'চমৎকার, ইশতার।' সে বিড়বিড় করল। 'এমন কি শকুনগুলোও একটা দক্ষ স্পর্শ। আমি এর উৎকর্ষ সাধন হয়তো করতে পারব না, কিন্তু এ রকম একটা প্রয়াস শক্তি বিধায় ব্যয় কারক। এটা তোমার অনেক শক্তি ক্ষয় করেছে।'

টাইটা পর্বতের কিনারা থেকে সরে এল এবং ফাঁকা স্থানে না চলে সে অন্য পথে গেল।

খাদ আর নেই এবং ওটার স্থান পাথুরে ভূমির মতো সমতল পথ। নিচু অন্য পারের ছায়া এখনো নীল। এই সমতলের মাঝপথ ৫০০ কদমও দূরে নয়, ইশতার দাঁড়িয়ে আছে। সে দুই হাত মাথায় তুলে টাইটাকে মোকাবেলা করছে, তার সৃষ্ট যাদু বজায় রাখতে পাগলের মতো চেষ্টা করছে। যখন দেখল সে ব্যর্থ এবং টাইটা তার দিকে এগিয়ে আসছে একটা রাগান্বিত জ্বিনের ন্যায় সে অসহায়ভাবে তার হাত নামিয়ে নিল, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে নরম শিলার পাহাড়ের দিকে ঘুরে পাথুরে ভূমির অন্য পাশে দৌড় দিল, তার পিছনের কাপড় তার পায়ের উপর দিয়ে ঘুরল।

টাইটা তাকে দীর্ঘ পদক্ষেপে অনুসরণ করল এবং যখন ইশতার পিছনে তাকাল তখন তার নীল চেহারায় এক উন্মাদ ভাব দেখা গেল। এক মুহূর্তের জন্য ভীত বিহ্বল ভাবে সে লম্বা চুলের অবয়বের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ঘুরে দৌড় দিল। এক মুহূর্তে সে টান দিল, ফাঁকা পড়ল তারপর দৌড় ধীরে হয়ে গেল এবং টাইটা তাকে নির্মমভাবে ধরল।

ইশতার তার কাঁধ থেকে পানির থলেটা ফেলে দিল এবং দৌড় দিল আরো সহজে কিন্তু সে টাইটার থেকে মাত্র কয়েকশ' কদম এগিয়ে। সে নিচু পাহাড়ের কাছে পৌঁছে একটা খাতের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টাইটা খাদের মুখে পৌঁছে সামনের পাথুরে রাস্তায় ইশতারের পায়ে চিহ্ন দেখতে পেল কিন্তু যেখানে খাতটা সম্পূর্ণ ডানে মোড় নিয়েছে সেখানে তা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। টাইটা তা অনুসরণ করল। কিন্তু যখন সে বিবর্ণ নরম শিলাটার কাছে পৌঁছল তখন সে বন্য পশুর গর্জন শুনল। ঘুরে দেখল যে খাজটা তার সামনে সরু হয়ে গিয়েছে এবং একটা চারপেয়ে জন্তু পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণীটা তার লেজ এপাশ-ওপাশ নড়ছে, একটা বিশাল পুরুষ সিংহ ওটা।

সিংহটার কেশর দাঁড়িয়ে গেল, একটা বিশাল ঝোপ প্রতি গর্জনে যা বাতাসে যেভাবে ঘাস নড়ে সেভাবে নড়ল। এর চোখ সোনালি ও মণিটা নির্মম কালো। পশুর গন্ধে রাতের গরম বাতাস সে ভারি হয়ে আছে।

টাইটা বালুময় মাটির দিকে তাকাল, যার উপর ওটার বিশাল থাবা গেথে আছে। সে ইশতারের পায়ের ছায় দেখতে পেল, কিন্তু সিংহের থাবার কোন চিহ্ন সেখানে ফেলেছিল না।

টাইটা তার গতি থামল না। সে মাদুলিটা তুলে ভয়ংকর প্রাণীটার দিকে এগিয়ে গেল। আক্রমণ করার পরিবর্তে ওটার গর্জন থেমে গেল সাথে সাথে। তার মাথায় বহিঃস্তর স্বচ্ছ হয়ে গেল এবং সে ওটার মধ্য দিয়ে খাতের পাথুরে দেয়ালগুলো দেখতে পারল। তারপর নদীর কুয়াশার মতো প্রাণীটা মলিন হলো ও হারিয়ে গেল।

টাইটা যেখানে ওটা দাঁড়িয়ে ছিল তার মধ্যে দিয়ে গেল এবং কোনটা ঘুরে এল। তার সামনে খাতটা আরো সরু হয়ে গিয়েছে এবং পার্শ্বগুলো পিচ্ছিল। এটা হঠাৎ একটা পাথুরে দেয়ালে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে।

ইশতার দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পাগলের মতো টাইটার দিকে তাকাল। চোখটা হলুদ ও লাল, পিউপিল কালো ও প্রসারিত। হিংস্র পশুটার দুর্গন্ধের চাইতেও তার ভয়ের গন্ধ জোরালো। সে তার ডান হাত তুলল এবং একটা দীর্ঘ হাড্ডিসার আঙুল টাইটার দিকে নির্দেশ করল। 'পিছু হট! ওয়ারলক!' সে চিৎকার করল। 'আমি তোমাকে সাবধান করছি।'

টাইটা তার দিকে হেঁটে গেল, সে আবার চিৎকার করল এবং একটা অদৃশ্য অস্ত্র টাইটার দিকে নিক্ষেপ করল। কিন্তু দ্রুত টাইটা লসট্রিসের মাদুলিটা তার চোখের সামনে ধরল এবং কিছু একটা মসৃণ গতিতে তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল অনুভব করল, উড়ন্ত তীরের ন্যায়।

ইশতার ঘুরল এবং পাথরের একটা সংকীর্ণ ফাঁকা দিয়ে দ্রুত বেগে দৌড় দিল তার পিছনে যা তার দেহ দ্বারা টাইটার কাছ থেকে লুকানো ছিল। টাইটা প্রবেশ মুখে থামল এবং পাথর ঠুকল। পাথর প্রকৃত আওয়াজ করল। সে ইশতারে পদধ্বনির প্রতিধ্বনিত হতে শুনল । টাইটা প্রায় নিশ্চিত যে এটা কোন ভ্রম নয় বরং একটা গুহাময় নরম শিলা, পর্বতের ফাটলের প্রকৃত মুখ।

টাইটা তার পিছে রওনা দিল, এবং দেখল সে একটা নিচু পাথুরে পথে সে চলছে যা সূর্যলোকে ক্ষীণ আলোকিত। তার সামনে গুহার মেঝে ঢাল এবং সে চলতে লাগল; সে সতর্কভাবে চলল। এখন বুঝল পথটা বাস্তব, মেডির জাদু নয়। যখন সে অন্ধকারে সামনে বাড়ল টাইটা তার পদক্ষেপ আবারো শুনল।

হঠাৎ টানেলটা একটা তীক্ষ্ম বাঁক নিল, যখন ঘুরল টাইটা নিজেকে একটা বৃহৎ গুহার মধ্যে পেল যার ছাদটা উঁচু। গুহার অপর পাশের দেয়ালে ইশতার জমাট,

গুটি মেরে আছে। পালানোর আর কোন পথ নেই। যখন সে টাইটাকে টানলের মুখে দেখল সে কান ফাটানো চিৎকার দিল ও বলল, 'দয়া করুণ মহান ম্যাগোস! আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বাধন আছে। আমার ভাই, আমাকে ছেড়ে দাও এবং আমি তোমাকে এমন রহস্য দেখাব যা তুমি কখনো স্বপ্নেও ভাবনি। আমি আমার সকল শক্তি তোমাকে দিয়ে দেব। আমি তোমার বিশ্বস্ত কুকুর হব। আমি আমার সারা জীবন তোমার সেবায় নিয়োজিত করবো।'

তার ওয়াদাগুলো এতো ঘৃণিত ছিল যে টাইটা তার সিদ্ধান্ত দ্বিধান্বিত হয়ে যাওয়া অনুভব করল। এটা ছিল তার মনের একটু সন্দেহ, কিন্তু ইশতার তার বর্মের একটু খানি তুলে তার বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনী দিয়ে একটা বৃত্ত আকল, মাডুকের চিহ্ন এবং চিৎকার করে কিছু বলল।

তার পিছন হতে টাইটা আর ঘাড়ে অ-বহনযোগ্য ওজন অনুভব করল। কোন অদৃশ্য দৈত অক্টোপাশ তাকে জড়িয়ে ধরেছে, তার বাহু তার পার্শ্ব ঠেসে ধরছে। তার কণ্ঠটাও খুব ভয়ানকভাবে চেপে ধরছে। সে মানুষের মাংসের ঝলসানো গন্ধ পেল। রাক্ষুসের আভা তার দম বন্ধ করে দিতে চাইছে। সে নড়তে পারল না। অন্যপাশে ইশতার নাচল ও তার ট্যাটু করা মুখ বীভৎসভাবে বিকৃত হয়ে গেল। 'তোমার ব্যর্থ দেবী তোমাকে এই মাটির গভীরে রক্ষা করতে পারবে না। তুমি আর বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না।' সে চিৎকার করল। 'আমাদের প্রতিযোগিতা শেষ। আমি তোমাকে ও তোমার সব জন্তুকে হারিয়ে দেব। ওয়ারলক! এখন তুমি মরবে।'

টাইটা উচু অন্ধকারময় গুহার ছাদের দিকে চোখ ঘুরালো এবং তার সব মনোযোগ দীর্ঘ উজ্জ্বল ছাদের উপর নিবন্ধ করল, সে তার নব শক্তি একত্রিত করল। তার লাঠি ডান হাতে তুলে উপরে নির্দেশ করল। তার ফুসফুসের শেষ দমটুকু দিয়ে সে চিৎকার করল, 'খাইদাস!'

বরফে চিড় ধরলে যেমন শব্দ হয় তেমন একটা শব্দ উপরে হল। শক্তির শব্দে ছাদ থেকে পাথর ভেঙে নিচের দিকে দ্রুত এল। নিজের অপ্রচুর ওজন দিয়ে তা ইশতারে কাঁধে আঘাত করল। তার ঘাড়ের জোড়ার কাছাকাছি। এটা ইশতারকে ছিন্ন ভিন্ন করে বেরিয়ে গেল। যখন ইশতার মুচড়ালো ও কাঁপল ও ভয়ংকরভাবে লাথি মারল, টাইটা তার কাঁধ ও গলা থেকে ওজনটা প্রশমিত হতে অনুভব করল। মারডুক হেরে গিয়েছে এবং টাইটা আবার নিশ্বাস নিতে পারল। পোড়া মাংসের গন্ধ চলে গেল। বাতাস আবার প্রাচীন ও অসাড় হয়ে ঠাণ্ডা হল, শুধু ফাংগাসের গন্ধ পাওয়া গেল।

টাইটা তার জিনিসগুলো তুলে নিল। 'তোমার জঘন্য প্রভুও তোমাকে তোমার কবর থেকে মুক্ত করতে পারবে না। চিরদিন এখানে শুয়ে থাক, ইশতার।' টাইটা বলল ও ঘুরে চলে এল। তার লাঠি পাথরে ঠুকতে ঠুকতে, সে গালালার পথে বেরিয়ে পড়ল।

বসন্তে তিনজন বার্তা বাহক ব্যাবিলনে পৌঁছাল।

ফারাও নাজা কাইফান ব্যাবিলনের প্রাসাদের সর্বোচ্চ ছাদের বাগানে সাক্ষাৎ করল তাদের সাথে। রাণী হেজারেটা তার পাশে সিংহাসনে বসা, গহনায় ভীষণ সজ্জিত ।

বার্তা বাহক সবাই ছিল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। যাদের ফারাও টর্ক পশ্চিমে চার মাস আগে নিয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের জীবন বাজি রেখে দিন রাত ধরে পাহাড়, মরুভূমি ও চূড়া পাড়ি দিয়ে এসেছে এবং তাদের শীর্ণ দেখাচ্ছে। এরা নিজেদের নাজার সিংহাসনে পায়ের কাছে ফেলল। 'সকল জয় আপনার, ফারাও নাজা, মিশরে সবচেয়ে মহান প্রভু।' তাদে সম্বোধনটা নাজা ও তার স্ত্রীর নিকট অস্বস্তিকর লাগল। 'আমরা ভয়ানক খবর নিয়ে এসেছি। আমাদের দয়া করুন। যদিও আমরা যা বলব তা আপনাকে অসন্তুষ্ট করবে। দয়া করুন এবং আমাদের উপর থেকে আপনার ক্রোধ সরিয়ে নিন।'

'বল!' নাজা কঠোরভাবে জানতে চাইল। 'আমি একাই বিবেচনা করব তোমাদের মাফ করব কি না।'

'আমরা ফারাও টর্কের খবর নিয়ে এসেছি। যিনি আপনার প্রভু ভাই এবং মিশরের দ্বৈত শাসক।' অফিসার বলল।

'বল!' নাজা আবার আদেশ দিল কারণ লোকটা দেরি করছে।

'গালালার মরুভূমিতে একটা বিশাল যুদ্ধ হয় ফারাও টর্ক উরুকের আর্মি ও দখলদার নেফার সেটির মধ্যে।' সে চুপ হয়ে গেল আবার।

'চালিয়ে যাও', নাজা উঠে দাড়াল।

বার্তাবাহক দ্রুত শুরু করল, 'কাপুরুষচিত কাজ ও ডাইনীবিদ্যা দিয়ে আমাদের ফারাও টর্ক উরুকের সৈন্যদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তাকে হত্যা করা হয়েছে। তার সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছে। যারা বেঁচে আছে তারা শত্রুদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং ভুয়া ফারাও নেফার সেটির জয়ধ্বনি তুলছে, সেথ তার উপর তার ক্রোধ বর্ষণ করুক। সেই শয়তান তার সব শক্তি নিয়ে এখন অ্যাভারিস অভিমুখে।'

নাজা তার সিংহাসনে ফিরে গেল এবং তার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইল। তার পাশে হেজারেট হাসল। সে নাজার বাহু স্পর্শ করল এবং তার দিকে ঝুকে তার কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'প্রভুদের কাছে প্রার্থনা করুন, এবং সকল জয়ধ্বনি শুধু মিশরের নিম্ন ও উচ্চ রাজ্যের একমাত্র শাসক ফারাও নাজা কাইফানের।'

নাজা কঠোর ও অভিব্যক্তিহীন থাকতে চাইল। কিন্তু আমি তার মুখে তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ফলার ন্যায় উচ্চারিত হল, 'তুমি এক ফারাও প্রভুর মৃত্যুর খবর

এনেছ। দুঃখ হচ্ছে এখন তোমার জন্যে, কারণ তুমি এখন এর চরম মূল্য দিতে যাচ্ছ।' সে দেহরক্ষীদের দিকে ইশারা করল। 'তাদের নিয়ে যাও এবং মারডুকের যাজকদের বলো তাদের চুল্লীতে বলি দিতে।'

যখন তাদের বাঁধা হল ও বলি দিতে নিয়ে যাওয়া হল তখন নাজা আবার দাঁড়াল এবং ঘোষণা করল, 'প্রভু ও ফারাও টর্ক উরুক মৃত। আমি তোমাদের সামনে ঘোষণা করছি আমি এই মিশরের একমাত্র মহান ফারাও, ফারাও নাজা কাইফান।'

'বাক-হার!' সকল নেতা ও ক্যাপ্টেনরা চিৎকার দিল, যারা সিংহাসনের চারদিকে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা তাদের তলোয়ার বের করল তাদের ঢলের সাথে আঘাত করে শব্দ করল, 'বাক হার! বাজা প্রভু নাজা কাইফান।'

'সবাইকে খবর দিন আমরা আজ দুপুরে যুদ্ধ সভায় মিলিত হব।'

তারপর এগার দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাজা সারগনের প্রসাদে বৈঠক করল কড়া নিরাপত্তার মাঝে। বারতম দিনে নাজা তার সেনা দলকে আদেশ দিল এবং ব্যাবিলন ও মিশরের সীমানার সকল জমিদার ও ছোট রাজাদের কাছে দূত পাঠাল। সে তাদের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করতে বলল এবং তার কমান্ডাদের নেফার সেটির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে বলল।

পরবর্তী পূর্ণ চাঁদে, যখন তার বাহিনী ব্যাবিলন শহরের নীল ফটকের সামনে জমায়েত হল, তারা ছিল চল্লিশ হাজার শক্তিশালী প্রশিক্ষিত যোদ্ধা, অস্ত্রে সুসজ্জিত, ঘোড়া, রথ, ধনুক ও তলোয়ার নিয়ে।

'কি গৌরবান্বিত দৃশ্য।' হেজারেট কেল্লার উপর তার স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে বলল।

'আমরা যখন যাত্রা শুরু করব আমাদের মাতৃভূমির দিকে তখন আমাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে সুমেরীয় এবং হিটিটিস, হুরিয়ান এবং অন্যান্য দখলকৃত রাজ্যের আর্মি দ্বারা। আমরা মিশরে ফিরে যাব দুই হাজার রথ সহযোগে। তুমি কি তোমার ভাই নেফারের জন্য কোন করুণা অনুভব করছো না?'

'না, এতোটুকুও না!' সে মাথা ঝাঁকাল। 'আপনি আমার ফারাও ও আমার স্বামী। যে-ই আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সে দেশদ্রোহী এবং মৃত্যু পাবার যোগ্য।'

'মৃত্যু সে পাবে এবং প্রতারক ওয়ারলক-এর শেষকৃত্যের আগুন ভাগ করে নেবে এবং তার পাশে পুড়বে সে।' নাজা গম্ভীর ভাবে ওয়াদা করল।

নেফার ও মিনটাকা এক সাথে তার রথে গালালার থেকে ক্যারাভানের পথে দীর্ঘ শোভা যাত্রার মাথায় চলছে। ম্যারন ও মেরিকারা তার ডান পাশে দ্বিতীয় সারিতে।

মেরিকারা প্রতিবাদ সত্ত্বেও জেদ করে ম্যারনের রথে চড়েছে যে কিনা এখনো দুর্বল ও অসুস্থ এই অজুহাতে।

'আমি গালালার যুদ্ধ পাই নি, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমি তার একটাও মিস করব না। যতোদিন আমার দেহে শ্বাস থাকবে আমি আমার রাজা ও সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর সাথে চলব।' যদিও একটা সারসের মতো পাতলা ও মলিন দেখাচ্ছে তাকে তবুও সে পাদনিতে লাগাম হাতে উচ্চশিরে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম রথগুলো পাহাড়ের ঢালের শীর্ষে উঠল এবং তদের নিচে ছড়িয়ে আছে নীলের সবুজ উপত্যকা, মহান নদী যে নিজে তরল কপারের ধারার ন্যায় ঝিকঝিক করছে। লাল আভা ছড়াল সকালের সূর্যালোকে। নেফার ঘুরে পাশের রথে থাকা ম্যারনের উদ্দেশ্যে হাসল। 'আমরা ঘরে ফিরছি।' মিনটাকা গান গাইতে শুরু করল, প্রথমে নরম সুরে তারপর অধিক জোরালো ভাবে, নেফারও তার সাথে যোগ দিল।

'দেবতাদের ভূমি, মন্দিরের দেশ;
দশ হাজার বীরের দেশ আমার,
পৃথিবীর সেরা তুমি, প্রিয় সবার
আমাদের প্রাণের মাতৃভূমি,
আমাদের প্রাণ-প্রিয় মিশর, ধন্য তুমি ॥'

তারপর ম্যারন ও মেরিকারা তাদের সাথে গান গাইল এবং গানটা সারি থেকে সারিতে ছড়িয়ে পড়ল।

অন্য আর্মিরাও তাদের সাথে যোগ দিল, অস্ত্রে সজ্জিত রথীরা, জেনারেল ও ক্যাপ্টেন তাদের রেজিমেন্ট ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে। তাদের পিছনে এল সকল ধর্মের যাজক, শাসক ও লর্ডরা; কেউ হৈ চৈ করে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউবা রথ নিয়ে। কেউ গাড়িতে, কেউবা পালকিতে চড়ে। তাদের পর এল সাধারণ নাগরিকেরা হাসতে হাসতে ও নাচতে নাচতে। কিছু মহিলা তাদের শিশু কোলে নিয়ে এগিয়ে এল আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে, যখন তারা তাদের স্বামীদের, প্রেমিকদের, ভাইদের ও পুত্রদের সৈন্য সারিতে দেখল।

আরো দুটা সৈন্য দল তাদের মিশনে যোগ দিল, দল নেতা ও জেনারেল নিজেদের ফারাও-এর রথের সামনে হাজির করল। নেফার নেমে যাদের চিনল তাদের তুলে নিল ও আলিঙ্গন করল।

যখন সে আবার চড়ল তারা তার পিছনে পড়ে গেল এবং তাকে নীলের তীরে অনুসরণ করল। সেখানে নেফার আবার নামল এবং সম্পূর্ণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় পানিতে নামল। যখন তারা তীরে সারিবদ্ধ হলো ও জয়ধ্বনি করল ও গান গাইল, সে গোসল করল ও ঘোলা বাদামি পানি পান করল রীতি অনুযায়ী।

যখন তারা শহরের ফটকে পৌঁছল শহরের তোরণ তখন সম্পূর্ণ খোলা ও জনগণ রাস্তায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের অপেক্ষা করছে, তাদের হাতে ব্যানার,

ফুলের তোরা ও ফুলের ঝুড়ি। তারা নেফারের জন্য সম্মানের এবং স্বাগতিক গান গাইল যখন সে মিনটাকাকে পাশে নিয়ে বাঁকানো তোরণের নিচ দিয়ে প্রবেশ করল।

তরুণদ্বয়কে দেব ও দেবীর মতই সুন্দর দেখাচ্ছে, তারা প্রথমে নদী পাড়ের মন্দিরে গেল যেটা টর্ক উরুক নিজের দেবত্ব উপস্থাপন করতে তৈরি করেছিল। নেফার সপ্তাহ আগেই টর্কের মূর্তি সরাতে ও ভুয়া ফারাও এর সকল স্মৃতি চিহ্ন দেয়াল থেকে মুছে ফেলতে আদেশ দিয়েছিল। তারা এখনো ফারাও নেফার সেটি ও হুরাসের একসাথে প্রতিমূর্তি আঁকতে ব্যস্ত, গালালার যুদ্ধে তার বিজয়ের বর্ণনা সহ।

নেফার সেখানে গিয়েছে তার প্রথম দায়িত্ব প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে ও দুটো নিঁখুত কালো ষাড় পাথরের বেদিতে উৎসর্গ করতে। ধর্মীয় রীতিশেষে সে এক সপ্তাহের ছুটি ঘোষণা করল। উৎসব ও ভোজে রুটি, গোরুর মাংস, মদ ও বীয়ার সবার জন্য উন্মুক্ত রইল এবং খেলাধুলা নাটকের আয়োজন করা হল তাদের আনন্দ দিতে।

'তুমি খুব ভালোলোক, আমার হৃদয়'; মিনটাকা তাকে প্রশংসিতভাবে বলল, 'তারা তোমাকে আগেও ভালোবাসত, কিন্তু এখন তারা তোমার পূজা করবে।'

'কত দিনের জন্যে?' নেফার অবাক হলো। 'যখন দূরে নাজা আমাদের অভ্যুত্থানের কথা শুনবে তখন সে রওনা দিবে আক্রমণ করতে, যদি না সে এরই মধ্যে তা না করে থাকে। সাধারণ জনগণ আমাকে ততোক্ষণই ভালোবাসবে যতোক্ষণ না সে দরজায় কড় নাড়ছে।'

ফারাও নাজা কাইফান তার বিশ্বস্ত জেনারেল আসমর-কে ব্যাবিলয়নের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিল। সে তাকে পাঁচশত রথ, দুই হাজার ধনুক ও সৈন্যসহ ব্যাবিলন রক্ষার্থে রেগে এল। এরপর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সে মিশরের দিকে তার সাম্রাজ্য ও সিংহাসন উদ্ধার করতে রওনা দিল। পর্বতের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়া তুষারের বলের মতো, ফারাও নাজা কাইফানের আর্মিরা শক্তি ও তেজ একত্রিত করে পশ্চিম দিকের সমতল ও পর্বত দিয়ে এগোতে লাগল মিশরের দিকে। রাস্তায় তার সেনাবাহিনীর সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং যখন সে খাতমিয়া পাস-এর উচ্চতায় দাঁড়াল তখন তার আর্মি প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নাজা পশ্চিম দিকে প্রশস্ত বালির মরুভূমির উপর দিয়ে তাকাল যা ইশমাইলিয়া শহরের মহান তিক্ত হ্রদের মাথায় এবং তার মাতৃভূমির সীমান্তের উপর অবস্থিত। তাদের সামনে বিশাল বিস্তৃত মরু, বিশ্রাম নেওয়ার জন্য না কোন বন - না কোন মরুদ্যান আছে যতোক্ষণ না যে ইশমাইলিয়া পৌঁছাবে। আরো একবার সামনের রাস্তায় সে পানির সমস্যায় পড়বে। সে আলোর ঝলকানির মধ্যে চোখ বড় করে তাকাতেই পানির গাড়ির সারিটা দেখতে পারল, মাটির পাত্রে ওগুলো বোঝাই,

পর্বতের ঢালের নিচে চাকার দাগে পড়া রাস্তা দিয়ে গিরিমাটি বর্ণের ভূমি দিয়ে মুচড়ে মুচড়ে চলছে।

মাস জুড়ে তারা পানির পাত্রগুলোর মরুতে তৈরি করতে ব্যয় করেছে, পূর্ণপাত্রগুলো বালিতে পুঁততে তারপর অতিরিক্ত সৈন্য রেখেছে তাদের পাহাড়া দিতে যখন তারা পরবর্তী মাল আনতে গেল। এতে তার আর্মিদের দশদিন সময় ও রাত পার হয়ে গেল। এই সময়টাতে তারা তাদের রেশন খুব হিসেব করে খরচ করল।

'আমি আপনার সাথে অগ্রণী দলে থাকব।' হেজারেট তার কনুইয়ের কাছ থেকে বলল, চিন্তায় ছেদ ঘটিয়ে নাজা তার দিকে তাকাল। 'এ ব্যাপারে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।' সে ভ্রুকুটি করল। বিয়ের কয়েক মাস পর থেকে তার রূপ ও সৌন্দর্য বিতৃষ্ণাকর হতে শুরু করেছে, তার ক্ষুদ্রতা- হিংসা ও মেজাজ দ্বারা আচ্ছাদিত। এখন নাজা অধিক থেকে অধিকতর সময় তার উপপত্নীদের সাথে কাটায় যা তার হিংসা আরো বাড়িয়ে দেয় যখন সে তার বিছানায় আসে।

'তুমি অন্য মহিলাদের সাথে মালের গাড়ির সাথে আসবে, প্রেনের তত্ত্বাবধানে যে পশ্চাৎ দলের নেতা।'

হেজারেট ঠোঁট ফোলালো এক সময় যেটা ছিল আবেদনময়ী, কিন্তু আজ তা বিরক্তিকর। 'যাতে তুমি লাসাকে সন্তানসহ রাখতে পার যেমনটা তুমি তার বোনকেও পেয়েছে।' সে অভিযোগ করল। সে দুজন রাজকন্যার কথা বলছে যাদের নাজা সুমেরিয় প্রতিনিধি হিসেবে তার দায়িত্বে দিয়েছে তার আনুগত্যের প্রতীক রূপে। দু'রাজকন্যাই যুবতী, চিকন ও আবেদনময়ী এবং বৃহৎ স্তনের অধিকারী। তারা তাদের স্তনের বোঁটা এঁকেছে সুমেরীয় লজ্জাহীন ফ্যাশনে এবং তাদের সাথে প্রবাসে যাচ্ছে নগ্ন ও উন্মুক্ত হয়ে হেঁটে।

'তুমি বিরক্তিকর হয়ে যাচ্ছো, স্ত্রী।' নাজা তার উপরের ঠোঁট হাসি দিয়ে তুলল যা ছিল অধিক বিতৃষ্ণাকর। তুমি জান যে এটা একটি রাজনৈতিক কৌশল। আমার তাদের থেকে একটা ছেলে দরকার ছিল সিংহাসনে বসাতে যখন বৃদ্ধ লোকটা মারা যাবে।'

'সেথের শ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের কসম খেয়ে বল যে তুমি লাসাকে তোমার সাথে অগ্রণী দলে নিয়ে যাচ্ছো না।' হেজারেট জোর দিল।

'আমি তা এখনই শপথ করলাম।' নাজা তার ভয়ংকর হাসিটা আবার হাসল। 'আমি হুরিয়ার সিন্নালকে নিচ্ছি।' সে হচ্ছে আরেকজন বন্দী সুমেরিয়ানটার চেয়ে যুবতী, মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সী, কিন্তু কপারের মতো তার চুল ও সবুজ চোখে উজ্জ্বল সে। তার নিতম্বটাও বৃহৎ ও গোলাকার, যা নাজার বেশি পছন্দ।

'তার পেট থেকে আমার একটা ছেলে দরকার।' নাজা ব্যাখ্যা করল, 'অ্যাশেরিয়ান সিংহাসনে বসাতে' সে তারপর হাসল, একটা নরম বিদ্রূপপূর্ণ ভেংচি দিয়ে। 'আনুগত্যের দায়িত্বগুলো সত্যিই গুরুভার।'

হেজারেট তার দিকে হিংস্রভাবে তাকাল এবং তার পালকির জন্যে হাক দিল তাকে সারিতে ফিরিয়ে নিতে যেখানে প্রেন পশ্চাৎ দল নিয়ে আসছে।

টাইটার উপদেশে নেফার রেড সী'র উপকূলটা প্রহরার ব্যবস্থা করেছে এক মাস্তুলের জাহাজে দ্বারা; কোন আক্রমণ হয় কিনা তা রিপোর্ট করতে, যদিও টাইটা জানত নাজার প্রধান দখলকারী সৈন্যরা আসবে বিশাল বালির মরু দিয়ে। টর্ক ও নাজা এই পথে মেসোপটেমিয়ায় গিয়েছিল। নাজা এই পথটা ভালো চেনে এবং তার বিশাল সৈন্যবাহিনীর নদীপথে আসাটা অনেক কষ্টের হবে টর্কের থেকে।

ম্যাগোসের চমৎকার নব প্রত্যয়নের ফলে নেফার ও তার কর্মকর্তারা নাজার সৈন্যের প্রকৃত সংখ্যা ও কৌশল জানে। একটা দলের নেতা, নাজার কমান্ডের চেইনে উচ্চপদে থাকা অফিসার যে টাইটার পুরানো পরিচিত ছিল এবং যে তার কাছে ঋণী, সে টাইটার কাছে বার্তা পাঠিয়েছে ফারাও নেফার সেটির প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার সাথে যোগ দিতে চায়। তার পরিচিত একজন কার্পেট ব্যবসায়ী যে বীরসেবায় একটা ক্যারাভান নিয়ে যাচ্ছে টাইটা তাকে দিয়ে অফিসারকে একটা উত্তর পাঠাল। তাকে নির্দেশ দিল তার ডিভিশনের মাথায় থাকতে। তুমি আমাদের কাছে অধিক মূল্যবান তথ্যের উৎস হিসেবে থাকবে একজন যোদ্ধার চেয়ে, সে তাকে বলেছে। কার্পেট ব্যবসায়ী দিয়ে সে তাকে দু'টা অস্বাভাবিক উপহার পাঠিয়েছে এক ঝুড়ি জীবন্ত পায়রা এবং একটা প্যাপিরাসের স্ক্রোল যার মধ্যে একটা গোপন কোড রয়েছে।

যখন পায়রাগুলোকে ছাড়া হলো সঙ্গে সঙ্গে পাখি দুটো অ্যাভারিসে ফিরে এল তাদের আদি বাসস্থানে এবং তাদের সাথে এক পায়ে একটা সিল্কের সুতায় বাঁধা সাংকেতিক বার্তা তারা নিয়ে এল, যা সুন্দর পাতল হালকা প্যাপিরাসে কাগজে লেখা। এই বার্তার মাধ্যমেই নেফার নাজার সৈন্যদের সঠিক সংখ্যা ও অবস্থা জানতে পেরেছে। নাজা সেদিন ব্যাবিলন থেকে যাত্রা শুরু করেছে তারও সঠিক দিনটা সে জানতে পারল এবং আসমরের সাথে কত সৈন্য সেখানে আছে তাও। নেফার তার পশ্চিম দিকে গমন অনুসরণ করতে সক্ষম হল, দামেস্কো ও বীরসেবার মধ্য দিয়ে এবং অন্য সকল শহর ও দুর্গ পেরিয়ে।

শীঘ্রই এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে টাইটা অবস্থান সঠিকভাবেই নিরূপণ করেছে এবং নাজা রেড সী পার হয়ে আসার চেষ্টা করেনি। সে প্রকৃতপক্ষে বিশাল বালির মরুভূমি দিয়ে আসছে।

নেফার রেড সী'র উপকূলে তার প্রহরী তুলে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রধান কার্যালয়ে তাদের চালান করল এবং তার আর্মির অধিকাংশ মরুর প্রান্তে

/

ইশমাইলিয়া দুর্গের সীমানায় পাঠাল। এখানে মিষ্টি পানির ঝর্ণা ও প্রচুর ঘাসের মাঠ আছে। যখন তারা ইসলামিয়ায় অপেক্ষা করছিল তখন ফেরত পায়রায় রিপোর্ট আসতে থাকল। নেফার শুধু নাজার শক্তিই জানল না, কে তার কোন ডিভিশন নেতৃত্ব দিচ্ছে তাও জানতে সামর্থ হলো।

মিনটাকা ইশমাইলিয়ার দুর্গে নেফারের যুদ্ধ সভায় বসল। তার অংশগ্রহণ ছিল মূল্যহীন, সে ছিল হিকস্ এবং সে নাজার দলের ঐসব অফিসারদের চিনত যারা একসময় তার পিতার কর্মকর্তা ছিল। শিশু অবস্থায় সে শুনেছে তাদের প্রত্যেকের সাথে তার পিতার বিনিময় এবং তার অসাধারণ স্মৃতি যা বাও বোর্ডে প্রশিক্ষিত ও ধারালো করা। সে নেফারকে এসব লোকদের প্রত্যেকের শক্তি, দুর্বলতা ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবৃতি উপর উপদেশ দিতে সক্ষম ছিল। সে তাদের কাছে আসা তালিকায় চোখ বুলালো।

'এই একজন, সেনাবাহিনীর কমান্ডার প্রেন, সে নাজার পশ্চাৎদল কমান্ড করছে। আমার আত্মীয় সম্পর্কিত, কারণ সে আমার পিতার একজন কাজিন। আমি তাকে ভালো করে জানি। সে আমাকে ঘোড়া চড়তে শিখিয়েছে। আমি তাকে আঙ্কেল টংকা বলে ঢাকতাম। আমাদের ভাষায় যার অর্থ ভালুক।' সে স্মৃতিচারণ করে হাসল। 'আমার পিতা তার সম্পর্কে বলত সে হাউন্ড কুকুরের মতই বিশ্বস্ত, সতর্ক ও ধীর। কিন্তু একবার যখন সে তার দাঁত শত্রুর গলায় ঢুকিয়ে দিবে মৃত্যু পর্যন্ত তা সে ধরে রাখবে।'

এতোদিনে ম্যারন প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ ও শক্তি ফিরে পেয়েছে। সে নেফারের কাছে কোন দরকারী পদের জন্য আবেদন করেছে। তাই নেফার তাকে সামনে রথের ডিভিশনের সাথে নাজার আরো অভিগমন লক্ষ্য করতে পাঠাল, যখন সে উচ্চতা থেকে মরুতে নামতে শুরু করবে।

ম্যারনের স্কাউটরা নাজার পানির যানগুলোকে মাটির জার নিতে এগিয়ে আসতে ও অনুর্বর ভূমিতে তাদের স্তূপ করতে দেখল যার মধ্য দিয়ে নাজা মিশরের সীমান্তে পৌছাবে। ম্যারন তাদের পানির বহরটাকে আক্রমণ ও ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার অনুমতি চাইল। কিন্তু নেফার তার কাছে আদেশ পাঠল তাদের আক্রমণ না করতে। কেবল মাত্র তাদের পর্যবেক্ষণে রাখতে এবং সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখেতে যে তারা পানির মজুদ কোথায় রাখে তা লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দিল।

নেফার তার শেষ মজুদ যা সে নদী রক্ষায় রেখেছিল তাদের তুলে আনল এবং যখন তারা ইশমাইলিয়ার আশে পাশে ক্যাম্প করল নেফার তার কমান্ডারদের সভায় ডাকল। 'এমনকি টর্কের যান সহ, যা আমরা গালালায় আটক করেছিলাম তা সহ নাজা আমাদের থেকে তিনগুণ এগিয়ে।' সে তাদের বলল। 'তার সব লোকেরা প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ এবং তার ঘোড়াগুলো প্রশিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান। আমরা তাকে

সীমান্ত পার হয়ে নদী পর্যন্ত পৌঁছাতে দিতে পারি না। আমরা তাকে মোকাবেলা করব এবং লড়াই করব এখানে এ মরুভূমিতে।'

সারা রাত তারা সভা করে কাটাল, এবং নেফার তার যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি করল এবং তার আদেশগুলো জারি করল। তারা নাজাকে বিনা বাঁধায় প্রথম পাঁচদিন আসতে দিবে। তারপর যখন সে দলকে পুরোপুরি গোছাতে ব্যস্ত থাকবে তখন তারা তাদের ঘেরাও করে তার পানির মজুদ ধ্বংস করে দিবে, তার অভিযানের সামনে ও পিছন থেকে। এটা তাকে বালির মধ্যখানে ফাঁদে ফেলবে।

'আমি নাজাকে ভালো করেই জানি। আমি নিশ্চিত সে এমন কি যখন আমরা তার পানির সংগ্রহ নষ্ট করে দিব তখনও সে পিছু হাটবে না বরং সামনে এগিয়ে যাবে। তার সৈন্যরা বাধ্য হবে ইশমাইয়ালিয়া পৌঁছাতে অনেক দিন মরুর শুষ্ক যাত্রার পর। আমরা তখন তাদের সাথে আমাদের ঘোড়া ও সৈন্যদের নিয়ে মোকাবেলা করবো, যারা পূর্ণ বিশ্রাম প্রাপ্ত এবং পর্যাপ্ত পানি প্রাপ্ত থাকবে এবং তা হবে আমাদের নিজেদের পছন্দের একটা যুদ্ধ ময়দানে। এটা আমাদের বিরোধী পক্ষের শক্তিতে প্রভাব ফেলবে।'

সভার এ দীর্ঘ সময় ধরে টাইটা নেফারের ক্যাম্পিং চৌকির ছায়ায় চুপচাপ বসে ছিল। মনে হচ্ছিল সে ঝিমাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ সে তার চোখ খুলে একটা ঘুমন্ত পেঁচার ন্যায় চোখ পিটপিট করল, তাদের আবার বন্ধ করল এবং তার চিবুকটা বুকের উপর নামাল।

'আমাদের সবচাইতে বড় অভাব হল আমাদের রথের সংখ্যা ও অবস্থা।' নেফার শুরু করল, 'কিন্তু আমরা ধনুক, বর্ম ও বর্শায় নাজার প্রায় সমকক্ষ। আমি নিশ্চিত যে যখন সে তার পানির সংকটটা বুঝবে নাজা তার পদাতিক বাহিনীকে তার সব রথ দিয়ে সামনে পাঠাবে তখন। টাইটা এবং আমি তার ভ্যানগুলোকে একটা ফাঁদে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি যেখান থেকে আমরা একটি সুবিধা পেতে পারি। শহর ও কূপগুলোর সামনে আমরা ছোট পাথরের দেয়াল নির্মাণ করব যার পিছনে আমাদের ধনুকধারী ও পদাতিক বাহিনী নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখবে। এ কাজগুলো ভালোভাবেই রথের আগ্রগতি রুখে দিবে।' একটা কাঠ কয়লার দন্ড দিয়ে নেফার প্যাপিরাসের খন্ডের উপর একটা নকশা তৈরি করল। হিল্টো, শাবাকো, সোক্কো এবং তার বাকি সৈন্যরা দেখার জন্য সামনে ঝুঁকে এল।

'দেয়ালগুলো একটা মাছের টোপের নকশায় তৈরি করা হবে।' সে একটা উল্টো চোঙ্গার আকৃতি আঁকল।

'আপনি কিভাবে তাদের ফাঁদে নিয়ে আসবেন।' শাবাকো জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের রথের আক্রমণ ও মিথ্যে পিছু হটা যা আপনারা অনেকবার অনুশীলন করেছেন।' নেফার ব্যাখ্যা করল, 'আমাদের ধনুকধারী ও গুলতি ধারীরা লুকানো থাকবে দেয়ালের পেছনে যতোক্ষণ না নাজা আমাদের চোঙ্গ পর্যন্ত অনুসরণ

করবে। যতো গভীরে তার প্রবেশ করবে ততই তার সৈন্যরা দেয়ালের নিকটবর্তী হবে। তারা আমাদের গুলতিধারী ও ধনুকধারীদের খুব সুন্দর একটা লক্ষ্যে পরিণত হবে যখন তারা খুব কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে।'

এমনকি শাবাকোকেও গভীরভাবে প্রভাবিত হতে দেখাল। 'আপনি তাদেরকে গবাদি পশুর মতই গোয়াল ঘরে বন্দী করতে ইচ্ছুক ঠিক যেমনটা আপনি টর্কের সাথে করেছেন।'

পরিকল্পনাটা তারা উৎসাহ নিয়ে আলোচনা করল, পরামর্শ দিল ও ভুলক্রটি শোধরালো। শেষে নেফার শাবাকোকে দেয়ালগুলো তৈরির দায়িত্ব দিল। টাইটা গত পাঁচদিন তা পর্যবেক্ষণ ও চিহ্নিত করে ব্যয় করেছে, যাতে পরদিন যখনই আলো ফুটবে তক্ষুনি কাজ শুরু করা যায়।

'আমাদের হাতে সময় খুব কম।' নেফার তাদের সতর্ক করল। 'আমরা জানি সে নাজার সৈন্যরা খাতমিয়ার উচ্চতায় চলে এসেছে এবং তার পানির ওয়াগানগুলোও প্রায় স্তুপ করা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি আশা করি কয়েক দিনের মধ্যে সে পাহাড়ের ঢাল থেকে নামতে শুরু করবে।' অবশেষে সভা ভাঙ্গতেই অফিসারেরা দ্রুত কাজে লেগে গেল যা নেফার তাদের নির্দেশ করেছে। অবশেষে ইসমাইলিয়ার পুরনো দুর্গের উচ্চকক্ষে শুধুমাত্র তিনজন রইল– নেফার, টাইটা এবং মিনটাকা।

মিনটাকা প্রথম বারের মতো কথা বলল, 'আমরা এরই মধ্যে প্রেন, আমার আংকেল টংকার বিষয়ে আলোচনা করেছি।'সে বলল এবং নেফার মাথা ঝাঁকালো কিন্তু পরিহাসমূলক দৃষ্টিতে তাকালো। 'যদি আমি তার সাথে দেখা করতে পারি, যদি তার সাথে মুখোমুখি কথা বলতে পারি, আমি নিশ্চিত যে আমি তাকে বুঝিয়ে নাজার বিরুদ্ধে আমাদের দলে নিয়ে আসতে পারবো।'

'তুমি কী বলতে চাও?' নেফারের কণ্ঠ সূক্ষ্ম ও তার অভিব্যক্তি কঠোর।

'বালকের মতো পোশাক পরে কয়েক জন লোক ও দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে আমি নাজার প্রধান আর্মির দিকে যেতে পারি এবং পিছনে গিয়ে আংকেল টংকার সাথে দেখা করতে পারি। এর মধ্যে একটু ঝুঁকি থাকবে।'

নেফারের চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল। 'পাগলামি!!' সে গম্ভীরভাবে বলল। 'এই রকম কঠিন পাগলামি তুমি গালালায় দেখিয়েছ যখন তুমি নিজেকে টর্কের সামনে টোপ হিসাবে উপস্থাপন করেছিলে। আমি এই বিষয়ে আর একটি শব্দও শুনব না। তুমি কি ভাবতে পার নাজা তোমাকে কি করবে যদি তুমি তার হাতে ধরা পর?'

'তুমি কি কল্পনা করতে পার যদি যুদ্ধের চূড়ান্ত মুহূর্তে আংকেল টংকা এবং তার দল নিজেদের পিছন থেকে সরিয়ে নেয়।' সে নেফারকে বলল।

'আমরা আর এ ব্যাপারে কোনো কথা বলব না।' নেফার দাঁড়িয়ে গেল এবং তার মুঠি দিয়ে টেবিলের উপর চাপড় দিল। 'তুমি মেরিকারার সাথে এই দুর্গে থাকবে অভিযানের বাকিটা সময়। যদি তুমি আমার কাছে এখন ওয়াদা না কর যে তুমি এসব বোকামি তোমার মাথা থেকে বের করে দিচ্ছ না, আমি তোমার কক্ষের দরজায় খিল লাগিয়ে রাখব এবং প্রহরা বসাব।'

'তুমি আমার সাথে এরকম ব্যবহার করতে পারব ন।' রাগে তার কণ্ঠ পট পট করে উঠল।

'আমি এখনও তোমার স্ত্রীও না। আমি তোমার কোনো আদেশ মানতে বাধ্য নই।'

'আমি তোমার রাজা এবং আমি তোমার কাছে সম্মতি চাই যে তুমি তোমার বোকামির দ্বারা নিজেকে এমন বিপদে ফেলবে না।'

'এটা কোন জরুরি ব্যাপার নয় এবং আমি তোমাকে কথা দিব না।'

টাইটাকে অভিব্যক্তিহীন দেখাল। এটা তাদের প্রথম কথা কাটাকাটি এবং সে জানে সকল তিক্ততার কারণ হলো তাদের একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা। সে কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করল দেখার জন্য যে কীভাবে এটা শেষ হয়।

'তুমি ইচ্ছে করেই গালালায় আমার আদেশ অমান্য করেছিলে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি না যে তুমি এবারও তা করবে না। তুমি আমার জন্য আর কোন পথ খোলা রাখলে না।' নেফার তাকে গম্ভীরভাবে বলল এবং চিৎকার করে দরজার বাইরের রক্ষীকে ডাক দিয়ে জাগ্না কে পাঠানোর জন্য বলল যে রাজকীয় হারেমের প্রধান খোজা।

'আমি মেরিকারাকেও বিশ্বাস করতে পারি না।' নেফার মিনটাকার দিকে ফিরল। 'সে সম্পূর্ণ তোমার নিয়ন্ত্রণে এবং যদি তুমি তোমার মন এটার মধ্যে রাখ তবে তুমি তাকেও তোমার দলে নিয়ে নিবে। আমি তোমাদের দু'জনকেই অ্যাভারিসের মহলের অন্দর মহলে পাঠাচ্ছি। তোমরা সেখানে জাগ্নার অধীনে থাকবে। তোমরা বাও খেলে সময় কাটাতে পার যতোদিন না যুদ্ধ শেষ হয় ও যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়।' এবং জাগ্না এসে মিনটাকাকে নিয়ে গেল। দরজায় সে তার কাঁধের উপর দিয়ে নেফারের দিকে ফিরে তাকাল। এবং টাইটা হাসল যখন সে তার অভিব্যক্তিটা পড়ল। নেফার ভূয়া ফারাওদের শত্রুতার চেয়েও বেশি একগুয়ে শত্রুর সাথে টক্করে লেগেছে।

ঐ সন্ধ্যায় টাইটা তাকে তার নতুন আবাসস্থলে দেখতে গেল, যেখানে মেরিকারাও ছিল। এক জোড়া বৃহদাকায় খোজা দরজায় ছিল এবং আরেক জোড়া বন্ধ করা দরজার বাইরে। মিনটাকা এখনো রাগে জ্বলছে এবং মেরিকারাও তার প্রিয় মিনটাকার সাথে রাগান্বিত ব্যবহার করার ফলে ফুসছে। কমপক্ষে এ থেকে তোমরা

শিখেছো যে একজন রাজার সাথে মোকাবেলা করলে কোন লাভ হয় না যদিও সে তোমাদেরকে ভালোও বাসে।' টাইটা তাদের সুন্দর ভাবে বলল।

'আমি তাকে ভালোবাসি না।' মিনটাকা উত্তর দিল চোখে রাগ ও হতাশার অশ্রু নিয়ে। 'সে আমার সাথে শিশুর ন্যায় ব্যবহার করেছে এবং আমি তাকে ঘৃণা করি।'

'আমি তাকে আরও বেশি ঘৃণা করি।' মেরিকারা ঘোষণা করল। 'যদি শুধু ম্যারন এখানে থাকত।'

'নেফার যা করেছে তা হল তোমাদের প্রতি তার ভালোবাসার প্রমাণ এবং তোমাদের নিরাপত্তার প্রতি তার ভাবনা, নয় কি?' টাইটা পরামর্শ দিল। 'সে জানে যদি তুমি নাজা কাইফান ও হেজারেটের হাতে পড় তবে তোমার ভাগ্যের কি পরিণতি হবে।'

পরদিন সকালে নেফার ও টাইটা উভয়েই দুর্গের পাঁচিলে দাঁড়িয়ে ছোট ক্যারাভানানের দলটাকে ইশমায়ালিয়া ত্যাগ করতে দেখল অ্যাভারিসের উদ্দেশ্যে। মিনটাকা ও মেরিকারা কলামের মাঝখানে সিল্কে পর্দা টানা পালকির মধ্যে কাছাকাছি বসে ছিল। তারা নিজেদেরকে দেখাতে কিংবা টাইটা ও নেফারের কাছ থেকে তাদের বিদায়ও নিল না।

'ব্যক্তিগত ভাবে, আমি একটি মৌচাক একটা ছোট লাঠি দিয়ে খোচা দিতে পছন্দ করতাম।' টাইটা বিড়বিড় করল।

'তাদের শেখা উচিৎ যে আমি ফারাও এবং এমনকি তাদের কাছেও আমার কথা আইনতুল্য। তাদের মেয়েলি বিষয়াদি ছাড়াও আমার আরও কাজ আছে চিন্তা করার।' নেফার বলল, 'তারা তা কাটিয়ে উঠবে।' সে দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে দেখতে থাকল যতোক্ষণ না দুল্যমান পালকি ও ক্যারাভানটা দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টাইটা এবং নেফার পাথরের দেয়ালগুলো পরীক্ষা করতে বের হল, শাবাকো সেগুলো তড়িঘড়ি করে তৈরি করেছে যেগুলো ইশমালিয়ার মরুদ্যানের পূর্ব পাশে অবস্থিত।

'শাবাকোর এই প্রয়াস ইতিহাসের পাতায় মহান স্থাপত্য অর্জনের মধ্যে লেখা রবে না।' টাইটা মন্তব্য করল। 'কিন্তু সব কিছু ভালোর জন্য। এ পথে যেদিক থেকে নাজা আসবে তারা এগুলোকে প্রাকৃতিক অবয়ব মনে করবে এবং তাদের কোন সন্দেহের সৃষ্টি করবে না যতোক্ষণ না সে ফানেলে প্রবেশ করবে এবং সম্মুখ দিকে ধীরে ধীরে চাপানো খুঁজে পাবে।'

'তোমার পরিকল্পনা আমাদের নিজেদেরকে নিজেদের যুদ্ধের ময়দান পছন্দ করতে সক্ষম করেছে।' নেফার মাথা নাড়াল। 'হুরাসের সাহায্যে আমরা এটাকে কসাইখানায় পরিণত করব।' তারপর সে তার হাত টাইটার চর্ম-সর্বস্ব বাহুতে

রাখল। 'আমি আবার তোমার কাছে গভীরভাবে ঋণী, বৃদ্ধ পিতা। এগুলোর সব তোমার কাজ।'

'না।' টাইটা তার মাথা নাড়ল। 'এটা একটা আলোর কিঞ্চিৎ স্পর্শ যা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম। বাকি সব তোমার। তুমি তোমার পিতা ফারাও ট্যামোসের সৈন্যবাহিনী উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছ। তুমি বিশালত্ব অর্জন করবে যা তার হতো। যদি সে নির্মমভাবে খুন না হতো শত্রুর হাতে, আজ যাদের আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।'

'এখন আমার সে সময় তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার।' নেফার বলল। 'চলো নিশ্চিত হই যেন কোবরাটা আবার আমাদের থেকে পিছলে বেরিয়ে না যায়।'

সামনের দিনগুলোতে নেফার তার সৈন্য অনুশীলন করিয়ে এবং তার প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা ও কৌশলের বিস্তারিত রিহার্সেল দিল। ধনুকধারী ও গুলতিধারী ব্যাটেলিয়নরা প্রতিদিন সকালে কুচকাওয়াজ করে বের হল এবং রুক্ষ অস্থায়ী দেয়ালগুলোর পিছনে তাদের অবস্থান নিল। তারা দেয়ালের সামনে পাথরের ছোট স্তুপ স্থাপন করল দূরত্ব মাপার জন্য যাতে তারা ফাঁদটা ঠিক সামনে টানার জন্য বিবেচনা করতে সক্ষম হয়। তারা হাতের খুব কাছে অতিরিক্ত তীরের বান্ডিল রাখল যাতে যুদ্ধের সময় অস্ত্রের সরবরাহ কম না পড়ে। গুলতিধারীরা কাদার ছোট ছোট বল তৈরি করল এবং আগুনে পোড়ালো যতোক্ষণ না এগুলো পাথরের মত শক্ত হল, তারপর তারা এই মারাত্মক অস্ত্রগুলো দেয়ালের পিছনে তাদের হাতের কাছে নিয়ে রাখল। অনুশীলনের সময় নেফার ও তার কমান্ডাররা নাজার সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা পালন করল এবং মরুভূমি থেকে আসল, তাদের অবস্থান সূক্ষ্ম চোখে দেখল, নিশ্চিত হল যে তারা দেয়ালের আড়ালে ঠিক মতই লুকিয়েছে।

তারপর যখন তারা অপেক্ষা করল, নেফার তার কৌশলগুলো রিহার্সেল করল। দেয়ালের সামনে ধাওয়া, রথ চালনা ও ফিরে আসার অনুশীলন করল যাতে তার লোকেরা প্রতিটি ভাজ, সমতল, খাদ, গর্ত ও মাঠের অন্যান্য ছোট বাঁকগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারে। সে দেয়ালের পিছনে একটা নিরাপদ স্থান সতর্ক ভাবে পছন্দ করল যুদ্ধের সময় ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ানোর জন্য এবং সেখানে তাদের মজুদ রাখা হবে যতোক্ষণ না তাদের দরকার হয়। 'আমার ভয় কোন শত্রু কমান্ডার না আবার তা অনুমান করে বসে যে খেলাটা আমরা তাদের সাথে খেলতে যাচ্ছি।' নেফার টাইটাকে বলল এবং তার সৈন্যদের আবার অনুশীলন করার আদেশ দিল।

সন্ধ্যায় সে তার দলের সম্মুখ দিয়ে রথ চালিয়ে দুর্গে ফিরল। তার সারা দেহে ধূলা ও ঘাস মিশে একাকার। সে ক্লান্ত ছিল কিন্তু সন্তুষ্ট। সে তার ক্ষমতার মধ্যের সব কিছু করেছে তার সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করার জন্য।

যখন সে ক্রুস ও ডোভ-কে টেনে থামাল, লাগামটা সহীসদের হাতে দিল এবং লাফিয়ে নামল, তার ভালোলাগা অনুভূতিটা উধাও হয়ে গেল। জাগ্গা রাজকীয় অন্দরমহলের প্রধান খোজা, তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তার চোখ কান্নায় লাল ও কণ্ঠে ভয়। 'মহান ফারাও! আমাকে ক্ষমা করুন। আমরা সর্বোত্তমটাই করেছিলাম কিন্তু সে শৃগালীর মতো চালাক। সে আমাকে বোকা বানিয়েছে।'

'কে এই শৃগালী?' নেফার জানতে চাইল, যদিও সে জানত কে হতে পারে।

'রাজকুমারী, মিনটাকা।'

'তার কি হয়েছে?' নেফারের কণ্ঠ বিপদাভাসে শুষ্ক।

'সে পালিয়েছে এবং সাথে রাজকুমারী মেরিকারাকেও নিয়ে গেছে।' জাগ্গা বোকার মত বলল এবং যে কোন শাস্তির জন্যে মাথা পেতে দাঁড়িয়ে রইল।

মিনটাকা ও মেরিকারা অ্যাভারিসের ফিরতি পথের বেশিটা সময় তাদের পালানোর পরিকল্পনার উপর আলোচনা করে কাটাল, তারা ফিসফিসিয়ে কথা বলল। প্রথমে তারা ভাবল তাদের নিজের বাহিনীর একটা রথ নিয়ে পালাবে, কিন্তু শীঘ্রই তা বাতিল করল। কারণ তারা জানে এক ঘণ্টার মধ্যেই তারা তাদের পিছনে মিশরের সব আর্মিদের দেখা পাবে, এক ক্রোধান্বিত ফারাও-এর নেতৃত্বে। তবে ধীরে ধীরে ভালো পরিকল্পনা তাদের আলোচনা থেকে উঠে এল।

মিনটাকার প্রথম কাজ ছিল জাগ্গার ভরসা জেতা, যে তাদের অভিভাবক অ্যাভারিসের প্রাসাদে। সে তার নরম কোমল নিষ্পাপ স্বভাব দ্বারা তাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিল অ্যাভারিস পৌঁছানোর চার দিন পর। তারপর সর্বত্র সুন্দর ও বিমোহিত উপায়ে, সে জাগ্গার কাছে আবেদন করল তাকে আর মেরিকারাকে হাথোরের মন্দিরে যাওয়ার অনুমতি দিতে যুদ্ধে নেফারের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করতে। কিছু শর্ত দিয়ে জাগ্গা ঐ দু'জন মহিলাকে মন্দিরের প্রধান যাজিকার সাথে এক ঘণ্টা সময় কাটানোর অনুমতি দিল। জাগ্গা মন্দিরে দরজায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করল কারণ কোন পুরুষ অথবা এমনকি কোন খোজার ভিতরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না।

যখন অবশেষে মিনটাকা ও মেরিকারা বেরিয়ে এল জাগ্গা প্রাণ ফিরে পেল। কয়েক দিন পর তারা আবার মন্দিরে যেতে চাইল দেবীকে উৎসর্গ করতে এবং জাগ্গা খুব সহজেই রাজি হল তাতে।

আবারো প্রধান যাজিকা মন্দিরের সামনে মিনটাকা ও মেরিকারকে অভিবাদন জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিল ও তাদের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কোন শর্ত

ছাড়াই জাগ্না তাদের ফিরে আসার অপেক্ষা করল। প্রধান যাজিকা তার দু'জন সহকারীকে তাকে সুস্বাদু খাবার ও চমৎকার মদ দিয়ে সেবা করতে পাঠাল। সে সব খাবার খেল ও মদ পান করল এবং দেবী গরু সদৃশ মূর্তির ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ল। যখন সে জাগল তখন সূর্য ডুবে গেছে এবং সে একা। সে দেখল পালকি বাহকেরা চলে গিয়েছে। সে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য চিৎকার করল এবং তার লাঠি দিয়ে মন্দিরের দরজায় আঘাত করল। অনেকক্ষণ কেটে গেলে একজন যাজিকা তার কাছে একটা বার্তা নিয়ে এল: 'দু'জন রাজকন্যা মন্দিরে আশ্রয়ের জন্য অনুনয় করেছে। পবিত্রমাতা তাদের আবদার অনুমোদন করেছেন এবং তাদের তার নিরাপত্তার অধীনে নিয়েছেন।'

জাগ্না কঠিন বিপদে পড়ল। মন্দিরে ভিতর ছিল অরক্ষিত। সে তার দায়িত্ব ফেরত চাইতে পারবে না, এমন কি ফারাও এর কর্তৃপক্ষ হিসেবেও নয়। তার একমাত্র খোলা পথটা হল ইশমাইলিয়ায় ফিরে যাওয়া এবং তার ব্যর্থতা স্বীকার করা। কিন্তু তা ঝুঁকিপূর্ণ। তরুণ ফারাও এখনো তার প্রকৃত রূপ দেখাননি এবং তার ক্রোধটা হতে পারে মারাত্মক।

যে মুহূর্তে মন্দিরের দরজা তাদের পিছনে বন্ধ হল, মিনটাকা ব্যাকুলভাবে জানতে চাইল, 'আপনি ব্যবস্থা করেছেন, পবিত্র মাতা?'

'কোন ভয় নেই, কন্যা। সব প্রস্তুত।' যাজিকার বাদামী চোখ বিস্ময়ে চকচক করল। 'আমি খোজার মদে একটু খানি ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছি।' সে ফিক করে হাসল, 'আশা করি তোমরা ভাববে না যে আমি আমার সীমা ছাড়িয়ে গেছি এবং সে হলে তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও।'

মিনটাকা তার মসৃণ মলিন গালে চুমু খেল, 'আমি নিশ্চিত আমার মতো হাথোরও আপনাকে নিয়ে গর্ব করবে।'

যাজিকা তাদের সে কক্ষে নিয়ে গেল যেখানে মিনটাকার চাহিদামত জিনিসপত্র রাখা রয়েছে। তারা তড়িঘড়ি করে খসখসে কৃষকের পোশাক পরিধান করল এবং তাদের মাথা পশমি চাদর দিয়ে ঢাকল। তারপর কাঁধে চামড়ার ঝোলা ঝুলিয়ে তারা প্রধান যাজিকাকে বারান্দার গোলক ধাঁধার মধ্য দিয়ে অনুসরণ করল। অবশেষে তারা এক নিচু দরজা দিয়ে সূর্যালোতে বেরিয়ে এল এবং একটা জেটিতে নামল যেখানে একটা বড় এক মাস্তুলে নৌকা নোঙ্গর করা। 'ক্যাপ্টেনকে তোমরা আমাকে যে স্বর্ণ দিয়েছিলে তা দিয়েছি এবং সে জানে কোথায় যেতে হবে। অন্য আর যা তুমি চেয়েছিলে সব নৌকায় তোমার কেবিনে রয়েছে।' সে বলল।

'আপনি জানেন তো জাগ্গাকে কি বলতে হবে?' মিনটাকা বলল এবং বৃদ্ধ মহিলা আবার ফিক করে হাসি দিল।

'আমি নিশ্চিত যে হাথোর আমাকে এই তাৎপর্যপূর্ণ মিথ্যাবাদীতার জন্য ক্ষমা করবেন, এটা একটা ভালো কারণ।'

যখন যুগলদ্বয় লাফিয়ে নৌকায় উঠল নাবিকটা যে ছায়ায় ঝিমোচ্ছিল হামাগুড়ি দিয়ে দাঁড়াল এবং দ্রুত পাল তুলতে এগিয়ে এল। অনুমতির অপেক্ষা না করেই নাবিকটি ডেল্টার দিকে যাত্রা করল। দিনের বাকিটা সময় মিনটাকা ও মেরিকারা জাহাজের ছোট কেবিনে রইল, যাতে তীর থেকে বা কোন নৌকা থেকে কেউ তাদের চিনতে না পারে।

পড়ন্ত বিকালে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য জাহাজটা পূর্ব তীরে নোঙর করল এবং দু'জন অস্ত্রধারী লোক জাহাজে এল, ভারি বস্তা নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন আবার রওনা দিল। লোক দু'জন কেবিনে এল এবং মিনটাকার সামনে হাজির হল।

'সকল প্রভু আপনাকে ভালোবাসুক, মহামান্য।' দু'জনের মধ্যে বড় জন বলল, একটা দাড়িওয়ালা হিকস্ বড় নাক ও শক্তিশালী দেহ কাঠামো বিশিষ্ট সে। 'আমরা আপনার কুকুর। আমরা এসেছি যখনই আপনার ডাক পেয়েছিল।

'লক!' মিনটাকা সন্তুষ্টিতে হাসল এবং তারপর অন্য লোকটার দিকে ঘুরল। 'এবং নিশ্চয়ই এটা তোমার ছেলে, লক্কা।' সে তার বাবার মতই বড়, সাহসী ও বলবান। 'তোমাদের দু'জনকে স্বাগতম। তুমি লক, আমার পিতাকে ভালো সেবা দিয়েছো। তুমি ও তোমার ছেলে কি তা আমার জন্য তা করবে।' সে হিকসসিয়ান ভাষায় বলল।

'আমাদের জীবন দিয়ে, মহাত্মা!' তারা তাকে বলল।

'তীরে না যাওয়া পর্যন্ত আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন কাজ নেই, কিন্তু ততোক্ষণ পর্যন্ত বিশ্রাম নাও এবং তোমাদের অস্ত্র প্রস্তুত কর।'

জাহাজের ক্যাপ্টেন ডেল্টার অনেকগুলো মুখ থেকে একটাকে বাছাই করল যেখানে স্রোত কম, জলা লেগুন দিয়ে ধীরে বয়ে গেছে এবং যার উপরে জলচর পাখির মেঘ ঘুরে বেড়ায়। খোলা সমুদ্রে পৌঁছার পূর্বেই অন্ধকার নামল। কিন্তু ক্যাপ্টেন নির্ভুলভাবে চালল গভীরতা ও লুকানো বালির তটের মধ্য দিয়ে, যতোক্ষণ না জালার পচা দুর্গন্ধ ভূমধ্যসাগরের পরিষ্কার লবনাক্ত বাতাস দিয়ে তাড়িত হল।

'এখন, জাগ্গা বুঝবে যে আমরা পালিয়েছি।' মিনটাকা মেরিকারার উদ্দেশ্যে হাসল। 'আমি ভেবে পাই না সে নেফারকে কি বলবে, যে আমরা মন্দিরের মধ্যে প্রধান যাজিকার অধীনে নিরাপদে আছি? আমি ও রকমটাই আশা করি।'

জাহাজের ক্যাপ্টেন এবার পূর্ব দিকে ঘুরল এবং চাঁদের আলোয় সারা রাত উপকূল ঘেঁষে চলল। ভোরবেলা মিনটাকা ও মেরিকারা উষ্ণতার জন্য তাদের শালের নিচে কুন্ডলী পাকিয়ে জাহাজের সম্মুখভাগে দাঁড়াল। তারা দক্ষিণে তাদের ডান দিকের নিচু নির্জন মরু তীরে তাকাল।

'ভেবে দেখো যে নেফার ওখানে মাত্র কয়েক ক্রোশ দূরে'; মিনটাকা ফিসফিস করল। 'আমার মনে হচ্ছে যেন আমি তাকে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে পারব।

'ম্যারনও সেখানে পূর্ব দিকে একটু এগিয়ে। কি আশ্চর্য যে তারা জানবে না আমরা খুব কাছাকাছি।'

'আমার হৃদয় নেফারের জন্য ব্যাকুল। আমি সব সময় হুরাস ও হাথোরের এর কাছে তার নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা করি।'

'তাহলে তুমি আর তাকে ঘৃণা করো না।' মেরিকারা প্রশ্ন করল।

'আমি কখনো তা করিনি।' মিনটাকা উষ্ণভাবে অস্বীকার করল, তারপর ইতস্তত: করল, 'সম্ভবত এক মুহূর্তের জন্য এবং মাত্র একটু খানি।'

'আমি জানি ঠিক তুমি কতটুকো তাকে অনুভব কর।' মেরিকারা তাকে আশস্ত করল। 'মাঝে মাঝে তারা খুব জেদি ও গোঁয়ার এবং ...' সে উপযুক্ত শব্দ খুঁজল তা বর্ণনা করতে, '... এবং পুরুষোচিত।'

'হ্যাঁ!' মিনটাকা সম্মতি জানাল, 'ঠিক তাই।' বাচ্চাদের মতো। আমার মনে হয় আমাদের তাদেরকে ক্ষমা করতে হবে, কারণ তারা নিজেদের সাহায্য করতে পারবে না।'

দিনের বাকি সময় ও পরের রাত জুড়ে তারা পূর্ব দিকের উপকূল ধরে চলল। পরের সকালে জাহাজটা 'এল আরিস' এর বীচের নিকটবর্তী হল। পানি কোমর সমান গভীর হতেই দেহরক্ষী দু'জন লক ও লক্কা, মহিলাদের তীরে বয়ে নিয়ে গেল। তারা পানি ঠেলে আবার নৌকায় মালপত্র নিতে এল। তাদের সব কিছু নামানোর পর এক মাস্তুলের জাহাজটা মিশর ও ডেল্টার দিকে ফিরে চলল।

'বেশ, আমরা তা করেছি', মেরিকারা অনিশ্চিত ভাবে বলল। মিনটাকার সঙ্গ সত্তেও তার বিরক্ত ও একাকী লাগছে। 'কিন্তু এখন কি করতে হবে?' সে কানের কাছে চিৎকার করে বলল।

'আমি লককে আমাকের জন্য বাহন আনতে পাঠাব।' মিনটাকা বলল এবং তাকে আরেকটু স্বস্তি দেয়ার জন্য ও আত্ম বিশ্বাসী করার জন্য সে মেরিকারার কাছে ব্যাখ্যা করল, 'নেফার আমাদের মরুভূমি দিয়ে যাওয়ার সময় রুখে দিতে পারে আংকেল টংকাকে খুঁজে পেতে। কিন্তু আমারা তাকে বোকা বানিয়েছি।' সে আরো উদ্ভাসিত হয়ে হাসল। 'ভেবে দেখ নেফার ও ম্যারন কতটা রাগান্বিত হত যদি তারা শুধু মাত্র তা জানত!' তারা এক সাথে হাসল এবং মিনটাকা বলে গেল, 'এখানে আমরা নাজার অভিগমন রত আর্মির পিছন দিকে এবং বীরসেবা ও ইসমাইলিয়ার মধ্যকার রাস্তা আমাদের থেকে মাত্র কয়েক ক্রোশ দূরে। যখন লক একটা গাড়ি বা ওয়াগান খুঁজে পাবে আমাদের জন্য তখন আমরা আমাদেরকে নাজার আর্মির মালামালের গাড়িতে সামিল করতে পারব এবং লুকিয়ে থাকব ক্যাম্প অনুসারীদের মধ্যে যতোক্ষণ না আমরা আংকেল টংকার হেড কোয়ার্টারে পৌছাব।'

মিনটাকা যেমনটা বলল গাড়ি পাওয়া তত সহজ ছিল না। নাজার সৈন্যদলের নেতা তাদের সামনে এবং ওয়াগন ও ঘোড়া দখল করে নিয়েছে। সাধারণ জনগণের খাবার ও সেই সাথে শেষে তারা পাঁচটা জরাজীর্ণ গাধার ব্যবস্থা করতে পারল, তাদের এ জন্যে চড়া মূল্যও দিতে হল, দুইটা ভারি সোনার আংটি এবং দুটি রূপা। প্রাণীগুলো মহিলা দু'জনের ওজন বহন করতে সক্ষম ছিল না তাদের সঙ্গীদের কথা তো বাদই দিতে হল। তাই তাদের বেশির ভাগ রাস্তা হেঁটে চলতে হল এবং অবতরণের পর তৃতীয় দিনে তারা একটা চূড়ার শীর্ষে উঠল এবং তাদের নিচের উপত্যাকায় ফারাও নাজার বাহিনীকে দেখতে পেল। যতোদূর চোখ গেল তারা শুধু নাজার বাহিনীই দেখল এবং দাবানলের সৃষ্ট ধোয়ার মতো তা আকাশ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল।

তারা এর সাথে যোগ দিতে নেমে গেল এবং নিজেদেরকে মালপত্রের গাড়ির আড়াল করল। তারা ওয়াগান ও প্রাণীর সাথে দীর্ঘ ক্যারাভেনে নেমে পড়ল। মিনটাকা ও মেরিকারা তাদের মাথা ও চেহারা ঢেকে রাখল এবং তাদের পুরানো ধূলিমাখা পোশাক কাউকে বিরক্ত করল না। লক ও লক্কা খুব কাছাকাছি থেকে তাদের রক্ষা করল এবং অন্য ভ্রমনকারীদের থেকে নিরুৎসাহিত করল, অভিযামনের মাত্রা খুবই ধীর।

মিনটাকা ও মেরিকারা তাদের জীর্ণ গাধাগুলোর সর্বোচ্চ গতি ব্যবহার করে এগুলো এবং প্রথম রাতটা খোলা আকাশের নিচে কাটাল। ভোরে যখন পায়ের নিচের পথ দেখার মত আলো ফুট তারা আবার রওনা দিল। দুপুরের পূর্বে তারা প্রধান আর্মির পশ্চাৎ দলকে ধরে ফেলল। তারপর তারা অশ্বারোহী বাহিনীর লাইন অতিক্রম করল, প্রতি সারিতে বিশটি করে। তার পিছনে গবাদি পশুর খাবারের ওয়াগান ও পানির গাড়ি। মিনটাকা সংখ্যা দেখে বিস্মিত হল কখনো এটা মনে হয়নি যে মিশরে এতো প্রাণী আছে।

ঐ দিন সন্ধ্যায় প্রধান আর্মি থেমে যাওয়ার পরও তারা চলল এবং সূর্যাস্তের পর তারা রাস্তার পাশে খুঁটি ও কাঁটা গাছের ঝোপের বৃহৎ সমাবেশের সামনে এল। এটা স্থাপন করা হয়েছে নিচু পাহাড়ে সহজে সুরক্ষিত গিরিখন্দের প্রবেশ দ্বারে কড়া নিরাপত্তায় এবং এর চারপাশে অনেক ব্যস্ততা, পথচারীদের গমন ও অভিগমন দাস দাসীদের ছুটাছুটি এবং রথের আসা যাওয়া যেগুলোকে লাল পদবীধারী অফিসারেরা চালাচ্ছে। সীমানা প্রাচীরের ফটকের উপর সেনাদলের চিহ্নিত পতাকা উঠল এবং মিনটাকা তৎক্ষণাৎ তা চিনতে পারল। একটা বন্য ভাল্লুকের ছিন্ন মাথা ওটার উপর অঙ্কিত ছিল,যার জীব ওটার দাঁতাল চোয়ালের কোনা দিয়ে ঝুলে আছে।

'এই সেই ব্যক্তি যাকে আমরা খুঁজছি।' মিনটাকা ফিসফিসিয়ে মেরিকারাকে বলল, 'কিন্তু তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আমরা কি ভাবে ঢুকব?' মেরিকারা জিজ্ঞেস করল অনিশ্চিত ভাবে, প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে।

তারা তাদের অস্থায়ী ক্যাম্পটা একটু দূরে করল, কিন্তু জেনারেল প্রেনে যিনি লাল বাহিনীর প্রধান, তার কার্যালয় দৃষ্টিগোচরে রেখে।

একটা চামড়ার স্যান্ডেল ব্যাগ থেকে মিনটাকা দামি তেলের প্রদীপ বের করল যা সে তার সাথে নিয়ে এসেছে এবং এর আলোতে সে একটা ছোট বার্তা প্যাপিরাসের কাগজের টুকরোয় লিখল। সম্বোধন করা হল আংকেল ভাল্লুক বলে এবং সই করা হল আপনার ছোট ঝিঝি পোকা লিখে।

মহিলা দু'জন তাদের মুখ থেকে ধুলা ধুয়ে পরিষ্কার করল, একে অন্যের চুল ঠিক করে দিল এবং তাদের পোশাক পড়ে নিল। তারপর একে অন্যের হাত ধরে তারা সীমানা প্রাচীরে ফটকের সামনে এগিয়ে গেল। রক্ষীদের সার্জেন্ট তাদের আসতে দেখল এবং তার পা বাড়িয়ে সামনে গেল তাদের থামাতে।

'এখন এসো। এখানে কোন সুযোগ হবে না। ভাগ এখান থেকে।'

'আপনাকে একজন দয়ালু ও ভালো মানুষের মতো দেখা যায়।' মিনটাকা তাকে সাধারণভাবে বলল। 'আপনি কি কোন বদমাশকে ঐ অসভ্যভাবে আপনার মেয়ের সাথে কথা বলার অনুমতি দিবেন?' সার্জেন্ট থেমে গেল এবং তার দিকে তাকাল। সে হিকস্‌স ভাষায় প্রকৃত উচ্চারণ ও স্টাইলে কথা বলল। সে তার লণ্ঠন তুলে তাদের চেহারা আলোকিত করল। তাদের পোশাক সাধারণ কিন্তু তারা সম্ভবত উচ্চ শ্রেণির কম বয়সী মহিলা। প্রকৃতপক্ষে তাদের চেহারা তার পরিচিত মনে হল, যদিও সে তৎক্ষণাৎ চিনতে পারল না।

'আমাকে ক্ষমা করুন', সে মিন মিন করল। 'আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম।' সে ভেঙ্গে পড়ল এবং মিনটাকা মাধুর্যপূর্ণ ভাবে হাসল।

'অবশ্যই, আপনাকে ক্ষমা করা হল। আপনি কি আমাদের পক্ষ থেকে একটা বার্তা সেনারক্ষক প্রেনের কাছে নিয়ে যাবেন?' সে মোড়ানো কাগজের টুকরাটা দেখাল। সার্জেন্ট এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ওটা নেওয়ার পূর্বে।

'আমি দুঃখিত যে আপনাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে যতোক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে কোন নির্দেশ না পাই।'

খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে দ্রুত ফিরে এল। 'সম্মানীয় মহোদয়া, আমি দুঃখিত যে আপনাদের অপেক্ষা করিয়েছি। দয়া করে আমাকে অনুসরণ করুন।'

সে তাদেরকে সীমানা প্রাচীরের কেন্দ্র স্থলে রঙিন কাপড়ের প্যাভিলিয়নে নিয়ে গেল এবং তারপর তারা কাবাকোতে প্রবেশ করল। অন্দর মহল সুন্দর করে সাজানো, মেঝে প্রাণীর চামড়ার দিয়ে ঢাকা, অরিক্স, জেব্রা ও সিংহের। এগুলোর

উপর একজন মানুষ আসন করে বসে মানচিত্র খুলে দেখছিল। সে চোখ তুলে তাকাল যখন মেয়েরা দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। তার চেহারা রোগা। তার গাল মলিন এবং এমনকি তার দাঁড়ির ফিতাগুলোও ঢাকতে পারল না যে দাড়িসমূহ কালো থেকে ধূসরই বেশি। তার এক চোখ একটা চামড়ার টুকরায় ঢাকা। সে তাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।

'আংকেল টংকা!' মিনটাকা প্রদীপের আলোয় আসল এবং তার শাল পিছনে ফেলে দিল। লোকটি ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ দাঁত বের করে সে হাসল এবং তার একমাত্র চোখ ঝিকঝিক করে উঠল।

'আমি ভাবতাম না এটা সম্ভব!' সে তাকে আলিঙ্গন করল এবং তাকে তুলে ফেলল। আমি শুনেছিলাম যে তুমি আমাদের ছেড়ে গিয়েছ এবং শত্রুদের দলে ভিড়েছ।

যখন সে তাকে আবার নিচে নামাল এবং সে এই স্নেহের প্রদর্শনী একটু সামলে নিয়েছে সে, সে শ্বাস নিল, 'ঐ বিষয়েই আমি আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি, আংকেল টংকা।'

'তোমার সাথে এটা কে?' সে মেরিকারার দিকে তাকাল তারপর তার একমাত্র ভালো চোখটা পিটপিট করল, 'সেথের জঘন্য শ্বাসের কসম। আমি তোমাকে চিনি।'

'এ হচ্ছে প্রিন্সেস মেরিকারা', 'মিনটাকা তাকে বলল।'

'নাজার পালিয়ে যাওয়া স্ত্রী। সে আপনাকে ফিরে পেয়ে খুশি হবে।' সে মুখ টিপে হাসল। 'তোমরা দু'জন কি খেয়েছ?' তারপর তাদের উত্তরের অপেক্ষা না করে, সে তার চাকরদের আরো মাংস, রুটি ও মদ আনতে বলল। মেয়ে দু'জন তাদের মুখ আবার ঢাকল যখন তা পরিবেশন করল চাকরেরা কিন্তু যখন তারা চলে গেল মিনটাকা তার কাছাকাছি গিয়ে বসল। তার ভালো কানের কাছে এবং তার কণ্ঠ ফেলে দিল যাতে তাদের কথা তাঁবুর দেয়ালের বাইরের কোন না শুনতে পায়।

সে তার কথা নিরবে শুনল। কিন্তু যখন সে ঐ রাতের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করল, যে রাতে তার পিতা ও তার সব ভাইদের তাদের জাহাজে বালাসফুরায় পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তা শুনে টংকার অভিব্যক্তি পরিবর্তিত হয়ে গেল। মিনটাকার মনে হল সে তার চোখের কোনায় অশ্রুবিন্দু দেখল। সে জানত দুর্বলতার এমন প্রকাশ একজন রেড নেতার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রেন তার মুখ ঘুরিয়ে ফেলল এবং যখন সে আবার তার দিকে তাকাল অশ্রু চলে গেছে এবং সে বুঝল যে তার হয়তো ভুল হয়েছে।

যখন অবশেষে সে শেষ করল, প্রেন সাধারণভাবে তখন বলল, 'আমি তোমার পিতাকে ভালোবাসতাম, প্রায় ততোখানি তোমাকেও ভালোবাসি। তবে তুমি যে প্রস্তাব রাখলে তা বেঈমানী।' সে আরো কিছুক্ষণ চুপ রইল এবং তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'এসব আমাকে ভাবতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে তুমি ফিরতে পারবে না যেখান হতে তুমি এসেছিলে। এটা অনেক বেশি ঝুঁকির। তোমাকে আমার অধীনে থাকতে হবে, তোমাদের দু'জনকেই, যতোদিন বিষয়টা না নিষ্পত্তি হয়।'

'আমি কি কমপক্ষে নেফার সেটকে একটা বার্তা পাঠাতে পারি?' মিনটাকা অনুনয় করল।

'ওটাও খুব ঝুঁকিপূর্ণ। ধৈর্য ধরো বেশি সময় লাগবে না। নাজ খাতমিয়ার উচ্চতায় আছে। কয়েক দিনের মধ্যে সে ইশমাইলিয়ারদিকে যাত্রা শুরুরবে। ওশিরসের পূর্ণ চাদের আলো হ্রাস পাওয়ার শুরু হওয়ার পূর্বেই যুদ্ধের ফলাফল স্থির হয়ে যাবে।' তার কণ্ঠ গর্জনে পড়ে গেল, 'এবং আমি একটা সিদ্ধান্তে এর মধ্যে উপনীত হব।'

অনেক দূর থেকে ম্যারন নাজার বিশাল বাহিকে খাতমিয়ার ঢাল থেকে অনুর্বর ভূমিতে নামতে দেখল এবং সে এক জোড়া পায়রা ছেড়ে দিল যা টাইটা তাকে দিয়েছিল। দুইটা পাখির যদি একটা বাজ পাখি নিয়ে যায় তবে অন্যটা খবর বয়ে নেবে। উভয় পাখির পায়ে সাথে লাল রঙের সুতার একই গুচ্ছ বাঁধা আছে যার সাংকেতিক অর্থ হল অভিগম শুরু হয়ে গিয়েছে। নেফার তাদের অগ্রগতি নজরে রাখল এবং এমনকি রাতে গিয়ে কাছ থেকে দেখে আসল।

পঞ্চম রাতে নাজার পূর্ণ সেনাদল সম্পূর্ণ রূপে পারাপার শেষ করল এবং প্রধান উপাদানগুলো খাতমিয়া ও ইশমাইলিয়ার মধ্যকার ব্যবধানে অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে গিয়েছে। ম্যারন পশ্চাৎ দলের পিছন দিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল এবং পানির মজুদ পরীক্ষা করল যেগুলো তারা তাদের পিছনে ফেলে এসেছে। সে আবিষ্কার করল যে তাদের প্রায় সব ব্যবহৃত হয়ে গেছে অথবা বহন করে তারা নিয়ে গিয়েছে। নাজা তার জয়ের ব্যাপারে এতো আত্মবিশ্বাসী যে সে কোন মজুদ রেখে যায়নি কোন সম্ভাব্য পশ্চাৎ হটার জন্য। অব্যবহৃত জারগুলো থেকে ম্যারন তার নিজের পানির থলেগুলো পূর্ণ করল যেগুলো প্রায় খালি হয়ে গিয়েছিল এবং সে যে জারগুলো রয়ে গেল তা গুড়িয়ে দিল।

এখন সে নাজার সৈন্য বাহিনীর সীমান্ত পথে ফিরে চলল কিন্তু অনেক দক্ষিণ দিয়ে এবং তার স্কাউটদের দৃষ্টি সীমার বাইরে দিয়ে। সে সেখানে ফিরে এল

যেখানে সে তার সর্ব শক্তি লুকিয়ে রেখেছিল। পঞ্চাশটা রথ দক্ষ সৈন্য দ্বারা চালিত ও নেফারের আর্মির সবচেয়ে সুন্দর ঘোড়া দ্বারা টানা। সে শুধু পানি খাওয়ানোর জন্য এবং ছোট পতাকা পরিবর্তন করার জন্য থামল সেটা তার রথে উড়ছিল। সেটাকে সে নীল থেকে নাজার আর্মির লাল করে দিল। সে নিজেকে সান্ত্বনা দিল যে এটা একটা যুদ্ধের কৌশল। তারপর তার বাহিনীকে পিছন থেকে নাজার অগ্রণী দলের সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে গেল এবং ভয়ংকর ভাবে রথ চালাল তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।

যে লোকগুলো পানি স্তূপ পাহাড়া দিচ্ছিল তারা তাদের এগিয়ে যেতে দেখল সেদিক থেকেই যেদিক দিয়ে তারা তাদের সহযোদ্ধাদের পৌঁছানোর আশা করেছিল। যখন তারা তাদের উপরে উড়ন্ত মিথ্যা রং চিনতে পারল তারা শান্ত হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার চিন্তা করার জন্য ম্যারন তাদের কোন সুযোগ দিল না, বরং তাদের উপর দিয়ে ছুটে গেল এবং যে বাঁধা দিল তাকে কেটে হত্যা করল। জীবিতদের একটা পছন্দ দেয়া হল– হয় মৃত্যু অথবা স্বপক্ষ ত্যাগ। অধিকাংশরা নেফার সেটির দলে যোগ দিল। প্রতিটা মাটির জারের জন্য হাতুড়ির একটা আঘাতই যথেষ্ট ছিল। মূল্যবান তরল পদার্থটা বালিতে পড়ে গেল। ম্যারনের দল আবার ঘোড়ায় চড়ল এবং পরে অভিযানে চলল।

যখন অবশেষে তারা ইশমাইলিয়ার দৃষ্টি সীমায় এল নেফার তাদের অভিনন্দন জানাতে বেরিয়ে এল। ম্যারনকে আলিঙ্গন করল যখন সে শুনল যে কাজের জন্য তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল তা সম্পন্ন হয়েছে, নাজা এখন তেপান্তরে পানি হীন। তুমি এই মাত্র তোমার পরাক্রমের প্রথম সোনা অর্জন করছে।' সে ম্যারনকে বলল, 'এবং তোমাকে দশ হাজার সৈন্যের প্রধান রূপে পদোন্নিত করা হল।' ম্যারনকে তার আঘাত থেকে সুস্থ দেখে সে স্বস্তি পেল। 'আমাদের সম্মুখে যে যুদ্ধ আসছে আমি তার ডান অংশের কমান্ডারের দায়িত্ব তোমাকে দিচ্ছি।'

'ফারাও, যদি আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করে থাকি তবে আমি এক সুযোগ ভিক্ষা চাই।'

'অবশ্যই, পুরানো বন্ধু। যদি তা আমার ক্ষমতার মধ্যে হয় তবে তুমি তা পাবে।'

'আমার সঠিক স্থান আপনার পাশে। আমরা এক সাথে রেড রোডে দৌড়িয়েছি, চলুন এই যুদ্ধটা আমরা এক সাথে করি। আমাকে আরো একবার আপনার বর্শা বাহক হিসাবে আপনার পাশে চড়তে দিন। ওটা সবচেয়ে বড় সম্মান যা আমি চাই।'

নেফার তার হাত ধরল এবং জোরে চাপ দিল। 'তুমি আমার রথে আরো একবার চড়বে এবং এতে আমি সম্মানিত হবো।' সে তার হাত নামাল। 'কিন্তু

আমাদের আর কথা বলার সময় নেই। নাজা তোমার বেশি পিছনে নয়। যখনই সে আবিষ্কার করবে তুমি তার পানি সরবরাহের কি করেছ, সে বাধ্য হবে সর্বোচ্চ গতিতে আসতে।'

সহজাত ভাবেই তারা দুজন তেপান্তরে ফিরে তাকাল যেখান দিয়ে শত্রু আসতে পারে। কিন্তু তাপের আস্তরণ ছিল ধূসর এবং কিছুই দেখা গেল না। যাই হোক তারা আর অপেক্ষা করল না।

ফারাও নাজা তার রথ থামাল এবং তার পানির স্তুপের দিকে তাকাল। যদিও তার স্কাউটরা তাকে আগেই সতর্ক করেছে তবুও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে সে হতবাক। ধীরে ধীরে সে নামল ও দুমদাম করে হেঁটে ভেজা ভূমিতে বের হল। মাটির হাঁড়ির ভাঙা টুকরা তার স্যান্ডেলের নিচে মড়মড় করে উঠল এবং হঠাৎ সে তীক্ষ্ণ চিৎকার দিল। সে রাগ ও হতাশায় ভাঙ্গা টুকরোগুলোকে লাথি মারল। তারপর দু'পাশে দুহাত শক্ত মুঠি করে দাঁড়াল এবং রাগত দৃষ্টিতে পশ্চিম দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে সে তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল এবং তার শ্বাস ধীর হল। সে ঘুরে হেঁটে ফিরে গেল যেখানে তার কর্মকর্তারা অপেক্ষা করছিল।

'আপনি কি ফিরে যাওয়ার আদেশ দিবেন?' ভয়ে ভয়ে তার একজন ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল।

নাজা তাকে নির্মম ভাবে আক্রমণ করল। 'আর কেউ যে এমন পরামর্শ দিবে আমি তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করব ও তার পা আমার রথের পিছনে বাধব। আমি তাকে টেনে মিশরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।' তারা তাদের চোখ নামাল এবং বালিতে তাদের পা টেনে টেনে চলে গেলে।

নাজা তার মাথা থেকে লাল যুদ্ধের মুটটা খুলল এবং তার বর্শা বাহকের দেওয়া রুমাল দিয়ে তার ন্যাড়া মাথা থেকে ঘাম মুছল। মুকুটটা তার বাহু দিয়ে চেপে ধরে সে তার নতুন আদেশ দিল। 'সমগ্র আর্মি থেকে পানির থলেগুলো সংগ্রহ কর। এখান থেকে পানি সরবরাহ সরাসরি আমার হাতে। কোন মানুষ বা কোন প্রাণী অনুমতি ছাড়া পানি পান করবে না। কোন ঘুরে যাওয়া নয়, কোন পিছু হটাও নয়। সব যুদ্ধ রথগুলো কলামের সামনে থাকবে। এমনকি পশ্চাৎ দল প্রেনের গুলোও। অন্য যানগুলো ও পদাতিক বাহিনী অবশ্যই সুযোগ নিয়ে এবং তাদের সর্বোচ্চ গতিতে অনুসরণ করবে। আমি অশ্বারোহী দল সামনে নিয়ে যাব এবং ইশমাইলিয়ার কূপ দখল করব....'

হেজারট কাবাকো থেকে মাথা বাড়িয়ে তার দেহরক্ষীদের ক্যাপ্টেনকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'কি সমস্যা? এটা রাজকীয় ও পবিত্র স্থান। তবুও এ বদমাশগুলো আমার সীমানার মধ্যে কি করছে?' তার কাবাকো পাশে পার্ক করা তার ব্যক্তিগত মালপত্রের গাড়ি থেকে যে লোকগুলো পানির থলে নিচ্ছিল সে তাদের দিকে নির্দেশ করল। 'তাদের কত সাহস যে আমার পানি সরিয়ে নিচ্ছে? আমি এখনো গোসল করি নি। তাদের বল ঐ থলেগুলো এখনই জায়গায় ফিরিয়ে দিতে।'

'এটা ফারাও, আপনার মহান স্বামীর আদেশে, মহারাণী!' ক্যাপ্টেন ব্যাখ্যা করল। 'সকল পানির থলে সামনের অশ্বারোহী সৈন্যদের জন্য দরকার।'

'এরকম আদেশ আমার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না।' মিশরের মহান রাণী হেজারেট আর্তনাদ করল। 'ঐ পানির থলেগুলো জায়গা মত রাখ।'

সৈন্যরা ইতস্তত করল, কিন্তু সার্জেন্ট তার চামড়ার হেলমেটের চূড়া তার তেলোয়ার দিয়ে স্পর্শ করে বলল,

'আমাকে ক্ষমা করুন। মহারাণী! আমার আদেশ হল সকল পানি নেওয়া।'

'তুমি আমাকে অসম্মান করছো?' হেজারেট তাকে শাসালো।

'দয়া করে ক্ষমা করুন এবং আমার অবস্থাটা বুঝুন, মহারাণী।' লোকটি তার স্থানে দাঁড়িয়ে রইল।

'আইসিসের সুন্দর নামের কসম, আমি তোমাকে ফাঁসিতে চড়াব ও তোমার দেহ পুড়াব যদি তুমি আমাকে আসম্মান কর।'

'আমার আদেশ...'

'তোমার ও তোমার আদেশের উপর প্লেগ পড়ুক। আমি এখন জেনারেল প্রেনের কাছে যাব। যখন আমি ফিরব আমি তোমার জন্য নতুন আদেশ নিয়ে আসবো।' তারপর সে তার দেহরক্ষীর দিকে ফিরল। 'আমার রথ প্রস্তুত কর ও দশ জন লোক দাও।'

হেজারেটের তাঁবু থেকে জেনারেল প্রেনের ক্যাম্প দেখা যায়। রথে করে তার দশ মিনিট লাগল সেখানে পৌছাতে। কিন্তু সীমানা প্রাচীরের ফটকের রক্ষী বাঁধা দিল, 'মহারাণী! জেনারেল প্রেন এখানে নেই।' সে তাকে বলল।

'আমি তা বিশ্বাস করি না।' হেজারেট রুষ্ট দৃষ্টিতে তাকাল।'ঐ যে পতাকা উড়ছে, এর মানে সে এখানে।'

'মহারাণী, এক ঘণ্টা আগে তিনি তার সব অশ্বারোহী দল নিয়ে নাজা ফারাও এর আদেশে তার সাথে যোগ দিতে অগ্রণী দলে গিয়েছেন।'

'তার সাথে আমার দেখা করতেই হবে। খুব জরুরি বিষয়। আমি জানি সে আমাকে না জানিয়ে যাবে না। সরে দাঁড়াও এবং আমি নিজেই দেখে নেব সে

এখানে আছে কিনা।' সে তার দিকে সরাসরি রথ চালিয়ে দিল এবং দ্রুত প্রহরী লাফ দিয়ে সরে গেল।

সে হলুদ ও সবুজ রঙের ডোরাকাটা তাঁবুর সামনে থামল এবং লাগাম সহিসদের কাছে দিয়ে লাফিয়ে নামল ও তাঁবুর প্রবেশ দ্বারে দিকে দৌড় দিল। তাঁবুটা অরক্ষিত ছিল এবং সে বুঝল তাকে সত্য কথা বলো হয়েছে, প্রেন এখানে নেই। তবুও সে দরজা দিয়ে ঝুকে প্রবেশ করল। দুজন বালক মেঝেতে বসে খাবার খাচ্ছিল এবং তারা তার দিকে চোখ তুলে তাকাল।

'তোমরা কারা? হেজারেট জানতে চাইল, 'জেনারেল কোথায়?'

কেউ উত্তর দিল এবং তার দিকে নিঃশব্দে তারা তাকিয়ে রইল। হঠাৎ হেজারেটের চোখ সরু হয়ে গেল এবং সে এক কদম তাদের দিকে বাড়ল। 'তুমি!' সে চিৎকার করে উঠল। 'তোমরা প্রতারক কুকুর।' সে তাদের দিকে একটা কাঁপা আঙ্গুলে নির্দেশ করল। 'রক্ষী প্রহরী। প্রহরী, এখানে এখনই আস।'

মিনটাকার যেন জ্ঞান ফিরল। সে মেরিকারার হাত ধরল ও তাকে টেনে তুলল। পিছনের দরজা দিয়ে সবেগে দৌড় দিল দু'জন।

'প্রহরী!' হেজারেট আবার চিৎকার করল। 'এই দিকে!' তার দেহরক্ষীরা তার পিছনের দরজা দিয়ে দৌড় দিল।

'তাদের অনুসরণ কর!' হেজারেট চিৎকার করল। 'তাদের পালাতে দিবে না। তারা গুপ্তচর ও দেশদ্রোহী।'

তার দেহরক্ষীরা তাদের পিছনে ধাওয়া করল ও ফটকের রক্ষীদের চিৎকার করে বলল, 'তাদের থামাও। তাদের ধর, তাদের যেতে দিও না।' প্রহরীরা তাদের তলোয়ার বের করল ও ফটক আটকাতে দৌড় দিল।

মিনটাকে থামল যখনই সে দেখল যে তারা প্রায় বিভক্ত হতে যাচ্ছে। সে তার চারপাশে বেপরোয়া ভাবে দেখল, তারপর মেরিকারাকে হাতে ধরে টেনে প্রাচীরের কাঁটার বেড়ার দিকে দৌড় দিল এবং ওটা লাফিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু দেহ রক্ষীরা তাদের কাছে চলে এল, তাদের গোড়ালি ধরে দেয়াল থেকে তাদের টেনে নামাল। কাটা তাদের হাত ও পা ছিলে দিল এবং তাদের রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল। কিন্তু তারা পাগলের মত লড়াই করল, লাথি মাল, আচড় দিল ও কামড় দিল। কিন্তু সৈন্যরা তাদের হেজারেটের সামনে নিয়ে এল। সে বিজেতার মতো হাসছিল। 'তাদের শক্ত করে ধর। আমি নিশ্চিত আমার স্বামী, এই মিশরের একমাত্র শাসক তাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য উত্তম শাস্তি দিবে যখন সে ফিরবে। আমি তখন তাদের আর্তনাদ উপভোগ করব। তখন পর্যন্ত তাদের পশুর মতো আমার তাঁবুর সামনে খাঁচায় ভরে রাখ, যাতে আমি তাদের উপর চোখ রাখতে পারি।'

দেহরক্ষীরা তাদের বেঁধে রথে করে নিয়ে এল। একটা বিশাল শূকরের খাঁচায় তাদের ভরা হল ও নির্দেশিত স্থানে রাখা হল।

'দিন ও রাত তোমাদের খাঁচার সামনে রক্ষী নিযুক্ত থাকবে।' হেজারেট তাদের সাবধান করল। মেরিকারা কাঁদতে লাগল, কিন্তু মিনটাকা তাকে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'না আমার সখী, সাহসী হও। তাকে আমাদের কষ্টে আনন্দ পেতে দিও না।'

ইশমাইলিয়া দুর্গের ওয়াচ টাওয়ার থেকে প্রহরী চিৎকার করে সতর্ক করল, 'ফারাও! সন্ধানী দল আসছে।' নেফার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, সে ও টাইটা দুপুরের খাবার খাচ্ছিল তখন। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে সে মঞ্চে উঠে গেল এবং চোখের উপর হাত তুলে ছায়া দিয়ে দূরে তাকাল। হলুদ আলোয় সে সন্ধানী দলটাকে সামনে এগিয়ে আসতে দেখল। যখন নদী তীরে ওয়াদির মধ্যে তার এল তখন রক্ষীরা ফটক খুলে দিল এবং তাদের প্রবেশ করতে দিল।

'শত্রুরা দ্রুত এগিয়ে আসছে!' নেফারকে চিৎকার করে জানাল দলের সার্জেন্ট।

'খুব ভালো সার্জেন্ট', নেফার তাকে বলল। তারপর ফটকের উপরে দেয়ালে দাঁড়িয়ে বাদকে আদেশ দিল, 'সতর্ক সংকেত বাজাও।'

সতর্ক সংকেত বাজাতেই সৈন্য সারি ও রথের কলাম যার যার অবস্থানে চলে যেতে শুরু করল।

টাইটা উঁচু মঞ্চে আরোহণ করল এবং নেফার তার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'তাহলে এমনকি পানির অভাবেও নাজা পিছু হটে নি।'

'আমরা কখনো ভাবিনি সে তা করবে।' নরম সুরে বলল টাইটা।

পূর্ব দিগন্তে কালো হতে শুরু করল যেন অসময়ে রাত নামল। বিশাল বিস্তৃত হয়ে শত্রুরা গঠনরত একটা ঝড়ের মত এগিয়ে আসছে।

'এখনো দুপুর হতে কয়েক ঘণ্টা লাগবে।' নেফার নির্মম সূর্যটার দিকে তাকাল। 'নাজার ঘোড়াগুলো তিন দিনে অল্প পান করেছে এবং আমাদের এখানে দ্রুতই পৌঁছাতে তাদের অনেক কষ্ট করতে হবে। সে জানে সে অবশ্যই জিতবে এবং আজ দিনেই কুয়ার কাছে পৌঁছাবে, এছাড়া তার আর কোন পথ নেই।'

'তুমি কি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আমার সাথে যাবে, বৃদ্ধ পিতা?' নেফার জিজ্ঞেস করল।

'না!' টাইটা তার বাম হাত তুলল। আঙুলে সে রক্তাভ লাল রুবি বসানো সোনার আংটি পড়েছে, যখন এটার উপর সূর্যালোক পড়ল তা ঝলমল করে উঠল। নেফার তা চিনতে পারল, এটা নাজা এই কয়েক বছর আগে তাকে দিয়েছিল নিদর্শন হিসেবে তার নিজের আঙুল থেকে খুলে, যখন সে বিশ্বাস করেছিল ম্যাগোস তার জন্যে তরুণ ফারাওকে খুন করেছে। নেফার বুঝল এটা একটি শক্তিশালী

কবজ হিসেবে কাজ করবে কেননা এতে নাজার স্পর্শ রয়েছে। 'আমি এখান থেকে যুদ্ধ দেখব এবং আমি আমার নিজের পদ্ধতিতে তোমাকে সাহায্য করব।'

নেফার হাসল। 'তোমার অস্ত্রগুলো অধিক ধারালো ও অধিক বিশ্বস্ত ভাবে উড়ে অন্তত আমি যতো অস্ত্র আমার হাতে নিয়েছি তার থেকে। হুরাস তোমাকে ভালোবাসুক ও রক্ষা করুক, বৃদ্ধ পিতা?'

ধনুকধারী ও গুলতিধারী ব্যাটেলিয়ান নিজেদের অবস্থান নিল। পদাতিক সৈন্যরা দ্রুত এগোলো লক্ষ্য বরাবর। তারা সবাই জানে তাদের কি করতে হবে, বহুবার তারার এর অনুশীলন করেছে। সবাই তারা আড়াল নিলে মাঠটাকে নির্জন মরু ছাড়া আর কিছুই মনে হল না।

যখন নাজার অভিগমনের ধুলোর মেঘ এক ক্রোশের চেয়ে কম দূরে ছিল, নেফার টাইটাকে আলিঙ্গন করল এবং মই বেয়ে নেমে গেল। সে দৃঢ় পদক্ষেপে ফটক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে যখন রথের কাছে এল তখন সমাবেশ থেকে একটা গর্জন এলো। সে তার সৈন্যবাহিনীর কাছে গেল এবং তার ক্যাপ্টেন ও সর্দারদের তাদের মধ্যে দেখল, 'সাহস রেখো, হিল্টো! আমার জন্য আরেক বার, শাবাকো! আজ রাতে আমরা বিজয়ের পেয়ালা এক সাথে পান করতে চাই, সোক্কো!'

ম্যারনের হাতে ডোভ ও ক্রুস ছিল যখন সে লাফিয়ে পাদানিতে উঠল। নেফার তার কাছ থেকে লাগামটা নিল এবং ডোভ তার স্পর্শ চিনতে পারল ও তার বিশাল উজ্জ্বল চোখ দিয়ে তার দিকে ফিরে তাকাল। এক দিকে তার ঘাড় বাঁকা করল এবং সামনের একটা খুর দিয়ে মাটিতে চাপ দিল বারবার।

নেফার তার ডান হাত উপরে তুলে আদেশ দিল, 'এগিয়ে চল! সামনে।'

যুদ্ধের ধ্বনি বাজল এবং সে সৈন্যদের সারির পর সারি নিয়ে বাড়ল সামনে। তারা চমৎকার ভাবে এগোল নিচু দেয়ালের মধ্য দিয়ে যেগুলোর পিছনে কেউ একটা ধনুকধারীকেও দেখল না। বাইরে খোলা সমতলে সে বেরিয়ে গেল।

নেফার আরেক হাতের সংকেত দিলে গঠন খুলে গেল। পাশাপাশি প্রথম সারি সামনে এগুলো বিশাল ধুলার মেঘটাকে মোকাবেলা করতে যা তাদের দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। কয়েক সপ্তায় আগে সে যে চিহ্নগুলো দিয়েছিল তার সামনে এসে নেফার তার প্রধান রথ থামল এবং ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিল, যখন সে শত্রুদের আগমন পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

এবার যেখানে পিঙ্গল ধুলার মেঘ ধূসর মরুকে ক্ষীণভাবে ছুঁয়ে গেল সেখানে সে কালো দাগের একটা লাইন দেখল এবং অসংখ্য ধাতুর ঝলকও দেখা গেল উষ্ণ বাতাসে। তারা এগিয়ে এল মরীচিকা ভেঙে, নাজার প্রথম সৈন্য সারি দুমড়ে মুচড়ে এগিয়ে এল এবং তাদের আকৃতি পরিবর্তিত হল।

তারপর তারা শক্ত হল ও দৃঢ় আকার ধারণ করল এবং সে ঘোড়াগুলো ও বর্ম পরিহিত লোকগুলোকে ঝুকতে দেখল তাদের যানের উপর।

ম্যারন বিড়বিড় করল, 'প্রিয় হুরাস মনে হয় সে তার সব রথ নিয়ে আসছে এবং একটাও মজুদ রাখেনি।'

'তারা নিশ্চয়ই পানির জন্যে পাগল। তার বেঁচে থাকার একমাত্র সুযোগ হল সম্মুখ আক্রমণে আমাদের সৈন্যদের ভেঙ্গে ফেলা এবং কূপগুলোর দখল নেয়া।'

শত্রু সামনে এগিয়ে এল এবং এখন তারা তাদের রঙ ও পতাকা দিয়ে রেজিমেন্টদের চিহ্নিত করতে পারল এবং ক্যাপ্টেনকে চিনতে পারল যে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

দুই হাজার কদম দূরে শত্রুরা থেমে গেল। চারপাশে বিশাল নিরবতা নেমে এল, শুধু বাতাসের আওয়াজ ছাড়া। পড়ন্ত পর্দার মত ধুলো যখন পড়ে গেল দুই সৈন্যবাহিনীর প্রতিটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল তখন।

শত্রুদের কেন্দ্রস্থল থেকে একটা যান সামনে এগিয়ে এল। যদিও ধুলায় ঢাকা, তবু গাড়ির কারুকার্য সূর্যের আলোতে ঝিকমিক করে উঠল এবং চালকের মাথার উপর উড়ছে রাজকীয় বিশেষ পতাকাটা। নাজা তার একশ' কদম এগিয়ে থামল ফলে নেফার তার নির্মম সুন্দর মুখটা চিনতে পারল নীল যুদ্ধ মুকুটের নিচে।

'জয়, নেফার সেটি, কুকুরের ছানা। যার পিতাকে আমি আমার নিজ হাতে হত্যা করে ছিলাম।' নাজা তার সুমধুর কণ্ঠে বলল।

নেফার তার সাহসের পরিমাণ দেখে রাগে শক্ত হয়ে গেল। যে সবার সম্মুখে তা স্বীকার করছে।

'আমার মাথায় আমি সেই মুকুট পড়ে আছি যা আমি ফারাও ট্যামোসের থেকে নিয়ে ছিলাম যখন সে মারা যাচ্ছিল, আমার হাতের মধ্যে,' সে মহান নীল মুকুটটা তুলে ধরল, 'আমি তার সেই জিনিসটাও এনেছি যে তার মুঠিতে ধরে ছিল শেষ সময় পর্যন্ত। তুমি কি তা চাও কুকুর ছানা?' নেফার অনুভব করল রাগে তার হাত কাঁপতে শুরু করেছে এবং রাগ লাল মেঘের মত তার দৃষ্টি অস্পষ্ট করে দিল।

'স্থির হউন!' ম্যারন তার পাশ থেকে ফিসফিস করে বলল। 'তার ফাঁদে নিজেকে প্রলুব্ধ হতে দিবেন না।' খুব কষ্টে নেফার তার রাগের পর্দাটা এক পাশে সরিয়ে রাখল এবং তার চেহারা অভিব্যক্তিহীন রাখল তবে তার কণ্ঠ পাথরের উপর ধাতু যে শব্দ করে ওরকম করে বাজল। 'তৈরি হও!' এবং সে তার তলোয়ার উপরে তুলল।

নাজা হাসল, শব্দহীন ভাবে। রথ চালিয়ে পূর্বের স্থানে তার সৈন্য দলের মাঝে ফিরে গেল, 'এগিয়ে চল! সম্মুখে।' তারপর নীল তলোয়াটা উঠাল নাজা। তার সম্মুখ দল নেফারের লাইনের দিকে এগিয়ে এল। 'দ্রুত ছোট! আক্রমণ কর?'

নেফার তার জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল এবং তাদের আসতে দিল, যদিও তার ইচ্ছে হচ্ছিল এগিয়ে গিয়ে নাজাকে মোকাবেলা করতে ও তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে। কিন্তু সে খুব কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখল এবং অপেক্ষা করে গেল। তারপর

সে তার তলোয়ার তুলে তা তিনবার নাড়াল, অর্থপূর্ণ সংকেতে। তার সেনাবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল, একটা পাখির ঝাঁকের মত তারা দিক পরিবর্তন করল। তারা এমনভাবে ঘুরল যেন তাদের সবার মন এক এবং ছুটে চলল সমতল দিয়ে যে পথে তারা এসেছে।

নাজার সম্মুখের সৈন্যদল আক্রমণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে রেখেছিল, কিন্তু তারা কোন বাঁধার সম্মুখীন হল না, বরং অদৃশ্য বাঁধায় একটা হোঁচট খাওয়া লোকের মতো তারা গতি হারাল। যতোক্ষণে তারা সামনে নিল, নেফার ততোক্ষণে আরো একশ' কদম এগিয়ে গিয়েছে। এবার তার সেনাবাহিনী মসৃণভাবে তাদের গঠন পরিবর্তন করল এবং একসাথে টেনে প্রসারিত অবস্থা থেকে চারটা কলামে সজ্জিত হল।

নাজা তার পিছনে ছুটে এল। কিন্তু তিনশ' কদমের মধ্যে তার সেনাদল তাদের উভয় পাশে উঁচু পাথুরে দেয়াল দেখতে পেল যা বুক সমান। তারা এখন থামতে পারবে না, তাই তারা তাদের বাম ও ডান পার্শ্বকে তাদের কেন্দ্রস্থলের দিকে মোড় দেয়ালো। চাকায় চাকায় টক্কর লাগায় এবং ঘোড়ার দলগুলো বাধ্য হল একে অন্যকে স্থান দিতে, আক্রমণ দুলে উঠল এবং ধীর হল।

সেই মারাত্মক মুহূর্তে মাঠ পেরিয়ে যুদ্ধ ঘণ্টা বাজল এবং সংকেত পেতেই ধনুকধরী ও গুলধারী নিচু দেয়ালের পিছন থেকে উভয় পাশে উঠে দাঁড়াল। তীর লাগানোই ছিল এখন শুধু তা টেনে ছেড়ে দিল তারা। এক মুহূর্ত তারা তাদের লক্ষ্য স্থির করল সতর্কভাবে। গুলতিধারীরা তাদের অস্ত্র অনেক উচুতে উঠিয়ে ঘোরালো, দীর্ঘ রশির প্রান্তে চামড়ার থলেতে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা কাদার বল ভরা তাতে। বাতাসে তা গুঞ্জন তুলল যখন তারা তা ভয়ংকর ঘুরাতে লাগল।

নাজার অগ্রগামী সৈন্যদল ফানেলের অনেক ভেতরে ঢুকে গেছে যখন আবার ঘণ্টা বাজল এবং ধনুকধারীরা নিক্ষেপ করল। তাদের বলা হয়েছে ঘোড়াগুলোর দিকে লক্ষ্য করতে এবং শত্রুদের ক্যাপ্টেনদের দিকে তীরগুলো নিরবে উড়ে গেল। তীর নিক্ষেপের ফিসফিস শব্দ বাজছিল এবং কাদার তীরে এক মুঠো নুড়ি পতনের মত তীরের মাথাগুলো জীবন্ত মাংসে আঘাত করল। নাজার আক্রমণের প্রথম দল শেষ। যখন ঘোড়াগুলো পড়ে গেল রথগুলো তাদের শবদেহের উপর উল্টে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অন্য দিকে ছুটল, উল্টা পাল্টা হয়ে গেল এবং গড়িয়ে পড়ল।

তারপর গুলতিধারী তাদের অস্ত্র নিখুঁতভাবে ছাড়ল। কঠিন পোড়ানো মাটির বলগুলো মানুষ ঘোড়ার খুলি ফাটিয়ে দিল, পা ভেঙ্গে অথবা পাজর গুড়িয়ে দিল। তারপর তারা লক্ষ্য স্থির করল পরবর্তী আক্রমণের।

সে যানগুলো তাদের পিছনে অনুসরণ করছিল তা সামনে আনা সম্ভব ছিল না এবং সামনের ভগ্নাংশে বাধা পেয়ে ওগুলো পড়ে গেল। লোকজন ককপিট থেকে সজোরে নিক্ষিপ্ত হল এবং পিছনের ঘোড়ার মারাত্মক খুরের নিচে পিষ্ট হল।

তার সেনাদলের সামনে নেফার হাতের ইশারা দিল যে জন্যে তার লোকেরা অপেক্ষা করছে এবং একঝাঁক পদাতিক বাহিনী লুকানো স্থান থেকে লাফিয়ে থামল এবং কন্টক ঝোঁপগুলো টেনে সরিয়ে দিল। খোলা মুখগুলোকে ইচ্ছে করেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। নেফারের রথ তাদের মধ্য দিয়ে গতি পরিবর্তন করল এবং বেড়িয়ে এল দেয়ালের ওপাশে খোলা মাঠে। এবার সুগঠিত নয়, তারা খেলার মাঠে কৌশল দেখানোর জন্য মুক্ত। তারা উল্টো দিকে সবেগে ছুটল। নাজার ফাঁদে আটক সৈন্য পিছন দিয়ে বৃত্ত করছে এবং তাদের উপর সৈন্য দল ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এখন সেনাবাহিনীদ্বয় যুদ্ধে লিপ্ত হল লড়াইরত ষাঁড়ের মতন শিং উঁচিয়ে। নাজার সব রথ ফাঁদে আটকা পড়েনি। এবার রয়ে যাওয়া রথগুলো নেফারকে আক্রমণের জন্য ছুটল এবং একটা ঐতিহ্যগত রথের যুদ্ধ শুরু হল। রথগুলো বৃত্তাকারে ঘোরে আক্রমণ করল এবং পিছু হটল তারপর আবার আক্রমণ করল।

শুরুর দিকে বিশাল সংখ্যক সৈন্য হারানো পরও নেফার এখনও নাজার তুলনায় অনেক পিছিয়ে। যখন সুযোগে সামনে পিছনে দুলল, নেফার বাধ্য হল তার মজুদ শক্তি ব্যবহার করতে যাদের সে দুর্গের পিছনে লুকিয়ে রেখেছে। এখন সে তাদের শেষ দলটাকে ইশারা করল।

ধুলা, কোলাহল ও শোর-গোলের মধ্যে নেফার পাগলের মত নাজার রথ ও রাজকীয় লাল পতাকা খুঁজল। সে জানে যদি সে নাজাকে ব্যক্তিগত যুদ্ধে বাধ্য করতে পারে এবং তাকে হত্যা করতে পারে তবে সে এখনো দিনটা চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তার কোন চিহ্ন ছিল না সেখানে। সম্ভবত দেয়ালের মাঝে গিরি সংকটে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। অথবা সে আহত অথবা মৃত অবস্থায় কোথাও যুদ্ধের ময়দানে পড়ে আছে।

কাছে নেফার দেখল হিল্টোর রথ দুজন সৈন্য দ্বারা পরিবেশিত এবং বৃদ্ধ যোদ্ধা আহত হলেও মাটিতে নিক্ষিপ্ত। হিল্টোর দলটা তাকে পড়ে যেতে দেখল এবং দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল। নেফার অনুভব করল হতাশার একটা ঠাণ্ডা হাত তার হৃদয় পিষে দিচ্ছে। তারা যুদ্ধটা হারতে যাচ্ছে।

তখন সে দেখল লাল রথের একটা লাইন বৃত্তাকারে বেরিয়ে এসে তার ধনুকধারী ও গুলতিধারীদের পিছন দিয়ে ঘিরে ফেলল এবং তাদের তীর ও বল্লম দিয়ে হত্যা করছে। পদাতিক বাহিনী ছড়িয়ে পড়ল ও পালিয়ে গেল, একটা উশৃঙ্খলতা এবং হতাশা তাদের মধ্যে বিরাজ করছে যা ছিল ছোঁয়াচে। বিষণ্নভাবে নেফারের মনে পড়ল যে টাইটা এটা বলে, 'ছোট পাখির প্রভাব এমনই – যখন একজন পালিয়ে যায় তখন তারা সবাই পালায়।'

নেফার বুঝল তার সেনাবাহিনী শীঘ্রই ধারাশায়ী হবে এবং সে তাদের শক্তি, সাহস ও উৎসাহ দেয়ার জন্য আরেকটি লাল রথকে ধাওয়া করল, কিন্তু ততক্ষণে ডোভ ও ক্রুস প্রায় জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে এবং শত্রু তাদের থেকে দূরে চলে গেল।

তখন তার পাশ থেকে ম্যারন চিৎকার করে বলল, 'দেখুন, ফারাও!' এবং মরু ভূমির পূর্ব দিকে নির্দেশ করল সে। হাতের উল্টো দিক দিয়ে নেফার মুখ থেকে তার ঘাম ও শত্রুর রক্ত মুছল, এবং ঐ দিক তাকিয়ে রইল।

সব সন্দেহ ছাপিয়ে সে জানত সব শেষ, এবং তারা যুদ্ধটা হেরে গিয়েছে। বিপুল সংখ্যক রথের একটা শত্রু দল তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। হঠাৎ কোথা থেকে এরা এল নেফার বুঝতে পারল না। সে ভেবেছিল নাজা তার সব যান পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন আর কোন বিষয় না কে যুদ্ধ হেরে গিয়েছে।

'কত সংখ্যক?' নেফার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'দুইশত!' ম্যারন অনুমান করল, 'তার বেশিও হতে পারে।' তার কণ্ঠে হতাশা।

'সব শেষ, ফারাও! আমরা যুদ্ধ করতে করতে মরব।'

'একটা শেষ আক্রমণ।' নেফার তার সবচেয়ে কাছের রথগুলোর উদ্দেশ্যে চিৎকার করল। 'নীল বাহিনী! সম্মানের সাথে মৃত্যু।'

তারা কর্কশভাবে চিৎকার দিল জবাবে এবং রথ চালিয়ে তার উভয় পাশে এল। এমন কি ডোভ ও ক্রুসও মনে হল নতুন শক্তি পেল এবং নীল রথের একটা ক্ষুদ্র লাইন তাদের নতুন শত্রুদের দিকে ছুটল, তাদের মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করতে। যখন তারা কাছাকাছি এল তারা দেখল যে প্রধান রথে একজন জেনারেল, যার রথে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পতাকা উড়ছে, 'হুরাসের কসম, আমি তাকে চিনি।' ম্যারন চিৎকার করল। 'এটা প্রেন, বৃদ্ধ পায়ু কামুক।' তারা এখন এতো কাছাকাছি যে নেফার বৃদ্ধ অবয়বটা চিনতে পারল। এক চোখে কালো কাপড়ে ঢাকা সে তাকে রাজা অ্যাপেপির কর্ম-কর্তাদের দলে দেখেছে যখন তারা হাথোরের মন্দিরে শান্তি চুক্তি করছিল।

'তার আগমন বড় অসময়ে।' নেফার বিষণ্ণভাবে বলল। 'কিন্তু সম্ভবত আমরা তরুণ বালকদের পরের প্রজন্মকে তার লোলুপ আকর্ষণ থেকে বাঁচাতে পারব।'

সে ডোভ ও ক্রুসকে সোজাসুজি প্রেনের দিকে চালাল, গতির দিক পরিবর্তন করতে ও তার বল্লম নিক্ষেপের জন্য ফাঁকা স্থান পাওয়া চেষ্টা করছে সে। কিন্তু যখন তারা কাছাকাছি এল, ম্যারন চিৎকার করল, হতভম্ব! 'সে নীল পতাকা উড়াচ্ছে!' প্রেনের পতাকা পিছনে উড়ছিল, ঠিক তাদের বরাবর, সেই কারণে নেফার লক্ষ্য করে নি। কিন্তু ম্যারন ঠিকই দেখেছে। প্রেন ট্যামোস হাউজের নীল পতাকা উড়াচ্ছে এবং সেই সাথে তার সব রথও। যখন প্রেন ধীর হল, নেফারকে স্যালুট করে চিৎকার করল, 'জয় ফারাও! আপনি দশ হাজার বছর বেঁচে থাকুন, নেফার সেটি।'

অবাক বিস্ময়ে নেফার বল্লমটা নামিয়ে নিল যা সে প্রায় ছুঁড়তে যাচ্ছিল এবং ঘোড়াগুলোকে থামাল।

'আপনার আদেশ কি, ফারাও!' প্রেন চিৎকার দিল।

'এটা কেমন অদ্ভুত কাজ জেনারেল প্রেন, কেন আপনি আমাকে আদেশ করতে বলছেন?' নেফার উল্টো প্রশ্ন করল।

'রাজকুমারী মিনটাকা আমাকে আপনার বার্তা দিয়েছে এবং আমি আমাকে আপনার দলভুক্ত করতে এসেছি, সেই সাথে রাজা অ্যাপোপি ও ফারাও ট্যামোসের হত্যার প্রতিশোধ নিতে সাহায্য করতে এসেছি।'

'মিনটাকা?' নেফার দ্বিধান্বিত। কারণ সে নিশ্চিত ছিল সে অ্যাভারিসের মন্দিরে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'ভালো সাক্ষাৎ জেনারেল প্রেন, ঠিক সময়েই এসেছেন। আপনার রথ আমার পাশে আনুন এবং আমরা এই ভূমির শেষ থেকে শেষ পর্যন্ত শত্রু উড়িয়ে দেব।'

তারা পাশাপাশি আক্রমণ চালাল এবং নেফার দেখল ছত্রভঙ্গ ও ছড়িয়ে পরা নীল পতাকার সেনারা ফিরে আসছে ও সে তাদের যুদ্ধ চিৎকার শুনল, 'হুরাস এবং নেফার সেটি!' এবং যুদ্ধের রেম্প ঘণ্টা বেজে উঠল এবং তারা নতুন শপথ নিল। নাজা কাইফানের লাল বাহিনীর অবস্থা খুব ভালো ছিল না এবং তারা প্রেন বাহিনীর সামনে দাঁড়াতেই পারল না। তারা কিছুক্ষণ লড়াই চালাল কিন্তু তারা ছিল তৃষ্ণার্ত। অনেকে রথ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে ধুলায় হাঁটু গেড়ে বসে আত্মসমর্পণ করল, জীবন ভিক্ষা চাইল ও নেফার সেটির প্রশংসায় চিৎকার করতে লাগল। তাদের আচরণ অন্যদের মধ্যে ছোঁয়াচে হয়ে যুদ্ধের ময়দানে ছড়িয়ে পড়ল, কারণ লাল রথীরাও তাদের অস্ত্র ফেলে দিল ও হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল।

নাজার খোঁজে অর্ধেক পথ চষে ফেলল নেফার সেটি। তার হৃদয়ে জয় পুরোপুরি হবে না যতোক্ষণ না সে তার পিতার হত্যার বদলা নেবে। সে নিচু পাথুরে দেয়ালের কাছে ফিরে এল যেখানে শেষবার সে নাজাকে দেখেছিল। সে যুদ্ধের কোলাহল ও হৈ চৈ এর দিকে ছুটে গেল। চারদিকে ভাঙ্গা ও উল্টানো যান, আহত ও মৃত মানুষ, ঘোড়াগুলোর ছড়িয়ে থাকা মরদেহ, যদিও অধিকাংশ শত্রুদের হত্যা করা হয়েছে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করেছে তবুও কয়েক জায়গায় বিচ্ছিন্ন লড়াই চলছিল। নেফারের লোকেরা তাদের হত্যা করছে নির্দয়ভাবে এমনকি যদিও তারা আত্মসমর্পণ করতে চেষ্টা করল। নেফার তাদের থামানো চেষ্টা করল কিন্তু তার লোকেরা যুদ্ধের তেজে আছে এবং সে তাদের রক্ষা করতে পারার আগেই অনেককে হত্যা করল তারা।

নিচু পাথরের দেয়ালটার কাছে পৌছে রথটা থামাল সে। পাদানিতে দাঁড়িয়ে দেয়ালের উপর অন্য পাশের সরু পথটা দেখতে পারল যেখানে সে নাজার সেনাবাহিনীকে ফাঁদে ফেলেছি, চারদিকে গুড়িয়ে যাওয়া ভাঙ্গা রথ ছড়িয়ে আছে। কয়েকটা ঘোড়া দাঁড়ানো চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারল না। প্রতিটি রথ ঘিরে ছড়িয়ে আছে মানুষের মরা দেহ। নেফার মৃতদের মধ্যে নাজার দেহ খুঁজল। কিন্তু সব কিছু

এলোমেলো এবং অনেকে ধ্বংসাবশেষের নিচে পড়ে রয়েছে। তখন সে রাজকীয় বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পতাকাটা ধুলায় পড়ে থাকতে দেখল এবং মাটিতে জমা রক্ত।

'আমাকে অবশ্যই খুঁজে পেতে হবে।' নেফার ম্যারনকে বলল, 'আমাকে জানতে হবে যে সে মৃত।' সে রথ থেকে লাফিয়ে নামল।

'আমি আপনাকে খুঁজতে সাহায্য করব।' ম্যারন ঘোড়ার মাথা নিয়ে দেয়ালের সাথে বাঁধল। নেফার নিচু দেয়ালের ওপাশে গেল এবং হামাগুড়ি দিয়ে সোনার রথের কাছটায় পৌছল। এটা এক পাশে পড়ে আছে, কিন্তু ককপিট খালি, একটা ঘোড়া এখনো জীবিত তবে সামনের দুই পা ভাঙ্গা। হঠাৎ ম্যারন চিৎকার দিল এবং ধ্বংসাবশেষ থেকে কিছু তুলে নেয়ার জন্য ঝুঁকল। সে তা উপরে উচিয়ে ধরল এবং নেফার দেখল সে নাজার নীল যুদ্ধের মুকুটটা পেয়েছে।

'শূকরের দেহটা কাছেই হবে', নেফার তাকে ডেকে বলল। 'সে ওটা ছেড়ে যাবে না। এটা তার কাছে অনেক মূল্যবান।'

'রথের নিচে দেখুন', ম্যারন তাকে বলল, 'সে হয়তো ওটার নিচে আটকা পড়ে আছে। আমি আপনাকে ওটা তুলতে সাহায্য করছি।' সে নেফারের দিকে ভাঙা জঞ্জালের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল এবং ঐ মুহূর্তে নেফার তার চোখের কোনা দিয়ে একটা নড়াচড়া দেখল। এমন সময় চিৎকার করে তাকে সতর্ক করল ম্যারন। 'পিছনে দেখুন! আপনার পিছনে!'

নেফার মাথা নিচু করে ঘুরে গেল। নাজা যেখানে ড্যাশবোর্ডের পিছনে লুকিয়ে ছিল সেখান থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার ন্যাড়া মাথা মলিন ও চকচকে অস্ট্রিচের ডিমের মতন এবং তার চোখ হিংস্র। সে এখনো নীল তলোয়ারটা ধরে আছে এবং নেফারের মাথায় দুই হাতে ধরে তা দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করল। কিন্তু ম্যারনের সতর্ক বাণী তাকে রক্ষা করল এবং নেফার শা শা করা ফলার নিচে মাথা নিচু করল। তার নিজের তলোয়ার তার কোমরে ঝুলানো খাপের মধ্যে কিন্তু তার হাতে একটা বল্লম ছিল যা দিয়ে সে একটু আগে নাজার একটা ঘোড়াকে হত্যা করেছে। সহজাতভাবে সে নাজার গলার দিকে ওটা তাক করল কিন্তু নাজা তার ছদ্মনাম একটা কোবরার মতই ক্ষীপ্র এবং মুচড়ে সরে গেল এক পাশে। এটা নেফারকে একটু সময় দিল তার নিজের তলোয়ারটা বের করতে, কিন্তু নাজা পিছিয়ে গেল এবং তার আশেপাশে দেখল। সে দেখল ম্যারন খোলা তলোয়ার নিয়ে নেফারকে সাহায্য করতে আসছে এবং তাদের খালি রথটা দেয়ালের সাথে বাঁধা। সে আরেক আঘাত দিয়ে নেফারকে পিছিয়ে দিল, তারপর ঘুরে দিল দৌড়। নেফার বল্লম ছুড়ে মারল কিন্তু তা লক্ষ্য বস্তুর অনেক দূর দিয়ে চলে গেল। নাজা দেয়ালের কাছটায় পৌছে গেল। সে লাফ দিয়ে পাদানিতে উঠে নীল তলোয়ার দিয়ে রাশি কেটে মুক্ত করে দিল। সে লাগাম ধরল না কিন্তু পট থেকে চাবুক নিল এবং ক্রুস ও ডোভকে চাবকালো। বিস্মিত হয়ে তারা লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল এবং দৌড়ে চলল পূর্ণ গতিতে।

তাদের পিছনে নেফার লাফ দিয়ে দেয়ালের চূড়ায় উঠে দেখল নাজা সমতল ভূমি বরাবর দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে। বড় দম নিয়ে সে একটা শিষ বাজাল, তীক্ষ্ম আওয়াজ যা ডোভ ও ক্রুস খুব ভালো করে চেনে। সে দেখল তাদের কান খাড়া হল এবং তার দিকে তারা বেঁকে গেল। তারপর ক্রুস গতি দিক পরিবর্তন করল এবং তীক্ষ্ণ বাঁক নিল এবং ডোভও তার সাথে ঘুরল মসৃণ গতিতে। রথটি ঘুর্ণিনের ফলে সাজোরে নিক্ষিপ্ত হল এবং নাজা নিজের পতন রক্ষা করতে ড্যাশবোর্ড আকড়ে ধরতে বাধ্য হল। ঘোড়াগুলো যেখানে দেয়ালের উপর নেফার দাঁড়িয়ে আছে সেখানে ছুটে আসছে। নাজার তার ভারসাম্য ফিরে পেল এবং নীল তলোয়ারটা তুলল নিজেকে রক্ষায়। নেফার জানে তার ব্রোঞ্জের ফলা ঐ ভয়ংকর ফলাটার কাছে কিছুই না।

ঘোড়া দুটো দ্রুত তার নিচ দিয়ে গেল সে হালকা ভাবে ক্রুসের পিঠে লাফিয়ে উঠল এবং হাঁটু দিয়ে গুতো দিয়ে পূর্ণ গতিতে সমতলে নিয়ে গেল। তারপর পিছনে তাকিয়ে দেখল নাজা ককপিটে উঠে আসছে তাকে ধরতে।

নেফার তখন ক্রুসের পিঠে নিচু হয়ে তার নিজের তলোয়ার দিলে জোড়-দন্ডের রশিটা কেটে দিল। রথটা মুক্ত হয়ে একপাশে মোড় নিল তৎক্ষণাৎ। নাজার ওজনে চালনা দন্ডটি মাটির গভীর ঢুকে গেল, হঠাৎ রথটা থামতে বাধ্য হল এবং নাজা ওটার উপর থেকে ছিটকে পড়ল। মাটির সাথে তার কাঁধের প্রচন্ড সংঘর্ষ হল এবং এমনকি অক্ষ দন্ড ও কাঠ ভাঙ্গার আওয়াজ ছাপিয়ে নেফার তার হাড় ভাঙ্গার শব্দ পেল।

নেফার ক্রুসকে ঘুরিয়ে নাজাকে আক্রমণ করতে ছুটল। নাজা দুলতে দুলতে যন্ত্রণায় কাতরে উঠে দাঁড়াল এবং তার বুকের উপর দিকে তার ভাঙ্গা ডান কাঁধটা ধরে ছিল। পতনের ফলে তার হাত থেকে নীল তলোয়ার ছুটে গিয়েছে এবং ওটা তার কাছ থেকে দশ কদম দূরে গিয়ে পড়ে আছে।

নাজা ঢুলতে ঢুলতে অস্ত্রটার দিকে চলল, কিন্তু সে দেখল ক্রুস সরাসরি তার দিকে আসছে এবং ভয়ে সে ঠাণ্ডা ছাইয়ের বর্ণ ধারণ করল এবং ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল।

নেফার ক্রুসের পিঠে ঝুকে বালি থেকে তলোয়ারটা নিল এবং নাজাকে ধাওয়া করতে ক্রুসকে ঘোরাল। নাজা তার পিছনে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ বৃদ্ধি পেতে শুনল এবং পিছনে তাকাল। কাজল তার গাল বেয়ে নেমে গিয়েছে কালো অশ্রুর মতো এবং ভয় তাকে বিকৃত করে ফেলল। সে তখন বুঝল আজ তার আর নিস্তার নেই। সে তার হাঁটুগেড়ে বসল এবং আত্মসমর্পণ করতে দুই হাত উপরে তুলে।

পশ্চাৎ অংশে চাপড় দিয়ে ও একটা তীক্ষ্ম শীষ বাজিয়ে নেফার হাঁটু গেড়ে বসা লোকটার কাছে ক্রুসকে থামাল। লাফিয়ে নামল ও নাজার সামনে এসে দাঁড়াল।

'দয়া করুন!' ফুঁপিয়ে উঠল নাজা,

'আমি আপনার কাছে দ্বৈত মুকুট ও সকল রাজ্য সমর্পণ করছি।' সে করুণভাবে নেফারের পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

'আমি ইতোমধ্যেই তা পেয়েছি। আমার শুধু একটা জিনিসের অভাব। প্রতিশোধ!'

'দয়া করুন, নেফার সেটি! দেবীর দোহাই ও আপনার বোনের দোহাই। দেবী হেজারেটের এবং তার শিশুর দোহাই যা সে তার গর্ভে ধারণ করছে।' হঠাৎ সে তার ডান হাতে একটা ছুরি তুলে নিয়ে নেফারের কুচকিতে আঘাত করতে উঠাল। নেফারের প্রায় লেগেই গিয়েছিল তা। কিন্তু একদম ঠিক সময়ে সে মুচড়ে সরে গেল এবং ছুরির ফলাটার ডগায় তার স্কার্ট কেটে গেল। তার হাতের নীল তলোয়ারের ফলার এক ঝটকার তার হাত থেকে অস্ত্রটা ফেলে দিল নেফার।

'আমি তোমার স্থিরতার প্রশংসা করি। শেষ পর্যন্ত তুমি তোমার আসল রূপ দেখিয়েই দিলে।' নেফার নির্মমভাবে হাসল। 'তুমি আমার পিতা ফারাও ট্যামোসকে যে রকম দয়া দেখিয়েছিলে তেমনি দয়া আমি তোমার জন্য মঞ্জুর করলাম।' সে নীল তলোয়ারে ডগা নাজার বুকের কেন্দ্রস্থল দিয়ে চালিয়ে দিল এবং তা তার পাজরের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেল। যন্ত্রণায় নাজার চেহারা ছেয়ে গেল।

'তুমি এই পবিত্র ফলাটা নোংরা করেছিলে। এখন আমি তা তোমার রক্তে ধুয়ে নিলাম।' নেফার বলল, হেচকা টান দিয়ে মুক্ত করে, তারপর ওটা ঢুকিয়ে দিল আবার।

নাজা ধুলায় লুটিয়ে পড়ল এবং আরেক বার দম নিল, কিন্তু তার ফুসফুস থেকে বাতাস বুদবুদ হয়ে তার পিঠের ক্ষত দিয়ে বের হলো এবং একটা কাঁপুনি দিয়ে মরে গেল।

নেফার দেহটার পায়ে রশি বেঁধে তা ক্রুসের হার্নেসের সাথে বাঁধল এবং টেনে নিয়ে গেল মাঠের উপর দিয়ে। জয়ধ্বনি তাকে অনুসরণ করল পিছনে যখন সে ঘোড়া চালিয়ে গেল দুর্গের ফটকের দিকে। সে রশিটা কেটে দিল এবং নাজার দেহ ধুলায় তখন মাখামাখি।

'দখলদারের দেহটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে শহরের সবখানে ঝুলিয়ে দাও। মিশরের প্রত্যেক নাগরিককে প্রতারণা ও রাজ হত্যার ফল অবলোকন করতে দাও।'

তারপর সে ওয়াচ টাওয়ারে উপর দাঁড়ানো প্রতিমূর্তিটার দিকে তাকাল এবং রক্তমাখা তলোয়ারটা তুলে তাকে সম্মান জানাল। টাইটা তার ডান হাত তুলে তার স্বীকৃতি জানাল।

সারাদিন টাওয়ারে ছিল সে। 'ম্যাগোস যুদ্ধে কি ভূমিকা রাখল?' নিজেকে জিজ্ঞেস করল নেফার। 'আমরা কি তার প্রভাব ছাড়া জিতেছি?' কোন উত্তর নেই,

এবং সে চিন্তাটা সরিয়ে দিল। সে মই দিয়ে টাওয়ারের শীর্ষে উঠে টাইটার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর সেখান থেকে সে তার লোকদের উদ্দেশ্যে কথা বলল, সে তাদেরকে তাদের দায়িত্ববোধ ও সাহসের জন্য ধন্যবাদ দিল। সে তাদের পুরস্কার দেওয়ার ওয়াদা করল– লুটের মালের অংশ, এবং উদ্বেলিত সোনার চেইন ও পদবির সম্মানসূচক টাইটেল।

সে তাদের নাম নিল, সূর্য তখন পটে নামছিল, তার কথা প্রার্থনা দিয়ে শেষ হল তখন।

'আমি এই জয় সোনালি হুরাসকে উৎসর্গ করি, প্রভুদের বাজপাখি!' সে চিৎকার করল। শেষ সূর্যালোক এক ফালি মেঘ ভেদ করে এল এবং দুর্গের টাওয়ার আলোকিত করল। নেফারের মাথায় থাকা নীল যুদ্ধের মুকুট ও নীল তলোয়ারটা ঝলকে উঠল তাতে।

সেই সময়ে একটা তীক্ষ্ম চিৎকার ভেসে এল উপর থেকে। সবাই মাথা তুলল এবং প্রতিটি চোখ আকাশের দিকে ঘুরে গেল। লোকজনের মধ্যে একটা গুঞ্জন এ দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে পড়ল, রাজ বাজ পাখি নেফারের মাথার উপর তিনবার চক্কর দিল এবং ডানা ঝাপটিয়ে আলো হয়ে আসা পূর্বদিকে চলে গেল তারপর।

'প্রভুর আশীর্বাদ।' সৈন্যরা মুগ্ধভাবে বলল। 'জয়, ফারাও! এমনকি প্রভুরাও আপনাকে সম্মান দেন।'

কিন্তু যখনই তারা একা হল টাইটা আস্তে আস্তে কথাটা বলল, ফলে কক্ষের কেউ শুনতে পেল না। 'বাজপাখিটা এটা বিপদ সংকেত এনেছিল এবং কোন আশীর্বাদ নয়।'

'কিন্তু বিপদ সংকেতটা কি?' নেফার শান্ত ভাবে জানতে চাইল কিন্তু গভীর মনোযোগে।

'যখন পাখিটা ডাকল, আমি মিনটাকার চিৎকার শুনলাম।' টাইটা ফিসফিস করে বলল।

'মিনটাকা!' নেফার যুদ্ধের উত্তেজনায় তার কথা ভুলেই গিয়েছিল। 'তার সম্বন্ধে প্রেন আমাকে কি বলেছিল?' যে তাঁবুর প্রবেশ দ্বারের দিকে ঘুরল ও গার্ডদের চিৎকার করে বলল, 'প্রেন! সর্দার প্রেন কোথায়?'

প্রেন তৎক্ষণাৎ এল এবং ফারাও এর সামনে হাঁট গেড়ে বসল। 'আপনি আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করে দিন।' নেফার তাকে বলল। 'আপনাকে ছাড়া আমরা জিততে পারতাম না। আপনার পুরস্কার হবে আমার অন্য ক্যাপ্টেনদের থেকেও বেশি।'

'ফারাও মহান।'

'যুদ্ধের শুরুতে, আপনি রাজকন্যা মিনটাকার কথা বলেছিলেন। আমি ভেবেছিলাম সে অ্যাভারিসে হাথোরের মন্দিরে নিরাপদ আছে। আপনি তাকে শেষ কোথায় দেখছেন ও কখন?'

'ফারাও আপনি ভুল করছেন। রাজকুমারী মিনটাকা মন্দিরে নেই। সে আমার কাছে আপনার বার্তা নিয়ে এসেছিল। আমি আমার সাথে তাকে যুদ্ধে আনতে পারি না, তাই তাকে আমি দু'দিন আগে আমার ক্যাম্প মরুভূমিতে রেখে এসেছিলাম, এই স্থান ও খাতমিয়ার মধ্যকার রাস্তায়।'

নেফারকে একটা ভয় ঝেঁকে ধরল। 'আপনি এই ক্যাম্পে আর কাকে রেখে এসেছেন?'

'আরেকজন রাজকন্যা মেরিকারা যে মিনটাকার সাথে এসেছিল এবং মহান রাণী হেজারেটকে।'

'হেজারেট!' নেফার লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। 'যদি মিনটাকা ও মেরিকারা হেজারেটের অধীনে থাকে তবে যখন সে শুনবে যে আমি তার স্বামীকে হত্যা করেছি তখন সে তাদের কি করবে?' সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল এবং ম্যারনকে ডাকল। 'মিনটাকা ও মেরিকারা ভীষণ বিপদে।' তাকে বলল সে।

'আপনি কিভাবে তা জানলেন?' ম্যারনকে হতভম্ব দেখাল।

'প্রেনের কাছ থেকে এবং টাইটা বাজ পাখিটার চিৎকার পড়েছে। আমাদের এখনই রওনা দিতে হবে।'

সেই ভয়ংকর রাতে উষার পূর্বেই হেজারেট জেগে গেল। প্রথমে সে বুঝল না কিসে তার ঘুম ভাঙ্গল কিন্তু তারপর সে বাইরে অনেকগুলো কণ্ঠ শুনল। সে উঠে বসল এবং শব্দগুলো বুঝতে সক্ষম হল।

'হেরে গেছে এবং হত্যা করেছে এবং এখনই পালাও।'

সে চিৎকার করে তার দাসীদের ডাকল এবং দুজন এল, অর্ধ জাগ্রত ও নগ্ন, তেলের প্রদীপ হাতে নিয়ে।

'কি হচ্ছে?' হেজারেট জানতে চাইল।

'আমরা জানি না। আমরা ঘুমাচ্ছিলাম।'

'বোকা মেয়েরা! যাও জেনে আস।' হেজারেট রাগান্বিতভাবে আদেশ দিল। 'এবং নিশ্চিত করো যে বন্দীরা এখনো খাঁচায় আছে।' তারা চলে গেল।

যখন হেজারেট বাতি জ্বালাল ও পোশাক পড়ল তার দাসী দু'জন তাঁবুতে ফিরে এক দমে ও প্রায় অমঙ্গল ভাবে বলল,

'ইশমাইলিয়ায় ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছে, মহারাণী।'

হেজারেটের খুশি অনুভূত হল। নাজা জিতেছে এই ব্যাপারে সে নিশ্চিত। 'যুদ্ধের ফলাফল কি?'

'আমরা জানি না, মালকিন। আমরা জিজ্ঞেস করি নি।'

হেজারেট কাছের মেয়েটার চুল মুঠি করে ধরে ঝাঁকাল, 'তোর মাথায় কি কোন জ্ঞান নেই?' বলেই তার গালে চড় মারল সে। একটা প্রদীপ নিয়ে দ্রুত বাইরে এল ও দৌড়ে খাঁচার সামনে গেল এবং যখন তার বন্দীদের ওখানে দেখল তার দুশ্চিন্তা অর্ধেক কমে এল। হেজারেট তাদের রেখে গেল এবং দেখল সবাই চলে যাচ্ছে। শত শত সৈনিক পায়ে হেঁটে দ্রুত চলে যাচ্ছে এবং হেজারেট দেখল তাদের অধিকাংশ তাদের অস্ত্র ফেলে দিয়েছে।

'তোমরা কোথায় যাচ্ছ?' সে তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করল। 'কি হচ্ছে?' কেউ উত্তর দিল না, এমনকি কেউ তার উপস্থিতির ব্যাপারে সচেতনও নয়। সে দৌড়ে রাস্তায় গেল এবং একজন সৈন্যের হাত ধরল। 'আমি রাণী হেজারেট, সমগ্র মিশরের ফারাও-এর স্ত্রী!' সে তার হাত ঝাঁকি দিল, 'বদমাশ, আমার কথা শোন।'

সৈনিকটা খুব জোরে হেসে উঠল এবং হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু হেজারেট তাকে শক্ত করে ধরে রাখল যতোক্ষণ না সৈন্যটা তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার ধুলায় ফেলে দিল।

সে নিজেকে টেনে তুলে আরেকজন সৈন্যের দিকে এগিয়ে গেল যে একজন সার্জেন্টের ব্যাচ পরিহিত। 'যুদ্ধের খবর কি? আমকে বল। ওহ্, দয়া করে আমাকে বল', সে অনুনয় করল। ক্ষীণ আলোতে সৈনিকটি তাকে চিনতে পারল।

'ভয়ংকর খবর, মহারাণী!' তার কণ্ঠ কর্কশ। 'খুব ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছে এবং শত্রুরা জিতেছে। সব কিছু শেষ, শত্রু এগিয়ে আসছে এবং শীঘ্রই আক্রমণ করবে। আপনার এখনই পালানো উচিত।'

'ফারাও-এর খবর কী? আমার স্বামীর কী হয়েছে?'

'লোকে বলে যুদ্ধে তিনি হেরে গিয়েছেন এবং নেফার সেটি নিজে তাকে হত্যা করেছে।'

হেজারেট তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, নড়তে বা কথা বলতে অক্ষম সে।

'আপনি কি যাবেন, মহারাণী?' সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করল। 'খুব দেরি হয়ে যাওয়ায় আগেই এবং বিজেতারা আসার আগে, লুণ্ঠন শুরুর পূর্বে এবং ধর্ষণ শুরু হবার আগেই। আমি আপনাকে রক্ষা করব।'

কিন্তু হেজারেট তার মাথা ঝাঁকাল। 'এটা সত্য নয়। নাজা মরতে পারে না।' সে ঘুরে গেল। সকাল পর্যন্ত সে আরো অনেককে জিজ্ঞাসা করল এবং সবাই একই কথা বলল।

হেজারেট রাগে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল এবং নিজের মাথায় বালি ছড়িয়ে দিল, দুঃখে চুল ছিড়তে লাগল ও কর্ণভেদী আর্তনাদ করল। তার দেহরক্ষী ও দাসীরা তাকে ধরতে এল। তার ফোঁপানো ও আর্তনাদ আরো জোরালো হলো তখন। আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে সে আহাজারি করতে লাগল দেবতাদের দায়ী করে। তার ব্যবহার বেপরোয়া হয়ে পড়ল এক সময়। সে তার সাথে রাখা ছোট অলংকার খঁচিত ছুরি দিয়ে তার স্তন কেটে ফেলল, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে নিচে জমা জলে যে কাদা হল তাতে গড়াগড়ি করল। তারপর হঠাৎ সে লাফ দিয়ে দাঁড়াল এবং সীমানা প্রাচীরে দিকে ছুটে সে দৌড়ে গাড়ির উপরে থাকা শূকরের খাঁচাটার সামনে গেল এবং চিৎকার করে মেরিকারাকে বলল, 'আমাদের স্বামী মৃত। আমাদের দৈত্য ভাই তাকে খুন করেছে।'

'হাথোর ও সকল প্রভুদের ধন্যবাদ', মেরিকারা চিৎকার করে বলল।

'তুই নাস্তিক!' হেজারেট তার দিকে ক্রোধান্বিত হয়ে গেল। 'নাজা কাইফান একজন প্রভু ছিল এবং তুই তার স্ত্রী ছিলি।' সে তার পাগলামির গভীর স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে। 'তোমার কর্তব্য পরায়ণ স্ত্রী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাকে ত্যাগ করেছিলে। তার লজ্জা ও অপমানের কারণ তুই।'

'ম্যারন আমার স্বামী', মেরিকারা তাকে বলল, 'আমি ঐ প্রাণীটাকে ঘৃণা করি যাকে তুমি স্বামী বল। সে আমাদের পিতাকে হত্যা করেছে। তাই নেফার তাকে শাস্তি দিয়ে ঠিক কাজ করেছে।'

'ম্যারন একজন সাধারণ সৈনিক এবং নাজা ছিল একজন প্রভু।'

কিন্তু যদিও তার ঠোঁট শুধু স্ফীত ছিল তবু মেরিকারা হাসল ও তাকে বলল, 'ম্যারন নাজার চেয়ে বেশি ভালো মানুষ এবং আমি তাকে ভালোবাসি। সে ও নেফার শীঘ্রই চলে আসবে তোমাকে তোমার প্রাপ্যটা দিতে।'

'আস্তে, মেরিকারা', মিনটাকা ফিসফিস করে বলল। 'সে পাগল। তার চোখের দিকে দেখ। তাকে উস্কে দিও না। সে এখন যে কোনো শয়তানি করতে সক্ষম।'

হেজারেট সকল যুক্তির উর্ধ্বে চলে গেল। 'তুমি একটা সাধারণ সৈনিককে ভালোবাস?' সে জানতে চাইল। 'তোমার এতো সাহস যে তাকে আমার স্বামী ফারাও, এই মিশরের ফারাও-এর সাথে তুলনা করছো?'

সে তার রক্ষীদের সার্জেন্টের দিকে ঘুরল, 'শূকরীটাকে খাঁচা থেকে টেনে বের কর।' ক্যাপ্টেন ইতস্তত করল। মেরিকারার সতর্ক বাণী তাকে বিদ্ধ করল।

কিন্তু হেজারেট আবার চিৎকার করে উঠল। 'আমি তোমাকে আদেশ করছি, ক্যাপ্টেন। আমাকে মান্য কর অথবা পরিণামের মুখোমুখি হও।'

ক্যাপ্টেন তার লোকদের আদেশ দিল এবং তার চামড়ার ফালি কেটে দিল যা মেরিকারার কোমরে বাঁধা ছিল ও পায়ে ধরে টেনে বের করল তাকে। তার যেসব

জায়গায় বাঁধা ছিল সেগুলো নীল হয়ে আছে ও ফুলে গেছে এবং সে ঠিকমত দাঁড়াতে পারল না। তার মুখ ও দেহের বের হয়ে থাকা ত্বক সূর্যের প্রখরতায় পুড়ে গেছে এবং এলো চুল তার মুখের উপরে এসে পড়ছে।

হেজারেট তার চারপাশে দ্রুত দেখল। তার মনোযোগ একটা চাকার বিমের মধ্যে স্থির হল।

'ওটা এখানে আন!' সে আদেশ দিল ও দু'জন লোক সে যেখানে বলল সেখানে তা এনে রাখল। 'কুকুরীটাকে এটার সাথে বাঁধ, না, ওভাবে না- চিত করে। তার হাত ও পা ছড়িয়ে যাতে তার প্রেমিক সৈনিকদের সুবিধা হয়।'

তারা তার আদেশ মানল, তার কব্জি এবং গোড়ালি চাকার রিমের সাথে বাঁধল, তারা মাছের মতো করে।

হেজারেট তার সামনে দাঁড়াল ও তার মুখে থুঁ থুঁ দিল কিন্তু মেরিকারা তাকে উপহাস করল। হেজারেট তার উভয় গালে চড় মারল ও তার চাকুর ডগা দিয়ে বড় করে কেটে দিল, সেখান থেকে রক্ত ঝড়ে পড়ল মেরিকারার পোশাকে। হেজারেট তার চাকু দিয়ে মেরিকার পোশাক উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কাটল, তার পর দুই হাতে ছিঁড়ে খুলে ফেলল। মেরিকারা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেল, তার দেহ নিখুঁত ও সজীব, সূর্যের তাপ না লাগাল স্তনদ্বয় ও অন্যান্য অঙ্গ ধবধবে সাদা।

হেজারেট পিছন ফিরে তাকাল, 'তোমাদের থেকে কে প্রথমে করবে?'

তারা লোভাতুর দৃষ্টিতে নগ্ন দেহটার পানে তাকাল।

মিনটাকা তখন খাঁচা থেকে বলল, 'সাবধান, তোমরা কি করছো! নেফার সেটি খুব শীঘ্রই এখানে আসবে এবং এটা তার বোন।'

হেজারেট তার দিকে ঘুরল। 'তোর বিষাক্ত মুখ বন্ধ কর, তুমি পরবর্তীতে।' সে তার লোকদের দিকে ঘুরল। 'এসো, এখন মিষ্টি মাংসের দিকে তাকিয়ে দেখ। তোমরা কি এর একটু স্বাদ নেবে না।'

'এটা পাগলামী,' ক্যাপ্টেন ফিস্ফিস করে বলল, কিন্তু সে ঐ দেহ থেকে তার চোখ সরাতে পারল না। 'সে ট্যামোস হাউজের রাজকন্যা।'

হেজারেট কাছের সৈন্যের কাছ থেকে দীর্ঘ বর্শা কেড়ে নিল ও বান দিয়ে তার পিঠে আঘাত করল।

লোকটি পিছিয়ে গেল। 'তুমি আসলেই পাগল। নেফার সেটি আমাকে জ্যান্ত রাখবে না।' সে হঠাৎ ঘুরল এবং সীমা প্রাচীর দিয়ে দৌড়ে পলায়নরত লোকদের সাথে মিশে গেল। তার সঙ্গীরা কিছুক্ষণ ইতস্তত করল, তারপর একজন গুনগুন করে বলল, 'আসলেই সে পাগল? আমি অপেক্ষা করতে রাজি নই, নেফার সেটির আমাকে আর তার বোনকে এ অবস্থায় দেখার জন্য।' এবং সেও একই পথে দৌড়ে চলে গেল।

হেজারেট তাদের পিছনে দৌড়ে গেল, 'ফিরে এসো! আমি তোমাদের আদেশ করছি।' কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। সে এক কালো নুবিয়ানকে ডাকল কিন্তু সেও শুনল না।

কাঁদতে কাঁদতে ও ক্রোধান্বিত হয়ে সে দৌড়ে সীমানা প্রাচীরের ভেতরে চলে এলো। মিনটাকা খাঁচা থেকে বলল, 'এটা এখন শেষ, হেজারেট নিজেকে শান্ত কর। মেরিকারাকে ছেড়ে দাও এবং আমরা তোমাকে সম্মান দিব।'

'আমি মিশরের রাণী এবং আমার স্বামী অমর প্রভু,' হেজারেট আর্তনাদ করল। 'আমাকে দেখ এবং আমার সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব ভয় কর।' সে রক্ত ও ময়লা ঢাকা এবং হাতে থাকা বর্শাটা বেপরোয়াভাবে ঘোরালো।

'দয়া করো, হেজারেট', মেরিকারা তার শুভ কামনা যোগ করল। 'নেফার ও ম্যারন খুব শীঘ্রই এখানে আসবে। তারা তোমাকে রক্ষা করবে।'

হেজারেট তা দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।

'আমার কোন প্রতিরক্ষার দরকার নেই। তুমি কি বোঝ না যা আমি তোমাকে বলছি? আমি একজন দেবী এবং তোমরা আমার সৈন্যদের বেশ্যা।'

'প্রিয় বোন! তুমি শোকে বিহ্বল। আমাকে মুক্ত করে দাও যাতে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

একটা সুচতুর অভিব্যক্তিতে হেজারেটের চেহারা ছেয়ে গেল। 'তোমার কি ধারণা আমি তোমার জন্যে কোন সৈনিককে খুঁজে পাব না। তুমি ভুল। আমার নিজের কাছেই তা আছে।' সে তার হাতে বর্শা তুলল এবং ভোঁতা প্রান্ত মেরিকার দিকে নির্দেশ করল। 'এই তোমার সৈনিক প্রেমিক, তোকে দাবি করতে আসছে।'

যে কৃপাহীন ভাবে মেরিকারার দিকে এগিয়ে গেল।

'না হেজারেট!' মিনটাকা চিৎকার করল। 'তাকে ছেড়ে দাও।'

'চুপ কর বেশ্যা মাগী, এরপর তোর পালা।'

'না, হেজারেট!' মেরিকারা তার কাছে অনুনয় করল। 'বোন তুমি এটা করতে পার না। তোমার কি মনে নেই।' মেরিকারা থেমে গেল এবং তার চোখ বড় হয়ে গেল প্রচন্ড ধাক্কা ও ব্যথায়।

'ওখানে!' সে হেজারেট বলল, সে বল্লমের প্রান্তটা তার তল পেটের গভীরে ঢুকিয়ে দিল।

'ওখানে!' সে আর্তনাদ করল, 'এবং ওখানে!' প্রতিবার আরো গভীরে তা প্রবেশ করল যতোক্ষণ তা মেরিকারা পেটের ভিতরে এক হাত পর্যন্ত তা ঢুকে গেল এবং বেরিয়ে এল তা রক্তে ভিজে।

এবার মেয়ে দুটো তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করল। 'থাম, ওহ, দয়া করে থাম?' কিন্তু হেজারেট থামল না।

'ওখানে এটা কি তোমাকে সন্তুষ্ট করেছে।'

রক্তের বন্যায় মেরিকারা ভেসে যাচ্ছে কিন্তু হেজারেট সকল ওজন অস্ত্রটার উপর দিল এবং তা তার ভিতরে সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দিল। মেরিকারা তীক্ষ্ম চিৎকার দিল শেষবারের মত এবং নিস্তেজ হয়ে গেল তারপর। তার মাথাটা তার নগ্ন বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল।

হেজারেট বল্লমটা তার চিকন মলিন দেহের ভেতর রেখে উঠে দাঁড়াল এবং দৌড়ে তার শূন্য তাঁবুতে গেল। সে তার রক্তে মাখা ও প্রস্রাবে ভেজা কাপড় বদলে অন্য পোশাক পড়ল ও স্যান্ডেল পড়ল।

'আমি নাজাকে খুঁজতে যাচ্ছি', সে বলল যখন সে সকালের আলোতে চলে যেতে লাগল। মিনটাকা তখন খাঁচা থেকে তাকে ডেকে বলল, 'দয়া করে আমাকে মুক্ত করে দিয়ে যাও, হেজারেট। আমাকে তোমার বোনের পরিচর্যা করতে হবে। সে মারাত্মক আহত। আমাকে তার কাছে যেতে দাও।'

'তুমি বুঝতে পারছ না।' বেপরোয়া ভাবে তার মাথা ঝাঁকাল হেজারেট। 'আমাকে আমার স্বামীর কাছে যেতে হবে, মিশরের ফারাও। আমাকে তার দরকার। সে আমার জন্য খবর পাঠিয়েছে।'

সে পশ্চিম দিকে চলতে শুরু করল, ইশমাইলিয়ার দিকে। মিনটাকা আরো এক বার তার চিৎকার শুনল,

'আমার জন্য অপেক্ষা কর, নাজা! আমার প্রকৃত ভালোবাসা। আমি আসছি, আমার জন্যে অপেক্ষা...'

মিনটাকা মুচড়িয়ে, টেনে হিচড়ে অনেক চেষ্টা করল কিন্তু চামড়ার ফালি ছিড়তে পারল না। তার হাত ও আঙুল থেকে গরম রক্ত ঝড়ে পড়ল। অনুভব করল তার হাত রক্তের অভাবে অসাড় হয়ে যাচ্ছে। যখন সে তার সংগ্রাম থেকে বিশ্রাম নিল তার চোখ মেরিকারা নিথর দেহটার দিকে গেল। সে তাকে ডেকে বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি আমার প্রিয়। ম্যারন তোমাকে ভালোবাসে। মরে যেও না।' কিন্তু মেরিকারা চোখ সম্পূর্ণ খোলা এবং তার দৃষ্টি নিশ্চল।

মিনটাকা একটা চাপা আওয়াজ শুনল তাঁবুর প্রবেশ দ্বারে এবং মাথা ঘুরিয়ে হেজারেটের দু'জন দাসীকে দেখল। মিনটাকা তাদের ডেকে বলল, 'দয়া করে আমাকে মুক্ত করে দাও। তোমাদের স্বাধীনতা পাবে এবং আরো বড় পুরস্কার। কিন্তু তারা তার কথায় কান না দিয়ে ফিরে যাওয়ায় লোকের সাথে পূর্ব দিকে চলে গেল। তারপর মিনটাকা ফটকে আরো কয়েক জনের কণ্ঠ শুনল। প্রায় চিৎকার

দিতে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাদের পোশাক, দেহবয়াব ও কথা শুনে বুঝল তারা বদমাশ এবং সে তার মাথা ঝুলিয়ে রাখল এবং মৃত্যুর ভান করল। লোকগুলোর মেরিকারার সামনে থামল। একজন এতো বাজে মন্তব্য করল যে খুব কষ্টে নিজের মুখ বন্ধ রাখল মিনটাকা।

তারপর তারা তার খাঁচার সামনে এল এবং উঁকি মেরে দেখল। সে তখন পুরোপুরি স্থির হয়ে পড়ে রইল এবং দম আটকে রাখল। তারা তাকে মৃত ভেবে চলে গেল, যা পেল তাই নিয়ে।

রাতে মিনটাকার মাঝে মাঝে ঝিমুনি এল ক্লান্তি ও হতাশায়। যখনই সে তাকাত রূপালি আলোতে সে মেরিকারার মলিন দেহটা ছড়িয়ে পরে থাকতে দেখত এবং তার ভয়ংকর কষ্টের চক্র তখন আবার শুরু হতো।

তারপর সকাল এল ও সূর্য উঠল কিন্তু মরুর বুকে শুধু একটাই মরুময় আওয়াজ এবং মাঝে মাঝে তার গোঙানি। কিন্তু তাও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে গেল যখন আরেকটা দিন পানি ছাড়া কাটল।

তারপর সে অন্য কিছু শুনল দূরে মরমর শব্দ যা নতুন ঝনঝনে পরিণত হল এবং সে জানত এটা দ্রুত গতির চাকার আওয়াজ কারণ সে খুরের আওয়াজ শুনতে পেল। তারপর লোকদের কণ্ঠের আওয়াজ জোরালো হল এবং অধিকতর জোরালো যতোক্ষণ না সে এক জনকে চিনতে পারল। 'নেফার!' সে তার নাম ধরে ডাকতে চাইল, কিন্তু তার কণ্ঠ শুকিয়ে একটা ফিসফিসানি বের হল শুধু।

তারপর ভয় ও হতাশায় চিৎকার শুনল এবং ধীরে ধীরে সে তার মাথা ঘুরালো এবং দেখল নেফার ঝড়ের বেগে ফটক দিয়ে প্রবেশ করছে, তার পিছনে কাছাকাছি ম্যারন ও টাইটা। নেফার তাকে তৎক্ষনাৎ দেখল এবং খাঁচার কাছে দৌড়ে এল। সে দরজার তালা ভেঙে ফেলল এবং চামরা ফালিগুলি কাটল। ঘা তার কবজিতে বাসা বাঁধছিল, আলতো করে সে তাকে ঐ খাচা থেকে বের করল এবং জড়িয়ে ধরল। সে কান্না করছিল যখন সে তাকে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল।

'মেরিকারা!' সে ফিসফিসিয়ে বলল, তার ফাটা ও ফোলা ঠোঁট দিয়ে। 'টাইটার তাকে দেখতে হবে কিন্তু আমার ভয় অনেক দেরি না হয়ে গেছে।' মিনটাকা তার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকালো এবং দেখল টাইটা ও ম্যারন মেরিকারাকে বাঁধন মুক্ত করছে এবং তার দেহ থেকে রক্ত জড়ানো অস্ত্রটা বের করল তারা। তার দেহের উপর লিলেনের একটা সাদা কাপড় জড়িয়ে দিল সবশেষে।

মিনটাকা তার চোখ বন্ধ করল। 'আমি দুঃখ ও হতাশায় নিঃশেষিত, কিন্তু আমার প্রিয় তোমার মুখটা সব চাইতে সুন্দর ও সুখকর দৃশ্য যা আমি এখন পর্যন্ত দেখেছি। এখন আমি একটু বিশ্রাম নেব।' বলেই সে তার জ্ঞান হারাল।

ধীরে ধীরে মিনটাকা চোখ খুলল এবং চোখ খুলে সে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় দু'জন মানুষের মুখ দেখতে পেল। তার বিছানার একপাশে টাইটা বসে আছে এবং অন্য পাশে নেফার।

'কতক্ষণ?' জিজ্ঞেস করল সে। 'কত সময় চলে গিয়েছে?'

'একদিন ও একরাত।' টাইটা তাকে উত্তর দিল। 'আমি তোমাকে লাল সেপেন ফুল দিয়েছিলাম।' মিনটাকা হাত দিয়ে তার মুখ স্পর্শ করল এবং মুখের উপর একটা পুরু মলমের প্রলেপ পেল। সে নেফারের দিকে তার মাথা ঘুরাল এবং ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'আমি কুৎসিত।'

'না!' সে উত্তর দিল। 'তুমি সবচেয়ে সুন্দর মহিলা যাদেরকে আমি জীবনে দেখেছি এবং আমি তোমাকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসি।'

'তোমাকে অমান্য কারার জন্যে তুমি আমার উপর রেগে নেই?'

'তুমি আমাকে একটি মুকুট ও একটি ভূমি দিয়েছ।' সে তার মাথা ঝাঁকালো এবং এক ফোঁটা অশ্রু তার মুখের উপর পড়ল। 'তার চেয়েও বড় তুমি আমাকে তোমার ভালোবাসা দিয়েছ যা ওটা থেকেও আমার কাছে অধিক মূল্যবান। আমি কীভাবে তোমার উপর রাগ করবো?'

টাইটা আস্তে করে উঠে তাঁবু ত্যাগ করল এবং দিনের বাকিটা সময় তারা এক সাথে কাটাল।

সেদিন সন্ধ্যায় নেফার সবাইকে ডাকল এবং তারা সবাই মিনটাকার বিছানার পাশে জামায়েত হল টাইটা এবং ম্যারন, প্রেন, সোক্কো এবং শাবাকো।

'আপনারা দেখেছেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,' সে তাদেরকে বলল এবং দরজার প্রহরিদের দিকে ঘুরল। 'হেজারেট নামের মহিলাকে নিয়ে এসো,' সে আদেশ করল।

মিনটাকা চমকে উঠল এবং ওঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু সে তাকে জোর করে শুইয়ে দিল।

'আমাদের সৈন্যরা তাকে ইশমাইলিয়ার ফিরতি পথে মরুভূমিতে এলামেলো চলাফেরা অবস্থায় পেয়ছে।' নেফার ব্যাখ্যা করল।

'প্রথমে তারা তাকে চিনতে পারেনি আর বিশ্বাস করতে পারেনি সে একজন রাণী। তারা ভেবেছিল সে একজন পাগল মহিলা।'

হেজারেট তাঁবুতে প্রবেশ করল। নেফার তাকে গোসল ও নতুন কাপড় পড়ার অনুমতি দিয়েছে এবং টাইটা তার ক্ষতগুলোর চিকিৎসা করেছে। এখন সে তার হাত রক্ষীদের কাছ থেকে ছোটানোর চেষ্টা করল এবং চারপাশের তাকালো।

'আমার সামনে থেকে তোমরা সরে যাও।' সে লোকগুলোকে আদেশ করল যারা তার সামনে ছিল। 'আমি একজন রাণী।'

কেউ নড়ল না এবং নেফার তার জন্য একটা টুল আনতে আদেশ দিল। যখন সে ওটার উপর বসল নেফার তার দিকে এক দৃষ্টিতে এতো নির্মমভাবে তাকিয়ে রইল যে হেজারেট তার মুখ ঢাকল এবং কাঁদতে শুরু করল। 'তুমি আমাকে ঘৃণা কর।' সে বোকার মতো ফুঁফিয়ে বলল। 'কেন তুমি আমাকে ঘৃণা কর?'

'মিনটাকা তোমাকে বলবে কেন?' সে উত্তর দিল এবং বিছানার উপরে শোয়া মেয়েটির দিকে ঘুরল। 'দয়া করে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা কর কীভাবে রাজকন্যা মেরিকারার মৃত্যু হলো।'

মিনটাকা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সব কিছু বর্ণনা করে গেল এবং এ দীর্ঘ সময়ে কেউ সরল না এবং কথাও বলল না, শুধু তাদের বন্ধ রাখা দম খেলল এবং মাঝে মাঝে ভয়ে কেঁপে উঠল তারা। শেষে নেফার হেজারেটের দিকে তাকালো, 'তুমি কি এ বিবরণের কোন কিছু অস্বীকার কর?'

হেজারেট নির্মম দৃষ্টিতে এবার তার দিকে তাকাল। 'সে একটা বেশ্যা ছিল এবং সে আমার স্বামীর জন্য কলংক বয়ে এনেছিল, যিনি মিশরের ফারাও। সে মৃত্যুরই যোগ্য। আমি সন্তুষ্ট যে আমি নিজ হাতে তাকে শাস্তি দিতে পেরেছি।'

'এমনকি এখনও আমি তোমাকে হয়তো ক্ষমা করে দিব।' নেফার নরম স্বরে বলল, 'যদি তুমি এক বিন্দু পরিমাণ দুঃখ দেখাও।'

'আমি একজন রাণী। আমি তোমার ঐ সব ক্ষুদ্র আইনের উর্ধ্বে।'

'তুমি এখন আর রাণী নও।' নেফার জবাব দিল এবং তাকে দ্বিধান্বিত দেখালো।

'আমি তোমার নিজের বোন। তুমি আমার কোন ক্ষতি করবে না।'

'মেরিকারাও তোমার বোন ছিল। তুমি কী তাকে ছেড়ে দিয়েছিলে?'

'আমি তোমাকে খুব ভালো করেই চিনি, নেফার সেটি। তুমি আমাকে আঘাত করবে না।'

'তুমি ঠিক হেজারেট। আমি তোমার ক্ষতি করব না কিন্তু একজন আছে যে তোমাকে ছাড়বে না।' সে তার পাশে জামায়েত হওয়া ক্যাপ্টেনদের দিকে ঘুরল। 'এটা সবচেয়ে পুরনো অধিকারের আইন একজন সবচেয়ে আহত ব্যক্তির জন্যে। সামনে এসে দাঁড়াও, ম্যারন ক্যামবাসিয়েস।'

ম্যারন দাঁড়াল এবং সামনে এল, 'ফারাও, আমি আপনার লোক।'

'তুমি রাজকুমারী মেরিকারার বাগদত্তা ছিলে। তুমি সবচেয়ে বেশি আহত। আমি হেজারেট ট্যামোসকে তোমার হাতে তুলে দিলাম যে মিশরের রাজ পরিবারের রাজকন্যা ছিল।'

হেজারেট কান্না করতে শুরু করল যখন ম্যারন একটা স্বর্ণের চেইন তার গলায় পরিয়ে দিল:

'আমি একজন রাণী এবং একজন দেবী। তুমি আমাকে ক্ষতি করার সাহস করো না।'

কেউ তার কান্নার দিকে লক্ষ্য করল না এবং ম্যারন নেফারের দিকে তাকাল। 'মহামান্য আপনি কি আমার উপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন? আপনি কি আমাকে তার প্রতি করুণা ও সহানুভূতি দেখানোর উৎসাহ বা আদেশ দিবেন?'

'আমি তাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি কোন শর্তারোপ না করেই। তার জীবন এখন তোমার।' ম্যারন তার তলোয়ার উন্মুক্ত করল এবং চেইনে ধরে হেজারেটকে টেনে দাঁড় করালো। সে যখন তাকে তাঁবু থেকে টেনে নিয়ে গেল তখনও সে বক বক করছিল এবং আর্তনাদ করছিল। কেউ তাদের অনুসরণ করল না।

তারা নিরবতার মধ্যে বসে রইল এবং বাইরের লোক হেজারেটের আর্তনাদ শুনছিল। তারপর হঠাৎ নিরবতা নামল এবং তারা নিজেদের শক্ত করল। তারা একটা উচ্চ কর্ণবিদীর্ণ চিৎকার শুনল এবং হঠাৎ করেই তা থেমে গেল যেমন করে শুরু হয়েছিল।

দুই হাত দিয়ে তার মুখ ঢাকল মিনটাকা এবং নেফার শয়তানের বিরুদ্ধে চিহ্ন আঁকল। অন্যেরা বসে রইল বিষণ্ন হয়ে।

একটু পরে দরজার পর্দা ভাগ হয়ে গেল এবং ম্যারন তাঁবুতে প্রবেশ করল। তার ডান হাতে খোলা তলোয়ার এবং অন্য হাতে একটা ভয়ংকর বস্তু ধরা। 'মহামান্য,' সে বলল, 'ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

মিনটাকার পুরোপুরি সুস্থ হতে এবং অ্যাভারিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে তাদের আরও পাঁচ দিন সময় লেগে গেল। টাইটা ও নেফার মিনটাকাকে জোর করে একটা পালকিতে উঠাল যাতে তার কষ্ট কম হয়। তারা ধীরে এগিয়ে চলল এবং পনের দিন পর তারা পাহাড়ের ঢালে পৌঁছে নীলের বিশাল সবুজ উপত্যকায় তাকাল। নেফার মিনটাকাকে পালকি থেকে নামাতে সাহায্য করল এবং এক সাথে একটু পথ হাঁটল। কিন্তু তারা সেখানে বেশিক্ষণ কাটাল না। যখন নেফার উঠে দাঁড়াল এবং চোখের উপর ছায়া দিল দূরে তাকাতে তখন মিনটাকা জিজ্ঞেস করল–

'ওটা কি, আমার ভালোবাসা?'

'আমাদের দর্শনার্থী।' নেফার জবাবে বলল। 'এই দর্শনার্থীরা সব সময় সাদরে গৃহীত।'

মিনটাকা হাসল যখন ঐ দুই জন অসমাঞ্জস্য অবয়বের মানুষ তাদের কাছাকাছি এল: টাইটা এবং ম্যারন।

'কিন্তু এটা কেমন অদ্ভুত পোশাক?' তারা দু'জন সাধারণ পোশাক এবং স্যান্ডেল পরিহিত এবং যেন তারা তীর্থ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত।

'আমরা বিদায় জানাতে এসেছি এবং আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে।' টাইটা ব্যাখ্যা করল।

'আমাকে এখনই ছেড়ে যাবেন না।' নেফারকে বিহ্বল দেখাল। 'তুমি কি আমার অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিবে না?'

'তুমি ইশমাইলিয়ার এই ভূমিতে রাজ মুকুট পেয়েছে।' টাইটা তাকে শান্তভাবে বলল।

'আমাদের বিয়েতে!' মিনটাকা চিৎকার করে উঠল। 'তোমাকে অবশ্যই আমাদের বিয়েতে উপস্থিত থাকতে হবে।'

'অনেক আগে থেকেই তোমরা বিবাহিত।' টাইটা হাসল। 'সম্ভবত তোমাদের জন্মের দিন থেকেই। কারণ প্রভু তোমাদের একজনকে অন্যজনের জন্য তৈরি করেছেন।'

'কিন্তু তুমি, আমার রেড রোড ভ্রাতা এবং আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু!' নেফার ম্যারনের দিকে ঘুরল, 'তোমার কী খবর?'

'এখানে আমার জন্য আর কিছু বাকি নেই যখন মেরিকারাই চলে গেল। আমাকে অবশ্যই টাইটার সঙ্গে যেতে হবে।'

নেফার আর কিছু বলার মতো খুঁজে পেল না, বরং অধিক শব্দ এ সময়টাকে শুধু আরও বিষণ্ন করে তুলবে। সে এমনকি জিজ্ঞেসও করল না তারা কোথায় যাচ্ছে। সম্ভবত তারা নিজেরাও জানে না।

সে তাদেরকে আলিঙ্গন করল ও চুমু খেল, তারপর সে ও মিনটাকা দাঁড়িয়ে রইল এবং তাদের চলে যাওয়া দেখল। তাদের আকৃতি ধীরে ধীরে মরুর তেপান্তরে বিলীন হয়ে গেল এবং তারা অদ্ভুত রকম একটি গভীর ব্যথা অনুভব করল তাদের জন্য।

'তারা সত্যি চলে যায় নি।' মিনটাকা ফিসফিস করল।

'না।' নেফার সম্মত হলো। 'তারা সব সময় আমাদের সাথে থাকবে।'

প্রধান যাজিকা ও তার পঞ্চাশ জন সহকারীসহ রাজকন্যা মিনটাকা অ্যাপিপি হাথোরের মন্দিরে এল ফারাও নেফার সেটির সাথে তার বিয়ের জন্যে।

তারা দুজন থেবস্-এর প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল, যেখান থেকে বন্যার বিশাল বিস্তৃত ও প্রবাহ দেখা যাচ্ছে। এ সময়টা দুই মিশরের সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর জন্যে সবচেয়ে সুখের।

মিনটাকা অনেক আগেই তার আঘাত ও কষ্ট থেকে সেরে উঠেছে। তার সৌন্দর্য পূর্ণ বিকশিত এবং এই আনন্দঘন মুহূর্তে মনে হল তা আরও দশগুণ বেড়ে গেছে।

মনে হলো সমগ্র মিশর তাদের বিয়ের সাক্ষী হতে এসেছে। লোকজন নদীর দুই পারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং যতোদূর চোখ যায় শুধু লোক আর লোক। যখন নব দম্পতি আলিঙ্গন করল এবং নীলের পানির পাত্রগুলো ভাঙল তখন যে চিৎকার আকাশ পর্যন্ত পৌছালো তা সম্ভবত প্রভুদেরকেও বিস্মিত করে দিল। তারপর নেফার সেটি তার নতুন রাণীকে হাতে ধরে নিয়ে গেল এবং তার সৌন্দর্য জনগণকে দেখাল। তারা হাঁটুগেড়ে বসে কান্না করল এবং চিৎকার করে তাদের আনুগত্য ও ভালোবাসা প্রকাশ করল।

হঠাৎ একটা নিরবতা এ বিশাল ভূমির উপর নেমে এল এবং ধীরে ধীরে সকল চোখ উপরের দিকে ঘুরে গেল, প্রাসাদের উপরের আকাশে একটা ক্ষুদ্র বিন্দু দেখা গেল তখন। নিরবতার মাঝে একটা রাজকীয় বাজপাখির তীক্ষ্ণ নিঃসঙ্গ চিৎকার শোনা গেল এবং পাখিটা উঁচু নীল আকাশ থেকে নেমে আসছে। শেষে ঠিক যখন মনে হলো পাখিটা ফারাও-এর উপর এসে পরবে তখন বাজ পাখিটা তার ডানা প্রসারিত করল এবং ফারাও এর লম্বা দেহের উপর চক্কর দিল। নেফার তার ডান হাত তুলতেই চমৎকার পাখিটা তার হাতের মুঠোয় এসে নামল।

যখন তারা অলৌকিক ঘটনাটাকে অভিনন্দন জানালো তখন দশ হাজার কণ্ঠ একত্রে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু নেফারের চোখ তখন খাঁটি সোনার চিকন ফাঁদের উপর নিবদ্ধ হলো যা পাখিটার ডান পায়ে বাঁধা ছিল বিশাল বাঁকানো নখরের উপরে। দামি ধাতুতে একটি প্রতীক আঁকা যা নেফারের হৃদ্স্পন্দন বাড়িয়ে দিল যখন নেফার তা চিনতে পারল।

'রাজকীয় সীলমোহর!' সে ফিসফিস করল। 'এটা কোন বন্য পাখি নয়। এটা নেফারটেম। আমার পিতার বাজ পাখি। এ কারণে এটি প্রায়ই আসত আমি যখন বড় কোন বিপদে থাকতাম আমাকে সতর্ক করতে ও পথ দেখাতে। আমার পিতার আত্মা সব সময় আমার পাশে ছিল।'

'এবং এখন নেফারটেম এসেছে সারা দুনিয়ার সামনে প্রমাণ করতে যে তুমিই প্রকৃত রাজা।' মিনটাকা তার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল এবং তার মুখের দিকে চেয়ে রইল– তার চোখ দুটি গর্ব এবং ভালোবাসায় উজ্জ্বল ॥

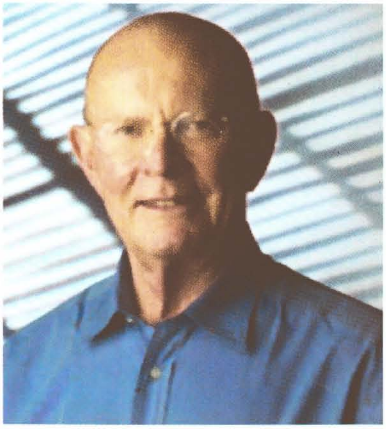

১৯১৩ সালে মধ্যআফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করেন **উইলবার স্মিথ**। মাইকেলহাউজ ও রোডস ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তিনি। *হোয়েন দ্য লায়ন ফীডস*-এর সাফল্যজনক প্রকাশনার পরই সার্বক্ষণিক লেখকে পরিণত হন। এপর্যন্ত তিরিশটিরও বেশি উপন্যাস লিখেছেন তিনি। সবগুলোই বিশ্বব্যাপী অসংখ্য অভিযানের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার পর। এপর্যন্ত তাঁর উপন্যাসগুলো ছাব্বিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

শাহজাহান মানিক ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ। বর্তমানে একটি কলেজের প্রভাষক। একাধারে তিনি কবি, অনুবাদক, সংগঠক, আবৃত্তিকার ও সাহিত্যসেবী। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'ভালোবাসার অসমাপ্ত কবিতা', দ্বিতীয় কবিতার বই 'যদি একটু ছুঁয়ে দাও'। তাঁর একাধিক অনুবাদের বই ব্যাপকভাবে পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। বিশেষ করে মারিও পূজোর 'দ্য ফ্যামিলি' ও 'ওমের্তা'। এছাড়াও তাঁর একাধিক অনুবাদ ও সায়েন্স ফিকশন-এর বই রয়েছে।

একটি আলোচিত কাহিনী, রথ যুদ্ধের... স্মিথের হাতে যা অনবদ্যরূপে সেজেছে... এবং নিঃসন্দেহে তার জনপ্রিয়তাকে অন্যদের চেয়ে আরো বেশি বাড়িয়ে দেবে এ উপন্যাসটি।

ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড

স্মিথ প্রাচীন মিশরীয় চরিত্রগুলোকে অনন্য রঙে সাজিয়েছেন। যার ফলে যে কেউ এর উত্তাপ এবং গল্পের বন্ধুর জগতে হারিয়ে যাবে...ওয়ারলক একটি পাকা বুননের ক্লাসিক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী।

আইরিশ নিউজ

স্মিথ একজন অসাধারণ গল্পকার; এবং এই উপন্যাসের দ্রুতগতি, অ্যাকশন ও রোমাঞ্চকর প্লটসমূহ পাঠককে ধরে রাখবে যা সাধারণত ঐতিহাসিক উপন্যাসে কম দেখা যায়।

বুক লিস্ট

ISBN 978 984 8975 06 0
9 789848 975060